ছন্দোবদ্ধ বাংলা কোরআন

ছন্দোবদ্ধ বাংলা কোরআন

ছন্দায়িত বাংলা অনুবাদ

পান্না চৌধুরী

গন্তব্য প্রকাশনী

প্রকাশক
রফিকুল আমিন

প্রথম প্রকাশ - ২০০৬ ফেব্রুয়ারী
দ্বীতিয় প্রকাশ - ২০০৬ মার্চ
তৃতীয় প্রকাশ - ২০০৭ ফেব্রুয়ারী
চতুর্থ প্রকাশ - ২০০৮ ফেব্রুয়ারী
পঞ্চম প্রকাশ - ২০১০ মে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ তানজীম নূর
পঞ্চম সংস্করণ বিশেষ সংশোধিত ঃ ডিভাইন উইজডোম সোসাইটি
নামকরণ ঃ রেজাউল করিম তালুকদার
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ তানজীম নূর
কম্পিউটার এডিটিং ঃ হাসনাইন মেহেদী
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ ডিভাইন উইজডোম সোসাইটি
প্রচারণায় ঃ আইসোমেট্রিক লিমিটেড
পরিবেশক ঃ ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেড
হাদিয়া ঃ পাঁচশত টাকা

ISBN : 984-8697-00-4

SONDOBODDHA BANGLA QUR-AN
BY PANNA CHOUDHURY

PUBLISHED BY : GONTOBBO PROKASHONI
15/C - MEHERBA PLAZA
33- TOPKHANA ROAD, DHAKA-1000 : BANGLADESH
PRICE : US $ 20.00

বাংলা ভাষাভাষী
প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্যে

ছান্দিক অনুবাদের কয়েকটি উদাহরণ

নিদর্শন রয়েছে বহু
জমিন আসমানে
অহরহ দেখে তারা
এখানে সেখানে
নিবেশ করেনা মন
সে সবের পানে ॥

সূরা ইউসুফ
আয়াত - ১০৫
***

মানুষের জন্য আমি
এই কোরআনে
বিভিন্ন উপমা সব
রাখি এখানে
বাণী মোর বিশদভাবে
বর্ণনা ভরা
মানুষের স্বভাবই হলো
তর্ক করা ॥

সূরা কাহাফ
আয়াত - ৫৪
***

মানুষের মাঝে রয়
কিছু লোক যারা
আল-াহ্‌র পথ হতে
সরাতে তারা
নিয়ে তারা নিজেদের
যত অজ্ঞতা
সংগ্রহ করা কিছু
বানোয়াট কথা
সেই সব অবান্তর
কথা তারা দিয়ে
আল্লাহ্‌র পথ রাখে
ফালতু বানিয়ে
এইরূপ অভ্যাস
রয়েছে যাদের
রাখা আছে অপমান
শাস্তি তাদের ॥

সূরা লোকমান
আয়াত - ১০৬
***

তিনিই পাঠান শুভ
সংবাদ দিয়ে
বাতাস আসে তাই
বৃষ্টি নিয়ে ॥
যখন তা বয়ে আনে
ঘন মেঘমালা
নিস্প্রাণ জনপদে
হয় তার চলা ॥
তা হতে বৃষ্টি আমি
বর্ষন করি
ফলমুল ওঠে তাই
ভুবনেতে ভরি ॥
মৃতকে জীবিত আমি
করিব আরো
এইরূপে তোমরা যাতে
বুঝিতে পারো ॥

সূরা আরাফ
আয়াত - ৫৭
***

রাত্রি-দিনের এই
আবর্তনে
আকাশ ও পৃথিবীর
এই সৃজনে ॥
নিদর্শন রহিয়াছে
কত যে প্রমাণ
তাহাদের তরেতে সব
যার আছে জ্ঞান ॥
আল্লাহ্‌কে স্মরণ যারা
করে দাঁড়িয়ে
শুয়ে-বসে, চিন্তা করে
মনোযোগ দিয়ে
আসমান ও জমিনের
সৃজন নিয়ে ॥
বলে তারা, হে মোদের
পালনকারী
নিরর্থক নহে এই
সৃষ্টি তোমারি ॥
তোমার পবিত্রতা
ঘোষনা করি
দোজখের আজাব হতে
আমরা ডরি
রক্ষা করিতে তাই
তোমাকে স্মরি ॥

সূরা আল-ইমরান
আয়াত - ১৯০,১৯১
***

আকাশ ও পৃথিবী
সৃষ্টির কাজে
দিবস ও রজনী
বদলের মাঝে ॥
মানুষের উপকারী
বস্তু সকলে
সমুদ্রে যত কিছু
জলযান চলে ॥
যাহা কিছু মানুষের
উপকার করে
আকাশ হতে যাহা
পানিরূপে-ঝরে ॥
যাহা দ্বারা আল্লাহ্‌
করিলেন দান
শুষ্ক জমিনে তিনি
পুনরায় প্রাণ ॥
ধরণীর পরে এলো
হরেক প্রাণী
আকাশে দিলেন আরো
মেঘমালা আনি ॥
বাতাসকে করিয়া দিলেন
তিনি বহমান
নিদর্শন তাদের তরে
যার আছে জ্ঞান ॥

সূরা বাকারা
আয়াত - ১৬৪
***

আল্লাহ্‌ যারে চান
করেন প্রদান
বহু গুণ দেন তিনি
যারে দেন জ্ঞান
উপদেশ নেয় শুধু
যারা জ্ঞানবান ॥

সূরা বাকারা
আয়াত - ২৬৯
***

তোমাকে নাজিল মোর
যাহা কিতাবে
এজন্য যাতে তুমি
পরিষ্কারভাবে
মতভেদ যারা করে
তাদের বোঝাবে ॥
মুমিন লোকেদের তরে
এতে নিশ্চয়
হেদায়াত ও রহমত
তাহাদের রয় ॥
আল্লাহ্ আকাশ হতে
পানি বর্ষান
প্রাণহীন জমিন তিনি
জীবিত করান ॥
নিদর্শন আছে এতে
তাহাদের তরে
বলিলে কথা যারা
শ্রবণ করে ॥

সূরা নাহল
আয়াত - ৬৪,৬৫
***

তোমার যে বিষয়ে
জ্ঞান নাই কোনো
তার পিছনে কভু
লাগিও না যেন ॥
এই সবে জিজ্ঞাসিত
হবে নিশ্চয়
চোখ-কান সবকিছু
আরো যে হৃদয় ॥
দম্ভে ফেলো না পা
তুমি পৃথিবীতে
ভূমিকে পারিবে না
বিদীর্ণ করিতে
পারিবে না পর্বতের
সম হইতে ॥

সূরা বণী ইসরাইল
আয়াত - ৩৬,৩৭
***

কোরআন নাজিল হলো
স্বয়ং আমার
আমারই উপরে ইহা
রক্ষার ভার ॥

সূরা হিজর
আয়াত - ৯
***

সমস্ত প্রশংসা সেই
এক আল্লাহ্র
এই কিতাব নাজিল
হয়েছে যাঁহার ॥
বান্দার প্রতি সবই
এই কোরআনে
আঁকাবাঁকা কোনো কথা
নাই এখানে ॥

সূরা কাহাফ
আয়াত - ১
***

সত্যকে নিক্ষেপ করি
মিথ্যার উপরে
সত্য, মিথ্যার মগজ
দেয় বের করে
মিথ্যা তখনই যায়
বিলুপ্ত হয়ে
তোমাদের কথায় গেল
দুর্ভোগ রয়ে ॥

সূরা আম্বিয়া
আয়াত - ১৮
***

যথেষ্ট নয় কি বল
তাহাদের তরে
তোমাকে দিয়েছি কোরআন
নাযিল করে
পাঠ করে তাহাদের
শুনানো যা হয়
রহ্মত ও উপদেশ
মুমিনের রয় ॥

সূরা আনকাবুত
আয়াত - ৫১
***

এভাবেই করেছি ওহী
তোমাকে প্রেরণ
কোরআন এক নির্দেশ
রয়েছে তেমন ॥
কিতাবের ধারণা তো
ছিল না তোমার
ঈমান কাহাকে বলে
জানিতে না তার ॥
কোরআন দিয়ে এক
জ্যোতি করিয়া
বান্দাকে দেখাই পথ
তাহাকে দিয়া ॥
নিশ্চয়ই তুমি এর
সাহায্য নিয়া
সরল-সঠিক পথ
যাবে দেখাইয়া ॥

সূরা শুরা
আয়াত - ৫২
***

তোমাকে নাজিল মোর
যাহা কিতাবে
এজন্য যাতে তুমি
পরিষ্কারভাবে
মতভেদ যারা করে
তাদের বোঝাবে ॥
মুমিন লোকদের তরে
এতে নিশ্চয়
হেদায়াত ও রহমত
তাহাদের রয় ॥
আল্লাহ্ আকাশ হতে
পানি বর্ষান
প্রাণহীন জমিন তিনি
জীবিত করান ॥
নিদর্শন আছে এতে
তাহাদের তরে
বলিলে কথা যারা
শ্রবণ করে ॥

সূরা নাহল
আয়াত - ৬৪,৬৫
***

অনুবাদকের কথা

শৈশবে বুদ্ধি বিকশিত হবার পর থেকেই একখানা বই দেখতাম- লাল কাপড়ে মোড়ানো আলমারীর মাথার উপরে কাঠের একটা রেহেলের উপরে সযত্নে রক্ষিত। যখন মুরুব্বী কেউ ওজু করে অত্যন্ত যত্নের সাথে বইটা নামিয়ে চুমু খেতে খেতে বুকে ধরে মধুর সুরে তার কোন বাণী তিলাওত করতেন- তখন সেই আবেশে সম্মোহিতের মতো তা শুনতাম। তবে অজানা ভাষায় কথাগুলো কিছুই বুঝতাম না। আরেকটু বড় হয়ে কায়দা, আমপারা শেষ করে সবশেষে সেই আন্‌টাচ্‌এবেল লাল কাপড়ে মোড়া বইটাও খতম করলাম কয়েকবার। কিন্তু অজানা ভাষার বক্তব্যগুলো অজানাই থেকে গেল বহুকাল। বড় হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবার পরও অসংখ্যবার পদক্ষেপ নিয়েছি-অর্থসহ পবিত্র কোরআনখানি পড়ে শেষ করবো। কিন্তু কখনও তা সম্ভব হয়েছিলোনা। অবশেষে সুদীর্ঘকাল কানাডাতে অবস্থান করার পর সেই ইচ্ছাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাজেই বাংলা-ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে সর্বমোট তেইশখানা অনুবাদ আমি পড়ে ফেললাম আগাগোড়া। সব অনুবাদই এক- শুধু শব্দের কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত। তবুও আমি নিজের মতো করে বুঝতে পারলামনা।

কানাডাতেই সৌদীআরবের একজন ইউনিভার্সিটি প্রফেসরের সাহচর্যে আসি। তিনি ডক্টর আব্দুল-াহ্। কোরআনের হাইপারমেট্রিক ছন্দের ব্যাপারে তিনিই আমাকে ধারণা দিলেন। আরও বললেন, কোরআন কোনো সাহিত্যকর্ম নয়। জীবনধারণের জন্য স্বচ্ছ উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ। যে উপদেশ এসেছিল স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা থেকে। ছন্দের মাধ্যমে মানব চেতনাতে উপদেশগুলো প্রোথিত করার জন্য। উপদেশ গ্রহণ করতে হলে এবং সেই মূল্যবোধে জীবন-যাপন করতে হলে অবশ্যই মাতৃভাষায় তা রিসাইট্ করতে হবে। উনি আরও বলেছিলেন কোরআন শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে " যা পূনঃ পূনঃ পাঠ করা হয় "। আর তিলাওত শব্দের অর্থ হচ্ছে " উপলব্ধি "। আমি বুঝলাম যে কোরআন উপলব্ধিসহ বার বার পাঠ করলেই জীবনের অন্তর্নিহিত অনেক অর্থই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কোরআনের বানীগুলো তাই নিজের মাথার মধ্যে প্রেথিত করার জন্য ডক্টর আব্দুল্লাহ্‌র পরামর্শে মাতৃভাষায় আমার নিজের মতো করে ছন্দায়িত করার কাজে নিয়োজিত হই।

দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ নিরলস প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে একসময় আমার মধ্যে অন্য আরেক উপলব্ধির বিকাশ লাভ করে। সেটা হলো স্বভাষী জাতির প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন দায়িত্ববোধ। বুঝতে পারলাম কোরআনের বাণীগুলি চিরন্তন। এই বাণীগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে অত্যন্ত সহজ সরল একটা আকুতি। প্রকৃতপক্ষেই বাণীগুলি বার বার পাঠ করলে শরীর ও মনে এক প্রকার ভাইব্রেশনের সৃষ্টি হয়। আর সেই উপলব্ধির পথ বেয়ে আমি সেই বৃহৎ স্বত্ত্বার খুব কাছাকাছি যেতে পারি।

আমার এই অনুভুতিগুলো আমার ভাষীদের সাথে শেয়ার করতেই, তাই প্রবাসে দীর্ঘকাল বাস করবার পরে স্বদেশে আমার আগমন। অসংখ্য মানুষ আমার নিজের দেশে এই ছন্দোবদ্ধ বাংলা কোরআন পাঠ করে নিজেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে, প্রচারে এগিয়ে এসে আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এতো বড় একটা বিশাল গ্রন্থের কাজে কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থাকতেই পারে সেজন্য অভিজ্ঞ পাঠকদের কাছে আমার আবেদন এটাই যে, কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে- আমাকে জানাবেন। যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশেধন করে দিতে পারি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই বিশাল স্রষ্টার প্রতি- যিনি এই দুরূহ কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য আমার মতো এক সামান্য মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমার কর্মের প্রাপ্য হলো- পাঠকদের দোয়া এবং শুভ কামনা।

পান্না চৌধুরী
মে, ২০১০

সূচি

সূরা নং	সূরার নাম	অবতীর্ন	আয়াত	রুকু	পারা	পৃষ্ঠা
২৯.	আনকাবুত	মক্কায়	৬৯	৭	২০-২১	৪৪৩
৩০.	রোম	মক্কায়	৬০	৬	২১	৪৫২
৩১.	লোকমান	মক্কায়	৩৪	৪	২১	৪৬০
৩২.	সাজদা	মক্কায়	৩০	৩	২১	৪৬৫
৩৩.	আহযাব	মদীনায়	৭৩	৯	২১-২২	৪৬৮
৩৪.	সাবা	মক্কায়	৫৪	৬	২২	৪৭৯
৩৫.	ফাতির	মক্কায়	৪৫	৫	২২	৪৮৭
৩৬.	ইয়াসীন	মক্কায়	৮৩	৫	২২-২৩	৪৯৪
৩৭.	সাফ্‌ফাত	মক্কায়	১৮২	৫	২৩	৪৯৯
৩৮.	সাদ	মক্কায়	৮৮	৫	২৩	৫০৯
৩৯.	যুমার	মক্কায়	৭৫	৮	২৩-২৪	৫১৬
৪০.	মুমিন	মক্কায়	৮৫	৯	২৪	৫২৭
৪১.	হা-মীম-সাজদা	মক্কায়	৫৪	৬	২৪-২৫	৫৩৮
৪২.	শুরা	মক্কায়	৫৩	৫	২৫	৫৪৬
৪৩.	যুখরুফ	মক্কায়	৮৯	৭	২৫	৫৫৩
৪৪.	দুখান	মক্কায়	৫৯	৩	২৫	৫৬২
৪৫.	জাছিয়া	মক্কায়	৩৭	৪	২৫	৫৬৫
৪৬.	আহকাফ	মক্কায়	৩৫	৪	২৬	৫৭০
৪৭.	মুহাম্মদ	মদীনায়	৩৮	৪	২৬	৫৭৬
৪৮.	ফাতহ্‌	মদীনায়	২৯	৪	২৬	৫৮১
৪৯.	হুজুরাত	মদীনায়	১৮	২	২৬	৫৮৬
৫০.	কাফ	মক্কায়	৪৫	৩	২৬	৫৯০
৫১.	যারিয়াত	মক্কায়	৬০	৩	২৬-২৭	৫৯৩
৫২.	তুর	মক্কায়	৪৯	২	২৭	৫৯৭
৫৩.	নাজম	মক্কায়	৬২	৩	২৭	৬০০
৫৪.	ক্বমর	মক্কায়	৫৫	৩	২৭	৬০৩
৫৫.	আর-রহমান	মদীনায়	৭৮	৩	২৭	৬০৭
৫৬.	ওয়াকিয়া	মক্কায়	৯৬	৩	২৭	৬১১
৫৭.	হাদীদ	মদীনায়	২৯	৪	২৭	৬১৫

সূরা নং	সূরার নাম	অবতীর্ন	আয়াত	রুকু	পারা	পৃষ্ঠা
৫৮.	মুজাদালা	মদীনায়	২২	৩	২৮	৬২০
৫৯.	হাশর	মদীনায়	২৪	৩	২৮	৬২৫
৬০.	মুমতাহীনা	মদীনায়	১৩	২	২৮	৬২৯
৬১.	সাফ	মদীনায়	১৪	২	২৮	৬৩২
৬২.	জুমুআ	মদীনায়	১১	২	২৮	৬৩৪
৬৩.	মুনাফিকুন	মদীনায়	১১	২	২৮	৬৩৬
৬৪.	তাগাবুন	মদীনায়	১৮	২	২৮	৬৩৮
৬৫.	তালাক	মদীনায়	১২	২	২৮	৬৪১
৬৬.	তাহরীম	মদীনায়	১২	২	২৮	৬৪৩
৬৭.	মুলক	মক্কায়	৩০	২	২৯	৬৪৬
৬৮.	কলম	মক্কায়	৫২	২	২৯	৬৪৯
৬৯.	হাক্কা	মক্কায়	৫২	২	২৯	৬৫২
৭০.	মাআরিজ	মক্কায়	৪৪	২	২৯	৬৫৫
৭১.	নূহ	মক্কায়	২৮	২	২৯	৬৫৭
৭২.	জ্বীন	মক্কায়	২৮	২	২৯	৬৫৯
৭৩.	মুযাম্মিল	মক্কায়	২০	২	২৯	৬৬২
৭৪.	মুদাচ্ছির	মক্কায়	৫৬	২	২৯	৬৬৪
৭৫.	কিয়ামা	মক্কায়	৪০	২	২৯	৬৬৬
৭৬.	দাহর	মদীনায়	৩১	২	২৯	৬৬৮
৭৭.	মুরসালাত	মক্কায়	৫০	২	২৯	৬৭১
৭৮.	নাবা	মক্কায়	৪০	২	৩০	৬৭৩
৭৯.	নাযিআত	মক্কায়	৪৬	২	৩০	৬৭৪
৮০.	আবাসা	মক্কায়	৪২	১	৩০	৬৭৬
৮১.	তাকবীর	মক্কায়	২৯	১	৩০	৬৭৭
৮২.	ইনফিতর	মক্কায়	১৯	১	৩০	৬৭৮
৮৩.	মুতাফ্ফিফীন	মক্কায়	৩৬	১	৩০	৬৭৯
৮৪.	ইনশিকাক	মক্কায়	২৪	১	৩০	৬৮১
৮৫.	বুরূজ	মক্কায়	২২	১	৩০	৬৮২

১. সূরা ফাতেহা
মক্কায় ঃ আয়াত ৭ ঃ রুকু ১

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুনা দিয়ে ॥

রুকু-১

১. আল্লাহ্‌র জন্য রহে
যতো গুনগান
পালন করেন যিনি
সকল জাহান
২. পরম করুনাময়
তিনি দয়াবান ॥
৩. রোজ কিয়ামতে যিনি
করিবেন বিচার
৪. ইবাদত আমরা কেবল
করি আপনার ॥
আপনারই সাহায্য চাই
মোরা ইবাদতে
৫. চালান মোদেরে যেন
সেই সোজা পথে ॥
৬. চলেছে যারা সব
সেই পথ ধরে
আপনার দয়া রয়
যাদের উপরে ॥
৭. আর যারা চলে সব
সেই পথে নয়
আপনার গজব যেথা
আপতিত হয়
আরো যেই লোকেরা
ভুল পথে রয় ॥

---

২. সূরা বাকারা
মদিনায় ঃ আয়াত ২৮৬ ঃ রুকু ৪০

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্‌র
করুনাময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-মীম
এই কিতাবের
মহিমা অসীম ॥
২. সন্দেহ নাই এতে
অনু পরিমান
পথের দিশারী এই
আল-কোরআন
মোত্তাকী তাদের তরে
সেই ইনসান ॥
৩. গায়েবে ঈমান রাখে
মোত্তাকী তারা
ছালাত কায়েমও
করে যাহারা ॥
রিযিক যা দিয়েছি
আমি তাহাকে
তাহা হতে ব্যয় সে
করিয়া থাকে ॥
৪. আর যারা ঈমান রাখে
তার উপরে
তোমাতে দেয়া যাহা
নাজিল করে ॥
এবং পূর্বেও যেসব
নাজিল থাকে
দৃঢ়ভাবে আখেরাতও
বিশ্বাস রাখে ॥
৫. হেদায়েতে তাহারাই

পালকের কাছে
প্রকৃত সফলতা
তাহাদেরই আছে ॥

৬. কাফের হয়েছে সব
যারা নিশ্চয়
দেখাওবা না-দেখাও
তাহাদের ভয় ॥
উভয়ই তাদের কাছে
একই সমান
আনিবেনা কখনই
তাহারা ঈমান ॥

৭. আল্লাহ্‌র মোহর মারা
তাদের অন্তরে
রয়েছে আরো তাহা
কানের উপরে ॥
পর্দা রয়েছে তাদের
চক্ষুতে মারা
তাদের জন্য আছে
শাস্তিও ধরা ॥

রুকু-২

৮. মানুষের মাঝে কিছু
এইরূপও আছে
আল্লাহ্ ও পরকালে
ঈমান আনিয়াছে ॥
এইরূপ কথা তারা
মুখে শুধু বলে
ঈমানদার নয় কেহ
তারা সকলে ॥

৯. আল্লাহ্ ও মুমিনের
ধোঁকা দিতে চায়
বোঝেনা ধোঁকা তারা
নিজেরাই খায় ॥

১০. তাদের রয়েছে
অন্তরে রোগ
আল্লাহ্ বাড়িয়ে দেন
আরো দূর্ভোগ ॥
শাস্তি রয়েছে তাদের
যন্ত্রনা দ্বারা
কেননা মিথ্যা সবাই
বলিত তারা ॥

১১. এই কথা তাদেরে
যদি বলা যায়
ফ্যাসাদ করিওনা
আর দুনিয়ায় ॥
তখন তারা সব
এই কথা বলে
আমরাতো শান্তি
প্রতিষ্ঠার দলে ॥

১২. মনে রেখ ফ্যাসাদের
তারাই কারন
কিন্তু তারা সব
বোঝেনা তখন ॥

১৩. তাদেরে করা হয়
যদি আহ্বান
অন্য সবার মত
আনিতে ঈমান ॥
আমরা কি আনিব ঈমান
বলে সব তারা
যেরূপ ঈমান সব
আনে বোকারা ?
মনে রেখ উহারাই
প্রকৃত বোকা
না বুঝিয়া নিজেরাই
খেয়ে চলে ধোঁকা ॥

১৪. যখন তাহারা আসে
মুমিনের কাছে
মিথ্যা বলে যে তারা
ঈমান আনিয়াছে ॥
আবার যখন মেশে
শয়তান দলে
তোমাদেরই সাথে মোরা
এইকথা বলে
মুমিনকে বলি যাহা
ঠাট্টার ছলে ॥

১৫. তামাশা তাদের সাথে
আল্লাহ্ই করেন
অবকাশ তাহাদের
তিনি দিয়েছেন ॥
ফলে তারা নিজেদেরই
অবাধ্যতায়
ভ্রান্তি নিয়ে তারা
ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

১৬. উহারাই সেইলোক
করে যারা ক্রয়
হেদায়েত বিনিময়ে
গোমরাহী লয়
তাহাদের ব্যবসায়ে
লোকসান হয়
সঠিক পথের উপর
কেউ তারা নয় ॥

১৭. তাদের অবস্থা সেই
লোকটির মতো
আগুন জ্বালিয়া যেই
হলো আলোকিত ॥
তখনই আল্লাহ্ গেলেন
আলো তার নিয়ে
ঘোর আঁধারে সবার
তিনি ছেড়ে দিয়ে ॥
ফলে আর কোনকিছু
তাহারা সেথায়
তাহাদের দৃষ্টি দ্বারা
দেখিতে না পায় ॥

১৮. অন্ধ- বধির- মূক
রয়েছে যারা
কাজেই কখনও আর
ফিরিবেনা তারা ॥

১৯. তাদের অবস্থা সেসব
পথিকের ন্যায়
ঘন বৃষ্টিতে যারা
পথ চলে যায় ॥
ঘোর অন্ধকার
থাকে যাহাতে
বজ্র ও বিদ্যুৎ চমক
আরো সেই সাথে ॥
বজ্রের গর্জনে তারা
মরনের ডরে
নিজেদের অঙ্গুলী
কানে দেয় ভরে
কাফেরকে আল্লাহ্ রাখেন
বেষ্টন করে ॥

২০. বিদ্যুৎ চমক মনে
হয় যে এমন
দৃষ্টি তাদের যেন
হইবে হরণ ॥
বিদ্যুৎ তাদের যখন
আলো দিয়ে যায়
সে আলোয় পথ তারা
চলিবার পায় ॥
ঢেকে ফেলে তাহাদের
যখন আঁধার
থমকে দাঁড়ায় তারা
তখন আবার ॥
আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে
করিতেন হরণ
তাহাদের সেইসব
দৃষ্টি - শ্রবণ ॥
অবশ্যই আল্লাহ্
সকল বিষয়
সর্বময় ক্ষমতা
সবই তাঁর রয় ॥

রুকু-৩

২১. মানুষ ইবাদত কর
দিয়া প্রাণমন
সৃষ্টি করিয়া যিনি
করেন পালন
অতীতও হল যারা
সেই লোকজন
মোত্তাকী হয়ত হবে

তোমরা এখন ॥
২২. তোমাদের জন্য আকাশ
মাটি বানিয়ে
তারপর আকাশ হতে
বৃষ্টি নামিয়ে ॥
তোমাদের তিনি সেথা
জীবিকা দিতে
ফল ও ফসল দেন
তিনি ভূমিতে ॥
অতএব তোমরা কেহ
জানিয়া - বুঝিয়া
কোরনা সমান তাঁর
আর কারো নিয়া ॥
২৩. সন্দেহ থাকে যদি
নাযিল কোরআনে
একটি সূরা আনো তবে
তোমাদের জ্ঞানে ॥
আল্লাহ্ ছাড়া কারো
সাহায্যেও ডাকো
সত্যবাদী তোমরা
যদি হয়ে থাকো ॥
২৪. তোমাদের দ্বারা তাহা
সম্ভব নয়
কাজেই সে আগুনের
করে চল ভয় ॥
মানুষ ও পাথর যার
হবে ইন্ধন
কাফেরের জন্য সব
রয়েছে এমন ॥
২৫. সংবাদ দাও যারা
এনেছে ঈমান
সৎকাজে যারা ছিল
নিবেদিত প্রান ॥
বেহেশত রহিয়াছে
তাহাদের তরে
পাদদেশ দিয়ে যার
ঝরনা ঝরে ॥
তাদের দেয়া হলে
যদি কোন ফল
বলিবে এতো সেই
আগের অবিকল ॥
আমাদের দেয়া হতো
পূর্বে যাহা
বস্তত: অনুরূপই
ফল হবে তাহা ॥
পবিত্র সঙ্গিনী রবে
তাহাদের তরে
সেখানে থাকিবে সব
চিরকাল ধরে ॥
২৬. আল্লাহ্‌র কুণ্ঠা নাই
উপমা দিতে
মশা বা ক্ষুদ্র কিছু
সেথা আনিতে ॥
ঈমান এনেছে যারা
তারা সব জানে
পালকের উপমা সব
ঠিক বলে মানে ॥
কাফের হয়ে শুধু
যারা সব থাকে
তারা সব এইরূপ
বলে আল্লাহ্‌কে
তুচ্ছ এ উপমা সে
কি কারনে রাখে?
এ দিয়ে আল্লাহ্ কারো
বিপথে চালান
কারো বা সঠিক পথে
নির্দেশ দান ॥
ফাসেক ব্যতীত তিনি
আর কাহারো
উপমায় গোমরাহ্
করেননা আরো ॥
২৭. আল্লাহ্‌র সাথে করে
যারা অঙ্গীকার
অবশেষে ছিন্ন করে
সংযোগ তার ॥
কলহ সৃষ্টি তারা

করে দুনিয়ায়
প্রকৃতপক্ষে তাদের
ক্ষতি হয়ে যায় ॥

২৮. আল্লাহ্‌র কুফরি তুমি
করো কেমনে ?
নির্জীব হতে প্রাণ
দানিলেন যেমনে ॥
তোমাদের আবার তিনি
ঘটান মরণ
তিনিই পুনরায়
দিবেন জীবন ॥
পরিনাম অবশেষে
এইরূপ রবে
তাঁরই সমীপে সবাই
উপস্থিত হবে ॥

২৯. সৃষ্টি করিলেন তিনি
তোমাদের তরে
সাতখানি আকাশ
দিলেন উপরে ॥
বিশেষভাবে তিনি
সর্ববিষয়
ভাল করিয়া সব
তাঁর জানা রয় ॥

রুকু-৪

৩০. বলিলেন, পৃথিবীতে
প্রতিনিধি চাই
ফেরেশতারা বলিল
তাহারা সদাই ॥
অশান্তি ঘটাবে সব
তারা সেখানে
আমরা তো আপনার
সদা গুনগানে ॥
তাদেরে বলেন তিনি
কেন মানোনা
আমি জানি যাহা কিছু
তোমরা জানোনা ॥

৩১. আদমকে দিলেন যতো
নাম শিখাইয়া
ফেরেশতা সমীপে সবই
হাজির করিয়া ॥
জিজ্ঞাসা করেন তিনি
ফেরেশতা সবে
বলে দাও এগুলোর
নাম কি হবে
হয়ে থাকো তোমরা
সত্যবাদী যবে ॥

৩২. তারা বলে কেমনে
জানিব তাহা
আপনি আমাদের
শেখালেন যাহা ॥
ততটুকু জানি মোরা
বেশি কিছু নয়
প্রকৃত প্রজ্ঞা শুধু
আপনারই রয় ॥

৩৩. নির্দেশ দিলেন তিনি
আদমকে বলিতে
তাদেরে নাম সব
বলিয়া দিতে ॥
বলিলেন অতঃপর
শোন মোর বানী
ভূ-গগনে গুপ্ত সব
আমি শুধু জানি ॥
যাহা কিছু তোমরা
করিছ প্রকাশ
আর যাহা তোমাদের
অন্তরে বাস ॥

৩৪. আদেশে, ফেরেশতারা
সিজদা করে
ইবলিস করিলোনা
দর্পভরে ॥
আমার নির্দেশ
অমান্যের ফলে
পরিনত হলো সে
কাফেরের দলে ॥

৩৫. বেহেশতে আদমকে বলি
বাস করিতে
তাদের রুচীমতো
সবই খাইতে ॥
শুধু এক গাছের ফলে
ছিল যে বারণ
খাইলে জালিম হবে
সেটার কারন ॥

৩৬. শয়তান তাহাদের
বিচ্যুতি ঘটায়
পরিনামে সেথা হতে
বের হয়ে যায় ॥
বের করে দিয়ে বলি
আমি তাহাদের
শত্রু হয়ে নেমে যাও
একে অন্যের ॥
কিছুকাল পৃথিবীতে
কাটাতে জীবন
জীবিকা রইলো সেথা
করিতে যাপন ॥

৩৭. পালনকর্তা হতে
আদম অতঃপরে
বানী কিছু শিখে নিল
নিজেদের তরে ॥
অতঃপর আল্লাহ্ তাকে
ক্ষমা করিলেন
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
তিনি রয়েছেন ॥

৩৮. এইকথা তাহাদের
বলে আমি যাই
নেমে যাও এখান হতে
তোমরা সবাই ॥
আমা হতে হেদায়েত
আসিলে পরে
তোমরা চলিবে তাহা
পালন করে ॥
সেইমতো চলিলে
নাই কোন ভয়
দুঃখিত হবে না কেহ
তারা নিশ্চয় ॥

৩৯. বিরত রইবে যারা
সত্য গ্রহনে
অস্বীকার করিবে মোর
যত নিদর্শনে ॥
জাহান্নাম তাহাদের
জাগা রয়ে যায়
অনন্তকাল তারা
থাকিবে সেথায় ॥

রুকু-৫

৪০. বনী ইসরাইল, স্মরণ কর
ওই সব নেয়ামত
আমি যাহা দিয়াছি
তোমাদের এ যাবৎ॥
পূর্ণ কর অতএব
সে অঙ্গীকার
ওয়াদা রাখিব তবে
আমার কথার
আমাকেই ভয় কর
তোমরা যে আর ॥

৪১. ঈমান আনো সব
তোমরা তাতে
সত্যায়ন পাঠালাম
আমি যার সাথে ॥
প্রথমেই কোরনা তাহা
নিতে অস্বীকার
সত্যায়ন করিতে যাহা
তোমাদেরটার ॥
গ্রহন করিওনা কভু
এ আদেশ রয়
আমার আয়াতের
তুচ্ছ বিনিময়
আমাকেই তোমরা শুধু
করে চল ভয় ॥

৪২. সত্যকে মিশিও না

মিথ্যার সাথে
গোপন করিওনা
সত্য যাতে ॥

৪৩. কায়েম করে চল
তোমরা ছালাত
তার সাথে প্রদান আরো
করিবে যাকাত ॥
অবনত তোমরা
হও ছালাতে
অবনত হয় যারা
তাহাদের সাথে ॥

৪৪. সৎকাজে তোমরা কি
উৎসাহ দাও
কিতাব কি পড়িয়া নিজের
সব ভুলে যাও ?
সেইরূপ তোমাদের
এমনকি তবে
জ্ঞান কিছু নাই কারো
তোমাদের সবে ?

৪৫. সাহায্য প্রার্থনা আরো
করো তোমরা
তোমাদের ধৈর্য্য ও
ছালাত দ্বারা ॥
অবশ্যই এরূপ করা
কঠিন খুব হয়
বিনীত মানবের কাছে
যদিও তা নয় ॥

৪৬. নিশ্চিত বিশ্বাস
যাহাদের আছে
ফিরিতে তাদের হবে
পালকের কাছে ॥

রুকু-৬

৪৭. হে বনী ইসরাইল
করিও স্মরণ
দয়া আমি দেখিয়েছি
তোমাদের যখন ॥
তোমাদের মর্যাদা
করিয়াছি দান
সবার উপরে করে
দেই স্থান ॥

৪৮. ভয় কর তোমরা
সেই সেদিনের
সাহায্যে আসিবেনা
কেহ তোমাদের ॥
সুপারিশ চলিবেনা
কাহারো সেথায়
বিনিময় গ্রহনও
রবেনা যেথায় ॥

৪৯. ফেরাউন হতে স্মর
দেই পরিত্রান
বড়ই কষ্ট সে যে
করিত প্রদান ॥
পুত্রসব তোমাদের
হত্যা করিত
আর যত কন্যাগুলি
রাখিয়া জীবিত ॥
বস্তুতঃ তোমাদের
পালক হতে
পরীক্ষা ছিল সেটা
তাঁহার মতে ॥

৫০. ওইসব তোমরা আরো
করিও স্মরণ
সাগরকে দ্বিখন্ডিত
করেছি যখন ॥
তোমাদের করিতে সেথা
আমি উদ্ধার
ডুবালাম ফেরাউন
দলবল তার
তোমরা সবাই সেটা
দেখেছিলে যার ॥

৫১. যখন শপথ নেই
আমি মুসাকে
চল্লিশ রাতের ওয়াদা
যাহা সব থাকে ॥

হাজির তথায় মুসা
ছিলোনা বলে
বাছুর বানিয়ে নিলে
তোমরা সকলে
প্রকৃত জালিম বলা
তোমাদেরই চলে ॥

৫২. পুনরায় তোমাদের
ক্ষমা করিলাম
শোকর করো যাতে
নিয়ে মোর নাম ॥

৫৩. আরো আমি মুসাকে
করিলাম দান
কিতাব সহ ছিল
আরো ফোরকান
সৎপথে হতে পারো
যেন চলমান ॥

৫৪. স্মরন করো আরো
মুসা বলেছিল
নিজেদেরই উপরে তারা
জুলুম নিলো ॥
আমার কওমেরা
বাছুর বানিয়ে
কাজেই হত্যা করো
নিজেদেরে গিয়ে ॥
ফিরে যাও তোমরা
স্রষ্ঠার পানে
তোমাদের কল্যান
হয়তো সেখানে ॥
তোমাদের তিনি পরে
ক্ষমা করিলেন
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
তিনিই আছেন ॥

৫৫. বলেছিলে এমন আরো
মুসাকে গিয়া
আনিবোনা ঈমান মোরা
না দেখিয়া
যতক্ষনে বিধাতাকে
স্বচক্ষু দিয়া ॥
বজ্র তোমাদের
উপরে পড়িলে
আর সেটা তোমরা
দেখিয়া নিলে ॥

৫৬. আবার জীবন দিলাম
তোমাদের যত
শোকর গুজার যেন
করো ঠিকমতো ॥

৫৭. মেঘের ছায়া দেই
তোমাদের পরে
মান্না ও ছালোয়া পাঠাই
খাবার করে ॥
পবিত্র বস্তু দান
করিয়াছি যতো
যেইসব তোমাদের
খাইবার মতো ॥
জুলুম করেনি তারা
আমার প্রতি
নিজেদেরই করেছিল
জুলুম অতি ॥

৫৮. সেইকথা তোমরা
করিও স্মরণ
তোমাদেরে বলিয়াছি
একথা যখন ॥
তোমরা প্রবেশ করো
এই নগরে
যেভাবে খুশি চল
আহার করে ॥
সহজে তোমরা
করো বিচরণ
দরোজার মধ্য দিয়ে
করো আগমন ॥
নতশিরে প্রবেশ কর
ইহা বলিয়া
আমাদের অপরাধ
যাও ক্ষমা দিয়া ॥
তাহলে যে অপরাধ
তোমাদের রয়

ক্ষমা করে দেব আমি
তাহা নিশ্চয় ॥
সৎ কর্মে আরো
যেই লোকজন
অধিক দান দেব
তাদেরে তখন ॥

৫৯. কিন্তু জুলুম সবাই
করেছিল যারা
ভিন্ন কথা সব
বলিল তারা ॥
জালিমের উপরে তাই
করি বর্ষণ
আযাব আকাশ হতে
নামাই তখন
নির্দেশ অমান্য তারা
করিবার কারণ ॥

রুকু-৭

৬০. স্মরণ কর - মুসা
প্রার্থনা করিল
তাহার জাতির তরে
পানি চাহিল ॥
তখন বলিয়া আমি
দিলাম তাকে
পাথরে লাঠির আঘাত
করিতে থাকে ॥
বারোটি ঝরণা ফলে
গেল বহিয়া
কওমেরা নিজ ঘাট
চিনে নিলো গিয়া ॥
বলিলাম তোমরা
করো পানাহার
জীবিকা দেয়া আছে
যাহা আল্লাহ্‌র
ফ্যাসাদ করিওনা
দুনিয়াতে আর ॥

৬১. আরো সব বলিলে
তোমরা তখন
হে মুসা, করিবনা
ধৈর্য্যধারন
একইরূপ খাবারে
ভরিবেনা মন ॥
প্রার্থনা করো তব
পালকের কাছে
আমাদের জন্য তোমার
চাইবার আছে ॥
তিনি যেন আমাদের
প্রাণ যাহা চায়
সেইসব খাদ্য যাহা
জমিতে গজায় ॥
গম - ডাল - তরকারী
পিঁয়াজ জাতীয়
উৎপন্ন করেন সব
আমাদের প্রিয় ॥
মুসা বলে তোমরা
ভাল ছাড়িয়া
মন্দ যতকিছু
যেতে চাও নিয়া ?
তাহলে প্রবেশ কর
কোনো নগরীতে
সেখানে চাইবে যাহা
পারিবে নিতে ॥
লাঞ্ছনা-দারিদ্র তাদের
হলো আরোপিত
আল্লাহর গজবে তারা
হয় পতিত ॥
এইরূপ অবস্থায়
পড়িয়া তারা
ঘুরিতে লাগিল সব
হয়ে দিশেহারা ॥
এজন্য এইরূপ
হল যে সবার
আল্লাহ্‌র আয়াত তারা
করে অস্বীকার ॥
আরো তারা সকলে

করে অন্যায়
নবীদের অকারণে
খুন করে যায় ॥
নাফরমানী করে তারা
সীমালংঘন
সেকারনে পরিনতি
হয়েছে এমন ॥

রুকু-৮

৬২. আল্লাহ্-হাশরে ঈমান
আনিয়াছে যারা
মুসলিম, সাবেঈন
ইহুদী ও নাছারা ॥
সৎকাজ করে যারা
এই দুনিয়াতে
পুরস্কার পাবে তারা
বিধাতার হাতে ॥
তাদের জন্য আর
নেই কোন ভয়
দুঃখও পাবেনা কোন
তারা নিশ্চয় ॥

৬৩. মনেকর যখন আমি
অঙ্গীকার নিলে
প্রতিশ্রুতি তোমরা
মোরে দিয়েছিলে ॥
তুরের পাহাড় আমি
তুলে ধরিলাম
আমি আরো এই কথা
বলিয়াছিলাম ॥
তোমরা আমার দান
করিয়া গ্রহন
দৃঢ়ভাবে সেইসব
করিও ধারণ ॥
স্মরণ রাখিও তাহা
আমার যা প্রদান
তোমরা চল যাতে
হয়ে সাবধান ॥

৬৪. তা-হতেও তোমরা
গেলে ফিরিয়া
আল্লাহ্ তাই যদি
দয়া না দিয়া ॥
থাকিতেন সেইরূপ
নিষ্ক্রিয় রয়ে
তাহলে তোমাদের
ক্ষতি যেত হয়ে ॥

৬৫. তোমাদের মাঝে ছিল
আরো কিছু জন
শনিবার নিয়ে করে
সীমালংঘন ॥
তোমরা জানিতে তাদের
সব ভালো মতো
আমার বলাতে সবাই
তাহাদের যত
ঘৃনিত বানরে তারা
হলো পরিনত ॥

৬৬. দৃষ্টান্ত করিয়া ইহা
রাখিবার তরে
মুমীনের জন্য রাখি
উপদেশ করে ॥

৬৭. স্মরিও কওমকে মুসা
বলেছিল আরো
আল্লাহ্র আদেশে গরু
জবাই করো ॥
ঠাট্টা কি করো মুসা
তাহারা বলে
মুসা বলে আল্লাহ্র
আমি তাই হলে ॥
প্রার্থনা করে চলি
তাঁর আশ্রয়
মূর্খদিগের মাঝে
থকিবার নয় ॥

৬৮. তারা বলে প্রার্থনা
করো তুমি রবে

জানিয়ে তা দেন যাহা
কি রূপের হবে ॥
মুসা বলে আল্লাহ্
বলেন তোমাদের
বৃদ্ধ না বাছুরও না
মধ্যম বয়সের ॥
নির্দেশ তোমরা পেলে
যেমনতরো
সেই অনুপাতে সব
কার্য্য করো ॥

৬৯. প্রার্থনা করো মুসা
বলিল আবার
পালক জানান কি
রং হবে তার ?
মুসা বলে আল্লাহ্ বলেন
হলুদ রং এর
যে গাভী আনন্দ দিবে
দর্শকদের ॥

৭০. তারা বলে প্রার্থনা
করো পুনরায়
পরিস্কার কিরূপ হবে
জানো বিধাতায় ॥
সাদৃশ্য কেননা গরু
তাই মনে হয়
পথপ্রাপ্ত এবার
হব নিশ্চয়
আল্লাহ্র ইচ্ছা যদি
এইবার রয় ॥

৭১. তিনি বলেছেন, বলে
মুসা তাহাদের
জওয়ান গরু নহে
হালচাষে লাগে ফের ॥
না লাগে যেই গরু
পানি উত্তোলনে
সুস্থ্য ও নিখুঁত হবে
রাখিও মনে ॥
তারা বলে সঠিক সব
এনেছ এবার
অতঃপর জবাই তারা
করিল সেটার ॥
যদিও মনে হলো
তাহারা সবাই
ইচ্ছায় করিছেনা
সেটাকে জবাই ॥

রুকু-৯

৭২. স্মরণ করো তোমরা
এক ব্যক্তিকে
হত্যা করেছিলে
সেই লোকটিকে ॥
দোষারোপ করিলে
একে অপরে
রাখিতেও চেয়েছিলে
গোপন করে ॥
আল্লাহ্র ইচ্ছা তবু
ছিলো যে সেথায়
সবকিছু সেথা যেন
প্রকাশ হয়ে যায় ॥

৭৩. অতঃপর বলি আমি
মৃতকে নিয়ে
আঘাত করো গরুর
খন্ড এক দিয়ে ॥
মৃতকে আল্লাহ্ এমন
জীবিত করেন
নিদর্শনসমূহ সবার
দেখিয়ে থাকেন
সেইরূপে তোমাদের
বুঝিবার দেন ॥

৭৪. এরপরও তোমাদের
কঠিন অন্তর
অধিক শক্ত আরো
পাষান প্রস্তর ॥
পাথরও কিছু ফাটি
প্রবাহিত হয়
নদী-নালা-ঝরণা

নির্গত রয় ॥
কতক রয়েছে আরো
এরূপ আবার
খসে পড়ে ভয় পেয়ে
যাহা আল্লাহ্‌র ॥
তোমাদের সকলের
কর্ম যেমন
কোনকিছু আল্লাহ্‌
বে-খবর নন ॥

৭৫. এমন কি তোমাদের
আশা রয়ে যায়
ঈমান আনিবে তারা
তোমাদের কথায় ?
তাদের মাঝে আরো
ছিলো কিছু জন
আল্লাহ্‌র বানী যারা
করিত শ্রবণ ॥
যদিও সকল কিছু
তারা বুঝিতো
সজ্ঞানে আবার তাহা
পাল্টিয়ে দিতো ॥

৭৬. মুমীনের সাথে তারা
মিলিত হলে
ঈমান আনিয়াছি তারা
এইকথা বলে ॥
গোপনে যখন তারা
মেলে পরস্পরে
তখন বলে সব
এমনই করে ॥
আল্লাহ্‌ করেন যাহা
তোমাদেরে প্রকাশ
তোমরা কি তাদের কাছে
করে দাও ফাঁস ?
তাহলে তারা সব
এইসব নিয়ে
তোমাদের পালকের
সম্মুখে গিয়ে ॥
তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে
যুক্তি দিতে
এইকথা তোমরা কি
পারোনা বুঝিতে ?

৭৭. জানেনা তারা কি
আল্লাহ্‌র গোচরে
গোপন বা প্রকাশ তারা
যা কিছু করে ?

৭৮. তাহাদের মাঝে আছে
মূর্খ লোক যারা
মিথ্যা আশা আর
কল্পনা ছাড়া
কিতাবের কোন কিছু
জানেনা তারা
চলে শুধু নিজেদের
ধারনার দ্বারা ॥

৭৯. আফসোস তাদের তরে
রয়েছে সেথায়
কিতাব নিজ হাতে
যারা লিখে যায় ॥
এবং এরূপ কথা
বলে তাহারা
এইটা নাযিল আছে
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥
যাতে এর বিনিময়ে
তাহারা সেথায়
তুচ্ছ মূল্য কিছু
নিজেরাই পায় ॥
এজন্যই আক্ষেপ
তাহাদের তরে
তাহাদের হাত যাহা
রচনা করে ॥
এবং যাহা তারা
করে উপার্জন
তাদের প্রতিও রহে
আক্ষেপ তেমন ॥

৮০. আগুন ছোঁবেনা তাদের
বলে সব তারা
গনিবার মাত্র শুধু

কিছুদিন ছাড়া ॥
বলো তুমি- তোমরা কি
আল্লাহ্ হতে
প্রতিশ্রুতি নিয়েছ
তাহা কোন মতে ?
আল্লাহ্ কখনোই
নিজের অঙ্গীকার
খেলাফ কোনকিছু
করেননা তার ॥
তোমরা কি এমন কিছু
বলিছ তাহা
আল্লাহ্কে নিয়ে সব
জানোনা যাহা ?

৮১. যেইলোক পাপ শুধু
কামাইয়া থাকে
তার পাপ তাহাকেই
ঘিরিয়া রাখে ॥
দোজখের অধিবাসী
ইহারাই হবে
তারাসব চিরকাল
সেখানেই রবে ॥

৮২. সৎকাজ করিছে যারা
ঈমান আনিয়া
তাহারাই থাকিবে সব
বেহেশতে গিয়া
সেখানেই থাকিবে তারা
চিরকাল ধরিয়া ॥

রুকু-১০

৮৩. বনীদের সেইকথা
করো যে স্মরণ
নিয়েছিলাম আমি
অঙ্গীকার যখন ॥
তোমরা করিবেনা
ইবাদত আরো
আল্লাহ্ ব্যতীত আর
অন্য কারো ॥
মাতা-পিতা, আত্মীয়-এতীম
দরিদ্র যে আর
সবার সাথে করিবে
সদয় ব্যবহার ॥
সদালাপ করিবে সব
মানুষের সাথে
কায়েম থাকিবে আরো
যেন ছালাতে
বিমূখ হবেনা যেন
আরো যাকাতে ॥
অল্পই কিছু সেথা
শুধু থাকিলে
বাকিরা মুখ যেথা
ফিরিয়ে নিলে ॥

৮৪. অঙ্গীকার নিলাম আরো
এমনি করে
রক্ত ঝরাবেনা
পরস্পরে ॥
দেশ হতে তোমরা
যেন বহিস্কার
কোরনা আপনজনের
কভূ যেন আর ॥
তখন তোমরা তা
স্বীকার করিয়া
নিজেরাই গেলে তাহা
স্বাক্ষী দিয়া ॥

৮৫. অতঃপর তোমরাই
স্বীয় লোকজন
হত্যা করিছ সব
শুধু অকারণ ॥
দেশ হতে করিছ
বহিস্কার কারো
অন্যায় আক্রমণ
করিছ আরো ॥
তাদের কখনও বা
বন্দী করিয়া
মুক্তির পণ নাও
ছাড়িয়া দিয়া ॥

অথচ অবৈধ ছিল
বহিস্কার করাই
তবুও তোমরা তাদের
করিয়াছ তাই ॥
তবে কি তোমরা
এমনতরো
কিতাবের কিছুটা
বিশ্বাস করো ?
আর কিছু অংশ করো
প্রত্যাখ্যান ?
এইরূপ করিলে হবে
তাদের বিধান ॥
পার্থিব জীবনে রবে
বড় দূর্গতি
কিয়ামতে রয়ে যায়
শাস্তি অতি ॥
যা কিছু করোনা কেন
তোমরা যেমন
আল্লাহ্ কোনকিছু
বেখবর নন ॥

৮৬. খরিদ করিল সব
উহারাই তারা
পার্থিব জীবনখানি
আখেরাত দ্বারা
শাস্তি কমানো তাই
হবেনা করা
সাহায্যেও পাবেনা আর
সেথায় ওরা ॥

রুকু-১১

৮৭. মুসাকেও আমি আরো
কিতাব দিলাম
প্রেরিত রাসুলগনও
দিল পয়গাম ॥
পাঠাই মরিয়ম তনয়
আরো ঈসাকে
পরিস্কার মোজেজা সহ
পাঠিয়েছি তাকে
পবিত্র রুহের আরো
ক্ষমতা থাকে ॥
তারপর যখনই কোন
রাসুল গেলে
তোমাদের মনঃপূত
হয়নি বলে ॥
মিথ্যুক বানালে কারো
করে অহংকার
কারো বা করিলে
প্রান সংহার ॥

৮৮. তাহারা বলেছিল
এরূপ তখন
আচ্ছাদিত রয়েছে মোদের
অন্তর মন ॥
বরং সত্য তারা
নেয়নি বলিয়া
আল্লাহ্ রাখেন তাদের
অভিশাপ দিয়া ॥
ফলে খুব কমই
মানুষ সেখানে
সংখ্যায় কম তারা
ঈমান আনে ॥

৮৯. আল্লাহর তরফ হতে
তাহাদের কাছে
যখন কিতাব এসে
পৌঁছিয়াছে ॥
আগেই তাদের কাছে
গেছে যা রয়ে
এলো তাহা সে-সবের
সমর্থক হয়ে ॥
প্রার্থনা করিত আগে
যেজন্যে তারা
সত্য বর্জন তখন
করেছিল যারা ॥
তাদের বিরূদ্ধে সেথা
বিজয় চাহিয়া
অবশেষে রাসুল যখন

গেল পৌঁছিয়া ॥
তখন তারা সব
জানিত যাহা
অস্বীকার সবকিছু
করিল তাহা ॥
কাজেই সত্য তারা
নেয়নি বলে
তাদের পরে আল্লাহ্‌র
অভিশাপ চলে ॥

৯০. কতইনা মন্দ হলো
তাদের বিনিময়
করেছে আত্মাকে
যারা বিক্রয় ॥
তা হলো - নাযিল হয়
যাহা আল্লাহ্‌র
ঈর্ষা হয়ে তারা
করে অস্বীকার ॥
তারা শুধু ঈর্ষা
এ কারনে করে
আল্লাহ্ তাঁর বান্দা
কারো উপরে ॥
নিজের ইচ্ছায় তিনি
অনুগ্রহ করেন
যাহাকে ইচ্ছা হয়
তাহাকেই দেন ॥
ক্রোধের উপরে সব
সুতরাং তারা
ক্রোধ অর্জন শুধু
করেছে সারা ॥
সত্য করেছে বলে
প্রত্যাখ্যান
করা হবে লাঞ্চনা
শাস্তি প্রদান ॥

৯১. আল্লাহ্‌র নাযিলে ঈমান
আনো বলা হলে
আমরা ঈমান রাখি
তাহারা বলে ॥
নাযিল হয়েছে যাহা
মোদের উপরে
সেইটি ব্যতীত তারা
অস্বীকার করে ॥
যদিও তাদের কাছে
যেইটি আছে
এটি হল সমর্থক
সেইটির পাছে ॥
বল তুমি বিশ্বাসীই
যদি সব ছিলে
নবীদের হত্যা তবে
কেন করিলে ?

৯২. মুসাও তো গিয়াছিল
তোমাদের কাছে
পরিস্কার মোজেজা সে
নিয়া গিয়াছে ॥
তথায় উপস্থিত সে
ছিলনা যখন
বাছুর এক তোমরা
বানালে তখন
তোমরা করেছ সব
সীমালংঘন ॥

৯৩. স্মরণ করো আমি
যখন সেথা আর
তোমাদের কাছ হতে
নেই অঙ্গীকার
বলেছি তুলে ধরে
তুরের পাহাড় ॥
তোমাদের দিয়েছি যা
দৃঢ়ভাবে ধরো
সবকিছু তোমরা আরো
শ্রবণ করো ॥
তাহারা বলেছিল
আমরা শুনিলাম
এবং ইহা মোরা
অমান্য করিলাম ॥
প্রভাবিত হয়েছিল
কুফরের কারনে
ওইরূপ ধারনা

তাহাদের মনে ॥
তাহাদের দাও তুমি
এইকথা বলে
বিশ্বাসী তোমরা যদি
হও তাহলে ॥
তোমাদের বিশ্বাস
যে আদেশ দেয়
কতইনা মন্দ ওই
কাজ সেটা হয় ॥

৯৪. বলে দাও যদি শুধু
কেহ ছাড়া অন্য
আখেরাতে বিশেষভাবে
তোমাদেরই জন্য ॥
বাসস্থান বরাদ্দ
আল্লাহ্‌র পাও
সত্যবাদী হও যদি
মরণ চেয়ে যাও ॥

৯৫. কখনও করিবেনা তারা
কামনা মরণ
পূর্বে পাঠিয়েছে যাহা
তারা সেকারন ॥
জালিমের রয়েছে
যা কিছু বিষয়
সবকিছু আল্লাহ্‌র
গোচরেই রয় ॥

৯৬. দেখিবে তাদেরে তুমি
জীবনের প্রতি
মুশরিকের চেয়েও লোভ
রয়েছে অতি ॥
তাহারা সবাই এমন
কামনা করে
হাজার বছর যেন
আয়ু তারা ধরে ॥
কিন্তু এ ধরনের
দীর্ঘায়ু দ্বারা
শাস্তি হতে রক্ষা কেহ
পাবেনা তারা ॥
আর যা কর্ম সব
তাহারা করে
সবকিছু থাকে তাহা
আল্লাহ্‌র গোচরে ॥

রুকু-১২

৯৭. বলে দাও এই কথা
তুমি যে এমন
শত্রু যে জীবরাঈলের
হয় সে কারন ॥
আল্লাহ্‌র নির্দেশে
তব অন্তরে
সেইরূপে কোরআন সে
নাযিল করে ॥
আগের কিতাবগুলোর
সত্যায়ন করিতে
আরো যাহা মুমীনের
পথ দেখাইতে
তাদেরে শুভ আরো
সংবাদ দিতে ॥

৯৮. যে কেহ - আল্লাহ্‌ ও
ফেরেশতা তাঁহার
রাসুল, জীব্রাঈল
মিকাইলও আর
শত্রুতা করে থাকে
এঁদের সবার ॥
এইকথা তার যেন
শুধু জানা রয়
আল্লাহ্‌ কাফেরের
শত্রু নিশ্চয় ॥

৯৯. আর আমি দিয়েছি
নাযিল করে
পরিস্কার নিদর্শন সব
তোমার উপরে ॥
সেইসব আর কেহ
কাফের ছাড়া
অস্বীকার করিতে
পারেনা তারা ॥

১০০. আশ্চর্য্য বিষয় এক
বলে ইহারে
যখনই আবদ্ধ হয়
কোন অঙ্গীকারে ॥
তখনই তাদের মাঝে
কোন একদল
ভঙ্গ করিয়া ফেলে
যাহারা সকল ॥
বরং তাদের মাঝে
অধিক যারাই
বিশ্বাস বলে কিছু
তাহাদের নাই ॥

১০১. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে
আর তাই যখন
রাসুল তাদের কাছে
এলো একজন ॥
সমর্থন নিয়ে এলো
তাহাদের কাছে
যে কিতাব তাহাদের
আগে দেয়া আছে ॥
ছুঁড়িয়া ফেলিল তখন
তাদের একদল
আল্লাহ্‌র কিতাবখানি
পিছনে সকল
যেন তারা জানেইনা
এমন অটল ॥

১০২. সুলেমান বাদশার
রাজত্বকালে
আবৃত্তি করিত যা
শয়তানদলে
তারাসব সেই পথ
ধরিয়া চলে ॥
কুফরি করেনি কভূ
সেথা সুলাইমান
বরং কুফরি যতো
করে শয়তান ॥
জাদুর বিদ্যা তারা
শিক্ষা দিত
হারুত মারুতে যাহা
নাযিলকৃত ॥
তাহারা শিখাতো সব
এই কথা বলে
কুফরি করোনা মোদের
পরীক্ষা চলে ॥
এমনই যাদু সব
তারা শিখিতো
বিচ্ছেদ স্ত্রী-স্বামীর
ঘটাইয়া দিতো ॥
আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া
তাহারা কোন
পারিতোনা করিতে
ক্ষতি কখনো ॥
শিখিত তারাসব
যা কিছু এমন
ক্ষতিই তাহাদের
বাড়াতো তখন ॥
করিতে পরিতোনা
কোন উপকার
নিশ্চিতভাবে তারা
জানিতো যে আর ॥
যাদু কেহ করিলে
অবলম্বন
পরকাল পাবেনা
সেই লোকজন ॥
কতই না জঘন্য
তার বিনিময়
নিজের আত্মাকে যে
করে বিক্রয়
যদি তারা জানিতো
কেমন তা রয় ॥

১০৩. মোত্তাকী হতো যদি
আনিয়া ঈমান
আল্লাহ্‌র কাছ হতে
বেশী কল্যান
যদি তারা জানিত
পেত প্রতিদান ॥

রুকু-১৩

১০৪. ঈমান যারা এনেছ
তাহারা শোন
" আমাদের কথা শোন "
বোলনা কখনো ॥
" লক্ষ্য কর তুমি "
আমাদের পানে
এমনইভাবে বলো
তোমরা সেখানে ॥
সর্বদা তার কথা
শোন তোমরা
কাফেরের শাস্তি ভীষণ
রয়েছে ধরা ॥

১০৫. মুশরিক ও কিতাবীর
কাফের যারা
কখনই এইরূপ
চায়না তারা ॥
পালকের হতে কোন
হয় যে প্রদান
তোমাদের প্রতি কোন
আসে কল্যাণ ॥

১০৬. আয়াত কোন আমি
রহিত করিলে
অথবা যদি তাহা
ভুলিয়ে দিলে ॥
উত্তম অথবা তার
সমান এমন
আয়াত কোন আমি
করি আনয়ন ॥
তোমার কি এ বিষয়ে
তাহা জানা নয়
শক্তিমান আল্লাহ্ তিনি
সর্ববিষয় ?

১০৭. তুমি কি জানো না
শুধু আল্লাহ্‌র
আসমান ও জমীন সব
অধীনেই তাঁর ?
আল্লাহ্ ব্যতিরেকে
তোমাদের আর
নেই কোন বন্ধু
সাহায্য করার ॥

১০৮. তোমরা কি তোমাদের
রাসুল যাকে
প্রশ্ন করিতে চাও
সেইরূপ তাকে
যেইরূপ করেছিল
আগে মুসাকে ?
কুফরি নেয় যদি
ঈমান ছাড়িয়া
সরল পথ সে
ফেলে হারাইয়া ॥

১০৯. সত্য প্রকাশিত
হইল যখন
অনেক কিতাবী হলো
ঈর্ষাপরায়ন ॥
ঈমান তোমরা যেন
আনিবার পরে
কাফের হিসাবে দেখার
আশা তারা করে ॥
আদেশ না যতক্ষনে
আসে আল্লাহ্‌র
ক্ষমা ও উপেক্ষা করো
তোমরাও তার ॥
আল্লাহ্ সেরূপ তিনি
হন নিশ্চয়
সর্বশক্তিমান আরো
সকল বিষয় ॥

১১০. তোমরা ছালাত কায়েম
যাও করিয়া
তৎসহ আরো যাও
যাকাত দিয়া ॥
পাঠাবে নিজের তরে
আগে যা সকল
উত্তম কর্মের হবে
যেই প্রতিফল ॥
আল্লাহ্‌র কাছ হতে
পাবে নিশ্চয়
তোমাদের কর্ম তাঁর
গোচরেই রয় ॥

১১১. এমনই কথা সব
বলে চলে তারা
বেহেশতে যাবেনা

আর কেহ যারা
ইহুদী অথবা কোন
খৃষ্টান ছাড়া ॥
অলীক বাসনা তাদের
এমনই চলে
তাদেরে অতএব
দাও তুমি বলে ॥
তোমরা যদি হও
সত্যবাদী
হাজির করো তবে
তার প্রমানাদী ॥

১১২. নিজেকে যদি কেহ
আল্লাহ্‌র কারন
পূর্ণরূপে থাকিবে
করে সমর্পণ
যদি আরো হয় সৎ
কর্মপরায়ণ ॥
সেজন্য রয়েছে
এইরূপ তার
পালকের কাছ হতে
মহা পুরস্কার ॥
তাদের জন্য নেই
আর কোন ভয়
দুঃখেরও কারন কোন
তাহাদের নয় ॥

রুকু-১৪

১১৩. খৃষ্টান কিছুইনা
ইহুদীরা বলে
কিছুইনা ইহুদীরা, কয়
খৃষ্টান সকলে
অথচ কিতাব পাঠ
তারা করে চলে ॥
প্রকৃতপক্ষে হলো
তাদের সবাই
আল্লাহ্‌র কিতাব কারো
কিছু জানা নাই ॥
মতভেদ তাদের যেসব
বিষয় নিয়ে
দিবেন বিচার দিনে
আল্লাহ্‌ মিটিয়ে ॥

১১৪. জালিম তার চেয়ে
বড় কে এমন
যে লোক করিতে চায়
ধ্বংস সাধন
আল্লাহ্‌র মসজিদ যেথায়
তাঁহাকে স্মরণ
যেলোক বিনষ্ট চায়
এমন ধরন ॥
সেখানে ঢুকিতে তাদের
নাই যোগ্যতা
একান্ত ভীত হলে
ভিন্ন কথা ॥
তাদের অপমান
এই দুনিয়াতে
শাস্তিও রহিয়াছে
আরো আখেরাতে ॥

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সব
আল্লাহ্‌রই দিক
সবদিকে সমূখ তার
জানিও সঠিক ॥
যেদিকে ফিরাবে মুখ
সম্মুখ তাঁরই
বিশাল জ্ঞানের শুধু
তিনি অধিকারী ॥

১১৬. আরো বলে এইকথা
কিছু লোকজন
আল্লাহ্‌ করেছেন নাকি
সন্তান গ্রহন ॥
বরং যা কিছু রয়
ভূ-গগন পরে
সকল কিছুই তাঁর
দাসত্ব করে ॥

১১৭. আকাশ পৃথিবী সব
তাঁরই দয়ায়
" হও " বলিলেই তিনি
সব হয়ে যায় ॥

১১৮. এইভাবে বলে কিছু
অতি মূর্খজন
আসেনা মোদের কাছে
কেন নিদর্শন ?
আল্লাহ্‌ বলেনা কেন
কিছু আমাদের

এইরূপই বলিত লোক
পূর্বেও তাদের ॥
এদের সবাই রয়
একই ধরণ
পরিস্কারভাবে আমি
রাখি নিদর্শন ॥
তাদেরই জন্য শুধু
পরিস্কার হয়
যাহাদের বিশ্বাস
আল্লাহ্‌তে রয় ॥

১১৯. নিশ্চয়ই তুমি মোর
সত্যবাহক
দ্বীনের বার্তা নিয়ে
ভীতি প্রদর্শক ॥
জিজ্ঞাসিত হবেনা তুমি
কোন অকারণ
তাহাদের নিয়ে যারা
জাহান্নামীগন ॥

১২০. ইহুদী ও খৃষ্টান কভূ
তোমার উপরে
হবেনা খুশি তারা
এমনই করে ॥
যতক্ষনে ধর্ম তাদের
মান্য না করো
তাদের পছন্দ করা
পথটি না ধরো ॥
বলে দাও ওই পথই
সরল সঠিক
আল্লাহ্‌র নির্দেশ
দেয়া যেইদিক ॥
জ্ঞান তোমাদের কাছে
আসিবার পরে
তাদের যদি চল
মান্য করে ॥
আল্লাহ্ ব্যতীত তবে
কেহ তোমাকে
উদ্ধার ও সাহায্যে
কেহ না থাকে ॥

১২১. এমন লোক আছে
আহ্‌লে কিতাবে
পাঠ করে থাকে যারা
যথার্থভাবে ॥
করে থাকে তাহারা
বিশ্বাসও তাই
ক্ষতি হবে যাহাদের
বিশ্বাস নাই ॥

রুকু-১৫

১২২. হে বনী ইসরাঈল
করো তা স্মরণ
অনুগ্রহ তোমাদের
দিয়েছি যেমন;
প্রাধান্য যাহা আমি
করিয়াছি দান
বিশ্ববাসীর উপরে
তোমাদের স্থান ॥

১২৩. ভয় করো তোমরা
সেই সেদিনের
উপকারে আসিবেনা
মানুষ - মানুষের ॥
লাগিবেনা কোন কাজে
কারো সুপারিশ
ক্ষতির পুরণ বা
সাহায্য আশীষ ॥

১২৪. ইব্রাহীমের কথা
করিও স্মরণ
তাহার পালনকারী
তাহাকে যখন;
কয়েকটি কথা দিয়ে
পরীক্ষা করেন
পূর্ণ যেটা করিলে
আল্লাহ্ বলেন ;
মানবের নেতা আমি
বানাবো তোমাকে
তখন সে এই কথা
বলিতে থাকে
আমার বংশেও আরো
করিবেন কাকে ?
আল্লাহ্ বলেন - আমার
অঙ্গীকার রয়
জালিমের বেলায় শুধু
প্রযোজ্য নয় ॥

১২৫. এবং স্মরণ করো

আমি যেই ক্ষণে
কাবার ঘর করি
মানবের জন্যে ॥
মিলনকেন্দ্র যেথা
নিরাপত্তার
এবং সেইসাথে
বলিয়াছি আর ॥
তোমরা ইব্রাহীমের
ওই জায়গাকে
ছালাতের জন্য যেন
নির্ধারিত থাকে ॥
ইব্রাহীম ও ঈসমাইলকে
আদেশ গেল রয়ে
আমার ঘর রাখো
পবিত্র উভয়ে ॥
তওয়াফ আর এতেকাফ
কারীদের তরে
রুকু আর সিজদা
যাহারাও করে ॥

১২৬. ইব্রাহীমের কথা
আনো স্মরণে
হে মোর পালনকারী
বলে সেইক্ষণে ॥
নিরাপদ কর তুম
এই জায়গাকে
যারা এই শহরের
অধিবাসী থাকে ॥
আল্লাহ্ ও আখেরাতে যারা
রাখিছে ঈমান
ফলমূল দিয়ে কর
জীবিকা প্রদান
বলিলেন তিনি, যারা
কুফরি করে
কিছুকাল তাদের দেব
ভোগের তরে ॥
অবশেষে দোজখের
শাস্তিতে রবে
কতইনা জঘন্য সেই
পরিনাম হবে ॥

১২৭. ইব্রাহীম - ইসমাইলের
করো তা স্মরণ
কাবার ভিত তারা
উঠায় যখন ॥
আল্লাহ্‌র কাছে দোওয়া
এইভাবে চায়
হে মোদের পালনকারী
এই জায়গায় ॥
আমাদের চেষ্টা
কবুল যেন হয়
জানা শোনা আপনার
সবই নিশ্চয় ॥

১২৮. হে মোদের পালনকারী
মোরা উভয়ে
আপনার সমর্পিত
হই যেন রয়ে ॥
মোরা যেন সর্বদা
মন-প্রাণ দিয়ে
বংশের মাঝেও দিন
তেমন বানিয়ে ॥
হজ্জের নিয়ম আরো
দিন শিখাইয়া
আমাদের সবকিছু
ক্ষমা করিয়া ॥
আপনি ক্ষমাশীল
অতি নিশ্চয়
পরম দয়াও যতো
আপনাতে রয় ॥

১২৯. হে প্রভূ - রাসুল এক
উহাদের দেন
আপনার আয়াত যিনি
পাঠ করিবেন ॥
শিক্ষাও দিবেন তিনি
কিতাবের জ্ঞান
হেকমত শিক্ষা আরো
পবিত্রতা দান ॥
পরাক্রমী আপনি
অতি নিশ্চয়
প্রজ্ঞার ভান্ডার
আপনারই রয় ॥

রুকু-১৬

১৩০. ইব্রাহীম তরিকা হতে
যারা ফিরে যায়

বিস্মৃতি মোহের পথে
তারা শুধু ধায় ॥
মনোনীত করিলাম
তারে দুনিয়াতে
পুণ্যবানের মাঝে
রবে আখেরাতে ॥

১৩১. ইসলাম নিতে প্রভু
কহিলেন তারে
হুকুমের দাস হলো
বলে জ্ঞাতসারে ॥

১৩২. পুত্রকে ইব্রাহীম
অসিয়ত করে
ইয়াকুবও তার মতো
একই পথ ধরে ॥
পুত্রদিগকে তারা
বলে এই কথা
মৃত্যুবরণ কভু
করো না অযথা ॥
মনোনীত করেছেন
তোমাদের নাম
কবুল কর তাই
দ্বীন-ইসলাম ॥

১৩৩. জিজ্ঞাসে ইয়াকুব
মৃত্যুর ক্ষণে
ইবাদত করিবে কার
পুত্রগণে ॥
তারা বলে আগের
পুরুষেরা যাহা
উপাসনা করিব শুধু
আমরা তাহা ॥
ইব্রাহীম-ইসমাইল
ইয়াকুবের মতো
অদ্বিতীয় মাবুদের
রবো অনুগত ॥

১৩৪. অতীত হয়েছে যারা
সেই সম্প্রদায়
জিজ্ঞাসিত হবেনা
তোমরা সেথায় ॥
তোমাদের কর্মফল
তোমাদেরই তরে
তাদের কর্মফল
তাদের উপরে ॥

১৩৫. তোমাদের হতে বলে
ইহুদি ও নাছারা
হেদায়েত তবে নাকি
পাবে যে তারা ॥
বলে দাও আমরাই
আছি ঠিক পথে
আল্লাহ্‌র শরিক নাই
ইব্রাহীম মতে ॥

১৩৬. বলে দাও আমরা
এনেছি ঈমান
এসেছে মোদের তরে
আল্লাহ্‌র দান ॥
ইব্রাহীম-ইসমাইল-ইছাক
ইয়াকুবের বংশ
মুসা আর ঈসার
কিতাবের অংশ ॥
পাইল যাহা কিছু
আরো নবীগণ
আল্লাহ্‌র তরফ হতে
যত নিদর্শন ॥
পৃথক করি না মোরা
আর কারো মতো
আমরা সবারই
আছি অনুগত ॥

১৩৭. অতঃপর তারা যদি
ঈমান আনে
এসে গেল তাহারা
হেদায়েত পানে ॥
অনিষ্ট করিতে যদি
বিরোধিতা করে
তাহলে ছেড়ে দিও
আল্লাহ্‌র উপরে ॥
রক্ষা করিতে তাই
যথেষ্ট বিধাতা
সবকিছু শোনেন তিনি
সর্বজ্ঞাতা ॥

১৩৮. আল্লাহ্‌র রঙে রাঙানো
সেরা যে সবার
সুন্দর কে আছে
তাঁর চেয়ে আর
ইবাদত করি মোরা
শুধু যে তাঁহার ॥

১৩৯. বলে দাও তোমরা
কেন কর কলহ
আল্লাহ্‌কে নিয়ে মিছে
যে ধারনা বহ ॥
তিনিই মূলতঃ এক
প্রভু যে সবার
কর্ম পৃথক শুধুই
যাহা আপনার
আমরা মান্য করি
কেবলই তাঁহার ॥

১৪০. ইব্রাহীম-ইসমাইল ছিল
ইহুদি বা নাছারা
ইছাক-ইয়াকুবও তাই
বলিতেছে যাহারা ॥
অবশ্যই বলে দাও
এ কথা তাদের
আল্লাহ্‌র চেয়ে জানো
তোমরা কি ঢের ?
কে আছে তার চেয়ে
জালিম বড় আর
প্রমাণ গোপন যে
করে আল্লাহ্‌র
তোমাদের সবকিছু
গোচরে তাঁহার ॥

১৪১. সেইসব মানুষেরা
আজ বিগত
তাদের কর্ম ছিল
নিজেদের যত ॥
জিজ্ঞাসিত হবে না
তোমরা অযথা
কি কাজ করেছিল
তাহাদের কথা ॥

দ্বীতিয় পারা ঃ সায়াকুল

রুকু-১৭

১৪২. নির্বোধে বলিবে কে
ইহা বদলালো
যেদিকেতে কেবলা
অভ্যাস ছিল ॥
পূর্ব ও পশ্চিম বলো
সবই আল্লাহ্‌র
হেদায়েত দান তিনি
করেন যাহার
দেখাবেন সোজাপথ
তিনিই তাহার ॥

১৪৩. করিয়াছি তোমাদেরে
মধ্যম দল
পাবে তাই তোমরা
উত্তম ফল ॥
স্বাক্ষী রবে তাই
আর মানুষের
রাসুল স্বাক্ষী হবে
তবে তোমাদের ॥
কেবলা করিলাম
জানিবার তরে
রাসুলকে কাহারা
মান্য করে
আর কারা পিছে থেকে
সটকে পড়ে ॥
কেবলা বদল ছিল
কষ্টদায়ক
আল্লাহ্‌ই সঠিক তিনি
পথ প্রদর্শক ॥

১৪৪. দেখিলাম আকাশ পানে
দৃষ্টি তোমার
মুখ তুলে উর্ধ্বে
চাহো বারবার ॥
আমি তব ইচ্ছা
পূরণ করিব
কেবলা পানে মুখ
ফিরাইয়া দিব ॥
অতএব দৃষ্টি তব
ফিরাও সেখানে
যেখানেই থাকিবে চাও
কাবার পানে ॥
কিতাবীদিগের আছে
ঠিক ধারণা
প্রভুর কেবলা বদল
সত্য ঘটনা
সবার কর্ম আছে
আল্লাহ্‌র জানা ॥

১৪৫. প্রমাণ কিতাবীকে যদি
দাও যাবতীয়
মানিবেনা কেবলা তব
তাও জানিও ॥
মানিও না তুমিও
কেবলা তাদের
কেবলা মানেনা তারা
একে অপরের;
পরিশেষে মানো যদি
কেবলা তাদের
অনুরূপ হবে তুমি
সেই জালেমের ॥
১৪৬. কিতাবকে তাহারা
এইভাবে মানে
যেইরূপে চেনে তারা
নিজ সন্তানে ॥
আসল সত্য গোপন
কিছু লোকে করে
প্রকৃত সবকিছু
জানিবার পরে ॥
১৪৭. এই কথা জানিও
নিশ্চিত হয়ে
আনিয়াছে সত্য পথ
প্রভু থেকে লয়ে ॥
হইওনা সুতরাং
ওই দলভূক্ত
রহিয়াছে যাহারা
সন্দেহযুক্ত ॥

রুকু-১৮

১৪৮. নির্ধারণ করা আছে
সবারই যেদিক
যেদিকেই ফিরায় মুখ
সেদিকেই ঠিক ॥
এগিয়ে চল তাই
পূণ্যের পানে
সমবেত করিবেন
থাকোনা যেখানে ॥
নিশ্চয়ই জেনে রাখো
আল্লাহ্ মহান
সবার উপরে আছেন
তিনি শক্তিমান ॥
১৪৯. যে পথেই হও না বাহির
মুখখানি স্বীয়
মসজিদ হারামের
দিকে রাখিও ॥
নিশ্চয়ই সত্য ইহা
প্রতিপালকের
আল্লাহ্র জানা সব
কর্ম তোমাদের ॥
১৫০. বাহির হও না কেন
যেই পথ দিয়ে
মসজিদ হারামে রাখো
মুখ ফিরিয়ে ॥
যেখানেই থাকো না কেন
যে অবস্থানে
মুখখানি ফিরায়ো
কেবলার পানে
যাহাতে না বিরূদ্ধে
থাকে তোমাদের
দলিল কোন কিছু
অন্য মানুষের ॥
তাহাদের মাঝে যদি
জালিমেরা রয়
করিবেনা কখনই
তাহাদের ভয় ॥
ভয় কর আমাকে
শুধু তার চেয়ে
তোমাদের দেব আমি
নেয়ামতে ছেয়ে
পাবে আরো পূর্ণতা
হেদায়েত পেয়ে ॥
১৫১. পাঠালাম যেমন আমি
রাসুল একজন
আমার আয়াতগুলি
করিয়া পঠন
পবিত্র তোমাদেরে
করিতে গঠন ॥
আরো তিনি করিবেন
শিক্ষা প্রদান
জানিতেনা যাহা কিছু
জ্ঞান - বিজ্ঞান ॥
১৫২. তোমরা স্মরণ কর

আমাকে যদি
বিনিময় করিব দান
আমি নিরবধি ॥
শোকর আমার তরে
করিও আদায়
কৃতঘ্ন হয়ো না কভু
শোন পুনরায় ॥

রুকু-১৯

১৫৩. সাহায্য চাও যদি
ধৈর্য্য ধর
ছালাতের মাধ্যমে
প্রার্থনা কর ॥
ধৈর্য্যশীলের সাথী
আল্লাহ্ যে সদা
বিশ্বাসীগণ মনে
রেখ সর্বদা ॥

১৫৪. তাহাদেরে তোমরা
বলিও না মৃত
আল্লাহ্র পথে যারা
হয় নিহত
বুঝিবেনা তাহারা
আছে জীবিত ॥

১৫৫. নিশ্চয়ই পরীক্ষিত
হবে যে তারা
ভয়-ক্ষুধা জানমাল
বিনষ্ট দ্বারা;
করিব আরো আমি
ফলমূল হ্রাস
ধৈর্য্যশীলেরে দাও
মোর আশ্বাস ॥

১৫৬. অবশ্যই যাহারা
মুছিবতে পড়ে
এই কথা বলে মোরা
আল্লাহ্র তরে
নিশ্চয়ই যেতে হবে
তাঁর কাছে ফিরে ॥

১৫৭. আল্লাহ্র হেদায়েতে
ওই দল তারা
করুণা ও রহমত
পাইয়াছে যারা ॥

১৫৮. নিদর্শন আল্লাহ্র
ছাফা-মারওয়া
যে লোক করিবে তথা
হজ্জ ওমরা ॥
তওয়াফ করিও তবে
খুশিভরা প্রাণ
দানিবেন আল্লাহ
মহা সম্মান ॥

১৫৯. যাহারা গোপন করে
নিশ্চয়ই তাহা
দলিল হেদায়েত আমি
পাঠালাম যাহা ॥
বর্ণনা করিলাম
পরিস্কার করে
কিতাবের সবকিছু
মানুষের তরে
আল্লাহ্র লানত রহে
তাদের উপরে ॥

১৬০. সৎকাজ করে যারা
তওবার পরে
স্পষ্টরূপে সব
বর্ণনা করে ॥
কবুল করি আমি
তওবা তারই
নিশ্চয়ই তওবা আমি
কবুলকারী ॥

১৬১. কাফের রহিয়া যারা
হইল মরণ
আল্লাহ্র লানত তারা
করিল বরণ
ধিক্কারিবে মানব আর
ফেরেশতাগণ ॥

১৬২. সেখানেই থাকিতে তাদের
হবে চিরকাল
ব্যথাভরা আযাবে
রইবে বহাল ॥
করুণাও পাবেনা
আল্লাহ্র কোন
মন দিয়ে তোমরা
এইকথা শোন ॥

১৬৩. উপাস্য তোমাদের
আল্লাহ্ একাই

তিনি ছাড়া আর কোন
উপাস্য যে নাই
কৃপার আধার তিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-২০

১৬৪. আকাশ ও পৃথিবী
সৃষ্টির কাজে
দিবস ও রজনী
বদলের মাঝে ॥
মানুষের উপকারী
বস্তু সকলে
সমুদ্রে যত কিছু
জলযান চলে ॥
যাহা কিছু মানুষের
উপকার করে
আকাশ হতে যাহা
পানিরূপে-ঝরে ॥
যাহা দ্বারা আল্লাহ্
করিলেন দান
শুষ্ক জমিনে তিনি
পুনরায় প্রাণ ॥
ধরণীর পরে এলো
হরেক প্রাণী
আকাশে দিলেন আরো
মেঘমালা আনি ॥
বাতাসকে করিয়া দিলেন
তিনি বহমান
নিদর্শন তাদের তরে
যার আছে জ্ঞান ॥

১৬৫. মানুষের মাঝে কিছু
এইরূপও থাকে
আল্লাহ্র অংশী করে
আরো কাহাকে ॥
ভালোবাসে তেমনি করে
সেইসব যত
একইরূপে ভালোবাসে
আল্লাহ্র মতো ॥
বিশ্বাসী বন্ধন
আছে আল্লাহ্র
ভালোবাসা এইরূপ
ছেদ নাহি যার ॥
জালিমেরা শাস্তি
দেখিবে যখন
যেরূপ বুঝিতে তারা
পারিবে তখন
তেমনই তারা যদি
বুঝিত এখন ॥
শক্তি আল্লাহ্রই শুধু
সর্বখানে
এবং কঠোর তিনি
শাস্তিদানে ॥

১৬৬. মুখ ফিরিয়ে নেবে
নেতারা সেদিন
যেসব লোকেরা ছিল
তাদের অধীন ॥
আঁধার দেখিবে তারা
দুচোখ ভরে
আলাদা হয়ে যাবে
পরস্পরে ॥

১৬৭. আক্ষেপে সেদিন তারা
বলিবে যে হায়
ফিরিতাম পৃথিবীতে
যদি পুনরায় ॥
বিমুখ হইত তবে
ওই নেতাগণ
যেরূপে করিল ওরা
পিছু প্রদর্শন ॥
নিজেদের কার্যাবলী
দেখিবে তারা
এমন করিয়াই
আক্ষেপ দ্বারা ॥
এইভাবে দেখাবেন
আল্লাহ্ প্রমাণ
দোজখ হইতে তবু
নাই পরিত্রাণ ॥

রুকু-২১

১৬৮. ভক্ষণ করিও যতো
হালাল মতে
শয়তান যেখানে রয়
যেওনা সে পথে ॥

জেনে রাখো তোমরা
হে মানুষগণ
শয়তান তোমাদের
প্রকাশ্য দুশমন ॥
১৬৯. অবশ্যই শিক্ষা সে
দেয় তোমাদের
বেহায়া আমল আর
পাপ কর্মের ॥
তোমরা এমন কথা
বল যাহাতে
আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আছ
যাহা অজ্ঞাতে ॥
১৭০. যখনই বলা হয়
চল তার উপরে
আল্লাহ্ পাঠালেন যাহা
তোমাদের তরে ॥
তখন তাহারা বলে
যাবো ঐ পথে
চলেছে পূর্বপুরুষ
যেইরূপ মতে ॥
রাখিত না যদিও তারা
কোনরূপ জ্ঞান
গ্রহণও করেনি কোন
হেদায়েত দান ॥
১৭১. কাফেরের উপমা রহে
উহার মতো
চিৎকার করিতে থাকে
উচ্চে যতো ॥
কিছুই শুনিবে না নিজ
চিৎকার ছাড়া
বোলা-কালা-অন্ধ কিছুই
বোঝে নাকো তারা ॥
১৭২. প্রদত্ত্ব রিজিক হতে
বিশ্বাসীগণ
পবিত্র জিনিসগুলি
কর ভক্ষণ ॥
শোকর গুজারী কর
শুধুই তাঁহার
আরো কর ইবাদত
এক আল্লাহ্‌র ॥
১৭৩. আরো কিছু খাদ্য
হইল হারাম
জবাই হয়না নিয়ে
আল্লাহ্‌র নাম ॥
রক্ত, শূকরগোশ
মৃতজীব আরো
কিন্তু ক্ষুধায় কাতর
হইলে কারো ॥
সামান্য ভক্ষণে তার
কোন গুনাহ্ নয়
করিবেন ক্ষমা জেন
তারে দয়াময় ॥
১৭৪. ওইসব বস্তু যারা
গোপন করে
নাজিল কিতাবে যাহা
মানবের তরে ॥
সামান্য মূল্যে তাহা
করে বিক্রয়
আগুন ভক্ষণ করে
আর কিছু নয় ॥
কোন কথা বলিবেনা
রোজ কিয়ামতে
আল্লাহ্ সেদিন তাই
তাহাদের সাথে;
পবিত্র হবেনা তারা
আল্লাহ্‌র হাতে
শাস্তি পাবে যে তারা
কঠিন আঘাতে ॥
১৭৫. উহারাই সেই লোক
করে বিনিময়
হেদায়েত ছাড়িয়া
গোমরাহী ক্রয়;
আজাব নিল যে তারা
ক্ষমার পথ নয়
কেমনে সহিবে তাই
দোজখের ভয় ॥
১৭৬. আল্লাহ্ পাঠালো কোরআন
সত্য সহ
কিতাব নিয়ে যারা
মতভেদে রহ
দূরের গোমরাহী
তাহারাই বহ ॥

রুকু-২২

১৭৭. নেই কোন পূণ্য
কাজ ওই সবে
পশ্চিম-পূর্বে মুখ
যেদিকই রবে ॥
প্রকৃত পুণ্য কাজ
ওই সবেতে
ঈমান আল্লাহ্য় যার
রোজ কিয়ামতে ॥
বিশ্বাস করে যারা
ফেরেশতাগণে
নবী আর কিতাবও
মানে প্রাণমনে ॥
প্রতিবেশী মিসকিন
এতিমের তরে
অর্থ ও বিত্ত যারা
খরচ করে ॥
মুসাফির মিসকিন
প্রার্থনাকারী
মুক্ত করে যারা
গোলামেরে ছাড়ি ॥
ছালাত কায়েম করে
দিয়ে মনপ্রাণ
সর্বদা করে চলে
জাকাত প্রদান ॥
পালন করে যারা
স্বীয় অঙ্গীকার
যুদ্ধ কষ্ট বিপদে
ধৈর্য্য যাহার ॥
সত্যের পথে যারা
দন্ডায়মান
পরিণামে তাহারাই
পাবে পরিত্রাণ ॥

১৭৮. তোমাদের জন্য যাদের
রয়েছে ঈমান
হত্যার কারণে হলো
তাদের বিধান ॥
আজাদের বিনিময়ে
আজাদ করিও
গোলামের বিনিময়ে
গোলাম ছাড়িও
নারীর বিনিময়ে
নারী দিয়ে দিও ॥
মৃতের ভাইয়েরা যদি
রক্ত শোধ গ্রহণ
ক্ষমা করে দিয়ে করে
সৎ আচরণ
বিনয় সহকারে সেটা
কর সম্পাদন ॥
এটাই ব্যবস্থা হলো
সহজ অতিশয়
আল্লাহ্র রহমত
তাহাতেই রয় ॥
সীমা যারা লঙ্ঘন
এরপরও করে
কঠিন আজাব আছে
তাহাদের তরে ॥

১৭৯. রক্ত শোধে রহিয়াছে
নতুন জীবন
সাবধান হতে পারে
জ্ঞানবানগণ ॥

১৮০. মৃত্যুর সময় কারো
উপস্থিত হলে
ধন ও সম্পদ সে
কিছু রেখে গেলে ॥
ইনসাফ নিয়ে যেন
অসিয়ত করে
মাতা-পিতা নিকটের
আত্মীয় তরে
দায়িত্ব এটা রয়
মুমিনের পরে ॥

১৮১. যেইলোক সবকিছু
করিয়া শ্রবণ
তদুপরি করে দেয়
পরিবর্তন ॥
সেইখানে গুনাহ্সব
ওই ব্যক্তির
আল্লাহ্র জানা সবই
নহেন বধির ॥

১৮২. অসিয়তকারী যদি
মিটাইয়া দেয়
জেন তবে নাই কোন
গোনাহের ভয়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্র
দয়া অতিশয় ॥

রুকু-২৩

১৮৩. ফরজ হলো যে রোজা
জেন তোমাদের
যেমন ছিল তাহা
আগের লোকের ॥
১৮৪. ধার্য্য করিলাম আমি
কয়েকটি দিন
শক্তিহীন ও অপারগ
খাওয়াবে মিসকিন ॥
রুগ্ন বা মুসাফির
যদি কেহ রয়
পালন করিও রোজা
অন্য সময় ॥
কেহ যদি ভালো কাজ
করে সম্পাদন
রোজাও তার সাথে
সে করে পালন ॥
ইহাতেই আছে তার
বড় মঙ্গল
জ্ঞানীদের কাছে নহে
ইহা নিষ্ফল ॥
১৮৫. কোরআন নাজিল হলো
রমজান মাসে
হেদায়েত নিয়ে এলো
মানুষের পাশে ॥
অতএব এই মাসে
তোমাদের কল্যাণ
শোকরের সাথে কর
তাঁর গুণগান ॥
১৮৬. বান্দারা কখনো
যদি জিজ্ঞাসে
প্রার্থনা করে যেন
আমার সকাশে
নিকটেই আছি আমি
সর্বদা পাশে ॥
ঈমান আনে যেন
আমার উপরে
প্রার্থনা কবুল করি
তাহার তরে ॥
১৮৭. সহবাস হালাল হলো
রমজান মাসে
আবরণ তোমরা
পত্নীর পাশে ॥
পানাহার করে নাও
ফজরের আগে
সহবাস করো না তবু
যদি সাধ জাগে ॥
কোরো নাকো আল্লাহ্‌র
সীমা লঙ্ঘন
মানুষের তরে এই
হলো নিদর্শন ॥
১৮৮. অন্যায় করে কারো
সম্পদ গ্রাস
করিওনা কখনও তার
যেন সর্বনাশ ॥
করো না তারে কোন
বিচারের সম্মূখ
অন্যায়ভাবে তারে
দিও না যে দূখ ॥

রুকু-২৪

১৮৯. জিজ্ঞাসে তোমারে যদি
চাঁদের বৃদ্ধি ক্ষয়
বলে দিও তাহা তুমি
যে কারণে হয় ॥
তাদেরে বলে দাও
গননার কারণে
সময় নিরূপণ হয়
হজ্জের ক্ষণে ॥
প্রবেশ করিবে তাই
সম্মুখ দিয়া
করো না ভুল যেন
পশ্চাতে গিয়া ॥
অতএব আল্লাহ্‌কে
করে চলো ভয়
মুক্তি যাহাতে
তোমাদের হয় ॥
১৯০. প্রাণপণে যুদ্ধ করো
আল্লাহ্‌র পথে
যুদ্ধ করিবে যারা

তোমাদের সাথে ॥
লঙ্ঘন করো না সীমা
মনে রেখ ভয়
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
ওই পথে নয় ॥

১৯১. তাদেরে হত্যা কর
দাও বের করে
বাহির করেছে যারা
তোমাদের ধরে ॥
জঘন্য জেনে রাখো
অসদাচরণ
হত্যা হতেও বেশী
রাখিও স্মরণ ॥
যুদ্ধ করোনা কভু
কাবার কাছে
হও যদি বাধ্য তবে
অনুমতি আছে ॥
যুদ্ধ করিতে থাকো
দেরী আর নয়
কাফেরের প্রতিফল
এইরূপই হয় ॥

১৯২. যদি তারা যুদ্ধ
বিরত রাখে
আল্লাহ্‌র দয়া সেথা
অবশ্যই থাকে ॥

১৯৩. অশান্তি হয় না যেন
তোমাদের হাতে
কঠোরতা করিওনা
জালিমের সাথে ॥

১৯৪. পবিত্র মাস হলো
সম্মান বিনিময়
কঠোরতা করিও যদি
তাই তারা হয়
আল্লাহ্ মুমিনেরই
সাথে নিশ্চয় ॥

১৯৫. খরচ করিও সদা
আল্লাহ্‌র পথে
নিজ হাত রক্ষা করো
ধ্বংস হতে ॥
মানুষের প্রতি যদি
করো এহ্‌সান
আল্লাহ্ করেন তারে
ভালোবাসা দান ॥

১৯৬. আল্লাহ্‌কে খুশি কর
হজ্জ ওমরা
বাধা পাও কখনো
যদি তোমরা ॥
কোরবানী করো তবে
মুড়ো না মাথা
দশটি রোজা রেখ
জেন সেকথা
ভয় কর আল্লাহ্‌কে
শাস্তিদাতা ॥

রুকু-২৫

১৯৭. হজ্জের ইচ্ছা যদি
করিবে পোষণ
কয়েকটি মাসেতে
কঠিন বারণ ॥
অশ্লীল কথা আর
ঝগড়া-বিবাদ
পাপ কাজ করিওনা
কলহ ফ্যাসাদ ॥
সৎপথে অর্থ সব
সংগ্রহ করে
উত্তম পাথেয় সাথে
যাতায়াত তরে ॥
ভয় কর আমাকে
জ্ঞানবানগণ
সবচেয়ে উত্তম জেন
সৎ উপার্জন ॥

১৯৮. মাশারিল হারামে করো
আল্লাহ্‌কে স্মরণ
রিজিক তাঁর হতে
কর অন্বেষণ ॥
যথার্থই আল্লাহ্‌র
নির্দেশ মিলে
পূর্বেতে তোমরা
ভুলপথে ছিলে ॥

১৯৯. অতঃপর তোমরা
ফিরে চল সেথা
সবাই ফিরে যায়
শেষ হতে যেথা ॥

সাহায্য চাও তুমি
আল্লাহ্‌র কাছে
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র
কৃপা ভরা আছে ॥

২০০. সমুদয় করিয়া পরে
হজ্জ সমাপন
পিতৃপুরুষকে করো
যেভাবে স্মরণ
যে ব্যক্তি এইরূপে
করে আবেদন ॥
হে পালক করো মোরে
ইহলোক দান
পরকালে তার কোন
রবে নাকো স্থান ॥

২০১. এমন লোক যারা
চায় কল্যাণ
দুনিয়া ও আখেরাতে
উভয়ই সমান
দোজখ আজাব হতে
চাহে পরিত্রাণ ॥

২০২. তাহাদেরে আল্লাহ্
করিবেন দান
নিজেদের কর্ম্মমতো
সেই পরিমাণ ॥
করিয়াছে তারা সব
যাহা অর্জন
আল্লাহ্ করিবেন দ্রুত
হিসাব গ্রহণ ॥

২০৩. নির্ধারিত দিনে করো
আল্লাহ্ স্মরণ
দু'দিনের মাঝে কেহ
আসিলে তখন ॥
হবে না গুনাহ্ যদি
দেরিতেও আসে
সমবেত হতে হবে
আল্লাহ্ সকাশে ॥

২০৪. মানুষের মাঝে কিছু
এইরূপও আছে
নিপুণ বর্ণনা করে
তোমার কাছে ॥
চিত্ত যেন তারা
করে নেয় জয়
আল্লাহ্ যেন তার
নিজের হৃদয় ॥
পার্থিব কারনে তারা
বলে নিরবধি
আসলে তারা সব
আল্লাহ্ বিরোধী ॥

২০৫. অশান্তি সৃষ্টি করা
কর্ম যে তার
বিনাশ করে সে
ফসল, জানোয়ার
অশান্তি আল্লাহ্‌র কাছে
বড়ই ঘৃণার ॥

২০৬. বল যদি করিতে
আল্লাহ্‌কে ভয়
আস্ফালন তাহাকে
পাপ পথে ধায় ॥
দোজখ হবে তার
আসল ঠিকানা
কঠিন জায়গা সেটা
নহে অজানা ॥

২০৭. মানবের মাঝে আছে
মানুষ এমন
আল্লাহ্‌র পথে দেয়
তারাই জীবন
মানুষের প্রতি তিনি
দয়ালু যে হন ॥

২০৮. ইসলামে পুরোপুরি
ঈমানদারগণ
প্রবেশ কর ত্বরা
শোন দিয়া মন
শয়তানেরে করো না
কভু অনুসরণ
তোমাদের জন্য সে যে
খোলা দুশমন ॥

২০৯. তোমাদের তরে এল
এত নিদর্শন
তারপরও ঘটে যদি
পদস্খলন ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনি
বিজ্ঞানময়
সীমাহীন ক্ষমতা শুধু
তাঁহারই যে রয় ॥

২১০. শুধু তারা যেন আছে
সেই প্রতীক্ষায়
আল্লাহ্ আসুক চলে
মেঘের ছায়ায় ॥
সেইসাথে আসে যেন
ফেরেশতাগণে
মীমাংসা সবকিছু
হবে সেইক্ষণে ?
আল্লাহ্‌র কাছে এই
সমস্ত বিষয়
ফিরে যেতে একদিন
হবে নিশ্চয় ॥

রুকু-২৬

২১১. জিজ্ঞাসা কর তবে
ইসরাইলীদের
নিদর্শন দিলাম আমি
কত প্রকারের ॥
আল্লাহ্ হতে পেল
যাহা নিদর্শন
তারপরও করে যদি
পরিবর্তন
আল্লাহ্ শাস্তি কঠিন
দিবেন সে কারণ ॥

২১২. সুশোভিত মনে হয়
পৃথিবীর জীবন
কাফেরের কাছে সেটা
মজাদার ধন ॥
মুমিনের সাথে তারা
করে পরিহাস
বস্তুতঃ মুমিনের বহুত
ঊর্ধ্বে আবাস ॥
কিয়ামত দিবসে তার
শুভ অবস্থান
সীমাহীন রিজিক পাবে
আল্লাহ্‌র দান ॥

২১৩. মানুষ সবাই ছিল
একই সে ধরন
অতঃপর আল্লাহ্ করেন
নবীদের প্রেরণ
সুসংবাদ দিতে আর
ভীতি প্রদর্শন ॥
কিতাব দিলাম তাদের
মীমাংসা করিতে
বিরোধ ছাড়িয়া দিয়া
সঠিক নিতে ॥
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যাকে
ধাবিত করেন
সহজ সঠিক পথে
নির্দেশ দেন ॥

২১৪. তোমরা কি এই কথা
মনে কর যে
বেহেশতে তোমরা
প্রবেশ করিবে ॥
অথচ আসেনি কোন
কঠিন ঘটনা
রাসুলের সাথীরা যেমন
করিত কামনা ॥
সাহায্য আল্লাহ্‌র তাই
কখন যে জোটে
আল্লাহ্‌র সাহায্য আছে
নিশ্চয়ই নিকটে ॥

২১৫. তাহারা তোমাকে
জিজ্ঞাসা করে
কখনো কোন কিছু
খরচের তরে ॥
বলে দাও পিতা-মাতা
আত্মীয় স্বজন
মুসাফির এতিম আর
হতভাগাগণ ॥
দানের প্রাপ্য সব
তাহাদের তরে
উত্তমও যাহা কর
আল্লাহ্‌র গোচরে ॥

২১৬. যুদ্ধ ফরজ হলো
ধর্মের কারনে
না যদি ভালো লাগে
তোমাদের মনে ॥
তবুও আনিতে পারে
শুভ সংবাদ
পছন্দ তোমাদের
হয়তোবা বরবাদ ॥
আল্লাহ্ জানেন সব
পূর্বে থেকেই
ধারনা যাহা কিছু

তোমাদের নেই ॥

রুকু-২৭

২১৭. যুদ্ধ অপরাধ হলো
পবিত্র মাসে
কাফেরেরা অশান্তি যদি
করিতে আসে ॥
ধর্ম ছাড়াইতে
শক্তি দ্বারা
হও যদি তোমরা
ধর্মহারা;
হয়ে যাবে ইহকাল
পরকাল সারা
দোজখেতে চিরকাল
রইবে যে তারা ॥
২১৮. নিশ্চয়ই ঈমানদার
হিজরত করে
জেহাদ করে তারা
আল্লাহ্‌র তরে ॥
আল্লাহ্‌র দয়ার আশা
তাদেরই তো রয়
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও
করুণাময় ॥
২১৯. জিজ্ঞাসে লোকে মদ
জুয়ার বিষয়
যদিও উহার মাঝে
উপকার রয়
বলে দাও উহাতে
গুনাহ্‌ বেশী হয় ॥
প্রশ্ন করে যদি
কত পরিমাণ
করিতে হইবে তাদের
মানুষেরে দান ॥
বলে দাও যত দূরে
সহজ হয়
আল্লাহ্‌র নির্দেশ
আছে সমুদয়
তোমাদের ইহাতে
গবেষণা রয় ॥
২২০. জিজ্ঞাসে কখনও যদি
আরো তোমারে
ইহকাল-পরকাল
এতিমের ব্যাপারে ॥
বলে দাও তাহাদের
স্বার্থ রাখিবার
একান্নভুক্ত যদি
পারে করিবার ॥
নিজেদের ভাইরূপে
যদি মনে করে
অনিষ্ট উপকারী
আল্লাহ্‌র উপরে ॥
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে
বিপদ পাঠান
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তিনি
মহাজ্ঞানবান ॥
২২১. বিবাহ করিওনা কভু
কাফের রমণী
ঈমান না যদি আনে
চিত্তহারিণী
দাসীও উত্তম জেনো
মুসলিম যিনি ॥
মুসলিম রমণীকে
কাফেরের দিয়ে
না যদি ঈমান আনে
দিও নাকো বিয়ে ॥
মুমিন দাসও ভালো
কাফের সে নয়
কাফের যদিও করে
চিত্তের জয় ॥
দোজখের দিকে তারা
ধাবিত করে
বর্ণনা আল্লাহ্‌র
উপদেশ ভরে
উপদেশ তাহাদের
পালনের তরে ॥

রুকু-২৮

২২২. নারীতে যেও না কভু
ঋতুর কালে
মিলিত হইও তবে
পবিত্র হলে ॥
আল্লাহ্‌র সম্মতি

সেই পথে চল
পবিত্র লোকেরে তিনি
বাসেন ভালো ॥

২২৩. স্ত্রীরা তোমাদের
ক্ষেত্রের মতো
ইচ্ছা অনুসারে তাই
হও আগত
পরকাল তরে কর
সঞ্চয় যত ॥
অতএব আল্লাহ্কে
করে চল ভয়
মুমিনের তরে তাঁর
শুভাশীষ রয় ॥

২২৪. তৈরি করো না বাধা
আল্লাহ্র পথে
অঙ্গীকার কোন যেন
তার তরেতে ॥
বিরোধের মীমাংসা
কর পরস্পরে
নিশ্চয়ই সবকিছু
আল্লাহ্র গোচরে ॥

২২৫. আল্লাহ্র তাগিদ নাই
মিথ্যা শপথে
শপথ করিবে তাই
অন্তর হতে ॥
তাগিদ রয়েছে যাহা
কর স্বেচ্ছায়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
আরো দয়াময় ॥

২২৬. না চাও পত্নী সাথে
যদি বসবাস
সময় রইলো তাতে
আরো চারিমাস ॥
ফেরো যদি পুনরায়
পত্নীর কাছে
নিশ্চয়ই আল্লাহ্র
দয়া তাতে আছে ॥

২২৭. তালাক দিতে যদি
হও প্রতিজ্ঞ
আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা
আরো তিনি বিজ্ঞ ॥

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত নারী
সময়মতো
তিন ঋতু রমণী
রবে সংযত ॥
গোপন বৈধ নহে
জানিও তাহা
উদরেতে দিয়াছেন
আল্লাহ্ যাহা ॥
বিশ্বাস রাখে যদি
পরকাল আল্লাহ্র
পতিগণই উহাতে
বেশী হকদার
আপোস যদি চায়
তারা পুনর্বার ॥
পুরুষের উপর যেমন
অধিকার নারীদের
নারীর উপরে তেমন
অধিকার পুরুষের
পরাক্রমী আল্লাহ্
ভাণ্ডার জ্ঞানের ॥

রুকু-২৯

২২৯. দু'তালাক দেবার পর
দিবে রাখিয়া
তোমাদের স্ত্রীকে
সম্মান দিয়া ॥
ভদ্রতা সহকারে
বর্জন করো
হালাল হবে না তার
কিছু যদি ধরো ॥
করেছিলে যাহা তুমি
তাহাকে প্রদান
উভয়েই ঠিক যদি
রাখিতে ঈমান ॥
লঙ্ঘন সীমানার
আশংকা হয়
তালাক যদি কিছু
ছেড়ে দিয়ে নেয় ॥
ইহাই সীমারেখা
আল্লাহ্র বন্ধন
জালেম হয়ো না তাহা
করে লঙ্ঘন ॥

২৩০. হালাল নহে নারী
তালাকের পরে
না যদি অন্য স্বামীর
ঘর সে করে ॥
তারপরে সেই স্বামী
তালাক দিলে
বিবাহের তরে ফের
যাইবে মিলে ॥
আল্লাহ্‌র সীমারেখা
এইটুকু হয়
জ্ঞানীদের তরে এতে
বর্ণনা রয় ॥

২৩১. ইদ্দত করে যদি
তালাকের পরে
স্ত্রীকে দিও তবে
বিদায় করে ॥
জুলুম করে তাকে
রেখ না আটক
বঞ্চিত করো না যেন
তার যাতে হক ॥
উপহাস করিও না
আল্লাহ্‌র আয়াতে
কিতাব নাজিল হলো
উপদেশ যাতে
আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা
ভয় কর সাথে ॥

রুকু-৩০

২৩২. ইদ্দত পূর্ণ কোরে
যদি পুনরায়
পূর্ব স্বামীর সাথে
বিবাহ সে চায় ॥
দিও না বাধা তবে
তাদের মিলনে
পরকালে বিশ্বাস
রাখিও স্মরণে ॥

২৩৩. প্রসবিনী মাতা তার
নিজ সন্তান
দুইটি বছর দুধ
করাইবে পান
ভরণ-পোষণ পিতা
করিবে প্রদান ॥
কোনই প্রাণীকে আল্লাহ্
কভূ কোন ক্ষণ
করেননা সাধ্যের অতীত
বোঝা অর্পণ ॥
ওয়ারিশের তরেতেও
দায়িত্ব যে রয়
পিতা-মাতা কারো যেন
কষ্ট না হয় ॥
সম্মত হয় যদি
দুধ ছাড়াতে
নাই গুনাহ্ যদি কর
ভয় আল্লাহ্‌তে ॥

২৩৪. স্ত্রী রয় কারো
মৃত্যুর পরে
চারিমাস দশ দিন
ইদ্দত করে ॥
বিধিমতো করিলে তবে
নাই কোন গুনাহ্
সবকিছু তোমাদের
আল্লাহ্‌র জানা

২৩৫. বিবাহ করিতে তারে
নাই কোন মানা
সত্বরই এ ব্যাপারে
কর আলোচনা ॥
ওয়াদা দিও না তারে
সংগোপনে
সময় সীমার কথা
রাখিও তা মনে ॥
ভয় কর আল্লাহ্‌কে
সব তাঁর গোচরে
দয়া আর ক্ষমা তাঁর
সবার উপরে ॥

রুকু-৩১

২৩৬. মোহর ধার্য্যের আগে
মিলনে না যাও
গুনাহ্ হবে না-যদি
তালাক দাও ॥
বিধিমতো খরচ দিবে
গরিব ধনবান

সততার সাথে তারে
করিবে প্রদান ॥
২৩৭. মোহর ধার্য্যের পরে
না গেলে মিলনে
তালাক যদি তারে
দাও সেই ক্ষণে ॥
ধার্য্যের অর্ধেক
দিয়ে দিতে হবে
নাই গুনাহ্ ক্ষমা তারে
কর যদি তবে ॥
উভয়েই মর্যাদা
রেখ পরস্পরে
তোমাদের কর্ম সব
আল্লাহ্র গোচরে ॥
২৩৮. সকল ছালাতগুলি
যত্নভরে
মাঝের সময়টিতে
বিশেষ করে ॥
আল্লাহ্র তরেতে তাই
বিনীত ভাবে
ছালাতে মনোযোগ
দিয়ে দাঁড়াবে ॥
২৩৯. বিপদের যদি কভু
আশঙ্কা কর
আরোহী থাকিয়া তবে
ছালাত পড় ॥
নিরাপদ তোমরা
যেভাবে যখন
সেভাবেই আল্লাহ্কে
করিবে স্মরণ
শেখালেন তোমাদের
আল্লাহ্ যেমন ॥
২৪০. স্ত্রীকে রেখে যদি
মারা কেহ যায়
বছরের খরচ সব
তারা যেন পায় ॥
নিজ থেকে স্ত্রী
যায় যদি চলে
হবে না পাপের ভাগী
তারা তাহলে ॥
পরাক্রমী আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
তৎসহ আর তিনি
বিজ্ঞানময় ॥
২৪১. যে সকল নারীরা
তালাকপ্রাপ্ত
মুমিন খরচ তাদের
দেবে বিধিমতো ॥
২৪২. এভাবেই আল্লাহ্র
থাকে নিদর্শন
সহজেই তোমাদের
হবে অনুধাবন ॥

রুকু-৩২

২৪৩. তাদের কথা কিছু
জানো কি তুমি
হাজার হাজার তারা
ছাড়ে জন্মভূমি ॥
যুদ্ধের ভয়ে সব
শত্রুর সনে
পৌঁছে গেল তারা
নিরাপদ স্থানে ॥
তারপরও সবারই
মৃত্যু হলো
অতঃপর সাত দিন
এইভাবে গেল ॥
পরিশেষে নবী যেই
প্রার্থনা করিল
পুনরায় তারা সব
জীবন লভিল ॥
দয়াশীল আল্লাহ্
মানুষের প্রতি
তবুও তারা সব
কৃতঘ্ন অতি ॥
২৪৪. জেহাদ কর সবে
আল্লাহ্র পথে
শুনেন জানেন সবই
তিনি সেই সাথে ॥
২৪৫. ঋণ যে আল্লাহ্কে
করিবে প্রদান
বিনিময়ে সেই হবে
বেশী লাভবান
কমবেশী সবকিছু

আল্লাহ্‌রই দান
সবকিছু তাঁর পানে
অপসৃয়মাণ ॥

২৪৬. তুমি কি জানো না
ইসরাইলীদেরে
নবীকে বলেছিল
ঈসার পরে ॥
একজন নেতা কেহ
তাহাদের দিতে
নির্দেশে পারিবে তার
জেহাদ করিতে ॥
এরপরও বেশীভাগ
করে পলায়ন
সবকিছু আল্লাহ্‌
অবগত হন
যাহারা করে শুধু
সীমা লঙ্ঘন ॥

২৪৭. তালুত তোমাদের নেতা
হলো মনোনীত
মানিলে না তাহাকে
হয়ে গর্বিত ॥
আল্লাহ্‌র নিযুক্তি
সম্পদে নয়
বলিষ্ঠতা প্রজ্ঞা
তাহাতেই রয় ॥
স্বীয় রাজ্য তিনি
করেন প্রদান
আল্লাহ্‌ চান যাকে
দেন সম্মান ॥

২৪৮. নেতার লক্ষণ ছিল
এই দিক দিয়ে
ফেরেশতা আসিত
সিন্দুক নিয়ে ॥
যাহার মধ্যে ছিল
হারুন ও মুসার
উদ্বৃত্ত ছিল যতো
দ্রব্য সম্ভার ॥
নিদর্শন ছিল সেথা
তোমাদের তরে
যদি কর চিন্তা
বিশ্বাস ভরে ॥

রুকু-৩৩

২৪৯. তালুত রওনা দিল
সেনাদল নিয়ে
আল্লাহর পরীক্ষা হলো
এক নদী দিয়ে ॥
পান করিবে যারা
নদীর পানি
পৃথক হবে যে তারা
নিষেধ না মানি ॥
তবুও করিল পান
অধিক যারা
বিরত রইল শুধু
কিছু লোক ছাড়া ॥
যদিও তালুত সাথে
অল্পই রয়
তবুও যুদ্ধে হলো
তাহাদেরই জয় ॥
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে
ছোট হোক যতো
বিজয়ী তারাই হবে
বীরের মতো ॥
ধৈর্য্যশীলের সাথে
আল্লাহ্‌ থাকেন
তিনি শুধু তাদেরই
অনুকম্পা দেন ॥

২৫০. যুদ্ধ করিতে তারা
জালুতের সাথে
আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়
প্রার্থনাতে ॥

২৫১. আল্লাহ্‌র নির্দেশে তারা
পরাস্ত করে
হত্যা করিল দাউদ
জালুতকে ধরে ॥
আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সে
রাজত্ব পেল
জ্ঞান শিক্ষা নিজের
ইচ্ছামতো দিল ॥
দমন আল্লাহ্‌ না
করিতেন যদি
এক জাতি কর্তৃক
অন্য জাতি

পৃথিবীতে ছেয়ে যেত
ঘোর অশান্তি
দয়াশীল আল্লাহ্
জগতের প্রতি ॥

২৫২. জেনে রাখ এইসব
আল্লাহ্‌র বাণী
পড়িয়া শুনানো হলো
তোমায় তা আনি ॥
নিদর্শন রয় জেনো
তাঁহার কাজে
নিশ্চয়ই তুমি আছ
রাসুলের মাঝে ॥

তৃতীয় পারা ঃ তিলকার রাসুল

২৫৩. মর্যাদা বেশী কারো
আল্লাহ্‌র কাছে
নবী কেহ, তাঁর সাথে
কথা বলিয়াছে ॥
ঈসাকে করিয়াছি
দলিল প্রদান
পবিত্র আত্মা পেয়ে
হয় শক্তিমান ॥
সেথায় আল্লাহ্‌র যদি
থাকিত না হাত
মানুষ করিত না কোন
বৃথা রক্তপাত ॥
আল্লাহ্‌র দলিল সব
আসিবার পরে
কিছু লোক তাহাকে
মান্য করে ॥
অনেকে আবার তাতে
করে বিরোধিতা
অবশ্যই আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা সেথা ॥

রুকু-৩৪

২৫৪. আনিয়াছে ঈমান যারা
আমার উপরে
রিজিক দিলাম যাহা
খরচের তরে ॥
বেচাকেনা যেইদিন
কোন হবে না
বন্ধু ও সুপারিশ
কিছু রবে না ॥
অবিশ্বাসী যাহাদের
বিশ্বাস নাই
জালেম তারা সব
জানিও সদাই ॥

২৫৫. উপাস্য কেহ নাই
আল্লাহ্ ব্যতীত
চিরঞ্জীব অক্ষয়
অনাদি অনন্ত
ছোঁয় না নিদ্রা তাঁরে
নয় তিনি ক্লান্ত ॥
তাঁহার সৃষ্টি এই
দ্যুলোক-ভূলোকে
অনুমতি বিনা তাঁর
সুপারিশ করিবে কে ?
সম্মুখ ও পশ্চাৎ
সবই তাঁর গোচরে
জ্ঞানভাণ্ডার যত
অনন্ত চরাচরে
আসন রয়েছে তাঁর
ভূ-গগন পরে ॥
সহজ তাঁহার সবি
করিতে রক্ষণ
অতীব মহান তিনি
দাপটে ভীষণ ॥

২৫৬. ধর্মে কোনকিছু
জোরাজুরি নাই
ভালো আর মন্দ পথ
আলাদা সদাই ॥
খারাপের পথে যে
রুখিয়া দাঁড়ায়
বিশ্বাস আরো যদি
করে আল্লাহ্‌য়
আশ্রয় পাবে সে
তাঁহার ছায়ায় ॥
আল্লাহ্ শুনেন জেনো
সবকিছু যত
সকল কিছুই আছেন

তিনি অবগত ॥
২৫৭. মুমিনেরে আল্লাহ্
বন্ধু মানেন
আঁধার হতে তারে
আলোতে আনেন ॥
অবিশ্বাসী যাহারা
শোনে শয়তানে
আলোকের দিক হতে
আঁধারে টানে
তাহারাই ধাবিত হয়
দোজখের পানে ॥

রুকু-৩৫

২৫৮. তোমার আছে কি জানা
সেই বিষয়ে
ইব্রাহীমের সাথে
আল্লাহ্কে নিয়ে
করেছিল তর্ক সেথা
এক রাজা গিয়ে ॥
ইব্রাহীম বলেছিল
আমার বিধাতা
জীবন দেন আর
মৃত্যুদাতা ॥
পূর্বে করেন তিনি
সূর্য উদয়
কর যদি পশ্চিমে
ক্ষমতায় হয় ॥
এইকথা শুনে সে
হতবাক থাকে
সুপথ দেখান না প্রভু
জালিম যাকে ॥
২৫৯. জানো নাকি আর সেই
এক লোক গিয়া
বিরান সে জনপদ
বলে দেখিয়া ॥
কিভাবে জীবিত হবে
মরণের পর
রাখিয়া মৃত খোদা
এক্শো বছর ॥
পুনরায় করিলেন তিনি
জীবন প্রদান
কাটাইলে কতদিন
তাদেরে শুধান ॥
বলিল একদিন
ছিলাম ঘুমিয়ে
হতে পারে অথবা
কম তার চেয়ে ॥
আল্লাহ্ বলিলেন
দেখ ভালোমতো
তোমার পানীয় আর
আহার যতো ॥
বিকৃত হয়নি কিছুই
যাহা এখানে
ভালো করে চেয়ে দেখ
গাধাটার পানে ॥
উপমা তরে আমি
রাখিতে যে চাই
জীবিত কেমনে করি
তোমারে দেখাই ॥
সবকিছু পরে সে
বিশ্বাস করে
আল্লাহ্র শক্তি সব
এই চরাচরে ॥
২৬০. ইব্রাহীম চাইলো
আল্লাহ্র কাছে
দেখিতে, কিভাবে পুনঃ
মৃতেরা বাঁচে ॥
আল্লাহ্ বলিলেন তারে
চারিটি পাখি
খন্ড করিয়া তাদের
পুনরায় ডাকি ॥
কিভাবে দেখ তারা
উড়িয়া আসে
প্রকৌশলী বিজ্ঞানী
আল্লাহ্ সকাশে ॥

রুকু-৩৬

২৬১. খরচ যাহারা করে
আল্লাহ্র পথে
সাতটি শীষের মতো
একটি হতে ॥

একশত দানা থাকে
প্রত্যেকটিতে
আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন
বাড়িয়ে দিতে ॥
অবশ্যই আল্লাহ্ তিনি
বর্ধনকারী
সবকিছু জ্ঞান শুধু
আছে তাঁহারই ॥

২৬২. আল্লাহ্‌র পথে যারা
খরচ করে
যদি না করে সে
দেখাবার তরে ॥
প্রাপ্য রয়ে যায়
আল্লাহ্‌র কাছে
আর না, তাদের কোন
চিন্তা আছে ॥

২৬৩. উত্তম জানিও তাই
ন্যায্য কথন
আরো ভালো কর যদি
ক্ষমা প্রদর্শন ॥
কষ্ট দিও না পরে
যদি কর দান
আল্লাহ্ সহনশীল
আর ধনবান ॥

২৬৪. শুনে রাখো তোমরা
আছে যার ঈমান
দেখাবার তরে কভু
করিও না দান ॥
উপমা তাহার চলে
ওইরূপ মতো
পাথরে রাখিল তার
দান-ধ্যান যতো ॥
প্রবল বর্ষণে তাহা
ধুইয়া গেল
যাহার সকল কিছু
বরবাদ হলো ॥
কোন কাজে লাগিল না
তার উপার্জন
কাফেরকে করে না প্রভূ
পথ প্রদর্শন ॥

২৬৫. যাহারা খরচ করে
আল্লাহ্‌র কারণে
সম্পদ তাদের কিছু
সুদৃঢ় মনে ॥
তাদের উপমা সেই
বাগানের মতো
দ্বিগুণ করিয়া ফলে
ফলমূল যতো ॥
সু-উচ্চ জায়গাতে
যাহা অবস্থিত
কমবেশী বৃষ্টি যেথা
হয় পতিত ॥

২৬৬. তোমাদের কারো যদি
এমনটি হতো
ফলন্ত বাগান যার
ছিল সুশোভিত
পাদদেশ দিয়ে যার
নহর বাহিত ॥
বৃদ্ধ বয়সে যখন
হলো উপনীত
অগ্নি ও ঘূর্ণিতে সব
হলো ভস্মীভূত
আল্লাহ্‌র নিদর্শন
এইরূপে যত ॥

রুকু-৩৭

২৬৭. ঈমান আনিলে যারা
হে মুমিনগণ
যাহা কিছু তোমরা
কর উপার্জন ॥
ভূমিতেও করি যাহা
তোমাদের তরে
ভালোসব যাহাকিছু
খরচ করে ॥
কখনো করিওনা
বন্ধ আঁখি
ধনী-গুণী আল্লাহ্
জানিও রাখি ॥

২৬৮. শয়তান কারন হয়
দারিদ্রতার
ক্ষমা আর সম্পদ
দান আল্লাহ্‌র
সুবিশাল জ্ঞানের হন

তিনিই আধার ॥
২৬৯. আল্লাহ্ যারে চান
করেন প্রদান
বহু গুণ দেন তিনি
যারে দেন জ্ঞান
উপদেশ নেয় শুধু
যারা জ্ঞানবান ॥
২৭০. খরচ কর কিছু
যাহা সম্পদ
আর যাহা তোমরা
কর মান্নত ॥
সবকিছু জেনে রেখ
আল্লাহ্র জানা
জালেমের সাথী জেনো
কেউ হবে না ॥
২৭১. প্রকাশ্য দান ভালো
খোলাখুলি মনে
আরো ভালো, যদি কর
সংগোপনে ॥
তোমাদের দোষ-ত্রুটি
মাফ করে দেন
সকল কর্ম তিনি
জ্ঞাত যে আছেন ॥
২৭২. তাদের সৎপথে আনা
সে তোমার নয়
আল্লাহ্র কাজ সেটা
ইচ্ছা যদি হয় ॥
করিতে খুশি কর
তাঁর পথে ব্যয়
তোমাদের তরে তাঁর
পুরস্কার রয়
রইবেনা কোনকিছু
জুলুমের ভয় ॥
২৭৩. আল্লাহ্র পথে যারা
সদা রয় ব্যস্ত
সে কারণে হয়ে যায়
অভাবগ্রস্ত ॥
অপারগ হয় তারা
রিজিক অন্বেষণে
তাদের অভাব নাই
অজ্ঞের মনে ॥
ভিক্ষা চায় না কভু
মিনতি করে
ব্যয় কর তোমরা
যাহার তরে
সবকিছু নিশ্চয়ই
আল্লাহ্র গোচরে ॥

রুকু-৩৮

২৭৪. খরচ করে যারা
রাতে বা দিনে
নিজেদের সম্পদ
প্রকাশ্য-গোপনে ॥
আল্লাহ্র কাছে তার
পুণ্যফল আছে
নেই তার কোন ভয়
আল্লাহ্র কাছে ॥
২৭৫. ওই লোক তাহারা
সুদ যারা খায়
শয়তান ভরের মত
তাহারা দাঁড়ায় ॥
তারা বলে বেচাকেনা
সুদেরই মতো
ওইরূপ কথা বলে
সুদখোর যতো ॥
আল্লাহ্ করেছেন
বেচাকেনা বৈধ
অথচ সুদ খাওয়া
হল নিষিদ্ধ ॥
হয়ে গেছে আগে যাহা
আল্লাহ্র বিষয়
এখন পুনঃ কেহ
সুদ যদি লয় ॥
আগের পাপ সব
দাঁড়াবে যে আসি
চিরকাল হবে সে
দোজখবাসী ॥
২৭৬. আল্লাহ্ করিলেন
সুদকে নিপাত
বাড়াইয়া দিলেন তিনি
দান-খয়রাত ॥
আল্লাহ্র ঘৃনা রয়
পাপীদের পরে

কৃতজ্ঞতা যাহারা
প্রকাশ না করে ॥

২৭৭. পুণ্যের কাজ করে
রাখিয়া ঈমান
ছালাত পড়ে আরো
যাকাত প্রদান ॥
তাহাদেরই জন্য সব
পালকের কাছে
চিন্তা ও ভয়হীন
পুরস্কার আছে ॥

২৭৮. এনেছ ঈমান যারা
মুমিনের দল
ছেড়ে দাও পাওনা
সুদও সকল ॥
প্রকৃত মুমিন যদি
হইয়া থাকো
পুনরায় সুদ কভু
খাইবে নাকো ॥

২৭৯. এরপরও তোমরা যদি
ছাড়িতে না চাও
যুদ্ধ করিতে তবে
তৈরি হয়ে নাও ॥
আল্লাহ্ ও রাসুল হতে
যদি না ডরো
কিন্তু তোমরা যদি
তওবা করো ॥
জুলুম করোনা যেন
অন্যের সাথে
নিপীড়িত হবে না তাই
আর কারো হাতে ॥

২৮০. না যদি থাকে তার
সচ্ছলতা
অবকাশ দিও তারে
এই বারতা ॥
উত্তম যদি আরো
ক্ষমা করে দাও
বুঝিতে তোমরা যদি
জ্ঞানবান হও ॥

২৮১. ভয় কর তোমরা
এমনইভাবে
একদিন তাঁর কাছে
সব ফিরে যাবে ॥
সবাই ফল পাবে
কর্মের তার
হবে না কারো প্রতি
কোন অবিচার ॥

রুকু-৩৯

২৮২. এনেছ ঈমান যারা
হে মুমিনগণ
লেনদেন কর যদি
লিখিও তখন ॥
ঋণগ্রহীতা যদি
অক্ষম হয়
কেহ তার তরফে যেন
লিখে তাহা লয় ॥
স্বাক্ষী রেখ তবে
পুরুষ দুজন
না যদি মেলে তাহা
লইও তখন
একজন পুরুষ ও
নারী দুইজন ॥
ছোট-বড় যাই হোক
লেনদেন করিতে
অলসতা করিও না
লিখে সব নিতে ॥
কারবার যদি কর
নগদ নগদেই
না যদি লিখ তবে
কোন দোষ নেই ॥
স্বাক্ষীরা পায় না যেন
ক্ষতির ভয়
এইরূপ হলে তবে
গুনাহ্‌র বিষয় ॥
ভয় কর আল্লাহ্‌কে
শিক্ষা দেন যিনি
সকল বিষয়ে হন
জ্ঞাতশীল তিনি ॥

২৮৩. তোমরা কখনও যদি
সফরেও যাও
যদি সেথা লিখিবার
কাউকে না পাও
বন্ধকী বস্তু তবে

ছেড়ে দিয়ে দাও ॥
পরস্পরে যদি তারা
বিশ্বাস করে
আমানত ফিরায় তবে
আল্লাহ্‌র ডরে ॥
স্বাক্ষ্য করিওনা
কখনও গোপন
গুনাহে ভরে যাবে
তোমাদের মন
আল্লাহ্ সবকিছু
অবহিত হন ॥

রুকু-৪০

২৮৪. সবকিছু আল্লাহ্‌র
আসমান-জমিনে
যা কিছু কর সবে
প্রকাশ্য গোপনে ॥
সকলের কাছে তিনি
হিসাব নিবেন
ইচ্ছামতো ক্ষমা আর
শাস্তি দিবেন
সকল বিষয়ে তিনি
শক্তি রাখেন ॥

২৮৫. রাসুল আনিল ঈমান
ওইসব পরে
নাজিল হইল যাহা
তোমাদের তরে ॥
অনুসারী যারা সব
ঈমান আনিল
কিতাব রাসুল তারা
সকলই মানিল ॥
শুনেছি মেনেছি মোরা
তারা সব বলে
আল্লাহ্‌র কাছে তাই
ক্ষমা চেয়ে চলে ॥
একদিন ফিরিতে হবে
তোমারই কাছে
সকল কিছুতে মোদের
ঈমান আসিয়াছে ॥

২৮৬. আল্লাহ্ দেন না কারো
সাধ্যের অতীত
কাহারও তরে বোঝা
করে আরোপিত ॥
সবারই কর্মের ফল
পাইবে সবে
ভালো বা মন্দ যাহা
করিল ভবে ॥
প্রার্থনা করি তাই
হে প্রতিপালক
আমাদের তরে দয়া
বর্ষণ হোক ॥
ত্রুটি যদি করে থাকি
বিস্মৃত হয়ে
ক্ষমা করে দিন তব
করুণা দিয়ে ॥
তেমন কঠিন বোঝা
দিবেন না মোদের
দিলেন ভারী যাহা
পূর্ব লোকের ॥
বহন করিতে মোদের
যে শক্তি নাই
তেমন কিছু হতে
পরিত্রান চাই ॥
ক্ষমা দয়া, আপনারই
ভরসার স্থান
কাফেরের বিরুদ্ধে দিন
জয়লাভ দান ॥

---

৩. সূরা আল্-ইমরান
মদিনায় ঃ আয়াত ২০০ ঃ
রুকু ঃ ২০

আল্লাহ্‌র নাম নিই
শুরু করিতে
দয়াময় আছেন যিনি
করুনা দিতে ॥

রুকু-১

১. আলিফ লাম মীম
২. নেই কোন উপাস্য
আল্লাহ্ ছাড়া

চিরঞ্জীব তিনি, সব
তাঁর কাছে ধরা ॥

৩. সত্য কিতাব দিলেন
আপনার কাছে
পূর্ব কিতাবের যাতে
স্বাক্ষর আছে ॥
আরো তিনি করেছেন
পূর্বে নাজিল
কিতাব যাহা ছিল
তোরাত-ইঞ্জিল ॥

৪. কোরআন নাজিল হলো
মানবের তরে
সত্য ও মিথ্যা যাহা
আলাদা করে ॥
স্বীকার করে না যারা
আল্লাহ্‌র কথা
শাস্তি পাইবে কঠিন
তাহারা যথা
পরাক্রমশালী তিনি
শাস্তিদাতা ॥

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে
সবই এমন
আসমান জমিনের কিছু
নাই যে গোপন ॥

৬. মায়ের গর্ভে যিনি
গঠন করেন
যে রকম ইচ্ছা তিনি
আকৃতি দেন ॥
নেই কোন উপাস্য
তিনি ছাড়া আর
পরাক্রমশালী তিনি
জ্ঞানের আধার ॥

৭. দিয়াছেন কিতাব তিনি
আপনার কাছে
চিরন্তন যেথা কিছু
আয়াত আছে ॥
স্বচ্ছ সে আয়াতগুলি
কিতাবের আসল
আরো কিছু আয়াত আছে
রূপক সকল ॥
অন্তর যাদের ভরা
আছে কুটিলতা
তারাই টেনে আনে
রূপকের কথা
ফিত্‌নার সৃষ্টি করে
তারা অযথা
ব্যাখ্যা জানেন শুধু
আল্লাহ্‌ই তথা ॥
আছে আরো যাহাদের
সুগভীর জ্ঞান
বলে তারা এনেছি মোরা
ইহাতে ঈমান
আমাদের তরে সব
প্রভুই পাঠান
উপদেশ নেয় শুধু
যারা জ্ঞানবান ॥

৮. হে পালনকারী দিলে
হেদায়েত দান
রহমতে ভরে দিলে
আমাদের প্রাণ ॥
কখনো করে না যেন
পুনরায় মন
তোমার দেখানো পথ
পুনঃ লঙ্ঘন ॥
মোদেরে দাও তব
করুণা অপার
নিশ্চয়ই মহাদাতা
উপরে সবার ॥

৯. হে পালক করিবে তুমি
সন্দেহাতীত
মানবজাতিকে সব
একত্রিত ॥
আল্লাহ্ ওয়াদা কোন
ভাঙেন নাকো তাঁর
নিশ্চয়ই রাখিবেন তিনি
তাঁর অঙ্গীকার ॥

নিজে চান যাকে
জ্ঞানীদের তরে এতে
শিক্ষা থাকে ॥

রুকু-২

১০. কুফরি যারা করে
সম্পদ তাদের
কোন কাজে আসিবেনা
সন্তানও ফের
ইহারাই ইন্ধন
হবে দোজখের ॥

১১. ফেরাউন কওম ছিল
সেই সব যারা
করিত পালন যত
পূর্ব্বের ধারা ॥
আমার আয়াত তারা
মানেনি বলে
আল্লাহ্‌র শাস্তি পেল
তারা সকলে
নিশ্চয়ই দন্ডে প্রভুর
কঠোরতা চলে ॥

১২. বলে দাও তাদের যারা
কুফরিতে রবে
শীঘ্রই তারা সব
পরাভূত হবে
একত্র হবে তারা
জাহান্নামে সবে
আবাস হিসাবে যাহা
জঘন্য রবে ॥

১৩. নিদর্শন ছিল যাহা
তোমাদের তরে
মুকাবিলা করেছিল
পরস্পরে ॥
একদল যুদ্ধ করে
আল্লাহ্‌র পথে
অন্য দলটি ছিল
কাফেরের সাথে ॥
মুসলিমদিগকে তারা
দ্বিগুন দেখে
শক্তি দেন প্রভু

১৪. মনোরম করা আছে
কামনা অপার
মানুষের কাছে যাহা
অধিক চাওয়ার;
সন্তান, নারী আর
সোনা ও রূপার
অশ্ব, পশুরাজি
ক্ষেত ও খামার ॥
সবকিছু ভোগের লাগি
দুনিয়াতে আছে
আশ্রয় সেরা জেন
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

১৫. মুত্তাকী যারা সব
তাহাদের তরে
বেহেশ্‌ত আছে যেথা
ঝরনা ঝরে
সেথায় রইবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
পবিত্র সঙ্গিনী
রহিবে সাথে
আল্লাহ্‌র খুশি রবে
আরো তাহাতে
সু-নজর আল্লাহ্‌র
রহে বান্দাতে ॥

১৬. বিশ্বাসী বলে রব
করে দিও ক্ষমা
আমাদের গুনাহ্ সব
যত আছে জমা ॥
রবের কাছে তারা
ক্ষমা চেয়ে যায়
দোজখের আজাব হতে
পরিত্রাণ চায় ॥

১৭. ধৈর্য্যধারী তারা
সত্যপরায়ণ
সৎ কাজে ব্যয়কারী

বিনয়ী যে মন
শেষরাতে ক্ষমা চায়
আরো সেই জন ॥
১৮. আল্লাহ্ স্বাক্ষী দেন
শুধু তিনি ছাড়া
জ্ঞানীরাও বলে তাহা
বলে ফেরেশতারা ॥
ন্যায়নীতি পূর্ণ
আছে আল্লাহ্র
উপাস্য তিনি ছাড়া
নেই কোন আর
পরাক্রমশালী তিনি
জ্ঞানের আধার ॥
১৯. ইসলামই এক দ্বীন
আল্লাহ্র কাছে
আগেও যাহাদের
কিতাব আছে ॥
জ্ঞান আসার পরে
বিদ্বেষবশতঃ
পরস্পর হয়েছিল
বিরোধে লিপ্ত
নেয়নি কেহ তাই
আয়াত যত
নিশ্চয়ই হিসাব নিতে
আল্লাহ্ যে দ্রুত ॥
২০. তর্ক করে যদি
কভু তব সাথে
সমর্পিত বল আমি
আল্লাহ্র হাতে
যারাও অনুসারী
আমার সাথে ॥
বলে দাও কিতাবী আর
নিরক্ষর যারা
নিজেকে সমর্পণ
করেছে কি তারা ?
তারা যদি নিজেকে
সমর্পণ করে
নিশ্চয়ই যাবে তারা
ঠিক পথ ধরে ॥
দেখ যদি তাহাদের
মুখ ফিরে নেয়া
দায়িত্ব তোমার শুধু
পৌঁছে দেয়া ॥
আল্লাহ্র দৃষ্টি থাকে
বান্দার উপরে
সবকিছু থেকে যায়
তাঁহার গোচরে ॥

রুকু-৩

২১. অস্বীকার করে যারা
আল্লাহ্র কথা
নবীদেরে হত্যা
করে অযথা ॥
সৎ কাজ করিতে
যাহারা বলে
হত্যা তাদের করে
তারা সকলে ॥
তাদেরে শুনিয়ে দাও
সেই সংবাদ
যন্ত্রনাসহ আছে
শাস্তি অগাধ ॥
২২. ইহাদের কর্ম সকল
যাহা দুনিয়াতে
নিষ্ফলও সেথা তারা
আছে আখেরাতে
সাহায্যে রবে না কেহ
তাহাদের সাথে ॥
২৩. তবে কি দেখ নাই
সেই সে তাদের
একাংশ পেয়েছিল
যারা কিতাবের ?
হয়েছিল তাদের ডাকা
কিতাবের পানে
মীমাংসা তাদের মাঝে
যাহাতে আনে ॥

ফিরায়ে নিল মুখ
তবু এক দল
অমান্যকারীরা ছিল
তারাই সকল ॥

২৪. দোজখের আগুন নাকি
ছোঁবে না তাদের
সামান্য হাতে গোনা
কিছুদিন ফের ॥
মিথ্যা ধারণা তাদের
মনগড়া কথা
দ্বীনের ব্যাপারে তারা
ধোঁকায় তথা ॥

২৫. সেদিন কি হাল জানি
হবে যে তাদের
একসাথে করিব আমি
সবাইকে ফের ॥
সেদিনের আগমনে
সন্দেহ নাই
কর্মের প্রতিদান
পাবে যে সবাই ॥
বিচার হতে কারো
হবে না রেহাই ॥

২৬. প্রার্থনা কর তুমি
হে প্রিয় রাসুল
আল্লাহ্ জগত প্রভু
নাই তাতে ভুল ॥
যাহাকে ইচ্ছা তুমি
রাজ্য করো দান
কারো বা রাজ্য ভেঙ্গে
করো খান খান ॥
তোমার ইচ্ছায় কেহ
হয় যে মহান
খেয়ালে তোমার হয়
মান-অপমান;
তোমারই হস্তে আছে
যতো কল্যাণ
সকল বিষয় পরে
তুমি অম্লান ॥

২৭. দিবসের মাঝে তুমি
রাত্রিকে আনো
দিনকে রাতের মাঝে
আবার টানো ॥
মৃতের মাঝে আনো
তুমিই জীবন
জীবনকে দাও তুমি
আবার মরণ ॥
রিজিক দাও তুমি
নিজ খুশিমতো
অজস্র পরিমাণে
ইচ্ছা যতো ॥

২৮. মুমিনেরা কভু যেন
মুমিনেরে ছেড়ে
কাফেরের সাথে তারা
দোস্তি না করে ॥
এইরূপ করিলে জেন
ফল হবে তাতে
খাতির রবে না তার
আল্লাহ্‌র সাথে ॥
আশঙ্কা কর যদি
ক্ষতির তবে
তাহলে সেটা জেন
ব্যতিক্রম হবে ॥
সতর্ক রহ তাই
আল্লাহ্ হতে
একদিন তাঁর দিকে
হবে ফিরে যেতে ॥

২৯. বলে দাও তোমাদের
অন্তরে যাহা
সবকিছু গোচরে
আল্লাহ্‌র তাহা ॥
আসমান ও জমিনে
যত কিছু আছে
কিছুই গোপন নহে
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

৩০. প্রতিটি মানুষ যেদিন
দেখিবে যে ফের

ভালো ও মন্দ সবই
নিজ কর্মের
দুরত্ব চাইবে নিজে
মন্দ কাজের ॥
আল্লাহ্‌র বাণী ছিল
সতর্ক করা
বান্দার প্রতি তিনি
মমতায় ভরা ॥

রুকু-৪

৩১. বল যদি প্রকৃতই
ভালোবাস আল্লাহ্‌র
বলি আমি অনুগামী
হও যে আমার ॥
তাহা হলে আল্লাহ্
ভালোবাসিবেন
তোমাদের পাপগুলি
মাফ করিবেন
আল্লাহ্ ক্ষমাকারী
দয়ালু হবেন ॥

৩২. বলে দাও তোমরা
আস এই পথে
আল্লাহ্ ও রাসুলের
দেয়া সেই মতে ॥
তবে যদি তাহারা
মুখ করে কালো
আল্লাহ্ কাফেরকে
বাসেননা ভালো ॥

৩৩. আদম ও নূহু হলো
মনোনীত আল্লাহ্‌র
ইব্রাহীম-ইমরান
বংশ যে তার
সেরা যে তারা হল
এই দুনিয়ার ॥

৩৪. একে তারা ছিল যে
অপরের সন্তান
সব শ্রোতা আল্লাহ্
আর জ্ঞানবান ॥

৩৫. স্মর সেই ইমরান
পত্নীর কথা
সকলি করিল মানত
গর্ভের যথা ॥
কবুল করিতে বলে
আমার কাছে
সবই তো, তোমার
জানাশুনা আছে ॥

৩৬. তারপর প্রসব যখন
হইল যে তার
কহিল সে, হে মোর
পরোয়ারদিগার
জনম দিলাম আমি
এক কন্যার ॥
আসলে কি যে সে
প্রসব করিয়াছে
ভালোই তাহা জানা
আল্লাহ্‌র আছে ॥
কামনা সে করেছিল
ছেলে যেন হয়
বস্তুতঃ ছেলে-মেয়ে
সমান তো নয় ॥
রাখিয়াছি নামখানি
মরিয়ম তার
সমর্পণ করিলাম
আশ্রয়ে তোমার
শয়তান হতে চাই
কামনা বাঁচার ॥

৩৭. ভালো করে প্রভু তারে
গ্রহণ করেন
যাকারিয়া হাতে তার
দায়িত্ব দেন ॥
মরিয়মের ঘরে যদি
যাকারিয়া যেত
আহার্য্য বস্তু সকল
দেখিতে সে পেত ॥
কোথা হতে পেল সব

জিজ্ঞেস করিত
আল্লাহ্‌র কাছ হতে
মরিয়ম বলিত ॥
আল্লাহ্ নিশ্চয়ই যাকে
ইচ্ছা করেন
বেহিসাবী তাকে তিনি
রিজিক যে দেন ॥

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া
প্রার্থনা করে
পবিত্র সন্তান, প্রভু
দাও মোর ঘরে
শ্রবণকারী আছ তুমি
সবার উপরে ॥

৩৯. তারপর যখন সে
নামাজ পড়িল
ফেরেশতা ডেকে তারে
সংবাদ দিল ॥
আল্লাহ্ তোমায় দিলেন
শুভ সংবাদ
ইয়াহিয়া মিটাবে তব
মনেরই যে সাধ ॥
আল্লাহ্‌র বাণীর সে
স্বাক্ষ্যদাতা
সংযমী নবী আর
মানবের ত্রাতা ॥

৪০. যাকারিয়া বলে হে
পরোয়ারদিগার
লক্ষণ কিছু তুমি
দাও যে আমার
আমার পুত্র হবে
কি করে আবার
বয়স তো নেই আর
সন্তান হবার
পত্নীও বন্ধ্যা মোর
কি যে হবে তার ?
ইহাতেই হবে সব
আল্লাহ্ বলেন
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে
তাই করে দেন ॥

৪১. বলিলো সে প্রভু দাও
লক্ষণ সব
আল্লাহ্ বলেন তুমি
থাকো যে নীরব ॥
তিন দিন কবেনা কথা
কাহারও সাথে
বলিতে পার শুধু
কথা ইশারাতে ॥
স্মরণ করিবে বেশী
প্রভু যে তোমার
সন্ধ্যা ও সকালে গাও
মহিমা যে তাঁর ॥

রুকু-৫

৪২. স্মরণ কর যাহা
ফেরেশতা কহেন
মরিয়মে আল্লাহ্
বেছে নিয়েছেন
পবিত্র তোমাকে
তিনি করিলেন
বিশ্বের নারী মাঝে
উপরে তুলিলেন ॥

৪৩. হে মরিয়ম তুমি
হও অনুগত
প্রভুর তরে থাকো
সিজদারত
রুকু কর একসাথে
তাদের মতো ॥

৪৪. গায়েবী সংবাদ ইহা
ঐশী বাণী
তোমার কাছে তাই
দিলাম আনি ॥
ছিলে নাকো তুমি তো
তাহাদের কাছে
নিজের কলমখানি
যারা ছুঁড়িয়াছে ॥

দায়িত্ব লইবে কে
তাহা বাছিতে
তাদের মধ্য হতে
মরিয়ম নিতে ॥
করেছিল তর্ক তারা
নিজেদের মাঝে
সেথায় তখন তুমি
ছিলে তো না-যে ॥

৪৫. স্মরণ কর যাহা
বলে ফেরেশতারা
সংবাদ আল্লাহ্ হতে
আনিয়াছি মোরা ॥
মরিয়ম তুমি ইহা
হও অবগত
ঈসামসী হবে জেন
আল্লাহ্ কৃত
দুনিয়া ও আখেরাতে
সম্মানীত ॥

৪৬. বলিবে কথা সে
দোলনায় যবে
পরিণত বয়সেও
নেককারী হবে ॥

৪৭. মরিয়ম বলিল তাই
হে আমার প্রভু
পুরুষ কেহ মোরে
ছোঁয়নি তো কভু ॥
কেমন করে মোর
সন্তান হবে ?
আল্লাহ্ বলেন যেথা
ইচ্ছা মোর রবে ॥
যখন কোন কাজ
তাঁর ইচ্ছায়
হও বলিলেই শুধু
সব হয়ে যায় ॥

৪৮. আরো তিনি ভরিবেন
বালকের দিলে
কিতাব হেকমত আর
তোরাত-ইঞ্জিলে ॥

৪৯. নবী করে প্রভু তারে
নিয়োগ করেন
ইসরাইলীদেরে
তিনি বলিবেন ॥
আমি তো আসিয়াছি
শুন মন দিয়ে
তোমাদের প্রভু থেকে
নিদর্শন নিয়ে ॥
কাদামাটি দিয়ে আমি
পাখি বানাবো
তারপর তাতে এক
ফুঁ দিয়ে দেব ॥
আল্লাহ্‌র হুকুমে সে
জীবন পাবে
তখনই সে পাখি হয়ে
উড়ে চলে যাবে ॥
আরোগ্য করিব আমি
আরো তাহাকে
চক্ষু নাই যার
জন্মথেকে
শ্বেতকুষ্ঠ রোগী আর
মৃতজনকে ॥
আল্লাহ্‌র হুকুমে আমি
বলে দেব আরো
যাহা কিছু খাও আর
মজুদ করো ॥
নিশ্চয়ই ইহাতে আছে
যথেষ্ট প্রমাণ
তোমাদের যদি থাকে
মুমিনের প্রাণ ॥

৫০. আরো আমি আসিয়াছি
স্বাক্ষর দিতে
আছে যাহা তাওরাতে
তাহা বলিতে
হারাম কিছু যাহা
হালাল করিতে ॥
তোমাদের প্রভু হতে
প্রমাণ আনি

ভয় কর আল্লাহ্‌কে
মোর কথা মানি ॥
৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমায়
পালন করেন
তোমাদেরও সেই তিনি
তাই করেছেন ॥
সুতরাং ইবাদত
তাঁহাকেই করো
সত্য সঠিক এই
পথটি ধরো ॥
৫২. কুফরি দেখিল ঈসা
তাহাদের কাছে
বলিল, আল্লাহ্‌র পথে
কেহ কি আছে
আল্লাহ্‌র পথে মোর
সঙ্গ যাচে ?
সঙ্গী সাথীরা বলে
আল্লাহ্‌র পথে
সাহায্যে আছি মোরা
আপনার সাথে ॥
আল্লাহ্‌র প্রতি মোরা
এনেছি ঈমান
আমরা সমর্পিত
আপনি প্রমাণ ॥
৫৩. যে প্রভু আমাদের
পালন করে
নাজিল করিল যাহা
তাহার উপরে ॥
ঈমান তার প্রতি
এসেছে মোদের
অনুগত আছি তাই
তব রাসুলের
তালিকা যা নিয়ে নাও
স্বাক্ষী মোদের ॥
৫৪. কুচক্র করিল তারা
সংগোপনে
আল্লাহ্‌ও কৌশল
করেন সেইক্ষণে
কৌশলে আল্লাহ্ সেরা
রাখিও স্মরণে ॥

রুকু-৬

৫৫. স্মরণ কর ইহা
আল্লাহ্‌র কথা
হে ঈসা তোমাকে
করিব যথা ॥
পূর্ণ করে দেব
তোমার সময়
মোর কাছে তুলে নেব
আরো যে তোমায় ॥
কুফরি করে যারা
তাহাদের থেকে
তোমাকে মুক্ত ও
পবিত্র রেখে ॥
প্রকৃতই যারা তব
অনুসারী হবে
কাফেরের থেকে তারা
উপরে যে রবে;
কিয়ামত তক্ তাহা
মোর থেকে পাবে
অতঃপর মোর কাছে
ফিরিবে সবে ॥
মতভেদ ছিল সব
যাহা কিছু নিয়ে
দ্বন্দ্ব মিটাবো আমি
মীমাংসা দিয়ে ॥
৫৬. কাফেরের শাস্তি দেব
আমি দুনিয়াতে
শাস্তি ধরা আছে
আরো আখেরাতে
সাহায্যে রবে না কেহ
তাহাদের সাথে ॥
৫৭. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
প্রতিফল রহিয়াছে

তাহাদের তরে
আল্লাহ্ বাসেন না ভালো
জালিমদিগেরে ॥

৫৮. তব কাছে যাহা কিছু
আমি পাঠ করি
জ্ঞান আর নিদর্শনে
রহিয়াছে ভরি ॥

৫৯. ঈসার উপমা তাই
আল্লাহ্র কাছে
আদমের অনুরূপ
সেই মতো আছে ॥
আদমেরে মাটি দিয়ে
সৃষ্টি করে
হও বলিলেন তিনি
যখনই তারে
হয়ে গেল তখনই সে
মূহুর্ত্ত পরে ॥

৬০. এ সত্য, এল তব
পালকের থেকে
শামিল হয়ো না ওদের
সন্দেহ দেখে ॥

৬১. কেহ যদি ঈসা নিয়ে
বিতর্ক করে
জ্ঞান, তোমার কাছে
আসিবার পরে ॥
বলো তুমি চল মোরা
পুত্রদের ডাকি
আমাদের নারী আর
নিজেরাও থাকি ॥
সবাই মিলে এস
প্রার্থনা করে
আল্লাহ্র লানত দেই
মিথ্যুক পরে ॥

৬২. সত্য বর্ণনা ইহা
জেন নিশ্চয়
আল্লাহ্ ছাড়া কেহ
উপাস্য যে নয়
পরাক্রমী আল্লাহ্ তিনি
বিজ্ঞানময় ॥

৬৩. এরপরও যদি তারা
বিমুখ হয়
ফ্যাসাদকারী আল্লাহ্র
গোচরেতে রয় ॥

রুকু-৭

৬৪. বলে দাও আহ্লে
কিতাবীদিগের
আমাদের তাহা আছে
যাহা তোমাদের ॥
ইবাদত করি শুধু
এক আল্লাহ্র
শরিক না করি যেন
আর কেহ তাঁর ॥
কেউ যেন কখনো
করেনা গ্রহণ
আল্লাহ্কে ত্যাগ করে
আর কোন জন ॥
বিমুখ এ কথায়
যদি হয় তারা
তখোনি তাদেরে
বলো তোমরা
তোমরা স্বাক্ষী থাকো
মুসলিম মোরা ॥

৬৫. আহ্লে কিতাবীরা
শোন যে আরো
ইব্রাহীম নিয়ে কেন
তর্ক করো ॥
তোরাত ও ইঞ্জিল
মানবের তরে
নাজিল হলো তার
অনেক পরে
তোমরা বোঝ না তাহা
কেমন করে ॥

৬৬. তর্ক করেছে আগে
এমন বিষয়ে

জ্ঞান ছিল, কিছুটা
সেইটুকু লয়ে;
যে বিষয়ে তোমাদের
জ্ঞান কিছু নাই
কেন তবে তর্ক
করিছ বৃথাই
আল্লাহ্‌র জানা আছে
তোমাদের নাই ॥

৬৭. ইব্রাহীম ছিল না
ইহুদি কখনও
নাছারাও ছিল না সে
একথাও জেনো ॥
সে ছিল, মুসলিম
সরল পথের
নিষ্ঠা ছিল তার
ভালো মানুষের
কখনো ছিল না সে
মুশরিকদের ॥

৬৮. ঘনিষ্ট যারা ছিল
ইব্রাহীমের
ঈমান নবী বলে
এসেছিল যাদের
আল্লাহ্ বন্ধু হন
যতো মুমিনের ॥

৬৯. আহ্‌লে কিতাবী কিছু
মনে-প্রাণে চায়
বিপথে আনিতে যেন
তোমাদের পায় ॥
আসে না বিপথে কেহ
তাহারা ছাড়া
অথচ সেই কথা
বোঝে না যে তারা ॥

৭০. আহ্‌লে কিতাবীরা
তোমরা এখনো
আল্লাহ্‌র আয়াত স্বীকার
করো না কেন
অথচ তোমরা তাহার
স্বাক্ষ্য জেনো ॥

৭১. আহ্‌লে কিতাবী কেন
এমন তরো
সত্যকে মিথ্যার সাথে
মিশ্রিত করো ॥
এবং সত্যকে তবু
করিছ গোপন
সেই কথা জানে শুধু
তোমাদের মন ॥

রুকু-৮

৭২. আহ্‌লে কিতাবী মাঝে
বলে একদল
মুমিনের প্রতি যাহা
নাজিল সকল ॥
দিনের প্রথম ভাগে
আনো যে ঈমান
দিনের শেষে করো
প্রত্যাখ্যান ॥
হয়তোবা তারা এতে
আসিবে ফিরে
ইসলাম হতে তারা
ক্রমশঃ ধীরে ॥

৭৩. বিশ্বাস করিওনা
আর তোমরা
অন্য কাহারও, নিজ
ধর্ম ছাড়া ॥
বলে দাও তুমি যেন
তাহাদেরে আর
হেদায়েত নিশ্চয়ই
সঠিক আল্লাহ্‌র ॥
আর তাই এই সব
এই জন্য
তোমরা যা পেয়েছিলে
পাবে কেন অন্য ॥
তোমাদের হারাবে কেন
তারা যুক্তিতে
তাও আবার তোমাদের

প্রভু সাক্ষাতে
বল সব অনুগ্রহ
আল্লাহ্র হাতে ॥
ইচ্ছা যাকে তিনি
করেন যে দান
ধনশালী আল্লাহ্
আরো জ্ঞানবান ॥

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছা
দয়া যে দেখান
বাছিয়া বিশেষ তাকে
করেন যে দান
আল্লাহ্ হন আরো
মহা দয়াবান ॥

৭৫. আহ্লে কিতাবী মাঝে
সেই লোকও আছে
আমানত বিশাল রাখো
তাহার কাছে
তবুও তোমাকে সব
ফিরাবে পাছে ॥
তাদের মাঝে আছে
এইরূপও আর
আমানত রাখো যদি
একটি দিনার;
লেগে যদি না থাকো
পিছনেতে তার
ফেরত দেবে না তাহা
কোনদিনও আর ॥
এ জন্য বলে তারা
এইসব কথা
মূর্খদের তরে কোন
নেই বাধকতা
আল্লাহ্কে জানে তবু
বলে মিথ্যা ॥

৭৬. যে লোক, অঙ্গীকার
পালন করে
ভয়ও করে চলে
যদি আল্লাহ্রে
আল্লাহ্র ভালোবাসা
ঈমানদারে ॥

৭৭. ওয়াদা যারা করেছে
আল্লাহ্র সাথে
আবদ্ধ নিজে তারা
ছিল শপথে ॥
বিনিময় নিলো কিছু
তার পরিবর্তে
অংশ পাবেনা তারা
কোন আখেরাতে ॥
বলিবেনা, আল্লাহ কথা
তাহাদের সাথে
করুণায়ও চাইবেনা
রোজ কিয়ামতে ॥
শুদ্ধও করিবেনা
আর যাহাদের
কঠিন শাস্তি ধরা
রয়েছে তাদের ॥

৭৮. একদল লোক তারা
এমন করে
বাঁকা করে জিহ্বা
কিতাব পড়ে ॥
মনে করো যাতে ইহা
কিতাবেই রয়
কিতাবের অংশ তাহা
আসলেই নয় ॥
বলে তারা এইসব
পাঠানো যে তাঁর
আসলে সেইসব
নহে আল্লাহ্র ॥
জেনেশুনে তারা সব
আরোপ করে
মিথ্যার ছাপ মারে
আল্লাহ্র পরে ॥

৭৯. সম্ভব নয় কোন
মানুষের দ্বারা
আল্লাহ্র তরফ হতে
দান পেল তারা;
নবুয়তি হেকমত

কিতাবও যারা
কি করিয়া বলিবে
হও তোমরা
আমার বান্দাসব
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥
বরং বলিবে তাই
ওহে লোকজন
আনো সব তোমরা
আল্লাহ্‌তে মন
কিতাব শিখাও পাঠ
করো এইক্ষণ ॥

৮০. আদেশ করিবেনা সে
তোমাদের কভু
ফেরেশতা ও নবীদেরে
মানিতে প্রভু ॥
কুফরি করিতে সে কি
তোমাদের বলে ?
তোমরা তো মুসলিম
আছো সকলে ॥

রুকু-৯

৮১. করিও তোমরা
সেকথা স্মরণ
আল্লাহ্ শপথ নিল
নবীদের যখন ॥
কিতাব ও জ্ঞান দিনু
তোমাদের কাছে
যাহার স্বাক্ষী এক
রাসুল আছে ॥
রাসুল তোমাদের
আসিবে যখন
ঈমান আনিও তাই
তোমরা তখন
সাহায্য করিও তাকে
দিয়া প্রাণমন ॥
বলে তিনি এই কথা
কর কি স্বীকার
কবুল এ বিষয়ে
মোর অঙ্গীকার
তারা বলে ইহা মোরা
করি যে স্বীকার ॥
বলে তিনি তোমরা
স্বাক্ষী যাহাতে
আমিও স্বাক্ষী হলাম
তোমাদের সাথে ॥

৮২. এরপরও যারা মুখ
ফিরিয়ে নেবে
ফাসেক সে সময়
তাহারাই হবে ॥

৮৩. তবে কি আল্লাহ্‌র
দ্বীনকে ছাড়া
আর কোন দ্বীন কি
খুঁজিছে তারা ?
আসমান ও জমিনে
যাহা কিছু আছে
সব তারা সমর্পিত
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
সবকিছু স্বেচ্ছায়
কিবা অনিচ্ছায়
তাঁর কাছে একদিন
সব ফিরে যায় ॥

৮৪. ঈমান এনেছি বল
এক আল্লাহ্‌তে
আর যাহা নাজিল হলো
মোদের হাতে ॥
ইব্রাহীম-ইসমাইল
ইসহাক আর
ইয়াকুব আরো সব
সন্তান তার;
প্রভু হতে নাজিল হলো
উপরে সবার
আরো সব নবীদের
মুসা ও ঈসার;
করি না, আলাদা মোরা
কোন কিছু তার

আমরা তাঁহারই কাছে
নিবেদিত আর ৷৷

৮৫. যদি কেহ দ্বীন খোঁজে
ইসলাম ছাড়া
কখনো কবুল তাহা
হবে না করা
আখেরাতে হবে তারে
ক্ষতিকর ধরা ৷৷

৮৬. কিরূপে আল্লাহ্ তাই
এমন জাতিকে
চালনা করিবেন তিনি
সঠিক দিকে ?
তারা সব তখনো
কুফরি করে
ঈমান যদিও তারা
আনিবার পরে ৷৷
রাসুলকে সত্য বলে
স্বাক্ষী প্রদান
যদিও পেল তারা
সঠিক প্রমাণ
জালিমেরে করে না প্রভু
হেদায়েত দান ৷৷

৮৭. কর্মের প্রতিফল
এইরূপ মানুষের
আল্লাহ্র লানত আছে
নিশ্চয়ই তাদের
ফেরেশতাদিগের আর
মানুষ সকলের ৷৷

৮৮. অনন্তকাল তারা
লানতে রবে
আজাব তাদের কভু
হালকা না হবে
না-কখনো তারা
বিরতি পাবে ৷৷

৮৯. এইসব তবে শুধু
তাহাদের ছাড়া
তওবা ও শোধন সবই
করে নেয় যারা ৷৷
নিশ্চয়ই পরম ক্ষমা
আছে আল্লাহ্র
করুণাময় তিনি
দয়া আছে তাঁর ৷৷

৯০. অবশ্য যারা সব
কুফরি করে
পূর্বে ঈমান তারা
আনিবার পরে
কুফরির অভ্যাস
ক্রমশঃই বাড়ে ৷৷
তওবা হবেনা তাদের
কবুল করা
জানিও গোমরাহে
প্রকৃতই ওরা ৷৷

৯১. নিশ্চয়ই যারা সব
কুফরি করেছে
কাফের হইয়া যাদের
মরণ হয়েছে ৷৷
তাহাদের কোন কিছু
কবুল হবেনা
পৃথিবী ভরে যদি
দিতে চায় সোনা ৷৷
কুফরির বিনিময়
চায় দিতে তারা
আজাব তাদের আছে
যন্ত্রণা দ্বারা
না রবে, সাহায্য
করিবে যারা ৷৷

চতুর্থ পারা ঃ লান তানালু

রুকু-১০

৯২. ছওয়াব তোমাদের
কভুও না হয়
নিজের প্রিয় থেকে
না করিলে ব্যয় ৷৷

যাহা কিছু তোমরা
ব্যয় কর আর
তাহার সকল কিছু
জানা আল্লাহ্‌র ॥

৯৩. ইসরাইলীদের ছিল
হালাল তাহা
খাদ্য সকল তারা
খাইতো যাহা ॥
ইয়াকুব যাহা কিছু
হারাম করে
তাওরাত পূর্বে ছিল
নিজের তরে ॥
বল নিয়ে, তোমরা
এসো তাওরাত
হও যদি সত্যবাদী
তাহা কর পাঠ ॥

৯৪. এরপরও আল্লাহ্‌র
উপরে যারা
করিছে মিথ্যারোপ
জালিম তারা ॥

৯৫. আল্লাহ্ বলেছেন, বল
সত্য কথা
ইব্রাহীমের নাই
কোন বক্রতা ॥
তোমরা পথ ধর
ইব্রাহীমের
নহে সে কখনো
মুশরিকদের ॥

৯৬. নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম
যেই ঘর হয়
মানুষের তরে তাহা
মক্কাতে রয়
দুনিয়ার হেদায়েত
বরকতময় ॥

৯৭. নিদর্শন এতে আছে
অনেক প্রকার
মাকামে ইব্রাহীম
অন্যতম তার ॥
নিরাপদ হয়ে যায়
এই সে ঘরে
যদি কেহ ইহাতে
প্রবেশ করে ॥
এই ঘরে হজ্জ করা
ফরজ তাহার
সামর্থ্য আছে যার
সেখানে যাবার ॥
কিন্তু কেহ যদি
কুফরি করে
জেনে রেখ আল্লাহ্
জগতের উপরে ॥

৯৮. বল তাই আহ্‌লে
কিতাবীগণ
মানো না কেন তবু
আল্লাহ্‌র বিধান ॥
তোমরা সকলেই
কর কিছু যা
নিশ্চয়ই স্বাক্ষী
আছেন আল্লাহ্ ॥

৯৯. বল হে কিতাবের
অনুসারীগণ
আল্লাহ্‌র পথে কেন
বাধার কারণ ॥
ঈমান এনেছ বলে
তোমরা যারাও
বক্রতা প্রবেশ কেন
করাইতে চাও
অথচ সত্য ইহার
স্বাক্ষী যে দাও ॥
যাহা সব তোমরা
করিছ এখন
আল্লাহ্ তাহা কিছু
বেখবর নন ॥

১০০. ঈমান এনেছ যারা
তোমরা যথা
আহ্‌লে কিতাবীর
শোন যদি কথা ॥

পরিণত করিবে
তবে তোমাদেরে
ঈমান আনার পরে
পুনঃ কাফেরে ॥
১০১. কুফরি করিবে তায়
কেমন করে
আল্লাহ্‌র বাণী যেথা
শুনায় পড়ে ॥
আল্লাহ্‌র নবী আছে
তোমাদের তরে
যদি কেহ শক্তভাবে
আল্লাহ্‌কে ধরে
থাকে সে সরল সোজা
পথের উপরে ॥

রুকু-১১

১০২. ঈমান এনেছ যারা
আল্লাহ্‌র উপরে
ভয় করে চল তাঁকে
সেইরূপ করে ॥
উচিত যেভাবে হয়
তাঁকে ভয় করা
মুসলিম না হয়ে তাই
ঠিক নহে মরা ॥
১০৩. আল্লাহ্‌র রশি ধরো
শক্ত করে
হয়ো না ছিন্ন যেন
পরস্পরে;
আল্লাহ্‌র দয়া আছে
তোমাদের তরে
শত্রু তোমরা ছিলে
একে অপরে ॥
তোমাদের মায়া এল
হৃদয়ে যে তাই
আল্লাহ্‌র দয়াতে হলে
পরস্পরে ভাই ॥
তোমরা ছিলে এক
আগুনের ধারে
আল্লাহ্ রক্ষা করেন
সেথা তোমাদেরে ॥
নিদর্শন আল্লাহ্‌র
রহিয়াছে আরো
সঠিক পথে যেন
চলিতে পারো ॥
১০৪. তোমাদের মাঝে রাখো
একদল যারা
মানুষের কল্যাণে
ডাকিবে তারা ॥
আদেশ ভালো কাজে
রইবে যাদের
রইবে নিষেধ আরো
মন্দ কাজের
যাকে বলে সফলতা
আছে ইহাদের ॥
১০৫. তোমরা হয়ো না যেন
তাহাদের মতো
নিজেদের মাঝে হলো
যারা বিভক্ত ॥
স্পষ্ট প্রমাণ পেল
যদিও তারা
রহিয়াছে শাস্তি জেন
তাহাদের ধরা ॥
১০৬. সেদিন উজ্জল হবে
কিছু চেহারা
বলা হবে তাহাদের
মলিন যারা ॥
কুফরি কি করেছিলে
ঈমানের বাদ
এখন নাও তবে
আজাবের স্বাদ ॥
১০৭. উজ্জল হবে আর
যাদের চেহারা
আল্লাহ্‌র রহমে রবে
চিরকাল তারা ॥
১০৮. এইসব বাণী হলো

আল্লাহ্‌র তাই
তোমার সমীপে আমি
পাঠ করে যাই
জুলুমের ইচ্ছা কোন
আল্লাহ্‌র নাই ॥
১০৯. আসমান ও জমিনের
সকলই যে তাঁর
সবকিছু যাবে ফিরে
কাছে আল্লাহ্‌র ॥

রুকু-১২

১১০. উম্মত শ্রেষ্ঠ তাই
তোমরা বলে
মানুষের উপকারে
আগত হলে ॥
আদেশ করো তাই
ভালো সব কাজে
নিষেধ করো যাহা
মন্দ বাজে
ঈমান আল্লাহ্‌য় রাখো
তোমাদের মাঝে ॥
আনিত ঈমান যদি
আহ্‌লে কিতাবী
মঙ্গল হতো তবে
তাদের সবই ॥
তাদের মাঝে আছে
মুমিন কতক
ফাসেক অধিক আর
পাপাচারী লোক ॥
১১১. পারিবেনা কোন ক্ষতি
করিতে তারা
তোমাদের অল্প কিছু
তকলিফ ছাড়া ॥
তোমাদের সাথে যদি
লড়াই করে
পালিয়ে যাবে তারা
পিছন ফিরে
সাহায্য পাবে না আর
তাহার পরে ॥
১১২. আল্লাহ্‌ ও মানুষের
ওয়াদার বাহিরে
যেখানেই থাকে না কেন
তাদেরে ঘিরে ॥
লাঞ্ছনা দেয়া আছে
গজব আল্লাহ্‌র
ছাপ লাগানো রহে
দীন-হীনতার ॥
আল্লাহ্‌র আয়াত হেলা
করিবার তরে
অকারনে হত্যা তারা
নবীদের করে ॥
নাফরমান ছিল যে
তারা এ কারণ
সীমানা করেছিল
তারা লঙ্ঘন ॥
১১৩. সবাই কখনো তারা
সমান তো নয়
আহ্‌লে কিতাবী মাঝে
একদল রয় ॥
রাতে তারা আল্লাহ্‌র
আয়াত পড়ে
আরো তারা তাঁহাকে
সিজদা করে ॥
১১৪. ঈমান রাখে তারা
আল্লাহ্‌র দিকে
বিশ্বাস করে আরো
শেষ দিনটিকে ॥
আদেশ করে তারা
সৎকাজ করিতে
নিষেধ আরো করে
কু-কাজ হইতে ॥
সৎকাজে সকলেই
প্রতিযোগী তারা
পুণ্যবানের মাঝে
শামিল যারা ॥

১১৫. তাহাদের যে সকল
সৎকাজ হয়
বঞ্চিত হবেনা তারা
পাবে বিনিময়
মোত্তাকি আল্লাহ্‌র
গোচরেতে রয় ॥

১১৬. কুফরি করে যারা
আল্লাহ্ যেখানে
কোন কাজে লাগিবেনা
ধন-সন্তানে ॥
দোজখ হবে যে তাদের
আবাসস্থল
সেখানেই রইবে তারা
অনন্তকাল ॥

১১৭. পার্থিব জীবনে তাদের
ব্যয় করে যাওয়া
উপমা হলো যার
হিমেল হাওয়া ॥
বায়ুর আঘাতে ক্ষেত
ধ্বংস হলো
ইহাতে না আল্লাহ্‌র
অন্যায় ছিলো
নিজেদের প্রতি তারা
জুলুম করিল ॥

১১৮. শোন সব আনিয়াছ
ঈমান যারা
বন্ধু নিও না কারো
নিজেদের ছাড়া
অনিষ্ট করিতে জেন
ছাড়িবেনা তারা ॥
তোমাদের ক্ষতি তারা
কামনা যে করে
প্রকাশ কখনো করে
বিদ্বেষ ভরে
গুরুতর আরো যাহা
গোপন করে ॥
নিদর্শন দিলাম আমি
তোমাদের আরো
সবকিছু তোমরা যদি
বুঝিতে পারো ॥

১১৯. ভালোবাস তাদেরে
বাসে না তারা
কিতাবে ঈমান হলো
তোমাদের ভরা ॥
তোমাদের সাক্ষাতে
ঈমান আনে
দূরে গিয়ে তোমাদের
আক্রোশ হানে;
বলো, মরো তোমরা
রাগান্বিত প্রাণে
মনের সব কথা
আল্লাহ্ তা জানে ॥

১২০. মঙ্গল যদি কোন
তোমাদের হয়
খারাপ হয়ে যায়
তাদের হৃদয় ॥
আর যদি তোমাদের
অমঙ্গল আসে
হৃদয় তাহাদের
আনন্দে হাসে ॥
কর যদি তোমরা
ধৈর্য্যধারণ
কোন কিছু হবেনা
ক্ষতির কারণ ॥
যদিও তারা সব
কুচক্র করে
আল্লাহ্ রেখেছেন জেন
তাদেরে ধরে ॥

রুকু-১৩

১২১. স্মরণ করো তুমি
প্রভাত বেলাতে
পরিজন ছেড়ে সব
মুমিনের সাথে ॥
অবস্থান নিয়েছিলে

যুদ্ধের ঘাঁটিতে
সব পান আল্লাহ্‌
জানিতে ও শুনিতে ॥
১২২. তোমাদের দু'টি দল
সাহস হারাতে
আল্লাহ্‌ সদয় হলেন
তাদের সাথে
মুমিনের ভরসা সব
আল্লাহ্‌র হাতে ॥
১২৩. বদরের যুদ্ধে প্রভুর
সাহায্য মিলে
অথচ তোমরা তখন
দুর্বল ছিলে ॥
অতএব তোমরা করো
আল্লাহ্‌কে ভয়
শোকর গুজারি যেন
তোমাদের রয় ॥
১২৪. স্মরিও মুমিনদিগের
বলেছিলে যবে
ফেরেশতা তিন হাজার
পাঠাবেন রবে
তোমাদের সাহায্যে যারা
নিযুক্ত হবে ॥
১২৫. অবশ্যই যদি কর
ধৈর্য্যধারণ
তৎসহ তাকওয়া
অবলম্বন ॥
হানা দিলে কাফেরেরা
অতর্কিতে গিয়ে
মদদ করিবেন প্রভু
ফেরেশতা দিয়ে
পাঁচ হাজার হবে তারা
চিহ্ন নিয়ে ॥
১২৬. আল্লাহ্‌ করেন ইহা
তোমাদের তরে
তোমাদের অন্তর যাতে
প্রশান্তি ভরে ॥
আল্লাহ্‌ই সাহায্য সদা
করেন যিনি
পরাক্রমশালী আর
বিজ্ঞ তিনি ॥
১২৭. ধ্বংস করেন তিনি
কাফেরের দল
লাঞ্ছিত ফিরে যায়
হয়ে নিষ্ফল ॥
১২৮. তোমার করণীয়
কিছু নেই তার
জালিমের শাস্তি-ক্ষমা
সবই আল্লাহ্‌র ॥
১২৯. আসমান ও জমিনে
সবই আল্লাহ্‌র
আজাব ও ক্ষমা শুধু
তাঁহারই ব্যাপার
পরম ক্ষমাশীল ও
দয়া আছে তাঁর ॥

রুকু-১৪

১৩০. ঈমান এনেছ বলে
তোমরা যারে
খেও না সুদ যেন
চক্রের হারে ॥
ভয় কর তোমরা
আল্লাহ্‌র কথা
লাভ করিতে পারো
যাতে সফলতা ॥
১৩১. তোমাদের মন যেন
সে আগুনে ডরে
প্রস্তুত রাখা যাহা
কাফেরের তরে ॥
১৩২. তোমরা সাহায্য
যদি পেতে চাও
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
মান্য করে যাও ॥
১৩৩. ধাবমান হও মনে
প্রতিযোগিতার

যে দিকেতে জান্নাত ও
ক্ষমা আল্লাহ্‌র ॥
আসমান-জমিন সম
প্রশস্ত করে
প্রস্তুত রাখা যাহা
মুমিনের তরে ॥

১৩৪. স্বচ্ছল থাকিয়া
যারা করে ব্যয়
তখনো, যারা সব
স্বচ্ছল নয়;
নিজের ক্রোধও যার
দমনেতে রয়
অপরাধও মানুষের
ক্ষমা করে দেয়
সৎ প্রতি ভালেবাসা
আল্লাহ্‌র রয় ॥

১৩৫. কাজ যদি করে কেহ
অশ্লীল অতি
জুলুমও করে যদি
নিজেদের প্রতি ॥
আল্লাহ্‌কে যদি তারা
স্মরণ করে
অপরাধ ক্ষমা চায়
প্রার্থনা ভরে ॥
ক্ষমা আর করে কে
আল্লাহ্ ছাড়া
জেনেশুনে একই কাজ
করেনা তারা ॥

১৩৬. প্রতিদানে ক্ষমা পেল
আল্লাহ্‌র যারা
থাকিবে জান্নাতে
চিরকাল তারা ॥
পাদদেশ দিয়ে যার
নহর বহে
সৎ লোকেদের ভালো
প্রতিদান রহে ॥

১৩৭. বিগত হয়েছে কত
জীবন আচরণ
সে সব দেখিতে কর
পৃথিবী ভ্রমণ ॥
লক্ষ্য তাদের কর
হয়েছিল কি
মিথ্যার আশ্রয়ীদের
পরিণতিটি ॥

১৩৮. মানুষের তরে হলো
বর্ণনা করা
মুমিনের আছে তায়
উপদেশ ভরা ॥

১৩৯. দুঃখ না করিয়া
সাহসী রবে
পরিণাম তোমাদের
বিজয় হবে
প্রকৃত মুমিন হও
তোমরা যবে ॥

১৪০. আঘাত যা হয়েছিল
তোমাদের ভাগে
অনুরূপ আঘাত সেথা
তাদেরও লাগে ॥
মানুষের মাঝে এই
দিন আর ক্ষণ
পর্যায়ক্রমে আমি
করি আবর্তন ॥
এইভাবে আল্লাহ্
জানিতে যে চান
প্রকৃতই কাহারা
এনেছে ঈমান ॥
এবং তোমাদের
কিছু লোকজন
শহীদরূপে তিনি
করিতে গ্রহণ
ভালোবাসা পায় না তাঁর
জালিমগণ ॥

১৪১. আল্লাহ্ মুমিনের যাতে
স্বচ্ছতা দেন
কাফেরের শক্তি তিনি
নিপাত করেন ॥

১৪২. তোমাদের ধারণা কি
বেহেশতে বাস ?
আল্লাহ্ এখনো তাহা
করেননি প্রকাশ ॥
তোমাদের মাঝে কারা
জেহাদ করেছে
এবং কারা সব
ধৈর্য্য ধরেছে ॥
১৪৩. মৃত্যুর মুখোমুখি
হবার আগে
মরিতে তোমাদের
কামনা জাগে
স্বচক্ষে মরণ দেখ
কেমন লাগে ॥

রুকু-১৫

১৪৪. মহম্মদ কিছু নয়
রাসুল ব্যতীত
পূর্বে অনেক রাসুল
হয়েছে অতীত ॥
নিহত হয় সে
যদি কোনক্ষণে
তোমরা কি চলে যাবে
ফিরে পিছনে ?
পিছনে যদি কেহ
ফেরে কখনো
আল্লাহর ক্ষতি তাতে
হবেনা কোন ॥
কৃতজ্ঞদিগের তরে
পুরস্কার যাহা
সত্বরই আল্লাহ্ জেন
দিবেন তাহা ॥
১৪৫. আল্লাহ্‌র অনুমতি
সময় বিনা
কেউ-ই কখনো
মরিতে পারে না ॥
পুরস্কার চায় যদি
দুনিয়ার বুকে
পার্থিব তাহা আমি
দেই যে তাকে
তাহাকেও দেব যে
চায় পরলোকে
দ্রুতই পুরস্কার দেব
কৃতজ্ঞদিগকে ॥
১৪৬. যুদ্ধ করেছে যারা
নবীদের সাথে
হারায়নি সাহস তারা
আল্লাহ্‌র পথে ॥
থামেনি তারা কোন
বিপদের কারণে
আসেনিও দুর্বলতা
তাহাদের মনে ॥
এইরূপ দৃঢ়পদ
ধৈর্য্য যাদের
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
রয় যে তাদের ॥
১৪৭. আর তাই কোন কথা
বলিত না তারা
শুধুই একমনে
এইকথা ছাড়া ॥
মার্জনা করে দাও
প্রভু আমাদের
বাড়াবাড়ি ছিল যাহা
পূর্বে মোদের ॥
যুদ্ধেও আমাদের
দৃঢ়পদ রাখো
কাফেরের বিরূদ্ধে
সাহায্যে থাকো ॥
১৪৮. পৃথিবীতে পুরস্কার
আল্লাহ্ দিয়েছেন
উত্তম আখেরাতও
তাহাদের দেন
নেককারীদের তিনি
ভালো যে বাসেন ॥

রুকু-১৬

১৪৯. কাফেরের শোন যদি

ঈমান আনি
পিছনে ক্ষতির তরে
লইবে টানি ॥

১৫০. প্রকৃত দোস্তি জেন
হয় আল্লাহ্রই
বিপদে শ্রেষ্ঠ তিনি
সাহায্যকারী ॥

১৫১. দ্রুতই আনিব ভীতি
কাফেরের মনে
শরিক করেছে তারা
আল্লাহ্র সনে;
অথচ তাহা কোন
প্রমাণীত নয়
কাফেরের ঠিকানা
দোজখ-ই তো হয়
জঘন্য আবাসেতে
জালিমেরা রয় ॥

১৫২. আল্লাহ্ তাঁহার তাই
প্রতিশ্রুতি মতো
তোমাদের দেখালেন
সত্যে পরিণত
খতম করিলে তাই
কাফের যত ॥
সাহস রহিল না
তোমাদের মনে
বিরোধ করিলে তাই
নির্দেশ পালনে ॥
ভালোবাসো যাহাকে
তাহাও দেখিলে
তারপরও তোমরা
অবাধ্য হলে ॥
তোমাদের মাঝে কিছু
এমনো ছিল
দুনিয়া যারা সব
কামনা করিল ॥
কিছু যারা চেয়েছিল
আখেরাত পেতে
তাদের ফিরালেন তিনি
তোমাদের হতে ॥
এইভাবে তোমাদের
পরীক্ষা নিলেন
বস্তুতঃ তোমাদেরে
ক্ষমা করেছেন
মুমিনেরে আল্লাহ্
দয়া যে করেন ॥

১৫৩. স্মরণ কর তোমরা
পলায়ন করিলে
রাসুল ডাকিল, তবু
তোমরা না চাহিলে;
পরিণামে অতিশয়
দুঃখ পেলে
দুঃখ করো না যাহা
তোমরা হারালে ॥
সবকিছু আল্লাহ্র
গোচরেতে রয়
তোমরা যা কর তাহা
সকল বিষয় ॥

১৫৪. দুঃখের পরে তবু
শান্তি পেলে
একদল তোমরা
তন্দ্রায় গেলে;
আরো একদল যারা
অস্থির ছিল
প্রাণ রক্ষার তারা
চিন্তা করিল ॥
তাদের ধারনা ছিল
আল্লাহ্র প্রতি
জাহেলি যুগের মতো
অবাস্তব অতি ॥
তারা বলে, এ ব্যাপারে
আমাদের হাতে
করিবার কিছু আর
নেই কি তাতে
বল তুমি সব কিছু
আল্লাহ্রই হাতে ॥
নিজেদের মনে তারা

রাখে যা গোপন
প্রকাশ তোমার কাছে
করে না তখন ॥
তারা বলে কিছু যদি
করার থকিত
এভাবে আমরা সব
হতাম না নিহত ॥
বল যদি তোমরা
ঘরেও রহিতে
মৃত্যু লিখা হলে
পারিতে না বাঁচিতে
মরণের দিকেতে
হেঁটে যাইতে ॥
এইভাবে আল্লাহ্
পরীক্ষা করেন
তোমাদের অন্তরে
স্বচ্ছতা দেন
মনের গোপন সব
আল্লাহ্ জানেন ॥

১৫৫. যেদিন উভয় দল
মুখোমুখি হলো
তোমাদের মাঝে যারা
ঘুরে দাঁড়ালো;
শয়তান তাহাদের
স্খলন ঘটালো
কর্মের ফলও তারা
সেখানেই পেল ॥
অবশ্য আল্লাহ্র ক্ষমা
পেল যে তারা
আল্লাহ্ সহনশীল
ক্ষমায় ভরা ॥

রুকু-১৭

১৫৬. ঈমান যারা এনেছ
হয়ো নাকো তারা
তাদের মত কভু
কুফরিতে যারা ॥
বলে যারা এই কথা
ভাইয়ের ব্যাপারে
মরিতো না তারা যদি
থাকিত ঘরে ॥
ধর্মের তরে যারা
যুদ্ধ করে
আল্লাহ্ করেছেন জেন
তাদের অন্তরে
কারণ পরিতাপ
তারা সব করে ॥
আল্লাহ্ই সবারে
জীবন যে দেন
আবার তাদেরে তিনি
সংহার করেন
তোমাদের প্রতি তাঁর
দৃষ্টি রাখেন ॥

১৫৭. আল্লাহ্র পথে যদি
হও নিহত
অথবা অন্যায়ভাবে
যদি হও মৃত ॥
আল্লাহ্র তরফ হতে
রহমত ও ক্ষমা
তার চেয়ে উত্তম
যাহা করে জমা ॥

১৫৮. যেভাবেই তোমাদের
মরণ আছে
একত্র করা হবে
আল্লাহ্র কাছে ॥

১৫৯. আল্লাহ্র রহমত
ছিল তাই বলে
তাহাদের প্রতি তুমি
কোমল হলে ॥
হৃদয় তোমাদের যদি
কঠিন হতো
তোমার হতে তারা
সরে পড়তো ॥
সুতরাং তাদেরে
মাফ করিয়া

তাহাদের জন্য যাও
ক্ষমা চাহিয়া ৷৷
কাজ ও কর্মে তাই
তাহাদের নাও
যুক্তি করিতে কিছু
মতামত চাও ৷৷
কোন কিছু করিতে যদি
প্রতিজ্ঞা ধর
তখন আল্লাহ্‌র পরে
ভরসা কর ৷৷
ভরসা করে যে
আল্লাহ্‌র উপরে
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
তাহারই তরে ৷৷

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদের যদি
সাহায্য করে
বিজয়ী হবে না কেউ
তোমাদের উপরে ৷৷
আল্লাহ্ যদি না
সাহায্য করেন
সাহায্যে তিনি ছাড়া
কে আর আছেন ?
মুমীন আল্লাহ্‌তে
ভরসা রাখেন ৷৷

১৬১. সম্ভব নয় কোন
নবীর দ্বারা
অন্যায়ভাবে কিছু
গোপন করা ৷৷
কাহারও কিছু যদি
অন্যায় থাকে
আর যদি তাহা সে
গোপন রাখে ৷৷
আসিবে নিয়ে তাহা
রোজ হাশরে
সবাইকে দেওয়া হবে
পূর্ণ করে ৷৷
করিয়াছে যে যাহা
অর্জন তার
হবে না তাদের প্রতি
কোন অবিচার ৷৷

১৬২. যেই লোক আল্লাহ্‌র
রহে অনুগত
সে কি কখনো
উহার মতো
আল্লাহ্‌র ক্রোধে যে
হলো পতিত ৷৷
দোজখ হবে তার
ঘরবাড়ি আরো
আবাস হিসেবে তা
নিকৃষ্টতর ৷৷

১৬৩. মানুষের মর্যাদা
বিভক্ত আছে
বিভিন্ন পর্যায়ে
আল্লাহ্‌র কাছে ৷৷
যাহা কিছু সকলই
তারা সব করে
সবকিছু রয়ে যায়
আল্লাহ্‌র নজরে ৷৷

১৬৪. মুমিনেরে আল্লাহ্
দয়া যে করেন
তাদেরই মাঝ থেকে
নবী দিয়েছেন ৷৷
পাঠ করে শুনায় যে
আল্লাহ্‌র বাণী
শুদ্ধ তোমাদেরে
করে যে আনি ৷৷
তোমাদের কাছে সে
করিছে প্রদান
শিক্ষা দেয় আরো
কিতাবের জ্ঞান
গোমরাহে ভরা ছিল
তোমাদের প্রাণ ৷৷

১৬৫. তোমাদের উপরে এক
বিপদ হলে
দ্বিগুণ, যার চেয়ে
তোমরা ঘটালে ৷৷

তখন তোমরা সেথা
এইভাবে বল
কোথা হতে কি করে
বিপদ এল ॥
বলে দাও এ বিপদ
নিজেদেরই করা
আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সবার
উপরে ধরা ॥

১৬৬. সেদিন পরস্পর
সামনে হলে
মুখোমুখি তোমরা
উভয়দলে ॥
তোমাদের উপরে যা
বিপদ আসিল
আল্লাহ্‌রই ইচ্ছায়
তাহা সব ছিল ॥
আর তাই হলো তাহা
ইহারই তরে
প্রকাশ করিবেন তিনি
মুমিনদিগেরে

১৬৭. বাহিরও করিবেন
মুনাফেকদেরে ॥
তাদের বলা হলো
আল্লাহ্‌র পথে
যুদ্ধ করো এসো
শত্রুর সাথে ॥
থাকিতাম একসাথে
তাহারা বলে
যুদ্ধ যদি জানিতাম
হবে তাহলে ॥
সেদিন তারা ছিল
কুফরির দিকেই
মুখে যাহা ছিল তাহা
অন্তরে নেই ॥
আল্লাহ্‌র জানা আছে
তাহাদের মন
যাহা কিছু ভিতরে
রাখিছে গোপন ॥

১৬৮. ঘরে বসে থেকে যারা
ভাইদেরে বলিত
নিহত হতো না যদি
কথা মেনে চলিত ॥
বল তুমি সত্যবাদী
তোমরা যদি হও
নিজের মৃত্যু তবে
সরিয়ে যে দাও ॥

১৬৯. আল্লাহ্‌র পথে যারা
নিহত যে হয়
ধারনা করে নিও
মৃত তারা নয়
আল্লাহ্‌র কাছে তারা
জীবিত যে রয় ॥

১৭০. তুষ্ট আছে তারা
আল্লাহ্‌র দানে
আনন্দ প্রকাশ করে
তাদের কারণে;
এখনো মেলেনি যারা
তাহাদের সনে
রয়ে গেছে তাহাদের
যারা পিছনে
দুঃখ-ভয় রবেনা
তাহাদের মনে ॥

১৭১. তারা সবে আনন্দ
প্রকাশ করে
আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও
অনুগ্রহ তরে ॥
সততার শ্রমফল
আল্লাহ্ কোন
বিনষ্ট করিবে না
এই কথা জেনো ॥

রুকু-১৮

১৭২. আহত হওয়ার পরও
সেই লোক যারা
আল্লাহ্ ও রাসুলের

ডাকে দেয় সাড়া ॥
তাদের মাঝে যারা
ভালো কাজ করে
পুরস্কার রহিয়াছে
তাহাদের তরে ॥
১৭৩. সেইরূপ ছিল তারা
মানুষ এমন
লোকেরা তাদেরে
বলেছে যখন ॥
সমাবেশ করেছে
কাফেরের দল
তোমাদের বিরুদ্ধে
তাহারা সকল ॥
বিরাট সাজ আর
সরঞ্জামের
ভয় কর সুতরাং
তোমরা তাদের;
এ কথায় তাদের বাড়ে
তেজ ঈমানের
বলে তারা আল্লাহ্ই
যথেষ্ট মোদের
নির্বাহক তিনি সব
উত্তম কাজের ॥
১৭৪. আল্লাহ্র নেয়ামতে
তারা এলো ফিরে
অশুভ ছিল না কোন
তাদেরে ঘিরে ॥
আল্লাহ্ ছিলেন রাজি
আরো যাহাতে
চলেছিল তারা সব
তাঁহারই পথে
বিরাট কল্যাণ আসে
আল্লাহ্র হতে ॥
১৭৫. শয়তান ব্যতীত সে
আর কিছু নয়
তোমাদের যাহারা
দেখাইছে ভয় ॥
তাদের করো না ভয়
আমাকে ছাড়া
প্রকৃতই মুমিন যদি
হও তোমরা ॥
১৭৬. ফেলে না তোমাকে যেন
কোন ভাবনায়
কুফরির দিকে যারা
দ্রুত চলে যায় ॥
করিতে পারিবে না
ক্ষতি কখনো
আল্লাহ্কে তারা সব
কোনদিন কোন ॥
চান না আল্লাহ্ তাই
কোন আখেরাতে
আদৌ তাদের কোন
অংশ দিতে
সবাই পড়িবে তারা
মহা শাস্তিতে ॥
১৭৭. ঈমান নিয়ে যারা
করিয়াছে ক্রয়
কুফরির সাথে তারা
করে বিনিময় ॥
পারিবেনা আল্লাহ্র
ক্ষতি করিতে
শাস্তিও রহিয়াছে
তাহাদের দিতে ॥
১৭৮. কাফের কখনো যেন
মনে না করে
অবকাশ পেল তারা
মঙ্গল তরে ॥
আমার হতে তারা
অবকাশ পায়
তাদের গুনাহ্ যাতে
আরো বেড়ে যায়
লাঞ্ছনা শাস্তি বড়
রয়েছে সেথায় ॥
১৭৯. মুমিনেরে আল্লাহ্
দিয়েছেন রেখে
যতদিনে পৃথক হবে

নাপাক থেকে ॥
না তিনি গায়েব হতে
সংবাদ দিবেন
তোমাদের মাঝে নবী
বেছে নিয়েছেন ॥
ঈমান আনো আল্লাহ্ ও
নবীদের পরে
প্রতিদান রয়েছে বড়
তোমাদের তরে ॥

১৮০. আল্লাহ্ নিজের দয়ায়
দিয়াছেন যাদের
কৃপণতা মঙ্গলজনক
নয়তো তাদের ॥
করে যারা কৃপণতা
ওই মাল দিয়ে
কিয়ামতে দেয়া হবে
বেড়ি পরিয়ে ॥
ভূ-গগন আল্লাহ্রই
শুধু মালিকানা
তোমরা যাহা কর
সবই তাঁর জানা ॥

রুকু-১৯

১৮১. আল্লাহ্ শুনেছেন
কহিয়াছে যারা
গরীব আল্লাহ্ আর
ধনী আমরা ॥
অবশ্যই লিখিয়া
রাখিব তাহা
নবীদের হত্যা আর
বলিয়াছে যাহা ॥
আরো আমি বলিব
সেই যে তাদের
স্বাদ নাও তোমরা
জলন্ত আগুনের ॥

১৮২. তোমাদের কাজের ফল
এই সব হলো
তোমাদের হাত যাহা
আগে করেছিল ॥
বস্তুতঃ আল্লাহ্ তিনি
নিজ বান্দার
করেননা তাদের প্রতি
কোন অবিচার ॥

১৮৩. যারা বলে আল্লাহ্
নির্দেশ দান
করেছেন আমরা কোন
রাসুলে ঈমান ;
কখনো তার উপরে
যেন না আনি
আনে না যতক্ষণে
কোন কোরবানী
আগুন গ্রাস যাকে
করে নেবে টানি ॥
বল তুমি তাদেরে
পূর্বে আমার
রাসুল এসেছিল
প্রমাণিত যার
তোমরা করেছিলে
যাহা আব্দার ॥
নিদর্শন এনেছিলো
তাহারা কতো
তবু কেন তাদেরে
করো নিহত
হয়ে থাকো তোমরা
যদি সত্য ॥

১৮৪. মিথ্যুক তারা যদি
তোমাকে বলে
তাদের কাছে মিথ্যুক
রাসুল সকলে ॥
তোমার পূর্বে কত
এসেছিল তারা
পরিস্কার নিদর্শন
এনেছিল যারা
অনেক ছহিফা ও
কিতাব দ্বারা ॥

১৮৫. নিশ্চয়ই মৃত্যুর স্বাদ
করিবে গ্রহণ
প্রত্যেক প্রাণী জেন
যখন তখন ॥
কিয়ামতে অবশ্যই
পাবে তোমাদের
পূর্ণ কর্মফল
সকল কাজের ॥
দোজখ হতে যাকে
দূরে রাখা হবে
সফলকামীরা সব
বেহেশতে রবে ॥
পার্থিব জীবন শুধু
ছলনায় ভরা
কিছুটা সময় যার
শুধু ভোগ করা ॥

১৮৬. অবশ্যই পরীক্ষিত
হবে তোমরা
ধন-জন তোমাদের
সম্পদ দ্বারা ॥
অবশ্যই শুনিবে
পূর্বের কথা
আহ্‌লে কিতাবীরা
পেয়েছিলো ব্যথা
মুশরিকে দিয়েছিল
কষ্ট অযথা ॥
তাকওয়ার সাথে কর
ধৈর্য্যধারণ
শক্ত কাজ হবে
কঠোর পালন ॥

১৮৭. আল্লাহ্ শপথ নেন
আহ্‌লে কিতাবে
প্রকাশ করিবে কিতাব
পরিস্কারভাবে
না তারা কোন কিছু
গোপন করিবে ॥
প্রতিশ্রুতি তারা সব
ফেলে রেখে দিল
নগণ্য বিনিময় তারা
গ্রহণ করিল
জঘন্য বিনিময়
তাহারা নিল ॥

১৮৮. কখনো ভেব না যেন
যারা নিজেদের
আনন্দিত হয় তারা
কৃতকর্মের ॥
ভালোবাসে যাহারা
প্রশংসা পেতে
নিজেরা করেনি যাহা
সেই কাজ হতে ॥
আজাবের ক্ষমা পাবে
কিভাবে তারা
শাস্তি রয়েছে তাদের
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

১৮৯. আসমান ও জমিনের
আল্লাহ্ মালিক
মহাশক্তিমান তিনি
সকল যে দিক ॥

রুকু-২০

১৯০. রাত্রি-দিনের এই
আবর্তনে
আকাশ ও পৃথিবীর
এই সৃজনে ॥
নিদর্শন রহিয়াছে
কত যে প্রমাণ
তাহাদের তরেতে সব
যার আছে জ্ঞান ॥

১৯১. আল্লাহ্‌কে স্মরণ যারা
করে দাঁড়িয়ে
শুয়ে-বসে, চিন্তা করে
মনোযোগ দিয়ে
আসমান ও জমিনের
সৃজন নিয়ে ॥
বলে তারা, হে মোদের

পালনকারী
নিরর্থক নহে এই
সৃষ্টি তোমারি ॥
তোমার পবিত্রতা
ঘোষনা করি
দোজখের আজাব হতে
আমরা ডরি
রক্ষা করিতে তাই
তোমাকে স্মরি ॥
১৯২. দোজখেতে প্রভু তুমি
ঢুকালে যাকে
নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা
করিলে তাকে
না কেহ জালিমের
সাহায্যে থাকে ॥
১৯৩. হে প্রভু নিশ্চয়ই
শুনিয়াছি কানে
ডেকেছিলে যাতে সব
ঈমান আনে ॥
করেছিল একজন
এই আহ্বান
তোমাদের রবের প্রতি
আনো যে ঈমান ॥
ঈমান এনেছি মোরা
হে মোদের রব
আমাদের গুনাহ্গুলো
মাফ কর সব ॥
দোষ-ক্রুটি দূর কর
আমাদের যাতে
মরণও দিও যতো
নেককারী সাথে ॥
১৯৪. হে মোদের রব তুমি
আমাদেরে দাও
রাসুলের মাধ্যমে
যাহা দিতে চাও ॥
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে
সেইসব দিতে
লাঞ্ছিত করো না যেন

রোজ কিয়ামতে
ওয়াদার খেলাফ সেতো
নাই তোমা হতে ॥
১৯৫. প্রার্থনা কবুল করে
বলিলেন প্রভু
নষ্ট করিনা শ্রম
তোমাদের কভু
নারী বা পুরুষ যেই
হোক না তবু ॥
অংশ তোমরা আছ
একে অন্যের
হিজরত করিয়া সব
যারা নিজেদের ॥
ঘরবাড়ি হতে তারা
বহিস্কৃত হলো
আমার পথে যারা
নির্যাতন নিলো ॥
যুদ্ধ করে যারা
হলো নিহত
অবশ্য করিব তাদের
ক্রুটি দূরীভূত ॥
তারা সব অবশ্যই
বেহেশতে রবে
নহরসমূহ যেথা
প্রবাহিত হবে ॥
এইসব পুরস্কার
তাহাদের আছে
পুরস্কার উত্তম
আল্লাহ্র কাছে ॥
১৯৬. ধোঁকায় ফেলে না যেন
তোমাদের মন
কাফেরের দেশেতে
অবাধ বিচরণ ॥
১৯৭. এইসব উপভোগ
কিছুকাল ক্ষণিকের
পরে হবে জাহান্নাম
ঠিকানা তাদের
জঘন্য জায়গা হবে

তাহা আবাসের ॥

১৯৮. যাহারা তাদের রবে
ভয় যে করে
জান্নাত রহিয়াছে
তাহাদের তরে;
তলদেশ দিয়ে যার
ঝরনা ঝরে
সেখানে রহিবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
আপ্যায়নে আল্লাহ্‌র
আর সব যাহা
নেককারীদের কাছে
উত্তম তাহা ॥

১৯৯. আহ্‌লে কিতাবী মাঝে
কিছু লোক থাকে
আল্লাহ্‌র উপরে যারা
ঈমান রাখে ॥
নাজিল করা যাহা
তোমাদের তরে
হয়েছে যাহা আরো
তাদের উপরে
আল্লাহ্‌র কাছে তারা
বিনয়িত নজরে ॥
আরো তারা আল্লাহ্‌র
আয়াত যাহা
মূল্যের বিনিময়ে
বেচে না তাহা ॥
ইহারাই সেই লোক
আছে সেই মতো
নিশ্চয়ই হিসাব নিতে
আল্লাহ্‌ যে দ্রুত ॥

২০০. ঈমান এনেছ যারা
ধৈর্য্য ধরে
প্রস্তুত থাকো সদা
যুদ্ধের তরে ॥
আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়
তোমাদের রবে
আশা করা যায় তবে
সফল হবে ॥

---

৪. সূরা নিসা
মদিনায় ঃ আয়াত ১৭৬ ঃ
রুকু ঃ ২৪

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুনায় ভরা ॥

রুকু-১

১. হে মানব, ভয় কর
প্রভুকে যিনি
পয়দা করেছেন
তোমাদের তিনি ॥
একটি নফ্‌স হতে
করিলেন আর
বানিয়ে দিলেন আরো
জোড়া যে তাহার ॥
তাদের দুজনকে
দিয়েছেন ছাড়ি
উহা হতে করিলেন
বহু নর-নারী ॥
আল্লাহ্‌কে ভয় কর
একে অপরে
যার নামে তোমরা
থাকো যাচা করে ॥
আত্মীয়দের সাথে
সতর্কভরে
আল্লাহ্‌ দৃষ্টি রাখেন
তোমাদের পরে ॥

২. এতিমের সম্পদ
দিয়ে দাও সকল
তাদের মালের সাথে
কোরনা বদল ॥
তোমাদের খারাপটা

তাদেরে দিয়ে
তাদের ভালোটা
তোমরা নিয়ে
গ্রাস করো না মাল
সাথে মিশিয়ে ॥
তোমরা কখনো যদি
এইরূপ কর
নিশ্চয়ই ইহাতে
পাপ গুরুতর ॥

৩. ভয় যদি তোমরা
কর তবে আর
এতিম মেয়ের কোন
দিতে সুবিচার ॥
নারীদের মাঝে যাকে
মনঃপূত হয়
বিয়ে করে নিতে তবে
কোন দ্বিধা নয়
অনুমতি দুই-তিন
চারজনে রয় ॥
আশঙ্কা কর যদি
তাদের সবার
করিতে পারিবে না
তুমি সুবিচার ॥
তবে তুমি বিয়ে কর
নারী একজন
বাকি সব অনুগত
ক্রীতদাসীগণ ॥
এভাবেই থাকে বেশী
সম্ভাবনা
সুবিচার না হবার
বিড়ম্বনা ॥

৪. দিয়ে দাও মোহরানা
স্ত্রীদিগের
যদি তারা খুশিমনে
কিছু মোহরের;
ছেড়ে দিল কিছু তারা
নিতে তোমাদের
তৃপ্তির সাথে তাহা
ভোগ কর ফের ॥

৫. নির্বোধের হাতে কভু
তুলে দিও না
তোমাদের যে সকল
সম্পদ যা ॥
বরং তাহা থেকে
কিছুটা নিয়ে
খাওয়াও ও পরাও
তাদেরে দিয়ে
সান্ত্বনা বাণীও দাও
সেখানে গিয়ে ॥

৬. এতিমেরে তোমরা
পরীক্ষা করিবে
বিয়ের বয়সে যখন
সে পৌঁছিবে ॥
তাদের মাঝে পাও
যদি দেখিতে
ভালো ও মন্দের
বিচার করিতে;
বিলম্ব করো না সব
ফিরায়ে দিতে
এতিমের মালামাল
তাহাদের নিতে ॥
খরচ করো না যেন
প্রয়োজন ছাড়া
এই ভেবে দ্রুত যদি
বড় হয় তারা ॥
স্বচ্ছল তারা যেন
বিরত থাকে
এতিমের মালামাল
খরচ করাকে ॥
সত্যই যদি সে
অভাবে পড়ে
সঙ্গত পরিমাণে
ভোগ যেন করে ॥
সম্পদ তাদের যখন
ফিরায়ে দিবে
তখন তোমরা কারো

স্বাক্ষী রাখিবে
অবশ্যই আল্লাহ্ জেন
হিসাব নিবে ॥
৭. পিতা-মাতা সম্পদ
রাখিয়া গিয়াছে
নারী ও পুরুষের যেথা
অংশ আছে ॥
নিকট আত্মীয় যদি
কিছু রেখে যায়
অংশ উভয়েই
তারা কিছু পায় ॥
যদিও অল্প বা
বেশী তাহা হয়
অকাট্য অংশ তবু
নির্ধারিত রয় ॥
৮. বন্টন কালে যারা
উপস্থিত হবে
আত্মীয়-এতিম-মিসকিনে
কিছু দিও তবে ॥
যদিও তাহাদের
প্রাপ্য তা নয়
তাদের সাথে যেন
সদালাপ হয় ॥
৯. তারা যেন এ ব্যাপারে
এই ভয় করে
যদি তারা নিজেদের
সন্তানদেরে ॥
দুর্বল ও অসহায়
ছেড়ে চলে যেত
উদ্বিগ্ন তাহারাও
যেভাবে হতো ॥
সুতরাং ভয় যেন
করে আল্লাহ্‌তে
সেভাবেই কথা বলে
তাদের সাথে ॥
১০. এতিমের সম্পদ
অন্যায় করে
যারা খায় পেটেতে
আগুন ভরে ॥
দ্রুতই যাবে তারা
দোজখ আগুনে
এই কথা তোমরা
রাখিও স্মরণে ॥

রুকু-২

১১. আল্লাহ্ তোমাদের
আদেশ করেছেন
সম্পদ সবারে তিনি
ভাগ করে দেন ॥
একটি পুত্র যে
সম্পদ পাবে
দুইটি কন্যার, তাহা
সমান হবে ॥
শুধু থাকে কন্যা
দু'জনের অধিক
তিনের দুই ভাগ
পাবে তারা ঠিক ॥
আর যদি কন্যা
একজন হয়
অর্ধেক সে পাবে
তাহা নিশ্চয় ॥
মৃতের যদি কোন
সন্তান থাকে
ছ'ভাগের একভাগ
পিতা-মাতাকে ॥
আর জেন সে যদি
নিঃসন্তান হয়
ওয়ারিশ যদি তার
পিতা-মাতা রয়
তিনভাগের একভাগ
মাতা যেন লয় ॥
ভাই-বোন কেহ যদি
থাকে তার তবে
ছয়ভাগের একভাগ
মাতা তার লবে ॥

মৃত এই ব্যক্তি যদি
অসিয়ত করে
ঋণ আর সে সকল
শোধ হবার পরে ॥
তোমাদের পিতা যে
সন্তান ও আর
জানো না কে উপকারে
নিকটে তোমার ॥
আল্লাহ্‌র থেকে ইহা
নির্ধারিত রয়
আল্লাহ্ বিজ্ঞ আর
বিজ্ঞানময় ॥

১২. স্ত্রীর ফেলে যাওয়া
সম্পদসমূহের
তোমরা পাবে জেন
অর্ধেক সবের
সন্তান যদি কোন
থাকে না তাদের ॥
যদি কোন সন্তান
তাহাদের রয়
চারভাগের একভাগ
তোমাদের হয়
শোধ করে ঋণ আর
অসিয়ত তয় ॥
সন্তানহীন কোন
পুরুষ ও নারী
মাতা-পিতা না রাখি
গিয়াছে ছাড়ি;
সৎ ভাই-বোন যার
উত্তরাধিকারী
ছয়ের একভাগ পাবে
প্রত্যেকে তারি ॥
কিন্তু তারা সব
অধিক হলে
তিনের একভাগ
সম সকলে ॥
এটা হবে অসিয়ত ও
ঋণশোধ পরে
অসিয়ত কারো যেন
ক্ষতি না করে ॥
এইসব নিয়ম হলো
আল্লাহ্‌র বিধান
আল্লাহ্ সহনশীল
সবে আছে জ্ঞান ॥

১৩. এইগুলি সবকিছু
দেয়া আল্লাহ্‌র
নির্ধারন করা হলো
সীমানা যে তার ॥
আল্লাহ্-রাসুলের যে
অনুগামী হয়
জান্নাত তাহারই জেনো
নির্ধারিত রয় ॥
সেখানেই তারা সব
চিরকাল রবে
এইটাই অতিবড়
সফলতা হবে ॥

১৪. আল্লাহ্ ও রাসুলের
অবাধ্য যারা
সীমানা লঙ্ঘন
করে যদি তারা ॥
আল্লাহ্ দিবেন তাকে
দোজখেতে ভরে
রইবে সেখানে সে
চিরকাল ধরে
অপমান শাস্তি আছে
তাহার তরে ॥

রুকু-৩

১৫. নারীদের মাঝে যারা
করে ব্যভিচার
তোমাদের চারিজন
স্বাক্ষী হবে তার ॥
স্বাক্ষ্য যদি তারা
প্রদান করে
তবে তাকে রেখে দাও

বদ্ধঘরে;
যদি-না মৃত্যু আসে
যতদিন ধরে
অথবা ব্যবস্থা কোন
আল্লাহ্ না করে ॥
১৬. কুকর্মে যারা সব
লিপ্ত হবে
এইভাবে তাদেরে
শাস্তি দিবে ॥
তবে যদি তওবা
করে নেয় তারা
এইরূপে নিজেদের
শোধন দ্বারা
রেহাই দিও তবে
অপরাধী যারা ॥
আল্লাহ্ই তওবা যিনি
কবুল করেন
পরম দয়া তিনি
সবারেই দেন ॥
১৭. অবশ্যই আল্লাহ্
করেন কবুল
তওবা তাহাদের
যারা করে ভুল ॥
মন্দ কাজ করে
ভুলের উপরে
অনতিবিলম্বে যদি
তওবা সে করে
তওবা কবুল হয়
তাহাদের তরে ॥
সবকিছু আল্লাহ্র
গোচরেতে রয়
হেকমতওয়ালা তিনি
বিজ্ঞানময় ॥
১৮. তওবা নয় জেনো
তাহাদের তরে
সকল সময়ই যারা
কুকর্ম করে ॥
তওবা করে যারা
মৃত্যুর কালে
আর যারা মারা যায়
কাফের হালে;
প্রস্তুত রাখিয়াছি
তাহাদের তরে
শাস্তি দেব আমি
যন্ত্রনা ভরে ॥
১৯. ঈমান এনেছে যারা
তাহাদের তরে
হালাল নহে সেথা
কভু জোর করে ॥
উত্তরাধিকার নিতে
নারী যাহাকে
আটক করোনা তাহা
দিয়েছ যা তাকে ॥
কিছু পরিমান তবে
নিয়ে নাও তার
প্রকাশ্যে যদি তারা
করে ব্যভিচার ॥
জীবন যাপন কর
নারীদের সাথে
থাকো যেন সদ্ভাবে
তোমরা যাহাতে ॥
পছন্দ করনা যদি
তোমরা যাকে
হয়তোবা আল্লাহ্র সেথা
কল্যাণ থাকে ॥
২০. স্ত্রী বদলের যদি
ইচ্ছা কভু রাখো
প্রচুর অর্থ যদি
তাকে দিয়ে থাকো ॥
নিয়োনা ফেরত কিছু
তার হতে গিয়ে
তোমরা তাকে কোন
অপবাদ দিয়ে ॥
২১. কিরূপে তোমরা তাহা
করিবে গ্রহণ
অপরে একে সেথা

করেছো গমন
শক্ত ওয়াদা নিল
সেথা নারীগণ ॥
২২. করোনা বিয়ে কভু
সেই নারীদের
বিয়ে যারা করেছিল
পিতৃপুরুষের ॥
পূর্বে যাহা তবে
ঘটে গিয়েছে
বিগত হয়ে তাহা
অতীত হয়েছে ॥
নিতান্ত অশ্লীল এটা
আছে নিশ্চয়
জঘন্য আচরন
ঘৃণা অতিশয় ॥

রুকু-৪

২৩. হারাম হয়েছে করা
মাতা তোমাদের
তোমাদের কন্যারা
ভগিনীও ফের;
ফুফু-খালা-কন্যা
ভাই ও বোনের
দুধমাতা দুধবোন
শ্বাশুড়ীদিগের ॥
স্ত্রীর পুর্ব স্বামীর
ঔরসজাতে
কন্যা যারা সব
থাকে তব সাথে ॥
সহবাস না কর যদি
স্ত্রীকে সেই
তাহলে বিবাহে কোন
অপরাধ নেই ॥
হারাম হলো আরো
স্ত্রীও যার
পুত্র হয়েছিল
ঔরসে তার ॥
তোমাদের তরে আরো
হারাম থাকে
দুইবোন একসাথে
বিয়ে করাকে ॥
পূর্বে যা ঘটে গেছে
অতীতেই রয়
আল্লাহ্র ক্ষমা দয়া
আছে নিশ্চয় ॥

পঞ্চম পারা ঃ আল্ মুহছানাতু

২৪. হারাম তোমাদের
সধবা নারী
হয়নি হারাম দাসী
অধীন তোমারি ॥
কামনা করিলে যাকে
অর্থ দিয়ে
ব্যভিচার নয় সেথা
করিবে বিয়ে ॥
দিয়ে দিবে মোহরানা
নির্ধারিত
নাই গুনাহ্ পরস্পরে
হলে সম্মত ॥
সকল বিষয়ে জ্ঞান
আল্লাহ্তে রয়
সবকিছু জানা তাঁর
আছে নিশ্চয় ॥
২৫. না থাকে সামর্থ যদি
শাদি করিবার
স্বাধীন মুসলিম নারী
যদি না তোমার;
তবে যেই নারীতে
রহে অধিকার
তাহাকেই বিয়ে কর
হলে ঈমানদার
তোমাদের ঈমান, রহে
জানা আল্লাহ্র ॥

পরস্পরে তোমরা
এক হইলে
মালিকের রাজীতে
শাদি করিলে
নিয়ম অনুযায়ী
মোহরানা দিলে ॥
বিবাহিতা স্ত্রী
তাহারা যে রয়
ব্যভিচার করিতে
সে হিসাবে নয় ॥
বিবাহের পরে যদি
করে ব্যভিচার
শাস্তি-স্বাধীন নারীর
অর্ধেক তার ॥
ব্যবস্থা তার যদি
আশঙ্কা করে
লিপ্ত হয় সে
যদি ব্যভিচারে ॥
উত্তম তোমাদের
ধৈর্য্যধারণ
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
দয়ার কারণ ॥

রুকু-৫

২৬. আল্লাহ্ চান তিনি
তোমাদের দিতে
বিশদভাবে সব
বিবৃত করিতে ॥
রীতিনীতি জানাতে
পূর্বদিগের
ক্ষমাও করিতে চান
আরো তোমাদের
সবকিছু জানেন তিনি
আধার জ্ঞানের ॥

২৭. আল্লাহ্ তো চান দিতে
গুনাহ্ ক্ষমা করে
কামনা-বাসনা যারা
রহিয়াছে ধরে
তোমরা যাও যাতে
পথ থেকে সরে ॥

২৮. হালকা করিতে বোঝা
আল্লাহ্ যে চান
মানুষ সৃষ্টি সে তো
দুর্বল প্রাণ ॥

২৯. ঈমান এনেছ যারা
একে অপরে
সম্পদ খেও-না তারা
অন্যায় করে;
বৈধ ব্যবসা কর
পরস্পরে
হত্যা করো না যেন
একে অপরে
আল্লাহ্ দয়ালু তিনি
তোমাদের তরে ॥

৩০. সীমানা লঙ্ঘনকারী
যাকে আমি পাবো
সত্বরই তাকে আমি
আগুনে জ্বালাবো ॥
এইকাজ সহজ খুবই
আল্লাহ্র দ্বারা
সতর্ক অন্যায়কারী
থাকে যেন তারা ॥

৩১. বড় সব গুনাহ্ থেকে
থাকো যদি দুরে
ছোট কোন গুনাহ্ আমি
দেব মাফ করে
অভিজাত জায়গা দেব
তাহাদের তরে ॥

৩২. এমন কোন যেন
আকাঙ্খা না হয়
শ্রেষ্ঠে কেহ যদি
উপরেতে রয় ॥
পুরুষ যা অর্জন করে
প্রাপ্য যে তারি
প্রাপ্য অংশ নিজের

যাহা করে নারী ॥
দয়া চাও ইবাদতে
আল্লাহ্র কাছে
সকল বিষয়ে জ্ঞান
তাঁরই শুধু আছে ॥

৩৩. উত্তরাধিকার আমি
করি নির্ধারণ
ছেড়ে গেল পিতামাতা
আত্মীয়-স্বজন ॥
সম্পদ রেখে গেল
মৃত্যুর পরে
ওয়াদার অংশ দিও
তাহাদের তরে ॥
অংশ যাহাদের
প্রাপ্য থাকে
আল্লাহ্ সবদিকে
দৃষ্টি রাখে ॥

রুকু-৬

৩৪. নারীর উপরে পুরুষ
কর্তৃত্ব করে
আল্লাহ্ রাখেন কেহ
কারো উপরে
পুরুষেরা অর্থ তাদের
খরচ করে ॥
পুণ্যবতী নারীসব
হয় অনুগত
আল্লাহ্র বিধানে নিজে
রহে হিফাজতও ॥
বাধ্যতা স্ত্রীর মাঝে
যদি নাহি পাও
তবে তুমি তাদেরে
উপদেশ দাও ॥
তারপর ত্যাগ কর
শয্যায় তার
সবার শেষে কর
হাল্কা প্রহার ॥
এতে যদি তাহারা
ঠিক হয়ে যায়
তালাশ করো না তবে
অন্য উপায়
আল্লাহ্ উচ্চ মহান
আরো মর্যাদায় ॥

৩৫. আশঙ্কা কর যদি
ঝগড়া-বিবাদের
স্ত্রী ও স্বামীর মাঝে
তোমরা তাদের ॥
উভয় পরিবার হতে
একজন নিয়ে
সালিশ করে দাও
তাদেরে দিয়ে ॥
মীমাংসা চাহে যদি
উভয়ে তারা
আল্লাহ্ করিবেন তাদের
সম্প্রীতি ভরা ॥
সর্বজ্ঞ আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
বিশেষভাবে তাঁর
অবহিত রয় ॥

৩৬. তোমরা মশগুল
রহো ইবাদতে
আল্লাহ্কে করোনা শরিক
কোন কিছু সাথে ॥
পিতা-মাতা সাথে কর
সদ্ব্যবহার
এতিম-মিসকিন
আত্মীয় আর ॥
প্রতিবেশী আছে যত
নিকট ও দূরের
সঙ্গী-সাথী আর
পথচারীদের
তোমাদের অধিকারে
দাসদাসীদিগের ॥
পছন্দ না আল্লাহ্র
তারা নিশ্চয়

যাহারা দাম্ভিক ও
অহঙ্কারী হয় ॥
৩৭. কৃপণতা করে চলে
নিজে যাহারা
অপরকেও করিতে
বলে যে তারা ॥
দয়া করে আল্লাহ্
দিলেন যাকে
সেই সব যাহারা
গোপন রাখে ॥
রেখেছি এইসব
কাফেরের তরে
আজাব ও অপমান
প্রস্তুত করে ॥
৩৮. খরচ করে যারা
দেখানোর তরে
ঈমান রাখে না যারা
আল্লাহ্‌র পরে
শেষ দিনেরও যারা
চিন্তা না করে ॥
শয়তান ইহাদের
চিরসাথী রয়
বড়ই জঘন্য
সাথী সে যে হয় ॥
৩৯. কিই-বা তাদের ক্ষতি
হত যে এতে
আল্লাহ্য় আনিত ঈমান
শেষ দিন পরেতে ॥
আল্লাহ্‌র দেয়া হতে
ব্যয় যদি করিত
আল্লাহ্ তাদের সবই
হন অবহিত ॥
৪০. করেন না আল্লাহ্ জুলুম
রেণু পরিমাণ
পুণ্য দ্বিগুণ করে
পুরস্কার দান ॥
৪১. কিরূপ দশা হবে
আর সে যখন
উম্মত স্বাক্ষী নেব
আমি একজন
তুমিও স্বাক্ষী সেথা
হবে যে তখন ॥
৪২. কুফরি ও নাফরমানি
করেছিল যারা
মাটিতে মিশে যেতে
চাইবে যে তারা ॥
পারিবে না তাহারা
আল্লাহ্‌র কাছে
যত কিছু তাহাদের
গোপনতা আছে ॥

রুকু-৭

৪৩. ঈমান শুনে রাখ
এনেছ যারা
নেশা করে নামাজে
যেও নাকো তারা ॥
যেও না তোমরা সেথা
যতক্ষণে আরো
তোমরা যা বল তা
বুঝতে না পারো
নাপাক থাকিয়া সব
গোসল না করো ॥
মুসাফির যদি হও
আলাদা কথা
যদি থাকে তোমাদের
অসুস্থতা ॥
পেশাব অথবা
পায়খানা করে
অথবা স্ত্রীর সাথে
সহবাস পরে ॥
তখন তোমরা যদি
পানি নাহি পাও
মাটি দিয়ে তাইমুম
যেন করে নাও
মসেহ করে নিও

হাত-মুখটাও ॥
আল্লাহ্ আছেন তিনি
জেন নিশ্চয়
মার্জনাকারী তাঁর
ক্ষমা অতিশয় ॥

৪৪. লক্ষ্য করোনি কি
তুমি তাহাদের
একাংশ যাদের দেয়া
হলো কিতাবের ॥
অথচ তারা করে
গোমরাহী ক্রয়
কামনাও তাহারা
এই করে রয়
তোমাদের পথ যেন
ভ্রষ্টতা হয় ॥

৪৫. আল্লাহ্ জানেন তিনি
খুব ভালো করে
তোমাদের সেইসব
শত্রুদিগেরে
রক্ষায়, আল্লাহ্ আছেন
সবার উপরে ॥

৪৬. ইহুদীর মাঝে আছে
কিছু লোক যারা
কথার আসল মানে
বদলায় তারা ॥
বলে তারা শুনে মোরা
অমান্য করিলাম
ভান করে শোনে তারা
দেয় না যে দাম ॥
মুখ বাঁকিয়ে তারা
দ্বীনের প্রতি
আমাদের রাখাল বলে
হেয় করে অতি ॥
কিন্তু বলিত যদি
তারা এ কথা
মানিলাম শুনে মোরা
সবকিছু যথা ॥
বলিত তারা যদি
শুনিতে থাকো
আমাদের প্রতি আরো
লক্ষ্য রাখো ॥
এইভাবে তারা সব
যদি বলিত
উত্তম ও সঙ্গত
তাদেরই হতো ॥
কুফরিতে আল্লাহ্র
লানত হানে
অল্পই কিছু তারা
ঈমান আনে ॥

৪৭. আহ্লে কিতাবী আনো
ঈমান তাতে
নাজিল করিয়াছি
সেথা যাহাতে
তোমাদের যাহা আছে
স্বাক্ষী দিতে ॥
চেহারা বিকৃত
করিবার আগে
ঘুরিয়ে দেব তাহা
পিছন ভাগে ॥
অথবা তাদেরে
করিব লানত
যেরূপ পেয়েছিল
আসাবুস্ সাবৎ ॥
সকল নির্দেশই
হয় আল্লাহ্র
নিশ্চয়ই সঠিকভাবে
সম্পন্ন তাঁহার ॥

৪৮. আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমা
করেন না যাতে
শরিক যদি করে
তাঁহার সাথে ॥
ক্ষমা করে দেন তিনি
ইচ্ছা করিলে
আর সব অপরাধ
যাহা করেছিলে ॥
কেহ যদি আল্লাহ্কে

শরিক করে
ডুবে যায় তবে সে
পাপের ভারে ॥
৪৯. তুমি কি দেখনি
তাদেরে যারা
পবিত্র নিজেদের
মনে করে তারা ॥
আল্লাহ্ পবিত্র করেন
তিনি যাকে চান
হবে না অন্যায় করা
রেনু পরিমাণ ॥
৫০. আল্লাহ্‌র প্রতি যারা
অপবাদ দেবে
যথেষ্ট হবে তাহা
পাপ হিসেবে ॥

রুকু–৮

৫১. তুমি কি দেখনি
সেই যে তাদের
কিতাবের অংশ দেয়া
হয়েছিল যাদের
জিবত ও তাগুতে তারা
ঈমান রাখে
কাফেরের ব্যাপারে সব
বলিতে থাকে ॥
ইহারাই নাকি সব
মুমিনের হতে
অধিক সরল আর
সঠিক পথে ॥
৫২. ইহারাই লোক যারা
আল্লাহ্‌র কাছে
যাদের উপরে তাঁর
লানত আছে ॥
আল্লাহ্ করেছেন
লানত যাকে
কাহারেও পাবে না
সাহায্যে তাকে ॥

৫৩. তবে কি তাহলে
তাহাদের কাছে
রাজত্বের কোন এক
অংশ আছে ?
তাহা হলে তারা তার
তিল পরিমাণ
কখনো মানুষকে
করিবেনা দান ॥
৫৪. মানুষকে তারা কি
ঈর্ষা করে
আল্লাহ্ নিজের দয়ায়
দিয়াছেন যারে ?
ইব্রাহীমের বংশে দিনু
কিতাব আর জ্ঞান
সুবিশাল রাজ্য তাদের
করিলাম দান ॥
৫৫. তারপর তাদের কেহ
ঈমান এনেছে
আর কেহ তাহা থেকে
দুরে সরে গেছে
জ্বালাবার জন্য তাদের
দোজখই রয়েছে ॥
৫৬. আমার আয়াত যারা
করেনি স্বীকার
আগুনে তাহাদের
জ্বালাবো যে আর ॥
চামড়া ছাই হবে
জ্বলে পুড়ে গিয়ে
তখনই ভরিব নতুন
চামড়া দিয়ে
স্বাদ তারা পায় যেন
শাস্তি নিয়ে ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র
এইরূপ বলা
পরাক্রমশালী তিনি
হেকমতওয়ালা ॥
৫৭. আমাতে আর যারা
ঈমান এনেছে

এবং তারা সব
সৎ কাজ করেছে ॥
তাদেরে দেব আমি
জান্নাতে ভরে
তলদেশ দিয়ে যেথা
ঝরনা ঝরে
সেখানেই রহিবে সব
তারা চিরতরে ॥
পবিত্র স্ত্রী সকল
রহিবে সাথে
দাখিল করিব তাদের
স্নিগ্ধ ছায়াতে ॥

৫৮. আল্লাহ্‌র নির্দেশ
তোমাদের আছে
আমানত পৌঁছে দিও
প্রাপকের কাছে ॥
মানুষের বিচার তাই
করিবে যখন
ন্যায়ের ভিত্তিতে তাহা
করিবে তখন ॥
উত্তম উপদেশ
আল্লাহ্‌ই দেন
নিশ্চয়ই তিনি সব
শোনেন দেখেন ॥

৫৯. ঈমান এনেছ যারা
তাহাদের তরে
অনুগত আল্লাহ্ ও
রাসুলের পরে
আর যারা তোমাদের
ফয়সালা করে ॥
মতভেদ তোমাদের
রহে কোনক্ষণ
আল্লাহ্ ও রাসুলে তাহা
কর সমর্পণ ॥
আল্লাহ্‌তে যদি সব
ঈমান আনো
শেষ দিনটিও যদি
তোমরা মানো ॥
ইহাই হবে তাই
উত্তমতর
পরিণামে যাহা রবে
কল্যাণকর ॥

রুকু-৯

৬০. দেখনি কি তাদেরে
যারা দাবি করে
বিশ্বাস করেছে
তাহার উপরে
নাজিল হলো যাহা
তোমার তরে ॥
পূর্বেও আরো যাহা
নাজিল আছে
অথচ বিচার চায়
তাগুতের কাছে ॥
নির্দেশ যদিও তাহা
প্রত্যাখ্যানে
ভ্রষ্ট তাদেরে শুধু
করে শয়তানে ॥

৬১. বলা হয় তাদের যদি
এই পথে চল
আল্লাহ্‌র নাজিল যাহা
রাসুলে হলো
মুনাফেক মুখখানি
সরিয়ে নিলো ॥

৬২. কি হবে তারা যদি
মুসিবতে পড়ে
আল্লাহ্‌র শপথ নিয়ে
তোমাকে ধরে ॥
তারপর বলিতে সব
থাকে যে তারা
চাইনি তো মোরা কিছু
সম্প্রীতি ছাড়া ॥

৬৩. আল্লাহ্‌র জানা আছে
তাদের অন্তরও
সুতরাং তাদেরে তুমি

উপেক্ষা কর ॥
তাদেরে তুমি শুধু
উপদেশ দাও
স্পর্শকাতর বাণী
শুনাইয়া যাও ॥
৬৪. রাসুল পাঠালাম শুধু
এই যে কারণে
অনুগত হয় যেন
সরল মনে ॥
নিজেকে জুলুম তাই
যারা করিয়াছে
আসিত তারা যদি
তোমার কাছে ॥
আল্লাহ্‌র কাছে করে
ক্ষমা প্রার্থনা
মাফ করিতেন তিনি
তাহাদের গুনাহ্ ॥
৬৫. মুমিন হবে না তারা
ততদিন ধরে
যতদিন না তারা
অর্পণ করে
বিচারের দায়িত্ব
তোমার উপরে ॥
তাহাদের মাঝে যদি
গোলযোগ হয়
ফয়সালা তোমার যেটা
আস্থা যদি রয়
সর্বান্তকরণে তারা
যদি মেনে নেয় ॥
৬৬. ফরজ করিতাম যদি
তাহাদের তরে
নিজেদের তারা যেন
হত্যা করে
ঘরবাড়ি ছেড়ে সব
বেরিয়ে পড়ে ॥
তবে তারা করিত না
কেহই তারা
তাহাদের মাঝে শুধু
কিছুলোক ছাড়া ॥
আর যদি তাহারা
সেই সব করে
উপদেশ দেয়া হয়
যাহা তাদেরে ॥
তাদের জন্য তাহা
ভালো হইতো
ঈমান তারা সব
দৃঢ় করিত ॥
৬৭. এমতবস্থায় আমি
বড় যে মহান
প্রতিদান করিতাম
তাদেরে প্রদান ॥
৬৮. নিশ্চয়ই করিতাম
তাহারা যাতে
চলিতো সরল সঠিক
সত্য পথে ॥
৬৯. অনুগত হবে যে
আল্লাহ্-রাসুলের
সঙ্গী হবে তারা
সেই লোকেদের ॥
আল্লাহ্ যাদেরে
দয়া করেছেন
সিদ্দিক নবী আর
শহীদ রয়েছেন ॥
সৎকাজও করেছে
সেই সব যারা
সঙ্গী হিসেবে কত
উত্তম তারা ॥
৭০. এইটাই হলো যে
অনুগ্রহ তাঁর
যথেষ্ট জ্ঞানভরা
আছে আল্লাহ্‌র ॥

রুকু-১০

৭১. তোমরা ঈমান শোন
আনিয়াছ যারা

সতর্ক ভরা হও
তোমরা তারা ॥
ভাগ হয়ে দলে দলে
পড় বেরিয়ে
অথবা একসাথে
চল এগিয়ে ॥

৭২. তোমাদের মাঝে কিছু
এ রকম আছে
গড়িমসি করিবেই
তাহারা পাছে ॥
পড় যদি তোমরা
কোন মসিবতে
তারা বলে আল্লাহ্‌র
আমি রহমতে
ছিলাম না তাই তো
তাহাদের সাথে ॥

৭৩. আল্লাহ্‌র দয়া যদি
আসে তোমাদের
তখনই তারা সব
বলিবে যে ফের ॥
হায় যদি রহিতাম
তাহাদের সাথে
সফলতা পাইতাম
আমিও তাতে ॥

৭৪. সুতরাং তারা যেন
যুদ্ধ করে
আল্লাহ্‌র পথে তারা
আখেরাত তরে ॥
বিনিময় করে যেন
পার্থিব জীবন
অবশ্যই তারা সব
পাইবে তখন ॥
বিজয়ী বা তারা যদি
হয় কোরবান
পুরস্কার বড় তাকে
করিব যে দান ॥

৭৫. হলো কি তোমাদের
কেন এই মতে
যুদ্ধ করোনা কেন
আল্লাহ্‌র পথে ?
দুর্বল নর-নারী
শিশু তাহারা
হে প্রভু- আমাদের
বলিতেছে যারা ॥
বাহির কর এই
জনপদ থেকে
অত্যাচারিত হতে
দিও না রেখে ॥
রক্ষণ করিতে যদি
আমাদের চাও
সাহায্যকারী কোন
পাঠাইয়া যে দাও ॥

৭৬. ঈমান আনিয়া যারা
যুদ্ধ করে
আল্লাহ্‌র পথে তারা
অস্ত্র ধরে ॥
এবং কুফরি সব
করিয়াছে যারা
তাগুতের পক্ষে করে
যুদ্ধ যে তারা ॥
অতএব যুদ্ধ কর
আল্লাহ্‌র পথে
শয়তান ও তাহাদের
বন্ধুর সাথে ॥
যতই শয়তান
করে কৌশল
নিতান্তই জানিও
সে যে দুর্বল ॥

রুকু-১১

৭৭. তুমি কি কখনো
দেখনি তাদের
সংযত হাত বলা
করিতে যাদের ॥
ছালাত বলা হলো

কায়েম করিতে
আরো বলা হলো যে
জাকাত দিতে ॥
দেয়া হলো যখনই
যুদ্ধের বিধান
কাঁপিয়া উঠিল ভয়ে
ভীতু কিছু প্রাণ ॥
যেমনে করে কেহ
আল্লাহ্‌কে ভয়
অথবা তার চেয়ে
অধিক তা হয় ॥
হে মোদের রব তুমি
তাহারা বলে
যুদ্ধের বিধান কেন
আমাদের দিলে ॥
কিছুটা সময় আরো
অবকাশ দাও
বল তুমি আখেরাতে
উত্তম চাও ॥
পার্থিব ভোগ শুধু
সামান্য দিনের
আখেরাতই উত্তম
মুত্তাকীদিগের ॥
জুলুম হবে না কোন
তোমাদের প্রতি
অণু পরিমাণও নয়
ক্ষুদ্র অতি ॥

৭৮. যেখানেই থাকো না
তোমরা কেন
মরণ তোমাদের
ধরবেই জেন
থাকো যদি দুর্গের
ভিতরেও কোন ॥
কোন কিছু তাদের যদি
মঙ্গল হয়
বলে তারা আল্লাহ্‌র
এটাই তো রয় ॥
আর আসে কখনো
যদি অমঙ্গল
তোমার কারণে বলে
অশুভ ফল ॥
বলে দাও সবই আসে
আল্লাহ্‌র থেকে
ইহাদের হলো কি
বোঝে না শিখে ॥

৭৯. আল্লাহ্‌র কারণে যত
কল্যাণ রয়
অকল্যাণ তোমারই
কারণে তা হয় ॥
পাঠালাম তোমাকে
রাসুল করে
সে তো আমি পাঠিয়েছি
মানুষের তরে ॥
আল্লাহ্‌র স্বাক্ষ্য জেন
সবার উপরে ॥

৮০. যেই লোক রাসুলের
অনুগত হয়
পক্ষান্তরে সে তো
আল্লাহ্‌তে রয় ॥
আর যদি কেহ তবে
মুখ ফিরে লয়
তত্ত্বাবধান করা
কাজ তব নয় ॥

৮১. আনুগত্য কাজ বলে
মোদের করা
চলে যায় তোমা হতে
যখন তারা ॥
তাদেরই একদল
রাতে গোপনে
শলা করে বিপরীতে
পূর্বের ক্ষণে
বলেছিল মুখে যাহা
মানেনি মনে ॥
দেখোনা তাদেরে তুমি
ভ্রূক্ষেপ করে
ভরসা কর শুধু

আল্লাহ্‌র উপরে
যথেষ্ট আল্লাহ্‌ই
কর্মের তরে ॥

৮২. কোরআন নিয়ে তবে
নাকি তারা কোন
চিন্তা ও ভাবনা
করে না কখনো ?
আল্লাহ্ ছাড়া যদি
এ কোরআন হতো
বিপরীত কত কিছু
এর মাঝে পেত ॥

৮৩. সংবাদ আসে যদি
তাহাদের কাছে
যাহাতে ভয় আর
নিরাপত্তা আছে ॥
প্রচার করে তাহা
তখনই তারা
বলিত তাদের যদি
দায়িত্বে যারা ॥
রাসুল অথবা কোন
ফয়সালাকারী
নির্ণয় করিত তবে
সত্যতা তারি ॥
না যদি থাকিত
দয়া আল্লাহ্‌র
তোমাদের উপরে
অনুগ্রহ তাঁর ॥
তাহলে তোমাদের
শুধু কিছু ছাড়া
শয়তান অনুগামী
হয়ে যেত তারা ॥

৮৪. অতএব যুদ্ধ করো
আল্লাহ্‌র পথে
দায়ী শুধু থাকো তুমি
নিজ কাজ হতে ॥
মুমিনদিগকে করো
উৎসাহিত
অচিরেই কাফেরের
শক্তি যত ॥
আল্লাহ্ তাহাদের
খর্ব করিতে
ক্ষমতাশালী তিনি
শক্তি দিতে ॥

৮৫. যদি কেহ ভালো কাজে
উৎসাহ দেয়
সেই কাজে অংশ তার
থাকে নিশ্চয় ॥
মন্দ কাজে কোন
উৎসাহ দিলে
অংশ সেই কাজে
তাহারও মিলে ॥
সতর্ক নজর সদা
আছে আল্লাহ্‌র
সকল বিষয় পরে
রহিয়াছে তাঁর ॥

৮৬. যে কেহ তোমাকে
সালাম করিবে
ভালো করে তুমি তাকে
উত্তর দিবে
সবকিছু আল্লাহ্
হিসাব নিবে ॥

৮৭. মাবুদ নাই কোন
আল্লাহ্ ছাড়া
কিয়ামতে সবার হবে
একত্র করা ॥
সন্দেহ নাই কোন
ইহার বিষয়ে
অধিক সত্য কে আর
আল্লাহ্‌র চেয়ে ?

রুকু-১২

৮৮. হলো কি তোমাদের
এইরূপ হলে
মোনাফেক নিয়ে কেন
ভাগ হয়ে গেলে ?

অথচ আল্লাহ্ই
ফিরালেন তাদের
কর্মফলে পেল
অবস্থা আগের ॥
হেদায়েত করিতে
চাও কেন তারে
গোমরাহে আল্লাহ্
রেখেছেন যারে ॥
আল্লাহ্ গোমরাহে
রাখেন যাহার
তার তরে কোন পথ
পাবে না তো আর ॥

৮৯. কামনা করে তারা
নিজেদের মতো
তোমরাও করো তাই
কুফরি যতো ॥
সুতরাং তাদের মাঝে
কাহারো কখনো
বন্ধু তোমরা কভু
করো না যেন ॥
যতক্ষণে তাহারা
তোমাদের সকাশে
আল্লাহ্র পথে চলে
তারা না আসে ॥
আর যদি তারা নেয়
মুখ ফিরিয়ে
পাকড়াও কর সব
তোমরা গিয়ে ॥
হত্যা তাদের কর
যেখানেই পাও
বন্ধু সাহায্যে তাদের
কখনো না নাও ॥

৯০. এমন কওম যেন
তাহাদের নয়
চুক্তি যাদের সাথে
তোমাদের রয়
তাদের সাথে যদি
এক তারা হয় ॥
আসে যদি তাহারা
এ অবস্থায়
যুদ্ধে তোমাদের
সংকোচ হয় ॥
তোমাদের চেয়ে যদি
প্রবল হইত
নিশ্চয়ই তারা সব
যুদ্ধ করিত ॥
সুতরাং তারা যদি
পৃথক থাকে
শান্তির প্রস্তাব
তারা যদি রাখে ॥
আল্লাহ্ই রাখেনি জেন
তোমাদের তরে
তাহাদের বিরূদ্ধে
কোন পথ করে ॥

৯১. এমন কিছু লোক
তারা সব চায়
নিরাপদ দুই দিকে
তারা যেন পায়
নিজেদের কওম আর
তোমরা যেথায় ॥
ফিতনার পানে যদি
ডাকে তাদেরে
তখনই তাতে তারা
ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥
অতএব তারা যদি
তোমাদের হতে
না সরে যায় দূরে
অন্য মতে ॥
শান্তির প্রস্তাব
না যদি দেয়
নিজেদের হাত তারা
না গুটিয়ে নেয় ॥
যেখানেই পাও তবে
তাদেরে ধরো
এবং সেখানে তাদের
হত্যা করো ॥

তাদের বিরূদ্ধে তাই
প্রকাশ্য প্রমাণ
তোমাদের আমি হেথা
করিলাম প্রদান ॥

রুকু-১৩

৯২. উচিত নয় কোন
ভুলক্রমে ছাড়া
মুমিন মুমিনেরে
হত্যা করা ॥
ভুলক্রমে যার দ্বারা
হত্যা হবে
একজন দাসেরে সে
মুক্তি দেবে ॥
করিবে সে স্বজনের
লহু বিনিময়
যদি না তাহারা
ক্ষমা করে দেয় ॥
এবং লোক যদি
হয় তোমাদের
মুমিন হয় সে
শত্রু দলের
মুক্তি দিও তবে
একটি দাসের ॥
আর সে হয় যদি
সেই কওমের
তোমাদের সাথে আছে
চুক্তি যাদের
রক্তের বিনিময় দিও
স্বজনদিগের
মুক্ত করিও মুমিন
দাস তোমাদের ॥
সঙ্গতি নাই যার
কিভাবে দিবে
একসাথে দুই মাস
রোজা রাখিবে ॥
আল্লাহ্‌র তরফে ইহা
তওবা করা
সকলই জানেন তিনি
বিজ্ঞানে ভরা ॥

৯৩. মুমিনের হত্যা যদি
স্বেচ্ছায় করে
দেয়া হবে তাহাকে
দোজখে ভরে
সেখানেই থাকিবে সে
চিরকাল ধরে ॥
তার প্রতি আল্লাহ্
দারুণ রাগিবেন
তাঁহার করুণা থেকে
দূরে রাখিবেন
ভীষণ তাদের তিনি
শাস্তি দিবেন ॥

৯৪. ঈমানদার যখনই
বাহির হইবে
আল্লাহ্‌র পথে সে
যাচাই করিবে ॥
তোমাদের কেহ যদি
সালাম করে
বলো না মুমিন নও
তুমি তাদেরে ॥
পার্থিব সম্পদ
খোঁজ তোমরা
আল্লাহ্‌র কাছে রয়
সম্পদ ভরা ॥
তোমরা তো পূর্বে
এমনই ছিলে
আল্লাহ্‌র দয়ায় পরে
তোমরা এলে ॥
তাহা যেন তোমাদের
যাচাই হয়
সব কিছু আল্লাহ্‌র
গোচরেতে রয় ॥

৯৫. মুমিন সকলেই
একরূপ নয়
কারণ বিনা যারা

ঘরে বসে রয় ॥
আর যারা জানমাল
দিয়ে নিজেদেরে
আল্লাহ্‌র পথে যারা
জিহাদ করে ॥
এদের মর্যাদা
তাদের উপরে
যাহারা সেই লোক
বসে থাকে ঘরে ॥
সবাইকে আল্লাহ্
ওয়াদা করেছেন
সকলেরই কল্যাণ
তিনি করিবেন ॥
আল্লাহ্‌র কাছে তিনি
শ্রেষ্ঠ যে হন
ঘরে যারা তার চেয়ে
মুজাহিদগণ ॥

৯৬. তাঁহার তরফ হতে
এই সব যতো
মর্যাদা ক্ষমা আর
আছে রহমতও
ক্ষমাশীল যত তিনি
দয়াভরা ততো ॥

রুকু-১৪

৯৭. নিজেরে জুলুম করে
যারা নিশ্চয়
ফেরেশতা কহে জান
কবজের সময় ॥
তোমরা ছিলে সব
কি অবস্থায়
যতদিন তোমরা
ছিলে দুনিয়ায় ?
উত্তর তাদের হবে
ছিলাম অসহায় ॥
ফেরেশতা বলিবে
এইকথা বলো না
আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি
বৃহৎ ছিলনা
হিজরত করে কেন
কোথাও গেলে না ?
ইহাদের ঠিকানা এক
জাহান্নামই রয়
ঠিকানা হিসেবে যাহা
খারাপ অতিশয় ॥

৯৮. পুরুষ-নারী আর
শিশু অসহায়
পায় না তারা কোন
অন্য উপায়
সন্ধান জানে না
পথের কোথায় ॥

৯৯. এদের ব্যাপারে তবে
আশা করা যায়
আল্লাহ্‌র ক্ষমা যেন
ইহারাই পায়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
তিনি দয়াময় ॥

১০০. আল্লাহ্‌র পথে যে
হিজরতে যায়
প্রাচুর্য্য আশ্রয়
পাবে দুনিয়ায় ॥
ঘরবাড়ি ছেড়ে যে
যায় হিজরতে
মারা যায় আল্লাহ্ ও
রাসুলের পথে ॥
প্রতিদান তার তরে
আছে আল্লাহ্‌র
পরম দয়ালু তিনি
ক্ষমাশীল আর ॥

রুকু-১৫

১০১. তোমরা যখন থাকো
সফর করিতে
নামাজে নাই গুনাহ্

সংক্ষেপে পড়িতে ॥
আশঙ্কা কর যদি
কাফেরের ডরে
যদি তারা কোনভাবে
ফিত্না করে
প্রকাশ্য শত্রু তারা
তোমাদের তরে ॥

১০২. নামাজ পড়াও তুমি
তাদেরে যখন
একদল তব সাথে
দাঁড়াবে তখন ॥
অস্ত্র তারা যেন
সাথে করে রাখে
তাদের সিজদা
যদি হয়ে থাকে ॥
তখন তারা যেন
পাহারায় রয়
অন্য দলটি নামাজ
যেন পড়ে লয়
অস্ত্রসহ যেন
সতর্ক হয় ॥
কাফেরে চায় না কভু
সতর্ক থাকো
অস্ত্র ও আসবাবে
নজর রাখো ॥
যাহাতে পারে তারা
তোমাদের উপরে
একসাথে তারা সব
ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥
বৃষ্টির কারণে যদি
কষ্ট যে পাও
অথবা তোমরা যদি
অসুস্থ হও ॥
অস্ত্র ত্যাগে তবে
নেই কোন গুনাহ্
কিন্তু থাকিও তবু
সতর্কমনা ॥
আল্লাহ্ রেখেছেন
কাফেরের তরে
লাঞ্ছনা শাস্তি
প্রস্তুত করে ॥

১০৩. নামাজ সমাপ্ত
করিবে যখন
শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে কর
আল্লাহ্কে স্মরণ ॥
যখন তোমরা সব
নিরাপদ রইবে
যথাযথভাবে তাই
নামাজ পড়িবে ॥
নির্ধারিত সময়ে
নামাজ পড়া
মুমিনের উপরে হলো
ফরজ করা ॥

১০৪. হতাশ হয়ো না কভু
পিছনে ধাবিতে
শত্রুদলের যেন
কভু তাড়াইতে ॥
যেইভাবে তোমরা
ব্যথা পেয়েছিলে
একইরূপ ব্যথা যেন
তাদেরও মিলে ॥
আল্লাহ্র কাছে রয়
তোমাদের আশা
যেথায় তাদের তরে
আছে নিরাশা ॥
সবকিছু গোচরেতে
রহে আল্লাহ্র
হেকমতওয়ালা তিনি
জ্ঞানের আধার ॥

রুকু-১৬

১০৫. সত্য কিতাব আমি
দিলাম তোমার
মানুষের মাঝে কর
মীমাংসা বিচার

আল্লাহ্‌র অনুসারে
করিও যে তার;
বিশ্বাস ভঙ্গ যারা
করিয়াছে আর
যেওনা পক্ষে তাদের
বিতর্ক করিবার ॥

১০৬. আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা
প্রার্থনা করো
ক্ষমাশীল তিনি আর
দয়ালু আরো ॥

১০৭. বিশ্বাসঘাতকতা
করিয়াছে যারা
নিজেদেরই ক্ষতি সব
করিয়াছে তারা ॥
বলিও না কথা তুমি
পক্ষে তাদের
আল্লাহ্ বাসেন না ভালো
সেই লোকেদের
বিশ্বাসঘাতক আর
পাপাচারীদের ॥

১০৮. মানুষের কাছে চায়
গোপন যাহাতে
আল্লাহ্ অথচ আছেন
তাদেরই সাথে
আলাপ করে যারা
যখনই রাতে
আল্লাহ্‌র পছন্দ জেন
নয় তাহাতে
যা কিছু করে তারা
আল্লাহ্‌র আয়ত্ত্বে ॥

১০৯. পার্থিব জীবনে তো
বিতর্ক করিলে
তোমরা তাহাদের
পক্ষ নিলে ॥
কিন্তু সেদিন যবে
রোজ কিয়ামতে
বিতর্ক করিবে কে
আল্লাহ্‌র সাথে
অথবা উকালতি
করিবে যাতে ?

১১০. মন্দ কর্ম যে
করিবে অতি
জুলুম ও করিল
নিজের প্রতি ॥
ক্ষমা যদি চায় সে
আল্লাহ্‌র কাছে
আল্লাহ্ ক্ষমাশীলও
দয়া তাঁর আছে ॥

১১১. কখনো কেহ যদি
পাপ কাজ করে
প্রতিফল পায় তার
নিজের উপরে ॥
সবকিছু জানা আছে
আল্লাহ্‌তালার
হেকমতওয়ালা তিনি
জ্ঞানের আধার ॥

১১২. যেই লোক কোন দোষ
কোন পাপ করে
তারপর চাপায় তাহা
অন্যের ঘাড়ে
পাপের বোঝা নিলো
নিজেরই পরে ॥

রুকু-১৭

১১৩. না যদি থাকিত
তোমার প্রতি
যাহা ছিল আল্লাহ্‌র
রহমত অতি;
চাহিল তাহারা
তোমার ক্ষতি
করিতে তোমারে
বিভ্রান্তি ॥
পারে না করিতে ক্ষতি
তোমাকে তারা
ভ্রান্তি আনে না কারো

নিজেদের ছাড়া ॥
আল্লাহ্ তোমার প্রতি
নাজিল করেন
কিতাব ও হেকমত
তোমাকে যে দেন;
জানিতে না শিক্ষা যাহা
তিনি দিয়েছেন
তোমার প্রতি তিনি
দয়ালু রহেন ॥

১১৪. যুক্তি ও শলা তারা
যতই করে
অধিক অংশই নহে
কল্যাণ তরে ॥
নির্দেশ দেয় যে
দান খয়রাতে
সৎকাজ ও শৃঙ্খলা
কল্যাণ যাতে ॥
যাহা করে আল্লাহ্কে
খুশি করিতে
আমি তাকে রহিয়াছি
পুরস্কার দিতে ॥

১১৫. যেই লোক রাসুলের
বিরোধিতা করে
সৎপথ তার কাছে
প্রকাশের পরে ॥
মুমিনের পথ ছেড়ে
ভিন্ পথে চলে
তবে তার চাওয়া পথে
দেব তারে ঠেলে ॥
দোজখে জ্বালাবো তাকে
আমি তারপর
জঘন্য যাহা অতি
গন্তব্যঘর ॥

রুকু-১৮

১১৬. আল্লাহ্ ক্ষমা কভু
করেন না তারে
তাঁর সাথে যদি কেহ
শরিক করে ॥
ইহা ছাড়া সব কিছু
ক্ষমা করে দেন
ইচ্ছা যাহা হয়
তাহাকে করেন ॥
আল্লাহ্কে যদি কেহ
শরিক করে
নিশ্চয়ই চলে সে
ভুল পথ ধরে ॥

১১৭. দেবীপূজা করে তারা
তাঁহাকে ছেড়ে
পূজা তারা করে শুধু
শয়তানেরে ॥

১১৮. আল্লাহ্র লানত আছে
যার উপরে
বলে সে অনুগামী
নেব আমি করে
তোমার বান্দা হতে
কিছু লোকেরে

১১৯. পথভ্রষ্ট আমি
করিবই তাদেরে ॥
বৃথাই করিব তাদের
আশ্বাস দান
ছেঁদা করে তারা যেন
পশুদের কান ॥
নির্দেশ দেব আরো
তাহাদের তরে
আল্লাহ্র সৃষ্টি যেন
বিকৃত করে ॥
শয়তান বন্ধু যাহার
আল্লাহ্কে ছাড়া
প্রকাশ্য ক্ষতির মাঝে
পড়িবে তারা ॥

১২০. শয়তান বৃথাই তাদের
আশ্বাস দেয়
প্রতারণা ছাড়া তাহা
আর কিছু নয় ॥

১২১. জাহান্নাম হবে তাই
তাদের ঠিকানা
সেখানে ব্যতীত বাঁচার
জায়গা পাবেনা ॥

১২২. ঈমান এনে যারা
সৎকাজ করে
তাহাদেরে জান্নাতে
দেব অচিরে
তলদেশ দিয়ে যার
ঝরনা ঝরে
সেখানেই রবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
আল্লাহ্‌র ওয়াদা সব
সত্য যে রয়
কে আর সত্যবাদী
তাঁর চেয়ে হয় ?

১২৩. অহেতুক আকাঙ্খায়
বৃথা তোমাদের
কোন কাজই হবেনা
আহ্‌লে কিতাবের ॥
মন্দ কাজ কেহ
করিয়া যাবে
সে কাজের প্রতিফল
অবশ্যই পাবে ॥
পাবে না বন্ধু কোন
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
আর কারো সাহায্য
পাবে না তারা ॥

১২৪. সৎকাজ করিবে
যারা নেককারী
হোক না পুরুষ তারা
অথবা নারী ॥
এবং যদি সে
ঈমানদার হবে
এমন মানুষ তারা
জান্নাতে রবে
অণু পরিমাণ সেথা
জুলুম না হবে ॥

১২৫. উত্তম দ্বীনের দিকে
তার চেয়ে কে
নিজেকে সোপর্দ করে
আল্লাহ্‌তে যে
সৎকাজও সেইসাথে
করে চলে সে ॥
ইব্রাহীমের সে
অনুসারী রয়
ইব্রাহীম আল্লাহ্‌র
বন্ধু নিশ্চয় ॥

১২৬. আসমান ও জমিনের
সবকিছু আল্লাহ্‌র
যত কিছু সকলই
ধরা আছে তাঁর ॥

রুকু–১৯

১২৭. লোকেরা জানিতে চায়
তোমার কাছে
নারী জাতিদের তরে
কি বিধান আছে ॥
বল তুমি আল্লাহ্‌র
ব্যবস্থা যা রয়
কোরআন তিলাওতে
শুনানো যা হয় ॥
ওইসব এতিম তাই
নারীদের ব্যাপারে
নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান
করো না যাদেরে
অথচ করিতে চাও
বিয়ে তাদেরে ॥
অসহায় শিশু আর
এতিমের নিয়ে
কার্য নির্বাহ কর
ইনসাফ দিয়ে ॥
ভালো কাজ তোমরা
কর যেখানে
সবকিছু রয়ে যায়

আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ॥
১২৮. যদি কোন স্ত্রী তার
স্বামীর থেকে
উপেক্ষা ও ব্যবহার
খারাপ দেখে ॥
নেই গুনাহ্ যদি তারা
পরস্পরে
দুইজনে মীমাংসা
নেয় যদি করে
মীমাংসাই উত্তম
সবার উপরে ॥
লালসা মিশে থাকে
আত্মার ভিতরে
মোত্তাকী হও যদি
ভালো কাজ করে
তোমাদের সবকিছু
আল্লাহ্‌র গোচরে ॥
১২৯. পারিবেনা কখনো
স্ত্রীদিগের
সমতা রক্ষায়
ন্যায় বিচারের ॥
কখনো একের প্রতি
পড়ো না ঝুঁকে
আরেকজনকে শুধু
ঝুলিয়ে রেখে ॥
শোধন হও নিজে
মুত্তাকী আর
পরম ক্ষমাশীল
দয়া আল্লাহ্‌র ॥
১৩০. যায় যদি তাহারা
ছিন্ন হয়ে
আল্লাহ্ করিবেন তাঁর
প্রাচুর্য্য দিয়ে
স্বনির্ভর তাদেরে
করিবেন তিনি
আল্লাহ্ প্রাচুর্য্যময়
মহা বিজ্ঞানী ॥
১৩১. আসমান ও জমিনের
যতকিছু আর
সবকিছু তাঁহারই
এক আল্লাহ্‌র ॥
পূর্বে নির্দেশ ছিল
কিতাবীদিগের
নির্দেশ দিলাম আরো
আমি তোমাদের
আল্লাহ্‌কে তোমরা
ভয় কর ফের ॥
তোমরা কুফরি
যদি করো আর
আসমান ও জমিনের
সবই আল্লাহ্‌র
অভাবমুক্ত তিনি
প্রশংসা যে তাঁর ॥
১৩২. আসমান ও জমিনের
যাহা কিছু আছে
চালনা সহজ সবই
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
১৩৩. হে মানুষ তিনি যদি
ইচ্ছা করেন
অন্যরে আবার তিনি
আনিতে পারেন ॥
পুরোপুরি তোমাদের
ধ্বংস করে
করিতে সহজ ইহা
আল্লাহ্‌র তরে ॥
১৩৪. পার্থিব কল্যাণ
যদি কেহ চায়
কল্যাণ আল্লাহ্‌র
আখেরাত ও দুনিয়ায় ॥
এই কথা তারা যেন
জানিয়া রাখে
সবকিছু আল্লাহ্‌র
জানাশুনা থাকে ॥

রুকু-২০

১৩৫. ঈমান তোমরা
আনিয়াছ যারা
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
করিও তারা ॥
আল্লাহ্‌কে করো তাই
স্বাক্ষী সেথায়
হয় যদি আত্মীয়
পিতা ও মাতায়
এবং তাদের যদি
বিরুদ্ধেও যায় ॥
হোক না ধনী বা
গরিবও সে হয়
আল্লাহ্‌র যোগাযোগ
উভয়েই রয় ॥
অতএব ন্যায় যদি
চাও করিবার
বাসনা দূরে রাখো
করিতে বিচার ॥
তোমরা বল যদি
ঘুরপেঁচিয়ে
যদি যাও অথবা
পাশ কাটিয়ে ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র
সবকিছু জানা
যাহা কিছু তোমরা
যতই করো না ॥

১৩৬. ঈমান আল্লাহ্‌তে
মুমিনেরা আনো
আর তাঁর প্রেরিত
রাসুলেও মানো ॥
যে কিতাব দিলেন আরো
রাসুলের কাছে
পূর্বেরও কিতাবগুলি
যাহা আসিয়াছে ॥
অবিশ্বাস করে যে
আল্লাহ্‌কে আর
ফেরেশতা কিতাব ও
রাসুলেরা তাঁর ॥
আস্থাও নাই যার
রোজ কিয়ামতে
বহুদূরে চলে গেছে
ঠিক পথ হতে ॥

১৩৭. ঈমান এনে যারা
কুফরি করে
আবারও কুফরি পুনঃ
ঈমানের পরে ॥
কুফরির অভ্যাস
হতে থাকে জমা
আল্লাহ্ কখনো তাদের
করিবেনা ক্ষমা
কোনো পথ তাদেরে তিনি
দেখাবেন না ॥

১৩৮. সংবাদ শুনাও তাদের
মুনাফেক যারা
শাস্তি রহিয়াছে
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

১৩৯. গ্রহণ করে যারা
কাফেরদিগেরে
তাদের বন্ধুরূপে
মুমিনকে ছেড়ে ॥
শক্তি তারা কি সব
প্রত্যাশা করে ?
সমস্ত শক্তি শুধু
আল্লাহ্‌ই ধরে ॥

১৪০. নির্দেশ দিয়াছেন
যাহা কোরআনে
কুফরি ও উপহাস
যখন হানে
শোন যদি আল্লাহ্‌র
আয়াত পানে ॥
বসিওনা তখন কভু
তাহাদের সনে
প্রসঙ্গ না বদলায়
তারা যতক্ষণে ॥
নতুবা তোমরাও
হয়ে যাবে তাই

কাফের ও মুনাফেক
তাহারা সবাই ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের
একত্র করিবেন
জাহান্নামে তারপর
সবারে ভরিবেন ॥

১৪১. প্রতীক্ষা করে থাকে
তাহারা যে আর
তোমাদের প্রতি কোন
বিপদ ঘটার ॥
আল্লাহ্র দয়াতে কভু
বিজয়ী হলে
তখন তোমাদের
তাহারা বলে
ছিলাম না আমরা কি
তোমাদের দলে ?
কিন্তু জয় যদি
হয় কাফেরের
বলে তারা রাখিনি কি
ঘিরে তোমাদের
রক্ষা ও হাত হতে
মুমিনদিগের ?
মীমাংসা বিচার সব
আল্লাহ্ই করিবেন
রোজ কিয়ামতে তিনি
তোমাদের দিবেন ॥
মুমিনের বিরূদ্ধে তাই
আল্লাহ্ কখনো
পথ কোন দিবেন না
কাফেরের জন্য ॥

রুকু-২১

১৪২. আল্লাহ্কে মুনাফেক
চায় প্রতারিতে
আল্লাহ্ও তৈরি তাদের
প্রতিফল দিতে ॥
যখন তারা সব
নামাজে দাঁড়ায়
শিথিলতা নিয়ে তবু
লোকেরে দেখায়
আল্লাহ্কে অল্পই স্মরণ
করে তারা যায় ॥

১৪৩. দোদুল্যমান এরা
আছে দোটানায়
উভয়দিকেই তারা
ঝোলা অবস্থায় ॥
আল্লাহ্ গোমরাহ্ তাই
করেন যাহার
তার তরে পথ কোন
পাবে নাকো আর ॥

১৪৪. বন্ধু করো না যেন
কাফেরদিগেরে
ঈমানদারেরা কভু
মুমিনের ছেড়ে ॥
নিজেদেরই বিরুদ্ধে
চাও কি করিতে
স্বচ্ছ প্রমাণ তাই
আল্লাহ্কে দিতে ?

১৪৫. সবচেয়ে নীচে যে
জাহান্নাম হবে
নিশ্চয়ই মোনাফেক
সেখানে রবে
সাহায্যকারী কোন
সেথায় না পাবে ॥

১৪৬. শোধন হয় যদি
তওবা করে
আল্লাহ্র পথকে
আঁকড়ে ধরে
একমনে রয় তারা
দ্বীনের উপরে ॥
মুমিনের সাথে সব
থাকিবে তারা
পুরস্কৃত অচিরেই
হবে যাহারা ॥

১৪৭. আল্লাহ্ কি করিবেন

শাস্তি দিয়ে ?
কৃতজ্ঞতা কর যদি
ঈমান নিয়ে ॥
গুণগ্রাহী আল্লাহ্
আছেন যে আর
জ্ঞানের ভান্ডার তিনি
জানা আছে তাঁর ॥

ষষ্ঠ পারা ঃ লা ইউহিব্বুল্লাহ্

১৪৮. আল্লাহ্ ভালো কভু
বাসেন নাকো তা
প্রকাশ করা জেন
মন্দ কথা ॥
তবে যদি কারো প্রতি
হয় অন্যায়
ব্যতিক্রম সেখানেই
আলাদা তথায়
শোনা জানা আল্লাহ্র
সব থেকে যায় ॥

১৪৯. প্রকাশ্য সৎকাজ
অথবা গোপনে
যদি বা ক্ষমা কর
রেখো স্মরণে ॥
আল্লাহ্ও দোষ কারো
ক্ষমা করে দেন
ক্ষমাকারী শক্তিশালী
তিনি যে আছেন ॥

১৫০. আল্লাহ্র সাথে যারা
কুফরি করে
আলাদা করিতে চায়
রাসুলদেরে
বিশ্বাস রাসুলে আরো
আল্লাহ্র ব্যাপারে ॥
বলে তারা কতিপয়ে
বিশ্বাস হয়
সবই তবে বিশ্বাস
আমাদের নয়
মাঝামাঝি এক পথে
তারা সব রয় ॥

১৫১. প্রকৃত এরাই সব
কাফেরের দল
লাঞ্ছনা-শাস্তি তাদের
কর্মের ফল ॥

১৫২. আল্লাহ্তে ঈমান আর
রাসুলের পরে
আলাদাও করেনা যারা
রাসুলদিগেরে ॥
অচিরেই পাবে তারা
মহা পুরস্কার
পরম ক্ষমাশীল ও
দয়া আল্লাহ্র ॥

রুকু-২২

১৫৩. আহলে কিতাবীরা
বলে তোমাকে
কিতাব নাজিল কর
আকাশ থেকে ॥
এর চেয়ে বড় দাবী
তারা করেছিল
আল্লাহ্কে দেখিতে মুসার
কাছে চাহিল ॥
তাদের উপরে তখন
বজ্র পড়িল
তারপরও বাছুরের
উপাসনা করিল;
অতঃপর ক্ষমাও মোর
তারা পাইল
মুসার প্রভাব সেথা
আল্লাহ্তে ছিল ॥

১৫৪. তুরের পাহাড় আমি
তুলে ধরিলাম
তারপর তাহাদের
শপথ নিলাম ॥

করিলাম তখনই
তাদেরে আদেশ
নতমস্তকে করো
নগরে প্রবেশ ॥
সীমানাও ভাঙিও না
শনিবার নিয়ে
ওয়াদাও করিলো তারা
দৃঢ়তা দিয়ে ॥

১৫৫. অভিশপ্ত হলো তারা
ওয়াদা ভাঙিয়া
কুফরিও আল্লাহ্র
আয়াত নিয়া
নবীদেরও হত্যা
অন্যায় করিয়া ॥
আমাদের অন্তর
সংরক্ষিত
অন্যায় উক্তি এরূপ
তারা করিত ॥
এদের অন্তরে সব
মোহর মারা
ঈমান আনে খুব
অল্পই যারা ॥

১৫৬. অভিশপ্ত হলো আরো
এই কারণে
মরিয়ম পরে তারা
অপবাদ হানে ॥

১৫৭. আরো যে তাদের এই
উক্তির তরে
ঈসাকে ফেলেছি মোরা
হত্যা করে ॥
অথচ ঈসা কভু
খুন হয়নি
শূলেও তাকে তারা
কভু দেয়নি;
বিভ্রম তাহাদের
ওইরূপই ছিল
আর যারা ইহাতে
মতভেদ করিল ॥
উপায় ছিলনা কারো
অনুমান ছাড়া
নিশ্চিতও হত্যা
করেনি তারা ॥

১৫৮. তুলিয়া নিয়াছেন
আল্লাহ্ই তাকে
পরাক্রম হেকমত
আল্লাহ্রই থাকে ॥

১৫৯. মৃত্যুর আগে সব
কিতাবী যারা
ঈমান ঈসাতে
আনিবেই তারা;
তিনি সেথা তাহাদের
বিরূদ্ধে গিয়ে
কিয়ামতে যাবেন তাই
স্বাক্ষী দিয়ে ॥

১৬০. অনেক ভালো কিছু
হালাল ছিল
ইহুদীদিগের তাহা
হারাম হলো ॥
কারণ সীমানা তারা
করে লঙ্ঘন
আল্লাহ্র পথে হয়
বাধার কারণ ॥

১৬১. অন্যায়ভাবে আরো
সুদ তারা নিল
অথচ তাদের তাহা
হারাম ছিল
মানুষের সম্পদও
গ্রাস করিল ॥
তাদের মাঝে সব
কাফের যারা
শাস্তি তাদের আছে
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

১৬২. উহাদের যারা সব
গভীর জ্ঞানে
তোমার প্রতি যারা
ঈমান আনে;

নাজিল যাহা হলো
তোমার পানে
পূর্বে নাজিল যাহা
তাহাও মানে ৷৷
কায়েম আরো যারা
করে যে ছালাত
প্রদান করে চলে
তাহারা জাকাত
আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে
আরো আখেরাত ৷৷
বস্তুতঃ এদেরই আমি
করিব প্রদান
পুরস্কার যত কিছু
আছে সুমহান ৷৷

রুকু-২৩

১৬৩. পাঠালাম ওহী আমি
তোমার উপরে
নূহ্-ও যেরূপ আগে
নবীদের তরে
ইব্রাহীম-ইসমাইল
ইসহাক পরে
ইয়াকুব ছিল আরো
বংশধরে ৷৷
আইয়ুব-ঈসা আর
ইউনুস পানে
হারুনের প্রতি ও
সুলাইমানে
দাউদের কাছেও ছিলো
যবুর প্রদানে ৷৷
১৬৪. এমন রাসুল কত
আমি পাঠিয়েছি
যাদের কথা কিছু
তোমাকেও বলেছি ৷৷
অনেকেই তোমার আরো
অজানাই আছে
আল্লাহ্র সাথে মুসা
কথা বলিয়াছে ৷৷
১৬৫. নবীদেরে পাঠিয়েছি
সুসংবাদ দিতে
আরো সব মানুষের
সতর্ক করিতে ৷৷
না থাকে তাহাদের
বাহানা যাতে
মানুষ ও আল্লাহ্র
যবে সাক্ষাতে
পরাক্রম হেকমত
আল্লাহ্রই হাতে ৷৷
১৬৬. আল্লাহ্ স্বাক্ষ্য দেন
তোমার তরে
দিলেন যে কিতাব
তোমার উপরে ৷৷
নাজিল করিলেন
তিনি সজ্ঞানে
ফেরেশতা আছে তাঁর
স্বাক্ষ্য প্রদানে
আল্লাহ্ই স্বাক্ষী সেরা
যথেষ্ট সেখানে ৷৷
১৬৭. নিশ্চয়ই যারা সব
কুফরি করেছে
আল্লাহ্র পথে যারা
বাধা দিয়েছে
পথভ্রষ্ট ভীষণ
তারাই হয়েছে ৷৷
১৬৮. জুলুম আর কুফরি
করিয়াছে যারা
আল্লাহ্র ক্ষমা ও পথ
পাবে নাকো তারা ৷৷
১৬৯. জাহান্নাম যেই দিকে
সেই পথ ছাড়া
সেইখানে চিরকাল
রবে তাহারা
আল্লাহ্র পক্ষে সোজা
এইরূপ করা ৷৷
১৭০. তোমাদের কাছে দিলো

রাসুল আনি
রবের কাছ হতে
সত্যের বাণী;
ঈমান আনো তাই
ইহার উপর
নিশ্চয়ই তোমাদের ইহা
কল্যাণকর ॥
কুফরি তোমরা সব
যদি কর আর
আসমান ও জমিনে
সব আল্লাহ্‌র
হেকমতওয়ালা তিনি
সবই জানা তাঁর ॥

১৭১. আহ্‌লে কিতাবী শোন
তোমাদের তরে
বাড়াবাড়ি করোনা যেন
দ্বীনের ব্যাপারে ॥
সত্য ছাড়া কিছু
বলিও না আর
ঈসামসী রাসুল ও
বাণী যে তাহার
মরিয়মে পেল যে
রুহু আল্লাহ্‌র ॥
আল্লাহ্ ও রাসুলে তাই
ঈমান আনো
বলো নাকো আল্লাহ্
তিন কখনো ॥
এইরূপ বলা যদি
বিরত রাখে
তোমাদের তরে বহু
কল্যাণ থাকে ॥
আল্লাহ্‌ই একজন
মাবুদ যিনি
সন্তান হবে যার
উর্দ্ধে তিনি ॥
আসমান ও জমিনের
সবকিছু তাঁর
কর্মসাধনের বল
আছে আল্লাহ্‌র ॥

রুকু-২৪

১৭২. মসীর কোন এতে
শরম নাই
আল্লাহ্‌র বান্দা সে
বলিতে যে তাই ॥
এবং নিকটের যত
ফেরেশতারা
লজ্জা শরমও কিছু
করে না তারা ॥
যেইলোক ইবাদতে
লজ্জা করে
অহঙ্কার রয়েছে
যাদের ভিতরে
সমবেত করিবেন
তিনি তাদেরে ॥

১৭৩. সৎকাজ করে যারা
এনেছে ঈমান
তাদেরে দিবেন তিনি
পুরো প্রতিদান ॥
কিন্তু লজ্জা আরো
করে যাহারা
আরো যার ভিতরে
অহঙ্কারে ভরা
শাস্তি এদের আছে
তাঁর কাছে ধরা
পাবে না বন্ধু কোন
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥

১৭৪. তোমাদের প্রভু হতে
এসেছে প্রমাণ
উজ্জল আলো আমি
করেছি প্রদান ॥

১৭৫. আল্লাহ্‌র প্রতি যারা
ঈমান এনেছে
শক্তভাবে তাহা
ধারণ করেছে ॥

তাদের রাখিবেন তিনি
নিজ রহমতে
চালাবেন তাদের আরো
সঠিক পথে ॥

১৭৬. বিধান জানিতে চায়
তোমার কাছে
আল্লাহ্‌র বিধান সেথা
বল তুমি আছে ॥
পিতা-মাতাহীন আর
নিঃসন্তান যারা
এমত অবস্থায় সে
যদি যায় মারা ॥
তার যদি শুধু এক
বোন থেকে যায়
রেখে যাওয়া সম্পদ
অর্ধেক পায় ॥
সন্তানহীনা আর
সেও যদি হয়
ওয়ারিশ জেন তার
ভাই তবে রয় ॥
আর যদি তাহারা
দুই বোন থাকে
দুই-তৃতীয়াংশ
তারা যেন রাখে ॥
কয়েকজনা যদি
থাকে ভাইবোন
একভাই সম তার
বোন দুইজন ॥
তোমরা গোমরাহ্ হবে
এই শঙ্কায়
আল্লাহ্‌র পরিস্কার
বর্ণনা তায়
সকল বিষয়ে জ্ঞান
আছে আল্লাহ্‌য় ॥

---

৫. সূরা মায়িদাহ্
মদিনায় ঃ আয়াত ১২০ ঃ রুকু ১৬

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্‌র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. ঈমান তোমরা সব
আনিয়াছ যারা
ওয়াদার পালন যেন
করিও তারা ॥
চতুষ্পদ জন্তু হলো
হালাল করা
পরে হবে জানানো
সেইগুলি ছাড়া ॥
এহ্‌রাম বাঁধিয়া শিকার
হালাল যে নয়
আল্লাহ্ করেন তাহা
ইচ্ছা যাই হয় ॥

২. এনেছ ঈমান যারা
তাহারা শোন
হালাল মেনো না আল্লাহ্‌র
নিদর্শন কোন ॥
পবিত্র মাস আর
কোরবানীর জন্য
হরমে পাঠানোতে
যেই পশু গণ্য
যে পশুর গালে রয়
লাগানো চিহ্ন ॥
বায়তুল হারাম পানে
যারা সব যায়
রবের দয়া তারা
পাবার আশায় ॥
এহ্‌রাম মুক্ত তাই
যখনই হবে
শিকারের অনুমতি

তখনই রবে ॥
মসজিদ হারামে যেতে
বাধা যারা দিল
সেই সব কওম সেথা
যারা সব ছিল ॥
তাদের প্রতি তোমাদের
বিদ্বেষ মনে
প্ররোচিত করে না যেন
সীমা লঙ্ঘনে ॥
সাহায্য করিবে তাই
একে অপরের
তাকওয়ার ব্যাপারে ও
পবিত্র কাজের ॥
সাহায্য করিও না
পাপ কাজ ক্ষণে
থাকিও না কভু যেন
সীমা লঙ্ঘনে ॥
আল্লাহ্‌কে সকলেই
কর তাই ভয়
কঠিন শাস্তি দিবেন
তিনি নিশ্চয় ॥

৩. হারাম হলো খাওয়া
যেই প্রাণী মরা
রক্ত শূকর আর
জবাই করা
অন্য নামে কোন
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥
যেই প্রাণী মরিল
শ্বাস রোধ হয়ে
মারা গেছে আর যাহা
আঘাত পেয়ে ॥
উপর হতে পড়ে
গিয়াছে মারা
শিং এর আঘাতেও
মরিল যারা
হিংস্র জানোয়ারে
ভক্ষণ করা
জবাই করিলে যা
সেইগুলি ছাড়া ॥
বলি দেয়া বেদীতে যা
মূর্তি পূজার
লটারীর তীর দিয়ে
ভাগ করা আর ॥
এইসব করা হলো
গুনাহের কাজ
নিরাশ কাফেরেরা
হয়ে গেছে আজ ॥
তোমাদের দ্বীনের তারা
বিরুদ্ধাচরণে
করো না তাদেরে ভয়
কোন কারণে
ভয় কর আমাকেই
তোমরা মনে ॥
পূর্ণ করে আজ
দ্বীনকে দিলাম
আমার পছন্দ হলো
দ্বীন ইসলাম ॥
ক্ষুধায় যদি কেহ
অস্থির হয়
তবুও পাপের পথে
আকর্ষিত নয়
আল্লাহ্‌র দয়া আর
ক্ষমা অতিশয় ॥

৪. হালাল কি কি তাহা
জিজ্ঞাসা করে
পবিত্র বল তুমি
তোমাদের তরে ॥
পশুপাখি যাহা কিছু
করিতে শিকার
প্রশিক্ষণ দিয়েছ
তোমরা যে আর
যেইরূপে শিক্ষা
পেলে আল্লাহ্‌র ॥
এমন শিকারী পশু
যদি ধরে আনে
যেসব শিকার নিয়ে
তোমাদের পানে ॥

আল্লাহ্‌র নামে তাহা
ভক্ষণ করো
তার সাথে তোমরা
আল্লাহ্‌কে ডরো
আল্লাহ্ হিসাব নিবেন
জেন সত্বরও ॥
৫. হালাল করা হলো
আজ তোমাদের
পবিত্র বস্তু সকল
আহ্‌লে কিতাবের
খাদ্য হালাল হলো
পরস্পরের ॥
হালাল হইল সতী
মুমিন নারী
সতী ও সাধ্বী যারা
কিতাবধারী ॥
মোহরানা দিয়ে নাও
স্ত্রী করে
উপপত্নী করিতে নহে
ব্যভিচার তরে ॥
বিশ্বাস করিতে যে
করে অস্বীকার
নিষ্ফল হয়ে যাবে
কর্ম যে তার
আখেরাত ও ক্ষতিকর
হইবে যাহার ॥

রুকু-২

৬. তোমরা নামাজে সব
দাঁড়াবে যখন
হাত-মুখ ধুয়ে নিও
তোমরা তখন ॥
হাত আর কনুইতক
মাসেহ্ করে নিবে
পায়ের গ্রন্থি মাথা
ধৌত করিবে ॥
কখনো তোমরা যদি
নাপাক থাকো
নিজেকে উত্তমরূপে
পবিত্র রাখো ॥
অসুস্থ যদি বা কভু
থাকো সফরে
প্রস্রাব অথবা
পায়খানা করে
অথবা স্ত্রীর সাথে
সহবাস পরে ॥
না পাও পানি যদি
খুঁজিতে গিয়ে
তায়মুম করে নিও
পাক মাটি দিয়ে ॥
আল্লাহ্ অসুবিধা কারো
চান না দিতে
তোমাদের চান তিনি
পবিত্র রাখিতে;
চান তিনি নেয়ামত
পূর্ণ করিতে
আরো চান তোমাদের
কৃতজ্ঞতা নিতে ॥
৭. তোমরা স্মরণ কর
আল্লাহ্‌র কথা
নিয়ামত দিয়াছেন
তোমাদের যথা
শপথও নিয়াছেন
তোমাদের তথা ॥
বলেছিলে আমরা
সব শুনিলাম
এবং আমরা সবই
মানিয়া নিলাম ॥
ভয় কর তোমরা
আল্লাহ্‌কে আর
মনের খবর সব
জানা আছে তাঁর ॥
৮. যারা সব তোমরা
এনেছ ঈমান
আল্লাহ্‌র কাছে দিবে

স্বাক্ষ্যতা দান
অবিচল থাকিও হয়ে
ন্যায়-নীতিবান ॥
শত্রুতা ন্যায়ের বিচার
করে না রহিত
না করে কখনো
যেন প্ররোচিত ॥
ন্যায়ভাবে করিও
তোমরা বিচার
নিকটেই তাকওয়া
রয় যে তাহার;
ভয় কর তোমরা
আল্লাহ্কে আর
তোমরা যা কর তা
জানা আল্লাহ্র ॥

৯. আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি
তাহাদের তরে
ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে;
তাদের জন্য আছে
ক্ষমা আল্লাহ্র
আরো আছে তাহাদের
মহা পুরস্কার ॥

১০. কুফরি করে চলে
তাহারা যে আর
মিথ্যা মনে করে
আয়াত আমার
ইহারাই দোজখের
অধিবাসী তার ॥

১১. স্মরণ কর যারা
এনেছ ঈমান
তোমাদের প্রতি ছিল
আল্লাহ্র দান ॥
প্রতিজ্ঞা ছিল এক
সম্প্রদায়ের
চেয়েছিল বিরূদ্ধে
যেতে তোমাদের ॥
তখন হাত তিনি
তাহাদের যত
করিয়া দিলেন যেথা
সব প্রতিহত ॥
ভয় কর তোমরা
আল্লাহ্র উপরে
আল্লাহ্তে মুমিনেরা
ভরসা করে ॥

রুকু-৩

১২. বণীদের অঙ্গীকার
আল্লাহ্ নিলেন
বারো নেতা তাদের মাঝে
নিযুক্ত করিলেন
আল্লাহ্ তাদেরে
আরো বলিলেন ॥
আমাকে তোমাদের
সাথে যদি চাও
নামাজ পড় আর
জাকাত যে দাও ॥
আমার রাসুল প্রতি
রাখিবে ঈমান
সাহায্য তাদেরে
করিবে প্রদান ॥
‘কর্জে হাছানা’ দিবে
আল্লাহ্কে যখন
অবশ্যই গুনাহ্ আমি
করিব মোচন ॥
জান্নাতে তোমাদের
দিব আমি আর
তলদেশে বয়ে চলে
নহর যাহার ॥
এরপরও যারা সব
কুফরিতে যাবে
সরলপথ তারা সব
নিশ্চয়ই হারাবে ॥

১৩. এই শপথ তাদের
ভঙ্গের কারণে

আমার লানত পেল
তারা সেই ক্ষণে
কঠোরতা ভরিলাম
তাহাদের মনে ॥
আল্লাহ্‌র কালাম তারা
বিকৃত করে
একটি অংশ ছিল
উপদেশ তরে ॥
তাদের মাঝে শুধু
কিছু লোক ছাড়া
দেখিও বিশ্বাস আরো
ভাঙিবেই তারা ॥
ক্ষমা আর উপেক্ষা
কর যে তাদের
আল্লাহ্ বাসেন ভালো
নেককারীদের ॥

১৪. নাছারা বলে যারা
নিজেদের আর
তাদেরও নিয়েছিনু
আমি অঙ্গীকার ॥
তারাও যে উপদেশ
লাভ করেছিল
একটি অংশ তাহা
ভুলিয়া গেল ॥
শত্রুতা বিদ্বেষ
পরস্পরে
কিয়ামত তক্ আমি
দিয়েছি ভরে
জানাবেন কর্ম তাদের
আল্লাহ্ অচিরে ॥

১৫. আহ্‌লে কিতাবীরা
তোমাদের কাছে
আমার রাসুল তাই
যিনি আসিয়াছে ॥
তোমাদের কাছে তিনি
নিয়ে আসিলে
কিতাবের অংশ কিছু
গোপন করিলে
তারপর তাহাতে
অবহেলা দিলে ॥
আল্লাহ্‌র তরফ হতে
তোমাদের কাছে
উজ্জ্বল জ্যোতি আর
কিতাব আসিয়াছে ॥

১৬. আল্লাহ্‌র তুষ্টি যারা
কামনা করে
এ কিতাব দিলেন তিনি
তাহাদের তরে ॥
চালনা করেন তাদের
শান্তির পথে
বাহির করিয়া তিনি
আঁধার হতে ॥
তিনি স্বীয় আদেশে
আলোর পানে
চালনা করেন পথ
সঠিক যেখানে ॥

১৭. নিশ্চয়ই তাহারা
কাফের সকলে
মসীকে যাহারা
আল্লাহ্ বলে ॥
বল যদি আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা হতো তাই
ঈসা-মসী তার মা ও
দুনিয়ার সবাই ॥
ধ্বংস তাদের তিনি
করিতেন আরো
তবে তাঁকে বাধা দেয়
শক্তি কি কারো ?
আসমান ও জমিনের
সকলই যে তাঁর
এদের মাঝে যাহা
সবই আল্লাহ্‌র ॥
ইচ্ছা হলেই তিনি
সৃষ্টি করেন
সকল বিষয়ে তিনি
শক্তি ধরেন ॥

১৮. ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে
আমরা এমন
আল্লাহ্‌র পুত্র ও
তাঁর প্রিয়জন ॥
বল তবে দেন তিনি
কেন তোমাদের
যে সব কর যাহা
শাস্তি পাপের ॥
বরং তোমরাও
তাদেরই মতো
মানুষ আল্লাহ্‌র
সৃষ্টি যতো ॥
ইচ্ছা যাকে তিনি
শাস্তি দিবেন
ইচ্ছা হলে কারো
ক্ষমা করিবেন ॥
আসমান-জমিন মাঝে
যতকিছু আর
সকলেরই মালিকানা
এক আল্লাহ্‌র
তাঁরই পানে ফিরিতে
হবে যে সবার ॥

১৯. আহ্‌লে কিতাবী শোন
তোমাদের কাছে
আমার পাঠানো এক
রাসুল আসিয়াছে ॥
রাসুল আগমনে
বিরতির পাছে
বর্ণনা করেন যিনি
তোমাদের কাছে ॥
বলিতে পারো না যাতে
তোমরা যেন
রাসুল মোদের কাছে
আসেনি কোন ॥
এখন তো এসে গেল
তোমাদের কাছে
সতর্ক তোমাদেরও
সংবাদ দিয়াছে
সবখানে আল্লাহ্‌র
ক্ষমতা আছে ॥

রুকু-৪

২০. বলেছিল মুসা সেথা
গোত্রকে তার
নেয়ামত তোমরা স্মরণ
কর আল্লাহ্‌র ॥
তোমাদের মাঝে এলো
রাসুল কত
কেহবা পেল এক
বড় রাজত্ব ॥
এমন জিনিসও তারা
পেয়েছিল আরো
বিশ্বজগতে তিনি
দেন না কারো ॥

২১. হে মোর কওম হেথা
হলে আনীত
পবিত্র ভূমি যাহা
নির্ধারিত ॥
আল্লাহ্ করিলেন যাহা
তোমাদের তরে
প্রবেশ করো হেথা
আনন্দভরে ॥
পিছনে যেওনা ফিরে
তোমরা তবে
ফিরে গেলে তোমাদের
ক্ষতিকর হবে ॥

২২. বলে তারা হে মুসা
রয়েছে যে তারা
দুরন্ত জাতি এক
আছে যাহারা ॥
না যদি তাহারা
বের হয়ে যায়
প্রবেশ করিব না
আমরা তথায় ॥

২৩. তাদের মাঝ থেকে

দুটি লোক বলে
হামলা কর তবে
তোমরা তাহলে ॥
প্রবেশ করো সেথা
দরোজা দিয়ে
তোমরা সেখানে যাবে
বিজয় নিয়ে ॥
ভরসা আল্লাহ্‌তে শুধু
কর নিরবধি
মুমিন হয়ে থাকো
তোমরা যদি ॥

২৪. বলে তারা হে মুসা
যাবোনা সেথায়
সেখানে যদি সব
তারা থেকে যায় ॥
যুদ্ধ করো তুমি
আর তব রব
আমরা বসিলাম
এখানেই সব ॥

২৫. প্রভুকে বলে মুসা
এই কথা শোন
কারো পরে নেই মোর
ক্ষমতা কোন ॥
আমার ভাই আর
আমি শুধু ছাড়া
আমার কথা কিছু
শুনিবে না তারা ॥
সুতরাং ছিন্ন করো
আমাদের সাথে
ফাছেক এ কওমের
বন্ধন যাতে ॥

২৬. আল্লাহ্ বলিলেন
তাহাদের তরে
এই দেশ চল্লিশ
বছর ধরে
হারাম করা হলো
তাদের উপরে;
দিশেহারা হয়ে যেন
পৃথিবীতে ঘোরে
দুঃখ করোনা ফাছেক
কওমের তরে ॥

রুকু-৫

২৭. শুনাও আদমের
ছেলেদের কথা
কোরবানী করেছিল
তাহারা তথা ॥
একটির কোরবানী
কবুল হলে
অন্যজনে তাই
তাহারে বলে ॥
অবশ্যই খুন আমি
করিব তোমাকে
সেই কথা শুনে সে
বলে যে তাকে;
আল্লাহ্ কবুল শুধু
করিয়া থাকে
মোত্তাকী কোরবানী
করে যাহাকে ॥

২৮. যদি মোরে হত্যা
করিবার চাও
তোমাতে হাত মোর
বাড়াবো না তাও ॥
কেননা ভয় করি
আমি আল্লাহ্‌র
পালক সবার তিনি
এই দুনিয়ার ॥

২৯. তুমিই বহন করো
আমি চাই সেটা
তোমার পাপের বোঝা
আমারও যেটা ॥
দোজখবাসী তুমি
হও তারপর
এটাই জালিমের
প্রতিফল তার ॥

৩০. তার হাতে ভাই পরে
হত্যা হলে
চলিয়া গেল সে
ক্ষতিকর দলে ॥

৩১. আল্লাহ্‌র পাঠানো পরে
একটি কাকে
মাটির খনন সে
করিতে থাকে
দেখাবার জন্য তাই
সে তাহাকে ॥
কেমনে ভাই-এর শব
করিবে গোপন
অনুতাপে তখন তার
ভরে গেল মন;
বলে মোর আফসোস
কাকের মতন
গোপন করিতে কেন
পারি না এখন ॥

৩২. এই কারনে বনী
ঈসরাইলের
বিধান দিয়েছি তাই
আমি তাহাদের ॥
প্রাণের বিনিময়ে
প্রাণ হবে দিতে
কিংবা কেহ যদি
ফ্যাসাদ করিতে ॥
খুন যদি কাহারও
করে অকারণে
হত্যা এ জগতের
মানুষের সনে ॥
কেহ যদি প্রাণ কারো
রক্ষা করে
জীবন রক্ষা সকল
মানুষেরই তরে ॥
রাসুলেরা তাদেরে
বলেছিল গিয়ে
স্বচ্ছ প্রমাণ সব
সাথে তারা নিয়ে ॥
তবুও রয়ে গেল
কিছু সকলে
সীমানা লঙ্ঘন
কারীদের দলে ॥

৩৩. যাহারা আল্লাহ্ ও
রাসুলের বিরুদ্ধে
লিপ্ত হয় যদি
তারা যুদ্ধে ॥
হাঙ্গামা সৃষ্টি করে
দুনিয়াতে যারা
তাদের শাস্তি হবে
হত্যা করা ॥
অথবা তাদেরে
শূলে হবে দেয়া
নতুবা হাত-পা
কেটে হবে নেয়া ॥
নির্বাসিত করা হবে
আরো দেশ হতে
তাদের লাঞ্ছনা
ইহা দুনিয়াতে
শাস্তি রহিয়াছে
আরো আখেরাতে ॥

৩৪. তওবা করিলে আগে
ধরিয়া নেবার
তবে জেন ক্ষমা আর
দয়া আল্লাহ্‌র ॥

রুকু-৬

৩৫. ঈমান আনিয়াছ
তোমরা যারা
আল্লাহ্‌কে ভয় করো
যেন তোমরা ॥
উপায় খোঁজ তাঁর
নিকটে আসার
জেহাদ করো আরো
সেই পথে তাঁর
সফলতা আসিবে

তোমাদেরও আর ॥
৩৬. জেনে রেখ কুফরি
যারা করিয়াছে
দুনিয়ার সমুদয়
সম্পদও আছে ॥
তার সাথে আরো যদি
সমপরিমান
এসবের বিনিময়ে
চায় পরিত্রাণ ॥
কিয়ামত দিনের সেই
শাস্তি তারা
কবুল তবুও তাদের
হবে না করা
তাদের শাস্তি হবে
যন্ত্রণা ভরা ॥
৩৭. দোজখ হতে বেরুতে
চাইবে তারা
বের হতে পারিবেনা
কোন কিছু দ্বারা
স্থায়ী শাস্তি সবাই
পাবে তাহারা ॥
৩৮.যে পুরুষ চুরি করে
অথবা নারী
কর্মের সাজা হাত
কেটে দাও তারি ॥
জানিও দন্ড এটাই
রহে আল্লাহ্‌র
পরাক্রমশালী তিনি
হেকমত তাঁর ॥
৩৯. তওবা করে যারা
জুলুমের পরে
এবং নিজেকে তারা
শোধন করে ॥
নিশ্চয়ই তওবা তিনি
কবুল করেন
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
তিনি যে রহেন ॥
৪০. তুমি কি জানো না
আল্লাহ্‌ই মালিক
আসমান ও জমিনের
সকল দিক ॥
যাহাকে ইচ্ছা তিনি
শাস্তি দিয়ে যান
করেন ইচ্ছা হলে
ক্ষমাও প্রদান
সকল বিষয়ে তিনি
বড় শক্তিমান ॥
৪১. হে রাসুল তোমায় যেন
দুঃখ না দেয়
কুফরির দিকে যারা
দ্রুত ধেয়ে যায় ॥
তাদের মাঝে থেকে
বলে যাহারা
মুখে বলে ঈমান
আনিয়াছে তারা ॥
অথচ ঈমান তারা
আনেনি মনে
ইহুদীর অভ্যাস
মিথ্যা শুনে ॥
কান পেতে শোনে তারা
তোমার কথা
আসেনি তোমার কাছে
যাহারা হেথা
কালাম বিকৃত করে
তাহারা যথা ॥
বলে তারা বিধান হবে
এইরূপ যখন
তাহলে তোমরা তাহা
করিও গ্রহণ
তদ্রূপ না পাও যদি
কর বর্জন ॥
ফিত্‌নায় ফেলিতে চান
আল্লাহ্‌ যাকে
কিছুই পারিবেনা তুমি
করিতে তাকে ॥
এরাই সেই লোক

যাদের অন্তরে
আল্লাহ্ চান না তাদের
পবিত্র করে ॥
লাঞ্ছনা তাহাদের
আছে দুনিয়াতে
শাস্তিও রহিয়াছে
আরো আখেরাতে ॥

৪২. মিথ্যা শুনিতে শুধু
অভ্যাস তাদের
হারাম খাইতেও
আসক্তি যাদের ॥
তোমার কাছে যদি
আসে তাহারা
মীমাংসা করিয়া দাও
বিচার দ্বারা
অথবা তথায় থাকো
মৌনতা ভরা ॥
তাদের ব্যাপারে যদি
চুপ করে থাকো
কোন ক্ষতি করিতে
পারিবে নাকো ॥
ফয়সালা করো যদি
করিবে বিচার
তবে তাহা ন্যায়ভাবে
করিও যে তার ॥
সেই লোকই আল্লাহ্র
ভালোবাসা পায়
ন্যায়ের বিচারে যে
সর্বদা যায় ॥

৪৩. বিচার কিরূপে দেয়
তোমার কাছে
তাদের কাছে অথচ
তাওরাত আছে
আল্লাহ্র আদেশ ভরা
তথা রহিয়াছে ॥
তারপরও পিছনে তারা
মুখ ফিরে লয়
মুমিন এরা সব
কখনোই নয় ॥

রুকু-৭

৪৪. নাজিল করেছি আগে
আমি তাওরাত
আলো ছিল যাহাতে
আরো হেদায়াত ॥
দরবেশ নবী আর
আলেম যারা
ইহুদীর মীমাংসা দিও
তাওরাত দ্বারা ॥
তাদের দায়িত্ব ছিল
কিতাব রক্ষণ
স্বাক্ষীও ছিল যে
তাহারা তখন ॥
অতএব মানুষকে
করো নাকো ভয়
ভয় যেন তোমাদের
আমাতেই রয়
তুচ্ছ মূল্যে আয়াত
করো না বিক্রয় ॥
আল্লাহ্র নাজিল করা
বিধান দ্বারা
ফয়সালা সেইভাবে
দেয় না যারা
তবেই জানিও শুধু
কাফের তারা ॥

৪৫. ফরজ তাদেরে আমি
করেছি প্রদান
প্রাণের বদলে
দিতে হবে প্রাণ ॥
চোখ-কান-নাক আর
দাঁতের বদলে
অনুরূপভাবে সব
দিবে তাহলে ॥
জখমের বদলেও
জখম মিলে

অবশ্য কেহ তাহা
মাফ করে দিলে ॥
নিজের গুনাহের সেটা
কাফফারা হবে
না হলে আল্লাহ্র বিধান
জালিমে রবে ॥

৪৬. ঈসাকে পাঠালাম
পিছনে তাদের
সত্যায়নকারী ছিল
সে তোরাতের ॥
ইঞ্জিল দিলাম সেথা
আমি তাহাকে
আলো আর হেদায়েত
যাহাতে থাকে ॥
ইহাতে তোরাতের
সত্যায়ন ছিল
হেদায়েত ও উপদেশ
মোত্তাকী পেল ॥

৪৭. বিধান দেয় যেন
অনুসারী যারা
আল্লাহ্র ইঞ্জিল
অনুযায়ী তারা
দেয় না আল্লাহ্র বিধান
ফাসেক যাহারা ॥

৪৮. নাজিল করিলাম
তোমার কাছে
এই সে কিতাব যাতে
সত্যতা আছে ॥
পূর্বের কিতাবের
আছে সত্যায়ন
করা আছে তাহাতে
সংরক্ষণ ॥
ফয়সালা করে দাও
তুমি তাদেরে
নাজিল করা যাহা
সেই অনুসারে ॥
তোমার কাছে আসা
সত্য দিয়ে
তাদের খেয়াল খুশির
পথে না গিয়ে ॥
নির্ধারণ করেছি আমি
সবার তরে
সঠিক শরিয়ত ও
পন্থা করে ॥
আল্লাহ্র যদি তাহা
ইচ্ছা হতো
করিতেন, সব জাতি
একে পরিণত ॥
তোমাদেরে তিনি চান
পরীক্ষা করিয়ে
দিয়াছেন যাহা তিনি
সেই সব দিয়ে ॥
অতএব সৎকাজ
করো এখানে
একদিন ফিরিতে হবে
আল্লাহ্র পানে ॥
জানিয়ে দিবেন তিনি
পরে তোমাদের
মতভেদ করিতে যাহা
সেই বিষয়ের ॥

৪৯. সেই অনুযায়ী তুমি
করো ফয়সালা
নাজিল করিলেন যাহা
আল্লাহ্তালা ॥
তাদের খেয়াল খুশি
যেইসব পথে
সতর্ক থাকিও তুমি
তাহাদের হতে ॥
বিচ্যুত করে না যেন
তোমাকে তারা
তোমার প্রতি যাহা
নাজিল করা ॥
মুখ ফিরিয়ে সেথা
যদি তারা লয়
আল্লাহ্ চান কি কি
পাপে তারা রয় ॥

করিবেন তাদেরে তিনি
শাস্তি প্রদান
মানুষের মাঝে আছে
বড় নাফরমান ॥

৫০. তবে কি তারা সব
কামনা করে
জাহেলি আমল বিধান
তাহাদের তরে ?
বিশ্বাসী লোকেদের
তরে যে বিধান
আল্লাহ্‌র চেয়ে ভালো
করে কে প্রদান ?

রুকু-৮

৫১. এনেছ ঈমান যারা
তোমরা শোন
বন্ধু নিও না খ্রীষ্টান
ইহুদী কোন ॥
একের বন্ধু তারা
অপরেই হয়
বন্ধু নিলে কেহ
তাহাদেরই রয় ॥
সীমানা লঙ্ঘন
করিয়াছে যারা
আল্লাহ্‌র সৎপথ
পাবে নাকো তারা ॥

৫২. দেখিও যাদের তুমি
রোগ অন্তরে
ওদেরই মাঝে তারা
প্রবেশ করে ॥
বলে তারা আমরা
আশঙ্কা করি
হয়তো পাছে কোন
বিপদে না পড়ি ॥
অচিরেই আল্লাহ্‌র
সাহায্য এলে
তখন তারা সব
অনুতাপে জ্বলে ॥

৫৩. ঈমানদারেরা বলে
এরাই কি তারা
শপথ আল্লাহ্‌র নামে
করেছিল যারা ?
তারা তো আমাদের
সাথেই রয়েছে
তাদের কর্ম সব
নিষ্ফল হয়েছে
তাই তো তাদের বড়
ক্ষতি হয়ে গেছে ॥

৫৪. আনিয়া ঈমান কেহ
ফিরে যদি যায়
অচিরেই আল্লাহ্
আনিবেন সেথায় ॥
এমন কওম এক
তিনি যাদেরে
ভালোবাসিবেন তিনি
বাসিবেও তাঁরে ॥
মুমিনের প্রতি তারা
কোমল রবে
কাফেরের প্রতি তারা
কঠোর হবে ॥
জেহাদ করিবে তারা
আল্লাহ্‌র পথে
করিবেনা ভয় কোন
নিন্দা হতে ॥
আল্লাহ্‌র দয়া এটা
যাকে তিনি চান
যাহাই ইচ্ছা তাকে
করেন প্রদান
প্রাচুর্য্য আল্লাহ্ই দেন
যার মহাজ্ঞান ॥

৫৫. আল্লাহ্ই বন্ধু তো
হন তোমাদের
তাঁহারই রাসুল আর
ঈমান যাদের ॥
ছালাত কায়েম করে

যাকাত দিয়ে
নম্র ও বিনীত
তাহারা হয়ে
৫৬. আল্লাহ্ রাসুল আর
মুমিনদেরে
বন্ধু হিসাবে যারা
গ্রহণ করে ॥
আল্লাহ্র দলে সব
তারাই হবে
তাহারাই পরিণামে
বিজয়ী রবে ॥

রুকু-৯

৫৭. ঈমান তোমরা সব
আনিয়াছ যারা
গ্রহণ বন্ধু যেন
করিওনা তারা ॥
আহ্লে কিতাবীরা
যারা তোমাদেরে
দ্বীন নিয়ে তামাশা ও
খেলা মনে করে ॥
আরো সব যাদেরে
কাফের বলে
মুমিন আল্লাহ্কে
ভয় করে চলে ॥
৫৮. যখন তোমরা ডাকো
নামাজের তরে
একে তারা তামাশা ও
খেলা মনে করে ॥
এ কারন তারা সব
সেই লোক তাই
বোধের ক্ষমতা কিছুই
তাহাদের নাই ॥
৫৯. বল হে কিতাবী সব
শুধু এ কারন
শত্রুতা তোমরা
করিছ পোষণ ?
আল্লাহ্তে ঈমান মোরা
এনেছি বলে
আমাদের তরে যাহা
নাজিল হলে ?
পূর্বেও নাজিল যাহা
হয়েছিল করা
অধিকেই ফাছেক
আছো তোমরা ॥
৬০. বল তুমি আমি কি
বলে দেব যে
খারাপ পরিণতি
ইহার চেয়ে
আল্লাহ্র কাছে আর
কার রয়েছে ?
লানত যার প্রতি
আছে আল্লাহ্র
আক্রোশও রহিয়াছে
যাহার উপর;
পরিণত করিলেন
তাদেরে বানর
বানালেন কাহারো
তিনি যে শুকর ॥
তাগুতের উপাসনা
করে যাহারা
মর্যাদায় অতি নীচে
আছে তাহারা
সঠিক পথ হতে
বহুদূরে তারা ॥
৬১. যখন তোমাদেরে
তাহারা বলে
ঈমান আনিয়াছি
মোরা সকলে ॥
অথচ কুফর নিয়ে
তারা এসেছিল
এবং সেটাই নিয়ে
বেরিয়ে গেল ॥
তারা সব যাহা কিছু
গোপন করে

সবই তাহা আল্লাহ্‌র
থাকে গোচরে ॥

৬২. অনেকের দেখা হবে
তোমার সনে
কিভাবে পাপে তারা
সীমা লঙ্ঘনে;
তৎপরও হারাম কত
তারা ভক্ষণে
কতই না খারাপ কাজ
করে লোকজনে ॥

৬৩. কেন যে নিষেধ সেথা
করে না তারা
আলেম ও দরবেশ
রহিয়াছে যারা ॥
পাপের কথা তারা
বলিছে যেমন
করেনা হারাম তাই
যেন ভক্ষণ
মন্দ কাজ এটা
করিছে এখন ॥

৬৪. ইহুদীরা বন্ধু বলে
আল্লাহ্‌র হাত
তাদেরই তাহা আর
অভিসম্পাত ॥
প্রসারিত আল্লাহ্‌র
হস্ত দুখান
যেভাবে ইচ্ছা তিনি
করিছেন দান ॥
নাজিল হয়েছে বলে
তোমার উপরে
অবাধ্য ও কুফরি তারা
বৃদ্ধি করে;
কিয়ামত তক্ আমি
তাদের ভিতরে
হিংসা ও শত্রুতা
দিয়েছি ভরে ॥
যুদ্ধের আগুন যদি
তাহারা জ্বালে
তখনই আল্লাহ্ তাহা
নিভিয়ে ফেলে ॥
ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে
দুনিয়াতে তারা
আল্লাহ্ বাসেন না ভালো
ফ্যাসাদী যারা ॥

৬৫. আহ্‌লে কিতাবী যদি
ঈমান আনিত
খোদা-ভয় তারা সব
যদি করিত ॥
অবশ্যই দোষ-ত্রুটি
ক্ষমা করিতাম
শান্তির জান্নাত আরো
তাদেরে দিতাম ॥

৬৬. পুরোপুরি পালন যদি
করিত তারা
তোরাত-ইঞ্জিল যাহা
নাজিল করা ॥
আহার্য্য পেত সব
তারা সকলে
উপর হতে আরো
পায়ের তলে ॥
সরল পথে চলে
তাদের একদল
খারাপ কাজ করে
অধিক সকল ॥

রুকু-১০

৬৭. হে রাসুল তুমি তাই
মানুষের কাছে
পৌঁছাইয়া দাও যাহা
নাজিল হইয়াছে
আর যদি তাহা তুমি
নাই করো তবে
কি করে পয়গাম
পৌঁছানো হবে ?
আল্লাহ্ রক্ষা তোমায়

করিবেন যেন
কাফেরের হেদায়েত
হবে না কোন ॥
৬৮. আহ্‌লে কিতাবীরে বল
পথ কোন নয়
পুরাপুরি কিতাব যদি
পালন না হয় ॥
তোরাত-ইঞ্জিল যাহা
তাহাদের আছে
তাদের নাজিল প্রভু
তাহা করিয়াছে ॥
কুফরি যে কারনে
বাড়িয়া চলে
বাধ্যতা নাই আরো
তাহার ফলে ॥
তুমি তাই কাফের এই
কওমের তরে
কি আর হবে বলো
দুঃখ করে ॥
৬৯. ঈমান আনিয়াছে
মুমিন যাহারা
ইহুদী ও সাবেঈন
অথবা নাছারা ॥
আখেরাত ও আল্লাহ্‌তে
বিশ্বাস আছে
সৎকাজ সততঃ
যারা করিয়াছে
ভয় বা দুঃখ তাদের
আসিবেনা কাছে ॥
৭০. প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল
বনী ইসরাঈলে
তাদের অনেক নবী
আমি পাঠাইলে ॥
মিথ্যাবাদী নবীদের
তারা বলিত
আবার কারো তারা
হত্যা করিত ॥
৭১. অনিষ্ট হবে না তাদের
ধারনা ছিল
ফলে তারা অন্ধ আর
বধির হয়ে গেল ॥
তওবা আল্লাহ্ তাদের
কবুল করিল
কতক তাহারা তবু
সেইরূপ থাকিল
তাদের দিকে আল্লাহ্‌র
দৃষ্টি ছিল ॥
৭২. ঈসা'ই আল্লাহ্ বটে
কাফেরেরা বলে
অথচ ঈসা বলে
তাদের সকলে ॥
ইবাদত তোমরা
করো আল্লাহ্‌কে
আমাদের সবার প্রভু
সেই তাঁহাকে ॥
কেহ যদি আল্লাহ্‌কে
শরিক করে
জান্নাত হারাম হয়
তাহার তরে ॥
দোজখের বাসিন্দা
তাহারাই হবে
কেহই না জালিমের
সাহায্যে রবে ॥
৭৩. কাফেরেরা বলে যারা
তিনের ভিতরে
একজন আল্লাহ্ তাদের
তাহারা ধরে ॥
উপাস্য অথচ শুধু
একজন ছাড়া
অন্য কেহই নাই
কোথাও তারা;
বন্ধ না করে যদি
এইরূপ কথা
কুফরি যারা সব
করিয়াছে যথা
ব্যথা ভরা শাস্তি তারা

পাইবেই তথা ॥

৭৪. তারা কি তওবা এখন
করিবেনা তবে
ক্ষমা চাওয়া প্রার্থনা
তাদের রবে ?
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু হবে ॥

৭৫. ঈসা তাই রাসুল ছাড়া
কিছু নহে আর
অনেক রাসুল ছিল
পূর্বেও তার ॥
সত্যনিষ্ঠ মাতা
ছিল সেই নারী
উভয়ে খাদ্য তারা
ভক্ষণকারী ॥
তাদের জন্য কত
যুক্তি প্রমাণ
বিশদভাবে দেখ তাই
বর্ণনা প্রদান ॥
তারা সব রয়ে গেল
এমনই ধরন
উল্টোপথে দেখো
তাদের গমন ॥

৭৬. আল্লাহ্কে ছাড়া বলো
এমনকিছু আর
তোমরা করিছ সব
ইবাদত তার;
করিতে পারেনা যে
কোন উপকার
ক্ষমতাও নাই যার
ক্ষতি করিবার
সবকিছু জানাশোনা
আছে আল্লাহ্র ॥

৭৭. বলে দাও কিতাবীরা
তোমরা গিয়ে
বাড়াবাড়ি করোনা নিজের
ধর্ম নিয়ে ॥
পথ হারালো তাই
পূর্বে যারা
ভ্রষ্ট করিয়াছে
অনেকের তারা ॥
সরল পথ হতে
সরে পড়িয়াছে
অনুসারী হয়োনা তাদের
খেয়ালের কাছে ॥

রুকু-১১

৭৮. বনীদের যারা সব
কুফরি করিল
দাউদ ও ঈসার দ্বারা
লানত হয়েছিল ॥
সে কারন নাফরমানী
করেছিল যারা
সীমানাও করিত সব
লঙ্ঘন তারা ॥

৭৯. অন্যায় কাজ তারা
করিত যেমন
পরস্পরে করিত না
কভুও বারণ
তাদের কাজ ছিল
কদর্য তেমন ॥

৮০. দোস্তি কাফের সাথে
দেখিবে তাদের
মন্দ কাজ করে
ভবিষ্যতের ॥
আল্লাহ্র খুশি নাই
তাদের উপর
আজাবে রহিবে তারা
চিরকাল ভর ॥

৮১. আল্লাহর প্রতি যদি
আনিত ঈমান
নবী ও কিতাব যাহা
হয়েছে প্রদান ॥
বন্ধু নিতোনা তারা
কাফের তবে

তাহাদের মাঝে বহু
ফাসেক রবে ॥
৮২. মুমিনের সাথে বেশী
শত্রুতা মনে
ইহুদীরা যতো আর
মুশরিকগণে ॥
বন্ধু হবে বেশী
অধিক তাহারা
যারা সব বলে যে
মোরা নাছারা ॥
তাদের মাঝে রয়
ইহার কারন
অনেক আলেম আর
দরবেশগণ
অহঙ্কারে ভরা নয়
তাহাদের মন ॥

সপ্তম পারা ঃ অ ইজা সামি উ

৮৩. রাসুলে নাজিল যাহা
শুনিবার পায়
অশ্রুভরা চোখে
তাহারা যে চায়
কারন সত্যকে তারা
চিনিয়া সেথায় ॥
বলে তারা রব মোরা
এনেছি ঈমান
নেককারী মাঝে করো
সামিল প্রদান ॥
৮৪. কি আর থাকিবে হেথা
মোদের বাহানা
আল্লাহ্‌র প্রতি মোরা
ঈমান আনিবোনা ?
সত্যের প্রতি যাহা
আমাদের কাছে
আল্লাহ্‌র কাছ হতে
যাহা আসিয়াছে ॥
অথচ কিভাবে আশা
করিযে মোরা
রাখিবেন তাদের মাঝে
নেককারী যারা ॥
৮৫. এ কথায় আল্লাহ্ হতে
পুরস্কৃত হয়
পাদদেশ দিয়ে যেথা
নহর বয়
নেককারীগণ সেথা
চিরকাল রয় ॥
৮৬. আয়াত মানেনি-ও
কাফের যারা
দোজখেই চিরকাল
থাকিবে তারা ॥

রুকু-১২

৮৭. ঈমান এনেছ যারা
করোনা হারাম
তোমাদের আল্লাহ্ যাহা
করেছে হালাল ॥
সীমানা লঙ্ঘন
করোনা যেন
ভালোবাসা আল্লাহ্‌র
পাবেনা জেনো ॥
৮৮. আল্লাহ্ তোমাদের
দিয়াছেন যাহা
হালাল ও ভালো সব
খাইবে তাহা ॥
এবং আল্লাহ্‌কে
চল ভয় করে
তোমরা ঈমান রাখো
যাঁহার উপরে ॥
৮৯. আল্লাহ্‌র কাছে ধরা
খাইবেনা তারা
অকারণে শপথ সব
করিয়াছে যারা ॥
তাঁর হাতে ধরা তাই

তখনই পড়িবে
যখনই ইচ্ছাকৃত
শপথ করিবে ॥
কাফ্ফারা এতে হলো
সেই পরিমান
দশজন মিসকিনে
খাদ্য প্রদান ॥
মধ্যম খাদ্য যাহা
পরিবারে খাও
অনুরূপ খাদ্যই
তাহাদের দাও ॥
বস্ত্র অথবা তাদের
দিতে যে পারো
দাস এক নতুবা
মুক্ত করো ॥
কিন্তু যাদেরই সেই
সামর্থ নাই
বদলে তিনদিন
রোজা রাখো তাই ॥
এইগুলি কাফ্ফারা
হলো শপথের
শপথ রক্ষা সবার
করো তোমাদের ॥
বিশদভাবে আল্লাহ্র
বর্ণনা রয়
তোমরা করো যাতে
শোকর আদায় ॥

৯০. ঈমান তোমরা সব
আনিয়াছ যারা
মদ জুয়া প্রতিমা
শুনে রাখো তারা;
ভাগ্যের তীর সব
নাপাক নোংরা
কাজ কারো নয় ইহা
শয়তান ছাড়া;
এইসব কাজ হতে
বাঁচো তোমরা
যাতে হও তোমরা
সফলতা ভরা ॥

৯১. শয়তান তোমাদেরে
চায় করিতে
দুশমনী বিদ্বেষ
ভরিয়া দিতে
নামাজ ও স্মরণে
বিরত রাখিতে ॥
মদপান জুয়াখেলা
এইসব দ্বারা
হবে না কি নিবৃত্ত
এখন তোমরা ?

৯২. আল্লাহ্ ও রাসুলের
অনুগত রও
তোমরা সকলে তাই
সতর্ক হও ॥
মুখ যদি ফিরিয়ে
রাখো তোমরা
রাসুলের কাজ শুধু
প্রচার করা ॥

৯৩. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
পূর্বের গুনাহ্ নেই
তাহাদের তরে ॥
পূর্বে তারা সব
যাহা খাইয়াছে
তখনই সাবধান
যারা হইয়াছে ॥
ঈমান শক্ত রেখে
সৎকাজে রত
আল্লাহ্র ভালোবাসা
তাহাদেরই যতো ॥

রুকু-১৩

৯৪. ঈমান আনিয়াছ
তোমরা যারা
পরীক্ষিত আল্লাহ্র
হবে তাহারা

এমন কিছু হাত আর
বর্শা দ্বারা ॥
সহজেই শিকার যারা
করিতে পারে
না দেখে আল্লাহ্কে
ভয় করে তাঁরে ॥
এরপরও সীমা কেহ
লঙ্ঘন করে
কষ্টের শাস্তি আছে
তাহার তরে ॥

৯৫. ঈমান আনিয়া কেহ
করেনা স্বীকার
যখন বাঁধিয়া সে
এহ্রাম তার ॥
শিকার করে যদি
ইচ্ছাকৃতভাবে
বিনিময় তার উপরে
তবে বর্তাবে ॥
জন্তু যেটা সে
হত্যা করিবে
ন্যায়বান দুজনে তার
ফয়সালা দিবে
হাদিয়া হিসাবে প্রাণী
কাবাতে নিবে ॥
খাওয়াবে অথবা
মিসকিন যারা
অথবা রোজা রেখে
দেবে কাফ্ফারা ॥
কর্মের ফল যেন
করে অনুভব
গত যাহা হলো মাফ
করেছেন রব ॥
তবে যদি পুনরায়
কেহ তাহা করে
আল্লাহ্ নিবেন শোধ
তাহার উপরে
আল্লাহ্ পরাক্রমী
প্রতিশোধ তরে ॥

৯৬. সাগরে শিকার হলো
হালাল করা
তোমরা ও মুসাফির
খাইবে যারা ॥
স্থলে শিকার করা
হারাম তখন
তোমরা এহ্রামে
রয়েছ যখন ॥
ভয় করো তোমরা
আল্লাহ্কে সবে
যাঁর কাছে সকলেই
একত্র হবে ॥

৯৭. মানুষের কল্যাণে
সম্মানিত
কাবাঘর আল্লাহ্র
নির্ধারিত ॥
মাস যাহা করা হলো
সম্মানিত
কোরবানি করিতে পশু
কাবায় প্রেরিত
যে পশুর গলে রয়
মালা পরিহিত ॥
এই কারণে যেন
জানিতে পারো
আল্লাহ্র জানা আছে
সবকিছু আরো ॥
আস্মান ও জমিনে
যতোকিছু আছে
সকল বিষয়ের জ্ঞান
আল্লাহ্র কাছে ॥

৯৮. আল্লাহ্ নিশ্চয়ই
জেনো তোমরা
কঠোর শাস্তিদাতা
দয়ায় ভরা ॥

৯৯. রাসুলের কাজ হলো
শুধুই প্রচার
তোমাদের গুপ্ত-প্রকাশ
জানা আল্লাহ্র ॥

১০০. পাক আর নাপাক কভু
সমান নহে
যদিও নাপাকে তোমার
মুগ্ধতা রহে ॥
আল্লাহ্‌কে ভয় করো
জ্ঞানবান যারা
সফলকামী যেন
হও তোমরা ॥

রুকু-১৪

১০১. ঈমান এনেছ যারা
এমন বিষয়ে
প্রশ্ন করো না যেন
সেই সব লয়ে ॥
তোমাদের কাছে যাহা
প্রকাশিত হলে
খারাপ তোমাদের
লাগিবে ফলে ॥
তখন প্রশ্ন করো
সেইসব লয়ে
কোরআন নাজিল যেন
হবার সময়ে
প্রকাশ করা হবে
সেইসব বিষয়ে ॥
আল্লাহ্ অতীতের সব
ক্ষমা করেছেন
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
সহিষ্ণু আছেন ॥
১০২. এইরূপ প্রশ্ন তো
করে একদলে
তোমাদের আগে তারা
করেছিল বলে
অবিশ্বাসী হয়ে গেল
তারা সকলে ॥
১০৩. প্রচলন হয়নি এসব
আল্লাহ্‌র দ্বারা
হাম - ওসীলা যাহা
সাইবা-বহীরা ॥
আল্লাহ্‌র উপরে যারা
মিথ্যারোপ করে
অধিকেই যাহারা না
কোন জ্ঞান ধরে ॥
১০৪. হয় যদি তাদেরে
আহ্বান করা
আল্লাহ্ ও রাসুল পানে
বলে যে তারা ॥
যথেষ্ট এইসব
আছে আমাদের
পাইয়াছি মোরা সব
পূর্বপুরুষের ॥
যদিও পূর্বে তাদের
সেই পুরুষেরা
হেদায়েত কখনো
পায়নিকো যারা
কোনই জ্ঞান আরো
রাখেনি যে তারা ॥
১০৫. ঈমান এনেছ যারা
কর যে পালন
তোমাদের দায়িত্ব সব
দিয়া প্রাণমন ॥
ভ্রষ্ট পথ ধরে
চলিয়াছে যারা
পারিবেনা কোন ক্ষতি
করিতে তারা
সৎপথে চালিত হও
যদি তোমরা ॥
জানিও যে তোমাদের
ফিরে যেতে হবে
আল্লাহ্‌র পানেতে জেনো
একদিন সবে ॥
তারপরই জানাবেন
তিনি তোমাদের
কর্ম কি ছিল সব
সেথা সকলের ॥
১০৬. ঈমান এনেছ যারা

তোমাদের যখন
কাহারও মৃত্যুকালে
থাকিও তখন
দুইজন লোক যেন
ন্যায়পরায়ণ
অসিয়তে স্বাক্ষী তারা
হয় সেই ক্ষণ ॥
তোমাদের যদি কেহ
সফরেতে রয়
মরণ যদি তার
উপস্থিত হয় ॥
দুইজন স্বাক্ষী রাখো
তোমরা ছাড়া
আল্লাহ্কে স্বাক্ষী রেখে
বলে যেন তারা
স্বাক্ষ্য গোপন কোন
করিব না মোরা ॥
নেব না মূল্য মোরা
কোন বিনিময়
আত্মীয় যদিও সে
আমাদের হয়
এসব করিলে আছে
গোনাহের ভয় ॥
১০৭. পাপ কাজ করে যদি
সেই দুইজনে
কাছের দুজন কোন
আসিবে সেখানে ॥
স্বার্থের হানি সেথা
ঘটেছে যাদের
দুইজন থাকিবে তাই
সেখানে তাদের ॥
শপথ আল্লাহ্র নামে
করিয়া তারা
বলিবে স্বাক্ষ্য মোদের
সততা দ্বারা ॥
অধিক সত্য মোরা
তাহাদের চেয়ে
হয়নি লঙ্ঘন সীমা
আমাদের দিয়ে
তাহলে জালিমের মাঝে
পড়িব গিয়ে ॥
১০৮. সম্ভাবনা বেশী রহে
তাই সেখানে
লোকেদের ঠিকভাবে
স্বাক্ষী প্রদানে
ভয় করিবে পুনঃ
শপথের কারণে ॥
আল্লাহ্কে ভয় কর
শুনে রাখো তারা
করেননা আল্লাহ্ কভু
সৎপথ দ্বারা
চালনা তাহাদের
ফাছেক যারা ॥

রুকু-১৫

১০৯. মনে কর আল্লাহ্
যেদিন তাদের
একত্র করিবেন
রাসুলদিগের ॥
বলিবেন উত্তর কি
পেলে তোমরা ?
তাহারা বলিবে সব
জ্ঞানী নহি মোরা
গুপ্ত জ্ঞান সবই
আপনাতে ভরা ॥
১১০. আল্লাহ্ বলিবেন ঈসা
নিয়ামত নিয়ে
তব মাতা তোমাকে
সাহায্য দিয়ে
আমার তরফ হতে
জিব্রিল গিয়ে ॥
বলিতে কথা তুমি
মায়ের কোলে
তারপর তুমি যবে
পরিণত হলে ॥

আমা হতে তোমার ওই
শিক্ষা মিলে
কিতাব হেকমত ও
তোরাত ইঞ্জিলে ॥
যখন মাটির পাখি
তৈরী করিলে
তারপর তুমি তাতে
ফুঁ দিয়ে দিলে ॥
আমার আদেশে তাহা
পাখি হয়ে গেল
অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী
নিরাময় হলো
মৃতরা কবর থেকে
বের হয়ে এলো ॥
তোমার প্রতি আরো
ইসরাঈলীরা
নিবৃত্ত সকলেই
হয়েছিল তারা ॥
প্রমাণাদি নিয়ে সব
এসেছিলে যবে
কুফরি করে তারা
বলেছিল সবে
ইহা সব জাদু ছাড়া
আর কি হবে ॥

১১১. স্মরণ কর তুমি
হাওয়ারীদিগের
আদেশ দিলাম যবে
আমি তাহাদের ॥
সবাই আমার প্রতি
ঈমান আনো
তৎসহ আমার এই
রাসুলেরে মানো ॥
বলে তারা ঈমান আনি
আমরা তাহাতে
আপনার স্বাক্ষ্য শুধু
রয় যাহাতে
মুসলিম আমরা সব
আছি সাক্ষাতে ॥

১১২. হাওয়ারীরা বলেছিল
ঈসা তুমি শোন
আকাশের খাদ্য প্রভু
পাঠাবে কি কোন ?
বলিলেন তিনি কর
আল্লাহ্কে ভয়
প্রকৃতই ঈমান যদি
তোমাদের রয় ॥

১১৩. বলে তারা আমরা
যেইভাবে চাই
খাবার কিছু খেয়ে
তৃপ্তি যে পাই ॥
সত্য বলেছ তুমি
জানিবো সাথে
স্বাক্ষীও হব তাই
আমরা তাতে ॥

১১৪. ঈসা বলে আল্লাহ্
খাদ্য পাঠাও
আসমান হতে তুমি
আমাদের দাও ॥
আমাদের সবারই
আগে ওপরে
আনন্দস্বরূপ যাহা
সবারই তরে
নিদর্শন রহিবে
তোমার উপরে ॥
মোদেরে জীবিকা দান
কর বিধাতা
তুমিই শ্রেষ্ঠ সবার
রিজিকদাতা ॥

১১৫. আল্লাহ বলেন আমি
প্রেরণ করিব
কুফরি করিলে পরে
তাকেও ধরিব
তারপর কঠিন তাকে
শাস্তি দিব ॥

রুকু-১৬

১১৬. আল্লাহ্ বলিবেন ঈসা
বলিছে কি তারা
তুমি কি বলেছিলে
আল্লাহ্কে ছাড়া;
আমাকে ও মাতাকে
উপাসনা কর ?
বলিবে ঈসা ইহা
কেমনতর ॥
পবিত্র মহিমাময়
আপনি যেথা
শোভনীয় নয় মোর
বলা এই কথা ॥
আমার যা বলার
অধিকার নাই
বলিলেও আপনি সেটা
জানিতেন তাই ॥
আপনি তো জানেন যাহা
আমার এই মনে
আপনার মনের কথা
জানি কোন ক্ষণে ?
অদৃশ্য যাহা কিছু
সকল বিষয়
আপনার কাছে কিছু
অজানা তো নয় ॥
১১৭. আমি তো বলিনি কিছু
সেইসব ছাড়া
আপনার আদেশ ছিল
করে যেন তারা ॥
ইবাদত তাঁকেই করো
এক আল্লাহ্র
পালক তোমাদেরও
প্রভু যে আমার ॥
তাদের মাঝে আমি
যত দিন ছিলাম
তাহাই তাদের তরে
স্বাক্ষী দিলাম ॥
তারপর নিলেন তুলে
আপনি আমার
আপনিই জ্ঞাত বেশী
তাদের ব্যাপার
সবকিছু পূর্ণ জ্ঞান
আছে আপনার ॥
১১৮. আপনার বান্দা তারা
শাস্তি দিবেন
আর যদি তাদেরে
মাফ করে দেন
পরাক্রমী মহাজ্ঞানী
আপনি আছেন ॥
১১৯. আল্লাহ্ বলিবেন
আজ এই দিনে
উপকারে আসিবে
সত্য যার সনে ॥
তাদের জন্য রবে
সত্যবাদীতা
জান্নাত দেয়া হবে
নহর সেথা ॥
তলদেশ দিয়ে যার
বয়ে চলে যায়
অনন্তকাল তারা
থাকিবে সেথায় ॥
আল্লাহ্ তাদের প্রতি
খুশি হন তথা
তাহারাও আল্লাহ্তে
তৃপ্ত যথা
এটা হলো তাহাদের
মহা সফলতা ॥
১২০. আসমান জমিন মাঝে
যত কিছু আর
সার্বভৌম তিনি
এক আল্লাহ্র
সকল বিষয়ে আছে
শক্তি যাঁহার ॥

৬. সূরা আনআম
মক্কায় ঃ আয়াত ১৬৫ ঃ রুকু ২০

আল্লাহ্‌র নাম মোর
শুরুতেই রয়
করুনার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. সকল প্রশংসা
এক আল্লাহ্‌র
আসমান জমিন সব
সৃষ্টি যাঁহার
সৃষ্টি করিলেন যিনি
আলো ও আঁধার
কাফেরেরা সম তবু
দাবী করে তাঁর ॥

২. মাটি হতে তোমাদেরে
সৃষ্টি করেন
একটি কাল তিনি
বেঁধে দিয়েছেন ॥
সঠিক সময় কবে
তাঁর জানা আছে
তথাপিও সন্দেহ
তোমাদের কাছে ॥

৩. আসমান ও জমিনে
আল্লাহ্ যে তিনি
তোমাদের গুপ্ত প্রকাশ
জানেন যিনি ॥
তোমাদের সকলে যা
অর্জন করে
সবকিছু রয়ে যায়
তাঁর গোচরে ॥

৪. আসেনি রবের যে
নির্দেশনাবলী
আর আছে যাহা সব
নিদর্শনগুলি
মুখ শুধু ফিরে লয়
তারা সকলই ॥

৫. অস্বীকার তারা সব
তখন করিল
সত্য যখনই তাদের
কাছে আসিল ॥
অচিরেই সংবাদ
হবে আনিত
যেইসব নিয়ে তারা
উপহাস করিত ॥

৬. তারা কি দেখেনি
গোষ্ঠী যে কত
ধ্বংস করেছি আমি
পূর্বে যত;
দুনিয়াতে ছিল যারা
প্রতিষ্ঠিত
প্রতিষ্ঠা করিনি তাই
তোমাদেরও অত ॥
তাদের উপরে আমি
বর্ষণ ঝরিয়ে
প্রবাহিত করিলাম
নহর দিয়ে ॥
পাপের কারনে দিলাম
ধ্বংস করে
সৃষ্টি করেছি মানব
তাদের পরে ॥

৭. কিতাব দিতাম যদি
কাগজে লিখিত
হাত দিয়ে যদি তারা
ছুঁয়েও দেখিত
কুফরি করে যারা
অবশ্যই বলিত
কিছুই নহে ইহা
যাদু ব্যতীত ॥

৮. বলে তারা ফেরেশতা
এলো না কেন

ফেরেশতা যদি আমি
পাঠাতাম কোন ;
চুড়ান্ত ফয়সালা
তবে হয়ে যেত
অবকাশ তারা সব
আর নাহি পেত ॥

৯. যদি কোন ফেরেশতাকে
নবী করিতাম
আকৃতি মানুষেরই
তাহাকে দিতাম ॥
এইরূপ সংশয়ে
রহিয়াছে যারা
সংশয়ে তখনও
থাকিত তারা ॥

১০. তোমাদের আগে সব
রাসুলের সাথে
করেছিল উপহাস
তারা সাক্ষাতে ॥
অবশেষে উপহাস
করেছিল যারা
বেষ্টিত হলো সবে
শাস্তির দ্বারা ॥

রুকু-২

১১. বল যে ভ্রমণ করে
পৃথিবীতে দেখ
পরিনাম কি হলো
তাহা দেখে শেখ ॥

১২. জিজ্ঞাসো ভু-গগনে
মালিকানা কার ?
বলে দাও তাদেরে
সেটা আল্লাহ্‌র
দয়া করা মানে যে
করণীয় তার ॥
সন্দেহ নেই কোন
রোজ কিয়ামতে
করিবেন তোমাদের
সব একসাথে ॥
নিজেদের ক্ষতিসব
করিয়াছে যারা
ঈমান কখনো তাই
আনিবেনা তারা ॥

১৩. অবস্থান দিনে আর
রাতেও যাহা
তেনারই মালিকানা
সবকিছু তাহা ॥
জগতের সবকিছু
তিনিই জানেন
সকল কিছুই তিনি
শুনিয়া থাকেন ॥

১৪. আসমান জমিনের বলো
আরো কাহাকে
আল্লাহ্‌ ছাড়া আর
মানিবো কাকে
সাহায্যকারী রূপে
আর যাহাকে ?
সবাইকে দান তিনি
করেন আহার
আহার্য্য প্রদান কেহ
করে নাকো তার ॥
বলো তুমি আদিষ্ট
হয়েছ তারই
প্রথমেই ইসলাম যেন
গ্রহণ করি ॥
আমার কাছে আরো
নির্দেশ মেলে
কখনো হই না যেন
মুশরিক দলে ॥

১৫. বলো তাই নাফরমানী
যদি মোর হয়
বিরাট একদিনে মোর
শাস্তির ভয় ॥

১৬. যার থেকে তাহা হবে
সরিয়ে নেয়া
সফলতা হবে তাই

পাওয়া তাঁর দয়া ॥

১৭. আল্লাহ্ তোমায় কোন
কষ্ট দিলে
তিনি ছাড়া আর কোথা
উপশম মিলে ?
মঙ্গল তিনি যদি
করেন প্রদান
সবার উপরে তিনি
মহাশক্তিমান ॥

১৮. পরাক্রমশালী তিনি
বান্দার উপরে
হেকমতওয়ালা; তাঁর
সবই গোচরে ॥

১৯. বল তুমি স্বাক্ষ্যরূপে
সেরা কি সেথা
স্বাক্ষী মোদের মাঝে
আল্লাহ্ যেথা ॥
সতর্ক করিতে তাই
কোরআন আসিয়াছে
তোমাদের জন্য তাহা
আমার কাছে
তোমাদের স্বাক্ষ্য মাবুদ
আরো কি আছে ?
বল আমি দেই না
স্বাক্ষ্য এমন
তিনিই মাবুদ এক
তোমরা যেমন;
শরিক করে থাকো
আমি তো তেমন
করি না শরিক তাঁকে
কভু কোন ক্ষণ ॥

২০. কিতাব দিয়েছি আমি
যাদের পানে
সেইরূপ করে তারা
ইহাকে মানে
যেইরূপ তারা চেনে
নিজ সন্তানে ॥

রুকু-৩

২১. জালিম কে আর বলো
বড় তার চেয়ে
মিথ্যা যে রচনা করে
আল্লাহ্কে নিয়ে ॥
আল্লাহ্র নিদর্শনে
অস্বীকার করে
সফলতা নেই কোন
তাহাদের তরে ॥

২২. একত্র যেদিন সবার
আমি করিব
মুশরিকদিগকে আমি
তখন বলিব ॥
কোথায় তারা আনো
মোর সাক্ষাতে
করিতে শরিক মোরে
যাহাদের সাথে ?

২৩. শেরেকের পরিনাম
কি আর হবে
তখন তাহারা সেথা
বলিবে সবে;
আল্লাহ্র কসম মোরা
করিলাম হেথা
আমরা তো মুশরিক
ছিলাম না সেথা ॥

২৪. দেখতো কিভাবে তারা
মিথ্যা বলে
নিজেদেরই বিরুদ্ধে
তারা সকলে ?
উধাও হয়েছে তাদের
মিথ্যা রটনা
তোমাদের প্রতি ছিল
যেসব ঘটনা ॥

২৫. তোমাদের দিকেতে কেহ
কান পেতে রাখে
অন্তর দিয়েছি যে
আবরণে ঢেকে ॥

যেন তারা কোন কিছু
বুঝিতে না পারে
তাদের কানেতে ছিপি
দিয়েছি ভরে
নিদর্শন সকলই যদি
দর্শন করে
আনিবেনা ঈমান তবু
তাঁর উপরে ॥
তোমার কাছে তারা
তর্কেতে কয়
পুরোনো কাহিনী ইহা
আর কিছু নয় ॥

২৬. অন্যেরে তাহা হতে
নিবৃত্ত রাখে
নিজেরাও ইহা থেকে
দুরে সরে থাকে;
তারা তো নিজেদেরই
ধ্বংস করে
অথচ তাহা তারা
বুঝিতে না পারে ॥

২৭. দেখিতে তখন যদি
তুমি তাদেরে
দাঁড় করানো হবে
দোজখের কিনারে ॥
তখন বলিবে তারা
হায় দুনিয়ায়
পাঠানো মোদের হতো
যদি পুনরায় ॥
অস্বীকার নিদর্শনে
করিতাম না যে
আমরাও হইতাম
মুমিনের মাঝে ॥

২৮. বরং সামনে তাদের
হলো প্রকাশিত
পূর্বে যাহা তারা
গোপন করিত ॥
এখনো তারা যদি
পিছু ফিরে যায়
একই কাজ করিবে
তারা পুনরায়
করিতে যাহা ছিল
নিষেধ সেথায় ॥
নিশ্চয়ই আছে তারা
ডাহা মিথ্যায় ॥

২৯. জীবন বলে শুধু
এই একখান
কখনোই হবো না মোরা
পুনরুত্থান ॥

৩০. তখন যদি তুমি
দেখিতে তাদের
রবের সম্মুখে যখন
দাঁড়াইবে ফের ॥
বলিবেন এটা কি তবে
বাস্তব নয় ?
বলিবে কসম রবের
সত্য নিশ্চয় ॥
বলিবেন তখন তিনি
কুফরির কারণে
আজাবের স্বাদ তাই
নাও এইক্ষণে ॥

রুকু-৪

৩১. আল্লাহ্‌র স্বাক্ষ্য যারা
মিথ্যা মেনেছে
নিশ্চয়ই তাহাদের
ক্ষতি হয়েছে ॥
এমনকি হঠাৎ যদি
আসে কিয়ামত
তাহারা বলিবে তখন
হায় আফসোস;
কতই না ত্রুটি ছিল
এই ব্যাপারে
বহন করিবে বোঝা
পাপের ভারে ॥
যেই বোঝা তাহারা

বহন করিবে
অতিশয় খারাপ বোঝা
তাহারা নিবে ॥
৩২. জীবন হলো হেথা
এই দুনিয়ার
খেলাধুলা ছাড়া জেন
কিছু নহে আর ॥
মুত্তাকীদের শ্রেয়
আখেরাতই জেন
তাহলে তোমরা তাহা
বোঝ না কেন ?
৩৩. আমি জানি তারা যাহা
তোমাকে বলে
তাদের কথায় তুমি
ব্যথিত হলে ॥
মিথ্যেবাদী কভু তো
বলে না তোমার
আল্লাহ্‌র আয়াত জালিম
করে অস্বীকার ॥
৩৪. তোমার আগেও অনেক
রাসুল যতো
মিথ্যেবাদী তারা
শুনেছিল কত
হয়েছিল তারা কত
নির্যাতিত ॥
তবুও ধৈর্য্যধারণ
তারা করিয়াছে
যতক্ষণে সাহায্য মোর
নাহি আসিয়াছে ॥
করিতে পারেনা তাই
কেহ কোনজন
আল্লাহ্‌র বাণী কভু
পরিবর্তন ॥
অবশ্যই ইতিহাস
কিছু আসিয়াছে
রাসুলদিগের কথা
তোমার কাছে ॥
৩৫. তাদের বিমুখতা যদি
কখনো তোমায়
সহ্যের সীমা কভু
ছেড়ে যেতে চায় ॥
তবে কোন জমিনের
সুড়ঙ্গ পথে
অথবা সিঁড়ি কোন
আসমান হতে ॥
খুঁজে কোন মোজেজা
সাথে করে নিয়ে
তাদের জন্য আনো
আর কোথা গিয়ে ॥
আর যদি আল্লাহ্‌ই
তাহা চাইতেন
সৎপথে সবারে তিনি
একত্র করিতেন
মূর্খের দল হতে
দূরে রহিবেন ॥
৩৬. ডাক দিলে সাড়া দেয়
সেই লোকজন
অন্তর দিয়ে যারা
করে যে শ্রবণ ॥
মৃতদেরে আল্লাহ্‌
জীবিত করিবেন
তাঁর দিকে সবারে
ফিরায়ে নিবেন ॥
৩৭. বলে তারা তার প্রভু
নাহি তারে করে
মোজেজা নাজিল কেন
তাহার উপরে ॥
আল্লাহ্‌ করিতে বল
সক্ষম যাহা
যদিও তোমরা সেটা
জানো না তাহা ॥
৩৮. পৃথিবীতে যত কিছু
প্রাণী রয়ে যায়
নভঃতলে পাখি যারা
উড়িয়া বেড়ায় ॥
বান্দা সকলেই

তোমাদের মতো
কিতাবেই দিয়েছি আমি
সবকিছু যতো;
অবশেষে রবের সেই
নিকটে আবার
একত্রিত করা হবে
একদিন সবার ॥

৩৯. বধির ও বোবা যারা
রহে আঁধারে
আমার নিদর্শনে তাই
অস্বীকার করে ॥
আল্লাহ্ চান যারে
বিপথে চালান
ইচ্ছায় সরল পথ
কারো বা দেখান ॥

৪০. বল তবে যদি হও
সত্যবাদী
হঠাৎ আজাব কিবা
কিয়ামত যদি ॥
আপতিত হলে তাহা
তোমাদের পরে
আল্লাহ্কে ছাড়া আর
ডাকিবে কারে ?

৪১. তখনতো তাঁকেই শুধু
ডাকিতে থাকো
তোমরা যে কারণে
তাঁহাকে ডাকো ॥
তাঁহারই ইচ্ছায় পরে
উদ্ধার হবে
শরিক করিতে যাদের
ভুলিয়া যাবে ॥

রুকু-৫

৪২. আমি তো তোমার যতো
উম্মত আগের
রাসুল পাঠিয়ে দিয়ে
ছিলাম তাদের ॥
পাকড়াও করিলাম
অভাব পাঠিয়ে
ধরিলাম তাদের আরো
রোগব্যাধি দিয়ে
কাঁদে যেন তাহারা
মিনতি নিয়ে ॥

৪৩. আমার শাস্তি যখন
উপরে পড়ে
তবুও তারা সব
মিনতি না করে ॥
বরং কঠিন তারা
আরো হয়ে গেল
এবং তারা সব
যাহা করেছিল
শয়তান শোভিত তাদের
করে দেখাইল ॥

৪৪. দিলাম খুলিয়া মোর
সবকিছু দ্বার
উল্লাসে ভুলে গেল
উপদেশ আর ॥
হঠাৎ তারা সব
পাকড়াও হলো
হতাশ তার ফলে
তারা হয়ে গেল ॥

৪৫. শেষ হয়ে গেল পরে
জালিমের দল
জগৎ প্রভু আল্লাহ্রই
প্রশংসা সকল ॥

৪৬. তোমরা কভু বল
ভাব কি যে তায়
শ্রবণ ও দৃষ্টি যদি
কাড়েন আল্লাহ্য় ॥
অন্তরে যদি হয়
মোহর মারা
ফিরানোর মালিক কোথা
আল্লাহ্ ছাড়া ?
সবকিছু বিশদভাবে
বর্ণনা রয়

তথাপিও তারা সব
মুখ ফিরে লয় ॥

৪৭. বল তবে, তোমরা
দেখেছ কি ভেবে
আল্লাহ্‌র শাস্তি যদি
এসে যায় তবে
জালিম ছাড়া আর
ধ্বংস কে হবে ?

৪৮. রাসুল পাঠাই আমি
সুখবর দিতে
আরো যায় তাহারা
সতর্ক করিতে ॥
শোধন, ঈমান এনে
যদি তারা হয়
রইবে না তাদের কোন
দুঃখ ও ভয় ॥

৪৯. নিদর্শন মোর যারা
মিথ্যা বলিত
শাস্তি তাদের পরে
হবে আপতিত
নাফরমানি এ জন্য যে
তারা করিত ॥

৫০. মোর কাছে নাই বল
কোন আল্লাহ্‌র
দেয়া আছে তাঁর কোন
ধনভাণ্ডার ॥
অথবা জানি না কোন
গায়েবী বিষয়
এবং ফেরেশতা কোন
আমি তাও নয়;
নাজিল ওহী যাহা
মোর উপরে হয়
সেই অনুপাতে মোর
সবকিছু রয় ॥
হতে পারে কভু তারা
সমান কি তবে
অন্ধ যে কেহ আর
চোখ যার হবে
অতএব তোমরা কি
দেখ না ভেবে ?

রুকু-৬

৫১. সতর্ক তাদের কর
এ কোরআন দ্বারা
সেই লোকজন সব
ভয় করে যারা;
রবের কাছে হবে
জমায়েত করা
সাহায্য-সুপারিশ নাই
নিজেরা ছাড়া
সতর্ক যাতে সব
হয়ে যায় তারা ॥

৫২. তাড়িয়ে দিও না যেন
তুমি তাদেরে
সকাল-বিকাল যারা
ইবাদত করে;
তোমার দায়িত্ব নেই
তাদের উপরে
দায়িত্ব তাদেরও নেই
তোমার ব্যাপারে ॥
বিতাড়িত করিবে তুমি
কোন কারণে ?
তাহলেই হয়ে যাবে
জালিমের সনে ॥

৫৩. এভাবেই কিছু লোক
আর লোক দিয়ে
বাছিলাম তাদের সব
পরীক্ষা নিয়ে ॥
যাহাতে তারা বলে
এরাই কি তারা ?
পেল তাই আল্লাহ্‌র
করুণা যারা
আল্লাহ্ কি জানেন না ভালো
কৃতজ্ঞ কারা ?

৫৪. তাহারা আসিবে যখন

তোমার কাছে
আমার আয়াতে ঈমান
যাহার আছে ॥
তখন বলিও যেন
তুমি তাদেরে
শান্তি বর্ষিত হোক
তোমাদের পরে ॥
তোমাদের রবে তাই
দায়িত্ব নিলেন
রহমত তোমাদেরে
তিনি করিবেন ॥
মন্দ কাজ কেহ
না জানিয়া করে
তওবা করে নেয়
তাহার পরে ॥
এবং যদি সে পরে
সৎ হয়ে যায়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তিনি
ভরা করুনায় ॥

৫৫. এইভাবে বর্ণনা করি
আমি আয়াতের
প্রকাশিত হয় পথ
অপরাধীদের ॥

রুকু-৭

৫৬. নিষেধ আমায় বল
হয়েছে করা
ইবাদত করিতে শুধু
আল্লাহ্কে ছাড়া
তোমাদের ইবাদত
পায় যাহারা ॥
চলিবনা আমি তাই
তোমাদের মতে
রইবোনা তার পরে
আর হেদায়েতে ॥

৫৭. বল মোর রব হতে
প্রমাণ আছে
অথচ মিথ্যা তাহা
তোমাদের কাছে ॥
তোমরা অতি দ্রুত
চাইছো যাহা
আমার কাছে তো
নাই যে তাহা ॥
আদেশ চলে না কোন
আল্লাহ্ ছাড়া
সকলি সত্য তাঁহার
বর্ণনা করা
তাঁহারই শ্রেষ্ঠ বিচার
মিমাংসা দ্বারা ॥

৫৮. বল তুমি তোমরা যা
চাইছ দ্রুত
আমার কাছে তাহা
যদি থাকিত;
ফয়সালা তাহলে
কবে হয়ে যেত
জালিমের আল্লাহ্ সবই
হন অবহিত ॥

৫৯. অদৃশ্য জগতের
চাবি আছে তাঁর
তিনি ছাড়া অন্য কেহ
জানেনা যে আর ॥
সকলই জানা তাঁর
যাহা আছে জলে
আর সব যাহাকিছু
রহে স্থলে ॥
একটি পাতাও কোথা
কভু নাহি ঝরে
সেটাও রয়ে যায়
তাঁহার গোচরে ॥
শষ্যের কণা এক
মাটির আঁধারে
আর্দ্র ও শুষ্ক যাহা
থাকিতে পারে
সবকিছু রয়েছে এই
গ্রন্থের মাঝারে ॥

৬০. রাত্রিতে তোমাদেরে
আয়ত্ত্বে আনেন
দিনের কর্ম তিনি
সকলই জানেন ॥
তোমাদের করা হয়
পূণঃর্জাগরিত
পূর্ণ করিতে আয়ু
নির্ধারিত ॥
অতঃপর তাঁর পানে
ফিরিবে সবে
তোমাদের কর্ম সবই
জানানো হবে ॥

রুকু-৮

৬১. প্রতাপশালী তিনি
বান্দাতে হন
তোমাদের প্রতি তাঁর
রক্ষী প্রেরণ;
আমার দূতেরা করে
জীবন হরণ
করে না কোনই ত্রুটি
তারা অকারণ ॥
৬২. তাদের আসল প্রভু
আল্লাহ্‌ই রয়
সবারই তাঁর দিকে
ফিরে যেতে হয় ॥
হুকুম চলিছে দেখ
সব তাঁহারই
শীঘ্রই হিসাব তিনি
গ্রহনকারী ॥
৬৩. কে-তিনি বল তুমি
যিনি তোমাদের
আঁধার হতে সেই
স্থল ও জলের ॥
তাঁহাকে তোমরা যখন
ডাকো গোপনে
বিনীতভাবে বল
তাহার সনে ॥
উদ্ধার করো যদি
এই বিপদের
অবশ্যই হব মোরা
কৃতজ্ঞদিগের ॥
৬৪. আল্লাহ্‌ই তোমাদের বল
করেন উদ্ধার
যাবতীয় বিপদের
নিরাময় আর
তথাপিও শেরেক শুধু
কর যে তাঁহার ॥
৬৫. সক্ষম বল যে তিনি
শাস্তি দিতে
উপর থেকে বা
পদতল হতে;
কিংবা তোমাদের
বিভক্ত করিতে
এবং যুদ্ধের স্বাদ
তোমাদের নিতে ॥
দেখ মোর বর্ণনা
আলাদা যে হয়
আয়াত সমূহ যেন
তারা বুঝে লয় ॥
৬৬. শাস্তিকে তোমার কওম
মিথ্যা কহে
অথচ ইহার সব
সত্যই রহে
বল তাই তুমি সেথা
নিয়োজিত নহে ॥
৬৭. জেনে রাখ তোমরা
প্রতিটি খবর
নির্ধারিত সময়ে তাহা
হবে কার্যকর
জানিতে পারিবে তাহা
অতি সত্ত্বর ॥
৬৮. যখন দেখ তুমি
আমার আয়াতে
খুঁজিতে গিয়ে তারা

খুঁত তাহাতে ॥
তখন তাদের হতে
থাকো দূরে সরে
যতক্ষণে অন্য কথা
শুরু না করে ॥
শয়তান তোমায় যদি
ভুল করে দেয়
তোমার স্মরণ পরে
যদি হয়ে যায়
জালিমের সাথে তাই
রবে না সেথায় ॥

৬৯. দায়িত্ব নেই কোন
মুমীনের পরে
জবাব দিতে হবে
তারা যা করে ॥
দায়িত্ব তারা যেন
উপদেশ দেয়
হয়তোবা তারা তাতে
সাবধান হয় ॥

৭০. এইরূপ লোক হতে
দূরে থাকো সরে
ধর্মকে খেলারূপে
যারা মনে করে
যাদের জীবন আছে
ধোঁকায় ভরে ॥
উপদেশ কোরআন দিয়ে
দাও তাদেরে
কর্মফলে যেন
জড়িয়ে না পড়ে ॥
সাহায্যে নাই কেহ
আল্লাহ্ ছাড়া
দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে
বিনিময়ে তারা;
হবেনা তবুও তাহা
গ্রহণ করা
নিজেরই কর্মফলে
জড়ালো এরা ॥
কুফরির কারণে তাই
রয়েছে তাদের
ফুটন্ত পানীয় সাথে
ব্যথা আজাবের ॥

রুকু–৯

৭১. বল তুমি আমরা কি
আল্লাহ্ ছাড়া
ডাকিব এমন কারো
উপকারী তারা
ক্ষতিও করিতে কিছু
পারে না যারা ?
আল্লাহ্ সঠিক পথ
দেখানোর পরে
বিপরীত দিকে মোরা
যাব কি ফিরে ?
শয়তান যাহাকে
পথহারা করে
সাথীরা ডাকিয়া সব
বলিছে তারে
ফিরে এস তোমরা
আমাদের ধারে ॥
প্রকৃত সুপথ বল
আল্লাহ্‌তে রয়
তোমরা জানিও সব
তাহা নিশ্চয় ॥
নির্দেশ আমাদের
তাহা আসিয়াছে
সমর্পণ করিতে বিশ্ব
পালকের কাছে ॥

৭২. নির্দেশ আরো এলো
নামাজ পড়িতে
ভয়ও যেন তাই
তাঁকে করিতে ॥
জেনে রাখো একদিন
তোমরা সবে
তাঁহারই নিকটে সবাই
একত্র হবে ॥

৭৩. সঠিকভাবে হলো
সৃষ্টি যে তাঁর
আসমান ও জমিনের
এই যে আকার ॥
বলিবেন হয়ে যাও
যখনই তিনি
তাহা সব হয়ে যাবে
ঠিক তখনই ॥
সকল কথাই আছে
সত্য যে তাঁর
যেদিন শিঙাতে হবে
দেয়া ফুৎকার
হুকুম তাঁহার রবে
উপরে সবার ॥
দৃষ্টিতে যাহা আর
অদৃশ্যমান
সকল বিষয় পরে
আছে তাঁর জ্ঞান
হেকমতওয়ালা তিনি
সংবাদ পান ॥

৭৪. ইব্রাহিম তার পিতা
আজরকে বলে
প্রভু কেন মনে কর
মূর্তি সকলে ॥
দেখিতে পাই কেন
আমি তোমাকে
গোমরাহী মাঝে তব
কওম থাকে ॥

৭৫. দেখিয়েছি এইরূপে
ইব্রাহিমের
আজব বস্তু সকল
আকাশ-জমিনের
দৃঢ়তা আসে যেন
বিশ্বাসীদের ॥

৭৬. যখন নামিলো রাত
আঁধার করা
দেখিতে পাইল সে
একটি তারা;
এটাই আমার রব
বলিল তখন
তারপর অস্ত সেটা
হইল যখন ॥
বলিল সে ডুবিয়া
গিয়াছে যাহা
মোর প্রভু হইতে
পারে না তাহা ॥

৭৭. তারপর আকাশেতে
চাঁদ উঠিল
দেখিতে পাইয়া সে
তখন বলিল;
তাহলে এটাই হবে
আমার প্রভু
সেটাও অস্ত হয়ে
গেল যে তবু ॥
তখন সে বলে হে
আমার বিধাতা
সঠিক পথ সেটা
রয়েছে কোথা ?
সঠিক পথ যদি
প্রভু না দেখায়
ভ্রষ্ট হয়ে যাব
আমি যে হেথায় ॥

৭৮. অবশেষে সূর্যকে
দেখিয়া বলে
বড় এটা নিশ্চয়ই
রব তাহলে ॥
সেটাও তারপর
ডুবিয়া গেলে
নিশ্চয়ই তাহা নহে
কওমেরে বলে ॥

৭৯. মুখ ফিরালাম আমি
সেই দিকে তাঁর
আসমান জমিন হলো
সৃষ্টি যাহার
মুশরিক মাঝে নাই
আমি তাই আর ॥

৮০. তর্কে লিপ্ত কওম
হলো ইহাতে
বলে সে তর্ক কেন
কর মোর সাথে ॥
অথচ আল্লাহ্ই পথ
দেখালো আমায়
ভয় করি না কোন
প্রভুর ইচ্ছায়
তোমরা শরিক যাকে
করিছ সেথায়
আমার রবের জ্ঞানে
সব থেকে যায়
ভাবিয়া কখনো
দেখ না যে তায় ॥

৮১. কেমনে ভয় আমি
করিব তাকে
আল্লাহ্র শরিক কর
তোমরা যাকে ॥
ভয় কেন কর না
শরিক করিতে
নাজিল হয়নি যাহা
প্রমাণ দিতে ॥
কোন দল সেটা তাই
দুইটি দলের
যোগ্যতা বেশি রাখে
শাস্তি লাভের
কোন জ্ঞান যদি থাকে
তবে তোমাদের ॥

৮২. ঈমান আনিয়া যারা
শেরেকের সাথে
মিশ্রিত করেনি তারা
ঈমান তাহাতে ॥
সকলেই তারা সব
নিরাপদ হবে
এবং সঠিক পথে
তাহারাই রবে ॥

রুকু-১০

৮৩. প্রমাণ দিলাম যাহা
ইব্রাহিমের
মুকাবিলা করিতে
তার কওমের ॥
যাহাকে ইচ্ছা করি
মর্যাদা দান
তব রব হেকমতী
সবে তাঁর জ্ঞান ॥

৮৪. ইয়াকুব-ইছাক দান
করিলাম তাকে
প্রত্যেকে তারা সব
সৎ পথে থাকে ॥
এর আগে নূহুকেও
দান করিলাম
বংশধর তার
দাউদ সুলেমান ॥
ইউসুফ মুসা ও
হারুণ যে আর
প্রতিদান দিয়ে থাকি
যারা নেককার ॥

৮৫. ঈসা ও ইলিয়াস
আর ইয়াহিয়া
তাহার মাঝে আরো
ছিল যাকারিয়া ॥
তাহাদের দিয়েছিনু
হেদায়েত দান
সকলেই তারা সব
ছিল পূণ্যবান ॥

৮৬. ইসমাইল ইয়াসা
ইউনুস ও লুতে
হেদায়েত পেল সব
আমারই হতে
ফজিলত উপরে পেল
এই পৃথিবীতে ॥

৮৭. কিছু লোকে পেয়েছিল
পূর্ব পুরুষের
আবার তাদের কেহ

বংশধরের
আরো কিছু পেল সব
ভাই তাহাদের ॥
আমার দ্বারা ছিল
তারা মনোনীত
সঠিক পথে হল
পরিচালিত ॥

৮৮. আল্লাহ্‌র হেদায়েত ইহা
তিনি যে করেন
যাহাকে ইচ্ছা নিজ
বান্দাকে দেন ॥
তাহাদের দ্বারা যদি
শিরিক হতো
কর্ম সবারই তবে
বিফলে যেতো ॥

৮৯. করিলাম, ক্ষমতা কিতাব
নবুয়ত দান
তোমাকে যদি করে
প্রত্যাখ্যান ॥
তোমার নবুয়তে
অস্বীকার তারা
তবে এক কওম ঠিক
করিয়াছি যারা
তোমাকে মানিবে সব
বিশ্বাস দ্বারা ॥

৯০. তাহারাই যারা সব
এইরূপ ছিল
হেদায়েত আল্লাহ্ তাই
তাদের করিল ॥
তুমিও এখন তাই
সেইপথে চল
চাও না মূল্য কোন
তাদেরে বল
বিশ্ববাসীর ইহা
উপদেশ হলো ॥

রুকু-১১

৯১. মর্যাদা করেনি কেহ
আল্লাহ্‌কে তারা
উচিত ছিল তাঁকে
যেভাবে করা ॥
তারা বলে আল্লাহ্
মানুষের পরে
নাজিল কোন কিছু
কভু নাহি করে ॥
মুসার উপরে বল
নাজিল কে করেছে
মানুষের তরে যাতে
হেদায়েত আছে ॥
লিখিয়া তোমরা তাহা
পৃথক করিয়া
প্রকাশ কর কিছু
গোপন রাখিয়া ॥
শিক্ষা পেলে সেথা
অনেক বিষয়ের
জানিতে না তোমরা ও
পুরুষ আগের ॥
আল্লাহ্‌ই বল ইহা
নাজিল করে
তারপর দাও তুমি
তাদেরে ছেড়ে ॥
অনর্থক কাজ তারা
যাহা করিত
নিজেরা তাতেই যেন
থাকে লিপ্ত ॥

৯২. কিতাব নাজিল ইহা
বরকতময়
পূর্ব কিতাবের এতে
সত্যতা রয়
মক্কা ও পাশের লোকের
দাও তুমি ভয় ॥

৯৩. উহার চেয়ে বড়
জালিম আর কে
আল্লাহ্‌র উপরে যে
মিথ্যারোপ করে ॥

অথবা মিথ্যা কথা
বলে তারা অতি
নাজিল হয়নি ওহী
তাহাদের প্রতি ॥
তারাও নাজিল বলে
করিতে পারে
আল্লাহ্‌য় যেমনভাবে
নাজিল করে ॥
জালিমের মৃত্যুর
যন্ত্রণা কালে
হাত বাড়িয়ে তখন
ফেরেশতারা বলে ॥
বের করে দাও আজ
তোমাদের প্রাণ
আজাব লাঞ্ছনাকর
হবে যে প্রদান ॥
কারণ আল্লাহ্‌কে নিয়ে
অসত্য বলিতে
কবুল করিতে আয়াত
অহঙ্কার করিতে ॥

৯৪. আমার কাছে এলে
একাকী এখন
সৃষ্টি করেছি আমি
প্রথমে যখন ॥
পিছনে ফেলিয়া সব
আসিয়াছ তাহা
প্রথমে দিয়াছি আমি
তোমাদের যাহা ॥
তোমাদের সাথে কেহ
দেখি না তাদের
শরিক করেছিলে
তোমরা যাদের ॥
ছিন্ন তোমাদের সাথে
তারা হয়েছে
ধারনা তোমাদের
ব্যর্থ হয়ে গেছে ॥

রুকু-১২

৯৫. বীজ ও আঁটি হতে
আল্লাহ্‌ই যিনি
অংকুর সৃষ্টি সেথা
করেন তিনি ॥
মৃত হতে করেন বাহির
জীবিত যাকে
জীবিত আছে যে
মৃতও তাহাকে ॥
সেই তিনি যাহাকে
আল্লাহ্ বলে
তোমরা কোথায় ফিরে
যাবে তাহলে ?

৯৬. উদয় ঘটান রবি
তিনি প্রভাতে
রাত্রিকে সৃষ্টি করা
বিশ্রাম নিতে
চাঁদ আর সূর্য্য
গণনা করিতে ॥
পরাক্রমশালী তিনি
ইহার কারণ
সবকিছু জানা আর
তাঁর নির্ধারণ ॥

৯৭. তিনিই তোমাদের
সাহায্য করিতে
জলস্থল আঁধারে
পথ খুঁজে নিতে ;
তারকারাজি তাঁর
সৃজন করা
বিশদভাবে আছে
বর্ণনা দ্বারা
প্রমাণ তাদের তরে
জ্ঞানী লোক যারা ॥

৯৮. একটি নফ্‌স্ হতে
সৃষ্টি যে হলে
স্থায়ী-অস্থায়ী
ঠিকানা পেলে ॥
বিশদভাবে মোর

বর্ণনা করা
প্রমানসমূহ আছে
বুঝিবে যারা ॥

৯৯. বর্ষণ হয় পানি
আসমান হতে
উদ্ভিদ নানারূপ
হয় যে তাতে ॥
সবুজ পাতাগুলি
বাহির করি
শষ্যদানা সেথা
ওঠে সব ভরি ॥
ঝুলন্ত কাঁদি হয়
খেজুর গাছের
আনার জয়তুন ও
বাগান আঙুরের
একইরূপ অথবা
আলাদা ধরনের ॥
ফলে যদি লক্ষ্য
তোমাদের রয়
যখন পাকে আর
ফলবান হয় ॥
নিদর্শন এ সকল
তাহাদের কাছে
সেই লোক যাহাদের
ঈমান রহিয়াছে ॥

১০০. আল্লাহ্‌র শরিক করে
জ্বীনকে তারা
অথচ সৃষ্টি জ্বীন
তাঁহারই দ্বারা
আল্লাহ্‌র সন্তান বলে
প্রমান ছাড়া ॥
পবিত্র তিনি আর
মহিমান্বিত
বলে যাহা ঊর্ধ্বে তার
তিনি অবস্থিত ॥

রুকু-১৩

১০১. স্রষ্ঠা আদি যে তিনি
আসমান জমিনের
সন্তান হবে তাঁর
কিরূপে তা ফের ॥
কেহই তো তাঁহার যে
সঙ্গিনী নয়
সৃষ্টি সকলি তো
তাঁর দ্বারা হয়
সবকিছু জানা তাঁর
সকল বিষয় ॥

১০২. তোমাদের রব তিনি
আল্লাহ্ একাই
তিনি ছাড়া আর কোন
উপাস্য যে নাই ॥
সবকিছু তাঁর এই
সৃষ্টি জগৎ
অতএব তোমরা তাঁহার
কর ইবাদত
সকল বিষয়ে তিনি
কার্যকারক ॥

১০৩. দৃষ্টির বাইরে সদা
তিনি থাকিয়া
বেষ্টন করিয়া আছেন
দৃষ্টি রাখিয়া ॥
গভীর সুক্ষে তাঁহার
দৃষ্টি আছে
তত্ত্বেরও জ্ঞান সব
তাঁহারই কাছে ॥

১০৪. অবশ্যই স্বচ্ছ
প্রমাণ আসিয়াছে
রবের তরফ হতে
তোমাদের কাছে ॥
কেহ যদি দেখে তাহা
আগ্রহভরে
নিজেকেই তবে সে
উপকার করে ॥
না দেখে যদি কেহ
অন্ধ থাকে

নিজেকেই তবে সে
ক্ষতিতে রাখে ॥
নিযুক্ত হইনি আমি
তোমাদের তরে
নজর রাখিতে সদা
কারো উপরে ॥

১০৫. বিভিন্ন ধারায় আমি
বর্ণনা করি
প্রমাণসমূহ তাই
সব আমারই ॥
যাহাতে বলে তারা
এমনই করে
তুমি তো নিয়েছ
সকলই পড়ে ॥
পরিষ্কারভাবে আমি
তাদের কারণে
প্রকাশ করে থাকি
যাহারা তা জানে ॥

১০৬. তোমার প্রভু হতে
ওহী যাহা পাও
সেই অনুপাতে তুমি
কাজ করে যাও ॥
মাবুদ তিনি ছাড়া
আর কেহ নাই
মুখ ঘুরিয়ে রাখ
মুশরিকে তাই ॥

১০৭. চাওয়াই থাকিত সেথা
যদি আল্লাহ্‌র
করিত না শেরেক তাই
তারা কভু আর ॥
বলিনি তোমায় কভু
নজর রাখিতে
তাদের উপরে কোন
দৃষ্টি দিতে
নও তুমি কাহারও
কার্য্য করিতে ॥

১০৮. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পূজা
করিছে যাদের
দিও না গালি কোন
তোমরা তাদের ॥
তাহলে সীমা তারা
লঙ্ঘন করিবে
না জানিয়া গালি তারা
আল্লাহ্‌কে দিবে ॥
এভাবেই প্রতিটি সব
জাতির কাছে
তাহাদের কাজগুলি
সুশোভিত আছে ॥
রবের কাছে তারা
ফিরিবে যবে
সবারই কর্ম সকল
জানানো হবে ॥

১০৯. আল্লাহ্‌র কসম করে
তাহারা বলে
নিদর্শন পায় যদি
তারা সকলে
আনিবে ঈমান সব
অবশ্য তাহলে ॥
বল তুমি নিদর্শন
আল্লাহ্‌র কাছে
কিভাবে তোমাদের
বুঝিবার আছে ॥
তাদের কাছেও যদি
চলে আসে প্রমাণ
তবুও তারা সব
আনিবেনা ঈমান ॥

১১০. ঘুরিয়ে দেব আমি
তাহাদের মন
ঈমান আনেনি তারা
প্রথমে যেমন ॥
অবাধ্য পূর্বে ছিল
যেমন তারা
তেমনি ঘুরিবে সব
হয়ে দিশেহারা ॥

অষ্টম পারা ঃ অ লাউ আন্নানা

রুকু-১৪

১১১. ফেরেশতা যদি আমি
পাঠিয়ে দিতাম
মৃতের সাথে যদি
কথা বলাতাম;
সকল বস্তুও যদি
হাজির করিতাম
আনিত না কভু তারা
তখনো ঈমান ॥
অবশ্য আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা যথা
তাহলে সেটা হতো
ভিন্ন কথা
অধিকেরই মূর্খতা
আছে অজ্ঞতা ॥
১১২. করিয়াছি নবীদের
শত্রু তারা
মানব জ্বীন আর
শয়তান দ্বারা
মনভোলা কুমন্ত্রণা
আবেশ করা ॥
চাইতেন যদি তিনি
রব যে তোমার
এই কাজ তারা সব
করিত না আর ॥
সুতরাং ছেড়ে দাও
সকলই তাদের
মিথ্যা রটনা সকল
আছে যাহাদের ॥
১১৩. এ জন্যে প্ররোচিত
তারা সব করে
ঈমান আনে না যেন
আখেরাত পরে ॥
আকৃষ্ট কুযুক্তিতে
হয় যেন তারা
তুষ্ট থাকে যেন
কুকর্ম দ্বারা ॥
১১৪. তবে তুমি বল তাই
আল্লাহ্‌কে ছাড়ি
খুঁজিব আর কোন
ফয়সালাকারী ?
অথচ তোমাদেরে
তিনিই দিলেন
কিতাব বিশদভাবে
নাজিল করিলেন ॥
কিতাব আমার হতে
পাইল যারা
সত্যবার্তা এলো
জানে সব তারা
তোমার উচিত নহে
সন্দেহ করা ॥
১১৫. প্রভুবাণী সত্য ও
ন্যায়ে আছে ভরে
সাধ্য কাহারো নাই
বদল করে
সব-ই শোনেন তাঁর
রয় গোচরে ॥
১১৬. লোকের কথা যদি
শুনিবে তুমি
তোমাকে করে দিবে
বিপথগামী ॥
নিজেদের ধারনায়
তাহারা চলে
মনগড়া কথা তারা
কেবলই বলে ॥
১১৭. তোমার রবের সেটা
জানা আছে তায়
তাঁর পথ ছেড়ে যারা
ভিন পথে ধায়
এবং তাহাদের যারা
সৎপথে যায় ॥
১১৮. আল্লাহ্‌র নামেতে যাহা

জবাই করা
তাহা থেকে খাও সব
যদি তোমরা
ঈমান নিদর্শনে
রাখিবে তারা ॥
১১৯. হয়েছে কি তোমাদের
খাবেনা তাহা
আল্লাহ্‌র নামে হল
জবাই যাহা ?
তোমাদের হারাম
করেছেন যথা
বিশদভাবে তাহা
বলছেন তথা
নিরূপায় হলে তবে
অন্য কথা ॥
না জানিয়া কেহ যদি
বিপথে চালায়
জানেন তোমার রব
ভালো নিশ্চয়
যাহাদের দ্বারা সীমা
লঙ্ঘন হয় ॥
১২০. বর্জন কর পাপ
প্রকাশ্য - গোপনে
শাস্তি হবে দেয়া
তাহার কারনে ॥
১২১. খেও নাকো তোমরা
এমন প্রাণী
আল্লাহ্‌র নাম যেথা
নেয়া হয়নি ॥
অবশ্যই ইহাতে
গুনাহ্ আছে ভরা
শয়তান মন্ত্রণা দেয়
বন্ধুর দ্বারা
তর্ক তোমাদের সাথে
করে যেন তারা ॥
তাদের কথা যদি
মানিয়া চলে
তাহারাও হয়ে যাবে
মুশরিক দলে ॥

রুকু-১৫

১২২. যে ছিল মৃত হয়ে
পরে আমি যাকে
জীবিত করে আমি
দান করি তাকে;
এমন আলোক নিয়ে
লোক সমাজে
বিচরণ করে সে
সবার মাঝে ॥
তাহার মত সে কি
হতে পারে তাই
আঁধারের মাঝে যারা
রয়েছে সদাই ?
কাফেরের দৃষ্টিতে
সুশোভিত করা
কার্যকলাপ সবই
যাহা করে তারা ॥
১২৩. প্রত্যেক জনপদে
অপরাধী নেতা
কুচক্র করিবে
তাহারা যেথা
সুযোগ দিয়েছি তাদের
আমি যে সেথা ॥
নিজেরই বিরূদ্ধে তারা
কুচক্র করে
অথচ তারা সেটা
বুঝিতে না পারে ॥
১২৪. আয়াত তাদের কাছে
আসিলে বলে
ঈমান আনিবোনা
মোরা তাহলে;
যদি না আমাদের
দেয়া হয় তাহা
দিয়েছেন রাসুলকে
আল্লাহ্ যাহা ॥

আল্লাহ্ই জানেন বিষয়
ভালো এই সবে
রিসালাত কার উপরে
অর্পিত হবে ॥
অপরাধ করে যারা
কুচক্র করে
অপমান ও শাস্তি আছে
তাদের উপরে ॥

১২৫. সৎ পথে আল্লাহ্
চান যাহাকে
ইসলামে বক্ষ খুলে
দেন তাহাকে ॥
যদি চান বিপথেই
যাক থাকিয়া
বক্ষ দেন তবে তার
সরু করিয়া
দ্রুতই সে যায় যেন
আকাশে চড়িয়া ॥
আল্লাহ্র উপরে যারা
আনেনা ঈমান
এভাবেই তাদেরে করেন
লাঞ্ছনা প্রদান ॥

১২৬. সরল সঠিক পথ
ইহাই রবের
উপদেশ নেয় যারা
আমি তাহাদের ॥
নাজিল করিয়া মোর
আয়াত যত
বর্ণনা করিয়াছি
বিস্তারিত ॥

১২৭. শান্তির আবাস যেথা
রয়েছে তাদের
বন্ধু হয়েছেন যেথা
তিনি যাহাদের
প্রতিফল দিবেন তিনি
উত্তম কাজের ॥

১২৮. ভেবে দেখ সমবেত
সেই দিন যিনি
করিয়া সকলেরে
বলিবেন তিনি;
শুন হে জ্বীন জাতি
অনেক মানুষের
অনুগামী করেছিলে
তোমরা যাদের;
মানুষের মাঝে সেই
বন্ধুরা তাদের
বলিবে যে রব মোরা
একে অপরের ॥
সবাই সেখানে শুধু
লাভবান হতো
এখন হলাম মোরা
সেথা উপনীত
যে সময় করেছিলে
নির্ধারিত ॥
সেইদিন আল্লাহ্ তাই
বলিবেন তাদের
দোজখ ঠিকানা হলো
আজ তোমাদের ॥
চিরকাল তোমরা
থাকিবে সেথা
আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে
ভিন্ন কথা ॥
জানিও তবে তাই
ইহা নিশ্চয়
হেকমতওয়ালা তাঁর
সব জানা রয় ॥

১২৯. জালিমের বন্ধু আমি
করি জালিমের
এভাবেই যেরূপ হয়
কর্ম যাদের ॥

রুকু–১৬

১৩০. জ্বীন আর মানবেরা
শোন মন দিয়ে
তোমাদের কাছে কি

আসেনি নিয়ে ॥
নিদর্শন বর্ণনা সেথা
করেনি কি তারা
তোমাদের মধ্য হতে
রাসুল যারা ?
এইদিন হতে কি তারা
সতর্ক করিত ?
স্বীকার করিবে সব
অপরাধ যত
পার্থিব জীবনে সবাই
ছিল প্রতারিত ॥
স্বীকার করিবে সব
তারা নিজেরা
কাফের সকলেই
ছিল যে তারা ॥

১৩১. তোমার রব তাই
জুলুমের কারণে
ধ্বংস করেন না তিনি
সেথা কোনক্ষণে;
একটি জনপদ কোন
অধিবাসীদের
এমত অবস্থায়, জানা
রহেনা তাদের ॥

১৩২. স্তর আলাদা আছে
সবার তরে
সেইরূপ যারা সব
কর্ম করে
সকলেরই কর্ম তব
রবের গোচরে ॥

১৩৩. তোমার রবই জেন
তিনি নিশ্চয়
অভাবমুক্ত সবি
আর দয়াময় ॥
ইচ্ছায় পারেন তিনি
সরিয়ে দিতে
তোমাদের স্থানে
কারো আনিতে ॥
সৃষ্টি করেছেন তিনি
যেমন তোমাদের
আলাদা বংশ এক
অন্য কওমের ॥

১৩৪. দেয়া হয় যে সকল
ওয়াদা তোমাদের
পারিবে না ব্যর্থ কভু
করিতে তাদের ॥

১৩৫. বল হে কওম মোর
করে চল তাই
নিজ নিজ কাজ করে
তোমরা সবাই
আমার কাজ যেটা
আমি করে যাই ॥
অচিরেই জানিবে সব
তাহা তোমরা
পরিণাম কার হবে
মঙ্গলভরা
সফল হবে না কোন
জালিম যারা ॥

১৩৬. শষ্য ও গবাদি থেকে
কিছু তারা নিয়ে
আল্লাহ্‌র জন্য তাহা
সেথা রেখে দিয়ে ॥
বলে তারা নিজেদের
ধারণা থেকে
আল্লাহ্‌র অংশ মোরা
দিলাম রেখে ॥
অন্য অংশ মোদের
দেবতার যাহা
আল্লাহ্‌র দিকে তাই
পৌঁছে না তাহা ॥
কিন্তু যেটুকু রাখে
আল্লাহ্‌র তরে
পৌঁছিয়া যায় তাহা
দেবতার ঘরে
তারা কত জঘন্য
ফয়সালা করে ॥

১৩৭. এমনিভাবে তাই

মুশরিক নজরে
দেবতা দিয়াছে
মুগ্ধতা ভরে
সন্তান হত্যা যেন
তাহারা করে ॥
নিজেদেরে ধ্বংস যেন
পারে করিতে
ধর্মও গোলমেলে
করিয়া দিতে ॥
চাইতেন আল্লাহ্ সেটা
কখনো যদি
এইকাজ করিত না
তারা নিরবধি ॥
সুতরাং ছাড়িয়া তুমি
দাও তাহাদের
মনগড়া উক্তি সেথা
ছিল যাহাদের ॥

১৩৮. বলে তারা বৈধ
ইহা কারো নয়
গবাদি পশু ক্ষেত
হেথা যাহা রয়
খাইতে পারে শুধু
মোদের ইচ্ছায় ॥
পশু কিছু হারাম হলো
উপরে চড়া
তাহাও হারাম হয়
আল্লাহকে ছাড়া
যদি কোন প্রাণী হলো
জবাই করা ॥
মিথ্যার আরোপ তারা
আল্লাহ্তে করে
এ কথার প্রতিফল
পাবে অচিরে ॥

১৩৯. বলে যে পশুর পেটে
রহিয়াছে যাহা
পুরুষের জন্য হলো
হালাল তাহা;
নারীদের তরে তাহা
হারামই রবে
মৃত হলে হকদার
সমানই হবে ॥
শীঘ্রই ফল পাবে
এ কথা বলার
হেকমতওয়ালা তিনি
সব জানা তাঁর ॥

১৪০. অবশ্যই ক্ষতির মাঝে
রহিয়াছে তারা
সন্তান হত্যা সকল
করিয়াছে যারা;
নিজেদের অজ্ঞতা
বোকামির দ্বারা
হারামও করে নেয়
জীবিকা তারা ॥
আল্লাহ্র দেয়া সেই
জীবিকা নিয়ে
করেছিল রচনা সব
মিথ্যা দিয়ে ॥
বিপথগামী সব
যারা হয়েছিল
না তারা কখনো
হেদায়াত নিলো ॥

রুকু-১৭

১৪১. আর সেই চিরায়ত
সত্ত্বাই যিনি
বাগান আর গাছপালা
সৃজিলেন তিনি ॥
কতক সৃষ্টি হয়
মাচানের দ্বারা
আর কিছু তার কোন
সাহায্য ছাড়া ॥
খেজুর গাছ আর
ক্ষেত ফসলের
তৈরী হয় যাহা
বিভিন্ন স্বাদের ॥

জয়তুন অথবা সেথা
হয় যে আনার
একইরূপ কখনোবা
বিভিন্ন আকার ॥
ফল খাও যখনই
হয় ফলবান
ফসল তোলার দিনে
হক কর দান ॥
করো না কখনো যেন
তাহা অপচয়
ভালোবাসা পাবে না তাঁর
তবে নিশ্চয় ॥

১৪২. কিছু পশু সৃষ্টি তিনি
করিলেন আর
বহন করিতে বোঝা
কিছু ক্ষুদ্রাকার ॥
রিজিক দিলেন তাই
আল্লাহ্ যাহা
সে সকল তোমরা
খাইবে তাহা ॥
সেই পথে চলো না যেথা
শয়তান যায়
প্রকাশ্য শত্রু সে তো
তোমাদের সেথায় ॥

১৪৩. আটটি সৃষ্টি তাঁহার
উভয় জাতের
পুরুষ ও মাদী যাহা
হলো উহাদের
দুরকম মেষ আর
দুরূপ ছাগলের ॥
বল তুমি হারাম কি
তোমাদের কাছে
দু'টি নর-মাদী আর
গর্ভে যা আছে ?
তাহলে তোমরা সব
দাও প্রমানাদি
হও যদি তোমরা
সত্যবাদী ॥

১৪৪. উটের মাঝেও হলো
দুই প্রকারের
একইরূপ সৃষ্টি ও
আছে গরুদের ॥
বল তুমি হারাম কি
তার দ্বারা হয়
নর-মাদী চারিটি বা
গর্ভে যা রয় ?
হাজির তোমরা কি
তথায় ছিলে
যেথা হতে আল্লাহ্র
নির্দেশ নিলে ?
কাজেই জালিম বড়
তার চেয়ে কে
মিথ্যা আল্লাহ্কে নিয়ে
রচিয়াছে যে ॥
নিশ্চয়ই রয়েছে সব
জালিম যারা
আল্লাহ্র দেয়া পথ
পায় নাকো তারা ॥

রুকু-১৮

১৪৫. ওহী আছে বল তুমি
আমার তরে
হালাল খাদ্য যেন
ভক্ষণ করে ॥
মৃত প্রাণী, রক্ত ও
শুকর ছাড়া
অন্যের নামে কারো
উৎসর্গ করা;
এসবের কোনোটাই
পবিত্র নয়
তবে কেহ যদি কোন
নিরূপায় হয়;
অবাধ্য হয় না সে
যদি কভু আর
লঙ্ঘন করেনি সেথা

কোন সীমানার
তব রব ক্ষমাশীল
দয়া আছে তাঁর ॥
১৪৬. হারাম ছিল সেথা
ইহুদীদিগের
নখওয়ালা পশু আর
গরু-ছাগলের
পিঠ নাড়ি হাড় মেশা
চর্বি তাদের ॥
অবাধ্য আমার তথা
হয়েছিল তারা
শিক্ষাও দিলাম আমি
শাস্তির দ্বারা
অবশ্যই আমি রই
সত্যভরা ॥
১৪৭. মিথ্যেবাদী যদি
তোমাকে বলে
করুণার মালিক প্রভু
বল তাহলে
অপরাধীদের যেথা
শাস্তি মেলে ॥
১৪৮. অচিরেই বলিবে সব
মুশরিকেরা
আল্লাহ্ চাইলে শিরিক
করি না মোরা;
শিরিক করিত না আরো
বাপ-দাদারা
না হতো কোন কিছু
হারাম করা ॥
এইরূপ বলেছিল
আগের যারা
আমার শাস্তি শেষে
পেয়ে গেল তারা ॥
বল কি প্রমাণ কোন
তোমাদের আছে ?
তাই হলে পেশ কর
আমার কাছে ॥
অনুমানে তার পিছে
তোমরা চল
কেবল আন্দাজ করে
কথা তাই বল ॥
১৪৯. বল তুমি আল্লাহ্র
যুক্তি আছে
প্রমাণে ও পূর্ণতা
তাঁহার কাছে ॥
তাঁহার ইচ্ছা হলে
সব তোমাদের
দর্শন করাতেন তিনি
সঠিক পথের ॥
১৫০. বল তবে আনো দেখি
স্বাক্ষী যারা
আল্লাহ্র যাহা আছে
হারাম করা ॥
স্বাক্ষ্য তারা যদি
সেথা তাহা দেয়
গ্রহণ তোমার করা
তা উচিৎ নয় ॥
প্রভাবিত হয়োনা তাদের
অভ্যাস দ্বারা
আমার আয়াতও
মানেনা যারা ॥
ঈমান আনেনা সব
যারা আখেরাতে
সমমান মনে করে
রবের সাথে ॥

রুকু-১৯

১৫১. বল তাই এসো তবে
শুনাই পড়ে
দিয়াছেন রব যাহা
হারাম করে ॥
সেটা হলো করিবে না
শরিক তাঁহার
মাতা-পিতার সাথে কর
সদ্ব্যবহার ॥

হত্যা করো না যেন
অভাবের কারণে
কখনো তোমরা সব
নিজ সন্তানে ॥
রিজিক দান করি
আমি তোমাদের
দেই আমি আরো যে
রিজিক তাদের ॥
অশ্লীল আচরণ
করো না কভু
গোপন বা প্রকাশিত
হোক তাহা তবু ॥
নির্দেশ ইহা তিনি
দিলেন আরো
যাহাতে তোমরা সব
বুঝিতে পারো ॥

১৫২. এতিমের সম্পদে
লোভ করিবে না
ওজনের পরিমাপে
ঠকাইবে না
কষ্ট সাধ্যের অতীত
কারো দেই না ॥
বলিবে কথা যেন
ন্যায়পরায়ণ
যদিও হয় সে
আত্মীয়স্বজন ॥
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর
আল্লাহ্‌কে দেয়া
তোমাদের হয় যেন
উপদেশ নেয়া ॥

১৫৩. সরল সঠিক পথ
এটাই আমার
মোর দেয়া এইপথে
চলিবে যে আর ॥
চল যদি তোমরা
ভিন্ন পথে
ছিন্ন হয়ে যাবে
তাঁর পথ হতে
নির্দেশ তাঁর হবে
সাবধান যাতে ॥

১৫৪. মুসাকে দিলাম আমি
কিতাব যাহা
নেয়ামত পূর্ণ সব
করিবে তাহা ॥
প্রতিটি বিষয়ের
সৎ লোকগণ
হেদায়েত ও রহমত
সেই বিবরণ ॥
ঈমান আনে যেন
তারা যাহাতে
সাক্ষাত হলো তার
রবের সাথে ॥

রুকু-২০

১৫৫. কিতাব নাজিল ইহা
বরকতময়
যার মাঝে তোমাদের
রহমত রয় ॥
সতর্ক হও আর
পালন কর

১৫৬. হয়তোবা যাহাতে
বলিতে পার ॥
কিতাব নাজিল দুই
কওমের প্রতি
যারা ছিল আমাদের
পূর্বে অতি ॥
আমরা তো জানিনা
পঠন-পাঠন
তাদেরে নিয়ে সব
কিছুই এখন ॥

১৫৭. বলিতে তখন সেথা
পারো তোমরা
হেদায়েত হইতাম
বেশী আমরা ॥
কিতাব আসিত যদি

আমাদের কাছে
অতএব এখন সেই
কিতাব আসিয়াছে ॥
তোমাদের প্রভু হতে
রহমত নিয়ে
জালিমেরা রাখে কেন
মুখ ফিরিয়ে ॥
আল্লাহ্‌র আয়াত যে
অস্বীকার করে
কঠিন শাস্তি আছে
তাহাদের তরে ॥

১৫৮. তারা শুধু এসবের
প্রতীক্ষায় আছে
ফেরেশতা আসিবে কবে
তাহাদের কাছে ॥
অথবা তোমার প্রভু
আসিবে যখন
নতুবা পাঠাবেন তিনি
কোন নিদর্শন ॥
যেই দিন নিদর্শন
আসিবে কোন
ঈমানের ফায়দা তখন
হইবে না জেনো ॥
ঈমান তখন যদি
আনে সব তারা
নিষ্ফল, সৎকাজ
করেনি যারা ॥
বল তুমি চেয়ে থাক
তোমরা সেথায়
আমিও রহিলাম
তার প্রতীক্ষায় ॥

১৫৯. নিজের ধর্ম যারা
খন্ড করেছে
বিভিন্ন দলে ভাগ
হয়ে পড়েছে ॥
খাতির রেখ না কোন
তাহাদের সাথে
তাহাদের বিষয় আছে
আল্লাহ্‌র হাতে ॥
তারপর তাদেরে তাঁর
জানাবার আছে
কর্ম তারা সব
কি কি করিয়াছে ॥

১৬০. সৎকাজ করিলে কোন
দশগুন হবে
খারাপ কাজের শুধু
প্রতিফল রবে
জুলুম তাদের প্রতি
কিছু নাহি হবে ॥

১৬১. বল তুমি প্রভু মোরে
সঠিক পথে
দিলেন ইব্রাহিমের
ধর্মের মতে
আলাদা ছিলেন তিনি
মুশরিক হতে ॥

১৬২. বল যে সালাত মোর
কোরবানী আর
ইবাদত জীবন ও
মৃত্যু আমার
তাঁহারই জন্য সব
এক আল্লাহ্‌র ॥

১৬৩. কোথাও কেহই তাঁর
শরিক যে নাই
আদিষ্ট হয়েছি হেথা
আমি সব তাই
প্রথম মুসলিমও
আমি হয়ে যাই ॥

১৬৪. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে বল
খুঁজিব কাকে ?
সকল কিছুর প্রভু
সেই তো থাকে ॥
সকলই যে যাহা
কর্ম করে
কর্মের বোঝা থাকে
নিজের উপরে ॥
তোমরা রবের কাছে

যাবে ফিরিয়া
বিরোধ সেদিন যাবে
সবই মিটিয়া ॥
১৬৫. পৃথিবীতে পাঠালেন
প্রতিনিধি করে
মর্যাদা তোমাদের
কারো উপরে ॥
তোমাদের তিনি তাই
পরীক্ষা নিতে
নিশ্চয়ই দ্রুত তিনি
শাস্তি দিতে
অতিশয় দয়ালু আর
ক্ষমাও করিতে ॥

৭. সূরা আরাফ
মক্কায় ঃ আয়াত ২০৬ ঃ
রুকু ২৪

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুনায় ॥

রুকু-১

১. আলিম লাম মীম
ছোয়াদ যে আর
২. ইহা হলো একটি
কিতাব যে তাঁর ॥
নাজিল হলো তাহা
তোমার উপরে
ক্ষুদ্রতা তব মনে
যেন নাহি ধরে ॥
সতর্ক করিতে তাই
ইহার দ্বারা
উপদেশ তাদের তরে
মুমিন যারা ॥
৩. চল যেন তোমরা
রবের পথে
নাজিল হলো যাহা
সেই অনুপাতে ॥
অন্য কোন পথে
চলিও না আর
অল্পই উপদেশ
নাও যে তাঁহার ॥
৪. জনপদ দিয়েছি কত
ধ্বংস করে
আজাব পতিত হলো
তাদের উপরে ॥
রাত্রিতে অথবা কোন
দুপুর বেলায়
যখন তারা ছিল
সুখনিদ্রায় ॥
৫. তাদের উপরে আজাব
পতিত হলে
মুখে শুধু তাহারা
এই কথা বলে
জালিম ছিলাম ঠিক
আমরা তাহলে ॥
৬. জিজ্ঞাসা করিব আমি
তাহাদের কাছে
তারপর সেখানে রাসুল
যারা গিয়াছে ॥
৭. সজ্ঞানে হবে তাহা
বর্ণনা করা
তাদের অবস্থা সব
তুলিয়া ধরা ॥
ঘটনা ঘটেছিল
এই সব যেথা
আমার উপস্থিতি
ছিল যে সেথা ॥
৮. যথার্থ সেদিন হবে
ওজন করা
পাল্লা ভারী হলে
সফল তারা ॥

৯. যাদের ওজন সেথা
হালকা হবে
নিজেরই ক্ষতিতে সব
তাহারা রবে
আমার আয়াত তারা
মানেনি তবে ॥

১০. পাঠালাম তোমাদের
পৃথিবীর বুকে
জীবিকা দিলাম আরো
থাকিতে সুখে
শোকর অল্পই তবু
তোমাদের মুখে ॥

রুকু-২

১১. তোমাদেরে আমি তাই
সৃষ্টি করিয়া
আকার আকৃতি
স্থান দিয়া ;
তারপর বলি আমি
ফেরেশতাদেরে
আদমকে তারা যেন
সিজদা করে
ইবলিস বিরত থাকে
গর্বভরে ॥

১২. বলেন তিনি কেন
বিরত হলে ?
বলিলো, উত্তম আমি
তার চেয়ে বলে ॥
সৃষ্টি করেছ মোরে
আগুন দ্বারা
মাটি হতে তৈরী
হলো যে তারা ॥

১৩. বলিলেন তাকে তিনি
বের করে দিয়ে
থাকিবেনা হেথা তুমি
অহঙ্কার নিয়ে
অধর্মের অন্যতম
তুমি হলে গিয়ে ॥

১৪. বলিল সে আমাকে
করুন প্রদান
অবকাশ সেদিন তক্
পুনরুত্থান

১৫. বলেন তোমারে করি
অবকাশ দান ॥

১৬. গোমরা হলাম বলে
যাহাদের তরে
তাদের জন্য তোমার
পথের উপরে
বসিব আমি সেথা
ওঁৎ পেতে ধরে ॥

১৭. তারপর আসিব আমি
তাহাদের কাছে
ডান-বাম সামনে-পিছে
যেদিকেতে আছে
অধিক হবে না যারা
শোকর করিয়াছে ॥

১৮. বলিলেন তবে তিনি
যাও বেরিয়ে
হেথা হতে লাঞ্ছনা
ধিক্কার নিয়ে ॥
তাদের কেহ যদি
শোনে তোমারে
সবাইকে দেব আমি
দোজখে ভরে ॥

১৯. হে আদম তুমি ও
স্ত্রী তোমার
জান্নাতে বসবাস
কর সেথা আর ॥
উভয়েই তোমরা
যেখানেতে যাও
তোমাদের ইচ্ছামতো
যাহা কিছু খাও ॥
কিন্তু এ গাছ হতে
দূরে সরে রবে
কাছে গেলে তোমরা

জালিমের হবে ৷৷
২০. শয়তান তাদেরে
মন্ত্রণা দিলো
লজ্জা গোপন যাহা
তাহাদের ছিল
শয়তান তাদের কাছে
প্রকাশ করিল
এবং তাদেরে সে
তখন বলিল;
তোমাদের রবে তাই
মানা করিয়াছে
ফেরেশতা হয়ে যাও
তোমরা পাছে ৷৷
তোমরা হও না আর
যেন তাহারই
অনন্ত জীবনের পারো
হতে অধিকারী ৷৷
২১. কসম করিয়া সে
বলে উভয়ের
মঙ্গলকামী এক
আমি তোমাদের ৷৷
২২. ধোঁকায় পড়িয়া তারা
খাইলো সে ফল
গোপনীয় জায়গা তাদের
দেখিল সকল ৷৷
নগ্নতা পাতা দিয়ে
আবৃত করে
তখন ডকিয়া প্রভু
বলে তাদেরে ৷৷
আমি কি তোমাদের
বলিনি হেন
ও গাছের নিকটে
যেও না যেন ৷৷
বলিনি কি সেই কথা
আমি নিশ্চয়
শয়তানে তোমাদের
শক্রতা রয় ৷৷
২৩. উভয়েই বলে তারা
হে মোদের রব
জুলুম করিয়াছি
আমরা যে সব ৷৷
ক্ষমা আর দয়া যদি
না করো মোদের
আমরাও হয়ে যাবো
ক্ষতি হওয়াদের ৷৷
২৪. তখন বলিলেন তিনি
নেমে যাও তবে
শত্রু তোমরা এখন
পরস্পরে হবে
পৃথিবীতে কিছুকাল
তোমরা রবে ৷৷
২৫. বলিলেন-সেখানেই
কাটাবে জীবন
সেখানেই তোমাদের
আসিবে মরণ
সেথা হতে বের করে
আনিব তখন ৷৷

রুকু-৩

২৬. হে বনী আদম আমি
তোমাদের তরে
পোশাক দিয়াছি যাহা
আবৃত করে ৷৷
লজ্জার জায়গা আর
বেশ-ভূষা হয়
তাকওয়ার পোশাক-ই
উত্তম রয় ৷৷
নিদর্শন অন্যতম
আল্লাহ্‌র দ্বারা
উপদেশ গ্রহণ যাতে
করে সব তারা ৷৷
২৭. হে বনী আদম শোন
যেন তোমাদেরে
শয়তান কুকাজে কভু
লিপ্ত না করে ৷৷

সে যেমন তোমাদের
পিতামাতাকে
বের করে দিয়েছিল
জান্নাত থেকে ॥
দিয়েছিল তাদেরে
বিবস্ত্র করে
লজ্জার জায়গা
দেখাবার তরে ॥
তোমাদের দেখে সে-ও
তার চেলারা
তোমরা দেখ না তাদের
দৃষ্টি দ্বারা ॥
আর তাই যারা সব
আনেনা ঈমান
তাদের বন্ধু শুধু
হয় শয়তান ॥

২৮. অশ্লীল কাজ করে
বলে যে তারা
এইরূপই করেছিল
বাপ-দাদারা
আল্লাহ্‌রও নির্দেশ
পেয়েছি মোরা ॥
অশ্লীল কাজে বল
আল্লাহ্ কখনো
কাহারও আদেশ তিনি
দেন না কোন ॥
আল্লাহ্‌কে নিয়ে কেন
বল যে তাহা
তোমরা কখনো তাই
জানো না যাহা ॥

২৯. নির্দেশ আছে বল
আমার রবের
করিতে সর্বদা
ন্যায় বিচারের;
ছালাতে সোজা রাখো
মুখ তোমাদের
মন দিয়ে ডাকিবে তাঁরে
আনুগত্যের ॥
তোমাদের করেছেন
সৃষ্টি যেভাবে
ফিরিয়াও আসিবে সব
তোমরা সেভাবে ॥

৩০. সৎপথে চালান তিনি
একটি দলের
অন্য দলটি থাকে
গোমরাহীদের ॥
শয়তানে বন্ধু মেনে
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
নিজেরা সৎপথে আছে
তাই মনে করে ॥

৩১. হে বনী আদম যখন
নামাজ পড়
সুন্দর পোশাক তখন
পরিধান কর ॥
পানাহার কর তবে
নহে অপচয়
অপচয় করিলে তাঁর
ভলোবাসা নয় ॥

রুকু-৪

৩২. বল তুমি আল্লাহ্‌র
সৃষ্টি যাহা
হারাম সেইসব
করে কে তাহা?
শোভনীয় বস্তু ও
পবিত্র খাবার
বলে দাও এই সব
হল যে তাহার ॥
যেই লোক পৃথিবীর
এই জীবনে
ঈমান আনে যারা
কিয়ামত দিনে ॥
বর্ণনা আয়াত মোর
এমনি করে
বিস্তারিতভাবে

জ্ঞানীদের তরে ॥
৩৩. হারাম করেছেন বল
আমার রব
প্রকাশ্য গোপন পাপ
অশ্লীল সব ॥
বিরোধিতা করা কোন
সঙ্গত ছাড়া
আল্লাহ্‌র সাথে কারো
শরিক করা
প্রমাণিত নয় যাহা
তাঁহার দ্বারা ॥
এমন কথা বল
আল্লাহ্‌কে যাহা
তোমরা কখনো
জানো না তাহা ॥
৩৪. প্রতিটি জাতির সময়
নির্ধারিত আছে
মুহূর্তও হবে না তাহা
আগে বা পাছে ॥
৩৫. হে বনী আদম যদি
তোমাদের কাছে
তোমাদের মধ্য হতে
রাসুল আসে;
আমার আয়াত তবে
সে যদি শুনায়
নিজেরে শোধন কেহ
করে যদি তায়
ভয় ও দুঃখ নাই
তাদের সেথায় ॥
৩৬. আমার আয়াত যারা
অস্বীকার করে
যাদের মাঝে এক
দম্ভ ছিল ভরে
দোজখে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
৩৭. তার চেয়ে জালিম কে
আছে বল আর
মিথ্যা রচনা যে
করে আল্লাহ্‌র
আমার আয়াত যারা
করে অস্বীকার?
এমন লোক তারা
যাহাদের কাছে
আমার কিতাবে সেটা
যাহা লিখা আছে ॥
নির্ধারিত অংশ কিছু
তাহাদের তরে
জান কবজ যখন
ফেরেশতা করে ॥
জিজ্ঞাসা করিবে জেন
তাদের যখন
আল্লাহ্‌ ছাড়া যাকে
ডাকিতে তখন
কোথায় আছে বল
তাহারা এখন ॥
বলিবে মোদের থেকে
উধাও হয়েছে
স্বীকার করিবে তারা
কাফের রয়েছে ॥
৩৮. বলিবেন আল্লাহ্‌ তখন
হও আগত
দোজখের মাঝে সব
তোমরা যত;
জ্বীন ও মানুষ যারা
হয়েছে গত
ওইসব দলের সাথে
হও সমবেত ॥
একদল দোজখেতে
প্রবেশ কালে
পূর্ব লোকেদের
লানত ঢালে ॥
বলে যে প্রভু মোর
এরাই তারা
আমাদেরে গোমরাহ্‌
করেছিল যারা
শাস্তি এদের হোক

দ্বিগুণ করা ॥
বলিবেন আল্লাহ্ সেথা
সবারই তরে
আজাব সবার আছে
দ্বিগুণ করে
তোমাদেরই কোন কিছু
নাই গোচরে ॥

৩৯. আগের লোকেরা সব
বলিবে তখন
প্রাধান্য তোমাদের
হলো না যখন;
তোমরাও শাস্তির
কর আস্বাদন
নিজেরা কর্ম সবই
করেছ যেমন ॥

রুকু-৫

৪০. আমার আয়াত যারা
করে অস্বীকার
এবং দেখায় তারা
সেথা অহঙ্কার;
হবে না খোলা তাই
আকাশের দ্বার
বেহেশতে প্রবেশ তারা
করিবে না আর ॥
সুচের যতক্ষণে
ছিদ্র দিয়ে
দেয়া যায় উটকে
না ঢুকিয়ে
পাপীদের শাস্তি দেব
এভাবেই নিয়ে ॥

৪১. আগুনের বিছানা আছে
তাহাদের তরে
ঢাক্নাও তাহারই
রবে উপরে
জালিমের শাস্তি দেব
এমনি করে ॥

৪২. সৎকাজ করে যারা
ঈমান আনিয়া
দেই না সাধ্যাতীত
বোঝা চাপাইয়া
চিরকাল রইবে তারা
জান্নাতে গিয়া ॥

৪৩. আর আমি দেই তাহা
বিদূরিত করে
গ্লাণি যাহা ছিল সব
তাদের অন্তরে
নীচে দিয়ে তাহাদের
নহর ঝরে ॥
বলিবে প্রশংসা শধু
আল্লাহ্রই যিনি
এখানে মোদেরে সব
আনিলেন তিনি ॥
এ পথ পেতাম না মোরা
কখনো খুঁজে
না যদি আল্লাহ্ সেটা
দেখাতেন নিজে ॥
প্রভুর রাসুলেরা যত
সেখানে গিয়ে
এসেছিল সত্যবাণী
সাথে করে নিয়ে ॥
জান্নাত তাদের সব
দান করা হবে
কর্মের প্রতিদান সেটা
তাহাদের রবে ॥

৪৪. বেহেশ্তীরা বলিবে যত
দোজখীদিগের
ওয়াদার সত্যতা মোরা
পেয়েছি রবের
তোমরাও ওয়াদা কি
পেয়েছ সবের?
তখন তারা সব
জি-হ্যাঁ বলিবে
ঘোষণাকারী এক
ঘোষণা করিবে

থেকে থেকে জালিমেরে
লানত দিবে ॥
৪৫. বাধা সব দিত যারা
আল্লার পথে
খুঁজিত তারা শুধু
বক্রতা তাতে
অবিশ্বাস করিত সব
তারা আখেরাতে ॥
৪৬. উভয়ের মাঝে এক
প্রাচীর রবে
আরাফের মাঝে লোক
অনেক হবে ॥
চিনে তারা নেবে তার
লক্ষণদেখে
বেহেশ্‌তীকে তারা সব
বলিবে ডেকে ॥
তোমাদের উপরে হোক
শান্তির ধারা
তখনো বেহেশ্‌তে কেহ
যায়নি তারা
কিন্তু তার আশায়
রয়েছে যারা ॥
৪৭. দেখে তারা দোজখীকে
বলিবে হেন
জালিমের সাথী প্রভু
করিও না যেন ॥

রুকু-৬

৪৮. চিনে নেবে আরাফবাসী
দেখে লক্ষণ
তাদেরে ডেকে তারা
বলিবে তখন ॥
অহংকার এল না কোন
তোমাদের কাজে
দলবল কোথা গেল
আজ দেখি না যে ?
৪৯. এরা কি তারাই দেখ
দৃষ্টি দিয়ে
বলিতে কসম করে
তাদেরে নিয়ে ॥
আল্লাহ্‌র দয়া নাকি
পাবে না যারা
জান্নাতে প্রবেশ তখন
করিবে তারা
ভয়-দুঃখ নেই আর
কোন কিছু দ্বারা ॥
৫০. দোজখীরা বলিবে তখন
বেহেশ্‌তীদেরে
ঢেলে দাও কিছু পানি
মোদের উপরে ॥
আল্লাহ্ রিজিক দিলেন
তোমাদের যাহা
দিয়ে দাও কিছুটা
আমাদের তাহা ॥
এই কথা শুনিয়া
বলিবে তারা
কাফেরের হারাম ইহা
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥
৫১. নিজের ধর্মকে তারা
খেলা মনে করে
পার্থিব জীবনে ছিলো
ধোঁকায় ভরে ॥
তাহাদেরে ভুলে যাব
আজ আমি তাই
এ দিনের বিশ্বাস
তারা করে নাই
আমার আয়াত সেথা
মানেনি সবাই ॥
৫২. এমনি কিতাব তাদের
পৌঁছানো হয়
পূর্ণ জ্ঞানে যেথা
বর্ণনা রয় ॥
হেদায়েত ও রহ্‌মত
আছে সেখানে
তাদের জন্য যারা

ঈমান আনে ॥

৫৩. প্রতীক্ষায় আছে কি তারা
সেদিনের যবে
পরিণাম ইহার যত
প্রকাশিত হবে ?
তখন তাহারা সব
বলিবে তবে
এনেছিল সত্যের বাণী
রাসুলেরা সবে
দিয়েছিল মোদের যাহা
আমাদের রবে ॥
সুপারিশকারী কেহ
আছে কি মোদের
দুনিয়ায় আমাদের
পাঠাতে কি ফের ?
যে কাজ করেছি সব
মোরা আগেতে
বিপরীত কাজ তার
করি যেন পেতে ॥
নিজেদেরই ক্ষতিসব
করেছে তারা
উধাও হয়েছে তাদের
মিথ্যা মনগড়া ॥

রুকু-৭

৫৪. আল্লাহ্ই তোমাদের
প্রভু নিশ্চয়
ভূ-গগন তৈরী তাঁর
ছ'সময়ে হয় ॥
আসমান-জমিন তিনি
সৃষ্টি করে
সমাসীন হলেন তখন
আরশের পরে ॥
দিনকে ঢাকা হয়
রাত্রি দ্বারা
অন্যের পিছনে এক
দৌড়ায় তারা ॥
চাঁদ তারা সৃষ্টি তাঁর
সৃষ্টি সকলে
তাঁরই আদেশে সব
তাহারা চলে ॥
জেনে রেখ তবে তাই
ইহা তোমরা
তাঁর কাজ সৃষ্টি ও
আদেশ করা ॥
আল্লাহ্ জানিও আরো
বরকতময়
জগতের পালন সবি
তাঁর দ্বারা হয় ॥

৫৫. তোমরা রবকে ডাকো
মিনতি করে
আর যেন কর তাহা
গোপনতা ভরে ॥
সীমানার লঙ্ঘন
করে যাহারা
ভালোবাসা পায় না তাঁর
তবে তাহারা ॥

৫৬. পৃথিবীতে শৃঙ্খলা
সৃষ্টির পরে
অনর্থ কেহ যেন
তৈরী না করে ॥
তোমরা ডাকো আর
ভয় কর তাঁরে
করে চল এমনি
আশা সহকারে ॥
রহমত আল্লাহ্র
আছে নিশ্চয়
নেক্কারীদের তরে
নিকটেই রয় ॥

৫৭. তিনিই পাঠান শুভ
সংবাদ দিয়ে
বাতাস আসে তাই
বৃষ্টি নিয়ে ॥
যখন তা বয়ে আনে
ঘন মেঘমালা

নিষ্প্রাণ জনপদে
হয় তার চলা ॥
তা হতে বৃষ্টি আমি
বর্ষণ করি
ফলমুল ওঠে তাই
ভুবনেতে ভরি ॥
মৃতকে জীবিত আমি
করিব আরো
এইরূপে তোমরা যাতে
বুঝিতে পারো ॥

৫৮. উত্তম জমি ওঠে
ভরে ফসলে
তখনই প্রভু তারে
আদেশ দিলে
খারাপ জমিতে তাহা
অল্পই মিলে ॥
এভাবেই ঘুরিয়ে আয়াত
বর্ণনা করা
তাদের তরেতে সব
কৃতজ্ঞ যারা ॥

রুকু-৮

৫৯. পাঠালাম নূহুকে আমি
কওমে তাহার
বলিল সে ইবাদত
কর আল্লাহ্‌র;
মাবুদ কেহই নাই
তিনি ছাড়া আর
মহাদিনে শাস্তির
ভয় করি যার ॥

৬০. কওমের নেতারা সেথা
বলে তাহাকে
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে মোরা
দেখি তোমাকে ॥

৬১. বলে সে কওম শোন
ভ্রান্ত আমি নই
বিশ্ব পালকের এক
নবী আমি রই ॥

৬২. তোমাদের রবের বাণী
আমি পৌঁছাই
উপদেশ তোমাদেরে
দিয়ে আমি যাই ॥
আল্লাহ্‌র থেকে কিছু
আমি জানি যাহা
তোমরা এমন সব
জানো না তাহা ॥

৬৩. তোমাদের লাগে কি
বিস্ময় এতে
উপদেশবাণী এলো
প্রভুর হতে ?
তোমাদেরই মাঝে এক
ব্যক্তির দ্বারা
যার কাজ তোমাদের
সতর্ক করা
সাবধান হও সব
যেন তোমরা ॥
এবং ইহাতে তাই
আশা করা যায়
তাঁর দয়া হয়তো
পাবে যে সেথায় ॥

৬৪. মিথ্যেবাদী তারা
বলে যে তাকে
করিলাম রক্ষা যারা
নৌকায় থাকে ॥
অস্বীকার করেছিল
আমার আয়াতের
ডুবিয়ে দিলাম তাই
আমি তাহাদের
অবশ্য ছিল না কারো
দৃষ্টি যাদের ॥

রুকু-৯

৬৫. আদ নামে জাতিদের
পাঠালাম তাই

হুদ সেথা গিয়েছিল
তাহাদের ভাই ॥
ইবাদত বলিল কর
আল্লাহ্‌র কাছে
মাবুদ কে তিনি ছাড়া
তোমাদের আছে ?

৬৬. কওমের নেতারা সব
বলিল তাকে
নির্বোধ মিথ্যেবাদী
দেখি তোমাকে ॥

৬৭. বলে সে, হে আমার
কওম শোন
আমি তো নই হেথা
নির্বোধ কোন
আল্লাহ্‌র রাসুল বরং
আমি পাঠানো ॥

৬৮. তোমাদেরে পৌঁছাই
রবের বাণী
বিশ্বাসী তোমাদের
মঙ্গল আনি ॥

৬৯. তবে কি তোমাদের
জাগে বিস্ময়
তোমাদেরই মাঝে এক
লোক নিশ্চয় ॥
প্রভুর কাছ হতে
উপদেশ নিয়ে
সতর্ক করে সে
তোমাদেরে গিয়ে ॥
ভেবে দেখ নূহুর সেই
কওমের পরে
পাঠালেন তোমাদেরে
সর্দার করে
আকৃতি দীর্ঘ তিনি
দিলেন শরীরে ॥
আল্লাহ্‌র দয়া তাই
স্মরণ কর
তোমরা সফলকামী
হতে যেন পার ॥

৭০. বলে তারা তুমি চাও
এক আল্লাহ্‌র
ইবাদত যেন করি
আমরা তাঁহার
ছেড়ে দিয়ে ইবাদত
বাপ ও দাদার ?
সুতরাং মোদের কাছে
নিয়ে এসো যাও
ভয় তাঁর আমাদের
তুমি যা দেখাও
আসলেই সত্যবাদী
যদি তুমি হও ॥

৭১. বলে সে তোমাদের
অবধারিত
আজাব গজব রবের
হবে পতিত ॥
কর কেন তর্ক
ওই নাম নিয়ে
তোমরা ও বাপ-দাদা
ডাকো যেটা দিয়ে
আল্লাহ্ দেননি তাহা
প্রমাণ করিয়ে ॥
অতএব তোমরা সব
থাকো অপেক্ষায়
রইলাম তোমাদের সাথে
আমিও সেথায় ॥

৭২. রক্ষা করি তাকে
ছিল যারা সাথে
অবশেষে তাদের আমি
স্বীয় রহ্‌মতে ॥
মূল কেটে তাহাদের
দিলাম ফেলে
আমার আয়াত তারা
মানেনি বলে
ছিলনা তারা কভু
মুমিনের দলে ॥

রুকু-১০

৭৩. সামুদ জাতির কাছে
প্রেরণ করিলাম
তাহাদেরই ভাই ছিল
ছালেহ্ যার নাম
দিতে তার কওমেরে
মোর পয়গাম ॥
ইবাদত তোমরা শুধু
কর আল্লাহ্র
মাবুদ নাই কোন
তিনি ছাড়া আর ॥
প্রমাণ প্রভু হতে
তোমাদের কাছে
আল্লাহ্র উট এক
যাহা আসিয়াছে ॥
অতএব একে তাই
ছেড়ে দেয়া যাবে
আল্লাহ্র জমিনে ইহা
চরে বেড়াবে ॥
ছুঁয়ো না খারাপ কোন
মতলব নিয়ে
তাহলে পাকড়াও হবে
যন্ত্রণা দিয়ে ॥

৭৪. তোমরা স্মরণ কর
আদ জাতি পরে
দিয়াছেন তোমাদেরে
সর্দার করে ॥
পৃথিবীতে দিলেন তিনি
ঠিকানা দিয়া
প্রাসাদ বানালে সেথা
ভূমিতে গিয়া
বাসগৃহ করিলে আরো
পাহাড় কাটিয়া ॥
স্মরণ করিয়া তাই
দয়া আল্লাহ্র
অনর্থ করো না যেন
পৃথিবীতে আর ॥

৭৫. দাম্ভিক নেতা সব
তাদেরে বলিল
দুর্বল লোক যারা
ঈমান এনেছিল ॥
তোমরা মানো কি ছালেহ্
আল্লাহ্র নবী ?
বলিল বিশ্বাসী মোরা
তাহারা সবি ॥

৭৬. তখন দম্ভ করে
নেতারা বলে
অবিশ্বাস আমরা তাকে
করি তাহলে ॥

৭৭. তারপর উষ্ট্রিকে
হত্যার দ্বারা
অমান্য প্রভুকে সবাই
করিল তারা ॥
অতঃপর তারা সব
বলে হে ছালেহ্
নিয়ে এস সেই ভয়
যাহা দেখালে
রাসুল যদি তুমি
হও তাহলে ॥

৭৮. পাকড়াও করিল ভূমি
কম্পন দ্বারা
নিজগৃহে উবু হয়ে
রইল যে তারা ॥

৭৯. তাদের কাছ হতে
ফিরে গিয়ে ছালেহ্
তারপর তখন সে
কওমেরে বলে ॥
আমি তো রবের বাণী
পৌঁছিয়েছি
উপদেশও তোমাদের
আমি দিয়েছি ॥
তোমাদের ভালোবাসা
পায় না তারা
মঙ্গল যদি কেউ
চায় যাহারা ॥

৮০. লুতকেও আমি সেথা

করিলে প্রেরণ
কওমের কাছে গিয়ে
বলে সে তখন ॥
এমন অশ্লীল কাজ
তোমাদের মতো
পৃথিবীতে করেনি কেহ
পূর্বের যতো ॥
৮১. নারীদের ছেড়ে তাই
পুরুষের সাথে
যৌনতা তোমরা
কর কামনাতে
সীমানার লঙ্ঘন
করিলে তাতে ॥
৮২. উত্তর ছিল না আর
কোন যে তাদের
বলিল বের কর
তবে ইহাদের ॥
এমন লোক শুধু
ইহারা হেথায়
পবিত্র খুবই তারা
থাকিতে যে চায় ॥
৮৩. অতঃপর রক্ষা আমি
করি যে তাকে
পিছনেতে বাকি তার
বউ শুধু থাকে ॥
৮৪. বর্ষণ করিয়া দিলাম
আমি যে পাথর
বৃষ্টির মতো সেথা
তাদের উপর ॥
তাদের হলো দেখ
পরিণতি কি
মহাপাপীদের হলো
কেমন ক্ষতি ॥

রুকু-১১

৮৫. পাঠালাম মাদিয়ান
বাসীদের কাছে
শোয়েব তাদের ভাই
সেথা গিয়াছে ॥
ইবাদত কওমের বলে
কর আল্লাহ্‌র
মাবুদ তিনি ছাড়া
নাই কোন আর ॥
রবের তরফ হতে
তোমাদের কাছে
স্বচ্ছ প্রমাণ যত
তাহা আসিয়াছে ॥
ওজনের পরিমাপে
পূর্ণ করিও
সকল জিনিসের
প্রাপ্য যে দিও ॥
দুনিয়াতে শৃঙ্খলা
আসিবার পরে
অনর্থ সৃষ্টি আর
যেও না করে
কল্যাণকর ইহা
মুমিনের তরে ॥
৮৬. থাকিও না বসিয়া যেন
এই কারণে
ভয় দিতে, ঈমান আছে
যাহাদের মনে
এবং বক্রতা সেথায়
অন্বেষণে ॥
স্মরণ কর সংখ্যায়
কম ছিলে যখন
তোমাদেরে বৃদ্ধি তিনি
করিলেন তখন ॥
লক্ষ্য করিয়া দেখ
সে বিষয়টি
অনর্থকারীদের হলো
কি পরিণতি ॥
৮৭. আমার দ্বারা হলো
পাঠানো যাহা
একদল আনিল ঈমান
মানিয়া তাহা ॥

আনিল না ঈমান তাতে
একদল যেমন
উচিত হয় তবে
ধৈর্য্য ধারণ ॥
আল্লাহ্ না যত দিন
মীমাংসা করেন
শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী
তিনিই আছেন ॥

নবম পারা ঃ কালাল মালা-উ

৮৮. কওমের দাম্ভিক যত
ছিল নেতারা
বলিল, শোয়েবে ঈমান
আনিয়াছে যারা ॥
তোমাদের যেতে হবে
শহর ছেড়ে
অথবা আসিবে পুনঃ
মিল্লাতে ফিরে ॥
ঘৃণা যদি করি তাহা
শোয়েব বলে
তবুও কি এইরূপ
মানো তাহলে ?

৮৯. যাই যদি মিল্লাতে
তোমাদের ডাকে
মিথ্যার আরোপ দেয়া
হবে আল্লাহ্কে ॥
আল্লাহ্র মুক্তি যেথা
বিশেষ করে
সবকিছু আল্লাহ্র
ইচ্ছার উপরে ॥
জ্ঞান সকলি প্রভুর
আয়ত্ত্বে আছে
আমরা ভরসা করি
আল্লাহ্র কাছে ॥
হে প্রভু করে দিন
আপনি তাতে
আমাদের মীমাংসা
কওমের সাথে
শ্রেষ্ঠ মীমাংসা শুধু
আপনারই হাতে ॥

৯০. কওমের কাফের সব
নেতারা বলে
যারা সব শোয়েবেরে
মানিয়া চলে
ক্ষতির মাঝে রয়
তারা সকলে ॥

৯১. ভূমিকম্প তাদের সব
পাকড়াও করে
উপুড় হলো তারা
নিজ নিজ ঘরে ॥

৯২. মিথ্যারোপ শোয়েবেরে
করেছিল যারা
কোনদিন সেখানে যেন
ছিলনা তারা
ক্ষতিকর হয়ে গেল
তাহাদের সারা ॥

৯৩. শোয়েব কওমের কাছে
ফিরে গিয়ে বলে
পৌঁছে রবের বাণী
দিয়েছি ফলে
কাফেরের জন্য কেন
দুঃখ তাহলে ?

রুকু-১২

৯৪. আমি কোন জনপদে
নবী পাঠিয়ে
তাদের পাকড়াও করি
যন্ত্রনা দিয়ে
কাকুতি করে যেন
মিনতি নিয়ে ॥

৯৫. অকল্যাণ থেকে তারা
কল্যাণ পেল
প্রাচুর্য্যের অধিকারী
তাহারা হলো ॥

তারপরই এই কথা
বলিতে লাগিল
সুখ-দুঃখ বাপ-দাদা
তাদেরও ছিল ॥
হঠাৎ পাকড়াও তাদের
করিলাম হেন
বুঝিতে তারা কিছু
পারেনা যেন ॥

৯৬. ঈমান আনিত যদি
সেথা তাহারা
মুমিন থাকিত আরো
তাক্‌ওয়ার দ্বারা ॥
তাদের দিতাম তবে
আমি খুলিয়া
আসমান ও জমিনের
বরকত দিয়া ॥
কিন্তু অস্বীকার
তারা করেছিল
মোর কাছে সুতরাং
ধরা পড়িল
খারাপ কর্ম যত
তাহাদের ছিল ॥

৯৭. নিশ্চিত হয়েছে কি
জনপদবাসী
রাতের নিদ্রায় যাবে
আজাব আসি ?

৯৮. অথবা তারা কি সব
এও মনে করে
দিন-দুপুরে তাহা
এসে যদি পড়ে
যখন তারা সব
খেলাধুলা করে ?

৯৯. নিশ্চিত হয়েছ কি
আল্লাহ্‌র ধরা
তাহারা ব্যতীত সব
ক্ষতিগ্রস্ত যারা ?

রুকু-১৩

১০০. হয়নি কি প্রকাশিত
তাহাদের কাছে
উত্তরাধিকারী যারা
সেইখানে আছে ?
ধ্বংসের পরে তথা
অধিবাসীদের
দিতাম তাদের তবে
শাস্তি পাপের ॥
মোহর মেরে আমি
দেব অন্তরে
এর ফলে যেন তারা
শুনিতে না পারে ॥

১০১. বর্ণনা করি কিছু
তোমার কাছে
যেইসব জনপদে
নবী আসিয়াছে ॥
তারা সব বলেছিল
লোকেদের গিয়ে
স্বচ্ছ প্রমাণ সব
সাথে করে নিয়ে ॥
ঈমান আনেনি তারা
অস্বীকার করে
আল্লাহ্‌র মোহর মারা
কাফের অন্তরে ॥

১০২. অনেকেই প্রতিজ্ঞা পালন
করেনি তারা
অধিকেই নাফরমান
ছিল যাহারা ॥

১০৩. পাঠালাম মুসাকে আমি
ফেরাউন তরে
জুলুম তার সাথে
তাহারা করে
পরিণতি লক্ষ্য কর
তাদের উপরে ॥

১০৪. ফেরাউনে মুসা বলে
বিশ্বজগতের

রাসুল আমি এক
প্রতিপালকের ॥
১০৫. বলিব না কোন কথা
সত্য ছাড়া
আনিয়াছি আল্লাহ্‌র যাহা
প্রমাণ দ্বারা ॥
অতএব তুমি বনী
ইসরাইলের
আমার সাথে যেতে
দাও তাহাদের ॥
১০৬. ফেরাউন বলে তাহা
যদি তুমি আনো
নিজেকে সত্যবাদী
বলে যদি মানো ॥
১০৭. যখন মুসা তার
লাঠি ছুড়ে দিল
জ্যান্ত এক অজগরে
তাহা রূপ নিল ॥
১০৮. আর সে যখনই
বের করে হাত
দর্শকে উজ্জ্বল
হয় প্রতিভাত ॥

রুকু-১৪

১০৯. ফেরাউন দলবল
অবশেষে কয়
বিজ্ঞ এ যাদুকর
হবে নিশ্চয় ॥
১১০. চায় সে দেশ থেকে
বের করে দিতে
তোমাদের মতামত
আছে কি এতে ?
১১১. তারা বলে কিঞ্চিত
অবকাশ নিতে
সে আর তার ভাই
তাদের সহিতে ॥
লোক পাঠানো হোক
শহর-বন্দরে
তারা যেন লোকেদের
জমায়েত করে
১১২. অভিজ্ঞ যাদুকর
নিয়ে আসে ধরে ॥
১১৩. যাদুকর ফেরাউনে
বলে সকলে
পুরস্কার কি আছে
বিজয়ী হলে ?
১১৪. শামিল হবে মোর
নিকটের দলে ॥
১১৫. বলে তারা মুসা তুমি
আগে ছুড়ে যাও
নতুবা আমাদের
ছুড়িতে যে দাও ॥
১১৬. মুসা বলে তোমরাই
আগে দাও ছুড়ে
তখন তাহারা আগে
নিক্ষেপ করে ॥
ভেল্‌কি লাগিয়ে দিল
লোকেদের চোখে
যাদুতে বিরাট তারা
আতঙ্ক দেখে ॥
১১৭. তারপর নির্দেশ
দেই মুসাকে
নিক্ষেপ করিতে লাঠি
বলি তাহাকে ॥
হয়ে গিয়ে সাথে সাথে
গিলিতে থাকে
যাদুকরে সেইসব
বানালো যাকে ॥
১১৮. এর ফলে সত্য যাহা
প্রতিষ্ঠা পেল
বানালো যাহা তারা
শেষ হয়ে গেল ॥
১১৯. সুতরাং তারা সব
হলো পরাজিত
তার সাথে হলো আরো

অপমানিত ॥
১২০. তখন তারা হলো
সিজদায় রত
১২১. ঈমান আনিল সবাই
তাহারা যত ॥
বলে তারা ঈমান আনি
বিশ্ব জগতের
১২২. হারুণ ও মুসার সেই
প্রতিপালকের ॥
১২৩. ফেরাউন বলে তবে
তোমরা কি-না
ঈমান আনিলে মোর
অনুমতি বিনা ?
কুচক্র তোমরা সবাই
এটা এক করে
ঘটালে যাহা সব
এই নগরে ॥
অধিবাসীদের পারো
বের করে দিতে
পরিণাম তোমাদের
হবে তাই নিতে ॥
১২৪. তোমাদের হাত-পা
দেব কাটিয়া
পরে দেব তোমাদের
শূলে চড়াইয়া ॥
১২৫. বলে তারা নিশ্চই
আমরা সবে
একদিন রবের কাছে
ফিরে যেতে হবে ॥
১২৬. এটা তো তুমি শুধু
এই কারণে
শত্রুতা করিছ হেথা
আমাদের সনে
ঈমান এনেছি বলে
আমরা ক'জনে ॥
রবের নিদর্শন
যাহা আসিয়াছে
প্রমাণ যখন এল
আমাদের কাছে ॥
খুলে দাও মোদের রব
ধৈর্য্যের দ্বার
মুসলিম হিসেবে মরণ
হয় যেন আর ॥

রুকু-১৫

১২৭. কওমের নেতারা সব
বলে যে তারে
আপনি কি এভাবেই
দিবেন ছেড়ে
মুসা ও তার এই
কওমদেরে ॥
হৈচৈ রাজ্যে বড়
হবে চারিদিকে
বর্জন করিবে মোদের
দেব-দেবীকে ॥
হত্যা করিব বলে
পুত্র যতো
আর সব মেয়েদের
রেখে জীবিত
প্রবল তাদের পরে
মোরা বস্তুতঃ ॥
১২৮. তখন মুসা তার
কওমেরে বলে
ধৈর্য্য ও প্রার্থনা
কর সকলে ॥
পৃথিবীর জমিন সব
আল্লাহ্‌রই আছে
ইচ্ছা হলেই দেন
বান্দার কাছে
মুমিনেরই সফলতা
হয় যে পাছে ॥
১২৯. নির্যাতন বলে তারা
মোদের করে
পূর্বেও তুমি হেথা
আসিবার পরে ॥

শীঘ্রই বলে সে তাই
তোমাদের রবে
শত্রুর ধ্বংস সাধন
করিয়া সবে ॥
তোমাদের বসাবেন
তাদের জাগায়
কেমন কাজ করো
দেখিবেন তায় ॥

রুকু-১৬

১৩০. ধরিলাম ফেরাউন ও
অনুসারী যারা
মন্বন্তর ফসলের
ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা ॥
উপদেশ যাতে সব
নেয় যে তারা ॥

১৩১. আসিলে শুভ কিছু
তাহাদের কাছে
ইহা তো মোদের বলে
প্রাপ্যই আছে ॥
অশুভ তাহাদের
কোন কিছু হলে
অলুক্ষণে বলে তারা
মুসা দলবলে ॥
অশুভর কারণ জানা
আল্লাহ্‌র আছে
কিন্তু নাজানা তাহা
অধিকেরই কাছে ॥

১৩২. বলে তারা আমাদের
যাদু দেখিয়ে
যতই আসো না কেন
নিদর্শন নিয়ে ॥
কিছুতেই আমরা
কোনো প্রকারে
ঈমান আনিব না
তোমার উপরে ॥

১৩৩. অতঃপর তাদের আমি
দিলাম পাঠিয়ে
প্লাবন-পঙ্গপাল
উকুন দিয়ে;
তার সাথে ব্যাঙ আর
রক্ত ঝরিয়ে
পরপর নানাবিধ
নিদর্শন নিয়ে ॥
অহঙ্কার তবুও সবে
করিল তারা
বস্তুতঃ তারা ছিল
অপরাধে ভরা ॥

১৩৪. তাদের উপরে কোনো
বিপদ আসিলে
তখন তারা সব
এইভাবে বলে;
প্রার্থনা করো মুসা
রবের কাছে
তার সাথে ওয়াদা তব
সেইরূপ আছে ॥
বিপদ যদি তুমি
দাও দূর করে
আনিব ঈমান মোরা
তোমার উপরে;
ইস্‌রাইলিদের তবে
মুক্ত করিব
তাহাদেরে তব সাথে
যাইতে দিব ॥

১৩৫. যখনি আজাব দিতাম
দূরে সরিয়ে
ওয়াদার ভঙ্গ তখন
করিত গিয়ে ॥

১৩৬. অতএব তাদেরে আমি
প্রতিশোধ নিয়ে
দিলাম সাগরে তাই
তাদের ডুবিয়ে ॥
কেননা মোজেজা মোর
মিথ্যা বলে ধরে
এবং তাহাকে তারা

উপেক্ষা করে ॥
১৩৭. মালিক দিলাম করে
সেই কওমেরে
দুর্বল গণ্য করা
হতো যাদেরে ॥
পশ্চিম ও পূর্বের
অঞ্চলগুলি
বরকত যাতে আরো
দিলাম ঢালি ॥
ইস্‌রাইলিদের
ধৈর্য্যের কারণে
রবের প্রতিশ্রুতির
পূর্ণতা আনে ॥
সবকিছু ধ্বংস আমি
করেছি তাদের
ফেরাউন আরো তার
সেই কওমের
উচ্চ প্রাসাদ ছিল
যারা সকলের ॥
১৩৮. বনীদেরে দেই আমি
সাগর পেরিয়ে
উপস্থিত হলো তারা
যেখানে গিয়ে ॥
এমন একটি জাতি
ছিল যে তারা
মূর্তি তৈরি করে
পূজিত যারা ॥
দেখিয়া মুসাকে তার
কওমে বলে
দেবতার মূর্তি মোদের
করো তাহলে
মুসা বলে মূর্খ বলা
তোমাদের চলে ॥
১৩৯. ভিত্তিহীন এই কাজে
যাহারা রবে
নিশ্চয়ই তারা সব
ধ্বংস হবে ॥
১৪০. বলে সে আমি কি
খুঁজিব তাকে
আল্লাহ্ ছাড়া কোনো
মাবুদ যাকে ?
১৪১. স্মরণ করো তোমাদের
রক্ষা করেছি
ফেরাউন কবল থেকে
মুক্তি দিয়েছি ॥
নির্যাতন করিত
তোমাদের তারা
মারিয়া ফেলিত সব
নারীদের ছাড়া ॥
পুত্র সকলের তারা
হত্যা করে
রবের পরীক্ষা ইহা
তোমাদের তরে ॥

রুকু-১৭

১৪২. স্মরণ করো মুসা
তিরিশ রাত নিয়ে
আমাকে নিলো সে
ওয়াদা করিয়ে
পূর্ণ করি আরো
দশ রাত দিয়ে ॥
এই ভাবে রব তার
চল্লিশ রাতের
পূর্ণ করিয়া দেন
সেই মেয়াদের ॥
মুসা গিয়ে তার ভাই
হারুণকে বলে
প্রতিনিধি তুমি মোর
হও তাহলে ॥
কওমের শোধন করো
শৃঙ্খলা দ্বারা
চলো না তাদের পাশে
এলোমেলো যারা ॥
১৪৩. নির্ধারিত সময়ে মুসা
হাজির হলে

তখন তার সাথে
প্রভু কথা বলে ॥
প্রভুকে বলে মুসা
দর্শন দিতে
পারিবেনা বলেন প্রভু
মোরে দেখিতে ॥
পাহাড়ে দৃষ্টি তোমার
রাখ যদি তবে
তাহলে আমায় তুমি
দেখিতে পাবে ॥
রবের জ্যোতিতে পাহাড়
ছাতু হয়ে যায়
দেখিতে মুসা তাহা
জ্ঞান যে হারায় ॥
তারপর যখন তার
জ্ঞান ফিরিল
এবং তখনি সে
প্রভুকে বলিল ॥
আপনার কাছে প্রভু
পবিত্র মহান
তওবা করি আমি
হয়ে সজ্ঞান
মুমিনের মাঝে হই
প্রথম প্রধান ॥

১৪৪. বলিলেন প্রভু, মুসা
আমি যাহাতে
নিযুক্ত তোমায় করি
বাণী পাঠাতে ॥
বৈশিষ্ট্য দিলাম আমি
তোমাকে ভরে
করিলাম দান আরো
মানুষের উপরে
বিশিষ্টতা রয় তব
বাক্যালাপ করে ॥
সুতরাং তোমায় আমি
দিলাম যাহা
কৃতজ্ঞ থাকো যেন
পাইয়া তাহা ॥

১৪৫. কয়েকটি ফলক লিখে
দিলাম তাকে
উপদেশ আর সব
বিবরণ থাকে ॥
ধারণ করো ইহা
দৃঢ়তা নিয়ে
কওমেরে পালন করাও
নির্দেশ দিয়ে ॥
শীঘ্রই দেখাব যে
আমি তোমাদের
বাসের জায়গা যেথা
আছে কাফেরের ॥

১৪৬. নিদর্শন হতে মোর
ফিরাই তাদেরে
অন্যায়ভাবে যারা
অহমিকা করে ॥
সমস্ত নিদর্শন যদি
দেখিতেও পায়
আনিবেনা ঈমান তারা
তবুও সেথায় ॥
সঠিক পথ যদি
পায় তারা কভু
সেই পথ তারা জেন
নেবে না তবু ॥
অথচ ভুলপথ
দেখিতে পেলে
তখনি তারা সব
সেই পথে চলে ॥
কারণ আয়াতে মোর
অস্বীকার করে
গাফেল রহে তারা
অবহেলা ভরে ॥

১৪৭. মিথ্যা ধারণা যাদের
আমার আয়াতে
মানেনা সাক্ষ্য যারা
আরো আখেরাতে
নিষ্ফল কর্ম যাদের
হলো যাহাতে ॥

যে সকল কর্ম তারা
করিয়া যাবে
সেইরূপই প্রতিফল
তাহারা পাবে ॥

রুকু-১৮

১৪৮. কওমের কাছে মুসা
ছিল না বলে
গহনার বাছুর এক
বানিয়ে ফেলে ॥
একটি দেহ রূপ
ছিল যে তাহার
হাম্বা রবে সে
ডাকিত যে আর ॥
দেখেনা বাছুর কথা
বলিতে না পারে
দেখায় কি করে পথ
কোন তাদেরে ?
সেইটিকে উপাস্য যে
বানালো তারা
বস্তুতঃ জালিম সব
ছিল যাহারা ॥

১৪৯. তারপর যখন তাদের
অনুতাপ হলো
গোমরাহ্ হয়েছে সবাই
তারা বুঝিল
তখন সবাই মিলে
বলিতে লাগিল;
না করে দয়া যদি
আমাদের রবে
ধ্বংস হয়ে যাব
আমরা সবে ॥

১৫০. কওমের কাছে মুসা
ফিরিল যখন
রাগ আর অনুতাপ
করিল ভীষণ;
ছিলাম না বলে আমি
তোমাদের মাঝে
লিপ্ত এমন হলে
জঘন্য কাজে ॥
রবের আদেশ পাবার
আগেই সকলে
তোমরা এভাবে কেন
অস্থির হলে ?
তখন সে ফলকগুলো
ছুঁড়ে ফেলে দিয়া
ভাইকে বলিল সে
চুল ধরিয়া;
হে মোর সহোদর
লোকেরা আমায়
দুর্বল ভাবিয়া খুন
করিতে যে চায় ॥
আচরণ এমন তাই
করিও না যাতে
আনন্দিত শত্রু মোদের
হয় তাহাতে
করিও না গণ্য মোরে
জালিমের সাথে ॥

১৫১. বলে মুসা ওহে রব
ক্ষমা করে দাও
তোমার ওই রহমতে
আমাদের নাও
তুমিই অধিক ভরা
করুণাতে চাও ॥

রুকু-১৯

১৫২. বাছুরকে মাবুদ সেথা
বানালো যারা
গজবের মাঝে সব
পড়িবে যে তারা ॥
এরূপ শাস্তি আমি
দেব তাহারই
সবাই যারা হবে
অপবাদকারী ॥

১৫৩. মন্দ কাজ যারা
করিয়া পরে
ঈমান আনিয়া যদি
তওবা করে
ক্ষমাশীল দয়ালু রব
তাহাদের তরে ॥

১৫৪. মুসার ক্রোধ পরে
প্রশমিত হলে
তখন ফলকগুলো
নিলো সে তুলে ॥
লিখা সেথা, রবে যে
ভয় যারা করে
হেদায়েত ও রহ্মত
তাহাদের তরে ॥

১৫৫. বাছিয়া নিল মুসা
তার কওমের
সমবেত করিতে শুধু
সত্তুরজনের ॥
তারপর যখন ভুমি
কাঁপিয়া উঠিল
এবং তাদেরে সব
পাকড়াও করিল
এই কথা রবকে মুসা
তখন বলিল;
হে মোর রব যদি
ইচ্ছা করিতে
ধ্বংস আগেই সব
করিয়া দিতে ॥
করিবে কি ধ্বংস হেথা
তাই আমাদের
কর্মের ফল যাহা
নির্বোধ যাদের ?
তোমার পরীক্ষা ইহা
আর কিছু নয়
বিপথগামীও তব
ইচ্ছাতে হয়
তোমারই ইচ্ছায় আরো
সৎপথে রয় ॥
প্রকৃতই বন্ধু তুমি
হও আমাদের
অতএব তুমি তাই
ক্ষমা করো ফের ॥
করুণা করো তুমি
আমাদের প্রতি
তুমিই শ্রেষ্ঠ সবার
ক্ষমাশীল অতি ॥

১৫৬. লিখে দাও কল্যাণ
এই দুনিয়াতে
কল্যাণ আরো দিও
যেন আখেরাতে
ফিরে যাব আমরা
তব সাক্ষাতে ॥
আজাব আল্লাহ্ বলেন
আমি দিয়ে থাকি
ঘিরে দিয়ে রহ্মত
বস্তুতে রাখি ॥
সুতরাং লিখে দেব
তাহাদের তরে
সেই সব লোকেদের
ভয় যারা করে ॥
যাহারা করিবে তাই
জাকাত প্রদান
আমার আয়াতেও
রাখিবে ঈমান ॥

১৫৭. মানিবেও তারা সব
নিরক্ষর নবী
তোরাত ও ইঞ্জিলে
লেখা আছে সবই ॥
সৎ কাজ করিতে যিনি
আদেশ দিবেন
নিষেধও মন্দ কাজে
তিনি করিবেন ॥
হালাল ঘোষণা দেন
পবিত্র জিনিসে
পবিত্র নয়ও যেটা
হারাম কিসে ॥

শৃঙ্খল ভারী তাহা
দিবেন সরিয়ে
রাখা ছিল তাদের যাহা
উপরে দিয়ে ॥
ঈমান আনিয়া যারা
তাঁর উপরে
তাঁহাকে মান্য ও
সাহায্য করে ॥
আসিয়াছে আলো যাহা
চেতনার সাথে
প্রকৃতই সফলতা
আছে যাহাতে ॥

রুকু-২০

১৫৮. বলি হে মানুষ আমি
তোমাদের তরে
পাঠালেন আল্লাহ্ আমায়
রাসুল করে ॥
আসমান ও জমিনের
মালিক যিনি
একজনই মাবুদ শুধু
উপাস্য তিনি ॥
এই যে জীবন যিনি
করেন প্রদান
আবার তিনিই তাদের
মরণ ঘটান
আল্লাহ্র প্রতি আনো
তোমরা ঈমান ॥
তাঁর প্রতি যিনি আরো
নিরক্ষর নবী
ঈমান আল্লায় তাঁর
বাণীতে সব-ই ॥
অনুসারী তোমরা হও
তাহার সাথে
হেদায়েতপ্রাপ্ত সবাই
হবে যে তাতে ॥
১৫৯. মুসার কওমে যারা
একদল রয়
সত্যের পথ সদা
তাহারা দেখায়
তাহারা বিচার করে
সত্যের ও ন্যায় ॥
১৬০. তাদের বারোটি দলে
বিভক্ত করিলাম
পৃথক বড় দল
করিয়া দিলাম ॥
কওমে মুসার কাছে
পানি চাহিলে
তখন আমি তাকে
নির্দেশ দিলে;
আঘাত পাথরে মুসা
করে লাঠি দিয়ে
বারোটি ঝরনা সেথা
পড়ে বেরিয়ে
প্রতিটি গোত্র সবাই
গেল তাহা নিয়ে ॥
তাদের দিলাম আমি
মেঘের ছায়া
তার সাথে পেল আরো
মান্না-ছালোয়া ॥
বলিলাম তোমরা তাহা
করো যে আহার
পবিত্র বস্তু সকল
দিলাম যাহার ॥
জুলুম করেনি তারা
আমার উপরে
নিজেদেরই প্রতি সবে
জুলুম করে ॥
১৬১. যখন তাদেরে হলো
নির্দেশ দিতে
বসবাস করো যেন
এই নগরীতে ॥
সেখানের খাবার যত
খুশিমতো খাও
তোমরা তার সাথে

ক্ষমা চেয়ে যাও ॥
প্রবেশ করো সেথা
দরজা দিয়ে
আর যেন তার সাথে
নত শির নিয়ে ॥
তোমাদের পাপ আমি
ক্ষমা করিব
নেক্‌কারীদের আরো
বেশী করে দিব ॥

১৬২. তাদের মাঝে ছিল
জালিম যারা
ভিন্ন কথা সবই
বলিল তারা ॥
আসমান হতে এলো
তাদের উপরে
পাঠানো আজাব মোর
যাহাতে ধরে
সে কারণ সীমানা তারা
লঙ্ঘন করে ॥

রুকু-২১

১৬৩. জিজ্ঞাসা করে তাই
দেখ তাহাদের
জনপদ উপকূলে
ছিল সাগরের ॥
লঙ্ঘন করিত সীমা
শনিবার নিয়া
ওই দিন বহু মাছ
আসিত ভাসিয়া ॥
অন্যদিনেতে মাছ
আসিত না কাছে
তাদের জন্য আমার
পরীক্ষা আছে
আদেশ অমান্য সেথা
তারা করিয়াছে ॥

১৬৪. একদল তাদের মাঝে
বলেছিল তাও
সেরূপ কওমে কেন
উপদেশ দাও ?
আল্লাহ্ যাদের সব
ধ্বংস করিবেন
অথবা তাদের সেথা
আজাব দিবেন ॥
রবের কাছে বলে
দোষ ফুরাতে
এবং সতর্ক যারা
হয় যাহাতে ॥

১৬৫. উপদেশ নিয়ে সব
ভুলে গেল তারা
করিলাম রক্ষা আমি
তাহাদের যারা;
নিষেধ মন্দ কাজে
করিত যখন
ধরিলাম যারা করে
সীমা লঙ্ঘন
কঠোর আজাব দেই
তাদের তখন
কেননা করিত তারা
অবাধ্য আচরণ ॥

১৬৬. যে কাজ নিষেধ ছিল
তাহারা করে
পরিণত করিলাম তাদের
ঘৃণিত বানরে ॥

১৬৭. স্মরণ করো রব তাই
ঘোষণা করেন
কেয়ামত তক্ লোক
এমন পাঠাবেন ॥
কঠোর আজাব যারা
তাদের দেবে
দ্রুতই শাস্তিদাতা
তোমার রবে
পরম ক্ষমাশীল তিনি
দয়া তাঁর সবে ॥

১৬৮. দুনিয়াতে তাহাদের
বিভক্ত করি

কিছু তার নেক্‌কার
ভিন্ন কিছু তারি ॥
পরীক্ষা করেছি ভালো
মন্দের দ্বারা
যাহাতে সঠিক পথে
ফিরে আসে তারা ॥

১৬৯. অযোগ্য লোকেরা যত
পরে তাহাদের
উত্তরাধিকারী সব
হলো কিতাবের ॥
তারা এই নগণ্য
পার্থিব ধন
সম্পদ যা কিছু
করে আহরণ ॥
বলে তারা আমাদের
ক্ষমা করা হবে
সম্পদ আসিলে আরো
তাও তুলে নেবে ॥
কিতাবেতে ওয়াদা কি
করেনি তারা ?
বলিবে না আল্লাহ্‌ নিয়ে
সত্য ছাড়া
অথচ কিতাব পাঠ
করিয়াছে যারা ॥
অতএব সবাই যারা
করিয়াছে ভয়
আবাস জানিও সেরা
আখেরাতে রয়
তোমাদের এটা কি তবে
বুঝিবার নয় ?

১৭০. কিতাব আঁক্‌ড়ে যারা
দৃঢ়ভাবে ধরে
এবং ছালাত আরো
প্রতিষ্ঠা করে
নষ্ট তাহাদের শ্রম
করিব না পরে ॥

১৭১. পাহাড়কে তুলে ধরি
করে সামিয়ানা
ভেবেছিল পড়ে যাবে
পাহাড়খানা ॥
বলিয়াছি তাদের সব
আমি যে তখন
দৃঢ়তায় ধরো যাহা
দিলাম এখন
মোত্তাকী হও যাতে
রাখিও স্মরণ ॥

রুকু-২২

১৭২. তোমার পালনকারী
বনী আদমের
পৃষ্ঠ হতে বের করে
বংশধরের;
স্বীকার উক্তি তিনি
নিলেন তাদের
বলিলেন রব কি আমি
নই তোমাদের ?
বলে তারা আমরা
সাক্ষী রহিলাম
কিয়ামতে বলে না যেন
বেখবর ছিলাম ॥

১৭৩. যাহাতে তোমরা সেটা
বলো নাকো ফের
শিরিক তো করেছিল আগে
পুরুষ মোদের ॥
পরের বংশধর
আমরা তাদের
ধ্বংস করিবে কি
তবে আমাদের
পথভ্রষ্ট যাদের
কৃতকর্মের ?

১৭৪. আয়াত জানাই আমি
বর্ণনা করে
যাহাতে আসে যদি
তাহারা ফিরে ॥

১৭৫. তুমি আরো তাহাদের

দাও শুনিয়ে
দান করেছি যারে
নিদর্শন দিয়ে
বর্জন করে তবু
গেল বেরিয়ে ॥
শয়তান লেগে গেল
তার পিছনে
শামিল হলো পথ
ভ্রষ্টদের সনে ॥

১৭৬. ইচ্ছা করিলে আমি
মর্যাদা তার
নিদর্শনের দৌলতে
বাড়াতাম আর
অনুগামী হলো সে
এই দুনিয়ার ॥
কুকুরের মতো তার
অবস্থা যে হয়
তাড়া করো যদি তারে
হাঁপাতে সে রয় ॥
যদি তুমি তাহাকে
দাও ছাড়িয়া
তবুও সে তখনো
চলে হাঁপাইয়া ॥
ইহাই নমুনা হলো
তাহাদের তরে
আমার আয়াত যারা
অস্বীকার করে ॥
বিবৃত করো ইহা
বর্ণনা সাথে
চিন্তা তাহারা সব
করে যাহাতে ॥

১৭৭. মন্দ অবস্থা কত
সেই লোকেদের
সাব্যস্ত করিলো মিছে
মোর আয়াতের
জুলুম করিয়াছে
যারা নিজেদের ॥

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে তাই
পথ দেখাবে
তাহলে সেই তবে
পথ পেয়ে যাবে ॥
বিপথগামী তিনি
করেন যাদের
বস্তুতঃ ক্ষতিকরই
হয় যে তাদের ॥

১৭৯. সৃষ্টি করেছি কত
জিন ও মানব
দোজখের জন্য হলো
তাহারা যে সব ॥
অন্তর যদিও সব
আছে তাহাদের
তবুও তাহারা সেটা
বোঝে নাকো ফের ॥
চোখ-কান আছে তবু
শোনে না দেখে
চতুষ্পদ জন্তুসম
তারা সব থাকে ॥
বরং তার চেয়ে
জঘন্য তারা
গাফেল ও উদাসীন
হয় যাহারা ॥

১৮০. আল্লাহ্‌র সুন্দর কত
নাম যে থাকে
সেই সব নামেতেই
ডাকো যে তাঁকে ॥
বর্জন তোমরা আরো
করো তাদেরে
তাঁহার নাম যারা
বিকৃত করে ॥
যারা সব রহিয়াছে
এইসব দল
অচিরেই দেয়া হবে
কর্মের ফল ॥

১৮১. সৃষ্টি করিয়াছি
আমি যাহাদের
একদল দেখায় যারা

সত্য পথের
সেই পথে রয় তারা
ন্যায় বিচারের ॥

রুকু-২৩

১৮২. অস্বীকার করে যারা
আমার আয়াতে
ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাই
ধ্বংসের পথে
পায় না টের তারা
কিছুই তাহাতে ॥
১৮৩. তাদের দেয়া মোর
অবকাশ রয়
আমার কৌশল রহে
দৃঢ় অতিশয় ॥
১৮৪. সঙ্গীর দিকে কি তারা
চেয়ে দেখে না
যার মাঝে নাই কোনো
উন্মাদনা ?
সতর্ককারী সে যে
আর কিছু না ॥
১৮৫. লক্ষ্য কি করে নাই
আরো তাহারা
আসমান ও জমিনের
রাজত্ব দ্বারা
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল
হলো যাহারা ?
অথবা তাদের কাল
আসিলো কাছে
এরপর ঈমান কিসে
আনিবার আছে ?
১৮৬. আল্লাহ্‌ই গোমরাহ্‌ তিনি
করেন যাকে
পথ দেখাতে তার
কেহ নাহি থাকে ॥
তিনি তাই তাহাদের
ছেড়ে দিয়েছেন
ভ্রান্তির মাঝে ফেলে
বেড়াতে দিবেন ॥
১৮৭. জিজ্ঞাসা তোমায় করে
তাহারা যবে
কিয়ামত দিন যাহা
কখন কবে ?
বলো তুমি শুধু জানে
আমার রবে
নির্ধারিত সময়ে তাহা
প্রকাশিত হবে ॥
আসমান জমিনের ইহা
কঠিন বিষয়
অকস্মাৎই তোমাদের
উপরে তা রয় ॥
এমন প্রশ্ন করে
তোমার কাছে
তোমারই যেন এর
সন্ধান আছে ॥
বলো শুধু এটা যাহা
আল্লাহ্‌রই জ্ঞানে
অধিক লোকে তার
কিছুই না জানে ॥
১৮৮. বলো তুমি নিজেরই
জন্যে আমার
ক্ষমতায় নাই মোর
কোন উপকার;
অথবা অপকার
কিছু করিবার
তা ছাড়া ইচ্ছা যাহা
আছে আল্লাহ্‌র ॥
যদি আমি জানিতাম
গায়েবের কথা
আমার কোনো ক্ষতি
হতো না তথা ॥
শুধুই সতর্ককারী
আমি এখানে
আসিয়াছি তাই শুভ
সংবাদ দানে

তাহাদের তরে যারা
ঈমান আনে ॥

রুকু-২৪

১৮৯. তোমাদের সৃষ্টি সবার
আল্লাহ্‌রই করা
একটি সত্ত্বা হতে
আরো তার জোড়া
যার কাছে আছে তার
প্রশান্তি ভরা ॥
সঙ্গম করিলে সেই
তাহার সাথে
গর্ভধারণ সে
করিল তাতে ॥
হালকা ওজন তার
গর্ভে ধরে
তাই নিয়ে অক্লেশে
চলাফেরা করে ॥
গর্ভ যখন তার
বোঝা হয়ে যায়
প্রার্থনা আল্লাহ্‌র কাছে
উভয়েই চায় ॥
সবল সন্তান যদি
আমাদের হয়
শোকর গুজারি হব
মোরা নিশ্চয় ॥

১৯০. সুস্থ্য ও ভালো দান
পাইল যখন
শরিক তাঁর সাথে
করিল তখন
বস্তুতঃ উর্ধ্বে অনেক
আল্লাহ্‌র আসন
তাদের শরিক সম
তিনি কিছু নন ॥

১৯১. শরিক করে কি এমন
বস্তুকে তারা
করিতে পারে না কিছুই
সৃষ্টি যারা
সৃষ্ট নিজেরাই আছে
বরং তাহারা ?

১৯২. না পারে তাদের কোনো
সাহায্য করিতে
নিজেরাও পারেনা যারা
সাহায্য নিতে ॥

১৯৩. সৎপথে ডাকো যদি
তোমরা তাদের
ডাকো বা চুপ থাকো
সমানই যাদের ॥

১৯৪. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে করো
উপাসনা যত
বান্দা সবাই তারা
তোমাদেরই মতো ॥
অতএব তোমরা সবে
ডাকো তাহাদের
তারা যেন ডাকে সাড়া
দেয় তোমাদের
তোমরা সত্যবাদী
হও যদি ফের ॥

১৯৫. পা দিয়ে তারা কি
চলাফেরা করে
অথবা হাত দ্বারা
কোনো কিছু ধরে ?
চোখ-কান তাহাদের
আছে কি যে তায়
দেখিতে বা শুনিতে
তাহারা কি পায় ?
বলো তবে ডেকে আনো
দেবতাদেরে
আমায় তারা যেন
অমঙ্গল করে
অবকাশ রেখনা কিছু
আমার উপরে ॥

১৯৬. নিশ্চই আল্লাহ্ আমার
সহায় হলেন
কিতাব নাজিল আরো

যিনি করেছেন
নেক্‌কারীদের তিনি
সাহায্য করেন ॥
১৯৭. করো যাহা উপাসনা
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
সাহায্য পারে না কোনো
দিতে তোমাদেরে
করিতে পারে না তাও
তাহা নিজেরে ॥
১৯৮. তাদেরে ডাকো যদি
সু-পথের পানে
শুনিবেনা কিছু তারা
নিজেদের কানে ॥
দেখিলে তোমার দিকে
তাকায় হেন
অথচ কিছুই তারা
দেখে না যেন ॥
১৯৯. অভ্যাস করো তুমি
ক্ষমা করিতে
উত্তম কাজের আরো
নির্দেশ দিতে
দূরে থাকো অজ্ঞ আর
মূর্খদের হতে ॥
২০০. প্ররোচিত যদি করে
শয়তান যখন
আল্লাহ্‌র কাছে করো
আশ্রয় গ্রহণ
মহাজ্ঞানী তিনি আরো
করেন শ্রবণ ॥
২০১. ভয় আছে যাহাদের
ওই শয়তানে
কুমন্ত্রনা যদি দেয়
তাহাদের মনে;
মশগুল তখনই হয়
আল্লাহ্ স্মরণে
বিবেচনা বোধ খুলে
যায় সেই ক্ষণে ॥
২০২. শয়তানের ভাইয়েরা
তাদের ডাকে
ভুল পথে তাহাদের
টানিতে থাকে
এবং তাহাতে কোনোই
ত্রুটি না রাখে ॥
২০৩. নিদর্শন যখন আনো
তাহাদের কাছে
তখন সবাই তারা
ইহা বলিয়াছে
আপনি নেননি কেন
নিজে তা বেছে ?
বলো তুমি চলি আমি
তাঁহারই মতে
নির্দেশ আসে যাহা
প্রভুর হতে ॥
রব হতে নিদর্শন
এই যে কোরআন
হেদায়েত ও রহ্‌মত
আনে যারা ঈমান ॥
২০৪. পাঠ করা হয় তাই
যখন কোরআন
তোমরা তাতে করো
মনোযোগ দান ॥
এবং শোনো তাহা
নীরবতা নিয়ে
রহ্‌মত তোমাদের সেথা
রয়েছে গিয়ে ॥
২০৫. স্মরণ করিতে থাকো
প্রভুকে তোমার
কাতোর হয়ে ডাকো
ভীত হয়ে আর ॥
অনুচ্চস্বরে যেন
সন্ধ্যায় সকালে
হয়ো না যেন তুমি
গাফেলের দলে ॥
২০৬. প্রভুর নিকটে তব
রহিয়াছে যারা
দম্ভ ইবাদতে যেন

করে না তারা ॥
যেন তাঁর পবিত্রতা
ঘোষণা করে
সিজদায় নত হয়
তাঁহারই তরে ॥

৮. সূরা আনফাল
মদিনায় ঃ আয়াত ৭৫ ঃ রুকু ১০

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়া
করুনার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. গণিমত মাল নিয়ে
জিজ্ঞাসা করে
বলো ইহা আল্লাহ্ ও
রাসুলের তরে ॥
আল্লাহ্‌কে তোমরা
ভয় করে যাও
এবং নিজেদের
ঠিক করে নাও ॥
ঈমান থাকে যদি
সঠিক তোমাদের
অনুগত হও তবে
আল্লাহ্-রাসুলের ॥

২. মুমিন তো তাহারাই
যাহাদের মন
ভীত হয়ে তারা সব
করিবে স্মরণ
তাঁর আয়াত পড়া হয়
সামনে যখন ॥
তাদের ঈমান আরো
দেয় বাড়িয়ে
রবের উপরে থাকে
ভরসা নিয়ে ॥

৩. ছালাত কায়েম সবাই
তারা করে যায়
ব্যয় করে রিজিক যাহা
দিয়েছি সেথায় ॥

৪. প্রকৃত মুমিন এরা
তাহাদেরই আছে
মর্যাদা ক্ষমা তার
রবের কাছে
জীবিকা সম্মানভরা
আরো রহিয়াছে ॥

৫. বের করে তোমায় রব
দিলেন যেমন
তোমার ঘর হতে
ন্যায়ের কারণ ॥

৬. বিতর্ক করিল তারা
তোমার সাথে
সত্য ও ন্যায়ের বিষয়
ছিল যাহাতে ॥
স্বচ্ছভাবে যাহা
প্রকাশিত ছিল
মরণ তাদের যেন
হাঁকিয়ে নিল
তাহারা যেন সেটা
দেখিতে লাগিল ॥

৭. আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল
তোমাদের সাথে
দু'দলের একটি যেন
এসে যায় হাতে ॥
আশা ছিল নিরস্ত্র
দলটি যারা
তোমাদের আয়ত্ত্বে
এসে যায় তারা
আল্লাহ্‌র চাওয়া ছিল
স্বীয় বাণী দ্বারা ॥
সত্যকে সত্য রূপে
প্রতিষ্ঠা করা
মূল থেকে কাটিতে

কাফেরের গোড়া ॥

৮. সত্যকে সত্য যেন
তিনি করে দেন
মিথ্যাকে মিথ্যা আরো
প্রমাণ করেন ॥
সব যেন এইভাবে
প্রতিষ্ঠিত হয়
পছন্দ যদিও তাহা
পাপীদের নয় ॥

৯. প্রার্থনা করেছিলে
সাহায্য চেয়ে
মঞ্জুর করেন প্রভু
ফেরেশতা দিয়ে
এক হাজার হবে তারা
ক্রমান্বয়ে ॥

১০. আল্লাহ্‌র সাহায্য সেথা
এ কারণে রয়
সুখবরে যেন মন
প্রশান্ত হয় ॥
সাহায্য করেন শুধু
আল্লাহ্‌তায়ালা
পরাক্রমশালী তিনি
হেকমতওয়ালা ॥

রুকু-২

১১. আল্লাহ্ তোমাদের
শান্তি দিতে
নিজে হতে দিয়েছেন
তন্দ্রা নিতে ॥
আকাশ হতে তিনি
পানি ঝরিয়ে
তোমাদের তিনি দেন
পবিত্র করিয়ে;
শয়তানও তাড়িয়ে দেন
দূরে সরিয়ে
দৃঢ়তা তোমাদের
অন্তরে দিয়ে
স্থির হও যেন
দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ॥

১২. তোমাদের রব সেথা
আদেশ করেন
ফেরেশতাদিগকে তিনি
নির্দেশ দেন ॥
নিশ্চয়ই আমি আছি
তোমাদের সাথে
মুমিনের চিত্ত ঋজু
রাখিবে যাতে ॥
অচিরেই কাফেরকে
দেব অন্তরে
আতঙ্ক তাদের মাঝে
সঞ্চার করে ॥
তাদের আঘাত করো
গর্দান যেথায়
তাদের আরো কাটো
জোড়ায় জোড়ায় ॥

১৩. কেননা এইসব
তাহারই কারণ
আল্লাহ্ ও রাসুলে করে
বিরুদ্ধাচরণ
শাস্তি প্রদানে তিনি
কঠোর যে হন ॥

১৪. আজাবের স্বাদ নিতে
হও আগত
দোজখ রয়েছে আরো
নির্ধারিত ॥

১৫. কাফেরের মুখোমুখি
হইবে যখন
মুমিনেরা করো না কভু
পশ্চাৎ গমন ॥

১৬. যুদ্ধের বিশেষ যদি
কোন কৌশলে
আশ্রয় গ্রহণ করে
যদি নিজ দলে;
তাহা ছাড়া করে যদি
কেহ পলায়ন

আল্লাহ্‌র গজব তার
পড়িবে তখন ॥
বাসের জায়গা হবে
দোজখ তাহার
কতই না জঘন্য সেটা
জায়গা থাকার ॥

১৭. তোমরা তো নিহত
করোনি তাদের
নিহত করিলেন
আল্লাহ্‌ই যাদের ॥
নিক্ষেপ করোনি কভু
তুমি তো তাহা
আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ সেথা
করিলেন যাহা ॥
মুমিনের যেন নিজ
পক্ষ হতে
পারেন উত্তম কোনো
পুরস্কার দিতে ॥
নিশ্চই আল্লাহ্ বিশেষ
শ্রবণকারী
জগতের জ্ঞান সবই
আছে তাঁহারই ॥

১৮. আল্লাহ্‌র ইহা ছিল
তোমাদের তরে
দুর্বল করে দেন
কাফেরদেরে ॥

১৯. মীমাংসা যদি কোনো
কাফেরেরা চাও
তোমাদের কাছে তবে
এসে গেছে তাও ॥
আর যদি তোমরা
থাকো বিরত
সেটাই তোমাদের
উত্তম হতো ॥
কিন্তু তোমরা যদি
করো পুনরায়
আমিও তবে তাহা
করিব সেথায় ॥
কোনো কাজে আসিবে না
দলবল যারা
অধিক যদিও হবে
সংখ্যায় তারা
মুমিনের সাহায্য রবে
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥

রুকু-৩

২০. ঈমান আনিয়াছ
তোমরা যারা
আল্লাহ্ ও রাসুলের
মানিও তারা ॥
বিমূখ হয়ো না কভু
কোন তার কথা

২১. হয়োনা তাদের মতো
তোমরা যথা ॥
আমরা শুনেছি সবই
যারা সব বলে
কিছুই শোনে না কথা
তারা আসলে ॥

২২. নিশ্চয়ই সবাই তারা
আল্লাহ্‌র কাছে
জঘন্য প্রাণীর সম
তাহারাই আছে ॥
মূক আর বধির লোক
রয়েছে যারাই
আসলে কোন কিছু
তারা বোঝে নাই ॥

২৩. মঙ্গল তাদের মাঝে
যদি দেখিতেন
আল্লাহ্ শুনিতে তাদের
তৌফিক দিতেন ॥
যখনি শুনাবে কিছু
আগ্রহ নিয়ে
পালিয়ে যাবে তারা
মুখ ঘুরিয়ে ॥

২৪. ঈমান তোমরা সবাই

আনিয়াছ যারা
আল্লাহ্ ও রাসুলের ডাকে
সাড়া দিও তারা ॥
রাসুল এমন কাজে
করে আহ্বান
তোমাদের মাঝে দানে
নবীনের প্রাণ ॥
জেনে রাখ আল্লাহ্
বাধার কারণ
মানব ও তার মাঝে
রয়েছে যে মন ॥
পৃথিবীতে এসেছিল
মানুষ যত
একদিন তাঁর কাছে
হবে সমবেত ॥

২৫. এমন ফ্যাসাদ থেকে
দূরে থাক সরে
পতিত হবে না যারা
বিশেষ করে;
তোমাদের মাঝে যারা
জালিম আছে
শাস্তি জানিও কঠিন
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

২৬. সংখ্যায় স্মরণ করো
অল্পই ছিলে
গণনা হতে তাই
দুর্বল বলে ॥
আশঙ্কা তোমাদের
হতো নিরবধি
ছোঁ মেরে অন্যেরা
নিয়ে যায় যদি ॥
পরে তিনি তোমাদেরে
আশ্রয় দেন
তোমাদেরে শক্তিশালী
আরো যে করেন ॥
সাহায্য করেন ভালো
জীবিকা দিয়ে
শোকর করো যেন
কৃতজ্ঞতা নিয়ে ॥

২৭. ঈমান আনিয়াছ
তোমরা যারা
আল্লাহ্ ও রাসুলের
প্রতি যেন তারা ॥
খেয়ানত কোরোনা
যেন জ্ঞাতসারে
আর যাহা আমানত
নিজের ব্যাপারে ॥

২৮. তোমরা রাখো আরো
ইহা জানিয়া
সম্পদ ধন আর
সন্তান দিয়া
তোমাদের নেয়া হবে
পরীক্ষা করিয়া ॥
বস্তুতঃ তোমাদের
আল্লাহ্‌র কাছে
জানিও বড় কিছু
প্রতিদান আছে ॥

রুকু-৪

২৯. শোনো তাই যাহারা
ঈমান রাখে
ভয় যদি তোমরা
করো আল্লাহ্‌কে ॥
তোমাদের পাপ তিনি
করিয়া মোচন
ক্ষমাও করে তাই
দিবেন তখন
আল্লাহ্‌ই মহান আর
দয়াশীল হন ॥

৩০. সেই কথা মনে করে
দাও তুমি আর
কুচক্র কাফের করে
বিরুদ্ধে তোমার;
তোমাকে বন্দি বা
খুন করিবার

অথবা দেশ থেকে
তাড়িয়ে দিবার ৷৷
কুচক্র তারা সব
করিলে এমন
আল্লাহ্ও নিলেন তাঁর
কৌশল তখন
সবার সেরা কৌশলী
আল্লাহ্ই হন ৷৷

৩১. তাদের সামনে কভু
পাঠ করা হলে
আমার আয়াত যখন
তাহারা বলে ৷৷
শুনিয়াছি আমরা
যাহা ইহারই
রচনা করিতে এমন
আমরাও পারি ৷৷
এমন বিশেষ কিছু
নাই বলিবার
ইতিহাস ব্যতীত তাহা
নহে কিছু আর ৷৷

৩২. তারা বলে আল্লাহ্
যদি এ কোরআন
সত্যই হয় তবে
তোমার প্রদান;
আসমান হতে দাও
পাথর ঝরিয়ে
অথবা শাস্তি মোদের
যন্ত্রণা দিয়ে ৷৷

৩৩. আল্লাহ্র আজাব নাজিল
হবে নাকো তায়
যতক্ষণ তাদের মাঝে
রয়েছো সেথায়
তবুও তারা যদি
ক্ষমা চেয়ে যায় ৷৷

৩৪. তাদের মাঝে রয়
বিষয় কি এমন
শাস্তি না আল্লাহ্ দিবেন
কিসের কারণ ?
বাধা দেয় মসজিদ
হারামে যাবার
অথচ তাদের নয়
সেই অধিকার ৷৷
অধিকার রয় শুধু
মোত্তাকি যারা
অধিকই জানে না তাদের
কিছুই তারা ৷৷

৩৫. কাবার নিকটে তাদের
ছিলো না নামাজ
শিষ-তালি দেয়া ছাড়া
আর কোনো কাজ
আজাবের স্বাদ নাও
কুফরির আজ ৷৷

৩৬. আল্লাহ্র পথে যেতে
বাধা আরো দিতে
দ্বিধা নাই কাফেরের
খরচ করিতে ৷৷
আরো ব্যয় তাহারা
করিবে এখন
আক্ষেপ হবে পরে
তাহার কারণ
পরাজয় অবশেষে
করিবে বরণ ৷৷
আর তাই কুফরি
করিল যারা
দোজখে তাদের হবে
সমবেত করা ৷৷

৩৭. পাক হতে আলাদা
নাপাক যারে
নাপাক রাখিয়া সব
স্তূপাকারে ৷৷
আল্লাহ্ দোজখে দিবেন
নিক্ষেপ করিয়া
প্রকৃতই তাদের যাবে
ক্ষতি হইয়া ৷৷

রুকু-৫

৩৮. কুফরি করিছে যারা
তাদের বলো
উহা হতে যদি তারা
বিরত হলো
অতীতের সব কিছু
ক্ষমা করা গেল ॥
কিন্তু যদি তাহা
করে পুনরায়
আগের লোকেরা হবে
উপমা সেথায় ॥

৩৯. যত দিনে ভ্রান্তি না
শেষ হয়ে যায়
যুদ্ধ করিতে থাকো
তোমরা সেথায়
যতক্ষণে আল্লাহ্‌র হুকুম
প্রতিষ্ঠা না পায় ॥
তবে যদি তাহারা
বিরতি করে
আল্লাহ্‌র নজর আছে
তাদের উপরে ॥

৪০. কিন্তু তারা যদি
মানে না তা ফের
আল্লাহ্‌ই বন্ধু আছেন
জেন তোমাদের
কতই না উত্তম

দশম পারা ঃ অয়লামু

৪১. তোমরা জেনে রাখো
আরো যে তাহা
গণিমত মালসব
পাইবে যাহা;
পাঁচের একভাগ
হবে আল্লাহ্‌র
রাসুলের জন্য আরো
আত্মীয় তার ॥
এতিম মিসকিন ও
মুসাফির তরে
ঈমান রাখো যদি
আল্লাহ্‌র উপরে ॥
এবং নাজিল যেদিন
ফয়সালা চলে
মুখোমুখি হয়েছিল
উভয় দলে ॥
বান্দাকে ছিল যাহা
আমার প্রদান
আল্লাহ্‌ উপরে সবার
হন শক্তিমান ॥

৪২. উপত্যকার একদিকে
তোমরা ছিলে
অন্যদিকে ছিল
শত্রুর দলে
আর যারা কাফেলা
নীচে দিয়ে চলে ॥
তোমরা যদি তাই
যুদ্ধের ব্যাপারে
চুড়ান্ত ফয়সালা
করিতে তারে;
তোমরা যদি কোনো
প্রস্তুতি নিতে
অবশ্যই মতভেদ
সৃষ্টি করিতে ॥
কিন্তু চাওয়া ছিল
আল্লাহ্‌র যাহা
হয়েছিল নির্ধারিত
সেখানে তাহা ॥
প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে
কেহ মরিল
বাঁচিল যাদের সেথা
বাঁচার ছিল ॥
সব কিছু শ্রবণে
থাকে আল্লাহ্‌র
সর্বজ্ঞানী তিনি

বিজ্ঞ যে আর ॥

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে তাই
স্বপ্নে দেখান
কাফেরের সংখ্যা ছিল
কম পরিমাণ ॥
সংখ্যায় অধিক যদি
তুমি দেখিতে
ভয় পেয়ে বিরোধের
সৃষ্টি করিতে ॥
করিলেন রক্ষা তাই
আল্লাহ্ সেখানে
অন্তরে আছে যাহা
সবই তাঁর জ্ঞানে ॥

৪৪. যখন উভয় দল
মুখোমুখি হলে
তাদের তোমরা তখন
কম দেখিলে ॥
তারাও দেখিল কম
তোমাদেরই মতো
আল্লাহ্র কাজ ছিল
নির্ধারিত
তাঁহারই কাছে সব
হয় আনীত ॥

রুকু-৬

৪৫. যখন কোনো বাহিনীর
সম্মুখীন হবে
মুমিন শক্ত থাকো
দৃঢ়পদ সবে ॥
বেশি করে আল্লাহ্কে
করিবে স্মরণ
সফলকামী হবে
তোমরা তখন ॥

৪৬. আল্লাহ্ ও রাসুলের
রবে অনুগত
পরস্পর হবে না কভু
ঝগড়ারত ॥
করো যদি তোমরা
এইসব তবে
কাপুরুষে তখন সব
পরিণত হবে ॥
প্রাধান্য পেয়েছিলে
যাহা সকলে
তোমাদের প্রভাব যত
যাবে তাহা চলে ॥
তোমরা করো আরো
ধৈর্য্য ধারণ
সঙ্গী তাদের সেথা
আল্লাহ্ই হন ॥

৪৭. হয়ো না তাদের মতো
তোমরা যাতে
সদর্পে চলে যারা
লোক দেখাতে ॥
আল্লাহ্র পথে তারা
বাধা দিয়ে চলে
বেষ্টিত আল্লাহ্র
হাতে সকলে ॥

৪৮. শয়তান দেখালো যাহা
করে সুশোভিত
যে সকল কাজগুলি
তারা করিত ॥
মানুষের মাঝে বলে
তোমাদের পরে
এমন কেহই নাই
জয়লাভ করে
আমি সদা পাশে আছি
তোমাদের তরে ॥
পরস্পর দুই দল
মুখোমুখি হলে
তখন পিছনে ফিরে
তাদেরে বলে;
তোমাদের সাথে তবে
আমি আর নাই
কারণ যা দেখ না কেহ
দেখি আমি তাই ॥

নিশ্চয় ভয় আমি
করি আল্লাহ্‌কে
কঠোর শাস্তি প্রদান
আল্লাহ্‌রই থাকে ॥

রুকু-৭

৪৯. মোনাফেক আর যারা
ব্যাধি অন্তরে
ধর্মই ভ্রান্ত নাকি
এদেরে করে ॥
বস্তুতঃ ভরসা যার
আল্লাহ্‌তে করা
আল্লাহ্ প্রভাবশালী
জ্ঞান আছে ভরা ॥

৫০. যদি আরো সে সময়
তুমি দেখিতে
কাফেরদিগের জান
কবজ করিতে ॥
ফেরেশতা মুখ-পিঠে
আঘাত করে
জ্বলন্ত আজাব বলে
নাও প্রাণ ভরে ॥

৫১. তোমাদের এই হলো
তার বিনিময়
নিজ হাতে তোমাদের
পাঠানো যা রয়
বান্দাতে জুলুম কোনো
আল্লাহ্‌র নয় ॥

৫২. ফেরাউন আরো তার
অনুসারীরা
এবং তাদের আরো
পূর্বেতে যারা
মানেনিকো আল্লাহ্‌র
নির্দেশ তারা
আল্লাহ্‌র হাতে পড়ে
অবশেষে ধরা ॥
প্রবল শক্তিশালী
তিনি নিশ্চয়
কঠোর শাস্তি প্রদান
আল্লাহ্‌রই হয় ॥

৫৩. করেন না আল্লাহ্ কোনো
পরিবর্তন
নয় কোন জাতিকে
তিনি যতক্ষণ;
যদি তারা নিজেরাই
নিজেদের দ্বারা
অবস্থা বদলায়
না যদি তারা
আল্লাহ্ শোনেন সবই
জ্ঞান আছে ভরা ॥

৫৪. ফেরাউন আরো তার
পূর্বের মতো
অস্বীকার করে মোর
আয়াত যতো ॥
ধ্বংস করেছি তাদের
পাপের কারণে
ফেরাউন ডুবিয়ে দিলাম
আমি সেইক্ষণে ॥

৫৫. ঘৃণ্য প্রাণীর মতো
আল্লাহ্‌র কাছে
নাই ঈমান-কুফরি
যারা করিয়াছে ॥

৫৬. তোমার যাদের সাথে
চুক্তি যে রয়
চুক্তি তাদের দ্বারা
লঙ্ঘন হয়
এবং মোটেও তারা
পায় নাকো ভয় ॥

৫৭. কাবু যদি করিতে পার
যুদ্ধের দ্বারা
ছিন্ন করিতে পার
পিছনে যারা
পারে যেন শিক্ষালাভ
করিতে তারা ॥

৫৮. ধোঁকার আশঙ্কা সেথা

থাকে যদি তবে
চুক্তি ছুড়ে ফেল
তোমরাও সবে ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র
ভালোবাসা নয়
চুক্তিভঙ্গ আরো
যার দ্বারা হয় ॥

রুকু-৮

৫৯. কুফরি করিয়া যেন
না করে মনে
রক্ষা সকলে তারা
পেল এইক্ষণে
অক্ষম সবাই আছে
আমার সনে ॥

৬০. প্রস্তুতি নিয়ে থাকো
যুদ্ধ করিবার
অশ্ববাহিনী আরো
নিয়ে হাতিয়ার ॥
তাদের ভীত রাখো
এইসব দ্বারা
আল্লাহ্‌ ও তোমাদের
শত্রু যে তারা
আল্লাহ্‌ জানেন আরো
গোপন যারা ॥
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়
করিলে যে আর
ফিরিয়ে দেয়া হবে
পুরোপুরি তার
হবে না তোমাদের
কোনো অবিচার ॥

৬১. সন্ধি করিতে আরো
তারা যদি চায়
আগ্রহী তুমিও তবে
হইও সেথায় ॥
আল্লাহ্‌তে ভরসা যেন
আরো সেথা রয়
সবই শোনেন তিনি
জ্ঞানী নিশ্চয় ॥

৬২. তোমায় তারা যদি
দিতে চায় ধোঁকা
তব তরে আল্লাহ্‌ই
যথেষ্ট একা ॥
তিনি সেই সত্ত্বা যিনি
তোমাকে করেন
শক্তি ও সাহায্য তিনি
করিয়া থাকেন ॥
তাদের মাধ্যমে যত
মুমিন যারা
তার সাথে আরো স্বীয়
শক্তি দ্বারা ॥

৬৩. তাদের করিয়া দিলেন
প্রীতি সঞ্চার
ব্যয় করিতেও ধন
সারা দুনিয়ার ॥
প্রীতি আর ঐক্য কোনো
আসিত না যেথা
আল্লাহ্‌ই তাদের দিলেন
হৃদয়ে সেথা ॥
প্রবল প্রতাপশালী
তিনি নিশ্চয়
সুকৌশলী তিনি আর
মহা প্রজ্ঞাময় ॥

৬৪. ওহে নবী আল্লাহ্‌ই
যথেষ্ট তোমার
মান্যতা পাও আরো
মুমিন সবার ॥

রুকু-৯

৬৫. উৎসাহ দাও নবী
মুমিনের হয়ে
যুদ্ধ করে যেন
তারা নির্ভয়ে ॥
দৃঢ়পদ বিশজন

হয় যদি তবে
দু'শোর উপরে তাদের
জয়লাভ হবে ॥
আর যদি একশত
থাকে তোমাদের
পরাজিত হবে সেথা
হাজার কাফের
কেননা নাই কোনো
জ্ঞান তাহাদের ॥

৬৬. আল্লাহ্ দিলেন বোঝা
হাল্কা করে
তোমাদের দুর্বলতা
আছে ভিতরে ॥
দৃঢ়পদ লোক যদি
রয় একশত
জয় করিবে সেথা
দু'শোজন মতো ॥
আর যদি সেইরূপ
এক হাজার হয়
আল্লাহ্র হুকুমে হবে
দু' হাজার জয়
আল্লাহ্ শক্ত লোকের
সাথে নিশ্চয় ॥

৬৭. নবীর পক্ষে তাহা
সমীচীন নয়
বন্দিকে তাঁর কাছে
রাখা যদি রয়
শত্রু না যত দিনে
পরাজিত হয় ॥
তোমাদের কামনা যত
সম্পদ পাওয়া
আখেরাতে মঙ্গল
আল্লাহ্র চাওয়া ॥
প্রবল প্রতাপ শুধু
আল্লাহ্রই হয়
প্রজ্ঞাময় তিনি আরো
হেকমত রয় ॥

৬৮. আল্লাহ্র তরফ থেকে
নির্ধারিত
যদি না পূর্বেই
লিখা থাকিত ॥
তবেই তোমরা যাহা
করেছ গ্রহণ
আজাব তাহলে সেথায়
আসিত ভীষণ ॥

৬৯. হালাল যা ভোগ করো
গণিমত রয়
তৎসহ আল্লাহ্কে
করে চলো ভয়
দয়ালু ও ক্ষমাশীল
তিনি নিশ্চয় ॥

রুকু-১০

৭০. বলে দাও নবী তুমি
বন্দি সবার
অন্তর দেখা যদি
হয় আল্লাহ্র ॥
ভালো কিছু রহিয়াছে
তাহাদের মনে
উত্তম দান কিছু
পাবে সেইক্ষণে ॥
ভালো আরো দান যত
রহিয়াছে তাহা
তোমাদের কাছ হতে
নেয়া ছিল যাহা ॥
তিনি আরো তোমাদের
ক্ষমা করিলেন
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু আছেন ॥

৭১. যদি চায় প্রতারণা
করিতে তারা
করেছিল আল্লাহ্র সাথে
পূর্বেও যারা ॥
তারপর তব হাতে
পড়িল ধরা

আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ায় ভরা ॥
৭২. হিজরত করেছে যারা
ঈমান আনিয়া
জেহাদ করেছে তারা
ধন-প্রাণ দিয়া ॥
তাদের আরো যারা
আশ্রয় দিলো
পরস্পর বন্ধু করে
তাহারা নিলো ॥
করেনি ঈমান এনে
হিজরত যারা
তোমাদের দায়িত্বে কেহ
নাই তাহারা
যত দিনে হিজরত
না করে তারা ॥
সাহায্য চায় যদি
দ্বীনের ব্যাপারে
অবশ্যই করিও তবে
সাহায্য তারে ॥
চুক্তি রয়েছে আরো
যাহাদের সাথে
মোকাবিলা নয় যেন
তাদের যাতে
করো যাহা আল্লাহ্র
নজর তাতে ॥
৭৩. সকলেই আর যারা
কুফরি করে
তারা সব বন্ধু বনে
একে অপরে ॥
তোমরা না করো যদি
পালন তবে
বিপর্যয় পৃথিবীতে
অকল্যাণ হবে ॥
৭৪. হিজরত ঈমান এনে
যারা করেছে
আল্লাহ্র পথে আরো
জেহাদে গেছে ॥
যারা দিল তাহাদের
আশ্রয় দান
তারাই প্রকৃত সব
মুমিনের প্রাণ
ক্ষমা আছে রুজিতেও
পাবে সম্মান ॥
৭৫. ঈমান আনিল পরের
পর্যায়ে যারা
হিজরত জেহাদ আরো
করেছে তারা ॥
তোমাদের সাথে তারা
যুক্ত হয়ে
তারাও তোমাদেরই
মাঝে গেল রয়ে ॥
আল্লাহ্র বিধান মতে
যারা হবে আর
আত্মীয় মাঝে সব
বেশী হকদার
সকল বিষয়ে জ্ঞান
আছে আল্লাহ্র ॥

৯. সূরা তওবা
মদিনায় ঃ আয়াত ১২৯ ঃ রুকু ১৬

রুকু-১

১. আল্লাহ্ ও রাসুলের
পক্ষ হতে
হয়েছিল চুক্তি যাহা
মুশরিক সাথে
দায়ের মুক্তি হলো
তোমাদের তাতে ॥
২. এ দেশ ঘুরে দেখ
চার মাস ধরে
কেহ নাই আল্লাহ্কে
পরাভূত করে ॥

যে সকল মানুষেরা
কাফের আছে
অপমান হয় তারা
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

৩. আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
পক্ষ হতে
হজের দিনে ঘোষণা
হলো এই মতে;
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
দায় হলো মুক্তি
মুশরিক সাথে যাহা
ছিল যে চুক্তি ॥
তবে যদি তোমাদের
তওবার পর
তাহা হবে সকলের
কল্যাণকর ॥
এরপরও রাখো যদি
মুখ ফিরিয়ে
আল্লাহ্‌কে রুখিবে সব
তবে কী দিয়ে ॥
সংবাদ দিয়ে দাও
কাফের যারা
শাস্তি রয়েছে তাদের
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

৪. কিন্তু যে সকল
মুশরিক দলে
চুক্তি রক্ষা যারা
করেছিল ফলে
ঘোষণার বাইরে রবে
তারা সকলে ॥
মেয়াদ পূর্ণ যেন
তোমাদের হয়
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
মুমিনেই রয় ॥

৫. যখন নিষিদ্ধ মাস
পার হয়ে যাবে
ধোঁকাবাজ মুশরিক
যেখানেই পাবে;
হত্যা বন্দি বা
আট্‌কে রাখো
গোপন ঘাঁটিতে তাদের
খুঁজিতে থাকো ॥
অতঃপর তারা যদি
তওবা করে
জাকাত দেয় আর
নামাজ পড়ে
দাও তবে তোমরা
তাদের ছেড়ে ॥
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল
হন নিশ্চয়
সীমাহীন দয়াভরা
তাঁহার হৃদয় ॥

৬. মুশরিক যদি কেহ
আশ্রয় চায়
আশ্রয় তুমি তাকে
দিও তবে তায়;
আল্লাহ্‌র বাণী যাতে
শুনিতে সে পায়
পৌঁছে দাও তাকে
নিরাপদ জাগায় ॥
আদেশ হলো তাই
এ জন্য করা
নিতান্ত অজ্ঞ লোক
আছে সব ওরা ॥

রুকু-২

৭. মুশ্‌রিক আল্লাহ্‌ ও
রাসুলের সাথে
চুক্তি রাখিবে ঠিক
কীভাবে তাতে ?
চুক্তি মসজিদ
হারামের কাছে
সরলতা তাহাদের
যত দিন আছে ॥
সরল থাকিও যেন

তোমরা সেথায়
মুত্তাকী আল্লাহ্‌র
ভালোবাসা পায় ॥
৮. বলবৎ থাকিবে তাহা
কেমন করে
প্রাধান্য পায় যদি
তারা উপরে ?
মর্যাদা দিবে না তারা
আত্মীয় বলে
অঙ্গীকার ছিল যাহা
যাবে সব ভুলে ॥
তোমাদের রাখিতে খুশি
কথা দিয়ে ভরে
অস্বীকার করে তাহা
তারা অন্তরে
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ সবই
যায় তারা করে ॥
৯. আল্লাহ্‌র আয়াতে
নেয় বিনিময়
নগণ্য মূল্যে তাহা
করে বিক্রয় ॥
আল্লাহ্‌র পথে করে
তারা নিবৃত্ত
তাদের কর্ম সকল
জঘন্য কত ॥
১০. মর্যাদা দেয়না তারা
মুমিন যারে
আত্মীয় সাথে কোনো
অঙ্গীকারে
সীমানা লঙ্ঘনকারী
বলে তাহারে ॥
১১. তবে যদি তারা সব
তওবা করে
জাকাত দেয় আর
নামাজ পড়ে
দ্বীনের ভাই তারা
তোমাদের তরে ॥
বিস্তারিত আয়াত মোর
বর্ণনা দ্বারা
তাদের জন্য সব
জ্ঞানীলোক যারা ॥
১২. ভঙ্গ করে যদি
তারা অঙ্গীকার
দ্বীন নিয়ে বিদ্রূপ
করে যদি আর;
তাহলে তোমরা রত
হও যুদ্ধে
কাফের ওই নেতাদের
সব বিরুদ্ধে ॥
কেননা ওয়াদা তারা
কোনো রাখে নাই
হয়তো নিরস্ত্র হতে
পারে তারা তাই ॥
১৩. তোমরা কি হবে না
যুদ্ধে রত
ওয়াদা যারা ভাঙিলো
ইচ্ছামতো
রাসুলকে করিতে চায়
দেশান্তরিত ?
বিবাদ তাদের দ্বারা
প্রথমেই হয়
তোমরা তবে কি করো
তাহাদের ভয় ?
বস্তুতঃ অধিক ভয়
করো আল্লাহ্‌কে
তোমাদের মাঝে যদি
ঈমান থাকে ॥
১৪. তোমরা যুদ্ধ করো
তাহাদের সাথে
আল্লাহ্‌ই শাস্তি দিবেন
তোমাদের হাতে ॥
শাস্তি দিবেন তাদের
লাঞ্ছনাকর
বিজয়ী করিবেন
তদের উপর
শান্ত করিবেন আরো

মুমিন অন্তর ॥
১৫. মনের ক্ষোভ তিনি
দূর করিবেন
যাহাকে ইচ্ছা তাঁর
ক্ষমা করে দেন
সব জানা প্রজ্ঞাময়
আল্লাহ্ই আছেন ॥
১৬. তোমাদের ধারণা কি
মনে করিয়া
এমনি আল্লাহ্ দিবেন
তাদের ছাড়িয়া ?
ওই কথা প্রকাশিত
না করে যে
তোমাদের মধ্যে কে
যুদ্ধ করেছে ॥
নেয়নি বন্ধুর মতো
আর যাহারা
আল্লাহ্-রাসুল আর
মুমিনের ছাড়া
আল্লাহ্র জানা যাহা
করো তোমরা ॥

রুকু-৩

১৭. মুশরিকদিগের কোনো
নাই অধিকার
মসজিদ রক্ষণ করে
তারা আল্লাহ্র ॥
নিজেদের কুফরির
স্বীকৃতি যারা
দিচ্ছে যখন সব
তাহা নিজেরা ॥
সকল কর্ম এদের
হয়েছে বিফল
দোজখে রহিবে এরা
অনন্ত কাল ॥
১৮. আল্লাহ্র মসজিদ
তারাই কেবল
আবাদ করিবে সব
তাহারা সকল ॥
ঈমান যাদের শুধু
আল্লাহ্তে রয়
শেষ দিন প্রতি যাহা
হবে নিশ্চয় ॥
ছালাত কায়েম আরো
করে যাহারা
সেইপথে প্রদান করে
জাকাত তারা ॥
আল্লাহ্কে ছেড়ে যেন
আর কারো নয়
শুধু করে আল্লাহ্কে
তারা যেন ভয় ॥
এদেরই ব্যাপারে শুধু
আশা করা যায়
আসলে তারাই সব
হেদায়েত পায় ॥
১৯. হাজীদের পানি পান
যাহারা করায়
মসজিদ হারামে করে
আবাদ সেথায় ॥
তোমরা কি মনে করো
তাহারা সমান ?
আল্লাহ্র প্রতি যে
আনিল ঈমান ॥
বিশ্বাস করিয়াছে
রোজ কিয়ামতে
করিল জিহাদ সে
আল্লাহ্র পথে ॥
সমান আল্লাহ্র কাছে
কভু নয় তারা
হেদায়েত পাবে না জালিম
আল্লাহ্র দ্বারা ॥
২০. ঈমান আনিয়া যারা
গেল হিজরতে
জেহাদ করিল তারা
আল্লাহ্র পথে ॥

যারা সব নিজেদের
জান-মাল দিয়ে
আল্লাহ্‌র কাছে রয়
মর্যাদা নিয়ে ॥
উপরে রহে সব
তারা সকলে
প্রকৃত সফল লোক
তাহাদেরই বলে ॥

২১. সংবাদ দিলেন শুভ
রব তাহাদের
সন্তোষ-জান্নাত আর
স্বীয় অনুগ্রহের
চিরস্থায়ী নেয়ামত
রয়েছে তাদের ॥

২২. অনন্তকাল তারা
সেখানে রবে
আল্লাহ্‌র কাছে আরো
পুরস্কৃত হবে ॥

২৩. ঈমান তোমরা সবাই
আনিয়াছ যারা
গ্রহণ কাছের বলে
করিও না তারা ॥
তোমাদের পিতা আর
ভাইদের নিয়ে
কুফরিকে প্রিয় মানে
ঈমানের চেয়ে ॥
তাহাদের যদি করো
তোমরা গ্রহণ
নিশ্চয়ই করিবে তবে
সীমা লঙ্ঘন ॥

২৪. বলে দাও তোমাদের
প্রিয় যদি পিতা
সন্তান-স্ত্রী আর
তোমাদের ভ্রাতা ॥
স্বগোত্রীয় লোক আর
ধন যাহা রয়
ব্যবসায় মন্দা আরো
পড়িবার ভয় ॥
তোমাদের বাড়িঘর
পছন্দ মতো
প্রিয় হয় তোমাদের
অধিক যত ॥
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
জেহাদের চেয়ে
তোমরা থাকো তবে
অপেক্ষা নিয়ে
আল্লাহ্‌ পাঠান যদি
নির্দেশ দিয়ে ॥
ফাছেক লোক সব
আছে যাহারা
আল্লাহ্‌র হেদায়েত
পায় না তারা ॥

রুকু-৪

২৫. আল্লাহ্‌ তো তোমাদের
সাহায্য করেছেন
অনেক যুদ্ধ আরো
ছিল হোনায়েন ॥
সংখ্যায় তোমরা সেথা
অধিক ছিলে
সে কারণ তোমরা সবাই
গর্বিত হলে
তবুও তোমরা সেথা
পালিয়ে গেলে ॥

২৬. অতঃপর আল্লাহ্‌ আরো
নাজিল করিলেন
মুমিন ও রাসুলেরে
সৈন্য দিলেন ॥
দেখিতে তোমরা কেহ
পাওনি তাদের
শাস্তি দিলেন তিনি
কাফের যাদের
কর্মের ফল সব
ছিল তাহাদের ॥

২৭. এরপরও আল্লাহ্‌

ইচ্ছা করেন
তওবা করিতে যাদের
তৌফিক দেন
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু রহেন ॥

২৮. হে মুমিনগণ শুনে
রাখো এই ক্ষণে
এ বছর পরে যেন
মুশরিকগণে ॥
মসজিদ হারামের
কাছেতে না রয়
কেননা কেহই তারা
পবিত্র যে নয় ॥
অভাবের আশঙ্কা
সেথা করিলে
এবং আল্লাহ্র সেথা
ইচ্ছা থাকিলে
অভাবে তোমাদের
মুক্তি মিলে ॥
আল্লাহ্ নিজের যদি
অনুগ্রহ হয়
প্রজ্ঞাশীল তিনি তাঁর
সব জানা রয় ॥

২৯. যুদ্ধ করো তাই
তাহাদের সাথে
ঈমান আনিল না
যারা আল্লাহ্তে ॥
বিশ্বাস নাই আরো
রোজ কিয়ামতে
আল্লাহ্ ও রাসুল করা
হারাম হতে ॥
সত্য দ্বীন যারা
মানে নাকো আর
বশ্যতা যত দিনে
করেনা স্বীকার;
যুদ্ধ বলবৎ রবে
তাদের উপরে
যতোদিনে জিজিয়া-না
প্রদান করে ॥

রুকু-৫

৩০. ইহুদি-নাছারা সব
এই কথা বলে
উযাইর ও ঈসা নাকি
আল্লাহ্র ছেলে !!
মুখের কথা এটা
তাদের যত
এ কথা পূর্বকালের
কাফেরের মতো ॥
ধ্বংস করুন এদের
তাই আল্লাহ্য়
উল্টা কোন্পথে
তারা সব যায় ?

৩১. তাদের জ্ঞানী আর
দরবেশদেরে
বানায় রব তারা
আল্লাহ্কে ছেড়ে ॥
মরিয়ম পুত্র আরো
ঈসা-মসীকে
আদিষ্ট ছিল তারা
মাবুদের দিকে ॥
এ ব্যাপারে ছিল সব
তারা একমত
করিবে একেরই তারা
যেন ইবাদত ॥
মাবুদ তিনি ছাড়া
নেই জগতে
পবিত্র মহান তাদের
শরিক হতে ॥

৩২. মুখ দ্বারা চায় তারা
ফুৎকার দিয়ে
আল্লাহ্র নূর যেন
দেবে নিভিয়ে ॥
কিন্তু এটাই হলো
আল্লাহ্র চাওয়া

নিজের নূরের শুধু
পূর্ণতা পাওয়া ॥
ইচ্ছা ইহা ছাড়া
আর কিছু নয়
কাফেরের যদিও তা
পছন্দ না হয় ॥

৩৩. তিনিই সেই সত্ত্বা নিজের
রাসুলকে যিনি
হেদায়েত ও সত্য দ্বীনে
পাঠালেন তিনি;
যেন তাহা সমস্ত
ধর্মের উপরে
এ দ্বীনকে আনিতে পারেন
বিজয়ী করে ॥
যদিও মুশরীক দলে
যারা সব রয়
এই দ্বীন তাদের কারো
পছন্দ নয় ॥

৩৪. তাদের পণ্ডিত যত
যাজকগণ
অন্যের সম্পদ
করে ভক্ষণ
আল্লাহ্‌র পথে হয়
বাধার কারন ॥
সোনা ও রুপা তারা
করে সঞ্চয়
আল্লাহ্‌র পথে তাহা
করে নাকো ব্যয় ॥
তাই তুমি তাহাদের
দাও শুনিয়ে
কঠোর আজাবের
সংবাদ দিয়ে ॥

৩৫. তাই তো তখন সেসব
আরো সেই দিনে
গরম করিয়া তাহা
দোজখ আগুনে ॥
লাগিয়ে দেয়া হবে
কপালের পরে
তাদের পিঠের সাথে
আরো পাঁজরে ॥
বলা হবে তাহাদের
এই হলো তাহা
নিজেদের জন্যে জমা
করেছিলে যাহা ॥
সুতরাং জমা যাহা
রেখেছিলে করে
স্বাদ গ্রহণ তাই
করো প্রাণ ভরে ॥

৩৬. আল্লাহ্ বারোটি মাস
দিলেন রেখে
আসমান ও পৃথিবীর
সৃষ্টি থেকে ॥
চারটি মাস তার
সম্মানিত
এটাই বিধান তাঁর
প্রতিষ্ঠিত
হয়ো না নিজের প্রতি
অত্যাচারিত ॥
তোমরা যুদ্ধ করো
হয়ে সমবেত
মুশরিক যেমন হয়
যুদ্ধে রত ॥
এই কথা জানা যেন
তোমাদের রয়
আল্লাহ্ মুমিনদিগের
সাথে নিশ্চয় ॥

৩৭. কাফেরেরা চায় মাস
পিছিয়ে দিতে
কুফরির মাত্রা আরো
বৃদ্ধি করিতে
ডুবে তারা যায় বেশি
গোমরাহীতে ॥
এ বছরে যে মাস তারা
হালাল করে
সেই মাস হারাম করে
অন্য বছরে ॥

সংখ্যা পূর্ণ মাসের
করিতে তারা
হারাম যে মাস হলো
আল্লাহ্‌র দ্বারা
যে মাস আছে আরো
হারাম করা ॥
হালাল করে তারা
সেই মাসগুলি
শোভনীয় তাদের কাজ
মন্দ সকলই ॥
আল্লাহ্‌র হেদায়েত
পায় না তারা
এইসব লোকেরাই
কাফের যারা ॥

রুকু-৬

৩৮. হে মুমিনগণ কী
হলো তোমাদের
আল্লাহ্‌র পথে হও
অভিযানে বের ॥
মাটি কেন তোমরা
আঁকড়িয়ে ধর
পার্থিব জীবন ভোগ
বড় মনে করো ?
তুলনায় আখেরাতে
যাহা কিছু রয়
পার্থিব সামগ্রী সেথা
তুচ্ছ যে হয় ॥
৩৯. না যদি অভিযানে
যাও তোমরা
আল্লাহ্‌ শাস্তি দিবেন
যন্ত্রণাভরা ॥
তোমাদের জাগায় হবে
অন্য জাতি
পারিবে না কোনো তাঁর
করিতে ক্ষতি
সবদিকে আল্লাহ্‌র
ক্ষমতা অতি ॥
৪০. সাহায্য না করো যদি
রাসুলুল্লাহ্‌কে
আল্লাহ্‌ই সাহায্য
করিবেন তাঁকে ॥
কাফেরেরা বের করে
দিয়েছে যখন
দু'জনের মাঝে ছিল
দ্বিতীয় সেজন ॥
যখন গুহার মাঝে
উভয়ে ছিলেন
সঙ্গীকে তখন সেথা
তিনি বলিলেন ॥
চিন্তা করো না মোদের
আল্লাহ্‌ আছেন ॥
শান্তি আল্লাহ্‌ পরে
নাজিল করিয়ে
শক্তি দিলেন এক
সেনাদল দিয়ে ॥
দেখিতে পাওনি সেথা
তোমরা যাদের
দিলেন নীচু করে
মাথা কাফেরের ॥
আল্লাহ্‌র বাণী সদা
উঁচুতেই হয়
সবার উপরে তাহা
সমুন্নত রয়
প্রতাপশালী আল্লাহ্‌
আরো প্রজ্ঞাময় ॥
৪১. অভিযানে তোমরা
যাও বেরিয়ে
সাথে কিছু কমবেশি
সরঞ্জাম নিয়ে;
জেহাদ করো সব
তোমরা গিয়ে
আল্লাহ্‌র পথে সেথা
জানমাল দিয়ে ॥
তোমাদের জন্য এটা

উত্তম যাহা
যদি সব তোমরা
জানিতে তাহা ॥

৪২. লাভ হতো যদি সেথা
তাড়াতাড়ি করে
সহজ আরো যদি
হতো সফরে ॥
অনুগামী তোমার সাথে
তারা সেইক্ষণে
দীর্ঘ লাগিল পথ
তাহাদের মনে ॥
আল্লাহ্‌র নামে তারা
শপথে বলে
নিশ্চয়ই আমাদের
সাধ্য হলে
তোমাদের হতাম সাথী
মোরা সকলে ॥
নিজেকে ধ্বংস করে
নিজেরই হাতে
আল্লাহ্‌র জানা সেটা
মিথ্যা যাতে ॥

রুকু-৭

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে সেথা
ক্ষমা করিলে
তুমি কেন তাহাতে
অনুমতি দিলে ॥
পরিস্কার হয়ে যেত
তোমার কাছে
সত্য বা মিথ্যা কথা
যারা বলিয়াছে ॥

৪৪. আল্লাহ্‌য় ও শেষ দিনে
ঈমান নিয়ে
জেহাদ করে যারা
জানমাল দিয়ে;
প্রার্থনা করিবে না
তোমার অনুমতি
চাইবে না জেহাদের
অব্যাহতি
মুমিনকে আল্লাহ্‌র
জানা আছে অতি ॥

৪৫. নিস্কৃতি চায় শুধু
সেই লোকেরাই
শেষ দিন মানে না ঈমান
আল্লাহ্‌তে নাই
সন্দেহে তারা সব
রয়েছে সবাই ॥
নিজেদের মাঝে সব
ইহারই ফলে
নিয়ত ঘুরপাক
খেয়ে তারা চলে ॥

৪৬. যুদ্ধে যাবার যদি
ইচ্ছা করিত
নিশ্চয়ই তারা কিছু
প্রস্তুতি নিত ॥
কিন্তু পছন্দ সেটা
আল্লাহ্‌রই নয়
যুদ্ধ করিতে যদি
তারা বের হয় ॥
সুতরাং বিরত তাদের
তিনি রাখিতে
বলেন তাদের ঘরে
বসে থাকিতে ॥

৪৭. যুদ্ধে বের হতো
যদি তাহারা
কিছুই করিত না শুধু
সমস্যা ছাড়া ॥
তোমাদের মাঝে তারা
ছুটে বেড়াতো
বিভেদ ভিতরে যাতে
তোমাদের হতো ॥
তাহাদের চর আছে
তোমাদের মাঝে
আল্লাহ্‌র বিশেষ নজর
জালিমের কাজে ॥

৪৮. আগেই চেষ্টা করে
বিভেদের দ্বারা
শুভ কাজ উল্টে দিতে
চেয়েছিল তারা ॥
প্রতিশ্রুতি অবশেষে
আসিয়া গেলে
আল্লাহ্‌র হুকুমের
বিজয় হলে
পছন্দ করিল না
তারা সকলে ॥

৪৯. তাহাদের মাঝে লোক
এমনি থাকে
রেহাই বলে তারা
দিন আমাকে ॥
আমায় নিবেন না কোনো
বিপদের কাছে
মনে রেখ বিপদে এরা
পড়েই আছে ॥
ভাবে তারা বিপদের
আছে বাহিরে
জাহান্নাম রাখিয়াছে
তাদেরে ঘিরে ॥

৫০. তোমার যদি কোনো
মঙ্গল হয়
কষ্ট তাদের মনে
লাগে অতিশয় ॥
বিপদে পড়িলে তুমি
তাহারা বলে
নিয়েছি পূর্ব হতেই
মোরা সাম্‌লে
খুশি হয়ে যায় ফিরে
তাহারা চলে ॥

৫১. বিপদ মোদের বলো
আসিবে না কাছে
তা ছাড়া আল্লাহ্‌র যাহা
নির্ধারিত আছে ॥
আমাদের সব কাজই
তাঁর দ্বারা হয়
আল্লাহ্‌তে ভরসা যেন
মুমিনের রয় ॥

৫২. বলে দাও তোমরা
প্রত্যাশা করো
কল্যাণ দু'টির মাঝে
একটি ধরো ॥
আমরা প্রতীক্ষা করি
তোমাদের যেন
আল্লাহ্‌ শাস্তি দিবেন
নিজ হতে কোনো ॥
তোমাদের জন্য আরো
আল্লাহ্‌ যাতে
শাস্তি দিবেন তিনি
আমাদের হাতে;
তোমরাও থাকো তাই
অপেক্ষাতে
আমারাও অপেক্ষা করি
তোমাদের সাথে ॥

৫৩. ব্যয় কর ইচ্ছা বা
যদি অনিচ্ছায়
বলে দাও কবুল করা
হবে না সেথায়
নাফরমান লোকসব
তোমরা যে তায় ॥

৫৪. ইহা ছাড়া নেই কোনো
কারণ তাতে
কুফরি করেছে, রাসুল ও
আল্লাহ্‌র সাথে ॥
নামাজে আসে তারা
শিথিলতা ভরে
অর্থ ব্যয় আরো
অনিচ্ছায় করে ॥

৫৫. অতএব ধন আর
সম্পদ তাদের
সন্তান ও সন্ততি
দেখিয়া তা ফের;
বিস্মিত করে না যেন
কভু তোমাকে

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সেটা
এমনই থাকে ॥
এইসব তাহাদের
দিয়ে দুনিয়াতে
আজাবের মাঝে তারা
রয় যাহাতে ॥
দুনিয়ার জীবনে তারা
শাস্তিতে রবে
কাফের থাকিয়া প্রাণ
নির্গত হবে ॥

৫৬. কসম আল্লাহ্‌র নামে
করে তারা বলে
আমরা তো রয়েছি সব
তোমাদের দলে ॥
অথচ লোক তারা
তোমাদের নয়
তারা শুধু তোমাদের
করে চলে ভয় ॥

৫৭. আশ্রয় যদি পেত
তাহারা সবাই
গিরি-গুহা অথবা
মাথাগোঁজা ঠাঁই
সেদিকেই ধাবিত হতো
সন্দেহ নাই ॥

৫৮. ছাদ্‌কার ব্যাপারে সব
তারা এমনে
দোষারোপ তোমাকে
করে বন্টনে ॥
তাহা থেকে কিছু দেয়া
তাদের হলে
তখন খুশি হয়
তারা সকলে ॥
কিন্তু কিছু তাহা
না পেলে সেথায়
ক্ষুব্ধ হয়ে সব
তারা চলে যায় ॥

৫৯. কতই না ভালো সেটা
হতো যাহাতে
বলিত সেথা যদি
তৃপ্তির সাথে;
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হন
আমাদের তরে
তিনিই দিবেন আরো
নিজে দয়া করে ॥
এবং রাসুল সেথা
তাঁর সাথে রয়
আল্লাহ্‌তে সবাই মোরা
আছি নিশ্চয় ॥

রুকু-৮

৬০. জাকাতের হক শুধু
আছে তাদের-ই
গরিব মিস্‌কীন জাকাত
আদায়কারী ॥
চিত্তের আকর্ষণে
লাগিবে যাহার
ঋণগ্রস্ত আরো
প্রয়োজন যার ॥
মুসাফিরদিগকে আরো
আল্লাহ্‌র পথে
ইহার বিধান রহে
আল্লাহ্‌র হাতে ॥
হেকমতওয়ালা তিনি
হন অতিশয়
সকল জ্ঞান শুধু
তাঁর কাছে রয় ॥

৬১. কেহ তারা নবীকে
ক্লেশ দিয়ে বলে
প্রতিটি কথাই শোনেন
তিনি কান খুলে ॥
শোনেন বলো তিনি
সেই সব কথা
মঙ্গলজনক হবে
তোমাদের যথা ॥
আল্লাহ্‌তে রয়েছে সেথা

বিশ্বাস তার
বিশ্বাস করেন আরো
মুমিনের কথার ॥
তোমাদের মাঝে রয়
মুমিন যিনি
মুমিনের জন্য বড়ই
রহমত তিনি ॥
রাসুলের কুৎসা শুধু
করে যাহারা
আজাব তাদের আছে
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

৬২. আল্লাহ্‌র কসম তারা
যেখানেই খায়
তোমরা তাতে রাজি
হইও সেথায় ॥
অবশ্য তারা যদি
ঈমানদার হয়
আল্লাহ্‌-রাসুল রাজি
জরুরি যে রয় ॥

৬৩. জানে নাকি এই কথা
তারা সকলে
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
বিরুদ্ধ হলে;
দোজখ নির্ধারিত
তাহার তরে
যেখানে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে
রাখা হবে এইভাবে
অপমান করে ॥

৬৪. মোনাফেক যারা সব
করে তাই ভয়
পাছে না এমন সুরা
নাজিল হয়
জেনে যাবে মুমিনেরা
গোপন বিষয় ॥
বলে দাও বিদ্রূপ
করিতে থাকো
আল্লাহ্‌ খুলিয়া দিবেন
ভয় যাতে রাখো ॥

৬৫. তাদের তুমি যদি
প্রশ্ন করো
বলিবে তামাশা শুধু
এমন তরো ॥
বলো তবে তোমরা কি
তাঁর আয়াতে
ঠাট্টা করিতেছ
রাসুলের সাথে ?

৬৬. এখন তোমরা সেথা
দিও না ওজর
কুফরি করেছ ঈমান
প্রকাশের পর ॥
তোমাদের মাঝে কারো
ক্ষমা করা হলে
শাস্তি পাবেই পাবে
আরেক দলে
অপরাধী তারা সব
ছিল তাই বলে ॥

রুকু-৯

৬৭. মুনাফেক নর-নারী
সমান উভয়
মন্দ কাজ তারা
করিতে যে কয় ॥
ভালো কাজ করিতে
মানা করে থাকে
নিজেদের মুঠি তারা
বন্ধ রাখে ॥
আল্লাহ্‌কে ভুলে তারা
থাকে যেইভাবে
আল্লাহ্‌রও তাদের কথা
ভুল হয়ে যাবে ॥
যেইসব লোকজন
মুনাফেক হয়
ফাছেক ও তাহারাই
হবে নিশ্চয় ॥

৬৮. প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্
দিয়াছেন তারি
মুনাফেক নর আর
মুনাফেক নারী ॥
আরো সব লোকজন
কাফের যারা
দোজখের আগুনে সব
জ্বলিবে তারা ॥
সেখানেই সব তারা
চিরকাল রবে
তাদের জন্য সেটা
যথেষ্ট হবে ॥
তারা আছে আল্লাহ্‌র
লানতের পরে
চিরস্থায়ী আজাব রয়
তাহাদের তরে ॥

৬৯. অতীতে ছিল যারা
গেল গত হয়ে
প্রবল ছিল তারা
তোমাদের চেয়ে
শক্তি-ধন-আর
সম্পদ পেয়ে ॥
অতঃপর উপকৃত
হয়েছে তারা
সেইসব নিজেদের
অংশের দ্বারা ॥
ভাগের ফায়দা হেথা
লুটিছ যেমন
ফায়দা পেয়েছিল
পূর্বেও তেমন ॥
তোমরাও চলিছ সব
তাদেরই মতো
নিঃশেষ যাদের হলো
আমল যত
আখেরাত ও দুনিয়ায়
ক্ষতিগ্রস্ত ॥

৭০. তারা কি পায়নি তবে
সেই সংবাদ
অতীতে সামুদ ছিল
নূহু আর আদ
মাদিয়ান-ইব্রাহিমের
জাতি বরবাদ ?
রাসুল গিয়াছে সেথা
নিদর্শন নিয়ে
জুলুম নেয় যারা
নিজে করিয়ে ॥

৭১. মুমিন নারী আর
মুমিন যে নর
একের জন্য তারা
বন্ধু অপর ॥
ভালো কাজে নির্দেশ
তাহাদের থাকে
মন্দ কাজ হতে
বিরত রাখে ॥
ছালাত ও জাকাত
নিয়ম মতো
আল্লাহ্ ও রাসুলের
রহে অনুগত ॥
আল্লাহ্‌র রহমত
তাহাদেরই হয়
পরাক্রমী কৌশলী
তিনি নিশ্চয় ॥

৭২. প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র
আছে তাহাতে
মুমিন নর-নারী
যাবে জান্নাতে ॥
তলদেশ দিয়ে যেথা
ঝরনা ঝরে
সেখানেই রবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
উত্তম আবাস বড়ই
হয় জান্নাত
আল্লাহ্‌র খুশি আরো
সেরা নেয়ামত
ইহাই সবার চেয়ে
সাফল্যের পথ ॥

রুকু-১০

৭৩. জেহাদ মুনাফেক ও
কাফেরের সাথে
তাদেরে ধর নবী
কঠিন হাতে ॥
দোজখে তাহাদের
বসবাস হবে
জায়গা হিসেবে তাহা
জঘন্য রবে ॥

৭৪. কসম আল্লাহ্‌র নামে
করে তারা বলে
বলেনি এমন কথা
তারা সকলে ॥
অথচ কুফরির কথা
বলেছে তারাই
মুসলিম হলেও কাফের
হয়েছে সবাই ॥
এমন কিছু তারা
আশা করে রয়
যা তাদের নাগালের
ভিতরেই নয় ॥
প্রতিশোধ নিতে তারা
এ কারণে চায়
অভাব মুক্ত হলো
তাহারা সেথায়
পেল তারা আল্লাহ্‌ ও
রাসুলের দয়ায় ॥
এখন তওবা সবাই
করে যদি তবে
তাদের জন্য সেটাই
উত্তম হবে ॥
কিন্তু যদি নেয়
মুখ ফিরিয়ে
আল্লাহ্‌ শাস্তি দিবেন
যন্ত্রণা দিয়ে
দুনিয়াতে হবে আরো
আখেরাতে নিয়ে ॥
পৃথিবীতে নাই কেহ
মাথার উপরে
এমনও নাই যে
সাহায্য করে ॥

৭৫. ওয়াদা করে বলে তারা
আল্লাহ্‌র সাথে
অনুগ্রহ পায় যদি
তাঁহার হাতে ॥
অবশ্যই দেব মোরা
ছদ্‌কা যত
নেককারী সব আরো
হব পরিণত ॥

৭৬. অতঃপর তাঁর হতে
অনুগ্রহ নিয়ে
কৃপণতা করে মুখ
নিলো ফিরিয়ে
এরূপ অভ্যাসে তারা
ছিল জড়িয়ে ॥

৭৭. ইহারই পরিণতি
হলো অন্তরে
মুনাফেকি দিলেন তিনি
পয়দা করে
পাবে না আল্লাহ্‌র দেখা
যত দিন ধরে ॥
এ সকল হবে তাই
তাহারই কারণ
আল্লাহ্‌র সাথে করে
ওয়াদা লঙ্ঘন
মিথ্যা কথা তারা
বলিত তখন ॥

৭৮. জানিত না তারা কি
তাহাদের মনে
সকল গুপ্ত কথা
শলা গোপনে ॥
কুচক্র তাহাদের
গোপনীয় যত
গায়েবেরও আল্লাহ্‌

সবই অবগত ॥

৭৯. মুমিন সবাই যারা
খুলে মন-প্রাণ
শ্রমের কামাই করে
জাকাত প্রদান ॥
তাদেরকে যারা সব
বিদ্রূপ করে
আল্লাহ্‌রও বিদ্রূপ
তাহাদের তরে ॥
শাস্তিও তাদের আছে
যন্ত্রণা ভরে ॥

৮০. তাদের জন্য ক্ষমা
চান বা না চান
উহাদের তরে হলো
উভয়ই সমান ॥
প্রার্থনা করেন যদি
সত্তুরবার
আল্লাহ্‌র কাছে কোনো
ক্ষমা নাই তার ॥
কুফরি তারা সব
করিয়াছে তাই
আল্লাহ্ ও রাসুলের
প্রতি যা সবাই
ফাছেকের হেদায়েত
আল্লাহ্‌র নাই ॥

রুকু-১১

৮১. পিছনে থাকিলো সব
যারা বসিয়া
আল্লাহ্ ও রাসুলের
বিরুদ্ধে গিয়া
জেহাদ করিল না
জানমাল দিয়া ॥
তদুপরি তাহারা
বলিল এখন
বেরিও না অভিযানে
গরম ভীষণ ॥
বলো-যদি বুঝিতে
অতিশয় দারুণ
প্রচন্ড উত্তাপ
দোজখের আগুন ॥

৮২. অল্পই হেসে নিক্
তারা সকলে
অনেক কাঁদিতে হবে
কর্মের ফলে ॥

৮৩. আল্লাহ্ তোমাকে যদি
ফিরিয়ে আনে
সে দলের কেহ চায়
যেতে অভিযানে ॥
তব কাছে অনুমতি
প্রার্থনাতে
বলো তুমি বেরিও না
আমার সাথে ॥
আমার সাথী হয়ে
শত্রুর বিরুদ্ধে
তোমরা যেও না সেথা
কভু যুদ্ধে ॥
প্রথম যেভাবে সব
বসিয়া ছিলে
পিছনেই বসে থাক
একসাথে মিলে ॥

৮৪. মুনাফেক সেখানে
মারা গেলে কোনো
জানাজা তার তুমি
পড়িও না যেন ॥
কবরের পাশে তার
দাঁড়াবে না গিয়ে
আল্লাহ্ ও রাসুলে গেছে
কুফরি দেখিয়ে
আর তারা মারা গেল
ফাছেকি নিয়ে ॥

৮৫. ধন ও সন্তান
তাহাদের কোনো
চমৎকৃত না করে
তোমাকে যেন ॥

আল্লাহ্ই শাস্তি দিতে
এই দুনিয়ায়
কাফের হইয়া প্রাণ
তাহাদের যায় ॥

৮৬. নাজিল যদি হয়
সূরা ইহাতে
তোমরা ঈমান যেন
আনো আল্লাহ্তে ॥
রাসুলের সাথে যাও
জিহাদ করিতে
ক্ষমতাবানেরা চায়
রেহাই নিতে ॥
বলে তারা আমাদের
দিন যে রেহাই
উহাদের মাঝে বসে
থাকিতে যে চাই ॥

৮৭. সবাই তখন তারা
খুশি হয়ে যায়
পিছনে বসিয়া সব
থাকিতে পারায় ॥
অন্তরে তাদের হলো
মোহর মারা
বুঝিতে কিছুই ফলে
পারে না তারা ॥

৮৮. কিন্তু রাসুলের
সাথে যারা গিয়া
জিহাদ করিল সব
ঈমান আনিয়া
সেই সাথে নিজেদের
জানমাল দিয়া ॥
তাহাদেরই যাবতীয়
কল্যাণ হয়
প্রকৃতই সফলকামী
তারা সব রয় ॥

৮৯. রেখেছেন জান্নাত আরো
আল্লাহ্ বানিয়ে
ঝরনা বহে যেথা
পাদদেশ দিয়ে ॥
অনন্তকাল তারা
সেখানেই রবে
ইহাই বিরাট তাদের
সফলতা হবে ॥

রুকু-১২

৯০. বেদুঈন কিছু এলো
অজুহাত নিয়ে
তাদের ছাড়া হোক
নিস্কৃতি দিয়ে ॥
বসিয়া ওদের সাথে
তারা থাকিল
আল্লাহ্ ও রাসুলের যারা
মিছা বলেছিল ॥
কুফরি যাহাদের
রেখেছিল ঘিরে
ব্যথার শাস্তি পাবে
তারা অচিরে ॥

৯১. অপরাধ নেই যারা
দুর্বল রয়
পীড়িত বা ব্যয়ভারে
সামর্থ্যও নয় ॥
মনের দিকে যারা
পবিত্র অতি
অন্তর আল্লাহ্ ও
রাসুলের প্রতি ॥
নেককারীদের নিয়ে
অভিযোগ নাই
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু যে তাই ॥

৯২. অপরাধী নয় সব
তারা সকলে
বাহন তোমার কাছে
চেয়েছিল বলে ॥
বলেছিলে তুমি সেথা
তাহাদের কাছে
বাহন কিছু কি যাহা

আমার আছে ?
যাহাতে আমি যাই
তোমাদের নিয়ে
কোনো কিছু নেই যাতে
সওয়ার করিয়ে ॥
দুঃখ নিয়ে সব
গেল তারা ফিরে
অশ্রু তাদের ঝরে
দু'চোখ ঘিরে ॥
কারণ তাদের এমন
কোন কিছু নাই
ব্যয় কিছু করিতে
পারিল না তাই ॥

৯৩. ওইসব লোকদেরই
দোষী করা যায়
তোমার কছে যারা
নিস্কৃতি চায় ॥
অথচ বিত্তশালী
তাহারাই রয়
পিছনে থকিতে পারায়
খুশি তারা হয় ॥
মোহর তাদের হলো
অন্তরে মারা
ফলতঃ কিছুই সব

একাদশ পারা ঃ ইয়া তাযিরূন

জানে না তারা ॥

৯৪. তোমরা ফিরিয়া সব
আসিবে যখন
ছল-ছুঁতা নিয়ে হবে
হাজির তখন ॥
তাদের তখনই ইহা
তুমি দাও বলে
বিশ্বাস করিনা কোনো
তোমাদের ছলে ॥
তোমাদের কোনো কথা
শুনিতে না চাই
আল্লাহ্ খবর সবই
দিয়াছেন তাই
আল্লাহ্ ও রাসুল খবর
রাখেন সদাই ॥
ফিরিয়া যাবে পরে
আল্লাহ্র কাছে
গোপন বাহির সব
জানা তাঁর আছে ॥
সবকিছু জানিয়ে তিনি
দিবেন তখন
তোমাদের কর্ম ছিল
কাহার কেমন ॥

৯৫. যখন তাদের কাছে
ফিরিয়া যাবে
আল্লাহ্র কসম তখন
তাহারা খাবে
তোমার কাছে আরো
ক্ষমা তারা চাবে ॥
ক্ষমা তুমি তাহাদের
করে দিও তাই
পবিত্র নয় কেহ
ইহারা সবাই ॥
তাদের ঠিকানা হবে
দোজখ সবার
কামাই করেছে যাহা
বিনিময় তার ॥

৯৬. কসম করিবে সব
আরো যাহাতে
এখন রাজি তুমি
হয়ে যাও তাতে ॥
রাজি তুমি যদিবা
হয়ে যাও তবু
আল্লাহ্ ফাছেকে রাজি
হবেন না কভু ॥

৯৭. মুনাফেকি কুফরিতে
মরুবাসীরা
কঠোর হয় যে সবাই
অধিক তারা ॥
তাদের জানার কোনো

যোগ্যতা নাই
আল্লাহ্‌র প্রেরিত কানুন
নীতি কথা যাই ॥
নাজিল করা যাহা
রাসুলের প্রতি
সবই জানেন তিনি
কুশলী অতি ॥

৯৮. মরুবাসীদের মাঝে
এমনও থাকে
জরিমানা মনে করে
ব্যয় করাকে ॥
অপেক্ষা করে তারা
এমন আশায়
দূর্দিন তোমাদের
কবে এসে যায় ॥
দূর্দিন আসুক তবে
তাদের উপরে
আল্লাহ্‌ শ্রবণকারী
সবই গোচরে ॥

৯৯. মরুবাসী বেদুঈন
কেহবা তারা
আল্লাহ্‌তে ঈমান ঠিক
রাখে যাহারা ॥
ঈমান রাখে আরো
রোজ কিয়ামতে
ব্যয় করে চলে তারা
আল্লাহ্‌র পথে ॥
এইভাবে আল্লাহ্‌র
নিকটতা চায়
আরো যেন রাসুলের
দোয়া তারা পায় ॥
রহ্‌মতে আল্লাহ্‌ তাদের
অচিরে নিবেন
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু আছেন ॥

রুকু-১৩

১০০. প্রথম মুহাজির ও
আনসার যাদের
নিষ্ঠায় মান্য যারা
করেছে তাদের ॥
আল্লাহ্‌ও খুশি হন
তাহাদের প্রতি
তাহারাও আল্লাহ্‌তে
খুশি রহে অতি ॥
জান্নাত তাদের তরে
প্রস্তুত করা
তলদেশ দিয়ে যার
ঝরনা ঝরা ॥
থাকিয়া যাবে তারা
চিরকাল তথা
এটাই তাদের হবে
মহা সফলতা ॥

১০১. তোমাদের আশেপাশে
মরুবাসী আর
কিছু যারা অধিবাসী
আছে মদিনার ॥
সেইসব লোকেরা চরম
মোনাফেক রয়
জানো না তাদের তুমি
কোনো পরিচয় ॥
আমিই জানি শুধু
তারা সব কারা
দুইবার শাস্তি সবাই
পাবে যে তারা ॥
অতঃপর তাদের নেয়া
হবে সেখানে
ভয়ঙ্কর এক সেই
আজাবের পানে ॥

১০২. এমন কিছু লোক
যায় থাকিয়া
স্বীকার করে যারা
পাপ করিয়া ॥
সৎ কাজ একটি বা
যদি করিত

অন্য বদকাজে
মিশায়ে নিত ৷৷
আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে
আশা করা যায়
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও
পূর্ণ দয়ায় ৷৷

১০৩. তাহাদের মাল হতে
জাকাত আরো নাও
সেটা দিয়ে তাহাদের
পবিত্র করাও
তাদের জন্য আরো
দোওয়া করে যাও ৷৷
নিশ্চয়ই তোমার দোওয়া
তাদের সান্ত্বনা
বস্তুত আল্লাহ্‌র
সবই জানাশোনা ৷৷

১০৪. জানে না তারা কি-যে
আল্লাহ্‌ই তাঁর
তওবা কবুল করেন
তিনি বান্দার ৷৷
জাকাত আল্লাহ্‌র কাছে
তুলিয়া ধরা
তওবা কবুলকারী
করুণায় ভরা ৷৷

১০৫. তাদের বলো তুমি
কাজ করিতে
আল্লাহ্‌-রাসুল-মুমিন
পাবে দেখিতে ৷৷
অতঃপর তোমরা হবে
পুনরাগত
গোপন প্রকাশ সবই
তিনি অবগত ৷৷
আল্লাহ্‌র কাছেই নেয়া
হবে ফিরিয়ে
তোমাদের কৃতকাজ
দিবেন জানিয়ে ৷৷

১০৬. অনেকের কাজ কিছু
রয়েছে যাহা
আল্লাহ্‌র আদেশের
অপেক্ষায় তাহা ৷৷
তাদের হয়তো তিনি
শাস্তি দিবেন
অথবা তাহাদের
ক্ষমা করিবেন
আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী
সব-ই জেনেছেন ৷৷

১০৭. জিদের বশে যারা
মসজিদ করে
কুফরি ও বিভেদ শুধু
করিবার তরে ৷৷
তাদের জন্য ঘাঁটি
বানিয়ে রেখে
যুদ্ধ করেছে যারা
পূর্বের থেকে ৷৷
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
বিরুদ্ধে যারা
কসম খেয়ে সেথা
বলিবে তারা
মঙ্গল চেয়েছি শুধু
কেবলই মোরা ৷৷
সাক্ষ্য দিয়াছেন
নিজে আল্লাহ্‌ই
অবশ্যই মিথ্যেবাদী
তাহারা সবাই ৷৷

১০৮. কখনো সে মসজিদে
দাঁড়িও না তবে
মসজিদ প্রথমে যেটা
তাকওয়াতে হবে
তোমার দাঁড়াতে সেটাই
যোগ্য রবে ৷৷
এমন লোকেরা সব
সেখানে আসে
পবিত্রতা অর্জন
যারা ভালোবাসে ৷৷
পবিত্রতা যাহাদের
অর্জিত হয়

তাহাদেরই আল্লাহ্‌র
ভালোবাসা রয় ॥

১০৯. গৃহের ভিত যার
গর্তের কিনারে
দোজখের আগুনে সে
নীচে যায় পড়ে
আল্লাহ্‌ দেখান না পথ
কোনো জালিমেরে ॥

১১০. নির্মাণ করিল সব
যারা ইমারত
সদাই তাদের রহে
অন্তরে ক্ষত ॥
যতক্ষণে ফাটিয়া না
চৌচির হয়
আল্লাহ্‌র সব জানা
হেকমত রয় ॥

রুকু-১৪

১১১. মুমিনের জানমাল
আল্লাহ্‌ নিয়ে
কিনিয়া নিলেন তিনি
জান্নাত দিয়ে ॥
যুদ্ধ করে তারা
আল্লাহ্‌র পথে
হত্যা করিতে আরো
নিহত হতে
ওয়াদা রয় কোরআন ও
ইঞ্জিল-তোরাতে ॥
আল্লাহ্‌র চেয়ে আছে
অধিক কে আর
নিজের ওয়াদা যাহা
পালন করিবার ?
সওদার আনন্দ করো
তোমরা তাতে
ওয়াদা যাহা করিয়াছ
তাঁহার সাথে
সফলতা বড় এক
আছে যাহাতে ॥

১১২. তওবা-ইবাদত
শোকর গুজার
রুকুদান-সিজদা
সৎ কাজ আর ॥
আদেশ করিয়া সব
যাহারা চলে
মন্দ সকল কাজ
না করিতে বলে ॥
আল্লাহ্‌র সীমারেখা
হেফাজত করে
সুখবর শুনাও এমন
মুমিনদেরে ॥

১১৩. নবী ও মুমিনদের
উচিত তো নয়
মুশরিক যদিও তাদের
আত্মীয় হয়
তার তরে প্রার্থনা
দোজখী যে রয় ॥

১১৪. ইব্রাহিম করেছিল
এই কারণে
ওয়াদা এক ছিল তার
পিতার সনে ॥
আল্লাহ্‌র শত্রু বলে
প্রকাশের তরে
বন্ধন পিতার সাথে
ছিন্ন করে ॥
ইব্রাহিম এমনই সে
ছিল নিশ্চয়
খুবই সহনশীল
কোমল হৃদয় ॥

১১৫. হেদায়েত করিতে
কোনো জাতিকে
আল্লাহ্‌ চালান না কোনো
ভ্রষ্ট দিকে ॥
বাঁচিতে বলেন তারে
যাতে তাঁর মানা
নিশ্চয়ই সকল বিষয়

আল্লাহ্‌র জানা ॥
১১৬. রাজত্ব আল্লাহ্‌রই
জমিন আসমান
তিনিই জীবন সেথা
করিলেন দান
আবার মরণ তাদের
তিনিই ঘটান ॥
আল্লাহ্‌ই বন্ধু শুধু
তোমাদের তরে
আর কেহ নাই হেথা
সাহায্য করে ॥
১১৭. আল্লাহ্‌ করেন কৃপা
তাই তো নবীর
আনসারদিগকে আর
যারা মুহাজির ॥
আরো সেই লোক যারা
তাঁর সাথে রয়
নবীর যখন ছিল
কঠিন সময় ॥
বিচলিত ছিল আরো
যাদের অন্তর
তওবা কবুল তাদের
হলো তারপর ॥
আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি
মমতা করেন
পরম দয়ালুও
তিনিই আছেন ॥
১১৮. ওই তিন ব্যক্তিরও
কৃপা করিলেন
মুলতবি যে ব্যাপারে
রাখিয়া ছিলেন ॥
যদিও পৃথিবী বড়ই
প্রশস্ত ছিল
তবুও তাদের কাছে
ছোট হইল ॥
সংকুচিত হয়ে গেল
তাদের জীবন
বুঝিতে পারিল সেটা
তাহারা তখন ॥
আল্লাহ্‌ ব্যতীত বোঝে
আশ্রয় নাই
আল্লাহ্‌ সদয় হলেন
ফিরে এল তাই ॥
নিশ্চয়ই তওবা তিনি
কবুলকারী
পরম দয়া শুধু
আছে তাঁহারই ॥

রুকু-১৫

১১৯. আল্লাহ্‌কে ভয় করো
মুমিন যারা
সত্যবাদীদের
সাথী হও তারা ॥
১২০. মদিনা ও মরুবাসীর
সমীচীন নয়
রাসুলকে ত্যাগ করে
পশ্চাতে রয় ॥
তারা যেন করে না
কখনো এমন
প্রিয় মনে করে তারা
নিজেদের জীবন ॥
এ কারণে আল্লাহ্‌র
পথের পরে
তৃষ্ণা-ক্লান্তি-ক্ষুধায়
কষ্ট করে ॥
এমনই পদক্ষেপ
তাহারা রাখে
কাফেরেরা যে কারণে
রাগ হয়ে থাকে ॥
শত্রুর পক্ষ হতে
যাহা তারা পায়
বিনিময়ে নেকী তাহা
লিখিত সেথায় ॥
নেককারীদের যাহা
শ্রমের ফসল

কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে
হয় না বিফল ॥
১২১. ব্যয় করে বেশি তারা
অথবা তা কম
যত তারা প্রান্তর
করে অতিক্রম ॥
সকল কিছুই নামে
লিখিত সবার
আল্লাহ্‌র কাছে তার
রহে পুরস্কার ॥
১২২. নহে এটা সঙ্গত
সব মুমিনের
একসাথে সকলেই
অভিযানে বের ॥
একটি অংশ যেন
প্রতিটি দলের
অর্জন করিতে জ্ঞান
পারে যে দ্বীনের ॥
সতর্ক করিতে তারা
পারিবে তখন
ফিরিয়া আসিবে পরে
কওম যখন
সাবধান হতে পারে
যেন লোকজন ॥

রুকু-১৬

১২৩. হে মুমিনগণ যাও
যুদ্ধ চালিয়ে
নিকটে কাফেরের
বিরুদ্ধে গিয়ে
অনুভব করাও তাদের
কঠোরতা দিয়ে ॥
জেনে রাখ আল্লাহ্‌ই
সহায়তা দেন
মুত্তাকিদের সাথে
তিনি রয়েছেন ॥
১২৪. যখনই কোনো সূরা
নাজিল হলে
কেহবা তাদের মাঝে
তখন বলে
কার ঈমান এ সূরায়
বাড়িয়া চলে ?
তবে শোনো যাহারা
ঈমান এনেছে
এই সূরা ঈমান তাদের
বৃদ্ধি করেছে
এবং সবাই তারা
খুশি হয়েছে ॥
১২৫. যাহাদের ব্যাধি তবে
আছে অন্তরে
হৃদয়ের মলিনতা
বৃদ্ধি করে
কাফের-ই থেকে যারা
সকলে মরে ॥
১২৬. দেখে নাকি তারা যে
প্রতিটি বছর
বিপর্যয় এক-কি দু'বার
আসে বরাবর ?
তওবা করে না তারা
তবুও তখন
উপদেশও করে না কোনো
সেথায় গ্রহণ ॥
১২৭. যখনই কোনো সূরা
নাজিল হলে
পরস্পর তাকিয়ে তখন
তাহারা বলে;
মুমিন তোমাদের পানে
কেহ কি তাকায় ?
অতঃপর তারা সব
দূরে সরে যায় ॥
দিয়েছেন আল্লাহ্‌ তাদের
মন ফিরিয়ে
নির্বোধ লোক তারা
নিজেদের নিয়ে ॥
১২৮. তোমাদের-ই মাঝ হতে

তোমাদের কাছে
একজন রাসুলরূপে
যিনি আসিয়াছে ॥
তোমাদের জীবনে যাহা
কষ্টের বিষয়
ব্যাকূল হয়ে যায়
তাঁহার হৃদয়
তোমাদের হিতকামী
তিনি অতিশয়
স্নেহশীল মুমিনে আরো
দয়া তাঁর রয় ॥

১২৯. মুখ ফিরে রাখে যদি
ইহারও পরে
আল্লাহ্ই যথেষ্ট বলো
আমার তরে
তিনি ছাড়া মাবুদ নাই
এই চরাচরে ॥
তাঁহার উপরে মোর
ভরসা অতি
বিরাট সেই আরশের
তিনি অধিপতি ॥

১০. সূরা ইউনুস
মক্কায় ঃ আয়াত ১০৯ ঃ
রুকু ১১

আল্লাহ্র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুনাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১. আফিল লাম-রা
জ্ঞানভরা কিতাবের
আয়াত ইহা ॥

২. মানুষের কাছে কি
অবাকের কারণ
তাদেরই কারো কাছে
ওহী মোর প্রেরণ ?
বলিলাম তাকে আমি
সতর্ক করিতে
ঈমান আনিলে শুভ
সংবাদ দিতে
রবের কাছে উচ্চ
মর্যাদা নিতে ॥
কাফেরেরা বলে সেথা
এতো নিশ্চয়
প্রকাশ্য যাদুকর
সেই লোক রয় ॥

৩. তোমাদের পালনকারী
আল্লাহ্ যিনি
ছ'সময়ে আকাশভূমি
সৃজিলেন তিনি ॥
অতঃপর সমাসীন
হন আরশে
চালনা করেন কাজ
সেখানে বসে
অনুমতি ছাড়া নাই
কেহ সুপারিশে ॥
তিনিই আল্লাহ্ তাই
তোমাদের রবে
ইবাদত তাঁকেই করো
তোমরা সবে
নেবে না কি তোমরা
উপদেশ তবে ?

৪. সবাইকে তাঁর কাছে
ফিরে যেতে হয়
আল্লাহ্র সত্য ওয়াদা
হবে নিশ্চয় ॥
সৃষ্টি প্রথমে তিনি
করেন যাহার
সৃষ্টি করিবেন তাকে
তিনি পুনর্বার;
তাহাকে দিতে তিনি

ন্যায়ের বিচার
ঈমান যে লোক আনে
সৎ কাজ যার ॥
না মানিয়া আর যারা
কুফরি করেছে
ফুটন্ত পানীয় তাদের
জন্যেই রয়েছে ॥
আজাব রয়েছে আরো
যন্ত্রণা ভরা
তাদের কাজ ছিল
কুফরি করা ॥

৫. এমন সত্ত্বা তিনি
দিলেন বানিয়ে
সূর্যকে প্রচণ্ড
দীপ্তি দিয়ে ॥
চাঁদ বানিয়ে দিলেন
স্নিগ্ধতা ভরে
বছর গণনা ও
হিসাবের তরে ॥
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এসব
নিরর্থক নহে
আয়াত বিশদভাবে
বিবৃত রহে ॥
জ্ঞানীদের জন্য আছে
ইহাতে এমন
গভীর অর্থ যাহা
করিছে বহন ॥

৬. রাত্রি ও দিনের এই
পরিবর্তনে
সৃষ্টি যা আল্লাহ্‌র
ভূ-গগনে;
নিদর্শন অনেক কিছু
যাহাতে আছে
মুমিন লোক যারা
তাহাদের কাছে ॥

৭. আমার সাক্ষাৎ
চায় না যারা
পার্থিব জীবনেই
তুষ্ট তারা ॥
তাতেই প্রশান্তি তারা
করে অনুভব
আমার আয়াতে যারা
বেখবর সব ॥

৮. দোজখ তাহাদের
ঠিকানা হবে
কর্মের কারণে তার
বিনিময় রবে ॥

৯. সৎ কাজ করে যারা
আনিয়া ঈমান
বিনিময়ে দিবেন রব
হেদায়েত দান ॥
সুখময় জান্নাতে
রহিবে তারা
যেথায় বয়ে যাবে
ঝরনা ধারা ॥

১০. প্রার্থনা সেখানে হবে
তাঁর গুণগান
বলা হবে আল্লাহ্‌
পবিত্র ও মহান ॥
সালাম বলে সেথা
শুভেচ্ছা রবে
শেষের প্রার্থনা
তাদের হবে;
“প্রশংসা সব কিছু
বিশ্ব পালকের
আল্লাহ্‌রই জন্য সকল
রব সে মোদের” ॥

রুকু-২

১১. আর যদি আল্লাহ্‌র
তাড়াহুড়া হতো
মানুষের ক্ষতিকর
করিতে যত ॥
দ্রুতই যেমন তারা
চায় কল্যাণ

সময়ের কবেই হতো
পূর্ণতা দান ॥
আমার সাক্ষাতে আশা
রাখে না যারা
ছেড়ে দেই তাহাদের
যেন তাহারা
অবাধ্যতা নিয়ে হয়
ঘুরে দিশাহারা ॥

১২. মানুষ যখন পড়ে
বিপদে গিয়ে
আমায় ডাকে শুয়ে
বসে দাঁড়িয়ে ॥
যখনই উদ্ধার
করে দেই কোনো
এমন হয় সে মোরে
ডাকেনি যেন ॥
নিজেদের কৃতকাজ
দেখে যে শোভন
ওইসব লোক করে
সীমা লঙ্ঘন ॥

১৩. তোমাদের পূর্বে
আমি অবশ্য
মানব গোষ্ঠি কত
করি ধ্বংস ॥
জুলুম করেছিল
তাহারা তখন
অথচ গিয়েছিল
রাসুলগণ;
স্বচ্ছ নিদর্শন
নিয়ে যাহারা
তারপরও ঈমান কেহ
আনেনি তারা ॥
যেরূপ হয় তাই
অপরাধী সকল
সেইরূপই দেই আমি
তার প্রতিফল ॥

১৪. তোমাদেরে আনিয়াছি
তাদের জাগায়
কেমন কাজ করো
দেখিব যে তায় ॥

১৫. তাদের সম্মুখে যদি
হয় তেলাওয়াত
আমার প্রেরিত
স্বচ্ছ আয়াত
আশা যারা করে না
মোর সাক্ষাৎ;
অন্য কোরআন আনো
বলে যে তারা
অথবা বদলে দাও
এইটিকে ছাড়া ॥
বলো যে বদল করা
মোর কাজ নয়
করি তা ওহী যাহা
নির্দেশ হয়
নাফরমানি করি যদি
আজাবের ভয় ॥

১৬. বলো যদি ইচ্ছা
হতো আল্লাহ্‌র
শুনাতাম না তবে
এটা আমি আর
জানাতেন না আরো
তিনিও যে তার ॥
একটি সময় আগে
মোর জীবনের
কাটিয়েছি আমি তো
মাঝে তোমাদের
এটুকুও তোমরা কেন
বুঝ না তা ফের ?

১৭. তার চেয়ে জালিম বড়
কে আছে ধরায়
অপবাদ দিতে যে
আল্লাহ্‌কে চায় ॥
অথবা তাঁর আয়াত
করে অস্বীকার
পাপী যে কল্যাণ
হয় না তাহার ॥

১৮. আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে
করে উপাসনা
এমন কিছু যাহা
করিতে পারে না
তাদের কোনো ক্ষতি
উপকারও না ॥
বলে তারা ইহারাই
আমাদের আছে
সুপারিশকারী হবে
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
বলো তুমি তোমরা কি
জমিন-আস্‌মানে
বলো তাই যাহা নাই
আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ?
পূতঃপবিত্র তিনি
বহু উপরে
তাহা থেকে যাহা তারা
শরিক করে ॥

১৯. উম্মত পূর্বে মানুষ
এক-ই সব ছিল
পৃথক মতভেদ করে
পরে হইল ॥
একটি যা রবের বাণী
নির্ধারিত
পূর্ব থেকেই না
যদি থাকিত
চূড়ান্ত মীমাংসা
দেয়া হইত
যে বিষয়ে মতভেদ
তারা করিত ॥

২০. বলে তারা মোজেজা
তাহার উপরে
রব নাহি কেন তবে
নাজিল করে ?
গায়েব জানেন বলো
শুধু আল্লাহ্‌ই
প্রতীক্ষা তোমাদের সাথে
করি আমি তাই ॥

রুকু-৩

২১. রহ্‌মত দেই যদি
বিপদের পরে
আমার আয়াত নিয়ে
কুচক্র করে ॥
বলো তুমি আল্লাহ্‌
কৌশলে দ্রুত
ফেরেশতা লিখে রাখে
চাতুরি যত ॥

২২. ভ্রমণ করান তিনি
জলে ও ডাঙায়
বাতাসে তোমাদের
নৌযান ধায়
আনন্দ তারা সব
তাহাতে যে পায় ॥
তীব্র বাতাস যদি
সহসা আসে
চারিদিকে ঢেউ মাঝে
নৌকা ভাসে ॥
তখন তারা সব
বিপদ বুঝিয়া
আল্লাহ্‌কে ডাকিল গভীর
বিশ্বাস নিয়া;
"যদি তুমি এ বিপদে
করো উদ্ধার
অবশ্যই হইব মোরা
শোকর গুজার" ॥

২৩. তখন আল্লাহ্‌ তাদের
বাঁচালে পরে
পরক্ষণে অন্যায় ও
অনাচার করে ॥
হে মানব তোমরা
শুনে রাখো তবে
তোমাদের অনাচার
নিজেদেরই হবে ॥
ক্ষণিকের সুখভোগ

এই দুনিয়ায়
ফিরিতে হবে পরে
আমার হেথায়
কর্ম জানিয়ে দেব
সবার সেথায় ॥

২৪. পার্থিব জীবনের
তুলনা এমন
আসমান থেকে করি
পানি বর্ষণ ॥
জমিনেতে পরে সব
তাহা মিশে গিয়ে
শ্যামল উদ্ভিদ কত
আসে বেরিয়ে
প্রাণী ও মানুষ খায়
তাহা সব নিয়ে ॥
তারপরে জমিন যখন
সুশোভিত হয়
জমির মালিকের ইহা
ধারণাতে রয়;
এগুলোর মালিক সে
শুধু এইক্ষণে
আমার নির্দেশ এলো
রাতে বা দিনে ॥
ধ্বংস করি শেষ
চিহ্ন তাহার
গতকালও কিছু যেন
ছিল না যাহার ॥
নিদর্শন বিশদভাবে
বর্ণনা দ্বারা
তাদের জন্যে সব-ই
ভেবে থাকে যারা ॥

২৫. আল্লাহ্‌র আহ্বান
রয় সেদিকে
চিরস্থায়ী শান্তির
বাসা যেদিকে ॥
যাকে তিনি ইচ্ছা
সেদিকে চালান
সোজাপথে চলিবার
তৌফিক দান ॥

২৬. নেককারীদের তরে
আছে কল্যাণ
এবং রয়েছে আরো
বেশি পরিমাণ
মলিনতা রবে না মুখে
নহে অপমান ॥
জান্নাতে অধিবাসী
ইহারাই হবে
অনন্তকাল তারা
সেখানেই রবে ॥

২৭. অর্জন মন্দ সকল
করিয়াছে যারা
অনুরূপই শাস্তি
পাবে তাহারা ॥
অপমান আবৃত
করিবে তারে
নাই কেহ আল্লাহ্ হতে
বাঁচাতে পারে ॥
তাহারা থাকিবে মুখ
এমন নিয়ে
ঢাকা যেন আঁধারের
টুক্‌রো দিয়ে ॥
ইহারাই দোজখের
অধিবাসী হবে
চিরকাল তারা সব
সেখানেই রবে ॥

২৮. একত্র সবারে যেদিন
আমি করিব
শেরেক করিত যারা
তাদের বলিব ॥
তোমরা ও তোমাদের
শরিক এখানে
দাঁড়িয়ে থাকো সব
নিজের স্থানে ॥
তাদেরকে আলাদা
করিব পরে
ছিন্ন করে দেব

পরস্পরে ॥
তখন শরিকেরা
বলিবে তাদের
তোমরা তো উপাসনা
করোনি মোদের ॥

২৯. বস্তুতঃ আল্লাহ্ই
যথেষ্ট তিনি
উভয়ের মাঝে হন
স্বাক্ষী যিনি ॥
আমাদের কোনো কিছু
জানা ছিল না
তোমরা করিতে সেথা
কার উপসনা ॥

৩০. যাচাই করিতে সব
পারিবে তাহা
পূর্বে তাদের ছিল
কর্ম যাহা ॥
প্রকৃতই তাহাদের
মালিক যে আছে
ফিরিয়ে আনা হবে
আল্লাহ্র কাছে ॥
তাদের কাছ হতে
সরে যাবে তারা
মিথ্যার উদ্ভব সেথা
করিত যারা ॥

রুকু-৪

৩১. রিজিক বলো তুমি
কে করেন দান
জমিন থেকে আরো
হতে আসমান
শ্রবণ ও দৃষ্টি এসব
কাহার প্রদান ?
মৃত হতে বাহির কে
করে জীবিত
কে আর জীবিতকে
করেন মৃত
যাবতীয় বিষয় সেটা
কার চালিত ?
অবশ্য বলিবে সেথা
তখন আল্লাহ্ই
তবুও কি সতর্ক বলো
হবে না সবাই ?

৩২. আসল রব তিনি
আল্লাহ্ই জেন
সত্য প্রকাশ পরে
গোমরাহী কেন
ঘুরিছ তোমরা কোথায়
তবে এই হেন ?

৩৩. প্রকাশিত হলো তব
রবের বাণী
ফাসেকেরা ঈমান কেহ
আনিবেনা মানি ॥

৩৪. বলো তবে তোমাদের
শরিকেরা যারে
সৃষ্টিকে পয়দা যারা
করিতে পারে
এবং পুনরায়
জীবিত তারে ?
আল্লাহ্রই সৃষ্টি বলো
প্রথমবারে
পুনরায়ও আনিবেন
তিনিই তাহারে
ভ্রান্ত হও তবে
কোন প্রকারে ?

৩৫. বলো তবে শরীকেরা
আছে কি সেথায়
তোমাদের সত্যের
পথ যে দেখায় ?
সঠিক পথ বলো
দেখান আল্লাহ্য় ॥
যে পথ দেখান তিনি
সত্য সঠিক
যাকে পথ দেখালে
মানিবে অধিক

খুঁজিয়া পায় না যে
সত্যের দিক ॥
অতএব তোমাদের
কী হলো বিচার
গ্রহণ করিলে কি
তোমরা তাহার ?

৩৬. অনুমানে বেশি তারা
চলে যে সদাই
সত্যের ব্যাপারে কোনো
অনুমান নাই
তাদের কর্ম জানেন
সব আল্লাহ্ই ॥

৩৭. কোরআন এমন নয়
আল্লাহ্ ছাড়া
মনগড়া রচনা
আর কারো দ্বারা ॥
বরং পূর্বে নাজিল
হয়েছে যাহা
সত্য প্রমাণ দিতে
এসেছে তাহা ॥
বিশদ ব্যাখ্যা এতে
যত বিধানের
সন্দেহ নাই ইহা
বিশ্ব-পালকের ॥

৩৮. তারা বলে এটা কি সে
করে রচনা ?
অনুরূপ সুরা বলো
নিয়ে এসো না ॥
ডেকে নাও যাকে পার
আল্লাহ্কে ছাড়া
সত্যবাদী যদি
হও তোমরা ॥

৩৯. বরং অস্বীকার
করে সে বিষয়
সেই জ্ঞান তাহাদের
আয়ত্ত্বে নয় ॥
এখনো আসেনি কাছে
পরিণাম তার
এমনি পূর্বে তাদের
ছিল অস্বীকার ॥
লক্ষ্য করো তবে
উহাদের প্রতি
জালিমের হয়েছিল
কি-যে পরিণতি ॥

৪০. তাদের মাঝে কেহ
মানিয়া কোরআন
তাহার উপরে যারা
আনিল ঈমান ॥
আবার তাদের কেহ
ইহা মানে না
ইহার উপরে তারা
ঈমান আনে না
দুরাচারীদের তব
রবের জানা ॥

রুকু-৫

৪১. মিথ্যার আরোপ যদি
তোমায় করে
বলো তবে মোর কাজ
আমার তরে
তোমাদের কর্ম যত
তোমাদেরই পরে ॥
দায়ের মুক্ত থাকো
আমার বিষয়
আমিও মুক্ত যাহা
তোমাদের রয় ॥

৪২. তাহাদের কিছু লোক
এমনো থাকে
তোমার দিকে তারা
কান পেতে রাখে ॥
তবে কি শোনাতে চাও
বধির যারা
যদিও তার কিছু
বোঝে না তারা ॥

৪৩. কেহ তারা তব পানে

থাকে তাকিয়ে
অন্ধকে নিতে চাও
পথ দেখিয়ে
যদিও দেখে না কিছু
দৃষ্টি দিয়ে ?

৪৪. করেন না আল্লাহ্ জুলুম
মানুষের পরে
নিজেরই উপরে জুলুম
মানুষ করে ॥

৪৫. যেদিন তাদের হবে
সমবেত করা
তাদের মনে হবে
যেন তাহারা;
কাটায়নি দিনের এক
দণ্ড ছাড়া
একে সেথা অপরকে
চিনিবে তারা ॥
নিশ্চয়ই তাদের হলো
সমূহ ক্ষতি
বিশ্বাস ছিল না যাদের
তাঁহার প্রতি;
আল্লাহ্র সাক্ষাৎ কভু
হবে এই মতে
তাহারা ছিল না কেহ
সরল পথে ॥

৪৬. তাদের সাথে মোর
ওয়াদা যাহা থাকে
শাস্তি তাহা যদি
দেখাই তোমাকে ॥
অথবা তোমাকে করি
মরণ প্রদান
সকল সময়ই রবে
একই সমান ॥
সেটা হলো একদিন
আমারই কাছে
সবাইকে তাহাদের
ফিরিবার আছে ॥
যেসব কর্ম তারা
করেছে সবাই
বস্তুতঃ স্বাক্ষী যাহার
হন আল্লাহ্ই ॥

৪৭. প্রতিটি জাতির মাঝে
রাসুল এসেছে
ন্যায়ভাবে তখন সব
মীমাংসা হয়েছে ॥
যখন রাসুল এক
তারা পেয়ে যায়
হয়নি জুলুম কোনো
সেথা পুনরায় ॥

৪৮. এই ওয়াদা কত দিনে
পূর্ণ হবে ?
হও যদি সত্যবাদী
তোমরা তবে
এমনি ভাবে বলে
তাহারা সবে ॥

৪৯. বলো তুমি আল্লাহ্র
ইচ্ছা ছাড়া
ক্ষতি বা উপকার
আমার দ্বারা
নিজেরও ক্ষমতা নাই
কোন কিছু করা ॥
প্রতিটি জাতির কাছে
একটি সময়
যখন তাদের সেটার
পূর্ণতা হয় ॥
পারিবে না মুহূর্তকাল
তারা সরিতে
পিছনে বা সামনে
নিজেকে নিতে ॥

৫০. বলো ভেবে দেখেছ কি
কভু কোনোক্ষণে
তাঁর আজাব এসে পড়ে
রাতে বা দিনে ॥
ইহার মাঝে তাই
আছে কি এমন
তাড়াহুড়া করে সব

অপরাধীগণ ?
৫১. তবে কি আজাব সেথায়
গেলে আসিয়া ?
ঈমান তাঁর প্রতি
আনিবে গিয়া ?
অথচ তোমরা এখন
তাহা মানিলে
এ জন্যেই তাড়াহুড়া
এত করেছিলে ?
৫২. অতঃপর বলা হবে
পাপীদের তখন
অনন্ত আজাবের
স্বাদ করো গ্রহণ ॥
সকলেই করেছিলে
তোমরা যাহা
প্রতিফল দেয়া হলো
তোমাদের তাহা ॥
৫৩. তোমার কাছে তারা
জানিতে যে চায়
এটা কি সত্য তবে
বলো দেখি তায় ?
রবের কসম বলো
সত্যই তাহা
তোমরা থামাতে কিছু
পারিবে না যাহা ॥

রুকু-৬

৫৪. যা কিছু আছে সব
এই দুনিয়াতে
সব যদি থাকিত
জালিমের হাতে
কোন দ্বিধা করিত না
সব দিয়ে দিতে
ওই সব থেকে সে
মুক্তি পেতে ॥
এবং যখন তারা
আজাব দেখিবে
নীরব থাকিয়া মনে
অনুতাপ করিবে ॥
মীমাংসা করা হবে
ন্যায় যাহাতে
জুলুম হবে না করা
তাহাদের সাথে ॥
৫৫. আসমান-জমিনে
যাহা কিছু রয়
সবকিছু আল্লাহ্‌রই
তাহা নিশ্চয় ॥
আল্লাহ্‌র ওয়াদা সব
সত্যই হয়
কিন্তু জ্ঞাত তাহা
অনেকেই নয় ॥
৫৬. সবারই জীবন হলো
প্রদান তাঁহার
তিনিই করেন তাকে
আরো সংহার
তোমরা তাঁরই কাছে
ফিরিবে আবার ॥
৫৭. হে মানব উপদেশ
তোমাদের কাছে
তোমাদের রব হতে
ইহা আসিয়াছে ॥
মনের রোগের হেথা
আছে নিরাময়
মুমিনের হেদায়েত
রহমত রয় ॥
৫৮. বলো ইহা আল্লাহ্‌র
রহ্‌মত দান
অতএব তোমরা হবে
আনন্দিত প্রাণ
জমা করো তার চেয়ে
ভালো এ কোরআন ॥
৫৯. বলো তবে তোমরা কি
ভেবে দেখেছ
রিজিক আল্লাহ্ হতে
যাহা পেয়েছ ॥

তার কিছু তোমরা
করেছ হালাল
আবার কিছু তাহা
করিলে হারাম ?
বলো কি আল্লাহ্ হতে
অনুমতি পাও
আথবা কি অপবাদ
আল্লাহ্কে দাও ?

৬০. কিয়ামত দিবসে করে
কী ধারণা তারা
আল্লাহ্র উপরে দেয়
অপবাদ যারা ?
আল্লাহ্র দয়া রহে
মানুষের উপর
অনেকেই কিন্তু তারা
করে না শোকর ॥

রুকু-৭

৬১. থাকো না কেন তুমি
যে অবস্থায়
তেলাওত করো কিছু
কোরআন সেথায় ॥
যে কাজই তোমরা
করো যাহাতে
হাজির থাকি আমি
তোমাদের সাথে
আত্মনিয়োগ যখন
করো তাহাতে ॥
যত কিছু আছে এই
জমীনে-আসমানে
গোপন থাকে না কিছু
অণু পরিমাণে ॥
তোমার রবের কাছে
এর চেয়ে কোনো
বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কিছু
নাই এহেন
স্বচ্ছ এই কিতাবে
যাহা নাই জেন ॥

৬২. জেনে রাখো আল্লাহ্র
বন্ধু যারা
ভয় নেই, দুঃখ কোন
পাবেনা তারা ॥

৬৩. ভয় করিয়াছে যারা
ঈমান আনিয়া

৬৪. সুখবর দুনিয়ায়ও
আখেরাতে গিয়া ॥
হেরফের হয় না কোনো
আল্লাহ্র কথা
তবেই এটা হলো
মহা সফলতা ॥

৬৫. তোমার হৃদয় যেন
তাদের কথায়
কভুও না বিষাদে
ভার হয়ে যায় ॥
সমস্ত ক্ষমতাই
আল্লাহ্র কাছে
জানাশুনা সবকিছু
তাঁহারই আছে ॥

৬৬. জেনে রেখ আসমান ও
জমিনে যারা
ছোট-বড় সবকিছু
আল্লাহ্রই তারা ॥
উপাসনা করে যারা
আল্লাহ্কে ছেড়ে
কিছু নয় সেইসব
শরিকদেরে ॥
তারাসব আজগুবী
ধারণাতে চলে
আর শুধু বানোয়াট
কথা তারা বলে ॥

৬৭. রাত করেছেন তিনি
বিশ্রাম নিতে
দিনের সৃষ্টি করেন
তিনি দেখিতে ॥
নিদর্শন রয়েছে এতে

তাহাদের তরে
মনোযোগ দিয়ে যারা
শ্রবণ করে ॥

৬৮. বলে তারা আল্লাহ্‌র
আছে সন্তান
পরোয়া নাই কারো
পবিত্র মহান
যা কিছু সবই তাঁর
জমিন-আসমান ॥
আছে কি সনদ কিছু
এই দাবি করো
আল্লাহ্‌কে বলো তাই
এমন তরো ?

৬৯. আল্লাহ্‌কে নিয়ে বলো
মিথ্যা যারা
রেহাই কখনো জেন
পাবে না তারা ॥

৭০. পার্থিব জীবনে রহে
লাভ ক্ষণিকের
আসিতে আমার কাছে
হবে যে তাদের ॥
তখন স্বাদ নেবে
তারা সকলে
কঠোর আজাব দেব
কুফরির বদলে ॥

রুকু-৮

৭১. তাদেরে নূহুর কথা
দাও শুনিয়ে
বলেছিল সে তার
কওমকে গিয়ে;
তোমাদের মাঝে মোর
অবস্থান নিয়ে
আল্লাহ্‌র আয়াত দ্বারা
উপদেশ দিয়ে ॥
তোমাদের কাছে যদি
ভারী মনে হয়
আল্লাহ্‌তে তবে মোর
ভরসা যে রয়;
ঠিক করো যাহাতে না
থাকে সংশয়
যা ইচ্ছা করো মোরে
দিও না সময় ॥

৭২. তারপরও যদি মুখ
ফিরিয়ে রাখো
বিনিময় কোনো কিছু
চাইবো নাকো ॥
আল্লাহ্‌র নিকটে আছে
মোর বিনিময়
মেনে চলি আমি যাহা
নির্দেশ হয় ॥

৭৩. নূহুকে মিথ্যেবাদী
তারা বলিল
রক্ষা করিলাম যারা
নৌকায় ছিল ॥
এবং তাদেরে আমি
আবাদ করিলাম
মিথ্যা মানিল যারা
ডুবিয়ে দিলাম;
লক্ষ্য করো যেন
তার পরিণাম
সতর্ক পূর্বে যাদের
করিয়াছিলাম ॥

৭৪. তারপরও পাঠিয়েছি
নূহুর পরে
অনেক রাসুল তাদের
কওমের তরে
নিদর্শন এনেছিল
তারা সাথে করে ॥
পূর্বে করেছে তারা
যাহা অস্বীকার
প্রস্তুত ছিলনা তাতে
ঈমান আনার
মোহর মারি সীমানা
হয় যারা পার ॥

৭৫. এর পরে পাঠালাম
মুসা ও হারুণ
নিদর্শন দেখিল তাদের
যাহা ফেরাউন ॥
অহঙ্কার করে সে-ও
তার লোকেরা
অপরাধী লোকসব
ছিল তাহারা ॥

৭৬. আমার সত্য তখন
এসে গেলে কয়
প্রকাশ্য যাদু এটা
আছে নিশ্চয় ॥

৭৭. মুসা বলে সত্যকে
যাদু বলো তবু
যাদুকর সফলকামী
হয় না কভু ॥

৭৮. বিচ্যুত করিতে বলে
চাও আমাদের
যে পথ পেয়েছি মোরা
বাপ-দাদাদের ?
আর যত তোমরা
এদেশে দুজন
সর্দারী পেয়ে যাও
তোমরা তখন ?
তোমাদের বিশ্বাস
করি না এখন ॥

৭৯. ফেরাউন বলে আনো
বড় যাদুকর

৮০. যাদুকর আসিলে মুসা
বলে তারপর;
নিক্ষেপ করিতে যাহা
তোমরাই চাও
এখনই তোমরা যেন
তাহা ছুঁড়ে দাও ॥

৮১. অতঃপর যখন তারা
নিক্ষেপ করে
মুসা বলে যাদু যাহা
এনেছ ভরে ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দিবেন
বাতিল করিয়া
দুস্কৃতকারীদের
বাধা তিনি দিয়া ॥

৮২. সত্যকে আল্লাহ্ করেন
সত্যে পরিণত
নিজের বাণী স্বীয়
নির্দেশ মত
যদিও পাপীদের তাহা
নহে মনঃপূত ॥

রুকু-৯

৮৩. মুসায় আনিল ঈমান
শুধু কতিপয়
ফেরাউন ও সর্দারে
অধিকেরেই ভয়;
ক্ষমতার শিখরে তারা
সারা দেশময়
লজ্ঘন করে সে
সীমা অতিশয় ॥

৮৪. মুসা বলে হে কওম
শোন আমাকে
আল্লাহ্‌র উপরে যদি
ঈমান থাকে ॥
মুসলিম তোমরা সবাই
যদি হয়ে থাকো
তাঁরই উপরে শুধু
ভরসা রাখো ॥

৮৫. বলে তারা ভরসা
করি আল্লাহ্‌য়
হে রব রেখ না মোদের
এইভাবে তায় ॥
রেখ না ক্ষেত্র করে
মোদেরে এখন
সহিতে জালিমের
এই নিপীড়ন ॥

৮৬. কাফের কওম থেকে

রক্ষা পেতে
অনুগ্রহ চাই মোরা
তোমার হতে ॥

৮৭. মুসা ও তার ভাই
ওহী পাইয়া
মিসরেই তারা সব
গেল থাকিয়া ॥
বলিলাম ঘরবাড়ি
তৈরি করো
কেবলামুখী হয়ে
নামাজ পড় ॥
আর যারা সকলে
আনিল ইমান
তাদেরকে দাও শুভ
সংবাদ দান ॥

৮৮. মুসা বলে ওহে শোনো
রব আমাদের
তুমি তো দিয়েছ সব
ফেরাউনদিগের ॥
পার্থিব সম্পদ সকল
বেশি পরিমাণে
বিপথে চলে তারা
ফলে এইখানে ॥
ধ্বংস করিয়া দাও
বিত্ত ও ধন
কঠোর হয় যেন
তাহাদের মন ॥
ততক্ষণে তাহারা
আনে না ঈমান
যতক্ষণে দেখে না কঠিন
আজাব প্রদান ॥

৮৯. আল্লাহ্ বলেন কবুল
হলো উভয়ের
দোয়া ছিল মোর কাছে
যাহা তোমাদের ॥
অতএব দুজনাই
থাকিও অটল
যেও না যেই পথে
মূর্খের দল ॥

৯০. বনীদেরে দিলাম নদী
পার করিয়ে
ফেরাউন ধাওয়া করে
বাহিনী নিয়ে
দুরাচার করিতে আরো
নিপীড়ন দিয়ে ॥
যখন সবাই তারা
ডুবিতে লাগিল
তখন এই কথা
তারা বলিল;
ঈমান আনিলাম
তাহার উপরে
ইসরাইলী যারে
উপাসনা করে ॥
মাবুদ নাই কোনো
তিনি ছাড়া আর
বস্তুতঃ হলাম মোরা
অনুগত তাঁর ॥

৯১. এখন ঈমান তবে
তুমি আনিলে
অথচ নাফরমানি
আগে করিলে
ফ্যাসাদের সৃষ্টি যত
তুমি করেছিলে ॥

৯২. অতএব তোমাকে আজ
দিলাম রহিতে
তোমার এ দেহখানি
রক্ষণ করিতে
পরের মানব সবার
উপদেশ নিতে ॥
বস্তুতঃ পক্ষে অনেক
মানুষ যারা
আমার নিদর্শনে
বেখবর তারা ॥

রুকু-১০

৯৩. ইসরাইলিদেরে
করিলাম দান
থাকার জন্য তাদের
ভালো স্থান ॥
উত্তম রিজিক সব
তারা পাইল
না কোনো মতভেদ
তাহাদের ছিল
যতক্ষণে তাদের কাছে
বাণী আসিল ॥
কিয়ামত দিনে তব
রব নিশ্চয়
মীমাংসা করিবেন
তাদের বিষয়
যে ব্যাপারে তাহাদের
মতভেদ রয় ॥

৯৪. নাজিল করিলাম যাহা
তোমার উপরে
সন্দেহ তাতে যদি
মনেতে ধরে;
তাদেরে দেখ তবে
জিজ্ঞাসা করে
পূর্ব কিতাব সকল
যাহারা পড়ে ॥
অবশ্যই সত্য এলো
তোমার কাছে
তোমার রব হতে
তাহা আসিয়াছে ॥
সুতরাং কখনো
তুমি তার ফলে
যেও নাকো সন্দেহ
কারীদের দলে ॥

৯৫. কখনো যেও না যেন
উহাদের সাথে
অস্বীকার করে যারা
আল্লাহ্‌র আয়াতে
অকল্যাণ তোমারও
হবে তাহাতে ॥

৯৬. যাদের ব্যাপারে রবের
কাছে নিশ্চয়
ঈমান আনিবে না কেহ
নির্ধারিত রয় ॥

৯৭. প্রতিটি নিদর্শনও
যদি এসে যায়
যতক্ষণে তাহারা
দেখিতে না পায়
কঠিন আজাবের
শাস্তি সেথায় ॥

৯৮. জনপদে এমন কেন
হলো না তারা
অধিবাসী সব আনে
ঈমান যারা
উপকার পেত তবে
ঈমানের দ্বারা ॥
ইউনুসের কওম তারা
আলাদা ছিল
যখন ঈমান সেথা
তারা আনিল ॥
অপমান দূর করি
আমি সেইক্ষণে
তাদের শাস্তি যাহা
পার্থিব জীবনে
কিছুকাল উপভোগে
সেই লোকজনে ॥

৯৯. তোমার রব তাই
যদি চাহিত
সমবেত হয়ে সব
ঈমান আনিত ॥
তুমি কি মানুষকে
জোর করো তায়
মুমিন তারা সব
যাতে হয়ে যায় ?

১০০. আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া
তবে নিশ্চয়
ঈমান আনা কারো
সম্ভব নয় ॥

নোংরা আরোপ তাঁর
তাদের উপরে
বুদ্ধি না যাহারা
প্রয়োগ করে ॥
১০১. বলো তুমি চেয়ে দেখ
জমিন-আসমানে
আর কি আছে সব
তাহা সেখানে ॥
কোন কাজে আসে না
নিদর্শন ও ভয়
ঈমান যাহাদের
কভু নাহি হয় ॥
১০২. তবে কি পূর্বে সেথা
যাহা ঘটে গেছে
অনুরূপ ঘটনারই
অপেক্ষায় আছে ?
বলো থাকো তোমরা
সেই প্রতীক্ষাতে
আমিও রহিলাম
তোমাদের সাথে ॥
১০৩. রাসুলের রক্ষা করি
আমি অবশেষে
তার সাথে যারাও ঈমান
আনিল এসে ॥
এখনই দায়িত্ব আরো
রয়েছে আমার
বিপদে মুমিনদিগের
রক্ষা করার ॥

রুকু-১১

১০৪. বলো হে মানুষ তবে
শোন তোমরা
দ্বীন নিয়ে থাকো যদি
সন্দেহ ভরা ॥
তবে জানো ইবাদত
করি না তারি
তোমরা যাদের করো
আল্লাহ্‌কে ছাড়ি ॥
ইবাদত করি তাঁকে
আল্লাহ্ মহান
তোমাদের করেন যিনি
মৃত্যু প্রদান
নির্দেশ পেয়েছি আমি
রাখিতে ঈমান ॥
১০৫. দ্বীনকে ধরি যেন
আমি সবলে
কখনো যাই না যেন
মুশরিক দলে ॥
১০৬. ডাকিবে না আর কারো
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
উপকার ও অপকার
করে না যারা ॥
এমন কাজ যদি
করো তাহলে
তুমিও হয়ে যাবে
জালিমের দলে ॥
১০৭. আল্লাহ্ তোমায় কোনো
কষ্ট দিলে
তিনি ছাড়া উপশমে
কেহ না মিলে ॥
মঙ্গল চান যদি
করিতে তোমার
কেহই নাই তবে
রদ করিবার ॥
মঙ্গল করেন তিনি
ইচ্ছা যার প্রতি
ক্ষমাশীল আছেন আরো
দয়ালু অতি ॥
১০৮. বলো তুমি হে মানুষ
তোমাদের কাছে
তোমাদের রব হতে
সত্য আসিয়াছে ॥
সুতরাং আসিবে যে
সত্য পথে
করিবে তাহা সে

নিজেরই হিতে ॥
আর সব যারা হেথা
বিপথে চলে
নিজেরই তরে তাহা
অমঙ্গলে
কর্মবিধায়ক যেন
আমায় না বলে ॥
১০৯. যেই মতো তুমি সব
নির্দেশ পাও
সেই মতো কাজগুলি
তুমি করে যাও ॥
এবং করো তুমি
ধৈর্য্যধারণ
আল্লাহ্‌র মীমাংসা না
আসে যতক্ষণ
শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী
তিনিই তো হন ॥

১১. সূরা হুদ
মক্কায় ঃ আয়াত ১২৩ ঃ
রুকু ১০

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুনা অথই ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-রা
এইটা এমন এক
কিতাব যাহা ॥
আয়াতসমূহ যার
সু-প্রতিষ্ঠিত
বিশদভাবে আছে
যাহা বর্ণিত ॥
এমন সত্ত্বা হতে
হলো আগত
প্রজ্ঞাময় যিনি
সবকিছু জ্ঞাত ॥
২. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাই
তোমরা আরো
ইবাদত না করো
অন্য কারো ॥
এসেছি আমি শুভ
সংবাদ দিতে
তাঁহার তরফ হতে
সতর্ক করিতে ॥
৩. তোমাদের রবের কাছে
ক্ষমা চেয়ে যাও
তাঁহারই দিকে আরো
মনোযোগ দাও ॥
কিছুটা সময় সেথা
করিতে যাপন
দান করিবেন তাঁর
সেরা উপকরণ ॥
অধিক আমলকারী
তিনি যাহাকে
দান করিবেন তিনি
বেশি তাহাকে ॥
কিন্তু ফিরাও যদি
মুখ তোমাদের
আজাবের আশঙ্কা করি
মহা দিবসের ॥
৪. তোমাদের ফিরিতে হবে
আল্লাহ্‌র কাছে
সবকিছু উপরে তাঁর
ক্ষমতা আছে ॥
৫. বক্ষ জানিও তারা
কুঞ্চিত রাখে
আল্লাহ্‌র কাছে যেন
ফাঁকি দিয়ে থাকে ॥
ঢাকিয়া নিজেকে যখন
রাখে কাপড়ে
গোপন বা প্রকাশ তারা

যা কিছু করে
আল্লাহ্‌র জানা সবই
যাহা অন্তরে ॥

দ্বাদশ পারা ঃ অমা-মিন দ্বাব্বাহ্

৬. পৃথিবীতে এমন কোনো
প্রাণী নাই যার
জীবিকার দায়িত্ব
নাই আল্লাহ্‌র ॥
অবস্থান সকলি তাদের
তাঁর জানা রয়
দীর্ঘ বা স্বল্প
কাল যেথা হয়
সবকিছু কিতাবেতে
আছে নিশ্চয় ॥

৭. ছ'সময়ে করে তিনি
জমিন-আসমান
পানির উপরে আরশ
ছিল ভাসমান ॥
পরীক্ষা করিতে পারেন
যেন তোমাদেরে
সব চেয়ে ভালো কাজ
বেশি কে করে ?
এই কথা যদি বলো
তাহাদের তবে
মৃত্যুর পরে পুনঃ
জীবিত হবে ॥
কাফের যারা সব
বলিবে সবাই
পরিষ্কার যাদু এটা
সন্দেহ নাই ॥

৮. আর যদি আমি এক
নির্ধারিত
আযাব করে রাখি
স্থগিত ॥
অবশ্য তখন তারা
বলিতে থাকে
সেটা কোন জিনিসে
ঠেকিয়ে রাখে ?
জানিও আযাব সেদিন
যাবে আসিয়া
নিবৃত হবে না করা
কোন কিছু দিয়া ॥
ফেলিবে ঘিরিয়া তাদের
তাহা চারিপাশ
যাহা নিয়ে তারা সব
করে উপহাস ॥

রুকু-২

৯. রহ্‌মত যদি আমি
মানুষের দিয়ে
অতঃপর তার থেকে
নেই ছিনিয়ে
হতাশ ও কৃতঘ্ন তখন
হয় সে গিয়ে ॥

১০. যদি দেই নেয়ামত
কষ্টের পরে
বলিতে থাকে সে
আনন্দভরে
বিপদ কেটেছে বলে
অহঙ্কার করে ॥

১১. সৎ আমল-ধৈর্য্য
রহিয়াছে যার
ক্ষমাও পাবে সে
মহা পুরস্কার ॥

১২. তবে কি চাও তুমি
কিছু বর্জন
ওহীর মাধ্যমে
হয় যা প্রেরণ ?
ছোট হয়ে যাবে এতে
তোমার এই মন ॥
বলে তারা আসে না কেন
ধন-ভাণ্ডার
ফেরেশতাও আসে না কেন
সম্মুখে সবার ?
সতর্ককারী শুধু

তুমি যে তাহার
আল্লাহ্‌রই আছে সব
দায়িত্বভার ॥

১৩. কোরআন বলে তারা
রচনা করা
অনুরূপ আনো বলো
দশটি সুরা ॥
তোমরা নিজেরা
করে রচনা
আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর
কারো ডাকো না
সত্যবাদী যদি সব
হয়ে থাকো না ॥

১৪. তবে যদি তোমাদের
ডাকে তাহারা
না দেয় জবাব কিছু
অথবা সাড়া ॥
তাহলেই জেনে নাও
ইহা নিশ্চয়
আল্লাহ্‌রই এলেম হতে
নাজিল হয় ॥
মাবুদ নাই কোনো
আল্লাহ্ ব্যতীত
তোমরা হবে কি এখন
সমর্পিত ?

১৫. বিলাসিতা থাকে যদি
কারো কামনাতে
কর্মের ফল তাকে
দেই দুনিয়াতে
কম দেয়া হবে না
কোন তাহাতে ॥

১৬. এমনই লোকজন
এই সব তারা
আখেরাতে নেই কিছু
দোজখ ছাড়া ॥
যা কিছু করেছিল
তাহারা সকল
সবকিছু সেখানে
হবে নিষ্ফল
উপার্জন তাদের যাহা
সকলি অচল ॥

১৭. কায়েম রয়েছে যে
কভু কি সমান
রবের তরফ হতে
পাইয়া প্রমাণ
প্রেরিত স্বাক্ষী যাহা
পড়িয়া শুনান ॥
ঈমান আনিতে হবে
মুসার কিতাবে
অস্বীকার করিলে সে
দোজখে যাবে ॥
অতএব থাকো তুমি
সন্দেহাতীত
নিশ্চয়ই সত্য ইহা
রবের প্রেরিত
অবিশ্বাস অনেকেই
যারা করিত ॥

১৮. মিথ্যারোপ করে যারা
আল্লাহ্‌র প্রতি
তার চেয়ে বড় কে
জালিম অতি ?
রবের সম্মুখে দাঁড়
করানো হবে
এবং স্বাক্ষীরা তখন
বলিবে সবে;
ইহারাই ছিল যারা
মিথ্যারোপ করে
আল্লাহ্‌র লানত জেন
জালিমের পরে ॥

১৯. আল্লাহ্‌র পথ হতে
রাখে বিরত
বক্রতা খোঁজে তাতে
প্রতিনিয়ত
আখেরাতে অবিশ্বাসী
তাহারা যত ॥

২০. আল্লাহ্‌কে পারেনি তারা

রোধ করিতে
সাহায্যে আল্লাহ্ ছাড়া
নেই পৃথিবীতে;
তাদের আজাব হবে
দ্বিগুণ করা
শুনিতে ও দেখিতে
পায় না তারা ॥

২১. নিজেদেরই নিজেরা
ক্ষতি করিল
অলীকের উপাসনা
তারা করেছিল ॥
উপাসনা তারা সব
করেছে যাদের
কেহই আসিলনা
নিকটে তাদের ॥

২২. সন্দেহ নেই কোনো
এ ব্যাপারে যাতে
এদেরই ক্ষতি বেশী
হবে আখেরাতে ॥

২৩. নিশ্চয়ই ঈমান যারা
আনিয়াছে আজ
এবং করেছে সদা
যারা সৎ কাজ ॥
বিনত হয়েছে নিজের
প্রভুতে সবে
অধিবাসী জান্নাতে
তাহারাই হবে
অনন্তকাল তারা
সেখানেই রবে ॥

২৪. উভয়ের উপমা তাই
হলো যে এমন
অন্ধ ও বধির লোক
আছে একজন
অন্যের চক্ষু আছে
করে সে শ্রবণ;
সমান কি হতে পারে
তাহারা দুজন ?
তবুও কি করিবে না
উপদেশ গ্রহণ ?

রুকু-৩

২৫. অবশ্যই নূহুকে দিলাম
আমি পাঠিয়ে
রাসুল হিসেবে বলে
কওমে গিয়ে
সতর্ক করিতে আমি
এই বাণী দিয়ে ॥

২৬. আল্লাহ্কে ছাড়া কারো
ইবাদত নয়
তোমাদের নিয়ে বড়
আমি করি ভয়
যন্ত্রনাভরা দিনে
শাস্তি যা রয় ॥

২৭. অতঃপর কওমের
প্রধান সকলে
কুফরি করিত যারা
তারা সব বলে ॥
আমরা তো মনে করি
আমাদেরই মতো
কিছু নও তুমি আর
মানুষ ব্যতীত ॥
আমাদের মাঝে যারা
নিম্নশ্রেণীর
তদুপরি তারা সব
মোটা বুদ্ধির ॥
অন্য আর কেহ নয়
তাহারা ছাড়া
দেখি না মেনে চলে
তোমাকে যারা ॥
দেখি না তো তোমাদের
প্রাধান্য রয়
আমাদের উপরে এমন
কিছু সেটা হয়
তোমরা মিথ্যাবাদী
আছো নিশ্চয় ॥

২৮. নূহু বলে হে কওম
থাকে যদি প্রমাণ
করেছেন প্রভু মোরে
অনুগ্রহ দান ॥
থাকো যদি তোমরা
অন্ধ হয়ে
চাপিয়ে দেব কি তাহা
নিকটে লয়ে
তোমাদের পছন্দ নয়
সেই বিষয়ে ?
২৯. হে কওম চাই না আমি
কোন বিনিময়
তোমাদের কোনো ধন
সম্পদও নয়
আমার প্রাপ্য যাহা
আল্লাহ্তে রয় ॥
আমি তো পারি না তাদের
দিতে তাড়িয়ে
এলো যারা মোর কাছে
বিশ্বাস নিয়ে ॥
রবের সাক্ষাত লাভ
করিবে তারা
বরঞ্চ তোমরাই সব
মূর্খ যারা ॥
৩০. আমি যদি তাহাদের
দেই তাড়িয়ে
করিবে কে রক্ষা মোরে
আল্লাহ্তে গিয়ে
এইটুকু বোঝ না কেন
বুদ্ধি দিয়ে ?
৩১. আমি তো বলি না এমন
আমার কাছে
আল্লাহ্র ধনের কোনো
ভাণ্ডার আছে ॥
এ দাবিও করি না আমি
গায়েব জানি
বলি না এমন কথাও
ফেরেশতা আমি ॥
তোমাদের দৃষ্টিতে
হেয় যারা হয়
বলি না কল্যাণ প্রভুর
তাহাদের নয় ॥
আল্লাহ্র জানা আছে
তাহাদের মন
এইরূপ বলিলে হয়
সীমা লঙ্ঘন ॥
৩২. তারা বলে বিতর্ক
নূহু করেছ
আমাদের সাথে বেশি
করে ফেলেছ ॥
সুতরাং আমাদের
যে ভয় দেখাও
সত্যবাদী হলে
নিয়ে আসো তাও ॥
৩৩. বলিল সে আনিবেন
ইচ্ছায় তাঁর
পারিবে না তোমরা বাধা
দিতে আল্লাহ্র ॥
৩৪. চাইলেও তোমাদের
উপকারে কোনো
আমার উপদেশ
লাগিবে না জেন ॥
আল্লাহ্ই করিতে চান
যদি গোমরাহ্
ফিরিবে রবের পানেই
সব তোমরা ॥
৩৫. এমনি করিয়া সব
বলে কি তারা
কোরআন রচিত হয়
তোমার দ্বারা ?
বলো যদি রচনা
মোর দ্বারা হয়
তবে সেই অপরাধ
আমারই তো রয়
তোমাদেরও কর্ম আমার
অপরাধ নয় ॥

রুকু-৪

৩৬. নুহুকে জানানো হলো
ওহীর দ্বারা
তোমার কওমে ঈমান
আনিয়াছে যারা
জেন শুধু সে সকল
তাহারা ছাড়া
ঈমান কেহ আর
আনিবে না তারা
তোমার উচিত নহে
দুঃখ করা ॥

৩৭. আমার কাছ হতে
আদেশ নিয়ে
নৌকা তৈরি করো
সামনে গিয়ে ॥
বলিওনা কথা তুমি
জালিমেরে নিয়া
অবশ্যই মরিবে সব
তারা ডুবিয়া ॥

৩৮. নৌকা তৈরি যখন
করিতে থাকে
কওমেরা উপহাস
করিত তাকে ॥
বলে সে উপহাস
করিছ যেমন
উপহাস আমরাও
করিব তেমন ॥

৩৯. তোমরা জানিবে সব
তাহা অচিরে
আজাব আসিয়া যাবে
কাদেরে ঘিরে ॥
আপতিত হবে যাহা
লাঞ্ছনাকর
স্থায়ী হবে তাহা
কাদের উপর ॥

৪০ আদেশ শেষে মোর
গেল আসিয়া
পৃথিবী উঠিল তখন
সেথা উথলিয়া ॥
বলিলাম তুমি তবে
নাও উঠিয়ে
প্রতিটি প্রাণীর সব
এক জোড়া নিয়ে;
পরিবার-পরিজন
তোমার সকল
বাদ দিয়ে নির্ধারিত
শুধু সেই দল;
তুলে নাও ঈমান আনা
আছে যাহারা
যদিও সংখ্যায়
কম ছিল তারা ॥

৪১. বলে সে উঠে পড়
সব নৌকায়
আল্লাহ্‌র নামে ইহা
যে দিকেই যায়
ক্ষমাশীল মোর রব
দয়ালু যে তায় ॥

৪২. নৌকা চলিল বয়ে
তাদেরে নিয়ে
পর্বত সমান ঢেউ-এর
মধ্যদিয়ে;
পুত্রকে নূহু তার
বলে ডাকিয়া
মরিও না কাফেরের
সাথে থাকিয়া ॥

৪৩. বলিল পুত্র আমি
আশ্রয় নিয়া
রক্ষা করিব মোরে
পাহাড়ে চড়িয়া ॥
নূহু বলে-নাই কোনো
রক্ষাকারী
আল্লাহ্ দয়া শুধু
করিবেন যার-ই ॥
তরঙ্গ আড়াল তাদের

দিল করিয়া
তখনই পানিতে সে
গেল ডুবিয়া ৷৷

৪৪. পৃথিবী পরে সব
পানি চুষে নিল
আসমানও নির্দেশ
পেয়ে থামিল ৷৷
তারপর দেয়া হলো
ঘোষণা সেথায়
জালিমেরা ধ্বংস
যেন হয়ে যায় ৷৷

৪৫. নূহু তার প্রভুকে
ডাকিয়া কহে
পরিবার মাঝে মোর
পুত্র যে রহে ৷৷
সত্যই হয় সব
ওয়াদা আপনার
আপনিই করেন তাই
শ্রেষ্ঠ বিচার ৷৷

৪৬. আল্লাহ্ বলেন নূহু
সে তো নিশ্চয়
অসৎ কখনো তোমার
পরিবারে নয়
আবেদন করো না তাই
এমন বিষয়
যাহাতে তোমার কোনো
জ্ঞান নাহি রয় ৷৷
এখন তুমি মোর
উপদেশ নাও
মূর্খের মাঝে না যেন
শামিল হয়ে যাও ৷৷

৪৭. নূহু বলে রব আমি
চাই আশ্রয়
প্রার্থনা করি তাই
এমন বিষয়;
যাহাতে আমার মাঝে
কোনো জ্ঞান নাই
ক্ষমা যদি আপনি
না করেন তাই
ক্ষতির মাঝে সেথা
আমি পড়ে যাই ৷৷

৪৮. নূহুকে হুকুম হলো
নেমে পড় গিয়ে
আমা হতে শান্তি ও
কল্যাণ নিয়ে
তুমি ও তোমার সব
সাথীদের দিয়ে ৷৷
অন্য আর যত
সম্প্রদায়ের
উপভোগে কিছুকাল
দেব যে তাদের;
পাঠাবো আজাব পরে
যন্ত্রণাকর
আমার তরফ হতে
তাদের উপর ৷৷

৪৯. জানাই ওহী দিয়ে
গায়েবের কথা
তুমি ও তোমার কওম
জানিতে না তথা ৷৷
অতএব তুমি করো
ধৈর্য্যধারণ
মুমিনের তরে যাহা
শুভ’র কারণ ৷৷

রুকু-৫

৫০. আদ জাতির কাছে
পাঠালাম তাই
হুদ নামে ছিল এক
তাহাদেরই ভাই ৷৷
ইবাদত করিতে সে
বলে আল্লাহ্‌র
মাবুদ নাই কেহ
তিনি ছাড়া আর
সৃষ্টি করো না যেন
কোনো মিথ্যার ৷৷

৫১. কওম শোন মোর
আমি নিশ্চয়
চাই না তোমাদের কাছে
কোন বিনিময় ॥
আমার পাওনা শুধু
তাঁহারই কাছে
সৃষ্টি আমাকে হেথা
যিনি করিয়াছে;
বুঝিতে কি তোমাদের
বাকি রহিয়াছে ?

৫২. হে কওম রবের কাছে
ক্ষমা চেয়ে যাও
তাঁহারই পানে আরো
মনোযোগ দাও ॥
আসমান হতে তিনি
পানি ঝরিয়ে
শক্তির উপরে আরো
শক্তি দিয়ে
অপরাধে নিও না তাই
মুখ ঘুরিয়ে ॥

৫৩. তারা বলে হুদ তব
আছে কি প্রমাণ
যাহাতে আনিব তোমায়
আমরা ঈমান ?
তোমার কথায় কি তবে
আমরা এখন
আমাদের দেবতা সব
করি বর্জন ॥

৫৪. বরং বলি এটা
মোদের বিচারে
মোদের দেবতা বিপদ
দিবে তোমারে ॥
হুদ বলে সাক্ষী যা
ইহার বিষয়
তোমরাও থেকো আর
আল্লাহ্‌তে রয়
শরীক মুক্ত সেসব
আমি নিশ্চয় ॥

৫৫. তোমরা সবাই মিলে
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
আমার বিরুদ্ধে যত
কুচক্র করে
তার পরে অবকাশ
দিও না মোরে ॥

৫৬. ভরসা উপরে মোর
আছে আল্লাহ্‌র
সকলের রব যিনি
তোমার আমার
সমুদয় প্রাণী রয়
আয়ত্ত্বে তাঁহার
মোর প্রভু সোজাপথ
রহিয়াছে যার ॥

৫৭. তোমরা যদি মুখ
রাখো ফিরিয়ে
আমি তো গেলাম তাহা
পৌঁছে দিয়ে
প্রেরিত হলাম আমি
যাহা কিছু নিয়ে ॥
মোর রব আনিবেন
তাহার ফলে
অন্য কোনো জাতি
তোমাদের স্থলে ॥
পারিবে না তাঁর কোনো
ক্ষতি করিতে
সক্ষম আমার রব
হেফাজত নিতে ॥

৫৮. আদেশ যখন এল
আমার হতে
হুদকে রক্ষা করি
নিজ রহমতে ॥
এনেছিল তার সাথে
যাহারা ঈমান
কঠিন আজাব হতে
বাঁচালাম প্রাণ ॥

৫৯. আদ নামের জাতি
ছিল যাহারা

রবের নিদর্শন
মানেনি কো তারা ॥
রাসুলদিগকে সব
অমান্য করিত
উদ্ধত স্বৈরাচারীর
আদেশ মানিত ॥

৬০. দুনিয়াতে তারা সব
ছিল লানতে
লানৎ ছিল আরো
রোজ-কিয়ামতে ॥
আদ জাতি অস্বীকার
রবে করিয়া
ধ্বংস হুদের কওম
গেল হইয়া ॥

রুকু-৬

৬১. আরো এক ছিল যারা
সামুদ জাতি
পাঠালাম সালেহ্কে সেথা
তাহাদের প্রতি ॥
কওমের কাছে গিয়ে
বলেছিল সে
তোমরা ইবাদত
করো আল্লাহ্কে ॥
মাবুদ তিনি ছাড়া
নাই উপরে
মাটি হতে তোমাদের
সৃষ্টি করে ॥
বসতিও করিয়া দিলেন
তিনি সেখানে
ক্ষামা চাও ও ফিরে চলো
তাঁহারই পানে ॥
নিশ্চয়ই আমার রব
নিকটে আছেন
আবেদন করিলে তিনি
কবুল করেন ॥

৬২. তারা বলে সালেহ্ ছিলে
ভরসার কারণ
এখন তুমি কি মোদের
করিছ বারণ
সে সবের উপাসনা
করিতে যাদের
উপাসনা ছিল যাহা
বাপ-দাদাদের ?
অবশ্যই আমাদের
সে-সব বিষয়
যাহাতে ডাকিছ তুমি
সন্দেহ রয় ॥

৬৩. সালেহ্ বলে-হে কওম
ভেবেছ নাকি
রবের যদি আমি
প্রমাণে থাকি ॥
আমায় করেন যদি
অনুগ্রহ তাঁর
করিবে কে রক্ষা
তখন আমার
অবাধ্য যদি হই
আমি আল্লাহ্র ?
ভালো কিছু পারিবে না
ক্ষতি ছাড়া আর ॥

৬৪. আল্লাহ্র উট্নী কওম
ইহা নিদর্শন
অতএব করিতে দাও
তাকে বিচরণ ॥
ছুঁয়ো না অসৎ কোনো
মতলব নিয়ে
তাহলে পাকড়াও হবে
আজাব দিয়ে ॥

৬৫. তবুও সেটিকে তারা
কাটিয়া ফেলে
তখন সালেহ্ গিয়ে
তাদেরে বলে;
তিন দিন তোমরা
নিজেদের ঘরে
নিজের জীবন নাও

উপভোগ করে
এই ওয়াদা নহে জেন
মিথ্যার পরে ॥
৬৬. আমার নির্দেশে
আজাব নামিল
সালেহ্ ও ঈমান যারা
সেথা এনেছিল;
আমার দয়াতে তারা
বাঁচিয়া গেল
সেদিন লাঞ্ছনা হতে
রক্ষা পেল ॥
নিশ্চয়ই পালনকারী
তিনি যে তোমার
বিশাল ক্ষমতাবাণ
পরাক্রমী আর ॥
৬৭. করেছিল যারা সব
সীমা লঙ্ঘন
পাকড়াও করিল তাদের
বড় গর্জন
উপুড় হলো ঘরে
সেই লোকজন ॥
৬৮. যেন তারা বসবাস
করেনি কখন
রাখো তাহা শুনিয়া
সকলে এখন ॥
সামুদ জাতি রবকে
মানেনি বলে
পরিণামে ধ্বংস তারা
হয় সকলে ॥

রুকু-৭

৬৯. ফেরেশতা দিয়েছি সেথা
আমি পাঠিয়ে
ইব্রাহিমের শুভ
সংবাদ দিয়ে ॥
তখন তাহারা তাকে
সালাম দিলে
প্রতিউত্তরে সে
সালাম বলে ॥
আনিল সাথে করে
ভিতরে গিয়ে
বাছুর একটি সেথা
কাবাব বানিয়ে ॥
৭০. দেখিল তাদের হাত
প্রসারিত নয়
তখন মনে মনে
করিল সে ভয় ॥
তারা বলে আসিনি
করিতে ক্ষতি
আমরা প্রেরিত লুতের
কওমের প্রতি ॥
৭১. স্ত্রী সেখানেই তার
দাঁড়িয়ে ছিল
এই কথা শুনিয়া সে
হাসিয়া ফেলিল ॥
ইছাকের সুসংবাদ
দিলাম তাকে
ইয়াকুবেরও সংবাদ
তৎসহ থাকে ॥
৭২. বলিল কী করে হবে
সন্তান তায়
আমার তো বয়সের
শেষ পর্যায় ॥
স্বামীও আমার হলো
বৃদ্ধ অতিশয়
নিশ্চয়ই এটা এক
অবাক বিষয় ॥
৭৩. তারা বলে আল্লাহ্র
হুকুম যা হয়
তাহা নিয়ে তবে কি
জাগে বিস্ময় ?
গৃহবাসী আল্লাহ্র
রহমত রয়
তোমাদের উপরে তিনি
বরকতময়

প্রশংসিত মহিমায়
তিনি নিশ্চয় ॥

৭৪. ইব্রাহিমের ভয়
মন থেকে গেল
শুভ এক সংবাদ
কাছে আসিল
লুত নিয়ে মোর সাথে
তর্ক করিল ॥

৭৫. ইব্রাহিম সহিষ্ণু ছিল
কোমল হৃদয়
সততা ও আল্লাহ্‌মুখী
ছিল অতিশয় ॥

৭৬. ইব্রাহিম তুমি তাই
থাকো বিরত
তোমার রবের হুকুম
হলো আগত
হবে না আজাব তাদের
আর প্রতিহত ॥

৭৭. লুতের কাছে হলো
ফেরেশতা প্রেরিত
চিন্তায় হয়ে গেল
সংকুচিত ॥
রক্ষা করিতে তাদের
পাইল সে ভয়
আজকের দিন বলে
সংকটময় ॥

৭৮. লোকেরা তার কাছে
এলো ছুটিয়া
অভ্যাস পূর্বে তাদের
কুকাজ করিয়া ॥
লুত বলে এই আমার
কন্যারা আছে
অধিক ভালো হবে
তোমাদের কাছে ॥
আল্লাহ্‌কে তোমরা
চলো ভয় করে
লজ্জিত অতিথি নিয়ে
করো না মোরে ॥
এই কথা আমি শুধু
বলিতে যে চাই
তোমাদের মাঝে কি কেউ
ভালো লোক নাই ?

৭৯. তোমার কন্যা মোদের
নাই প্রয়োজন
তুমি তো জানো-চায়
কী মোদের মন ॥

৮০. লুত বলে ক্ষমতা যদি
থাকিত আমার
অথবা শক্ত কিছুর
আশ্রয় যার ॥

৮১. ফেরেশতারা বলিল
শোন তবে লুত
প্রেরিত আমরা তব
রবের সে দূত ॥
পারিবে না তোমার কাছে
তারা পৌঁছিতে
আমাদেরও কোনো তারা
ক্ষতি করিতে ॥
রাতেই কোথাও তুমি
যাও বেরিয়ে
লোকজন তোমার সব
সাথে করে নিয়ে ॥
ভুলেও তাকায় না যেন
কেউ পিছনে
আজাব পতিত সেথা
হবে সেইক্ষণে
তোমার স্ত্রীও রবে
উহাদের সনে ॥
ঠিক হলো ভোরবেলা
সেই যে সময়
ভোরবেলা এখনো
নিকটেই নয় ॥

৮২. সেইখানে অবশেষে
আদেশ দিয়ে
জনপদ দিলাম সেটা
আমি উল্টিয়ে

অবিরাম কাঁকর, পাথর
সেথা বর্ষিয়ে ৷৷

৮৩. রবের কাছে তাহা
চিহ্নিত রয়
জালিম এদের থেকে
বেশি দূরে নয় ৷৷

রুকু-৮

৮৪. আরো যাহা মদিয়ান
বাসীদের কাছে
আমার তরফ হতে
শোয়েব গিয়াছে ৷৷
তাহাদেরই ভাই সে
পাঠালাম তাকে
বলিল সে ইবাদত
করো আল্লাহ্‌কে ৷৷
তিনি ছাড়া মাবুদ কোনো
তোমাদের নাই
পরিমাপ-ওজনে কম
দিও না যে তাই ৷৷
স্বচ্ছল তোমাদের
দেখিতে সদাই
কঠিন দিনের এক
সংকেত পাই
শাস্তির আশঙ্কা শুধু
আমি করে যাই ৷৷

৮৫. হে কওম পূর্ণ করো
মাপ ওজনে
ন্যায় সাথে প্রাপ্য দাও
যত লোকজনে ৷৷
কাহারও প্রাপ্য যেন
কম দিও না
ফ্যাসাদের সৃষ্টি কিছু
আর করিও না ৷৷

৮৬. বাঁচিল যা নিষেধ সেথা
আল্লাহ্‌র নাই
মুমিনের জন্য তাহা
উত্তম সদাই ৷৷
তোমাদের উপরে নজর
আমি রাখিতে
নিযুক্ত নই কোনো
পাহারা দিতে ৷৷

৮৭. তারা বলে হে শোয়েব
নামাজ কি তোমায়
উপাস্য ছাড়িতে মোদের
শিক্ষা দিয়ে যায় ?
উপাস্য ওই সবে
আমাদের যারা
উপাসনা করেছে যাদের
বাপ-দাদারা ৷৷
অথবা ত্যাগ করি
সম্পদ যাহা
করি সব ইচ্ছামতো
আমরা তাহা ?
তোমাকে তো আমরা
ভালোই জানি
বুদ্ধি রাখো বলে
তোমাকে মানি ৷৷

৮৮. কওমে শোয়েব বলে
ভেবেছ কি তায়
রবের প্রমাণে কায়েম
আমি যে সেথায় ৷৷
দান করেন যদি
রিজিক তাঁহারই
অমান্য করিতে কি
তাঁকে আমি পারি ?
যে কাজ করিতে রহে
নিষেধ আমার
নিজেই সে কাজ করি
কী করে আবার
শোধিতে সাধ্যমতো
চাই যে তাহার ৷৷
আল্লাহ্‌র মদদে আমি
কাজ করে যাই
ভরসা করিয়া তাঁর

পানে আমি চাই ॥
৮৯. বিরোধিতা কেরো না কওম
আমার এই পথে
অপরাধ না করো যেন
কভু কোনো মতে ॥
জড়িয়ে না পড় কোনো
বিপদের সাথে
ধ্বংস নূহুর কওম
হলো যাহাতে ॥
হয়েছিল যাহা কিছু
হুদের কওমের
অথবা যা হয়েছিল
কওম সালেহ্‌র
দূরে নয় তোমাদের
কওমও লুতের ॥
৯০. ক্ষমা চাও রবের কাছে
প্রার্থনা করে
এসো আরো তোমরা
তাঁর দিকে ফিরে ॥
আমার রব তাই
তিনি নিশ্চয়
পরম দয়ালু অতি
আর স্নেহময় ॥
৯১. তারা বলে শোয়েবের
অনেক কথাই
আমরা সবাই তাহা
কিছু বুঝি নাই
আমাদের মাঝে হলে
দুর্বলতা তাই ॥
থাকিত না যদি তব
আত্মীয়-স্বজন
পাথর আঘাতে খুন
হইতে তখন
আমরা তো বেশি করি
শক্তি ধারণ ॥
৯২. আত্মীয়, বলিল শোয়েব
আমার তবে
আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী
ক্ষমতা হবে ?
তোমরা তাঁকে যদি
ভুলে গিয়ে থাকো
এবং পিছনে তাঁকে
ফেলে দিয়ে রাখো;
তোমাদের কর্ম সবই
যাহা কিছু রয়
রবের আয়ত্ত্বে আছে
তাহা নিশ্চয় ॥
৯৩. হে মোর জাতি যাও
কাজ করিয়া
নিজেদের ইচ্ছামতো
তোমরা গিয়া ॥
আমিও নিজের মতো
কাজ করে যাই
অচিরেই জানিতে সেটা
পারিবে সবাই ॥
আজাব দিয়ে কারা
হবে লাঞ্ছিত
কে সেথায় মিথ্যেবাদী
হয় প্রমাণিত ॥
তোমরা থাকো তার
প্রতীক্ষাতে
আমিও থাকিলাম
তোমাদের সাথে ॥
৯৪. নির্দেশ যখন আমার
পৌঁছিয়া গেল
আমার দয়াতে শোয়েব
রক্ষা পেল
ঈমানও তার সাথে
যারা এনেছিল ॥
পাপীদের হানিলো এক
বিকট গর্জন
উপুড় হয়ে তারা
পড়িল তখন ॥
৯৫. ছিল না কখনো যেন
তারা সেখানে
ধ্বংসই পরিণামে

তাহাদের টানে ॥
পরিণতি এরূপ ছিল
মাদিয়ানিদের
পরিণাম ধ্বংস যেমন
সামুদ কওমের ॥

রুকু-৯

৯৬. আমা হতে মুসা গেল
সনদ নিয়ে
৯৭. ফেরাউন ও দলবলে
বলিল গিয়ে ॥
তাহার হুকুমে সব
চলিত সেথায়
ফেরাউন করিত সেথা
শুধু অন্যায় ॥
৯৮. কিয়ামতে ফেরাউন
আগে চলিবে
কওমেরে দোজখে সে
পৌঁছিয়া দিবে
কদর্য স্থানে তারা
উপনীত হবে ॥
৯৯. তাদের উপরে লানৎ
এই দুনিয়াতে
বলবৎ থাকিবে তাহা
রোজ কিয়ামতে
প্রতিফল জঘন্য পেল
কর্ম হতে ॥
১০০. এই হলো ইতিহাস
তাহা কতিপয়
তোমার কাছে মোর
বর্ণনা রয় ॥
এখনো বহাল যার
কিছু রয়েছে
আবার কোনোটা সবই
বিলুপ্ত হয়েছে ॥
১০১. জুলুম করিনি আমি
তাদের পরে
নিজেরাই নিজেদের
জুলুম করে ॥
উপাস্য দেবতারা
কাজে আসিল না
করিত আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
যার উপাসনা ॥
নির্দেশ রবের যখন
গেল আসিয়া
ধ্বংসই তাদের শুধু
যায় বাড়িয়া ॥
১০২. তাদেরে তোমার রব
এইভাবে ধরে
যখন সেসব জাতি
পাপে যায় ভরে ॥
সত্যই ধরা তাঁর
বড়ই কঠিন
যন্ত্রণাদায়ক আর
বিধ্বস্ত দিন ॥
১০৩. নিশ্চয়ই উপদেশ
রহিয়াছে তাতে
ভয় করে আজাবের
যারা আখেরাতে ॥
আখেরাত সেই দিন
এমনই রবে
সকলেই এক সাথে
হাজির হবে ॥
১০৪. বিলম্বিত রাখিয়াছি
আমি তা করে
সঠিক তাহা এক
সময়ের তরে ॥
১০৫. সেইদিন আসিবে
যখনই কিনা
কথা নাই আল্লাহ্‌র
অনুমতি বিনা ॥
ভাগ্য ভালো হবে
সেইদিন কারো
দুর্ভাগা হয়ে যাবে
কেহবা আরো ॥

১০৬. জাহান্নামে যাবে সেথা
দুর্ভাগারাই
চিৎকার ও আর্তনাদ
করিবে তারাই ॥

১০৭. সেখানেই থাকিবে সব
তারা চিরকাল
ভূ-গগন যত দিন
রইবে বহাল ॥
রব যদি ইচ্ছা করেন
ভিন্ন কথা
কেননা তোমার রবের
ইচ্ছাই যথা ॥

১০৮. জান্নাতে চিরদিন রবে
সৌভাগ্যবান
থেকে যাবে যতদিন
জমিন আসমান ॥
ইচ্ছা করেন যদি
তোমার রবে
তাহলে ভিন্ন কথা
অবশ্যই হবে ॥
এ সকল দান তাঁর
সীমাহীন রয়
অবিরাম আসে তাহা
শেষ হবার নয় ॥

১০৯. অতএব যাদের তারা
করে উপাসনা
সে ব্যপারে সংশয়
তুমি নিও না ॥
পূর্বে করিত পূজা
বাপ-দাদারা
সেইরূপই উপাসনা
করিছে তারা ॥
অবশ্যই পাওনা তাদের
দেব মিটিয়ে
কখনো সেথা কিছু
কম না দিয়ে ॥

রুকু-১০

১১০. মুসাকে পাঠালাম
কিতাব দিয়ে
বিরোধ বাধালো তবু
মতভেদ নিয়ে ॥
পূর্বে রবের যদি
থাকিত না বলা
তাদের মধ্যে তবে
হতো ফয়সালা ॥
এই নিয়ে তাদের মনে
সংশয় রয়
কিছুই তারা তাই
নিশ্চিত নয় ॥

১১১. সময় আসিয়া যাবে
যখন তাহার
নিশ্চয় তখন তিনি
প্রভু যে তোমার
প্রতিদান করিবেন যত
কর্ম সবার ॥
তাঁর কাছে পূর্ণ খবর
আছে নিশ্চয়
যা যা করে প্রত্যেকে
সবার বিষয় ॥

১১২. তওবা করেছে যারা
তোমার সাথে
হুকুম আছে যাহা
সেই সোজা পথে
সীমানার লঙ্ঘন
করো না যাতে ॥
যাহা করো তোমরা
তিনি নিশ্চয়
পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন
সকল বিষয় ॥

১১৩. ঝুঁকো না তোমরা কেহ
জালিমের দিকে
তাহলে আগুন ছুঁবে
তোমাদিগকে ॥
তোমাদের বন্ধু নেই

আল্লাহ্ ছাড়া
অতএব হবে না কোনো
সাহায্য করা ৷৷
১১৪. দিবাভাগে নামাজ পড়
দুই প্রান্তে
রাতেও পড় তাহা
প্রথমান্তে ৷৷
সৎকাজ মিটাবে
বদ কাজগুলো
নিবে যারা তাদের এটা
উপদেশ হলো ৷৷
১১৫. তোমরা করো তাই
ধৈর্য্য-ধারণ
আল্লাহ্ হন না কোনো
নষ্টের কারণ
শ্রমফল পায় যাহা
নেককারীগণ ৷৷
১১৬. যেইসব জাতি আগে
হইয়াছে গত
এমন লোক কেন
আসিল না সেতো
পৃথিবীতে বিপর্যয়ে
যারা বাধা দিতো ?
তবে শুধু মুষ্টিমেয়
কিছু লোক ছাড়া
রক্ষা পেল যারা
আমার দ্বারা ৷৷
আরামে পাপীরা সব
ডুবে রহিল
সম্পদ তাদের দেয়া
যথেষ্ট ছিল
অপরাধ তবুও তারা
বাছিয়া নিলো ৷৷
১১৭. তোমার প্রভু তিনি
এমন তো নয়
ধ্বংস করিবেন যাতে
অন্যায় হয়
যেখানের অধিবাসী
সৎকাজে রয় ৷৷
১১৮. ইচ্ছা করিতেন যদি
তোমার রবে
একটি জাতি শুধু
হইত সবে
হইতো না বহুভাগে
বিভক্ত তবে ৷৷
১১৯. যাদের প্রতি প্রভু
দয়া করেছেন
তারা বিনা ভিন্নমতে
তাদেরে দিলেন ৷৷
তোমার প্রভুর কথা
সঠিক রবে
পূর্ণ করিব দোজখ
জ্বিন মানবে ৷৷
১২০. অন্তর তোমার আমি
শক্ত করিতে
নবীদের কাহিনী থাকি
বর্ণনা দিতে ৷৷
এর দ্বারা সত্য এলো
তোমার কাছে
সতর্কতা-উপদেশ
মুমিনেরও আছে ৷৷
১২১. ঈমান আনেনি যারা
তাদেরে বলো
তোমরা নিজ নিজ
পথে সব চলো
আমরা করি কাজ
আমাদের গুলো ৷৷
১২২. এবং তোমরা সবাই
থাকো প্রতীক্ষায়
অপেক্ষা করে যাই
আমরাও সেথায় ৷৷
১২৩. আল্লাহ্রই আছে সব
গায়েবের জ্ঞান
সকলই যাহা আছে
জমিন-আসমান ৷৷
সবকিছু ফিরে যাবে

তাঁরই দিকে
ইবাদত করো তাঁর
ভরসা রেখে ॥
তোমরা যে সকল
কাজ করো সব
বে-খবর নন কিছু
তোমাদের রব ॥

১২. সূরা ইউসুফ
মক্কায় ঃ আয়াত ১১১ ঃ
রুকু ১২

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম করে যাই
করুনায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. আলিফ লাম-রা
সুস্পষ্ট কিতাবের
আয়াত ইহা ॥
২. নাজিল করেছি কোরআন
আরবি ভাষায়
তোমাদের বুঝিতে যেন
সোজা হয়ে যায় ॥
৩. বর্ণনা উত্তম সব
কাহিনী দিয়ে
ওহীযোগে কোরআন আমি
দেই পাঠিয়ে ॥
তোমার কাছে যাহা
ওহী মোর মিলে
যদিও না-জানা দলে
তুমিও ছিলে ॥
৪. ইউসুফ বলেছিল
তার পিতাকে
স্বপ্ন দেখেছি যাহা
এমন থাকে;
সূর্য ও চাঁদ, তারা
এগারোটি ছিল
আমাকে সবাই মিলে
সিজদা দিলো ॥
৫. বলিলেন পিতা তারে
বৎস শোনো
ভাইদের কাছে ইহা
বলিও না যেন ॥
কুচক্র করিবে তারা
তবে নিশ্চয়
মানুষের শত্রু এক
শয়তানই হয় ॥
৬. মনোনীত তোমাকে
রব করিবেন
স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমায়
শিক্ষা দিবেন ॥
অনুগ্রহ দিবেন তিনি
পূর্ণ করিয়া
ইয়াকুবের পরিজনও
তোমাকে দিয়া ॥
করেছেন যেমন তিনি
পূর্বে তাদের
ইব্রাহিম ছিল সেথা
আরো ইছ্‌হাকের ॥
তোমার পিতৃপুরুষ
তাহারাই রয়
করিলেন তোমার প্রভু
তাহা নিশ্চয়
জ্ঞান বিশাল তাঁর
প্রজ্ঞা অতিশয় ॥

রুকু-২

৭. ইউসুফ ও ভাইদের
কাহিনীর দ্বারা
নমুনা পেতে পারে
জিজ্ঞাসু যারা ॥

৮. তারা বলে আমাদের
পিতার কাছে
ইউসুফ ও তার ভাই
প্রিয় বেশী আছে ॥
নিশ্চই আমরা হলাম
সংহত দল
পিতার সেটা হলো
ভ্রান্তির ফল ॥

৯. ইসুফেরে তাই যদি
মেরে ফেলা যায়
অথবা ফেলে আসা
অন্য কোথায় ॥
পিতার স্নেহ মোরা
পাবো তাহলে
বিবেচিত হবো আরো
যোগ্য বলে ॥

১০. তাদের মধ্য হতে
বলে একজন
হত্যা না করিয়া তবে
করি-যে এমন;
ফেলিয়া দেই মোরা
কূপের অতলে
যাতে কোনো পথিক তাকে
নিয়ে যায় চলে ॥

১১. তারা বলে হে পিতা
কি হলো তোমার
আমাদেরে বিশ্বাস
নাই কেন আর ?
ইউসুফে আমরা তো
শুভ কামনার ॥

১২. আমাদের সাথে তাই
কাল সে যাবে
খেলাধুলা করিবে ও
তৃপ্তিতে খাবে ॥
আমাদের উপরে যেন
বিশ্বাস থাকে
পূর্ণ হেফাজত মোরা
করিব তাকে ॥

১৩. বলিলেন তিনি মোর
আশঙ্কা যে হয়
না যদি মনোযোগ
তোমাদের রয়
নেকড়ে না তাহাকে
খেয়ে ফেলে দেয় ॥

১৪. তারা বলে বাঘে যদি
খেয়ে ফেলে তাকে
যদিও আমাদের
দল ভারী থাকে
তবে তো হারালাম
সবই যাহাকে ॥

১৫. তারপর তাকে তারা
সাথে নিয়ে যায়
নিক্ষেপ করিতে কূপে
একমত হয় ॥
ইঙ্গিতে দিলাম তখন
তাকে জানিয়ে
তাদের কাজের কথা
বলো তুমি গিয়ে ॥
অবশ্যই এসব কথা
বলো যদি তায়
তখন চিনিবে না
তাহারা তোমায় ॥

১৬. কাঁদিতে কাঁদিতে তারা
ফিরে এলো রাতে
পিতার কাছে সব
গেল একসাথে ॥

১৭. বলে তারা পিতা মোরা
ইউসুফকে
আসবাবপত্রের কাছে
বসিয়ে রেখে ॥
করিতেছিলাম দৌড়
প্রতিযোগিতা
নেকড়ে বাঘে তাকে
খাইল সেথা;
করিবে না তুমি তো
বিশ্বাস তাহা

বলিতেছি যদিও মোরা
সত্য যাহা ॥

১৮. ইউসুফের জামায় নকল
রক্ত লাগিয়ে
পিতার কাছে তারা
দেখালো গিয়ে
বলে সে তোমরা এলে
কাহিনী সাজিয়ে ॥
উত্তম আমার তাই
ধৈর্য্যধারণ
তোমরা প্রকাশ যাহা
করিছ এখন
সাহায্যকারী যেন
আল্লাহ্ই হন ॥

১৯. অতঃপর সেথা এক
কাফেলা আসিল
পানি আনিতে কারো
প্রেরণ করিল ॥
কুয়াতে যখন সে
বালতি ফেলিছে
একটি বালক সে
দেখিল নীচে ॥
পণ্যরূপে তাকে
গোপনেতে লয়
জানা ছিল আল্লাহ্র
সে সব বিষয় ॥

২০. তাহাকে দিল তারা
বিক্রি করিয়া
বিনিময়ে মাত্র কয়েক
দিরহাম নিয়া
তাহারা দেখেনি তাকে
গুরুত্ব দিয়া ॥

রুকু-৩

২১. মিসরের যেই লোক
তাকে কিনিয়াছে
বলিল তখন গিয়া
স্ত্রীর কাছে;
থাকার ব্যবস্থা তুমি
করে দাও তারে
হয়তো সে আসিবে
কোন উপকারে
অথবা পুত্র মোদের
হইতে পারে ॥
সেই দেশে তাকে আমি
করি প্রতিষ্ঠিত
স্বপ্নের ব্যাখ্যা সে
শিক্ষা নিত ॥
নিজের ইচ্ছার কাজে
আল্লাহ্ প্রবল
জানে না অধিক সেটা
মানব সকল ॥

২২. যখন হলো তার
পুরা যৌবন
হেকমত এলেম দান
করিলাম তখন
পুরস্কার পেয়ে থাকে
নেককারীগণ ॥

২৩. মহিলাটি থাকে শুধু
তাকে ফুসলাতে
দরোজা বন্ধ সে
করে সেই সাথে ॥
আনিল নিজের দিকে
তাকে টানিয়া
ইউসুফ আল্লাহ্কে
বলে ডাকিয়া ॥
রক্ষা করুন আজ
আল্লাহ্ আমায়
আমার মালিক যিনি
আমাকে হেথায়;
আমায় রেখেছেন তিনি
যত্নের দ্বারা
সীমানার লঙ্ঘন
করে সব যারা
সফলকামী কভু

হয় না তারা ॥

২৪. তার প্রতি মহিলাটি
ছিল আসক্ত
আসক্ত সেও সেথা
তার প্রতি হতো
যদি না রবের সে
নির্দেশ পেতো ॥
এইভাবে থাকি আমি
জ্ঞান তাকে দিতে
অশ্লীল মন্দ থেকে
দূরে রাখিতে ॥
সেই তো আমার কাছে
ছিল নিশ্চয়
বাছাই বান্দার মাঝে
একজন রয় ॥

২৫. উভয়ে দরোজা পানে
গেল দৌড়িয়ে
মহিলা ছিঁড়িল জামা
পিছনে গিয়ে ॥
মহিলাটি স্বামীকে তার
দেখে দরোজায়
স্বামীকে বলিতে থাকে
মিথ্যা সেথায়;
যে তোমার স্ত্রীকে
চাইতে পারে
শাস্তি কি দেয়া যায়
বলো তাহারে ?
কঠিন শাস্তি বা
দাও কারাগারে ॥

২৬. ইউসুফ বলে মোরে
ফুঁসলিয়ে ছিল
পরিবারে একজন
স্বাক্ষী দিল ॥
জামা যদি সমুখে
ছেঁড়া তার হয়
মহিলার কথা তবে
সত্যই রয়
এবং পুরুষটি সেথা
সত্য যে নয় ॥

২৭. জামা যদি পিছনেই
ছেঁড়া থাকে তার
বানোয়াট কথা ছিল
তবে মহিলার
সত্য কথাটি হয়
পুরুষ যাহার ॥

২৮. কর্তা দেখিল জামা
ছেঁড়া পিছনে
বলিল সে ছলনা
নারীদের মনে
নিশ্চয়ই ছলনা ভীষণ
তোমাদের সনে ॥

২৯. ইউসুফ এ বিষয়ে
তুমি ছেড়ে দাও
পাপের কারণে নারী
ক্ষমা তুমি চাও
অবশ্যই তুমি হেথা
অপরাধী হও ॥

রুকু-৪

৩০. মহিলারা বলাবলি
করে নগরে
আযিযের স্ত্রী দাসের
কামনা করে
নিশ্চয়ই আছে সে
ভ্রান্তির ঘোরে ॥

৩১. মহিলা শুনিয়া তাদের
রটনা এমন
একটি ভোজের সে
করে আয়োজন ॥
একটি করিয়া সবার
ছুরি হাতে দিয়া
ইউসুফ এখানে আসো
বলে ডাকিয়া ॥
রূপের মাধুরীতে
মুগ্ধ সবাই

নিজেদের হাত কাটে
তারা নিজেরাই ॥
এ কোনো মানুষ নয়
তারা সব বলে
বরঞ্চ ফেরেশতাই
তাকে বলা চলে ॥

৩২. "ওই সেই লোক", বলে
মহিলা সবার
যাকে নিয়ে দোষারোপ
করো যে আমার ॥
প্রকৃতই কামনা মোর
চেয়েছে তাকে
কিন্তু নিজেকে সে
পবিত্র রাখে ॥
সে যদি আমার এই
আদেশ না মানে
পাঠানো হবে তার
কারাগার পানে
লাঞ্ছিত হবে সে
আরো সেইখানে ॥

৩৩. ইউসুফ বলে রব
আমার কাছে
অধিক উত্তম তাই
সেখানেই আছে ॥
আমায় নারীরা চায়
যেই বিষয়ে
কারাগারই ভালো মোর
নারীর চেয়ে ॥
রক্ষা না করো যদি
ওদের হতে
আমিও এসে যাব
তাদেরই মতে
এবং শামিল হব
পাপীদের পথে ॥

৩৪. রব শেষে তার দোওয়া
কবুল করেন
তাদের থেকে তারে
দূরে সরালেন
সবই শোনেন তিনি
জানিয়া থাকেন ॥

৩৫. নিদর্শন দেখার পর
তারা কিছুদিন
কারাগারে রাখা তাকে
মানে সমীচীন ॥

রুকু-৫

৩৬. তার সাথে দু'যুবক
এলো কারাগারে
তাদেরই একজন
বলে যে তারে;
শরাব বানাই আমি
স্বপ্নের পারে ॥
অন্যজনে বলে রুটি
দেখি মোর মাথায়
একটি পাখি সেটা
ঠুক্‌রিয়ে খায় ॥
জানাবে কি এসবের
ব্যাখ্যা দিয়া
নেককারী মনে হয়
তোমায় দেখিয়া ॥

৩৭. বলে সে খাদ্য যাহা
আছে আসিবার
পূর্বেই ব্যাখ্যা দেব
আমি যে তাহার
যে জ্ঞান শিক্ষা প্রভু
দিয়াছেন আমার ॥
আমি তো নাই আর
তাহাদের সাথে
ঈমান রাখে না সব
যারা আল্লাহ্‌তে
বিশ্বাস যাদের নাই
আরো আখেরাতে ॥

৩৮. মানি আমি ধর্ম
পিতৃপুরুষের
যাহা ছিল ইব্রাহিম-ও
ইছাক-ইয়াকুবের ॥
আমাদের শোভা তাই

পায় না আরো
আল্লাহ্‌র সাথে করি
শরীক কারো ॥
আমাদেরও অন্য সকল
মানুষের প্রতি
আল্লাহ্‌র বিশেষ আছে
অনুগ্রহ অতি
অধিকেই করে না যাহা
স্বীকার নতি ॥

৩৯. হে মোর সঙ্গীদ্বয়
এই কারাগারে
বিভিন্ন উপাস্য শ্রেয়
নাকি আল্লাহ্‌রে ?

৪০. উপাসনা তোমরা করো
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
কেবলমাত্র শুধু
নামেরই দ্বারা
যে নাম দিল তব
বাপ-দাদারা ॥
আল্লাহ্‌র হতে নাই
প্রমাণ যাহার
বিধান দেবার নাই
কারো অধিকার ॥
আদেশ দিলেন তিনি
তাঁহাকে ছাড়া
ইবাদত করো না কভু
অর্থহীন যারা ॥
সরল সঠিক শুধু
ধর্ম এটাই
অধিক মানুষেরই
তাহা জানা নাই ॥

৪১. হে কারার সঙ্গীদ্বয়
শোন দিয়ে কান
মনিবেরে করাবে তাই
শরাব এক পান
অন্যজনকে হবে
শূলেতে প্রদান ॥
মস্তক হতে পাখি
আহার করে
হয়েছে নির্ধারিত
তোমাদের তরে ॥

৪২. মুক্তি যে পাবে বলে
ধারণা আছে
ইউসুফ বলিল এমন
তাহার কাছে;
"আমার কথা যেন
তোমার মনিবে
উল্লেখ করিয়া সব
তাকে বলিবে" ॥
শয়তান সেটা তাকে
ভুলিয়ে দিল
ইউসুফ কয়েক বছর
কারাগারে ছিল ॥

রুকু-৬

৪৩. স্বপ্ন দেখিয়া বলে
বাদশা সেথায়
সাতটি গাভী দেখি
ছিল ক্ষীণকায়
মোটাতাজা সাতটিকে
তারা ধরে খায় ॥
সাতটি সবুজ শীষ
দেখিলাম আর
অপর সাতটি ছিল
শুষ্ক যে তার;
পারিষদে ব্যাখ্যা দাও
স্বপ্ন আমার
স্বপ্নের তাবীর যদি
পারো বলিবার ॥

৪৪. তারা বলে কল্পনা
প্রসূত এটা
স্বপ্নের তাবীরও মোরা
পারি না সেটা ॥

৪৫. বন্দিদ্বয়ের মাঝে
মুক্তি যে পেল

বহুকাল পরে তার
স্মরণে এল
ইউসুফের কথা সব
মনে পড়ে গেল ॥
বলে সে তাবীর আমি
এনে দেবখন
আপনারা আমাকে
করুন প্রেরণ ॥

৪৬. ইউসুফে গিয়ে সে
বলে কারাগারে
শীর্ণ গাভী খায়
মোটাতাজাটিরে ॥
সাতটি খেয়ে নিল
এমনি করে
অপর সাতটি তাজা
গাভীদের ধরে ॥
সাতটি সবুজ শীষ
সেথা রহিয়াছে
সাতটি শুষ্ক-শীষ
আরো তার কাছে ॥
স্বপ্নের এ তাবীর তুমি
দাও আমারে
ফিরে গেলে তারা যেন
জানিতে পারে ॥

৪৭. বলিল সাতটি বছর
করো চাষাবাদ
খাও কিছু বাকি করো
গুদামজাত ॥
তোমরা শস্য যাহা
কর্তন করো
শীষের সাথে তাহা
গুদামে ভরো ॥

৪৮. তারপর আসিবে
সাতটি বছর
আনিবে কঠিন সেথায়
এক মন্বন্তর ॥
আগের সঞ্চয় করা
রাখিবে যাহা
সাতটি বছরে মানুষ
খাইবে তাহা ॥
সামান্য পরিমাণ কিছু
রাখিয়া কেবল
বীজের রক্ষণ করো
তোমরা সকল ॥

৪৯. তারপরে সাতটি এমন
বছর যাবে
চাষের জন্য প্রচুর
বৃষ্টি পাবে
লোকেরা ফলের রস
সেথা নিংড়াবে ॥

রুকু-৭

৫০. বাদশা শুনিয়া তখন
এই কথা বলে
ইউসুফকে মোর কাছে
আনো তাহলে ॥
যখন তার কাছে
দূত আসিল
মনিবে ফিরে যেতে
তাকে বলিল ॥
এবং তাকে গিয়ে
জিজ্ঞাসা করো
নারীদের অবস্থা
কেমনতরো ॥
হাত কেটে ফেলেছিল
নারীরা যত
তাদের কুচক্র সবই
রব অবগত ॥

৫১. বাদশা ডাকিয়া বলে
রমণীদেরে
তোমাদের ঘটনা কী
বলো তা মোরে ॥
ইউসুফেরে তোমরা
কামনা করিয়া
ফুঁসলাও যখন সব

তার কাছে গিয়া ॥
অদ্ভুত মহিমা তারা
বলে আল্লাহ্‌র
দোষ ছিল না সেথা
কিছুই যে তার ॥
আযিযের স্ত্রী বলে
সত্য কথা
এখন তো প্রকাশ তাহা
হয়েছে যথা ॥
আমি মোর কামনা
চরিতার্থে
ফুঁস্‌লিয়ে ছিলাম তাকে
নিজ স্বার্থে
নিশ্চই সত্যবাদী
ছিল আর সে ॥

৫২. ইউসুফ বলিল ইহা
এই কারণে
আযিয জানিতে পারে
যেন সেইক্ষণে;
আমি যে তাহার সেথা
অবর্তমানে
আমানত খেয়ানত
করিনি সেখানে ॥
কুচক্র রয় যাহা
বিশ্বাসঘাতকের
এগুতে দেন না কভু
আল্লাহ তাদের ॥

তের পারা ঃ অমা-উবাররিউ

৫৩. নির্দোষ বলি না আমি
নিজেরও কখন
প্ররোচনা দিয়ে থাকে
মানুষের মন ॥
কখনো মন্দকাজ
করিতে তারে
তবে তা এমন লোক
নয় সে যারে ॥
আমার রবের দয়া
যার প্রতি রয়
রব মোর ক্ষমাশীল ও
দয়ালু যে হয় ॥

৫৪. বাদশা বলিল আনো
ইউসুফেরে গিয়া
সহচর করিয়া তাকে
দেব রাখিয়া ॥
তার সাথে যখন হলো
মত বিনিময়
রাজা বলে আপনাতে
বিশ্বাস রয়
মর্যাদা আপনার
আছে অতিশয় ॥

৫৫. ইউসুফ বলিল চান
দায়িত্ব আমারে
দিন তবে দেশের
ধন ভাণ্ডারে ॥
রক্ষক হিসাবে আছে
বিশ্বস্ততা
আমার আছে আরো
অভিজ্ঞতা ॥

৫৬. সেই দেশে প্রতিষ্ঠা আমি
দিলাম তারে
যেখানে ইচ্ছা সে বাস
করিতে পারে ॥
যার প্রতি ইচ্ছা মোর
রহ্‌মত হয়
নষ্ট করি না মুমিনের
কোন বিনিময় ॥

৫৭. সাবধানী হয় যারা
ঈমান আনিয়া
উত্তম পাবে তারা
আখেরাতে গিয়া ॥

রুকু-৮

৫৮. ইউসুফের ভাইএরা সব

এলো তার ধারে
তখনই তাদের সে
চিনিতে পারে
তারা সব চিনিতে
পারিল না তারে ॥

৫৯. ইউসুফ বলিল রসদ
তৈরি করিয়া
তোমাদের সৎভাই
তাকে এসো নিয়া ॥
তোমরা কি দেখ না যে
মাপে পুরা মোর
অতিথিকে আরো আমি
করি সমাদর ?

৬০. তোমরা না যদি গিয়ে
আনো তবে তার
তোমাদের বরাদ্দ কিছুই
রবে না আমার
মোর কাছে তোমরা
আসিও না আর ॥

৬১. বলিল পিতাকে মোরা
রাজি করাব
অবশ্যই করিয়া কাজ
আসিয়া যাবো ॥

৬২. ইউসুফ বলিল তার
ভৃত্যদেরে
মূল্য যা দিয়েছে তারা
রেখে দাও ভরে
তাহাদের রসদ আর
পত্রের ভিতরে
তখন বুঝিয়া তারা
আসিবে ফিরে ॥

৬৩. পিতার কাছে ফিরে
বলিল তারা
আমাদের বরাদ্দ আছে
নিষিদ্ধ করা ॥
ভাইকে যেতে দিন
আমাদের সাথে
শষ্যের বরাদ্দ মোরা
পাই যাহাতে
আমরা রাখিব তারে
ভালো হেফাজতে ॥

৬৪. পিতা বলে পারি না
বিশ্বাস করিতে
তোমাদের সাথে আমি
তাহাকে দিতে ॥
সেরূপ বিশ্বাস কভু
করিব কি আর
ইউসুফ আগে ছিল
ভাই যে তাহার ?
বস্তুতঃ আল্লহ্ই সব
রক্ষা করেন
দয়ালু উপরে এক
তিনিই আছেন ॥

৬৫. আসবাব খুলে তারা
তখন দেখে
নিজেদের মূলধন
দিয়েছে রেখে ॥
তারা বলে পিতা মোরা
কী আর চাই
আমাদের মূলধন
ফেরত পেয়ে যাই ॥
এবার রসদ মোরা
আনিব আরো
আনিয়াছি শষ্য মোরা
সামান্যতরো ॥

৬৬. পিতা বলে কসম যদি
করে আল্লাহ্‌কে
ফেরত নিয়ে আস
তবে তাহাকে;
তোমাদের সাথে আমি
পাঠাবো সেথায়
অবশ্য তোমরা যদি
হও নিরুপায় ॥
তাহাদের মাঝে হলো
সেইসব কথা
সাক্ষী গেলেন রয়ে

আল্লাহ্‌ই যথা ॥

৬৭. ইয়াকুব বলিল সব
বৎসরা শোন
এক দরোজা দিয়ে
যেও না যেন ॥
ঢোকো সব আলাদা
দরোজা পথে
অপারগ আল্লাহ্‌র
ফয়সালা হতে ॥
নির্দেশ যাহা কিছু
রহে আল্লাহ্‌র
আমি তো ভরসা কেবল
করি যে তাঁহার
তাঁর উপরে ভরসা করা
উচিত সবার ॥

৬৮. প্রবেশ করিল তারা
পিতার আদেশে
পারিল না আল্লাহ্‌র
ফয়সালা শেষে ॥
ইয়াকুব বাসনা এক
পূর্ণ করিল
নিঃসন্দেহে সে
জ্ঞানী লোক ছিল ॥
শিক্ষা দিয়েছি আমি
এখন তাকে
অধিক লোকের-ই তাহা
নাহি জানা থাকে ॥

রুকু-৯

৬৯. ইউসুফের কাছে তারা
গেল পৌঁছিয়া
ভাইকে ইউছুফ তখন
দিলো রাখিয়া ॥
বলিল তোমার আমি
সহোদর ভাই
দুঃখ তাদের কাজে
করিও না তাই ॥

৭০. ইউছুফ ব্যবস্থা এমন
করে যাহাতে
আপন ভাই-এর সে
রসদের সাথে
পানের পাত্র এক
রাখিল তাতে ॥
ঘোষক একজন পরে
হাঁকিয়া বলে
কাফেলার লোকেরা সব
চোর তাহলে ॥

৭১. জানিতে চায় তারা
লক্ষ্য করে
হারিয়েছ কি তোমরা
বলো মোদেরে ॥

৭২. তারা বলে হারিয়েছি
মোরা বাদশার
পাত্র ছিল যাহা
পান করিবার ॥
যে কেহ আমাদের
সেটা দিয়ে যাবে
এক উট পরিমাণ
মাল সে পাবে
রইলাম আমি তার
জামিন হিসাবে ॥

৭৩. বলিল তারাসব
কসম আল্লাহ্‌র
আমরা তো আসিনি
ফ্যাসাদ করিবার
চোরও নই মোরা
কেহই তো আর ॥

৭৪. তারা বলে মিথ্যাবাদী
হও যদি তবে
বলো তবে তোমাদের
শাস্তি কি হবে ?

৭৫. তারা বলে যার মালে
পাত্রটি পাবে
প্রতিদানে সেই তবে
দাসত্বে যাবে

জালিমের শাস্তি দেই
মোরা এইভাবে ॥

৭৬. তল্লাশি প্রথমে করে
আর ভাইদের
অতঃপর দেখে সে
নিজের ভাই-এর
উহা হতে পাত্রটি
করিল সে বের ॥
ইছুফেরে কৌশল
এভাবে শেখাই
সে দেশের আইনে কোনো
সহোদর ভাই
দাস হিসাবে নিতে
পারিবে না তাই
যদি না আল্লাহ্‌র হয়
ইচ্ছা সেটাই ॥
মর্যাদা দেই আমি
ইচ্ছা যাকে
জ্ঞানীর উপরে এক
মহাজ্ঞানী থাকে ॥

৭৭. তারা বলে চুরি সে
করে যদি তাই
পূর্বেও করে তার
আরো এক ভাই ॥
ইউসুফ আসল ব্যাপার
গোপন রাখে
ব্যক্ত গোপন কথা
করিল না তাকে ॥
কিন্তু তখন সে
মনে মনে বলে
তোমরাই মন্দ দারুণ
লোক আসলে ॥
বর্ণনা তোমরা করো
যে ঘটনার
সে বিষয়ে সবকিছু
জানা আল্লাহ্‌র ॥

৭৮. তারা বলে হে আযিয
পিতা তার যিনি
বৃদ্ধ অতিশয় হলো
একজন তিনি ॥
আমাদের একজন
রাখুন তাহলে
দয়া করে আপনি
তাহার বদলে
আপনাকে মনে করি
নেককারী বলে ॥

৭৯. আল্লাহ্‌ রক্ষা আমায়
করুন তাতে
দ্রব্য পেলাম মোরা
যাহার সাথে ॥
তাকে ছাড়া অন্যের
রাখি যদি তাই
জালিমের মাঝে তবে
আমি পড়ে যাই ॥

রুকু-১০

৮০. তাহার কাছ হতে
নিরাশের পরে
নিজেদের মাঝে তারা
আলাপ করে ॥
তখন তাদের মাঝে
বড়ভাই বলে
করেছ আল্লাহ্‌র নামে
ওয়াদা সকলে ॥
তোমরা পিতার কাছে
যাহা দিয়েছ
ইউসুফ প্রতি আগে
অন্যায় করেছ ॥
সুতরাং যাবো না আমি
এদেশ ছেড়ে আর
অনুমতি যতদিন
পাই না পিতার ॥
অথবা আল্লাহ্‌ করেন
কোন সমাধান
শ্রেষ্ঠ সমাধান সব

তাঁহারই প্রদান ॥

৮১. তোমরা গিয়ে বলো
পিতার কাছে
আপনার ছেলে সেথা
চুরি করিয়াছে ॥
যেটুকু জানি মোরা
বলিলাম তাই
গায়েবের বিষয় মোদের
ধারণা তো নাই ॥

৮২. শুনে দেখ সেথা যারা
বাসিন্দা থাকে
আমাদের সাথী ছিল
সেই কাফেলাকে
অবশ্যই সত্য কথা
বলি তোমাকে ॥

৮৩. পিতা বলে তোমরা
বলো মনগড়া
উত্তম এখন মোর
ধৈর্য্য ধরা ॥
একত্র করিয়া তাই
আল্লাহ্ সবার
মোর কাছে আনিবেন
হয়তো আবার ॥
এ রকম আশা কিছু
মোর মনে রয়
সর্বজ্ঞ হন তিনি
আরো প্রজ্ঞাময় ॥

৮৪. তাদের থেকে নিলো
মুখ ফিরিয়ে
আফসোস করিল সে
ইউসুফ নিয়ে ॥
শোকে তার দুই চোখ
সাদা হয়ে ছিল
অসহ্য শোক সে
সামলে নিল ॥

৮৫. তারা বলে মনে হয়
কসম আল্লাহ্‌র
ইউসুফই সর্বদা
মনে আপনার
হবেন না নিবৃত্ত
যেন কভু আর;
অবস্থা যত দিন
না হয় মরার
অথবা হয়তো মরেই
যান একেবার ॥

৮৬. পিতা বলে বেদনা-ও
দুঃখ যা আছে
নিবেদন করিয়াছি
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
আল্লাহ্‌র তরফ হতে
আমি জানি যাহা
তোমরা তেমন করে
জানো না তাহা ॥

৮৭. শুনে রাখ তবে মোর
সন্তানগণ
ইউসুফ এবং তার
ভাইকে এখন;
সবাই তোমরা গিয়ে
করো যে তালাশ
আল্লাহ্‌র রহমতে
হয়োনা নিরাশ ॥
আল্লাহ্‌র রহমত শুধু
কাফের ছাড়া
কখনো নিরাশ কেহ
হয় না তারা ॥

৮৮. ইউসুফের কাছে গিয়ে
তাহারা বলে
আমাদের নিদারুণ
কষ্ট চলে ॥
এসেছি সামান্য কিছু
পুঁজি মোরা নিয়ে
বরাদ্দ করুন মোদের
দান কিছু দিয়ে ॥
দানশীল আল্লাহ্‌র
কাছে নিশ্চয়
অবশ্যই তারা সব

পুরস্কৃত হয় ॥

৮৯. বলে সে তোমরা কি
তাহা জানিলে
ইউসুফ-ও তার ভাইয়ে
যাহা করিলে
অজ্ঞতা যখন নিয়ে
তোমরা ছিলে ?

৯০. তাহারা তখন তাকে
বলিল সবে
প্রকৃতই ইউসুফ
আপনি কি তবে ?
ইউসুফ বলিল সেথা
হ্যাঁ আমি তাই
এবং এ আমার
সহোদর ভাই ॥
তাক্ওয়া যে করে
অবলম্বন
তার সাথে করে আরো
ধৈর্য্যধারণ ॥
আল্লাহ্ সে সকল
সৎ যাহাদের
শ্রমফল বিনষ্ট
করেন না তাদের ॥

৯১. তারা বলে আমাদের
কসম আল্লাহ্র
নিশ্চয়ই আপনি অধিক
পছন্দ তাঁহার
অবশ্যই আমাদের
অপরাধ সবার ॥

৯২. বলিল সে তোমরা
আজ মোরে শোনো
তোমাদের বিরুদ্ধে নেই
অভিযোগ কোনো ॥
তোমাদের আল্লাহ্ যেন
ক্ষমা করে দেন
শ্রেষ্ঠ দয়ালু শুধু
তিনিই আছেন ॥

৯৩. তোমরা আমার এই
জামা সাথে নিও
পিতার মুখের পরে
এটা রেখে দিও ॥
দৃষ্টি শক্তি তাতে
ফিরে পাবে তার
মোর কাছে নিয়ে এসো
সব পরিবার ॥

রুকু-১১

৯৪. তারপরে কাফেলা
বেরিয়ে গেলে
তখন তাদের পিতা
এই কথা বলে;
প্রলাপ না ভাবিলে
শোনো যে সবাই
এখন ইসুফের ঘ্রাণ
আমি হেথা পাই ॥

৯৫. তারা বলে আপনি তো
কসম আল্লাহ্র
পুরনো সে ভ্রান্তিই
আছে আপনার ॥

৯৬. সুখবর নিয়ে দূত
গেল আসিয়া
জামাটি মুখের পরে
দিলো রাখিয়া
অমনি দৃষ্টি তার
পেল ফিরিয়া ॥
বলে সে আল্লাহ্ হতে
আমি জানি যাহা
বলিনি কি তোমরা
জানো না তাহা ?

৯৭. তারা বলে পিতা যাহা
আমাদের গুনাহ্
এখন ক্ষমা চাও
করে প্রার্থনা
আমরা তো অপরাধী
নিশ্চিত জানা ॥

৯৮. পিতা বলে শীঘ্রই
রবের কাছে
তোমাদের জন্য ক্ষমা
চাহিবার আছে ॥
পরম ক্ষমাশীল
তিনি নিশ্চয়
আরো তিনি রয়েছেন
বড় দয়াময় ॥

৯৯. তারা সব ইউসুফে
গেল পৌঁছিয়া
পিতা ও মাতাকে নিজের
কাছে রাখিয়া
ইউসুফ বলিল তখন
তাদের গিয়া ॥
আপনারা আল্লাহ্‌র
ইচ্ছার উপরে
প্রবেশ নিরাপদে
করুন মিসরে ॥

১০০. ইউসুফ, পিতা আর
মাতাকে সেথায়
সিংহাসনের সে
উপরে বসায়
সবাই সমুখে তার
পড়ে সিজদায় ॥
ইউসুফ তখন বলে
হে পিতা আমার
এটাই ব্যাখ্যা মোর
স্বপ্ন আগেকার
সত্যে পরিণত রব
করিলেন তার ॥
আমার প্রতি তিনি
দয়া করেছেন
কারাগার হতে মোরে
বাহির করেন
সবাইকে এখানে
আনিয়া দিলেন ॥
শয়তান ভাই-এর মাঝে
বিভেদের পরে
প্রভু সব করিলেন
নিপূণ করে ॥
যত কিছু রয়েছে সব
তাঁর জানা রয়
প্রজ্ঞাও আছে তাঁর
বড় অতিশয় ॥

১০১. রাজ্যের ক্ষমতা রব
দিলেন মোরে
শেখালেন স্বপ্নের ফল
বর্ণনা করে ॥
আকাশ-পৃথিবী তিনি
সৃষ্টি করেন
ইহকাল ও পরকালে
আমায় দেখেন ॥
মুসলিম রাখিয়া করুন
মৃত্যু প্রদান
সৎ বান্দার মাঝে
শামিল করান ॥

১০২. গায়েবী ঘটনাগুলোর
একটি যাহা
ওহী দ্বারা তোমাকে
জানালাম তাহা ॥
তুমি তো ছিলে না তখন
তাহাদের কাছে
কুচক্র যখন তারা
সেথা করিয়াছে ॥

১০৩. যতই তোমার সেথা
প্রচেষ্টা রয়
অধিক লোকেরা ঈমান
আনিবার নয় ॥

১০৪. তোমার দিয়ে যাহা
প্রচারিত হয়
তুমি তো চাও না তার
কোনো বিনিময়
ইহাতে বিশ্বের তরে
উপদেশ রয় ॥

রুকু-১২

১০৫. নিদর্শন রয়েছে বহু
জমিন-আসমানে
অহরহ দেখে তারা
এখানে সেখানে
নিবেশ করে না মন
সে সবের পানে ॥

১০৬. ঈমান অনেক মানুষ
আনে আল্লাহ্‌তে
আবার শরিক তাঁর
করে সেই সাথে ॥

১০৭. নির্ভয়ে আছে কি তারা
এই ব্যাপারে
আল্লাহ্‌র আজাবে গ্রাস
করিতে পারে;
কিয়ামত হঠাৎ করে
আসিবে দ্বারে
অথচ বুঝিতে কিছু
পারিবে না যারে ?

১০৮. আমার পথ বলো
এই একখান
মানুষকে আল্লাহ্‌তে
করি আহ্বান ॥
প্রমাণের উপরে সব
রয়েছি সবাই
আমি ও আমার সব
অনুসারীরাই ॥
আল্লাহ্‌ মহান আর
পবিত্র বলে
সেথায় আমি নাই
মুশরিক দলে ॥

১০৯. তোমার পূর্বে যত
রাসুল পাঠাই
পুরুষ মানুষ তারা
ছিল যে সবাই ॥
পাঠালাম তাহাদের
ওহী আমি দিয়ে
দেখেনি তারা কি দেশ
বিদেশ গিয়ে ॥
তাহাদের পূর্বে কি
পরিণতি রয় ?
সে কারণে যারা সব
সংযমী হয় ॥
আখেরাতে ভালো হবে
তাদের সবার
এখনো কি তোমাদের
নয় বুঝিবার ?

১১০. নিরাশ রাসুলেরা
হইত যখন
এইরূপ ধারণা তারা
করিত তখন ॥
তাদের ধারনা বুঝি
ভুল হয়ে যায়
তখনই সাহায্য মোর
সেথা পৌঁছায়
অতঃপর রক্ষা পেল
সেই যাত্রায় ॥
অপরাধে মোর দেয়া
শাস্তি যত
যায় না কখনো করা
সেটা প্রতিহত ॥

১১১. তাদের এ কাহিনীতে
প্রচুর বিষয়
বুদ্ধিমানের তরে
শিক্ষার রয়
এ কোরআন মনগড়া
কোনো কথা নয় ॥
আগের কিতাবে সব
আছে যা বরং
এখানেও সবি তার
আছে সমর্থন ॥
বিশদ বিবরণ আরো
হেথা রয়ে যায়
মুমিনেরা হেদায়েতও
রহ্‌মত পায় ॥

১৩. সূরা রাদ
মদীনায় ঃ আয়াত ৪৩ ঃ রুকু ৬

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ্ যিনি
পরম করুনাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম এবং
মীম আর রা
এগুলোও রহিয়াছে
কিতাবে যারা ॥
তোমার প্রতি যাহা
নাজিল হলো
রবের তরফ হতে
সত্য এলো ॥
কিন্তু রয়েছে এমন
অনেক মানুষের
ঈমান ইহাতে কারো
নাইকো যাদের ॥

২. তিনিই এক আল্লাহ্
জানিয়া রাখো
সৃষ্টি তোমরা যাহার
দেখিয়া থাকো ॥
উর্ধ্বে আকাশ যিনি
সৃষ্টি করিলেন
থাম্ বিনা যাহা তিনি
খাড়া রাখিলেন ॥
আরশের উপরে হন
অধিষ্ঠিত
সূর্য ও চাঁদকে করেন
কাজে নিয়োজিত ॥
আবর্তন করে তারা
একটি সময়
চালনা করেন তিনি
সকল বিষয়
নমুনা সবই তাঁর
প্রকাশিত রয় ॥
তোমাদের বিশ্বাস
পাকা হয় যাতে
দেখা হবে একদিন
প্রভুর সাথে ॥

৩. বিস্তৃত করিয়া তিনি
পৃথিবী করিলেন
নদ-নদী-পর্বত
সেথায় দিলেন ॥
বানালেন নানারূপ ফল
জোড়া করিয়া
দিনকে ঢাকিয়া দিতে
রাত্রি দিয়া ॥
নিদর্শন রয়েছে এতে
তাহাদের তরে
যাহারা এসব নিয়ে
গবেষণা করে ॥

৪. জমীনে বিভিন্ন রকম
ক্ষেত রহিয়াছে
একটি থাকে সেথা
অপরটির কাছে ॥
এবং রয়েছে বাগান
সেথা আঙুরের
শস্যের ক্ষেত আরো
গাছ খেজুরের ॥
কোনটার শিরগুলি
মিলিত রহে
কোনটা আবার সেথা
মিলিত নহে ॥
একই পানি দ্বারা
সেচ করা হয়
একের স্বাদ অন্যের
উপরেও রয় ॥
নিদর্শন রহিয়াছে
তাহাদের তরে

যাহারা এসব নিয়ে
গবেষণা করে ॥

৫. তোমার বিস্ময় বোধ
সেথা যদি হয়
এই কথা তার চেয়ে
আরো বিস্ময়;
যখন মাটি হয়ে
যাইবো সবাই
পুনরায় সৃজিত হব
কী করিয়া তাই ?
নিজের রবকে তারা
করে অস্বীকার
তাদের গর্দানে বেড়ি
থাকিবে লোহার ॥
দোজখের অধিবাসী
ইহারাই হবে
অনন্তকাল তারা
সেখানেই রবে ॥

৬. অমঙ্গল তোমার কাছে
কামনা করে
মঙ্গল চায় না এরা
নিজেদের তরে ॥
অতীত হয়েছে যারা
পূর্বে তাদের
অনুরূপই অমঙ্গল
হয়েছে যাদের ॥
মানুষের প্রতি প্রভু
ক্ষমাশীল হন
অন্যায় যদিও তাদের
হয় আচরণ
রব তব শাস্তিদাতা
কঠিন তেমন ॥

৭. কুফরি করিছে যারা
বলে তারা হেন
তার প্রভু মোজেজা তাকে
দেয় না কেন ?
তুমি তো আছ শুধু
সতর্ক করিতে
সবজাতে আছে কেহ
পথ দেখাইতে ॥

রুকু-২

৮. নারীর গর্ভ মাঝে
যাহা কিছু হয়
সবকিছু আল্লাহ্‌র
তাহা জানা রয় ॥
যাহা কিছু গর্ভাশয়ে
হয় বর্ধিত
অথবা হয় যাহা
সংকুচিত
তাঁর কাছে সব কিছু
নির্ধারিত ॥

৯. যাবতীয় গোপন আর
প্রকাশ্য বিষয়
সে সকল বিষয়ই
তাঁর জানা রয় ॥
আল্লাহ্ মহত্তম
তিনি সুমহান
সবার উপরে তিনি
মর্যাদাবান ॥

১০. কেহ যদি কথা বলে
গোপনতা ভরে
অথবা বলে যদি
উচ্চস্বরে;
রাতের আঁধারে করে
আত্মগোপন
দিনের আলোতে বা
করে বিচরণ
সবকিছু তাঁর কাছে
একই ধরন ॥

১১. প্রতিটি মানুষের
সামনে-পাছে
আল্লাহ্‌র ফেরেশতা
নিযুক্ত আছে ॥
আল্লাহ্‌র নির্দেশ

উহাদের তরে
ওদের তারা যেন
হেফাজত করে ॥
করেন না আল্লাহ্ কোনো
পরিবর্তন
যে জাতি করে না কিছু
নিজে যতক্ষণ ॥
আল্লাহ্ চাইলে কোনো
জাতির বিপদ
হবার নয় যাহা
কখনো তা রদ ॥
কাহারও সাহায্য সেথা
পাবে না তারা
একমাত্র শুধুই
আল্লাহ্ ছাড়া ॥

১২. তোমাদের বিদ্যুৎ
দেখান সেথায়
যেখানে শঙ্কা আর
আশা রয়ে যায়;
পানিতে পূর্ণ সেথা
ঘন মেঘে ছায়
উত্থিত করেন তিনি
আকাশের গায় ॥

১৩. সশব্দে বজ্র করে
ঘোষণা যে তার
পবিত্রতা প্রশংসা
তাঁর মহিমার
ফেরেশতা সকলেও
ভয়ে থাকে তাঁর ॥
সগর্জনে করান তিনি
বজ্রের পাত
তাহাদিয়ে ইচ্ছা যাকে
করেন আঘাত ॥
বিতর্ক আল্লাহ্ নিয়ে
করে তথাপি
মহাশক্তিমান যিনি
সর্বব্যাপী ॥

১৪. সত্যের ডাক হলো
শুধু তাঁহাকে
তাঁহাকে ব্যতীত যারা
অন্যদের ডাকে
সেথায় তাদের কোনো
সাড়া না থাকে ॥
উপমা তাদের সব
এরূপ সেথায়
পানির দিকেতে যখন
দু'হাত বাড়ায়;
মুখে যেন পানি তার
যায় পৌঁছিয়া
অথচ না, কোনোদিন
পৌঁছায় গিয়া
নিষ্ফলে কাফেরেরা
চলে ডাকিয়া ॥

১৫. আল্লাহ্তে সিজদায়
আছে অবনত
আসমান-জমিনে আছে
যাহা কিছু যত ॥
স্বেচ্ছায় তারা কিবা
অনিচ্ছা নিয়ে
সকাল-সন্ধ্যায় তাদের
ছায়ারাও গিয়ে ॥

১৬. জিজ্ঞাসো ভূ-গগনের
প্রভু তবে কে ?
তাদেরকে বলে দাও
আল্লাহ্ই সে ॥
বলো তবে তোমরা কি
আল্লাহ্ ব্যতীত
আর কারো করেছ
নির্ধারিত ?
অন্য পালক কোনো
তোমাদের যার
নাই কোনো ক্ষমতা
নিজেদেরই তার
ক্ষতিও করিতে বা
কোনো উপকার ?
বলো তবে চোখ আছে

আর চোখ নাই
আঁধার ও আলো কভু
সমান কি তাই ?
আল্লাহ্‌র এমন শরিক
করে কি যারা
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি যেমন
পারে কি তারা ॥
এমন কি সৃষ্টি
তাহাদের রয়
যে কারণে তাহাদের
বিভ্রম হয় ॥
সমস্ত সৃষ্টির
একক তিনি
পরাক্রমশালী আর
শ্রেষ্ঠা যিনি ॥

১৭. আকাশ হতে তিনি
পানি বর্ষান
স্রোতধারা বয়ে চলে
নিজ পরিমাণ ॥
ফেনা ও আবর্জনা
ভেসে যায় চলে
অলংকার তৈরি যেমন
করিতে হলে;
গরম করা হয়
আগুনে দিয়ে
যেভাবে তাহাতে খাদ
আসে বেরিয়ে ॥
ঠিক ও বেঠিক যাহা
নির্ণীত হয়
এ রকমই উপমা
আল্লাহ্‌র রয় ॥
শেষ হয়ে শুকিয়ে
ফেনা যাহা ভাসে
জমিতে থাকে যাহা
উপকারে আসে ॥
আল্লাহ্‌র উপমা সকল
এইরূপই থাকে
বর্ণনা দিতে চান
তিনি যাহাকে ॥

১৮. আদেশ পালন করে
রবের যারা
উত্তম প্রতিদান
পাবে তাহারা ॥
তাঁহার আদেশ যারা
করে না পালন
মুক্তি বিনিময়ে যদি
দিতে চায় পণ;
পৃথিবীতে তাদের যত
সম্পদ রয়
সমপরিমাণ যদি
আরো তাই হয়;
সবকিছু দিয়ে দেবে
তারা নিশ্চয়
কঠোর হিসাব তাদের
আছে অতিশয় ॥
জাহান্নাম তাহাদের
আবাস হবে
আবাস হিসাবে যাহা
জঘন্য রবে ॥

রুকু-৩

১৯. যেই লোক জানে যে
তোমার প্রতি
প্রভুর নাজিল যাহা
সত্য অতি ॥
সমান কখনো কি
সে হয় তাহার
অন্ধ যে লোক আর
চোখ আছে যার ?
উপদেশ গ্রহণ করে
শুধুই তারা
বোধশক্তি ওয়ালা
লোক যাহারা ॥

২০. এমন লোক এরা
যারা আল্লাহ্‌র

ভঙ্গ করে না কোনো
কৃত অঙ্গীকার
প্রতিশ্রুতি পূর্ণ সবই
করে সে তাহার ॥
২১. আল্লাহ্‌র আদেশ আছে
রাখিতে বজায়
প্রতিশ্রুতি পালন যেন
তারা করে যায় ॥
নিজের প্রভুকেও করে
যেন তারা ভয়
কঠিন হিসাব হতে
আরো যাহা রয় ॥
২২. রবের করিতে খুশি
সবর করে
সেই সাথে তারা সব
নামাজ পড়ে ॥
রিজিক তাহাদের
যেটা দেয়া হয়
প্রকাশ্য ও গোপনে
করে তারা ব্যয় ॥
এমনি করে যারা
দেয় তাড়িয়ে
অতঃপর মন্দকে
ভালো কিছু দিয়ে ॥
তাদের জন্যে আছে
আরো আখেরাতে
শুভ যত পরিণাম
রয়েছে যাতে ॥
২৩. প্রবেশ করিবে তারা
চির জান্নাতে
বাপ-দাদা, স্ত্রী-স্বামী
সন্তান সাথে ॥
ফেরেশতা আসিবে সব
দরোজা দিয়ে
২৪. তাদের কাছে তারা
বলিবে গিয়ে;
শান্তি তোমাদের পরে
হোক বর্ষণ
তোমরা করেছ বলে
ধৈর্য্য-ধারণ
উত্তম পরিণাম হেথা
পেলে সে কারণ ॥
২৫. আল্লাহ্‌র সাথে যারা
শপথের পরে
বজায় না রেখে তারা
ছিন্ন করে ॥
আদেশ ছিল তাঁর
যাহা করিতে
না-মানিয়া ফ্যাসাদ তারা
করে পৃথিবীতে ॥
তাহারাই রহিয়াছে
অভিসম্পাতে
জঘন্য পরিণাম আছে
আরো সেই সাথে ॥
২৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি
হয় যাহাকে
প্রচুর রিজিক তিনি
দেন তাহাকে
তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ
কম পেয়ে থাকে ॥
পার্থিব জীবনে তাদের
মুগ্ধতা রয়
ওপারের তুলনায়
এটা কিছু নয় ॥

রুকু-৪

২৭. কাফেরেরা বলে কেন
মোজেজা তবে
তার কাছে দিলো না
তাহার রবে ?
বলো তুমি আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা যাকে
ভ্রষ্ট পথের পরে
রাখেন তাকে
চাইলে কাহারও তিনি

তাঁর পথে থাকে ॥

২৮. আল্লাহ্য় ঈমান আছে
যাহাদের মনে
অন্তর তৃপ্ত তাদের
আল্লাহ্র স্মরণে ॥
জেনে রাখো অন্তর
তৃপ্ত থাকে
যদি কেহ আল্লাহ্কে
স্মরণে রাখে ॥

২৯. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
সংবাদ শুভ আছে
তাহাদের তরে
পরিণামও শুভ রয়
যাদের উপরে ॥

৩০. এমন উম্মত মাঝে
পাঠালাম তোমায়
পূর্বে উম্মত অনেক
বিগত সেথায় ॥
পাঠ করিয়া তাদের
শুনাও এখন
ওহী দ্বারা করি যাহা
তোমায় প্রেরণ
দয়াময় তবু তাঁকে
মানে না যখন ॥
পালনকারী বলো
তিনি যে আমার
তিনি ছাড়া উপাস্য
নাই কেহ আর ॥
ভরসা করি আমি
তাঁর উপরে
তাঁর কাছে আমাকে
যেতে হবে ফিরে ॥

৩১. কোরআন যদি আরো
এমনি হতো
যাহা দ্বারা পর্বত
চালানো যেত;
জমীন যার দ্বারা
হতো খণ্ডিত
মৃতরা যাতে আরো
কথা বলিত
তবুও না তাহারা
ঈমান আনিত ॥
আল্লাহ্রই হাতে আছে
সকল বিষয়
তবুও কি মুমিনেরা
নিশ্চিত নয় ?
আল্লাহ্র চাওয়া যদি
থাকিত এটাই
সৎপথে মানব জাতি
আসিত সবাই ॥
কাফেরের কৃতসব
কর্মের কারণ
আঘাত পাবে তারা
সর্বক্ষণ ॥
ক্রমাগত বিপর্যয়
গৃহের পাশে
আল্লাহ্র ওয়াদা না
যত দিনে আসে ॥
ওয়াদা সব যতকিছু
রহে আল্লাহ্র
কখনো খেলাপ কিছু
হবে না যে তার ॥

রুকু-৫

৩২. তোমার আগেও রাসুল
গিয়েছিল যারা
ঠাট্টা ও তামাশা তাদের
করেছিল তারা ॥
যাহারা থাকিত সব
কুফরি নিয়া
কিছুদিন রেখেছি তাদের
ছাড়িয়া দিয়া ॥
পাকড়াও করিলাম
তাদের যখন

তখন পেল তারা
শাস্তি কেমন ?
৩৩. প্রতিটি কর্ম সবার
অবগত যিনি
তাদের শরীকের কভু
সমান কি তিনি ?
আল্লাহ্‌র জন্য রাখে
শরীক বানিয়ে
জিজ্ঞাসা কর তুমি
তাদেরে গিয়ে;
তোমরা তাদের সব
নাম বলে দাও
খবর দিতে কিছু
তোমরা কি চাও ?
এমন কিছু কি যাহা
পৃথিবীতে রয়
অথচ আল্লাহ্‌র তাহা
কিছু জানা নয় ?
অথবা বাহ্যিক শুধু
বলিতেই হয় ?
বরং কুফরি করে
তারা সব যত
তাহাদের কার্যাবলী
আছে সুশোভিত ॥
সৎ পথে ফিরিতে তাদের
বাধা দেয়া থাকে
আল্লাহ্‌ই ভ্রষ্ট যাদের
করিয়া রাখে
কেহই পথ আর
দেখাবে না তাকে ॥
৩৪. শাস্তি তাদের আছে
এই দুনিয়াতে
কঠোর আজাবও তাদের
হবে আখেরাতে ॥
আল্লাহ্‌র আজাব হতে
পাবে না রেহাই
রক্ষা করিতে তাদের
কেহ সেথা নাই ॥

৩৫. জান্নাতের ওয়াদা যাহা
মুমিনের রয়
ঝরনা এমন যার
পাদদেশে বয়
ফল আর ছায়া সেথা
চিরস্থায়ী হয় ॥
মুমিনের কর্মের ইহা
প্রতিদান রবে
দোজখই কাফেরের
পরিণাম হবে ॥
৩৬. কিতাব দিয়েছি আমি
যাহাদের তরে
নাজিল করে যাহা
তোমার উপরে;
তারাসব ইহা নিয়ে
আনন্দিত হয়
অস্বীকার করে কেহ
কিছু তার বিষয় ॥
মোর প্রতি এইরূপ বলো
আদেশ তাঁহার
ইবাদত করি যেন
শুধুই আল্লাহ্‌র
করি না যেন তাঁর
কোনো অংশীদার ॥
আহ্বান সবারে করি
আমি তার পানে
ফিরে যেতে হবে মোর
তাঁর সেখানে ॥
৩৭. এরূপই নাজিল আমি
করেছি কোরআন
আরবী ভাষায় দিতে
করিয়া বিধান ॥
জ্ঞান তোমার কাছে
আসিবার পরে
তাদের খেয়ালে চলো
খুশি যদি করে;
আল্লাহ্‌র কবল হতে
তাহলে তোমায়

রক্ষা করিবার কেহ
রবে না সেথায় ॥

রুকু-৬

৩৮. তোমারও পূর্বে রাসুল
পাঠালাম যাদের
স্ত্রী ও সন্তান
দিয়েছি তাদের ॥
রাসুল কাহারও সেথায়
নাই কোনো হাত
আল্লাহ্ ব্যতীত আনে
একটি আয়াত ॥
প্রতিটি কালের তরে
তাঁহার প্রদান
লিখিত রয়েছে তাঁর
এমন বিধান ॥

৩৯. আল্লাহ্রই ইচ্ছায়
মুছে ফেলা হয়
ইচ্ছা করিলে তিনি
বহাল তা রয়
মূল কিতাবও তাঁর
কাছে নিশ্চয় ॥

৪০. তোমাকে দেখাই যদি
কিছু যাহাতে
প্রতিশ্রুতি করিয়াছি
তাহাদের সাথে
তোমাকে উঠিয়ে নিলে
কি আর তাতে ॥
তোমার দায়িত্ব কেবল
পৌঁছে দেয়া
মোর কাজ রহিয়াছে
হিসাব নেয়া ॥

৪১. করে না কি লক্ষ্য তারা
এসবের পরে
চারিদিকে তাদের আনি
সংকুচিত করে ?
আল্লাহ্র আদেশ কেহ
নাই থামাবার
দ্রুতই হিসাব নেবেন
তিনিই আবার ॥

৪২. কৌশল পূর্বের লোকে
করেছিল যাতে
বস্তুতঃ কৌশল সবই
আল্লাহ্র হাতে ॥
প্রতিটি ব্যক্তি সবাই
যাহা কিছু করে
সবকিছু রয়ে যায়
তাঁহার গোচরে ॥
অচিরেই কাফেরেরা
পাবে পয়গাম
কাদের জন্য আছে
শুভ পরিণাম ॥

৪৩. কুফরি করে যারা
কাফেরের দল
রাসুল নও বলে
তাহারা সকল ॥
বলে দাও তাদেরে
তুমি তাহা তবে
তোমাদেরও মোর মাঝে
তাহারাই হবে
আল্লাহ্ ও কিতাবের
জ্ঞান যার রবে
সাক্ষী হিসাবে তারাই
যথেষ্ট সবে ॥

---

১৪. সূরা ইব্রাহীম
মক্কায় ঃ আয়াত ৫২ ঃ
রুকু ৭

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুনাময়
রহ্মানুর রহীম ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-রা
এ কোরআন একটি
কিতাব যাহা
নাজিল করেছি আমি
তোমাকে তাহা ॥
যেন তুমি মানুষকে
আঁধার হতে
বের করে নিতে পার
আলোর পথে ॥
নির্দেশিত রয় যাহা
প্রতিপালকের
প্রশংসার যোগ্য যিনি
প্রবল প্রতাপের ॥

২. আসমান ও জমিনের
যতকিছু আর
তিনিই আল্লাহ্ এক
মালিক তাহার ॥
কাফেরের জন্য আছে
বড় দুর্গতি
শাস্তিও রহিয়াছে
কঠোর অতি ॥

৩. পার্থিব জীবন যারা
বড় মনে করে
আখেরাতে যাহা রয়
তাহার উপরে ॥
আল্লাহ্র পথে তারা
থাকে বাধা দিয়া
সর্বদা বক্রতা সেথা
চলে খুঁজিয়া ॥
এইরূপ লোকেরা দূরে
রয়েছে পড়ে
কেননা সবাই তারা
পথ ভুল করে ॥

৪. প্রতিটি রাসুল আমি
পাঠাই যেথায়
স্বচ্ছ করে যেন
জাতীয় ভাষায়
সবারে বোঝাতে পারে
তাদের সেথায় ॥
যদি আরো আল্লাহ্
চান যাহাকে
বিপথগামী তিনি
করেন তাকে ॥
তিনি যদি চান তবে
সৎ পথে রয়
পরাক্রমশালী তিনি
আরো প্রজ্ঞাময় ॥

৫. নিদর্শন দিয়ে করি
মুসাকে প্রেরণ
আলোতে তব জাতি
করো আনয়ন
আল্লাহ্র দিনগুলি
করিও স্মরণ
নিশ্চয়ই এতে বড়
আছে নিদর্শন
কৃতজ্ঞ ও যারা করে
ধৈর্য্য-ধারণ ॥

৬. স্বজাতিকে মুসা বলে
তোমাদের প্রতি
স্মরণ কর আল্লাহ্র
দয়া ছিল অতি ॥
ফেরাউন কবল হতে
তিনি তোমাদেরে
মুক্ত করিয়া সবার
দিলেন ছেড়ে ॥
তোমাদের রাখিতো কঠিন
শাস্তি দিয়া
পুরুষ ছেলেদের যত
হত্যা করিয়া ॥
এবং মেয়েদের সব
রাখিয়া জীবিত
ইহাতে রবের ছিল
পরীক্ষা নিহিত ॥

রুকু-২

৭. ঘোষণা করেন যখন
তোমাদের রবে
তোমরা শোকর গুজার
কর যদি তবে;
তোমাদের দেব আমি
বেশি পরিমাণ
কৃতঘ্ন হলে হবে
শাস্তি প্রদান ॥

৮. মুসা বলে তোমরা-ও
পৃথিবীর সকলে
কুফরি সবাই যদি
করিয়া চলে;
নির্ভর করেন না তিনি
কারো উপরে
সমস্ত প্রশংসা শুধুই
আল্লাহ্‌র তরে ॥

৯. খবর পাওনি কি তাহা
পূর্ব কওমের
নুহু-আদ-সামুদ ও
তাদের পরের ?
আল্লাহ্‌ ছাড়া তাহা
কারো জানা নয়
যেসব ঘটনা ছিল
তাদের বিষয় ॥
রাসুল আসিল তাদের
প্রমাণ নিয়ে
বলিত মুখে তারা
হাত রেখে দিয়ে;
প্রেরিত হয়েছ নিয়ে
তোমরা যাহা
এসব কিছুই মোরা
মানি না তাহা ॥
তাহা ছাড়া যেই পথে
আহ্বান কর
সন্দেহ আমাদের
আছে ঘোরতর
অস্থির হয়ে মোরা
আছি নড়বড় ॥

১০. রাসুলেরা তাদের কাছে
বলেছিল গিয়ে
সন্দেহ আছে কি কোনো
আল্লাহ্‌কে নিয়ে ?
আকাশ ও পৃথিবীর
স্রষ্টা যিনি
তোমাদেরে আহ্বান
করিছেন তিনি;
গোনাহ্‌ কিছু তোমাদের
ক্ষমা করিতে
নির্দিষ্ট কিছুকাল
অবকাশ দিতে ॥
বলিল- তোমরা মানুষ
আমাদেরই মতো
আমাদের রাখিতে চাও
কেন বিরত ?
বাপ-দাদা উপাসনা
যাদের করিত
মোজেজা কোনো তবে
কর উপনীত ॥

১১. রাসুলেরা বলেছে
তাদের তখন
একই মানুষ মোরাও
তোমরা যেমন;
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তবু
হয় যাহাকে
বান্দার মাঝে দান
করেন তাকে ॥
ইচ্ছা কোনো তাঁর
না যদি হয়
প্রমাণ আনা কাজ
আমাদের নয়
মুমিনের ভরসা যেন
আল্লাহ্‌তে রয় ॥

১২. করিব না ভরসা কেন

মোরা আল্লাহ্‌তে
তিনি তো চেয়েছেন
পথ দেখাতে ॥
দিতেছ কষ্ট যাহা
তোমরা এখন
অবশ্যই করিব মোরা
ধৈর্য্য-ধারণ ॥
ভরসা করিতে তাই
চায় যাহারা
আল্লাহ্‌র উপরে উচিত
ভরসা করা ॥

রুকু-৩

১৩. কাফেরেরা বলেছিল
রাসুলদিগের
দেশ হতে বের করে
দেব তোমাদের
ফিরে আসো তোমরা
মিল্লাতে ফের ॥
জানিয়ে দিলেন রব
ওহীর দ্বারা
ধ্বংস করিয়া দিব
কাফের যারা ॥
১৪. প্রতিষ্ঠা তোমাদের
দেব সেই দেশে
কেননা যে ভয় পায়
দাঁড়াবে এসে
একদিন সমুখে মোর
তারা অবশেষে ॥
১৫. অতএব ফয়সালা
রাসুলেরা চায়
অবাধ্য হঠকারী
ব্যর্থ হয়ে যায় ॥
১৬. পিছনে দোজখ তার
রাখা আছে আনি
সেখানে করিবে পান
পুঁজ মেশা পানি ॥
১৭. গিলিতে পারিবে না তাও
মুখেতে নিয়া
মৃত্যু দেখিবে তার
সবদিক দিয়া ॥
কিন্তু আসিবে না আর
সেথায় মরণ
কঠোর আজাব ভোগ
করিবে তখন ॥
১৮. রবের সত্তায় যারা
বিশ্বাসী নয়
তাদের উপমা সকল
এইরূপই হয় ॥
প্রবল বাতাসে যেমন
ঝড়ের ক্ষণে
তাদের কর্ম সকল
ছাই যেমনে ॥
করেছিল সবাই তারা
যাহা উপার্জন
কোনো কাজে লাগাইতে
পারে না তখন
ঘোরতর ভ্রষ্ট পথ
ইহাই তেমন ॥
১৯. দেখনি কি আল্লাহ্‌র
সৃষ্টি তুমি
সুনিপূণ ভাবে রহে
নভঃ আর ভূমি ?
ইচ্ছা করিলে পারেন
ধ্বংস সাধন
তোমাদের জাগায় নতুন
সৃষ্টি আনয়ন
২০. আল্লাহ্‌র পক্ষে নহে
কঠিন এমন ॥
২১. আল্লাহ্‌র সম্মুখে যখন
সবাই দাঁড়িয়ে
দুর্বল বলিবে তখন
সবলে গিয়ে ॥
আমরা তোমাদের
অনুসারী ছিলাম

এখন মোদের হলো
যেই পরিণাম ॥
আল্লাহ্‌র আজাব হতে
তাইকি মোদের
কিছুটা রক্ষা হেথায়
করিবে কি ফের ?
তখন বলিবে তারা
এমন করিয়া
আল্লাহ্‌ রাখিতেন যদি
সৎ পথে নিয়া ॥
তোমাদেরে আমরাও
পারিতাম নিতে
বলিতাম ঠিক পথে
চলে আসিতে ॥
অবস্থা সবারই এক
মোদের এখন
অস্থির হইবা করি
ধৈর্য্য-ধারণ
শান্তির নাই কোনো
পরিবর্তন ॥

রুকু-৪

২২. সকল মীমাংসা যখন
যাবে হইয়া
শয়তান বলিবে তখন
তাদেরে গিয়া ॥
আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা
ছিল নিশ্চয়
তোমাদের কাছে মোর
ওয়াদা যাহা রয়;
দিয়েছি আমি তাহা
ভঙ্গ করে
ক্ষমতা ছিল না মোর
তোমাদের পরে ॥
সেদিন আমার পানে
গেছি ডাক দিয়া
তোমরা নিয়েছ তখন
আমায় মানিয়া ॥
আমাকে দিওনা দোষ
তোমরা কাজেই
বরং দোষারোপ কর
নিজেদিগকেই ॥
পারি না করিতে এখন
আমি উদ্ধার
লাগিবে না সাহায্যে মোর
তোমরাও আর ॥
করেছিলে শরীক আমায়
আল্লাহ্‌র সাথে
এখন অস্বীকার করি
আমি তাহাতে ॥
নিশ্চয়ই জালিম সকল
আছে যাহারা
সবারই শাস্তি আছে
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

২৩. সৎ কাজ করিল যারা
ঈমান আনিয়া
আরামে থাকিবে তারা
জান্নাতে গিয়া
পাদদেশে ঝরনা যেথা
যাবে বহিয়া ॥
প্রভুর আদেশে সেথায়
চিরকাল রবে
সালাম বলিয়া তারা
আপ্যায়িত হবে ॥

২৪. দেখনি কি আল্লাহ্‌র
উপমা যত
যেমন কালেমায়ে
তাইয়েবার মত ॥
তাহা যেন পবিত্র
বৃক্ষের ন্যায়
যাহার শিকড় দৃঢ়
মজবুত হয়
শাখা যার ঊর্ধ্বে
উত্থিত রয় ॥

২৫. প্রভুর নির্দেশে ফল

দান করে যায়
দৃষ্টান্ত মানবের তরে
আল্লাহ্‌র সেথায়
চিন্তার খোরাক যেন
তারা সেথা পায় ॥

২৬. নোংরা বাক্যের দ্বারা
উপমা এমন
জঘন্য বৃক্ষ এক
উপড়ানো যেমন
স্থায়ী নয় যাহা
কিছুই তেমন ॥

২৭. নাজিল করে আল্লাহ্
শ্বাশত বাণী
মুমিনের জীবনে দেন
দৃঢ়তা আনি ॥
ইহকাল ও পরকালে
করিতে প্রদান
জালিমেরও পথ তিনি
ভ্রষ্ট করান
আল্লাহ্ করেন তাই
যাহা তিনি চান ॥

রুকু-৫

২৮. দেখনি কি তাদেরে
তুমি তাহলে
আল্লাহ্‌র নেয়ামত পায়
তার বদলে
কুফরি করিয়া সব
তাহারা চলে ॥
ধ্বংসের পথে তারা
স্বজাতিকে টানে

২৯. প্রবেশ করিবে সেই
দোজখের পানে
জঘন্য আবাস সেথা
রয় সেখানে ॥

৩০. আল্লাহ্‌র সমান তারা
আরো করে যায়
অন্য লোকেদেরও
বিপথে চালায় ॥
কিছুদিন তাদের বলো
ভোগ করে নিতে
কেননা দোজখেই তাদের
হবে ফিরিতে ॥

৩১. ঈমান আনিল যারা
বান্দা আমার
ছালাত কায়েম রাখুক
বলো যে তাহার ॥
দিলাম তাদের আমি
রিজিক যাহা
প্রকাশ্য-গোপনে ব্যয়
করুক তাহা ॥
ওইদিন আসার আগে
যেদিন থাকিবে না
না কোনো দোস্তি আর
না বেচাকেনা ॥

৩২. সেই এক সত্ত্বা আছেন
আল্লাহ্ই তিনি
আসমান ও জমিন সব
সৃজিলেন যিনি ॥
আসমান হতে পানি
বর্ষণ করিয়ে
ফলমূল করিলেন তিনি
জীবিকা দিয়ে ॥
নৌযান দিলেন আরো
আয়ত্ত্ব করে
তাঁরই আদেশে তাহা
চলে সাগরে ॥
আরো তিনি তোমাদের
উপকারে দেন
নদ-নদী নিয়োজিত
তিনি করেছেন ॥

৩৩. তোমাদেরই কল্যাণে
হলো, আনীত
সূর্য্য ও চাঁদ তিনি
করে নিয়োজিত ॥

একই নিয়মে তারা
চলে সর্বদা
তোমাদের কাজে লাগে
দিনরাত সদা ॥

৩৪. যেসব বস্তু আরো
তোমাদের চাওয়া
প্রতিটি বস্তুই রহে
তাঁর থেকে পাওয়া ॥
নেয়ামত গণনা যদি
কর আল্লাহ্‌র
গনিয়া করিতে শেষ
পারিবে না তার ॥
বড়ই অন্যায় মানুষ
করে নিশ্চয়
অকৃতজ্ঞ তাহারাও
আছে অতিশয় ॥

রুকু-৬

৩৫. ইব্রাহিম বলে প্রভু
এই নগরে
আপনি দিন যে মোদের
নিরাপদ করে ॥
আমার সন্তান আর
আমাকে নিয়ে
মূর্তি পূজা হতে
রাখুন সরিয়ে ॥

৩৬. অনেকেরই ইহা প্রভু
বিপথে চালায়
মানিয়া চলে হেথা
তাই যে আমায় ॥
তাহলে সে রয়ে গেল
আমার দলে
আমার অবাধ্য হয়ে
আর যে চলে
আপনার ক্ষমা আর
দয়া তাহলে ॥

৩৭. হে পালনকর্তা আমি
নিজ সন্তানে
প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলাম
তাই সেখানে ॥
অনাবাদি উপত্যকা
যেখানে আছে
আপনার পবিত্র সেথা
ঘরের কাছে ॥
প্রভু যেন- তারাসব
নামাজ পড়ে
মানুষেরে আপনি সেথায়
কিছু অন্তরে
তাহাদের প্রতি দেন
আকর্ষিত করে ॥
রুজির ব্যবস্থা করুন
ফলমূল দ্বারা
যাহাতে শোকর গুজার
করে তাহারা ॥

৩৮. আপনি তো, হে মোর রব
জানেন তাহা
প্রকাশ যা করি আর
গোপন যাহা ॥
গোপন থাকে না কিছুই
আল্লাহ্‌র কাছে
আসমান ও জমিন মাঝে
যাহা কিছু আছে ॥

৩৯. সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহ্‌র তরে
ইসমাইল-ইছহাক
দিয়াছেন মোরে;
বার্ধক্য যদিও মোর
উপনীত হয়
প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন
প্রভু নিশ্চয় ॥

৪০. ছালাত কায়েমকারী
করুন আমায়
তাদেরও যারা মোর
বংশ রয়ে যায় ॥
শুনুন হে মোদের রব

তাই যেন আর
প্রার্থনা করুন সব-ই
কবুল আমার ॥

৪১. হে মোদের রব ক্ষমা
করুন আমাকে
আর যেন আমার যারা
পিতা-মাতাকে ॥
ক্ষমা যেন পায় আরো
মুমিন সবে
হিসাব যেদিন সেথা
কায়েম হবে ॥

রুকু-৭

৪২. কখনো মনে ইহা
করিও না যেন
জালিমেরা যেই কাজ
করুক না কেন;
আমার অজানা তার
কোনো কিছু নয়
যত দিন তাঁর দেয়া
অবকাশ রয়
যতদিনে লাগে না তাদের
চোখে বিস্ময় ॥

৪৩. আতঙ্কিত হয়ে মাথা
উপরে তুলে
দৌড়াতে থাকিবে সবাই
দিক-কাল ভুলে ॥
আসিবে না নিজ পানে
দৃষ্টি ঘুরে
চলে যাবে তাহাদের
অন্তর উড়ে ॥

৪৪. মানুষের বলো তাই
সেদিনের ভয়
আজাব আসিবে যেদিন
কাছে নিশ্চয় ॥
জালিমেরা বলিবে তখন
প্রভু আমাদের
সামান্য সময় দিন
অবকাশ ফের ॥
আপনার আহ্বানে
আমরা যাতে
সে সময়ে দিতে চাই
সাড়া তাহাতে
সেই পথে যেতে পারি
রাসুলের সাথে ॥
কসম করে কি আগে
বলিতে না আরো
তোমাদের কোথাও যেতে
হবে না কারো ?

৪৫. বসবাস তোমাদেরও
সেখানেই ছিল
নিজেদের প্রতি যারা
জুলুম করিল ॥
সেই সব কথা ছিল
জানা তোমাদের
ব্যবহার কিরূপ আমি
করেছি তাদের
বর্ণনা তোমাদের সবই
দিয়েছি যাদের ॥

৪৬. কুচক্র-ভীষণ সবাই
তারা করিয়াছে
মওজুদ রয়েছে তাহা
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
কুচক্র তাদের সব
এমনই ছিল
পাহাড়ও যেন তারা
টলিয়ে দিল ॥

৪৭. কখনো করো না যেন
এই কথা মনে
আমার ওয়াদা স্বীয়
রাসুলের সনে
ভঙ্গ করিবেন তাহা
তিনি অকারণে ॥
আল্লাহ্ পরাক্রমী
হন নিশ্চয়

প্রতিশোধ গ্রহণকারী
তিনি অতিশয় ॥

৪৮. এই পৃথিবী যেদিন
রূপ পাল্টাবে
আস্‌মানসমূহ আরো
বদলে যাবে ॥
পরাক্রমী আল্লাহ্‌র
সামনে সকলে

৪৯. দেখিবে অপরাধী
বাঁধা শৃঙ্খলে ॥

৫০. তাদের জামা হবে
আল্‌ কাত্‌রার
আগুন ঢাকিবে মুখ
তাদের সবার ॥

৫১. যাহাতে পায় যেন
তাহারা সকল
আল্লাহ্‌র প্রতিদান
কর্মের ফল ॥
আল্লাহ্‌ এমনই তিনি
হন নিশ্চয়
হিসাব গ্রহণকারী
দ্রুত অতিশয় ॥

৫২. কোরআন হলো এক
বাণী যে এমন
মানুষের তরে যাহা
সতর্ককরণ ॥
এবং জানিতে পারে
উপাস্য তিনি
একমাত্র আরো
মাবুদ যিনি ॥
এবং রয়েছে সেথা
সেইসব জ্ঞান
উপদেশ গ্রহণ করে
যারা জ্ঞানবান ॥

---

১৫. সূরা হিজর
মক্কায় ঃ আয়াত ৯৯ ঃ রুকু ৬

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু-করুনাভরা
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-রা
মহা এক গ্রন্থ কোরআন
যার আয়াত এরা ॥

চৌদ্দ পারা ঃ রুবামা

২. আকাঙ্ক্ষা কখনো করে
কাফেরেরা যতো
মুসলিম তারা হলে
ভালোই হতো ॥

৩. তাদের দাও ছেড়ে
খেয়ে তারা নিক্‌
ভোগও করুক থাক্‌
আশায় অলীক ॥
ইহাই তাদের এমন
রাখুক ভুলিয়ে
সত্বরই তারা সব
জানিবে গিয়ে ॥

৪. ধ্বংস করিনি আমি
কোনো লোকালয়
নির্ধারিত ছিল এক
লিখিত সময় ॥

৫. পারে না তো কোনো জাতি
ত্বরান্বিত
সময় যাহা থাকে
নির্ধারিত

করিতেও পারে না তাহা
বিলম্বিত ॥

৬. তারা বলে এ কোরআন
এলো যার প্রতি
তুমি তো আছ এক
উন্মাদ অতি ॥

৭. প্রকৃতই সত্য যদি
বলো আমাদের
আনো না কেন তবে
ফেরেশ্‌তাদিগের ?

৮. আমি কোনো যথার্থ
কারণ ব্যতীত
কোথাও করিনা কোনো
ফেরেশতা প্রেরিত ॥
যদি আমি কোথাও
ফেরেশতা পাঠাই
আর কোনো তাহাদের
অবকাশ নাই ॥

৯. কোরআন নাজিল হলো
স্বয়ং আমার
আমারই উপরে ইহা
রক্ষার ভার ॥

১০. তোমার পূর্বেও অনেক
সম্প্রদায়ের
রাসুল পাঠিয়েছি আরো
আমি তাহাদের ॥

১১. এমন রাসুল কোনো
তাদের আসেনি
যার সাথে তাহারা
বিদ্রূপ করেনি ॥

১২. এভাবেই তাদের আমি
দেই অন্তরে
ঠাট্টার প্রবণতা আরো
সঞ্চার করে ॥

১৩. প্রেরিত কোরআনে ঈমান
আনে না তারা
মানিয়া চলে শুধু
পূর্বের ধারা ॥

১৪. দেই যদি আকাশের
দুয়ারও খুলে
চড়িয়া তাতে যদি
সারাদিন চলে ॥

১৫. তবুও বলিবে সেথায়
অবশ্যই তারা
দৃষ্টির বিভ্রমে
রয়েছি মোরা
ঘটানো হলো এটা
যাদুর দ্বারা ॥

রুকু-২

১৬. রেখেছি দেখার তরে
সৃষ্টি করিয়া
সুশোভিত, আকাশে
গ্রহ-তারা দিয়া ॥

১৭. আকাশ করেছি আমি
সুরক্ষিত
প্রতিটি শয়তান হতে
যারা বিতাড়িত ॥

১৮. চুরি করে শুনে কেহ
যায় পালিয়ে
আগুন ধায় তার
পিছনে গিয়ে ॥

১৯. পৃথিবী দিয়েছি আমি
বিস্তৃত করে
পাহাড়-পর্বত সকল
দিয়েছি ভরে ॥
পরিমিত সকল কিছু
হয় যে তাহার
উৎপন্ন করি সেথা
সকল প্রকার ॥

২০. তোমাদের দিয়েছি আমি
জীবিকা সেথায়
তাদের জন্যেও আরো
সেথা রয়ে যায়
তোমাদের থেকে যারা

জীবিকা না পায় ॥
২১. প্রতিটি জিনিস সেথা
যাহা কিছু আছে
সবকিছু ভাণ্ডার
আমার-ই কাছে ॥
সকল কিছুই আমি
পরিমিত করে
প্রদান করে থাকি
সবার তরে ॥
২২. করে থাকি আমি যাহা
বাতাস প্রেরণ
পানিভরে মেঘমালা
করে তা বহন
তাহা হতে পানি আমি
করি বর্ষণ ॥
পান করিয়ে থাকি
যাহা তোমাদের
তোমাদের নাই তো কোনো
ভাণ্ডার এর ॥
২৩. আমিই সৃষ্টি করি
সকল প্রাণ
আবার আমিই করি
মৃত্যু প্রদান
আমিই থাকিব শুধু
একই সমান ॥
২৪. সবারেই জানি আমি
অতীত কালের
আসিবে তোমাদের পরে
জানি তাহাদের ॥
২৫. অবশ্যই এই কথা
জানো রাখিয়া
এক সাথে করিবেন রব
সবারে নিয়া ॥
প্রজ্ঞা আছে ভরা
তাঁর নিশ্চয়
সকল কিছুই শুধু
তাঁর জানা রয় ॥

রুকু-৩

২৬. সৃষ্টি করেছি আমি
এই মানবের
শুষ্ক গন্ধ মাটি
দিয়ে তাহাদের
২৭. জিনও সৃষ্টি আগে
গরম আগুনের ॥
২৮. ফেরেশতাদিগকে বলেন
প্রভু যে তোমার
মানুষ সৃষ্টি আমি
করিব এবার
শুষ্ক মাটি হতে
গন্ধ যাহার ॥
২৯. সঠিক এক আকৃতি
যাহা বানিয়ে
তার মাঝে রুহু আমি
দেব ফুঁক্ দিয়ে
সিজদা করিবে তাকে
তোমরা গিয়ে ॥
৩০. ফেরেশতা সিজদা
করিল সবাই
৩১. কিন্তু ইবলিস সেথায়
তাহা করে নাই ॥
সিজদাকারীদের
শামিল হতে
অস্বীকার করিল সে
তাহার মতে ॥
৩২. আল্লাহ্ বলেন তখন
ইব্লিস ওহে
সিজদাকারীর মাঝে
তুমি হলে না যে ?
৩৩. বলিল সে, আমি তো
নই যে তেমন
সিজদা করিব এক
মানুষ এমন;
সে যাহা আপনার
সৃষ্টি করা

শুষ্ক মাটি হতে
গন্ধভরা ॥

৩৪. আল্লাহ্ বলেন তারে
শুনে তবে নাও
এখান হতে তুমি
বের হয়ে যাও ॥
বিতাড়িত মোর দ্বারা
হলে নিশ্চয়

৩৫. কিয়ামত তক্ তব
অভিশাপ রয় ॥

৩৬. বলিল সে-দিন প্রভু
অবকাশ দান
সেই দিন তক্ যবে
পুনরুত্থান ॥

৩৭. অবকাশ দিলাম, বলেন
আল্লাহ্ তাকে

৩৮. নির্ধারিত দিন এক
যাহা দেয়া থাকে ॥

৩৯. বলে সে যেমন রব
আপনি মোরে
বিপথে চালিয়ে দিলেন
এমনি করে ॥
আমিও তেমনি তাদের
কুকাজ সবার
শোভনীয় দেখাবো এমন
করে চমৎকার
সন্ধান দেব আমি
ভুল রাস্তার ॥

৪০. তবে শুধু আপনার
মনোনীত যারা
আমার কবল হতে
বেঁচে যাবে তারা ॥

৪১. আল্লাহ্ বলিলেন
আমার কাছে
আসিবার সোজাপথ
একটাই আছে

৪২. সেটা হলো যারা সব
বান্দা আমার
ক্ষমতা তাদের উপর
নেই যে তোমার;
কিন্তু ভুল পথে
রহিয়াছে যারা
তোমাকে মানিয়া চলে
তারা সব ছাড়া ॥

৪৩. দোজখ রহিয়াছে
সেথা নিশ্চয়
তাদের সবার তরে
প্রস্তুত রয় ॥

৪৪. সাতটি দরোজা পথ
রহিয়াছে তার
নির্ধারিত ভাগ আছে
প্রতি দরোজার ॥

রুকু-৪

৪৫. মুমিনেরা নিশ্চয়ই
জান্নাতে রবে
অনেক ঝরনা সেথায়
প্রবাহিত হবে ॥

৪৬. বলা হবে আগমন
করো এখানে
দ্বিধাহীন নিরাপদ
প্রশান্ত প্রাণে ॥

৪৭. বিদ্বেষ যা কিছু তাদের
ছিলো অন্তরে
সবকিছু দেব তাহা
আমি দূর করে ॥
পরস্পর হবে তারা
ভাই যেমনে
মুখোমুখি বসিবে
উচ্চ আসনে ॥

৪৮. ক্লান্তও হবে না তারা
সেখানে গিয়ে
সেথা হতে হবে না
দেয়া তাড়িয়ে ॥

৪৯. বলে দাও যারা সব

বান্দা আমার
আমি তো ক্ষমাশীল ও
দয়ালু যে আর ॥
৫০. এবং আমার যাহা
আজাব হবে
দারুণ যন্ত্রণাদায়ক
সে-সকল রবে ॥
৫১. ইব্রাহিমের কথা
দাও শুনিয়ে
উপস্থিত হলো যারা
মেহ্‌মান গিয়ে ॥
৫২. যখন তার কাছে
গেল আসিয়া
প্রবেশ করিল তাকে
সালাম দিয়া ॥
এই কথা তাহাদের
বলে সে তখন
আতঙ্কিত হই আমি
তোমাদের কারণ ॥
৫৩. আমাদের নিয়ে বলে
কোনো ভয় নাই
শুভ এক সংবাদ
মোরা দিতে চাই
জ্ঞানবান পুত্র হবে
আপনার তাই ॥
৫৪. এমন সংবাদ বলে
দাও আমারে
বার্ধক্য উপনীত
যখন দ্বারে
সুসংবাদ অতএব
বলে কি তারে ?
৫৫. তারা বলে সুখবর
বাস্তব বিষয়ে
সুতরাং যাবেন না
নিরাশ হয়ে ॥
৫৬. রবের দয়ায় বলে
নিরাশ কারা
পথভ্রষ্ট মানব
সেই সব ছাড়া ?
৫৭. বলিল-কি আর কাজ
তোমাদের এখন
আল্লাহ্‌র পাঠানো হে
ফেরেশতাগণ ?
৫৮. তারা বলে- আমরা এক
কওমের প্রতি
প্রেরিত হলাম যাদের
অপরাধ অতি ॥
৫৯. লুত আর পরিবার
তারা নয় তবে
অবশ্যই তাহাদের
রক্ষণ হবে ॥
৬০. কিন্তু তবে তার
স্ত্রীকে নয়
পশ্চাৎলোকের দলে
সে-যে গিয়ে রয় ॥

রুকু-৫

৬১. লুতের গৃহে ফেরেশতারা
গিয়ে পৌঁছিল
৬২. তোমরা পরিচিত নও
লুত বলিল ॥
৬৩. তারা বলে তব কাছে
আনিলাম তাহা
সন্দেহ তারা সব
করিত যাহা ॥
৬৪. সত্য আনিয়াছি মোরা
তোমার কাছে
মোদের সত্য বলার
অভ্যাস আছে ॥
৬৫. সুতরাং নিজে তুমি
পরিবার নিয়ে
রাতের মাঝে তোমরা
পড় বেরিয়ে ॥
পিছনে চলিবে-আগে
সবারে দিয়ে

দেখে না কেহ যেন
পিছনে তাকিয়ে ॥
সেখানে চলে যাও
তোমরা সবাই
যেভাবে নির্দেশ
দেয়া আছে তাই ॥

৬৬. লুতকে জানিয়ে দিলাম
এই বিষয়ে
ভোর হতে যাবে তারা
বিনাশ হয়ে ॥

৬৭. আনন্দে লোকেরা
উপস্থিত হলে

৬৮. এরা মোর অতিথি-লুত
তাদেরে বলে ॥
তোমরা এ-অপমান
করো না আমায়

৬৯. ভয় আরো তোমরা
করো আল্লাহ্‌য়
ইজ্জত নষ্ট মোর
করো না হেথায় ॥

৭০. তারা বলে নিষেধ কি
করিনি তোমাকে
আশ্রয় দুনিয়ার লোক
দিতে যাকে-তাকে ?

৭১. লুত বলে-কিছু যদি
চাও করিতে
আমার কন্যাদের পারো
তোমরা নিতে ॥

৭২. তোমার প্রাণের কসম
দিয়ে তাই বলি
তারা তো রয়েছে নেশায়
মত্ত সকলি ॥

৭৩. সূর্য উদয় হলো
যেই প্রভাতে
পাকড়াও হলো তারা
আওয়াজের সাথে ॥

৭৪. জনপদ উল্টে দিলাম
আমি তারপর
বর্ষণ করিয়ে সেথা
কঙ্কর পাথর ॥

৭৫. চিন্তাশীলের এতে
নিদর্শন আছে

৭৬. সে জায়গা লোকচলা
পথের কাছে

৭৭. নিদর্শন মুমিনের তরে
সেথা রহিয়াছে ॥

৭৮. গহীন বন আয়কার
অধিবাসী যারা
অবশ্যই জালিম সব
ছিল তাহারা ॥

৭৯. প্রতিশোধ নিয়েছি তাদের
মোর বিচারে
উভয় জনপদই খোলা
পথের ধারে ॥

রুকু-৬

৮০. অধিবাসী যারা ছিল
সেই হিজরের
মিথ্যার আরোপ দিলো
তারা রাসুলের ॥

৮১. তাদের জন্য আমার
নিদর্শন ছিল
তবুও মুখ তারা
ফিরিয়ে নিল ॥

৮২. বাসের জন্য সেথা
পাহাড় কাটিত
নিরাপদ বাড়িঘর
নির্মাণ করিত ॥

৮৩. প্রভাতে হানিল এক
বিকট আওয়াজ

৮৪. উপকারে লাগিলো না
তাহাদের কাজ ॥

৮৫. অযথা সৃষ্টি মোর
ইহা সব নয়
আসমান-জমিন আর

মাঝে যাহা রয়
কিয়ামত আসিবে তাহা
জেন নিশ্চয় ॥
তুমিও তাদের সব
ক্ষমা করে দিয়ে
তাদের প্রতি থাকো
উপেক্ষা নিয়ে ॥

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব
স্রষ্টা মহান
রহিয়াছে আরো তাঁর
সবকিছু জ্ঞান ॥

৮৭. দিয়েছি তোমায় আমি
কয়েকটি আয়াত
রহিয়াছে সেইগুলো
সংখ্যায় সাত ॥
বারবার পাঠ করা
হয় যে তাহা
মহান কোরআনও আমি
দিয়েছি যাহা ॥

৮৮. চোখ তুলে দেখো না ওই
বস্তুর দিকে
দিয়েছি তাদের যাহা
কিছু শ্রেণীকে ॥
ভোগ ও বিলাস তারা
করে যাহাতে
দুঃখ পেওনা যেন
তুমি তাহাতে
সদয় হও তুমি
মুমিনের সাথে ॥

৮৯. কেবল বলো আমি
ইহা নিশ্চয়
জানাই তোমাদের
প্রকাশ্য ভয় ॥

৯০. নাজিল ওই বিভক্ত
কারীদের পরে

৯১. কোরআন খণ্ডিত আরো
যারা সব করে ॥

৯২. সুতরাং কসম রহে
পালক যে তোমার
অবশ্যই প্রশ্ন আমি
করিব সবার

৯৩. তারা সব করিত যে
বিষয়ে তাহার ॥

৯৪. অতএব কর তুমি
প্রকাশ্য প্রচার
আদেশ করা হলো
তোমাকে যাহার
মুশরিকে পরোয়া তুমি
করিও না আর ॥

৯৫. আমিই যথেষ্ট এক
রয়েছি তোমার
বিদ্রূপকারীদের
বিরুদ্ধে সবার ॥

৯৬. আল্লাহ্‌র সাথে করে
শরীক যারা
সত্বরই জানিতে কিছু
পারিবে তারা ॥

৯৭. আমি তো জানি যে
তাহা নিশ্চয়
ব্যথিত তাদের কথায়
তোমার হৃদয় ॥

৯৮. প্রশংসা করিয়া যাও
তোমার রবের
শামিল হও আরো
সিজদাকারীদের ॥

৯৯. ততদিন থাকো তুমি
ইবাদত করিতে
যত দিন আসে না মরণ
তোমাকে নিতে ॥

---

১৬. সূরা নাহল
মক্কায় ঃ আয়াত ১২৮
রুকু ১৬

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
আরম্ভ করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুনায় ভরি ॥

রুকু-১

১. হুকুম আসিয়া এখন
গেল আল্লাহ্‌র
তাড়াহুড়া অতএব
করিও না আর;
শরীক করিল তারা
তেনাকে যাহার
তার অনেক উপরে
অবস্থান তাঁর
এবং পবিত্র অধিক
তিনি মহিমার ॥

২. বান্দার মাঝে তিনি
স্বীয় নির্দেশে
কারো প্রতি ইচ্ছা তাঁর
যায় যদি এসে;
ওহী-সহ ফেরেশতা
করিয়া প্রেরণ
এ কারণে সতর্ক সবার
করিতে তখন ॥
আমি ছাড়া আর কোনো
উপাস্য যে নাই
অতএব আমাকে ভয়
কর যে সদাই ॥

৩. নিখুঁত সৃষ্টি তাঁর
জমিন-আসমান
তাদের শরীক থেকে
উর্ধ্বে অবস্থান ॥

৪. মানুষকে সৃষ্টি করেন
শুক্রের দ্বারা
প্রকাশ্য তর্ক তবু
করে তাহারা ॥

৫. চতুষ্পদ প্রাণী তিনি
সৃষ্টি করেন
শীতের বস্ত্র তাতে
তোমাদের দিলেন ॥
আরো তাতে রহিয়াছে
বহু উপকার
কিছু আরো খেয়ে থাকো
তোমরা তাহার ॥

৬. তোমাদের জন্য এতে
শোভা থেকে যায়
চরিয়ে যখন আনো
সন্ধ্যাবেলায় ॥
তোমরা আবার যখন
যাও প্রভাতে
ভূমিতে তাদের নিয়ে
চারণ করাতে ॥

৭. তোমাদের বোঝা এরা
বহন করে
নিয়ে যায় তোমাদের
দুর শহরে ॥
যেখানে পৌঁছিতে
নিজে তোমরা
পারিতে না কখনো
পরিশ্রম ছাড়া ॥
তোমাদের এমন রব
তিনি নিশ্চয়
পরম দয়া তাঁর
কৃপা অতিশয় ॥

৮. সৃষ্টি করেছেন তিনি
গাধা ও ঘোড়া
খচ্চরও যাতে যায়
আরোহন করা ॥
শোভার জন্য রহে
যে সকল আর

তোমরা জানো না আরো
কত কিছু তার ৷৷
৯. একটি সরল পথ
শুধু রয়ে যায়
আল্লাহ্‌র নিকটে গিয়ে
তাহা পৌঁছায়
বক্র পথ কোনো
রয়েছে সেথায় ৷৷
আর যদি ইচ্ছা
হতো আল্লাহ্‌র
সৎপথে চালিত
করিতেন সবার ৷৷

রুকু-২

১০. আকাশ হতে তিনি
পানি বর্ষান
সেই পানি তোমরা
করে থাকো পান ৷৷
উদ্ভিদ জন্ম নেয়
তাহা হইতে
তোমরা যাও সেথা
পশু চরাইতে ৷৷
১১. জন্মান্ এ পানি দিয়ে
শষ্য সকল
জয়তুন খেজুর আঙ্গুর
কত কিছু ফল ৷৷
উহাতেও নিদর্শন
কত কিছু রয়
চিন্তাশীলের তরে
ভাবার বিষয় ৷৷
১২. তোমাদের উপকারে
হলো নিয়োজিত
রাত-দিন, সূর্য-চাঁদ
তাঁর আনিত
তারকারাজিও সব
আছে নিয়ন্ত্রিত ৷৷
নিশ্চয় এতে আছে
বহু নিদর্শন
বুঝিতে পারে যাহা
জ্ঞানবানগণ ৷৷
১৩. তোমাদের জন্য তিনি
দিলেন ছড়িয়ে
পৃথিবীতে বিভিন্ন
বস্তু দিয়ে ৷৷
নিদর্শন রহিয়াছে
তাহাদের তরে
যাহারা এসব নিয়ে
গবেষণা করে ৷৷
১৪. সাগরকে দিলেন তিনি
নিয়োজিত করে
মাছের মাংস খাও
টাট্‌কা ধরে ৷৷
সেথা হতে তুলে আনো
কত অলংকার
মুক্তা-রত্ন যাহা
গায়ে পরিবার ৷৷
পানি চিরে জলযান
চলিতে দেখিয়া
তোমরা সেথায় তাঁর
কৃপা খুঁজিয়া
থাকো যাতে কৃতজ্ঞতা
স্বীকার করিয়া ৷৷
১৫. পর্বত বানালেন ভারী
তিনি পৃথিবীতে
যাতে না তোমাদের নিয়ে
থাকে দুলিতে ৷৷
নদ-নদী বানালেন
চলিতে আরো
কোথাও তোমরা যেন
যাইতে পারো ৷৷
১৬. তৈরি করিলেন তিনি
পথ নির্ণয়ে
হরেক রকমের কত
চিহ্ন দিয়ে
পথের দিশায় তারার

সাহায্য নিয়ে ॥

১৭. তবে কি সৃষ্টি এসব
করিয়াছে যে
এবং যে পারে না কিছু
সৃষ্টি করিতে;
হইতে পারে কি উভয়
একই ধরন
তবুও কি শিক্ষা এতে
করিবে না গ্রহণ ?

১৮. গোনো যদি আল্লাহ্‌র
নেয়ামত যতো
পারিবে না সংখ্যায়
নির্ণয় অতো ॥
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
পরম দয়ালু আছে
তাঁহার হৃদয় ॥

১৯. প্রকাশ করোবা যাহা
রেখেছো গোপন
আল্লাহ্‌র রয়েছে জানা
সবই এমন ॥

২০. যাদের উপাসনা কর
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
সৃষ্টি করিতে কোনো
পারে না যারা
নিজেরাই সৃষ্ট বরং
কাহারও দ্বারা ॥

২১. নির্জীব সবাই তারা
নাই কোন প্রাণ
তাহারা জানে না কবে
পুনরুত্থান ॥

রুকু-৩

২২. একই ইলাহ্ তিনি
উপাস্য তোমাদের
আখেরাতে ঈমান তাই
নাই যাহাদের ॥
সত্য বিমুখ রয়
অন্তর যার
হৃদয়ে তাদের ভরা
আছে অহংকার ॥

২৩. জানা রহে আল্লাহ্‌র
সন্দেহ নাই
প্রকাশ বা গোপন যাহা
করিছে সবাই ॥
নিশ্চয়ই অহংকার
করে যাহারা
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
পায় না তারা ॥

২৪. যখন বলা হয়
তাহাদের কাছে
নাজিল তোমাদের রব
কি করিয়াছে ?
এই কথা তখন তারা
থাকে বলিতে
অতীতের যত কিছু
ভরা কাহিনীতে ॥

২৫ কিয়ামত দিন ফলে
আসিবে যখন
নিজেদের পাপের ভার
করিবে বহন ॥
ভ্রষ্ট করেছে যাদের
নিজ অজ্ঞতায়
তাদের বোঝাও তারা
বহিবে সেথায়
কতই জঘন্য বোঝা
সেটা রয়ে যায় ॥

রুকু-৪

২৬. কুচক্র পূর্বেও তাদের
করেছিল বলে
আল্লাহ্ আঘাত করেন
ভিত্তিমূলে ॥
ইমারত ধ্বসে পড়ে

তাদের মাথায়
আজাব কী করে এলো
ধারণা না পায় ॥
২৭. কিয়ামতে তাদের তিনি
লাঞ্ছনা দিয়ে
তখন বলিবেন এমন
তাদেরে নিয়ে;
কোথায় আমার সেই
শরীকেরা আজ
যাদের নিয়ে তর্ক ছিল
তোমাদের কাজ ?
এই কথা বলিবে তখন
জ্ঞানী যারা রয়
কাফেরের দুর্গতি আছে
আজ অতিশয় ॥
২৮. ফেরেশতা যাদের জান
কবজ করে
জুলুম করে তারা
নিজের উপরে ॥
অতঃপর নিজেকে সে
করে সমর্পণ
কাজ না করিতাম বলে
খারাপ তখন ॥
আল্লাহ্ বলিবেন, কাজ
মন্দ ছিল যত
তোমরা করিতে সব
আমি অবগত ॥
২৯. সুতরাং দোজখেতে
প্রবেশ করে
সেখানে থাকিয়া যাও
চিরকাল ধরে ॥
বস্তুতঃ জঘন্য কত
বড় অতিশয়
অহংকারীদিগের যেথা
বসবাস রয় ॥
৩০. জিজ্ঞাসা করা হবে
মুমিনের কাছে
নাজিল তোমাদের রব
কী করিয়াছে ?
উত্তর তখন তারা
করিবে প্রদান
রবের নাজিল ছিল
মহাকল্যাণ ॥
সৎকর্ম রবে
যাহাদের সাথে
কল্যাণ তাদের সব
হবে দুনিয়াতে
উত্তম আবাস হবে
আরো আখেরাতে ॥
আবাসের জায়গা সেটা
বড় চমৎকার
মুমিনের স্থান হবে
যাহা থাকিবার ॥
৩১. স্থায়ী জান্নাতে তারা
চিরকাল রবে
পাদদেশে নহর যেথা
প্রবাহিত হবে ॥
তাহারা কামনা তথায়
করিবে যাহা
তাদের জন্য মজুদ
থাকিবে তাহা ॥
আল্লাহ্র প্রতিদান
এমনই পাবে
মুমিন যারা সব
জান্নাতে যাবে ॥
৩২. পবিত্র অবস্থায়
থাকে যাহারা
জান কবজ কালে
ফেরেশতারা;
বলিতে থাকিবে শুধু
তাহারা এমন
তোমাদের উপরে শান্তি
হোক বর্ষণ ॥
তোমরা যা করিতে
তার প্রতিদান
জান্নাতে প্রবেশ কর

আনন্দিত প্রান ॥
৩৩. তারা সব ইহারই কি
অপেক্ষায় আছে
প্রেরিত ফেরেশতারা
আসিবে কাছে ?
তাদের অতীতেও লোক
এসেছিল যত
একইরূপ করে তারা
ইহাদেরই মত ॥
অবিচার ছিল না কোনো
সেথা আল্লাহ্‌র
নিজেদেরই প্রতি তারা
করে অত্যাচার ॥
৩৪. তাদের উপরে তখন
পড়িল এসে
তাদেরই খারাপ কাজের
ফল অবশেষে ॥
যাহা নিয়ে উপহাস
করিত তারা
বেষ্টিত হয়ে গেল
তাহারই দ্বারা ॥

রুকু-৫

৩৫. মুশরিক বলিবে এমন
যদি আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা তখন শুধু
হতো যে তাঁহার;
পূর্বপুরুষ আর
আমরাও তখন
দিতাম না কোনো কিছু
ইবাদতে মন;
একমাত্র শুধু
তাঁহাকে ছাড়া
কুকর্ম হতো না কোনো
আমাদের দ্বারা ॥
আরো তাঁর আদেশ ছাড়া
বস্তু কোনো
হারাম করিতাম না
মোরা কখনো ॥
এরূপই করেছিল
তখন তারা
তাদের অতীত লোক
ছিল যাহারা ॥
রাসুলের দায়িত্ব শুধু
তাহাই আছে
পৌঁছানো স্বচ্ছ বাণী
তাহাদের কাছে ॥
৩৬. প্রতিটি উম্মত মাঝেই
রাসুল আমার
পাঠিয়েছি তাদের সেথা
করিতে প্রচার ॥
ইবাদত তোমরা সবাই
কর আল্লাহ্‌কে
তাগুত হতে যেন
দূরে সরে থাকে ॥
আল্লাহ্‌র হেদায়েত কিছু
তারা সব পেল
আর কিছু তাহারা
বিপথে গেল ॥
তোমরা পৃথিবীতে
করিয়া ভ্রমণ
মিথ্যারোপকারীদের দেখ
পরিণাম কেমন ॥
৩৭. হেদায়েত করিতে তোমার
ইচ্ছা যদি হয়
তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র
হেদায়েত নয় ॥
বিপথগামী তিনি
করেন যাদের
সাহায্যকারী নাই
কেউ তাহাদের ॥
৩৮. আল্লাহ্‌র নামে তারা
শপথ করে
জীবিত হবে না কেউ
মৃত্যুর পরে ॥

অবশ্যই মানুষ কেহ
যদি মারা যায়
জীবিত করিবেন তিনি
তাকে পুনরায় ॥
এই ওয়াদা আল্লাহ্‌র
পালনীয় রয়
অধিক মানুষেরই
তাহা জানা নয় ॥

৩৯. পুনরায় জীবিত তিনি
এ জন্য করিবেন
মতের অমিল যাহা
মিটিয়ে দিবেন ॥
এবং কুফরি সবাই
করেছিল যারা
জানিবে মিথ্যাবাদী
ছিল তাহারা ॥

৪০. যখন ইচ্ছা করি
কিছু করিবার
হয়ে যাও এইকথা
যথেষ্ট আমার ॥

রুকু-৬

৪১. নির্যাতিত হলো যারা
আল্লাহ্‌র কারণে
গৃহত্যাগ করেছে সব
যারা সেইক্ষণে ॥
বাসের জায়গা দেব
ভালো দুনিয়াতে
প্রতিদানও সেরা তারা
পাবে আখেরাতে
হায় যদি জানিত
তারা এইসাথে ॥

৪২. ধৈর্য্য ধারণ তারা
করিয়া থাকে
তাদের রবের পরে
ভরসাও রাখে ॥

৪৩. ওহী সব পাঠিয়েছি
পূর্বেও মানব
জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে
শোনো সেইসব ॥

৪৪. নির্দেশ ও কিতাবসহ
করেছি প্রেরণ
পূর্বেও পাঠিয়েছি
তাদের যেমন
তোমাকেও কোরআন
দিলাম তেমন ॥
মানুষকে যাতে তুমি
বোঝাতে পারো
তাদের তরে নাজিল যাহা
হয়েছে আরো
সেটা নিয়ে চিন্তাও
করে যেন তারা
নাজিল হয়েছে যাহা
সেই বাণী দ্বারা ॥

৪৫. কুচক্রকারীরা কি
করে না-সে ভয়
নিশ্চিত হয়ে তারা
যেইভাবে রয় ॥
ভূ-গর্ভে বিলীন করে
আল্লাহ্ তাদের
দিবেন না কখনো তাই
জানে কি তা ফের ?
অথবা তাদের কি এ
ধারণাও নাই
কোন পথে শাস্তি তাদের
এসে যাবে তাই ?

৪৬. অথবা কখনো তারা
পথ চলিতে
পাকড়াও হয়ে যাবে
হঠাৎ চকিতে ?
পারিবে না তথায় কোনো
বাধা তারা দিতে ॥

৪৭. অথবা তাদেরকে তিনি
ভীত করিয়া
আতঙ্ক দিয়ে আরো

নিবেন ধরিয়া ?
তোমাদের রবের আছে
কৃপা নিশ্চয়
এবং আরো তিনি
পরম দয়াময় ৷৷

৪৮. দেখ নাকি সৃষ্টি সকল
তারা আল্লাহ্‌র
ডান-বামে ছায়া পড়ে
বস্তু যাহার ৷৷
আল্লাহ্‌র প্রতি তারা
বিনয়তা ভরে
কিভাবে সকল সময়
সিজ্‌দা করে ?

৪৯. আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে
সারা আসমানে
পৃথিবীর প্রাণীকূল
যাহা সেখানে ৷৷
সিজ্‌দা ফেরেশতারাও
করে যে তাঁহার
এবং করে না তারা
কোনো অহংকার ৷৷

৫০. পরাক্রমী রবের তারা
করে চলে ভয়
তারা করে কাজ যাহা
আদেশ করা হয় ৷৷

রুকু-৭

৫১. আল্লাহ্‌ বলিলেন আরো
করো না গ্রহণ
কখনো তোমরা যেন
উপাস্য দু'জন ৷৷
উপাস্য মাত্র শুধু
একজনই হয়
অতএব তোমরা মোরে
করে চল ভয় ৷৷

৫২. আসমান ও জমিন মাঝে
যত কিছু আর
সকল কিছুরই রহে
মালিকানা যাঁর
চিরায়ত ইবাদতও
প্রাপ্য তাঁহার ৷৷
ইহার পরেও কি
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
তোমাদের উচিত আর
কারো ভয় করা ?

৫৩. বস্তুতঃ সকল যাহা
তোমাদের কাছে
আল্লাহ্‌র তরফ হতে
নেয়ামত আছে ৷৷
দুঃখ-কষ্টে যখন
হও পতিত
তাঁরই নিকটে হও
ক্রন্দনরত ৷৷

৫৪. আল্লাহ্‌ কষ্ট দূর
করিলে পরে
একদল তাঁর সাথে
শরীক করে

৫৫. আমার অবদান না
মানিবার তরে ৷৷
অতএব কিছুদিন
ভোগ করে নাও
অচিরেই জানিতে
পারিবে সেটাও ৷৷

৫৬. তাদেরে দেয়া মোর
জিনিস থেকে
একটি অংশ দেয়
নির্ধারিত রেখে ৷৷
যাদের জন্য তারা
রাখে না যাহাই
যদিও তাদের নিয়ে
কিছু জানা নাই ৷৷
অপবাদ যাহাই করো
উদ্ভাবিত
আল্লাহ্‌র কসম হবে
জিজ্ঞাসিত ৷৷

৫৭. আল্লাহ্‌র কন্যা তারা
নির্ধারণ করে
পবিত্র মহিমায় তিনি
ওসবের উপরে ॥
অন্তরে তাদের রহে
কামনা যাহা
স্থির নিজেদের তরে
করে সব তাহা ॥

৫৮. হয় যদি তাদেরে
সংবাদ প্রদান
তার উপর হয় যদি
নারী সন্তান;
চেহারা তখন তার
মলিন থাকে
মনের মধ্যে ক্রোধ
চেপে সে রাখে ॥

৫৯. শুভ সেই সংবাদ সে
পেয়ে লজ্জায়
নিজের লোক থেকে
পালিয়ে বেড়ায় ॥
অপমান সহ্য করে
জীবিত রাখিবে
নাকি-সে মাটিতে
পুঁতিয়া দিবে ?
জেনে রাখ তাদের যে
ফয়সালা হয়
কত বড় জঘন্য
কাজ সেটা রয় ॥

৬০. রাখে না আখেরাতে
ঈমান যারা
জঘন্য প্রকৃতির যত
লোক তাহারা ॥
আল্লাহ্‌র রয়েছে মহৎ
যত গুণাবলী
হেকমতওয়ালা তিনি
পরাক্রমশালী ॥

রুকু-৮

৬১. আল্লাহ্‌র দ্বারা যদি
মানুষ যত
জুলুমের কারণে সব
পাকড়াও হতো ॥
ভূ-পৃষ্ঠে চলমান
আছে যা সবাই
কোন কিছু তাঁর থেকে
পেত না রেহাই ॥
কিন্তু তাঁর এক
প্রতিশ্রুত সময়
তাদের জন্য যাহা
অবকাশ রয় ॥
নির্ধারিত সময় যখন
পরে অবশেষে
সঠিক মূহুর্ত্ত পরে
যাবে তাহা এসে ॥
পারিবে না লহমা এক
বিলম্ব করা
অথবা করিতে কেহ
পারিবে না ত্বরা ॥

৬২. নিজেদের জন্য যাহা
পছন্দ নয়
পছন্দ আল্লাহ্‌র তরে
তাহাদের রয় ॥
জিহ্বা মিথ্যা তাদের
বর্ণনা করে
কল্যাণ রয়েছে বলে
তাহাদের তরে ॥
তাদেরই জন্য আছে
দোজখ ধরা
প্রথমেই সেখানে হবে
নিক্ষেপ করা ॥

৬৩. আল্লাহ্‌র কসম করে
বলি যে তোমার
আগেও অনেক আরো
জাতি ছিল যার
রাসুল প্রেরণ সেথা

করেছি আমার ॥
নিজেদের দৃষ্টিতে শুধু
তারা দেখিত
তাদের কর্ম বড়ই
আছে সুশোভিত ॥
শয়তান তাদের যাহা
দেখিয়েছিল
সেই আজ তাহাদের
প্রভু বনিল
শাস্তি তাদের তরে
ধরা রহিল ॥

৬৪. তোমাকে নাজিল মোর
যাহা কিতাবে
এজন্য যাতে তুমি
পরিষ্কারভাবে
মতভেদ যারা করে
তাদের বোঝাবে ॥
মুমিন লোকদের তরে
এতে নিশ্চয়
হেদায়েত ও রহমত
তাহাদের রয় ॥

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ হতে
পানি বর্ষান
প্রাণহীন জমিন তিনি
জীবিত করান ॥
নিদর্শন আছে এতে
তাহাদের তরে
বলিলে কথা যারা
শ্রবণ করে ॥

রুকু-৯

৬৬. চতুষ্পদ প্রাণীর মাঝে
আছে নিশ্চয়
তোমাদের জন্য বড়ই
শিক্ষার বিষয় ॥
উপাদেয় দুধ পান
করাই তোমাদের
তাদের উদর হতে
করে আমি বের
নিঃসৃত যাহা রয়
রক্ত ও গোবরের ॥

৬৭. আঙ্গুর ও খেজুর হতে
তৈরি যে আর
মাদক দ্রব্য আরো
উত্তম খাবার ॥
এইসবে অবশ্যই
নিদর্শন আছে
বুদ্ধিমান লোক যারা
তাহাদের কাছে ॥

৬৮. তব রব আদেশ দেন
মৌমাছিদেরে
মৌচাক বানাও সব
গাছে-পাহাড়ে
চাল উঁচু আছে যেথা
মানুষের ঘরে ॥

৬৯. শোষণ করে নাও
নানা ফল হতে
এবং চল নিজ
রবের পথে ॥
রঙিন পানীয় আসে
পেট থেকে তার
মানুষের জন্য যাহা
রোগের প্রতিকার
নিদর্শন রয়েছে এতে
যারা ভাবনার ॥

৭০. তোমাদেরে আল্লাহ্
সৃষ্টি করেছেন
তিনিই তোমাদের
মরণ দিবেন ॥
তোমাদের মাঝে কেহ
উপনীত হবে
জ্বরা-ব্যাধি বয়সে
কর্মহীন রবে
যা কিছু জানিত সে
ভুলিবে সবে ॥

সকল কিছুতেই আছে
আল্লাহ্‌র জ্ঞান
আরো তিনি রয়েছেন
মহা-শক্তিমান ॥

রুকু-১০

৭১. প্রাধান্য দিয়েছেন
আল্লাহ্‌ আরো
পার্থিব বস্তু সকল
বেশি কাহারো ॥
সুতরাং প্রাধান্য দেয়া
হয়েছে যাদের
দাস-দাসী আছে যারা
অধীনে তাদের ॥
এমন কিছু দিতে তারা
সম্মত নয়
সবাই তাহাতে যদি
সমমান হয় ॥
সেকারণে তাহারা কি
তবে আল্লাহ্‌র
নেয়ামতে করিবে এমন
তাই অস্বীকার ?
৭২. আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি আরো
করেছেন জোড়া
তোমাদেরই মধ্য থেকে
হয়েছে তারা ॥
পুত্র ও পৌত্র পেলে
তোমরা যুগল
দানিলেন উত্তম আরো
বস্তু সকল ॥
অতএব তারা কি সব
মিথ্যা বিষয়ে
থাকিবে অলীক যত
বিশ্বাস লয়ে ?
এবং তারা সব
আল্লাহ্‌র নেয়ামতে
না শোকর করিবে
তাহা সব হতে ?
৭৩. তবে কি তারা সব
আল্লাহ্‌ ছাড়া
এমন কিছু উপাসনা
করিবে তারা
আসমান ও জমিন হতে
রিজিক যাহারা;
সামর্থ্য রাখেনা কোনো
কিছুই তারা দিতে
সক্ষমও নয় আরো
কিছু করিতে ?
৭৪. অতএব তোমরা
আল্লাহ্‌র কোনো
অনুরূপ কাহাকেও
গোড়ো না যেন ॥
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আরো
জানেন যাহা
তোমরা সেসব কিছুই
জানো না তাহা ॥
৭৫. উপমা রয়েছে আরো
তাহা আল্লাহ্‌র
একটি ক্রীতদাস শুধু
রয়েছে যাহার
প্রভুর কিছুতে নাই
যার অধিকার ॥
এমন আরো এক
ব্যক্তি থাকে
প্রচুর রিজিক দান
কারিয়াছি যাকে ॥
তাহা হতে ব্যয় করে
খুশি ভরা মনে
যাহা কিছু রয় তার
প্রকাশ্য গোপনে ॥
সমান হতে কি পারে
কভু তাহারা
এরকম দুইজন
লোক যাহারা ?
সব কিছু প্রশংসা

আল্লাহ্‌রই হয়
কিন্তু অধিক লোকের
তাহা জানা নয় ॥

৭৬. আল্লাহ্‌র আরো এক
উপমা এমন
দু'জনের মাঝে লোক
বোবা একজন ॥
কোনই কর্ম সে-যে
পারে না করিতে
থাকে সে মনিবের
গলায় ঝুলিতে ॥
মনিব যেখানেই
পাঠায় তারে
ভালো কোনো কিছু সে
করিতে না পারে ॥
সমান সে কি কভূ
হয় যে তাহার
ন্যায়আদেশ সোজাপথ
রয়েছে যাহার ?

রুকু-১১

৭৭. আসমান ও জমীনের
গোপন বিষয়
যাবতীয় জ্ঞান সবই
আল্লাহ্‌র রয় ॥
কিয়ামত আসিবে চোখের
পলকের মতো
অথবা ঘটিয়া যাবে
তার চেয়ে দ্রুত ॥
অবশ্যই আল্লাহ্ এমন
তিনি নিশ্চয়
সবচেয়ে শক্তিমান
সকল বিষয় ॥

৭৮. মায়ের গর্ভ হতে
আল্লাহ্ তোমাদের
জানিতে না কিছুই যখন
করেছেন বের ॥
চোখ-কান দিলেন তিনি
হৃদয় আরো
তোমরা যেন তাঁর
শোকর করো ॥

৭৯. উড়ন্ত পাখিদের কি
দেখ না আকাশে
কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে
তাহারা ভাসে ?
আগ্‌লে রাখে না কেউ
আল্লাহ্ ছাড়া
নিদর্শন তাদের তরে
মুমীন যারা ॥

৮০. আল্লাহ্ দিয়েছেন
করে তোমাদের
গৃহকে সবারই
জায়গা বাসের ॥
পশুর চামড়া দিয়ে
তাঁবু আরো করে
ব্যবহার তোমরা যাতে
কর সফরে ॥
ভেড়ার পশম আর
উট চুল দিয়ে
ছাগল লোমের আরো
সামগ্রী করিয়ে;
কিছুদিন তোমাদের
ব্যবহার করিতে
প্রয়োজন যে সকল
সেইগুলি নিতে ॥

৮১. আল্লাহ্ দিলেন আরো
সৃষ্টি করিয়া
তোমাদের জন্য সেথা
বীথিছায়া দিয়া ॥
পাহাড়ও করেছেন
দিতে আশ্রয়
উত্তাপে রক্ষা পেতে
বস্ত্রও রয়
বিপদ হতে আরো
রক্ষাও হয় ॥

এভাবেই পূর্ণতা
তিনি যে ঘটান
নিজের অনুগ্রহ
করিয়া প্রদান
তোমরা হও যাতে
সমর্পিত প্রাণ ॥

৮২. যদি দেখ তাদের মুখ
ফিরিয়ে নেয়া
তোমার কাজ বাণী
পৌঁছে দেয়া ॥

৮৩. নেয়ামত চেনে তারা
সব আল্লাহ্‌র
তবুও তারা শুধু
করে অস্বীকার
অধিকেই কাফের যারা
রহিয়াছে তার ॥

রুকু-১২

৮৪. স্বাক্ষী যেদিন নেব
উম্মত হতে
অনুমতি পাবে না সেথা
তারা কোনোমতে ॥
তওবা কবুল কোনো
হবে না তাদের
ওইসব লোকেরা
যাহারা কাফের ॥

৮৫. জালিমেরা আজাব সেথা
দেখিবে যখন
আজাব কমানো কভু
হবে না তখন
অবকাশ রবে না তাদের
ওই লোকজন ॥

৮৬. মুশ্‌রিক দেখিবে যখন
সেথা উহাদের
করেছিল আল্লাহ্‌র তারা
শরীক যাদের;
বলিবে এমন তারা
হে মোদের রব
উপাস্য মোদের ছিল
উহারাই সব ॥
করিতাম তাদের পূজা
আপনাকে ছেড়ে
তখন উহারা সব
বলিবে তাদেরে
তোমরা তো মিথ্যাবাদী
মিথ্যার পরে ॥

৮৭. আল্লাহ্‌তে সেদিন হবে
সমর্পিত
এবং যাহা তারা
অপবাদ দিত
সেদিন সবাই হবে
তারা বিস্মৃত ॥

৮৮. যেইসব লোক সেথা
কাফের রয়েছে
আল্লাহ্‌র পথে যারা
বাধা হয়েছে;
আজাব বাড়িয়ে দেব
আজাবের দ্বারা
কেননা অশান্তি সব
করিত তারা ॥

৮৯. একজন স্বাক্ষীকে দাঁড়
করাবো লয়ে
প্রতিটি উম্মত মাঝে
তাদের বিষয়ে ॥
তাদেরই বিপক্ষে তখন
তাহারা হবে
তুমিও সেখানে আরো
স্বাক্ষী রবে ॥
তোমার কাছে যে কিতাব
নাজিল রয়
ব্যখ্যা রয়েছে তাতে
সকল বিষয় ॥
হেদায়েত ও রহমত
যাহাতে ছিল
মুসলিমদিগের যাহা

সুখবর দিল ॥

রুকু-১৩

৯০. আল্লাহ্ বলেন হতে
ন্যায়পরায়ণ
সবার সাথে করিতে
সৎ আচরণ ॥
আত্মীয়-স্বজনে দান
করিতে বলেন
অশ্লীলতা করিতে
নিষেধ করেন ॥
অসঙ্গত কাজেও
বাধা আছে তাঁর
অবাধ্য হতেও বারণ
রহিয়াছে আর ॥
তোমাদের প্রতি তাঁর
উপদেশ এমন
তোমরা কর যাতে
শিক্ষা গ্রহণ ॥

৯১. আল্লাহ্র নামে যদি
কর অঙ্গীকার
অবশ্যই পূর্ণ সবই
করিবে তাহার ॥
আল্লাহ্কে জামিন করে
কসম যাহা
তোমরা ভঙ্গ কভু
করো না তাহা ॥
করে থাকো তোমরা
যাহা নিশ্চয়
সবকিছু আল্লাহ্র
গোচরেই রয় ॥

৯২. হয়ো না তোমরা ওই
নারীর মতো
শ্রমের পাকানো সব
সুতা তার যতো ॥
টুক্‌রো করে ফেলিল
পাক খুলিয়া
এবং সে ফেলে দিল
ছিঁড়িয়া দিয়া ॥
একদল লাভবান
হইবার তরে
নিজেদের কসম তারা
ব্যবহার করে ॥
প্রবঞ্চনা একে করে
অপরে সেথায়
একেরই অধিক শুধু
লাভ হয়ে যায় ॥
তোমাদের পরীক্ষা ইহা
আল্লাহ্র হতে
প্রকাশ করিবেন তিনি
রোজ কিয়ামতে
তোমরা লিপ্ত ছিলে
যেই কলহতে ॥

৯৩. চাইতেন আল্লাহ্ যদি
সেথা তোমাদেরে
সবাইকে দিতেন তিনি
এক জাতি করে ॥
যাহাকে ইচ্ছা হলে
গোমরাহ্ করান
ইচ্ছায় করেন তিনি
হেদায়েত দান ॥
অবশ্যই জিজ্ঞাসিত
তোমরা হবে
সেইসব বিষয়ে যাহা
কৃতকাজ রবে ॥

৯৪. পরস্পরে প্রবঞ্চনা
করিতে কোনো
কসমের ব্যবহার
করিও না যেন ॥
তেমন করিলে পা
ফস্‌কে যাবে
প্রতিষ্ঠিত ছিল যাহা
কঠিনভাবে ॥
আল্লাহ্র পথে হলে
বাধার কারণ

কঠিন শাস্তি পেতে
হবে যে তখন ॥

৯৫. আল্লাহ্‌র সাথে যদি
কর অঙ্গীকার
সামান্য বিনিময়
নিও না তাহার ॥
নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে
রয়েছে যাহা
জানিতে যদি কত
উত্তম তাহা ॥

৯৬. তোমাদের সবই যাবে
নিঃশেষ হয়ে
আল্লাহ্‌র কাছে যাবে
চিরস্থায়ী রয়ে ॥
অবশ্যই যারা করে
ধৈর্য্য-ধারণ
উত্তম প্রতিদান তার
দেব যে তখন ॥

৯৭. নারী ও পুরুষ যারা
সৎকাজ করে
তাদের জীবনে দেব
প্রশান্তি ভরে ॥
যেমন কর্ম তারা
গেল করিয়া
উত্তম প্রতিদান দেব
পুরস্কার দিয়া ॥

৯৮. কোরআন পাঠ তাই
করিবে যখন
বিতাড়িত শয়তান
হইতে তখন
আল্লাহ্‌র আশ্রয় সেথা
করিও গ্রহণ ॥

৯৯. নিশ্চয়ই ক্ষমতা নাই
তার সেখানে
তাদের উপরে যারা
ঈমান আনে
এবং ভরসা যাদের
রবের পানে ॥

১০০. তাহার ক্ষমতা কেবল
তাদের উপরে
রক্ষক হিসেবে তাকে
যারা মনে করে
আল্লাহ্‌র শরীক আর
কাহারও ধরে ॥

রুকু-১৪

১০১. আয়াত যখন কোনো
দেই বদ্‌লে
অন্য আয়াত আনি
তার স্থলে
আল্লাহ্‌র ভালোই জানা
নাজিল হলে ॥
কাফেরেরা এমন বলে
তাহা শুনিয়া
আপনি বলেন কথা
নিজে বানাইয়া ॥
বরং বেশির ভাগই
আছে যাহারা
যাহার কোন কিছু
বোঝে না তারা ॥

১০২. বলো যে তোমার রবের
কাছ হতে নিয়া
ফেরেশতা এনেছে কোরআন
সাথে করিয়া ॥
মুমিন সবারে তিনি
প্রতিষ্ঠা করিতে
মুসলিমদিগের শুভ
সংবাদ দিতে ॥

১০৩. অবশ্যই আমি জানি
বলে যে এমন
তারা বলে শেখায় তাকে
তাহা একজন ॥
ইশারা যার প্রতি
তাহাদের রয়
তাহলে তো আরবি

তার ভাষা নয় ॥
ইঙ্গিতে তারা সব
যা বলিতে চায়
অথচ কোরআন নাজিল
আরবি ভাষায় ॥

১০৪. আল্লাহ্‌র আয়াতে ঈমান
আনে না যারা
হেদায়েত আল্লাহ্‌র
পায় না তারা
আজাব রয়েছে তাদের
যন্ত্রণা দ্বারা ॥

১০৫. মিথ্যা রচনাকারী
শুধু তাহারাই
আল্লাহ্‌র নিদর্শনে যার
বিশ্বাস নাই
প্রকৃত মিথ্যাবাদী
তাহারা সবাই ॥

১০৬. ঈমান কেহ যদি
আনিবার পরে
আল্লাহ্‌র সাথে কভু
কুফরি করে;
কুফরির জন্য মন
খুলে রাখে তবে
আল্লাহ্‌র গজব তার
আপতিত হবে
তার জন্য মহা
শাস্তি রবে ॥
জবরদস্তি যদি
কারো পরে হয়
অথচ সে বিশ্বাসে
অটল রয়
তাহলে উহাদের
ভিতরে সে নয় ॥

১০৭. ইহারই জন্য শুধু
পার্থিব জীবন
প্রাধান্য দিয়েছে তারা
আরো সে কারণ ॥
কাফের রয়েছে সব
লোকজন যারা
আল্লাহ্‌র দেখানো পথ
পায় না তারা ॥

১০৮. ইহারাই তাহারা
যাদের অন্তর
তাদের চোখ আর
কানের উপর;
আল্লাহ্‌ দিয়াছেন
মারিয়া মোহর
গাফেল প্রকৃত এরা
রয় বেখবর ॥

১০৯. এই ব্যাপারে কোনো
সন্দেহ নাই
আখেরাতে ক্ষতির মাঝে
রবে ইহারাই ॥

১১০. দেশত্যাগ করেছে যারা
কষ্টের পরে
জেহাদ করেছে আরো
ধৈর্য্য ধরে ॥
এসবের পরে তব
প্রভু নিশ্চয়
তাদের প্রতি দয়া ও
ক্ষমা তাঁর রয় ॥

রুকু-১৫

১১১. প্রতিটি ব্যক্তি আরো
সেইদিন তথা
নিজের পক্ষে যত
বলিবে কথা ॥
কর্মের ফল দেয়া
হবে যে সবার
হবে না তাদের প্রতি
কোনো অবিচার ॥

১১২. আল্লাহ্‌র বর্ণনা রহে
এক জনপদ
উপদ্রব ছিল না যেথা
ছিল নিরাপদ ॥

প্রতিটি জায়গা হতে
আসিত তাদের
প্রচুর বস্তু সকল
জীবন ধারণের ॥
অতঃপর তথাকার
বাসিন্দারা
না-শোকর আল্লাহ্‌র
করিল তারা ॥
আল্লাহ্ তাদের কৃত
কর্মের কারণে
বাধ্য করান তাদের
স্বাদ গ্রহণে
ক্ষুধা ও ভীতির দ্বারা
হলো সেই ক্ষণে ॥

১১৩. তাদেরই মধ্য হতে
রাসুল আসিল
কিন্তু তাকে তারা
অস্বীকার করিল ॥
আজাবের কাছে ফলে
পড়িল ধরা
নিশ্চিত ছিল সব
পাপাচারী ওরা ॥

১১৪. তোমরা খাও সেই
জিনিস তাহা
আল্লাহ্ হালাল করে
দিয়াছেন যাহা ॥
শোকর কর আল্লাহ্‌র
যাহা নেয়ামত
আর শুধু করে চল
তাঁর ইবাদত ॥

১১৫. আল্লাহ্ হারাম করেন
আরো তোমাদের
মৃত প্রাণী, রক্ত আর
মাংস শূকরের ॥
জবাই করা জন্তু কোনো
আল্লাহ্ ব্যতীত
আর কারো নামে যাহা
উৎসর্গীকৃত ॥
তবে যদি কেউ তাহা
হয়ে নিরুপায়
সীমানার লঙ্ঘন
না করিয়া খায়
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও
দয়ালু সেথায় ॥

১১৬. তোমাদের মুখ হতে
মিথ্যা বেরিয়ে
আল্লাহ্‌কে যেমন বলো
অপবাদ দিয়ে
কোনোটা হালাল বা
হারাম নিয়ে ॥
মিথ্যার আরোপ করে
আল্লাহ্‌তে যারা
কখনো সফলকাম
হবে না তারা ॥

১১৭. নিক্ তারা কিছুদিন
সুখভোগ করে
আজাব যন্ত্রণা ভরা
রয়েছে পরে ॥

১১৮. ইহুদির জন্য ছিল
হারাম যাহা
উল্লেখ করেছি তোমায়
আগেই তাহা ॥
জুলুম করিনি কোনো
তাহাদের প্রতি
নিজেদেরই উপরে করে
জুলুম অতি ॥

১১৯. পাপ কাজ করে যারা
না-জানিয়া
শোধন হয় নিজে
তওবা দিয়া ॥
নিশ্চয় তোমার রব
এসবের পরে
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
তাহাদের তরে ॥

রুকু-১৬

১২০. ইব্রাহিম ছিল সে
এক কওমের
একটি প্রতীক ছিল
সে তাহাদের ॥
সবকিছু থেকে রাখে
মুখ ফিরিয়ে
এক আল্লাহ্‌তে থাকে
বাধ্যতা নিয়ে
মুশরিক মাঝে কভু
ছিল না গিয়ে ॥

১২১. শোকর করিত সে
তাঁর নেয়ামতে
মনোনীত ছিল আরো
আল্লাহ্ হতে
চালিয়েছিলেন তাকে
সঠিক পথে ॥

১২২. কল্যাণ দিয়েছি আমি
তাকে দুনিয়াতে
নেককারীদের মাঝে
রবে আখেরাতে ॥

১২৩. তোমাকে ওহী আমি
করেছি প্রেরণ
ইব্রাহিমের দ্বীন
কর যে গ্রহণ
নিষ্ঠাবান লোক সে
ছিল একজন
শেরেকীতে কখনও
ছিল না তখন ॥

১২৪. শনিবার দিন তারা
করিতে পালন
মতভেদ করিত বলে
তাহার কারণ ॥
ফয়সালা দিবেন রব
রোজ-কিয়ামতে
মতভেদ করিত তারা
সেইসব হতে ॥

১২৫. মানুষ আহ্বান কর
জ্ঞানের কথা দিয়ে
রবের পথে আনো
উপদেশ শুনিয়ে ॥
বিতর্ক কর সেথা
উত্তম পথে
সুষম পন্থায় কর
তাহাদের সাথে ॥
নিশ্চই তোমার রব
ভালোভাবে জানে
পথভ্রষ্ট হলো
কে সেখানে
কারা চলে সরল ও
সঠিকের পানে ॥

১২৬. প্রতিশোধ যদি কর
তোমরা গ্রহণ
যতটুকু নিপীড়িত
হয়েছো তখন
কিন্তু যদি কর
ধৈর্য্য ধারণ
সবরকারীদের ইহা
উত্তম পণ ॥

১২৭. উচিত তোমার থাকা
সবর করে
এ কারণে ধৈর্য্য তোমার
আল্লাহ্‌রই তরে ॥
দুঃখ করো না তুমি
তাদের কারণে
কুচক্রের কথা কিছু
আনিও না মনে
মন ছোট করিও না
যেন কোনোক্ষণে ॥

১২৮. আল্লাহ্ তাহাদের
সাথে নিশ্চয়
মুমিন আর যারা
সৎপথে রয় ॥

১৭. সূরা বণী ইস্‌রাইল
মক্কায় ঃ আয়াত ১১১ ঃ
রুকু ১২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করি আমি
দয়া ও করুনাভরা
অন্তর্যামী ॥

রুকু-১

১. পবিত্র সত্ত্বা তিনি
ভরা মহিমায়
স্বীয় বান্দাকে যিনি
রাত্রিবেলায়;
মসজিদ হারাম হতে
ভ্রমণ করালেন
মসজিদে আক্‌সায়
নিয়া গিয়াছেন ॥
চারিদিকে বরকত যেথা
করিয়াছি দান
সবকিছু রহে সেথা
প্রচুর পরিমাণ ॥
কুদরত কিছু আমি
দেখাই তাকে
সবকিছু শোনেন তিনি
সব দেখা থাকে ॥

২. মুসাকে পাঠিয়েছিলাম
কিতাব দিয়ে
ইসরাইলির তরে
হেদায়েত নিয়ে ॥
আদেশ দিয়েছি আরো
আমাকে ছাড়া
কাহারও মান্য যেন
করে না তারা ॥

৩. তোমরা হলে সব
সন্তান তাদের
নূহুর নৌকায় তুলে
নিয়েছি যাদের
শোকরকারী ছিল সে
বান্দাদিগের ॥

৪. ইসরাইলিদেরে
কিতাব দিয়ে
তাদের দিলাম আরো
তাহা জানিয়ে;
ফ্যাসাদ দুনিয়াতে
বাধাবে দুবার
তার সাথে করিবে
বড় স্বেচ্ছাচার ॥

৫. প্রতিশ্রুত সময় এলো
প্রথমবারে
পাঠালাম শক্তিশালী
বান্দাদেরে ॥
হলো তারা তোমাদের
বিরুদ্ধে প্রেরিত
আমার তরফ হতে
যোদ্ধা যত ॥
ঘরে ঘরে ঢুকে তারা
ধ্বংস করিল
এই ওয়াদা কার্যকরী
হওয়ারই ছিল ॥

৬. অতঃপর আমি সেথা
তোমাদের তরে
তাদের পালা দেই
বদল করে ॥
সাহায্য তোমাদেরে
আমি করিলাম
সম্পদ-ধন আর
পুত্র দিলাম ॥
বাড়িয়ে দিলাম আরো
জনসংখ্যায়
তোমাদের বাহিনী যেন
বড় হয়ে যায় ॥

৭. ভালো কাজ কর যদি

নিজেদেরই রয়
মন্দ কাজ করিলেও
তোমাদেরই হয় ॥
প্রতিশ্রুত সময় এলা
দ্বিতীয় যে বার
প্রেরণ করিলাম
সেই বান্দার ॥
তোমাদের চেহারা যেন
বিকৃত করে
যেমন মসজিদে ঢুকে
প্রথমবারে ॥
সেখানেই তারা সব
জয়ী হয়ে যায়
পুরোপুরি ধ্বংসের
যজ্ঞ চালায় ॥

৮. হয়তো তোমাদের রব
তিনি নিরবধি
করিবেন দয়া তবে
পুনরায় যদি;
করিতে যা আগে তা
কর পুনরায়
আমিও আবার তেমন
করিব সেথায় ॥
দোজখ রেখেছি আমি
কাফেরের তরে
তাদের জন্য তাহা
কারাগার করে ॥

৯. মুমিন দিগের তরে
নিশ্চই এ কোরআন
এমন পথের যাহা
দেয় সন্ধান
সবচেয়ে সরল পথ
করিয়া প্রদান ॥
খুশির সংবাদ দেয়
সৎ কাজ যার
তাদের জন্য আছে
মহা পুরস্কার ॥

১০. ঈমান রাখে না সব
যারা আখেরাতে
আজাব তাদের হবে
যন্ত্রণা সাথে ॥

রুকু-২

১১. মঙ্গল কমনা মানুষ
করে যেমনে
অমঙ্গলও কামনা সে
করে তেমনে
মানুষের স্বভাবই ত্বরা
সর্বক্ষণে ॥

১২. নিদর্শন করেছি আমি
দুটি একসাথ
একটি দিন আর
অপরটি রাত ॥
রাতকে দিয়েছি আমি
নিস্প্রভ করে
দিনকে করিয়াছি
দেখিবার তরে ॥
প্রভুর দয়া যাতে
খুঁজিতে পারো
গণনা করিতে বছর
হিসাব আরো ॥
বিস্তারিতভাবে মোর
বর্ণনা রয়
সবই করেছি আমি
প্রতিটি বিষয় ॥

১৩. প্রতিটি মানুষকে তার
কর্ম দিয়ে
রেখেছি তাদের আমি
গলায় ঝুলিয়ে ॥
কিয়ামতে রাখিব এক
কিতাব দিয়া
খোলা আছে সে কিতাব
দেখিবে গিয়া ॥

১৪. বলা হবে পাঠ কর
তোমার কিতাব

তুমিই যথেষ্ট নিতে
নিজের হিসাব ॥

১৫. যেই লোক সর্বদা
সৎপথে চলে
সেটা হয় তবে তার
নিজের মঙ্গলে ॥
বিপথে চলে আর
যাহারা সকল
নিজেরই তরে সে
করে অমঙ্গল ॥
বহন করিবে না বোঝা
কেহ অপরের
রাসুল না পাঠিয়ে দেই
শাস্তি তাদের ॥

১৬. জনপদ ধ্বংস যদি
চাই করিবার
ধনশালীদের করি
আদেশ তথার
কিন্তু তারা চলে
করে পাপাচার ॥
তাদের বিরুদ্ধে আমি
প্রমাণ নিয়া
সেই জনপদ দেই
ধ্বংস করিয়া ॥

১৭. দিয়েছি অনেক জাতি
ধ্বংস করে
যাহারা ছিল সব
নূহুর পরে ॥
বান্দার গুনাহ্‌ আর
কোনো পাপাচার
প্রভুই রাখিতে খবর
যথেষ্ট তাহার ॥

১৮. সুখ যারা কামনা
করে ইহকালে
ইচ্ছা হলে দান করি
তার কপালে;
জাহান্নাম থাকে তার
নির্ধারিত
সেখানে ঢুকিবে সে
হয়ে বিতাড়িত ॥

১৯. আখেরাত যে লোকের
থাকে কামনায়
যথাযথ কাজ আরো
যদি করে যায়;
এবং মুমিন যদি
সেই লোক রয়
ইহাদের প্রচেষ্টাই
স্বীকৃত হয় ॥

২০. দান করি সবাইকে
আমি তাহাদের
তোমার রবের দান
রয় যাহাদের ॥
ইহারাও পায় দান
উহারাও পায়
অবারিত রবের সব
দান থেকে যায় ॥

২১. দেখ তুমি আমি আরো
কাহারও তাদের
মর্যাদা উপরে দেই
অন্য দলের ॥
মর্যাদা শ্রেষ্ঠ জেনো
আখেরাত-ই হয়
শ্রেষ্ঠও তথাকার
ফযিলত রয় ॥

২২. উপাস্য নিও না কোনো
আল্লাহ্‌র সাথে
অসহায় ও নিন্দিত
হবে তাহাতে ॥

রুকু-৩

২৩. আদেশ তোমার রব
দিয়েছেন আরো
তিনি বিনা ইবাদত
করিও না কারো ॥
পিতা-মাতা সাথে কর

সদ্ব্যবহার
জীবদ্দশায় যদি
তাহারা তোমার;
বার্ধক্য তাহাদের
উপনীত হয়
শিষ্ঠ আচরণ যেন
তোমাদের রয় ॥
এমন কি 'উহ্' কোনো
শব্দও হেন
ধমকের সাথে কভু
বলিও না যেন ॥

২৪. ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ
এবং বিনয়ে
তাদর সামনে থাকো
অবনত হয়ে ॥
দোয়া চাও আরো যে
হে রব মোদের
আপনার দয়া যেন
হয় উভয়ের ॥
শৈশবে করেছে মোরে
তাহারা যেমন
যেরূপ তাদের ছিল
লালন-পালন ॥

২৫. তোমাদের রবের ভালো
জানা আছে তাই
থাকুক না তোমাদের
অন্তরে যাহাই ॥
তোমরা সৎ লোক
হও যদি তবে
তওবাকারীর ওপর
ক্ষমা তাঁর রবে ॥

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তার
হক দিয়ে দিও
মিসকিন ও মুসাফিরে
সাহায্য করিও ॥
কিছুতেই করিও না
অপচয় তাই

২৭. করে যদি শয়তান
হবে তার ভাই ॥
শয়তান রয়েছে এক
বড় অতিশয়
স্বীয় রব প্রতি সে
অকৃতজ্ঞ রয় ॥

২৮. থাকো যদি কখনো
অপেক্ষা নিয়া
রবের রহ্‌মতের
পানে চাহিয়া ॥
বিমুখ করিতে হয়
তাদের যাহাতে
নরম কথা বলো
তাহাদের সাথে ॥

২৯. কুণ্ঠিত হয়ো না যেন
ব্যয় করিতে
যেও না নিজ হাত
খালি করে দিতে ॥
তাহলে যেতে হবে
নিন্দা সহিয়া
নিঃস্ব হয়ে তুমি
রবে বসিয়া ॥

৩০. তোমার রব যদি
কারো তিনি চান
জীবনের বস্তু বেশি
করেন প্রদান
এবং তিনিই করেন
কম পরিমাণ ॥
সবই জানেন আরো
তিনি বান্দার
সকল কিছুই আছে
দৃষ্টিতে তাঁর ॥

রুকু-৪

৩১. হত্যা করো না কেহ
নিজ সন্তানে
দারিদ্র্যের ভয়েতে
যেন সেখানে ॥

রিজিক আমিই সবার
দেই তাহাদের
সেই সাথে দেই আরো
আমি তোমাদের ॥
তোমরা তাদেরে যদি
হত্যা কর
নিশ্চই তোমাদের
গুনাহ্‌ গুরুতর ॥

৩২. তোমরা করো না কোনো
যেন ব্যভিচার
নিশ্চই কাজ এটা
অশ্লীলতার ॥

৩৩. আল্লাহ্‌র হারাম করা
হত্যা যাকে
না-যদি যথার্থ কোনো
কারণ থাকে
তোমরা হত্যা যেন
করিও না তাকে ॥
নিহত অন্যায়ভাবে
কেহ যদি হয়
আমার তরফ হতে
অধিকার রয়
উত্তরাধিকারী যেন
প্রতিশোধ লয় ॥
হত্যার ব্যাপারে কোনো
বাড়াবাড়ি নয়
যদিও সাহায্যপ্রাপ্ত
আছে নিশ্চয় ॥

৩৪. এতিমের সম্পদে
লোভ কোনো নিয়ে
মতলব করো না যেন
তার কাছে গিয়ে ॥
যেও যেন শুধু তার
কল্যাণ কামনায়
বয়স্ক হতে তার
যত দিন যায় ॥
অঙ্গীকার পূর্ণ কর
তোমরা সবে
তাহা নিয়ে জিজ্ঞাসিত
নিশ্চয়ই হবে ॥

৩৫. পূর্ণ করে দেবে
মাপার সময়
পাল্লার ওজন যেন
সঠিক তা হয়
পরিণাম শুভ তার
উত্তম রয় ॥

৩৬. তোমার যে বিষয়ে
জ্ঞান নাই কোনো
তার পিছনে কভু
লাগিও না যেন ॥
এই সবে জিজ্ঞাসিত
হবে নিশ্চয়
চোখ-কান সবকিছু
আরো যে হৃদয় ॥

৩৭. দম্ভে ফেলো না পা
তুমি পৃথিবীতে
ভূমিকে পারিবে না
বিদীর্ণ করিতে
পারিবে না পর্বতের
সম হইতে ॥

৩৮. মন্দ কাজ যাহা
এই সবে রয়
তোমার রবের তাহা
পছন্দ নয় ॥

৩৯. হেক্‌মতে ওইসব
রহিয়াছে তাহা
ওহী দ্বারা তোমায় রব
দিয়াছেন যাহা ॥
উপাস্য নিও না কোনো
আল্লাহ্‌র সাথে
তাহলে দোষী তুমি
হবে তাহাতে ॥
আল্লাহ্‌র দয়া থেকে
হয়ে বিতাড়িত
জাহান্নামে হবে জেন
নিক্ষিপ্ত ॥

৪০. রব কি করেছেন
মনোনীত তবে
সন্তান পুরুষ যত
তোমাদের হবে ?
নিয়েছেন আর যত
ফেরেশতাদেরে
তিনি তাঁর নিজস্ব
কন্যা করে ?
তোমরা এমন কথা
বলো অযথা
নিশ্চই ঘোরতর
গর্হিত কথা ॥

রুকু-৫

৪১. নানাভাবে বুঝিয়েছি
এই কোরআনে
চিন্তা করে যাতে
তাহারা মানে
অথচ বিমুখতা
বাড়ে সেখানে ॥

৪২. বলো তুমি তাহাদের
যদি কথামতো
তাঁর সাথে অন্য যদি
মাবুদ হতো;
খুঁজিত পথ তবে
তারা আল্লাহ্‌র
আরশের মালিক যিনি
সেথা পৌঁছার ॥

৪৩. পবিত্র তিনি আরো
মহিমায় ভরা
সবার উপরে তিনি
যা বলে ওরা ॥

৪৪. সাতটি আকাশ আর
পৃথিবীর মাঝে
সবারই কণ্ঠে তাঁহার
মহিমা বাজে ॥
এমন কোথায়ও কিছু
নাই যাহা আর
পবিত্রতা ঘোষণা কেহ
করে না তাঁহার ॥
সেইসব তোমাদের
বুঝিবার নয়
সহনশীল ও ক্ষমাকারী
তিনি নিশ্চয় ॥

৪৫. পাঠ করিয়া থাকো
যখন কোরআন
তখন আখেরাতে যারা
রাখে না ঈমান;
তুমিও তাদের মাঝে
রেখে দেই আনি
প্রচ্ছন্ন পর্দা এক
আমি সেথা টানি ॥

৪৬. তাদের অন্তরে রাখি
এক আবরণ
যেন তারা বুঝিতে
পারে না তখন
ছিপি কানে ভরে দেই
করে না শ্রবণ ॥
উল্ল্যেখ যখন তুমি
করো কোরআনে
একমাত্র রবের
কথা সেখানে;
তখন তারা সব
অনীহা নিয়ে
চলে যায় তোমাকে
পিঠ দেখিয়ে ॥

৪৭. যখন তোমার কথা
কান পেতে শোনে
ভালো জানি আমি তাহা
কি কারণে
আলোচনা কী করে
তারা গোপনে ॥
গোপনে জালিমেরা
এই সব বলে
তোমরা পড়েছ তার

যাদুর কবলে ৷৷

৪৮. উপমা কেমন দেয়
দেখ যে তোমার
ভ্রষ্ট পথের উপর
অবস্থান যার
পথ তো তাদের নয়
কখনোই পাবার ৷৷

৪৯. তারা বলে হয়ে গিয়ে
হাড়ে পরিণত
চূর্ণ হয়ে মোরা
আবার সৃজিত
কী করে হব আর
পুনরুত্থিত ?

৫০. বলো হও তোমরা
পাথর বা লোহা

৫১. অথবা এমন কোনো
বস্তু যাহা
তোমাদের ধারণায়
কঠিন তাহা ৷৷
উদ্ভব করিবে তখন
এমন কথার
মোদেরে কে সৃষ্টি
করিবে আবার ?
বলো তবে প্রথমবারে
যিনি করেছেন
সৃষ্টি তিনিই আবার
সেথা করিবেন ৷৷
তোমার সমুখে তারা
মাথা নাড়িবে
এই কথা বলিতে তখন
আরো থাকিবে;
কবে সেই উত্থান
হবে আগত ?
বলো তাহা অচিরেই
সম্ভবত ৷৷

৫২. তোমাদের যাবেন যেদিন
তিনি ডাক দিয়া
পালন করিবে তাঁর
প্রশংসা নিয়া ৷৷
তাঁর আদেশে সবাই
চলে আসিলে
মনে হবে দুনিয়াতে
কিছুকাল ছিলে ৷৷

রুকু-৬

৫৩. বলে দাও তাদেরে
বান্দা যারা
উত্তম কথা সব
বলে যেন তারা ৷৷
শয়তান উস্কানি দেয়
মানুষের মনে
তাদের মাঝে শুধু
বিভেদের কারণে
প্রকাশ্য দুশমন সে
মানবের সনে ৷৷

৫৪. রব যিনি তোমাদের
তাঁহার কাছে
তোমাদের খবর সবই
ভালো জানা আছে ৷৷
ইচ্ছা করিলে পারেন
রহম করিতে
শাস্তিও ইচ্ছা হলে
পারেন দিতে ৷৷
পাঠাইনি তোমাকে জেন
তাদের উপরে
কোনোরূপ তত্ত্বাবধান
করিবার তরে ৷৷

৫৫. আসমান-জমিনে সব
যারা যেখানে
তোমার রব তার
সবাইকে জানে ৷৷
এমন কিছু নবী বেশি
মর্যাদাবান
করিনি সবার সাথে
একই সমান

দাউদকে যবুর আমি
করেছি প্রদান ॥

৫৬. তোমরা ডাকো-বলো
ছেড়ে আল্লাহ্‌কে
উপাস্য মনে করে
ডাকিছ যাকে;
দুঃখ তোমাদের কোনো
দূর করিবার
একদম ক্ষমতা কিছু
নাইকো যাহার
বদলাতে পারে না সে
কোন কিছু তার ॥

৫৭. তারা সব যাহাদের
করে আহ্বান
নিজেরাই রবকে তারা
করে সন্ধান ॥
অধিক নিকটে তাঁর
কে পারে আসিতে
আশা করে থাকে তাঁর
রহমত নিতে
ভয় করে তাঁকে আরো
আজাব হইতে ॥
শাস্তি তোমার রবের
কাছে নিশ্চয়
সে আজাব বড়ই আরো
ভয়াবহ রয় ॥

৫৮. কোথায়ও এমন কোনো
জনপদ আর
কিয়ামত দিনের আগে
রাখিব যাহার;
ধ্বংস করে দেব না
আমি যাহাকে
শাস্তিও দেব না আরো
অথবা কাকে
এমন কথা কিতাবেই
লিখিত থাকে ॥

৫৯. মোজেজা না দেয়ার
কারণ আমার
অতীতের লোকে তাহা
করে অস্বীকার ॥
উষ্ট্রী দিয়েছি সামুদ
জাতির উপরে
আমি শুধু তাদেরে
বুঝাবার তরে
নিজেদের প্রতি তবু
জুলুম করে ॥
আমি তো কেবল শুধু
ভয় দেখাতে
মোজেজা প্রেরিত মোর
হয় যে সাথে ॥

৬০. স্মরণ কর-বলেছি
যাহা তোমাকে
মানুষকে তব রব
ঘিরিয়া রাখে ॥
দৃশ্য আমি যাহা
দেখালাম তোমায়
বর্ণিত কোরআনে যে
বৃক্ষ সেথায় ॥
অভিশপ্ত বলা হয়
গাছটি যাকে
মানুষের পরীক্ষা নিতে
ব্যবহার থাকে ॥
তাদেরে আমি শুধু
রাখি ভয় দিয়া
অবাধ্যতা তবুও তাদের
যায় বাড়িয়া ॥

রুকু-৭

৬১. স্মরণ কর বলি আমি
ফেরেশতাদেরে
আদমকে সবাই যেন
সিজদা করে ॥
তখন শুধু এক
ইবলিস ছাড়া
আদমকে সিজদা করে

সবাই তারা;
বলে সে সিজদা কি
করিব তারে
মাটি হতে পয়দা
করিলেন যারে ?

৬২. বলুন তো আপনি এই
ব্যক্তি যাকে
মর্যাদা উপরে মোর
দিয়াছেন তাকে ॥
সময় দিন তাই
কিয়ামত তক্
নষ্ট করিব তাদের
বেশি সংখ্যক ॥

৬৩. আল্লাহ্ বলেন তারে
দুর হয়ে যা
তোর কথা শুনিয়া
চলিবে যারা
দোজখের শাস্তি সবাই
পাইবে তারা ॥

৬৪. যাদেরে পার তুমি
ডেকে আনিতে
সত্যের পথ থেকে
সরিয়ে দিতে ॥
অশ্বারোহী পদাতিক
বাহিনী নিয়ে
তাদের উপরে তুমি
পড় ঝাঁপিয়ে ॥
সবকিছুতে তাদের
শরিক হয়ে যাও
তাদেরে মিথ্যা আরো
প্রতিশ্রুতি দাও ॥
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি যত
দেয় শয়তান
তাহার ভিতরে শুধুই
ছলনার বান ॥

৬৫. আমার কোনো বান্দার
উপরে তোমার
কোনোই ক্ষমতা নাই
কিছু করিবার
কার্য করিতে রব
যথেষ্ট তাঁহার ॥

৬৬. তোমাদের রব যিনি
চালনা করেন
নৌযান সমুদ্রে তিনি
চালাইতে দেন ॥
তাঁর দয়া তোমরা যেন
পার খুঁজিতে
পরম দয়া তাঁর
তোমাদের দিতে ॥

৬৭. সমুদ্রে বিপদে পড়
তোমরা যখন
হয়ে যাও বিস্মৃত
সবারে তখন ॥
তোমরা যাদের সব
ডাকিয়া থাকো
আল্লাহ্ ব্যতীত তখন
কাহারও না ডাকো ॥
উদ্ধার আল্লাহ্‌র দ্বারা
যখন হয়ে যাও
তোমরা আবার পুনঃ
মুখ ঘুরে নাও ॥
মানুষের স্বভাবই এমন
আছে অতিশয়
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাদের
কখনোই নয় ॥

৬৮. নিশ্চিন্ত রয়েছো কি
তোমরা তাহলে
পুঁতিয়া না ফেলিবেন
মাটির অতলে ?
অথবা তোমাদের উপর
পাথর বর্ষণ
তৎসহ প্রবল বায়ু
করিয়া প্রেরণ ?
নিজেদের সাহায্যে কারো
পাবে না তখন ॥

৬৯. আছো কি নিশ্চিত আরো

এই বিষয়ে
পুনরায় যাবেন না তিনি
সমুদ্রে লয়ে ?
প্রচন্ড ঝটিকা সেথায়
না করে প্রেরণ
তোমাদের ডুবিয়ে তিনি
দিবেন তখন ?
তোমরা পাবে না কারো
বিরুদ্ধে আমার
এ বিষয়ে তোমাদেরে
সাহায্য করিবার ॥

৭০. আদম সন্তানদিগের
করিয়াছি দান
তাদের করেছি আরো
মর্যাদাবান
জলস্থলে দিয়েছি আমি
বাহন আর যান ॥
উত্তম বস্তু দিলাম
তাহাদের তরে
প্রাধান্য দিয়েছি অনেক
সৃষ্টির উপরে ॥

রুকু-৮

৭১. ভাবিয়া দেখ আজ
সেদিনের কথা
মানুষকে ডাকিব সব
তাহাদের নেতা ॥
আমলনামা দেয়া হবে
যার ডান হাতে
পাঠ করিবে তাহা
তারা সাক্ষাতে
জুলুম হবে না সেথায়
কাহারও সাথে ॥

৭২. যেই লোক অন্ধ হয়ে
ছিল দুনিয়াতে
অন্ধ ও ভ্রষ্ট পথে
রবে আখেরাতে ॥

৭৩. প্রতারিত করিতে তারা
তোমাকে যে চায়
ওহীর মাধ্যমে যাহা
পাঠানো তোমায় ॥
ওহীর বিপরীতে যদি
মিথ্যারোপ কর
তাহলে বন্ধু তাদের
হতে নিকটতর ॥

৭৪. দৃঢ়পদ রাখিতাম
যদি না তোমায়
ঝুঁকিতে তাদের প্রতি
কিছুটা সেথায় ॥

৭৫. হতো যদি এমন তবে
আমি নিশ্চয়
শাস্তি তোমার যাতে
দ্বিগুণ হয় ॥
ইহকাল ও পরকালে
দিতাম তোমায়
সাহায্যকারীও কোনো
পেতে না সেথায় ॥

৭৬. এদেশ থেকে আরো
তোমায় তারা
করিতে চেয়েছিল
উৎখাত যারা ॥
এইরূপ তবে যদি
যেত ঘটিয়া
থাকিত না তোমার পরেও
তারা টিকিয়া ॥

৭৭. রাসুল যাদের আগে
করেছি প্রেরণ
একই নিয়ম ছিল
তাদেরও তখন ॥
সবারই বেলায় মোর
একটাই নিয়ম
আমার নিয়মে পাবে না
কোনো ব্যতিক্রম ॥

রুকু-৯

৭৮. দিগন্তে সূর্য যখন
পড়ে যায় ঢলে
যতক্ষণে রাত্রির
অন্ধকার হলে ॥
নামাজ-এর মাঝে
কায়েম কর
ফজরের নামাজ ও
তোমরা পড় ॥
তৎসহ কোরআন পাঠ
কর নিশ্চয়
কোরআন পাঠ ফজরে
মুখোমুখি হয় ॥

৭৯. তাহাজ্জত কায়েম কর
রাত জাগিয়া
তোমার জন্য ইহা
বেশি করিয়া ॥
হয়তো তোমার রব
তোমাকে দিবেন
মাহ্‌মুদ মাকামে
প্রতিষ্ঠা করিবেন ॥

৮০. বলো, হে রব মোরে
কল্যাণ দিয়ে
দাখিল কর আরো
বের করিয়ে ॥
নিজ হতে আমায় যেন
সাহায্য থাকে
শক্তি প্রদান তুমি
কর আমাকে ॥

৮১. অতঃপর সত্য বল
এলো সাক্ষাতে
মিথ্যার বিলুপ্তি হলো
আরো সেই সাথে
বিলুপ্তি ঘটারই সব
থাকে মিথ্যাতে ॥

৮২. কোরআনে নাজিল মোর
এমন বিষয়
মুমিনের চিকিৎসা ও
রহ্‌মত রয়
পাপীদের ক্ষতি শুধু
বৃদ্ধিই হয় ॥

৮৩. দান করিলে আমি
নিয়ামত দিয়ে
তখন মানুষ নেয়
মুখ ফিরিয়ে
তাহারা তখন থাকে
দূরে সরে গিয়ে ॥
তাদের উপরে আসে
বিপদ যখন
নিরাশ হয়ে পড়ে
তাহারা তখন ॥

৮৪. বলো কাজ সবারই নিজ
নিয়ম মানা
তোমাদের রবের তাহা
ভালোই জানা ॥
সবারই খবর রয়
তাঁহার কাছে
নির্ভূল পথের উপর
কে রহিয়াছে ॥

রুকু-১০

৮৫. রুহু নিয়ে প্রশ্ন
করে যে তোমায়
আদেশ ঘটিত বলো
রবের ইচ্ছায়
খুবই সামান্য জ্ঞান
দেয়া যে সেথায় ॥

৮৬. প্রেরণ করেছি তোমায়
ওহী আমি যাহা
ইচ্ছা হলে প্রত্যাহার
করিতাম তাহা ॥
তাহলে নিজে তুমি
ওহী আনিতে
সাহায্যে পেতেনা কারো
মোর বিপরীতে ॥

৮৭. তোমার রবের তাই
করুণা অপার
ছিনিয়ে নেন্‌নি কভু
তিনি যে সেটার
তোমার প্রতি মহা
অনুগ্রহ তাঁর ॥

৮৮. বলো যদি মানব-জিন
হয় এক সাথে
কোরআনের অনুরূপ
রচনা যাতে;
সাহায্য করে যদি
পরস্পরে
আনিতে পারিবেনা
অনুরূপ করে ॥

৮৯. বিভিন্ন উপমা আমি
দিয়েছি কোরআনে
তবুও অধিক লোকে
তাহা না মানে ॥

৯০. বলে যে ঈমান মোরা
তোমার উপরে
আনিব না যতক্ষণে
দেখাও মোদেরে
জমিনে ঝরনা এক
প্রবাহিত করে ॥

৯১. আঙুর অথবা কোনো
খেজুর বাগান
নিজের জন্য তুমি
কর একখান ॥
এবং তুমি সেই
বাগিচার ভিতর
প্রবাহিত করে দাও
অজস্র নহর ॥

৯২. অথবা যেভাবে তুমি
থাকো বলিয়া
আকাশ খণ্ড করে
দেবে ফেলিয়া ॥
সেই অনুযায়ী তুমি
আমাদের পরে
কিংবা নিয়ে আসো
ফেরেশতাদেরে ॥
অথবা মোদেরে তুমি
দাও দেখিয়ে
আমাদের সামনে আসো
আল্লাহ্‌কে নিয়ে ॥

৯৩. এমন ঘর এক
হবে যে তোমার
তৈরি হবে যাহা
নিরেট সোনার ॥
আসমানে অথবা তুমি
করো আরোহন
বিশ্বাস করিব না- আনো
না যতক্ষণ ॥
আমাদের জন্য নাজিল
কিতাব নিয়ে
পাঠ করিব যাহা
আমরা গিয়ে ॥
পবিত্র মহান বলো
মোর রব ওই
আমি তো সামান্য এক
মানুষ যা রই
রাসুল বিনা আমি আর
কোনো কিছু নই ॥

রুকু-১১

৯৪. হেদায়েত আসিলে বলে
তাদের কাছে
আল্লাহ্‌ কি রাসুল করে
তাকে দিয়াছে
মানুষের মধ্যে তারে
বেছে নিয়াছে ?
তাদের করা হেন
উক্তি মতো
ঈমান আনিতে লোকে
থাকে বিরত ॥

৯৫. বলো যদি পৃথিবীতে

ফেরেশ্‌তা এমন
নিশ্চিন্তে করিত সব
তারা বিচরণ;
আসমান হতে তবে
ফেরেশতা আনিয়ে
রাসুল করে পাঠাতাম
তাদেরে দিয়ে ॥
৯৬. বলো তবে আল্লাহ্‌ই
যথেষ্ট তিনি
আমি আর তোমাদের
স্বাক্ষী যিনি ॥
নিজের বান্দার আরো
সকল বিষয়
ভালোই জানা তাঁর
আছে নিশ্চয় ॥
৯৭. আল্লাহ্‌ হেদায়েত
করেন যাহাকে
সঠিক পথ সে
পাইয়া থাকে ॥
আর তিনি কাহাকেও
গোমরাহ্‌ করিলে
তিনি ছাড়া সাহায্যে
কেহ না মিলে ॥
সমবেত করিব আমি
রোজ কিয়ামতে
তাদের সবারে সেদিন
যত একসাথে ॥
ভর দিয়ে তাহাদের
মুখের পরে
অন্ধ-বধির-বোবা
তাদেরে করে ॥
৯৮. তাদের শাস্তি আরো
হবে এ কারণ
আমার আয়াত তারা
মানেনি তখন ॥
বলেছিল-মোরা হলে
হাড়ে পরিণত
চূর্ণ-বিচূর্ণ গুঁড়া
কণিকার মত ॥
নতুন করে কি হবো
পুনঃসৃজিত
এবং তারপর সবাই
হবো উত্থিত ?
৯৯. দেখে নাকি তারা যে
জমিন-আসমান
আল্লাহ্‌ যেভাবে তিনি
সৃষ্টি করান ॥
এসবের মতই আবার
মানুষকে তিনি
সৃষ্টি করিতে সবার
সক্ষম যিনি ?
তাদের রেখেছেন
একটি সময়
অণু পরিমাণও যাতে
সন্দেহ নয় ॥
জালিমেরা শুধু এক
কুফরি ছাড়া
স্বীকার আর কিছু
করে না তারা ॥
১০০. বলো যাহা রহ্‌মত
ভান্ডার রবের
থাকিত যদি তাহা
হাতে তোমাদের;
তবে তাহা তোমরা
খরচের ভয়ে
ধরিয়া রাখিতে সব
শঙ্কিত হয়ে ॥
আসলে মানুষ কিছু
এ রকমই হয়
ক্ষুদ্র বড়ই যারা
কৃপণ অতিশয় ॥

রুকু-১২

১০১. জিজ্ঞাসা করো সেটা
ইসরাইলি যারে

নয়টি মোজেজা দিলাম
আমি মুসারে ॥
যখন সে এসেছিল
তাহাদের কাছে
ফেরাউন-যাদুকর
তাকে বলিয়াছে ॥
১০২. ইহাই মোজেজা রয়
মুসা বলে তাকে
আমার উপরে যাহা
নাজিল থাকে ॥
আসমান ও জমিনের
মালিক যিনি
প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ
দিয়াছেন তিনি ॥
ধারণা করি আমি
শোনো এই মতে
ফেরাউন চলেছো তুমি
ধ্বংস হতে ॥
১০৩. চেয়েছিল ফেরাউন
উৎখাত করিতে
দেশ হতে ইহুদি
বের করে দিতে ॥
ফেরাউন আর তার
সঙ্গী যত
দিলাম তাদেরে করে
নিমজ্জিত ॥
১০৪. ইসরাইলিদেরে আমি
বলিলাম পরে
বসবাস এই দেশে
কর দল ধরে ॥
বাস্তব ওয়াদা মোর
হবে আখেরাতে
হাজির করিব সবার
আমি এক সাথে ॥
১০৫. নাজিল করেছি কোরআন
সত্য নিয়ে
এবং সত্যই নাজিল
হয়েছে গিয়ে ॥

তোমাকে পাঠাই শুভ
সংবাদ দিতে
আরো সেথা সবারে
সতর্ক করিতে ॥
১০৬. কোরআনকে দিয়েছি
পড়িবার তরে
পৃথকভাবে তার
উপযোগী করে ॥
ধীরে ধীরে পাঠ যাতে
করিতে পারো
মানুষের জন্য তাহা
বুঝাতে আরো ॥
পাঠ কর থেমে থেমে
ধীরে রয়ে রয়ে
নাজিল করেছি যাহা
ক্রমান্বয়ে ॥
১০৭. বলো এই কোরআনে
ঈমান আনো
অথবা তোমরা তা
নাইবা মানো ॥
হয়েছে পূর্বে যাদের
এলেম প্রদান
তাদের কাছে পড়া হয়
যখন কোরআন ॥
মস্তক তাদের সব
নত হয়ে যায়
লুটিয়ে পড়ে থাকে
তারা সিজদায় ॥
১০৮. পবিত্র মহান বলে
আমাদের রবে
অবশ্যই তাঁর ওয়াদা
পূর্ণ হবে ॥
১০৯. আর তাই তারা সব
কাঁদিতে কাঁদিতে
লুটিয়ে পড়ে তারা
যায় ভূমিতে ॥
কোরআন তিলাওত
আরো শুনিয়া

মনের বিনয়তা
যায় বাড়িয়া ॥

১১০. আল্লাহ্‌ই বলো বা
রহ্‌মান বলে
যে নামেই ডাকো না
তোমরা সকলে
সুন্দর নাম কত
আছে তাহলে ॥
নিজের ছালাত যখন
কায়েম কর
উচ্চ ও ক্ষীণ স্বরে
না যেন পড়
উভয়ের মাঝে এক
পন্থা ধর ॥

১১১. বলো যত প্রশংসা
আল্লাহ্‌র যিনি
সন্তান গ্রহণ কোনো
করেননি তিনি ॥
শরিক নাই কোনো
রাজত্বে তাঁহার
প্রয়োজন নেই কোনো
সাহায্য যাঁহার ॥
কেননা নাই তাঁর
কোনো দুর্বলতা
সম্ভ্রমে বর্ণনা কর
তাঁহার কথা ॥

---

১৮. সূরা কাহাফ
মক্কায় ঃ আয়াত ঃ ১১০ ঃ রুকু ১২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুনাভরা
আছে যার নাম ॥

রুকু-১

১. সমস্ত প্রশংসা সেই
এক আল্লাহ্‌র
এই কিতাব নাজিল
হয়েছে যাঁহার ॥
বান্দার প্রতি সবই
এই কোরআনে
আঁকাবাঁকা কোনো কথা
নাই এখানে ॥

২. প্রতিষ্ঠিত করেছেন
তিনি ইহাকে
কঠোর আজাবের ভয়
ইহাতে থাকে ॥
মুমিনের জন্য শুভ
সংবাদ আনে
সৎকাজ করিবে আরো
যারা এখানে ॥
উত্তম প্রতিদান রয়
তাহাদের তরে

৩. যাহাতে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে ॥

৪. ইহাতে ভয় আছে
তাদেরে প্রদান
যারা বলে আল্লাহ্‌র
আছে সন্তান ॥

৫. নেই কোনো এ বিষয়ে
জ্ঞান তাহাদের
ছিল না যেমন সেটা
বাপ-দাদাদের ॥
ঘৃণা কর অতিশয়
তাহাদের কথা
শুধুই মিথ্যা বলে
তারা অযথা ॥

৬. তাদের জন্য শুধু
আক্ষেপ করিয়া
হয়তো নিজের প্রাণ
দেবে তুমি দিয়া
তারা না থাকে যদি

ঈমান আনিয়া ॥

৭. যা কিছু দিয়েছি আমি
এই দুনিয়াতে
সবই যাহা পৃথিবীর
শোভা বাড়াতে;
মানুষের পরীক্ষা আরো
হয় যাহাতে
কর্মেকে শ্রেষ্ঠ হয়
বোঝা যাবে তাতে ॥

৮. রহিয়াছে যাহা কিছু
পৃথিবীর পরে
গাছ বিনা মাঠে দেব
পরিণত করে ॥

৯. এই কথা তোমার কি
কভু মনে হয়
গুহা ও রকিমের যারা
অধিবাসী রয়
নিদর্শন আমার এক
তারা বিস্ময় ?

১০. পাহাড়ের গুহায় যখন
আশ্রয় নিল
তখন যুবক সবাই
দোওয়া চাহিল ॥
বিধাতা মোদেরে কর
রহ্‌মত দান
ঠিক কাজ করিবার
দাও সন্ধান ॥

১১. রাখিয়া দিলাম তাদের
আমি সে গুহায়
কয়েক বছর ধরে
সেথা নিদ্রায় ॥

১২. জাগরিত তাহাদের
করিলাম পরে
এই কথা আমি আরো
জানিবার তরে ॥
সঠিক নির্ণয় করে
কোন্ সেই দল
অবস্থান কাল নিয়ে
তাহারা সকল ॥

রুকু-২

১৩. বর্ণনা করি আমি
তোমার কাছে
সঠিক ঘটনা তাদের
যত কিছু আছে ॥
কয়েকটি যুবক এমন
ছিল যাহারা
ঈমান রবের প্রতি
এনেছিল তারা ॥
তাদের আমি আরো
সৎপথে নিয়ে
চলার শক্তি দিলাম
সেথা বাড়িয়ে ॥

১৪. করিয়া দিলাম তাদের
দৃঢ় অন্তর
তাহারা বলিল উঠে
দাঁড়াবার পর;
আসমান-জমিনের রব
পালক আরো
তাঁকে ছাড়া ইবাদত
করিব না কারো ॥
ইবাদত করি যদি
আর কারো প্রতি
কাজ হবে ওইরূপ
গর্হিত অতি ॥

১৫. আমাদেরই স্বজাতি
এই লোকজন
আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য বহু
করিছে গ্রহণ ॥
তারা সব আসে না কেন
প্রমাণ নিয়ে
ইবাদত যাদের করে
তাহারা গিয়ে ?
কে আর তার চেয়ে বড়
জালিম তাহলে

আল্লাহ্‌কে নিয়ে যারা
মিথ্যা বলে ?

১৬. যখন পৃথক সেথা
হলে তোমরা
তাদের থেকে ও তাদের
উপাস্য যারা
যাদের ইবাদত করে
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥
আশ্রয় গুহাতে নাও
তোমরা এখন
তোমাদের রব স্বীয়
রহ্‌মত যখন;
দিবেন তোমাদের প্রতি
করে বিস্তার
ব্যবস্থা করিবেন কাজ
সফল করার ॥

১৭. যখন দেখিবে হয়
সূর্য-উদয়
গুহা হতে ডান দিকে
পাশ কেটে রয় ॥
আবার যখন যায়
অস্তাচলে
বামদিকে যায় কেটে
সূর্য ঢলে ॥
অথচ গুহার তারা
চত্বরে ছিল
আল্লাহ্‌র অন্যতম
নিদর্শন রহিল ॥
হেদায়েত আল্লাহ্‌
দেন যাহাকে
সেই লোকই হেদায়েত
পাইয়া থাকে ॥
যাকে তিনি গোমরাহ্‌
করেন আরো
পাবে না দেখাতে পথ
সাহায্যে কারো ॥

রুকু-৩

১৮. দেখিলে ভাবিবে তাদের
আছে জাগিয়া
আসলে সবাই তারা
রহে ঘুমাইয়া ॥
তাদের পাশ আমি
ফিরিয়ে দিতাম
কখনো ডাইনে তাদের
কখনো বা বাম ॥
তাদের কুকুর ছিল
গুহার দ্বারে
সামনের পা দুটি
প্রসারিত করে ॥
উঁকি দিয়ে তাহাদের
যদি দেখিতে
আতঙ্কগ্রস্ত ভয়ে
হয়ে পড়িতে
পিছনে ফিরে তাই
পলায়ন করিতে ॥

১৯. অতঃপর দিলাম তাদের
জাগ্রত করে
জিজ্ঞাসা করে যেন
পরস্পরে ॥
তাদের মধ্য হতে
বলে একজন
অবস্থান করিলে হেথা
কতক্ষণ ?
একদিন আছি মোরা
কেউ কেউ বলে
অথবা দিনের কিছু
অংশ বলা চলে ॥
কেউ বলে রবেরই
ভালো জানা রয়
এখানে রয়েছি সবাই
কতটা সময় ॥
এখনই তোমরা মোদের
লোক একজন
মুদ্রা দিয়ে কর
শহরে প্রেরণ ॥

পবিত্র খাবার যেন
সেথা দেখিয়া
সবার জন্য আনে
সেখানে গিয়া ॥
কাজ সে করে যেন
বুদ্ধির সাথে
তোমাদের সংবাদ কেহ
পায় না যাতে ॥
২০. ওরা যদি তোমাদের
সন্ধান পায়
পাথর ছুঁড়ে হত্যা
করিবে সেথায় ॥
অথবা ধর্মে নেবে
তোমাদের সকল
তাহাতে তোমরা সবাই
হবে নিষ্ফল ॥
২১. এইরূপে তাদের চাই
প্রকাশ করিতে
আল্লাহ্র সত্য ওয়াদা
জানিয়ে দিতে ॥
থাকে না সেথায় যেন
সন্দেহতে
ঘটিয়া যাবে যাহা
রোজ কিয়ামতে ॥
তাদের কি করণীয়
বিতর্ক চলে
তখন তাহারা সব
এই কথা বলে
সৌধ নির্মাণ এক
কর তাহলে ॥
তাদের প্রভুরই জানা
তাদের বিষয়
অতঃপর অধিকেরই
একমত হয়
মসজিদ করিতে তারা
প্রস্তুতি লয় ॥
২২. অনুমান সে বিষয়ে
করিল এমন
কেউ কেউ বলে যে
ছিল তিনজন ॥
চতুর্থটি তাহাদের
কুকুর ছিল
তাদের আরো কেহ
ইহা বলিল;
পাঁচজন ছিল তারা
কুকুর নিয়ে ছয়
কেহ বলে সাতজন
কুকুর এক রয় ॥
ভালোই জানা বলো
আমার রবের
কতজন সংখ্যায়
ছিল তাহাদের ॥
তাদের সংখ্যা অতি
অল্পই জানে
বিতর্ক করো না ইহা
কাহারও সনে
জিজ্ঞাসা করো না এদের
আর কোনোক্ষণে ॥

রুকু-৪

২৩. কখনো বলিও না
কোনো কাজ নিয়ে
এ কাজ করিব তবে
কাল আমি গিয়ে
২৪. আল্লাহ্র ইচ্ছা বলো
তার সাথে দিয়ে ॥
ইহা বলিতে যখন
যাবে ভুলিয়া
তখন স্বীয় রবকে
স্মরণে নিয়া;
বলিবে আশা করি
প্রভু আমারে
এর চেয়ে নিকটের
পথ দেখিবারে
এবার পাঠাবেন তিনি

নির্দেশটারে ॥
২৫. রয়েছিল তারা ওই
গুহার ভিতর
তিনশোর বেশি আরো
নয়টি বছর ॥
২৬. কতকাল তারা সব
ছিল সেইখানে
সবচেয়ে ভালো তাহা
আল্লাহ্‌ই জানে ॥
দর্শক শ্রোতা তিনি
অতি চমৎকার
সাহায্যে ছিল না কেহ
তিনি ছাড়া আর
ক্ষমতার শরিক কারো
করেন না তাঁহার ॥
২৭. কিতাব পাঠ করে
দাও শুনিয়ে
পৌঁছালো ওহী যাহা
তোমাতে গিয়ে ॥
নাই কেহ তাঁর বাণী
বদলিয়ে দেয়
তাঁকে ছাড়া পাবে না
কোনো আশ্রয় ॥
২৮. মগ্ন থাকো তুমি
তাদের ভিতরে
সকাল-সন্ধ্যায় যারা
ইবাদত করে
নিজের রবকে খুশি
করিবার তরে ॥
পার্থিব জীবনের
বিলাস কামনায়
তোমার দৃষ্টি যেন
সেদিকে না যায়
তাদের উপর হতে
অন্য কোথায় ॥
মান্য করো না তারে
যে লোক এমন
গাফেল করেছি যাকে
আমায় স্মরণ;
প্রবৃত্তি নিজের যে
চলে মানিয়া
কার্যকলাপ যার
সীমা ছাড়িয়া ॥
২৯. সত্য আগত বলো
রবের হতে
ঈমান আনুক যার
ইচ্ছা মতে ॥
কুফরিও করুক সে
ইচ্ছা যাহার
নিশ্চই আগুন আছে
প্রস্তুত আমার
তাদের জন্য তাহা
ঘিরে ধরিবার ॥
তেষ্টায় পানি যদি
চায় তাহারা
দেয়া হবে গলিত
ধাতুর ধারা ॥
মুখের ভিতর তাহা
জ্বালিয়ে দেবে
কতই না খারাপ সেটা
পানীয় হবে
এরূপ জঘন্য জাগায়
তাহারা রবে ॥
৩০. ঈমান আনিয়া ভালো
কাজ যাহাদের
বিনষ্ট শ্রমের ফল
করি না তাদের ॥
৩১. বাসের উপযোগী
চিরকাল ধরে
রেখেছি তাদের তরে
জান্নাত করে ॥
পাদদেশে নহর যেথা
বয়ে চলে যায়
সোনার কাঁকন হবে
পরানো সেথায় ॥
পোশাক পরিবে সব

তারা রেশমের
মিহি আর পুরু হবে
সবুজ রং-এর ॥
সাজানো পালংকে তারা
বসিবে গিয়ে
সেথায় আরামে সবাই
হেলান দিয়ে ॥
কতই না চমৎকার হবে
তাদের বিনিময়
সুন্দর কতই না সেথা
আছে আশ্রয় ॥

রুকু-৫

৩২. উপমা দাও তুমি
ওই দু'জনের
আঙুর বাগান দিলাম
একটি লোকের ॥
দুইটি বাগান রাখি
তাহাকে দিয়া
খেজুর গাছ ছিল
সেথা ঘিরিয়া
শস্যের ক্ষেত তার
মাঝে রাখিয়া ॥
৩৩. উভয় বাগানে ফল
যেতো ভরিয়া
কোনোটিরও হতো না ফসল
কম করিয়া ॥
দুইটি বাগানের
মাঝখান দিয়ে
প্রবাহিত করে দেই
ঝরনা নিয়ে ॥
৩৪. অনেক সম্পদ আরো
তারে দেয়া থাকে
একদা বলিল তার
সাথী যাহাকে;
সম্পদ তোমার চেয়ে
বেশি মোর রয়
ধনে-জনে শক্তিশালী
আমি নিশ্চয় ॥
৩৫. নিজেরই প্রতি তার
জুলুমের ফলে
বাগানে প্রবেশ করে
এই কথা বলে;
কখনো মনে তো
হয় না আমার
এ বাগান কোনোদিনও
ধ্বংস হবার ॥
৩৬. আর আমি ধারণা
করি না কখনো
সেরকম হবে তাই
কিয়ামত কোনো ॥
রবের কাছে যদি
ফিরিতেই হয়
এরচেয়ে ভালো মোর
সেখানেও রয় ॥
৩৭. সাথী তার সে কথার
বলে উত্তরে
বলো কেন তাঁর সাথে
কুফরি করে ?
সৃষ্টি করেছেন
তিনি তোমাকে
শুক্র হতে যাহা
মাটি আগে থাকে ॥
ক্রমান্বয়ে তারপর
তিনি ঠিকমতো
পূর্ণ মানুষে দিলেন
করে পরিণত ॥
৩৮. বিশ্বাস আছে মোর
এক আল্লাহ্‌র
শরিক আর কারো
করি না তাঁহার ॥
৩৯. বাগানে প্রবেশ কালে
তাকে বলিল
তোমার এমনি বলা
উচিত ছিল ॥

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যাহা
হয়ে থাকে তাই
সাহায্যে ক্ষমতা কারো
তিনি বিনা নাই ॥
যদি তাই ধনে-জনে
কম দেখ মোরে
সকল কিছুতে তুমি
আমার উপরে ॥

৪০. আশা করি মোর রব
তিনি অচিরে
অনেক দামি কিছু
দিবেন মোরে ॥
সেইটা তোমার চেয়ে
বেশি কিছু রয়
তোমার বাগানে হবে
কোন বিপর্যয় ॥
আসমান হতে তাহা
হবে আগত
উদ্ভিদ শূন্য মাঠে
হবে পরিণত ॥

৪১. অথবা জমিনের পানি
শুকিয়ে যাবে
সক্ষম হবে না তার
সন্ধান লাভে ॥

৪২. অতঃপর আসিল এক
মহা বিপর্যয়
বাগানের জন্য যাহা
হয়েছিল ব্যয় ॥
বাগান ভস্ম হয়ে
গেল ভূমিতে
লাগিল তখন সে
অনুতাপ করিতে ॥
হায় হায় আমি যদি
রবের সাথে
তখন শরিক না
করিতাম তাতে ॥

৪৩. কখনো এমন দল
ছিল না তাহার
মুকাবিলা করিতে কেহ
পারে আল্লাহ্‌র
পারেনা করিতে নিজেও
কোনো প্রতিকার ॥

৪৪. এরূপ ব্যাপারে কোনো
সাহায্য করা
প্রকৃত মাবুদ নাই
আল্লাহ্‌ ছাড়া ॥
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি
দিতে পুরস্কার
প্রতিফল দিতেও আছেন
উপরে সবার ॥

রুকু-৬

৪৫. তাদের কাছে কর
বর্ণনা দান
পার্থিব জীবন সে তো
পানির সমান ॥
আসমান হতে পানি
যাহা বর্ষায়
উদ্ভিদ যাহা হতে
ভূমিতে গজায় ॥
বিচূর্ণ হয়ে যায়
সব শুকিয়ে
নিয়ে যায় বাতাসে
তাহা উড়িয়ে ॥
এইসব যত কিছু
আল্লাহ্‌রই দান
সকল কিছুরই পরে
তিনি শক্তিমান ॥

৪৬. সন্তান-সন্ততি, ধন
সম্পদ যাহা
পার্থিব জীবনের
শোভা রয় তাহা ॥
সর্বদা সৎকাজ করে
রবের কাছে
প্রতিদানও আশা করা

উত্তম আছে ॥

৪৭. পর্বত যেদিন দেব
চালিত করে
পৃথিবীকে দেখিবে তুমি
খোলা প্রান্তরে ॥
সেদিন একত্রিত আমি
করিব সবার
তাদের কাহারও সেথায়
ছাড়িব না আর ॥

৪৮. হাজির করা হবে
সবাই তাদের
সারি দিয়ে একসাথে
সম্মুখে রবের ॥
বলা হবে তোমরা মোর
কাছে আসিলে
যেভাবে প্রথমে সবাই
সৃষ্টি ছিলে ॥
অথচ তোমরা তখন
করিতে মনে
এ সময় আনিবো না
আমি কোন ক্ষণে ॥

৪৯. আমলনামা দেয়া হবে
সামনে রেখে
তাতে যা লিখা আছে
সেইসব দেখে;
দেখিবে কেমন ভীত
অপরাধী যারা
আফ্সোস আমাদের
বলিবে তারা ॥
এ কেমন আলমনামা
পেলাম হাতে
ছোট-বড় কিছুই বাদ
পড়েনি তাতে
বরং সকল কিছুই
রয়েছে যাতে ॥
করেছিল পাবে তাহা
সম্মুখে সবার
জুলুম করিবেন না কারো
রব যে তোমার ॥

রুকু-৭

৫০. বলেছি যখন আমি
ফেরেশতাদেরে
আদমকে সবাই যেন
সিজদা করে ॥
সিজদা করিল সব
ফেরেশতারা
একমাত্র শুধুই
ইবলিস ছাড়া ॥
জিন জাতির এক
ইবলিস ছিল
রবের আদেশ সে
অমান্য করিল ॥
তবুও কি তোমরা
ছেড়ে আমাকে
বন্ধু হিসাবে নিলে
এইরূপ তাকে
এবং বংশ তাহার
যাহারা থাকে ?
অথচ শত্রু তারা
তোমাদের রয়
জালিমের ইহা বড়
জঘন্য বিনিময় ॥

৫১. তাদেরে ডাকিনি আমি
সাক্ষী নিতে
আসমান ও জমিনের
সৃষ্টি করিতে ॥
এমনকি যে সময়
তাহারা সৃজন
তা বলে নইতো কভু
আমিও এমন ॥
বিভ্রান্তকারী সব
রয়েছে যারা
আমার সাহায্যে কোনো
লাগিবে তারা ॥

৫২. সেদিন বলিবেন তিনি
ডাকো তাদেরে
মানিতে আমার শরিক
তোমরা যাদেরে ॥
তাদের তখন সব
ডাকিবে তারা
কিন্তু তাদের ডাকে
পাবে না সাড়া ॥
তাদের মাঝে দেব
সৃষ্টি করে
সেথা এক অন্তরায়
বড় গহ্বরে ॥

৫৩. গুনাহ্‌গার দোজখের
পাবে দর্শন
বুঝিয়া ফেলিবে সব
তাহারা তখন;
পতিত হতে হবে
তাদের যেথায়
পালাবার কোনো পথ
রবে না সেথায় ॥

রুকু-৮

৫৪. মানুষের জন্য আমি
এই কোরআনে
বিভিন্ন উপমা সব
রাখি এখানে
বাণী মোর বিশদভাবে
বর্ণনা ভরা
মানুষের স্বভাবই হলো
তর্ক করা ॥

৫৫. হেদায়েত আসার পরে
ঈমান আনিতে
রবের কাছে তাহাদের
ক্ষমা চাহিতে ॥
মানুষ বিরত থাকে
এই অপেক্ষায়
আগের মানুষের মত
ব্যবহার চায়
অথবা সামনে তাদের
গজব এসে যায় ॥

৫৬. রাসুলদিগকে আমি
থাকি পাঠিয়ে
সতর্কতা আর শুভ
সংবাদ দিয়ে ॥
অনর্থক কথা সব
নিয়ে কাফেরেরা
বিতর্কের সৃষ্টি বহু
করে তাহারা
সত্যকে বাধা দিতে
এইসব দ্বারা ॥
আমার আয়াতে সব
দেখানো যে ভয়
সেইগুলো তাদের কাছে
ঠাট্টার বিষয় ॥

৫৭. রবের উপদেশ দেয়া
যে আয়াত দিয়ে
তাহা হতে যারা নেয়
মুখ ফিরিয়ে ॥
পূর্বের কৃত কাজ
যারা ভুলে রয়
জালিম-কে আর বড়
তার চেয়ে হয় ?
অন্তর ঢেকেছি তাদের
পর্দার দ্বারা
কোরআন বুঝিতে যেন
পারে না তারা
তাদের কানে মোর
ছিপি আছে মারা ॥
আসিতে তাদের ডাকো
যদি সৎপথে
আসিবে না সেইখানে
তারা কোনমতে ॥

৫৮. পরম ক্ষমাশীল রব
আরো দয়াবান
তাদেরে তিনি যদি

ধরিতেই চান
তখনই করিতেন তিনি
গজব প্রদান ॥
প্রতিশ্রুত সময় আছে
তাহাদের তরে
লুকানোর জায়গা তারা
পাবে না পরে ॥
৫৯. ধ্বংস করেছি সব
আমি তাহাদের
জুলুম করেছিল যারা
সেই নগরের ॥
ধ্বংস করিতে আমি
সেই লোকজন
একটি সময় ঠিক
করেছি তখন ॥

রুকু-৯

৬০. মুসা তার যুবক দুই
সাথীকে বলে
যাইতে থাকিব আমি
অবিরত চলে
দুইটি সাগরের
মিলনস্থলে ॥
যত দিনে সেখানে আমি
পৌঁছে না যাই
দীর্ঘ সময় ধরে
চলিব সদাই ॥
৬১. চলিতে চলিতে তারা
সেথা পৌঁছিয়া
মাছের কথা সব
গেল ভুলিয়া ॥
মাছটি তখন এক
সুড়ঙ্গ করে
পথ পেয়ে চলে যায়
মাঝ সাগরে ॥
৬২. সেই জায়গা তারা
পার হয়ে গেলে
তখন মুসা তার
সাথীকে বলে;
খাবার আনো কিছু
বহন করে
বড়ই ক্লান্ত মোরা
এই সফরে ॥
৬৩. সাথী বলে আপনি কি
লক্ষ্য করেছেন
যখন পাথরের পাশে
আশ্রয় নিলেন ?
ছিলাম মাছের কথা
আমি ভুলে গিয়ে
শয়তানই রেখেছিল
মোরে ভুলিয়ে ॥
অবাক জনক ভাবে
মাছটি সাগরে
চলে গেল নিজের করা
পথটি ধরে ॥
৬৪. মুসা বলে আমরা তো
এতক্ষণে
এই জায়গাটাই
খুঁজিতেছি মনে ॥
অতঃপর উভয়ে পায়ের
চিহ্ন ধরে
পিছনের দিকে তারা
চলিল ফিরে ॥
৬৫. সাক্ষাৎ পেল মোর
বান্দা সেখানে
যে ছিল আমার এক
রহ্‌মত দানে
শিক্ষা দিয়েছি যারে
বিশেষ জ্ঞানে ॥
৬৬. মুসা এক শর্তে
বলিল তাকে
জ্ঞান যা শেখানো
আছে আপনাকে
তা থেকে শেখাবেন
আপনি আমায়

অনুমতি দেন যদি
সাথে চলি তায় ?

৬৭. কিছুতেই বলিল তুমি
ধৈর্য্যের সাথে
থাকিতে পারিবে না
মোর পশ্চাতে ॥

৬৮. কেমন করেইবা তুমি
এমন বিষয়ে
ধৈর্য্য ধারণ করে
থাকিবে রয়ে
জ্ঞান যাহা নেই তাহা
মানিয়া লয়ে ?

৬৯. মুসা বলে আমাকে
খোদার ইচ্ছায়
আপনি ধৈর্য্যশীল
পাবেন সেথায়
আপনার আদেশ আমি
মানিবো যে তায় ॥

৭০. বলে সে তুমি যদি
নিজ ইচ্ছাতে
এখনো থাকিতে চাও
আমার সাথে
প্রশ্ন করো না কোনো
তুমি যেন আমায়
যতক্ষণে কিছু আমি
বলি না তোমায় ॥

রুকু-১০

৭১. চলিতে লাগিল পথ
উভয়ে তখন
একটি নৌকায় তারা
করে আরোহন ॥
নৌকাটি তখন সে
ফুটা করে দিল
ছিদ্র করিলেন কেন
মুসা বলিল ॥
আরোহীদিগের কি
ডুবিয়ে দিবেন ?
অতীব মন্দ কাজ
এটা করিলেন ॥

৭২. বলিল সে আমি কি
বলিনি তোমায়
কিছুতেই ধৈর্য্য তোমার
হবে রাখা দায় ?

৭৩. মুসা বলে ভুল যাহা
ফেলেছি করে
নিবেন না দয়া করে
অপরাধী মোরে
কঠোরতা দিবেন না
আমার উপরে ॥

৭৪. চলিতে চলিতে এক
বালক দেখিল
তখন সে তাহাকে
হত্যা করিল ॥
মুসা বলে নিষ্পাপী
একটি জীবন
শেষ করিলেন যাকে
আপনি এখন ॥
হয়নি যাহা কোনো
প্রাণের বিনিময়
মহা এক অন্যায়
আপনার রয় ॥

ষোল পারা ঃ কালা আলাম

৭৫. বলে সে বলিনি কি
এমন করে
থাকিতে পারিবে না
ধৈর্য্য ধরে ?

৭৬. মুসা বলে এরপর
যদি আপনাকে
কোনো কিছু বিষয়ে মোর
প্রশ্ন থাকে
রাখিবেন না তবে
সাথে আমাকে ॥

আমার পক্ষ হতে
আপনি এখন
শেষ সীমা অভিযোগ
মুক্ত যে হন ॥

৭৭. অবশেষে উভয়ে তারা
চলিতে লাগিল
একটি জনপদে
এসে পৌঁছিল ॥
তাদের কাছে কিছু
চাইলো খাবার
কিন্তু দিতে তারা
করে অস্বীকার ॥
একটি প্রাচীর সেথা
পাইল দেখিতে
উপক্রম হয়েছিল
ধ্বসে পড়িতে ॥
ভাঙ্গা প্রাচীরটাকে
ঠিক করে দিল
জিজ্ঞাসা আবার মুসা
তাকে করিল
আপনার ইচ্ছা হলে
উহা করিতে
অবশ্যই পারিতেন কিছু
বিনিময় নিতে ॥

৭৮. সম্পর্ক ছেদ হলো
বলে তাহাকে
তোমার ও আমার মাঝে
যাহা কিছু থাকে ॥
ধৈর্য্য ছিল না তোমার
সেই বিষয়ে
প্রকৃত তত্ত্ব তাহার
যাও তুমি লয়ে ॥

৭৯. নৌকাটি ছিল কিছু
দরিদ্র লোকের
সাগরে খুঁজিতে হতো
জীবিকা তাদের ॥
তাদের নৌকাতে আমি
খুঁত করে দেই
কেননা রাজা এক
ছিল সামনেই ॥
সেই রাজা সবারে
জোর করিয়া
নিখুঁত নৌকা সব
নিতো ছিনাইয়া ॥

৮০. আর যাহা ছিল সেই
বালকের ব্যাপার
মুমিন লোক ছিল
মাতা-পিতা তার ॥
আশঙ্কা করিলাম
আমি যে সেথায়
তাহার কুফরি আর
অবাধ্যতায়
তাদেরে সে প্রভাবিত
করিয়া ফেলায় ॥

৮১. অতঃপর ইচ্ছা মোর
বিধাতার দান
বদলে আরেক তারা
পাবে সন্তান ॥
তারচেয়ে মহৎ আর
পবিত্রতা নিয়ে
ঘনিষ্ঠতর হবে
ভালোবাসা দিয়ে ॥

৮২. প্রাচীরের ব্যাপার ছিল
ওই নগরের
কিছু ধন ছিল দু'টি
এতিম বালকের ॥
দেয়ালের মাঝে রহে
লুকানো সে ধন
তাদের পিতা ছিল
নেককারী জন ॥
সুতরাং তব রব
দয়া দেখাইতে
ইচ্ছা করিলেন ধন
সেথা রাখিতে ॥
অতঃপর তাহাদের
হলে যৌবন

বের করে নেবে তারা
নিজেদের ধন ॥
কিছু আমি করিনি
নিজে এসবের
ধৈর্য্য থাকে না তোমার
যেই বিষয়ের
প্রকৃত তত্ত্ব কথা
এই হলো তাদের ॥

রুকু-১১

৮৩. যুলকার নাঈনের কথা
জিজ্ঞাসা করে
বিবরণ বর্ণনা করি
বলো তাদেরে ॥
৮৪. প্রতিষ্ঠা দিয়েছি তার
আমি দুনিয়াতে
পার্থিব সম্পদ বহু
দিয়াছি সাথে ॥
৮৫. তারপরে নিজে এক
পথ ধরিল
৮৬. সূর্যের অস্তাচলে
গিয়ে পৌঁছিল;
পঙ্কিল জলাশয়ে
সূর্য ডুবিল
তথায় সে একটি
জাতি দেখিল ॥
জুলকারনাইন হে
বলিলাম তারে
দিতেও পার তুমি
শাস্তি যারে
অথবা তাদেরে নাও
ভালো ব্যবহারে ॥
৮৭. বলে সে জুলুম কেহ
করে যদি থাকে
অবশ্যই শাস্তি আমি
দেব তাহাকে ॥
তারপর রবের কাছে
ফিরিয়া যাবে
কঠোর আজাবও সেথা
তাঁর কাছে পাবে ॥
৮৮. সৎকাজ করিবে যে
ঈমান আনিয়া
রয় ভালো বিনিময়
পুরস্কার দিয়া ॥
আচরণ তাদের সাথে
ভালো করিব
সহজ ও নম্রভাবে
কথা বলিব ॥
৮৯. তারপর অন্য আরেক
পথে সে চলে
৯০. পৌঁছিল সূর্যের
উদয় স্থলে ॥
এমন জাতির উপর
সূর্য উঠিল
এবং তাদেরে সে
তথায় দেখিল ॥
আবরণ রাখিনি কোনো
তাদের উপরে
সূর্য হতে যাহা
রক্ষা করে ॥
৯১. এইরূপই ছিল তার
ঘটনা আসল
আমার জানা আছে
কাহিনী সকল ॥
৯২. অতঃপর ভিন্ন আরেক
পথ সে ধরে
৯৩. পর্বত প্রাচীরের যাহা
ছিল ভিতরে ॥
সেথায় সে তখন
পৌঁছিয়া গেল
একটি জাতিকে সেথা
দেখিতে পেল ॥
তাহার কোনো কিছু
কথা তাহারা
একদমই বুঝিতে

পারে না যারা ॥

৯৪. জুলকার নাইন হে
তাহারা বলে
ইয়াজুজ-মাজুজ দ্বারা
অশান্তি চলে ॥
আমাদের দেশের এই
অভ্যন্তরে
কর্ কিছু মোদেরে দিন
ধার্য্য করে;
প্রাচীর যাহা দ্বারা
তৈরি করিয়া
তারা ও মোদের মাঝে
দিন রাখিয়া ॥

৯৫. বলিল সে দিয়াছেন
রব আমাকে
সম্পদ মোর কাছে
যথেষ্ট থাকে ॥
শ্রম দিয়ে কর শুধু
সাহায্য মোরে
মজবুত দেওয়াল এক
দেব আমি গড়ে
তারা আর তোমাদের
আড়াল যা করে ॥

৯৬. তোমরা লোহার পাত
নিয়ে আসো গিয়া
পাহাড়ের ফাঁক তাতে
গেল ভরিয়া ॥
বলিল সে তোমরা দাও
দম হাঁপড়ে
তাম্র নিয়ে আস
গলিত করে
আমি তাহা ঢেলে দেই
উহার উপরে ॥

৯৭. পারিল না ইয়াজুজ-মাজুজ
পার হইতে
এবং তাতে কোনো
ছিদ্র করিতে ॥

৯৮. জুলকারনাইন বলে
ইহা তো আমার
রবের রহ্মত এক
রয় যে তাঁহার ॥
প্রতিশ্রুত সময় রবের
আসিবে যখন
চূর্ণ করিয়া এটা
দিবেন তখন
প্রতিশ্রুতি সর্বদা রবের
সত্য এমন ॥

৯৯. তাদের অবস্থা দেব
এমনি করে
তরঙ্গের মতো একে
অপরের পরে;
এবং শিঙায় তখন
ফুঁক দেয়া হলে
চলিয়া আসিবে তারা
সব দলে দলে ॥
তাদের সবারে তখন
আমি তারপরে
আনিয়া ফেলিব সব
একসাথে করে ॥

১০০. হাজির করিব আমি
সেদিন দোজখ
ভালো করে দেখিবে তা
কাফেরের চোখ ॥

১০১. যাহাদের চোখ ছিল
পর্দায় ঢাকা
ভুলেছিল আমাকে
স্মরণে রাখা
সক্ষমও ছিল না তারা
শুনিতে থাকা ॥

রুকু-১২

১০২. কাফেরের ধারণা তবু
রয় কি এখন
মালিক আমাকে ছেড়ে
বান্দা গ্রহণ ?

কাফেরকে আপ্যায়িত
করিবার তরে
জাহান্নাম রেখেছি আমি
প্রস্তুত করে ॥

১০৩. বলে দাও আমি কি
তোমাদের কাছে
সংবাদ দেব লোক
যারা সব আছে ?
কর্মের দিক দিয়ে
জঘন্য অতিশয়
পূর্ণ ক্ষতির মাঝে
তারা সব রয় ॥

১০৪. বিফল হয়েছে যারা
পার্থিব জীবনে
অথচ তাহারা সবাই
এই করে মনে;
সবাই উত্তম কাজ
করিছে তারা
উহারাই এমন সব
লোক যাহারা ॥

১০৫. অস্বীকার করিল যারা
রবের আয়াত
মানেনিও তারা সব
তাঁর সাক্ষাত ॥
যাবতীয় কর্ম তাদের
নিষ্ফল আছে
কিয়ামতে গুরুত্ব নাই
আমার কাছে ॥

১০৬. জাহান্নাম সবাই তারা
পাবে প্রতিফল
বিদ্রূপ করেছে বলে
আয়াত সকল ॥
রাসুলকে তারা সব
করেছে গ্রহণ
ঠাট্টার বিষয় রূপে
তাহারা তখন ॥

১০৭. ঈমান আনিয়া যারা
ভালো কাজ করে
ফিরদৌস জান্নাত
তাহাদের তরে ॥

১০৮. চিরকাল থাকিবে সব
তারা সেখানে
যাইতেও চাবে না তারা
অন্যস্থানে ॥

১০৯. আমার রবের বলো
মহিমা যা রয়
লিখিবার কালি যদি
সমুদ্রও হয়;
অবশ্যই সমুদ্র শেষ
হবে সেখানে
অনুরূপ সমুদ্র যদি
সাহায্যে আনে ॥
তবুও মহিমা সকল
লিখিয়া তাঁহার
শেষ করা যাবে না
কখনো যাহার ॥

১১০. বলো তুমি আমি তো
তোমাদেরই মতো
ওহী শুধু মোর কাছে
প্রেরিত যতো ॥
তোমাদের উপাস্য মাবুদ
একজনই থাকে
সাক্ষাৎ লাভে তাঁর
আশা যে রাখে;
সে যেন থাকে সৎ
কর্মের উপরে
ইবাদতে রবের কারো
শরিক না করে ॥

---

১৯. সূরা মারইয়াম
মক্কায় ঃ আয়াত ৯৮ ঃ রুকু ৬

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
মহিমার সুর
দয়া ও করুনায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. কাফ্-হা-ইয়া
আইন সোয়াদ
২. দয়ার বিবরণ রবের
যাহা সংবাদ ॥
জাকারিয়া বান্দা প্রতি
তাঁর যাহা ছিল
৩. নিভৃতে সে তাহার
রবকে ডাকিল ॥
৪. এইভাবে বলিল সে
তাঁকে ডাকিয়া
দুর্বল অস্থি মোর
গেছে হইয়া
বার্ধক্য আসিল চুলে
শুভ্রতা নিয়া ॥
হে-মোর রব আমি
ডেকে আপনাকে
বিফলতা যদিও মোর
কোথায়ও না থাকে ॥
৫. আশঙ্কা করি মোর
আত্মীয়-স্বজন
আমার পরে তারা
রইবে কেমন ॥
আমার স্ত্রীও এক
বন্ধ্যা নারী
আপনি আমায় দিন
উত্তরাধিকারী ॥
৬. স্থলাভিষিক্ত তাকে
করুন আমার
ইয়াকুব বংশেরও
সে-যে হবে আর
প্রিয়ভাজন রব
করুন তাহার ॥
৭. তোমাকে আমি তাই
ওহে জাকারিয়া
সংবাদ জানাই ছেলে
সংবাদ দিয়া;
তাহার নামটি যেন
রাখো ইয়াহিয়া
এ নাম দেইনি আগে
কারো রাখিয়া ॥
৮. হে মোর রব সেথা
যাকারিয়া বলে
সন্তান কি করে মোর
হবে তাহলে ?
বন্ধ্যা স্ত্রী এক
রহিয়াছে যার
বার্ধক্য আসিয়াছে
শরীরে আমার ॥
৯. আল্লাহ্ বলিলেন
এইরূপই হবে
তব রব বলেন এটা
সহজই রবে ॥
পূর্বে সৃষ্টি আমি
করেছি তোমায়
যখন কিছুই তুমি
ছিলেনা হেথায় ॥
১০. হে আমার রব আরো
বলে যাকারিয়া
দেখান আমায় এক
নিদর্শন দিয়া ॥
বলিলেন তিন দিন
মানুষের সাথে
সুস্থ্য থাকিয়াও কথা
বলিও না যাতে ॥
১১. অতঃপর বের হলো

ঘর হইতে
নিজের কওমে সে
বলে ইঙ্গিতে;
পবিত্রতা বর্ণনা
কর আল্লাহ্‌র
সকাল ও সন্ধ্যায়
মহিমা যে তাঁর ॥

১২. এ কিতাব ধারণ তুমি
কর ইয়াহিয়া
ধরিয়া রাখো তাই
দৃঢ়তা নিয়া ॥
শিশুকালে তোমাকে
করিয়াছি দান
বিচারবুদ্ধি সাথে
বিশেষ জ্ঞান ॥

১৩. হৃদয়ে তাহার আমি
আলাদা করে
পবিত্রতা কোমলতা
দিয়েছি ভরে
মু'মিন হিসাবে সে
ছিল উপরে ॥

১৪. পিতা ও মাতার আরো
ছিল অনুগত
অবাধ্য ছিল না সে
না উদ্ধত ॥

১৫. প্রশান্তি তার উপর
জন্ম সময়ে
যেই দিনও যাবে তার
মৃত্যু হয়ে
যখন উত্থিত হবে
জীবন লয়ে ॥

রুকু–২

১৬. মারিয়ামের কথা
কর বর্ণনা
এই কিতাবে যাহা
আছে আলোচনা ॥
নিজের পরিবার হতে
পৃথক হয়ে
নির্জনে পূর্ব দিকে
গেল আশ্রয়ে ॥

১৭. নিজেকে আড়াল করে
পর্দা করিয়া
দিলাম ফেরেশতা এক
আমি পাঠাইয়া
আত্মপ্রকাশ করে
মানুষ হইয়া ॥

১৮. মরিয়ম আল্লাহ্‌র বলে
চাই আশ্রয়
তোমা হতে আল্লাহ্‌কে
যদি কর ভয় ॥

১৯. ফেরেশতা বলে আমি
শুধু আপনার
রব হতে প্রেরিত
হয়েছি তাঁহার
আপনাকে সন্তান
দান করিবার ॥

২০. মরিয়ম তখন তাকে
বলিল এমন
পুত্র কিরূপে আমার
হইবে যখন;
স্পর্শ করেনি কোনো
পুরুষ আমায়
ব্যভিচারিণীও আমি
নইকো যে তায় ?

২১. ফেরেশতা বলিল তারে
এরূপেই হবে
আমার পক্ষে সহজ
বলেছেন রবে ॥
নিদর্শন করিতে চাই
আমি তাহাকে
আমার তরফ হতে
রহমত যাকে ॥
মানুষের জন্য হবে
তাহা নিশ্চয়

নির্ধারিত যেটা রবে
একটি বিষয় ॥

২২. অতঃপর তাহাকে সে
গর্ভে নিয়া
দূর কোনো নির্জনে
গেল চলিয়া ॥

২৩. প্রসব বেদনা পরে
শুরু তার হলে
আশ্রয় নিল খেজুর
গাছের তলে ॥
মরিয়ম বলে হায়
এই ঘটনার
পূর্বেই মরণ যদি
হইত আমার
মানুষের স্মৃতিতে আমি
হতাম না তো আর ॥

২৪. ফেরেশতা পরক্ষণে
নীচুদিক থেকে
চিন্তিত হয়ো না তুমি
বলে তাকে ডেকে ॥
তোমার রব এক
ফোয়ারা করিলেন
নিম্নদিকেই তোমার
তাহা দিয়েছেন ॥

২৫. নাড়া দাও খেজুরের
ওই গাছ ধরে
সুপক্ক খেজুর কাছে
পড়িবে ঝরে ॥

২৬. আহার ও পান কর
চক্ষু জুড়াও
যদি কোনো মানুষের
দেখা তুমি পাও;
রোজা রাখিয়াছি বলো
আল্লাহ্‌র মানতে
বলিব না কথা কোনো
মানুষের সাথে ॥

২৭. অতঃপর শিশুটিকে
নিয়ে সে কোলে
নিজের কওমে ফিরে
আসিল চলে;
তখন সবাই তারা
তাহাকে বলে
এমন জঘন্য তুমি
কি করে হলে ?

২৮. হারুনের বোন শোনো
তুমি এই কথা
ছিলো না মন্দ লোক
তোমার পিতা
আর তো ছিল না তোমার
অসতী মাতা ॥

২৯. মরিয়ম শিশুর দিকে
করে ইশারা
বলিল তখন তাকে
সবাই তারা;
যে শিশু রয়েছে তোমার
এখনো কোলে
তার সাথে কথা বলা
কিভাবে চলে ?

৩০. শিশু বলে আমি তো
দাস আল্লাহ্‌র
কিতাব দিয়ে নবী মোরে
বানালেন তাঁর ॥

৩১. আমার অবস্থান
যেখানেই রয়
করেছেন আমায় তিনি
বরকতময় ॥
নির্দেশ দিয়েছেন
তিনি আমাকে
যত দিন আমার এই
জীবন থাকে;
ততদিন করি যেন
কায়েম ছালাত
আর যেন করি আমি
আদায় যাকাত ॥

৩২. করেছেন মাতার প্রতি
মোরে অনুগত

করেননি দুর্ভাগা মোরে
আরো উদ্ধত ॥
৩৩. শান্তি আমার প্রতি
হয় বর্ষণ
যেদিন করেছি আমি
জনমগ্রহণ ॥
আগত হবে আরো
যে দিন মরণ
পুনরায় জীবিত হবো
আবার যখন ॥
৩৪. মারিয়াম পুত্র
ঈসা এই রয়
লোকেরা বিতর্ক করে
সত্য বিষয় ॥
৩৫. আল্লাহ্ তো এমন নন
তিনি নিশ্চয়
সন্তান গ্রহণ কোনো
তাঁর দ্বারা হয়
তিনি তো পবিত্র আর
মহিমাময় ॥
স্থির করেন যদি
কিছু করিতে
তখন তাঁকে শুধু
হয় বলিতে ॥
একটি কথাই তাঁর
যথেষ্ট সেথায়
হও বলিলেই শুধু
সেটা হয়ে যায় ॥
৩৬. নিশ্চই আল্লাহ্ তিনি
রব যে আমার
রব তিনি তোমাদেরও
তোমরা তাঁহার ॥
কর তবে তোমরা
তাঁর ইবাদত
নিশ্চই এটাই সহজ
সরল পথ ॥
৩৭. নিজেদের মাঝে পরে
বিভিন্ন দলে
মতভেদ তারা সব
করিয়া চলে ॥
সুতরাং মহাদিন
আগমনকালে
কাফেরের দুর্ভোগ
আছে কপালে ॥
৩৮. শুনিবে ও দেখিবে সেদিন
কত সুন্দর
আমার কাছে তারা
আসিবার পর ॥
কিন্তু আজ এই
জালিম যাহারা
প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে
রহিয়াছে তারা ॥
৩৯. তাদের করে দাও
তুমি হুঁশিয়ার
দিন পড়ে রয়েছে
আফসোস্ করিবার ॥
চূড়ান্ত যখন হবে
ফয়সালা দ্বারা
এখন গাফেল হয়ে
রয়েছে যারা
এবং ঈমানও সব
আনে না তারা ॥
৪০. প্রকৃত মালিক আমিই
রবো দুনিয়ার
তার মাঝে বাস করে
আরো যে সবার;
এবং সকলেই তারা
যাহারা আছে
সবাই আসিবে ফিরে
আমার কাছে ॥

রুকু-৩

৪১. কিতাবে বর্ণিত কথা
ইব্রাহিমের
বর্ণনা কর সেটা

তুমি তাহাদের
একজন নবী ছিল
সত্য পথের ॥

৪২. বলিল যখন সে
নিজ পিতাকে
শোনে না যে ইবাদত
কেন কর তাকে ?
কাজে তব আসে না সে
না দেখে থাকে ॥

৪৩. হে মোর পিতা শোনো
আমার কাছে
এমন এক জ্ঞান মোর
যাহা আসিয়াছে;
আসেনি তোমার কাছে
সেইরূপ জ্ঞান
অতএব আমার কথা
শোন দিয়ে কান
তোমাকে সরল পথ
করিব প্রদান ॥

৪৪. হে মোর পিতা শোনো
তুমি আমাকে
পূজা তুমি করিও না
শয়তান যাকে
শয়তান আল্লাহ্র
অবাধ্য থাকে ॥

৪৫. হে মোর পিতা তাই
আশঙ্কা যে হয়
তোমাকে আজাব দিবেন
কোনো দয়াময়
শয়তানের সাথী তুমি
হবে নিশ্চয় ॥

৪৬. পিতা বলে ইব্রাহিম
তুমি কি আমার
উপাস্য হতে বলো
মুখ ফেরাবার ?
হও যদি বিরত না
এইসব নিয়া
খুন করিব তোমায়
পাথর ছুড়িয়া
চিরতরে আমা হতে
দূরে যাও গিয়া ॥

৪৭. ইব্রাহিম শান্তি বলে
তোমার উপরে
চাইবো ক্ষমা রবে
তোমার তরে ॥
আছেন আমার প্রতি
তিনি নিশ্চয়
মেহেরবাণ ও দয়ালু
হন অতিশয় ॥

৪৮. ত্যাগ আমি করিলাম
তোমাদের আর
উপাস্য তোমাদের
যত কিছু তার
ইবাদত করিব আমি
রব যে আমার ॥
আশা করি আমার রবের
ইবাদত করে
বঞ্চিত হবো না আমি
কখনো পরে ॥

৪৯. অতঃপর তখন তাই
সে তাদেরে
এবং উপাস্য যাহা
আল্লাহ্কে ছেড়ে
সবার কাছ হতে
গেল দূরে সরে ॥
ইছাক আর ইয়াকুব
তাকে আমি দিয়া
তাদের পাঠালাম সেথা
নবী করিয়া ॥

৫০. আমার রহ্মত দান
করিয়া তাদের
সুনাম আর সুখ্যাতি
বহু উপরের ॥

রুকু-৪

৫১. কিতাবে মুসার কথা
রয়েছে যাহা
অবশ্যই কর তুমি
বর্ণনা তাহা ॥
মনোনীত বান্দা
খাঁটি লোক রয়
নবী আর রাসুল সে
ছিল নিশ্চয় ॥

৫২. সেই সময়ে আমি
ডাকিয়াছি তারে
ডানদিকে হতে সেই
তুর পাহাড়ে ॥
তত্ত্বের কথা যত
বলিতে তাকে
নিকটে আসিতে মোর
আহ্বান থাকে ॥

৫৩. তার ভাই হারুন মোর
স্বীয় দয়াতে
নবীত্ব করিলাম দান
তাহারই সাথে ॥

৫৪. ইসমাইলের কথা
যাহা কিতাবে
বর্ণনা কর তাহা
তুমি সেইভাবে ॥
প্রতিশ্রুতি পালনে ছিল
সত্য পরায়ণ
নবী আর রাসুল সে
ছিল একজন ॥

৫৫. নির্দেশ দিল সে
নিজ পরিবারে
ছালাতও যাকাত আদায়
সেথা করিবারে
করিতেন তার প্রভু
পছন্দ তারে ॥

৫৬. ইদ্রিসের কথা যাহা
এ কিতাবে রয়
বর্ণনা কর সেথা
সে ও নিশ্চয়
নবী আর সত্যবাদী
ছিল অতিশয় ॥

৫৭. উন্নীত করেছি আরো
আমি যে তাকে
উচ্চ মর্যাদা বড়ই
পেয়ে সে থাকে ॥

৫৮. ইহারাই তারা সব
আল্লাহ্ যাদের
মনোনীত করেছেন
তিনি তাহাদের ॥
নবীদের মধ্য হতে
ছিল তাহারা
আদমের বংশধর
আছে যাহারা ॥
এবং যাদেরে আমি
নূহুর সাথে
বাঁচিয়েছিলাম তাদের
সেই নৌকাতে ॥
ইহারাই বংশধর
ছিল তাহাদের
ইব্রাহিম আর
ইস্রাইলের ॥
মনোনীত করেছি যাদের
হেদায়েত দিয়ে
সবারে তাহাদের
সেই দলে নিয়ে ॥
যখন তাদের কাছে
পাঠ করা হয়
আল্লাহ্র আয়াত সব
যিনি দয়াময়;
সিজদায় পড়িত সেথা
তারা লুটাইয়া
জারে জার হইত সবাই
কাঁদিয়া কাটিয়া ॥

৫৯. অসৎ বংশধর
এলো তারপরে
সালাতকে যারা সব
নষ্ট করে ॥

রিপুর দাসত্ব তারা
করিল গ্রহণ
কুকাজের শাস্তি তাদের
দেখিবে কেমন ॥

৬০. তওবা করিল যারা
তবে তারা নয়
এবং তার সাথে
সৎকাজে রয় ॥
প্রবেশ করিবে সব
তারা জান্নাতে
হবে না জুলুম করা
তাহাদের সাথে ॥

৬১. চিরস্থায়ী বাসের যেথা
প্রতিশ্রুতি থাকে
গোপনে আল্লাহ্ দিলেন
তাঁর বান্দাকে;
দয়াময় আল্লাহ্ দিলেন
অদৃশ্যভাবে
অবশ্যই ওয়াদা তাঁর
পূর্ণ হবে ॥

৬২. সালাম ব্যতীত কথা
রবে না সেথায়
সকালে রিযিক হবে
আর সন্ধ্যায় ॥

৬৩. এটা সেই জান্নাত
মালিক যাহার
করে দেব মুমিন যত
মোর বান্দার ॥

৬৪. জিব্রাইল বলিল হেথা
আমি আগত
হইতে পারি না রবের
আদেশ ব্যতীত ॥
সামনে-পিছন মাঝে
যত কিছু হয়
সবকিছু রবের তাহা
আয়ত্ত্বেই রয়
রবের কোনো ভুল
হইবার নয় ॥

৬৫. আসমান-জমিন আর
মাঝে উভয়ের
তিনিই পালনকারী
সবকিছু রবের;
মশগুল হও তাই
তাঁর ইবাদতে
ইবাদত কায়েম কর
ধৈর্য্যের সাথে ॥
কাহারও জানো কি তুমি
তাঁর সমতায়
এমন গুণ আরো
যার থেকে যায় ?

রুকু-৫

৬৬. মানুষ যখন বলে
যাবো মরিয়া
বের করা হবে কি পুনঃ
জীবিত করিয়া ?

৬৭. এ কথা মানুষ কি
করে না স্মরণ
সৃষ্টি পূর্বে তাদের
করেছি যখন
কিছুই ছিলো না যে
তাদের তখন ?

৬৮. সুতরাং কসম তাই
তোমার রবের
অবশ্যই একসাথে
করিব তাদের
সমবেত আর ওই
শয়তান যাদের ॥
দোজখের চারিদিকে
তাহার পরে
হাজির করিব আমি
নতজানু করে ॥

৬৯. অতঃপর তাদের সব
পৃথক করিব
প্রতিটি দল থেকে

তাদেরে নিবো ॥
দয়াময় আল্লাহ্‌র
প্রতি ছিল তারা
সবচেয়ে অবাধ্য
ছিল যাহারা ॥

৭০. ভালোভাবে জানি আমি
ওই লোকেদের
দোজখে যোগ্য অধিক
যারা প্রবেশের ॥

৭১. এমন তোমাদের মাঝে
কেউ হবে না
যেই লোক সেখানেতে
পৌঁছাবে না ॥
তোমরা রবের সেই
ফয়সালা যাহা
নির্ধারিত রহিয়াছে
নিশ্চই তাহা ॥

৭২. উদ্ধার করিব পরে
মুত্তাকীদেরে
পাপীদেরে নতজানু
অবস্থায় ছেড়ে ॥

৭৩. আমার আয়াত সেথা
পাঠ করা হলে
কাফেরেরা তখন সব
মুমিনদের বলে;
দু'দলের মর্যাদা
বড় কোনোটার
মজলিসে উত্তম
কোন্‌টা তাহার ?

৭৪. মানব গোষ্ঠী হলো
বিনাশ যারা
ঠাঁট বাটে উপরে ছিল
এদের তারা ॥

৭৫. বলো তাই আছে যারা
ভ্রষ্ট পথে
আল্লাহ্‌ তাদের থাকেন
অবকাশ দিতে;
যত দিনে তারা সব
দেখে সে বিষয়
শাস্তি বা কিয়ামত
যেটাই তা রয় ॥
জনিবে তখন তারা
মর্যাদা কার
কে-সেথায় দলবলে
দুর্বল আর ॥

৭৬. রয়েছে সঠিক যারা
পথের উপরে
আল্লাহ্‌ হেদায়েত দেন
বৃদ্ধি করে ॥
স্থায়ী সৎকাজ
যত কিছু হয়
ছওয়াবে রবের কাছে
উত্তম রয়
প্রতিদানও শ্রেষ্ঠ
আছে নিশ্চয় ॥

৭৭. কখনো দেখেছ কি
তুমি তাহাকে
আমার আয়াতে যার
অবিশ্বাস থাকে ?
বলে সে নিশ্চই হবে
আমাকে প্রদান
ধন-সম্পদ যতো
আরো সন্তান ॥

৭৮. সে-কি জেনে গেছে
অদৃশ্য বিষয়
আল্লাহ্‌ হতে কি তার
প্রতিশ্রুতি রয় ?

৭৯. ঠিক নয় তার কথা
লিখে রাখিব
এবং শাস্তি তাহার
বাড়িয়ে দিব ॥

৮০. সে যাহা বলে তাহা
সবই মোর আছে
আসিবে একাকী সে
আমারই কাছে ॥

৮১. উপাস্য নিয়েছে তারা

আল্লাহ্‌কে ছাড়া
তাদের সাহায্যে সব
লাগে যেন তারা ॥

৮২. এমন কখনোই নয়
তাহারা হবে
ইবাদতে অস্বীকার
তাদেরই রবে
তাদের বিরোধী
উহারাই সবে ॥

রুকু-৬

৮৩. লক্ষ্য করনি কি
কাফেরের উপরে
কিভাবে শয়তান
রয়েছে চড়ে
দিয়েছি তাদের যেন
প্রলুব্ধ করে ॥

৮৪. ব্যস্ত হয়ো না তুমি
তাদের ব্যাপারে
তাদের কালের হিসাব
রাখি আমি যারে ॥

৮৫. দয়াময়ের কাছে
মুমিনেরা যত
যেদিন অতিথিরূপে
করে সমবেত ॥

৮৬. পাপীসব দোজখের
পানে তাড়িয়ে
তৃষ্ণার্ত অবস্থায়
যাবো আমি নিয়ে ॥

৮৭. সুপারিশে অধিকার
কাহারও না থাকে
দয়াময় আল্লাহ্‌র শুধু
অনুমতি যাকে ॥

৮৮. তারা বলে আল্লাহ্
যিনি দয়াময়
সন্তান গ্রহণ আরো
তাঁর দ্বারা হয়

৮৯. জঘন্য অদ্ভুত কথা
ইহা নিশ্চয় ॥

৯০. আস্‌মান ফাটিয়া যায়
যেন এ কথায়
ধরণী এতে যেন
দ্বিধা হয়ে যায়
ধ্বসিয়া পড়িতে যেন
পর্বতও চায় ॥

৯১. কেননা তারা বলে
যিনি দয়াময়
আল্লাহ্‌র নাকি কোনো
সন্তান রয়;

৯২. সন্তান অথচ তাঁর
শোভনীয় নয় ॥

৯৩. আস্‌মান জমিনে নাই
এমন কেউ আছে
বান্দা হয়ে আসিবে না
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

৯৪. অবশ্যই তাদের তিনি
রাখেন ঘিরিয়া
রেখেছেন তাদের আরো
গণনা করিয়া ॥

৯৫. আসিবে সবাই তারা
রোজ কিয়ামতে
একা একা তাঁর কাছে
তাঁরই সাক্ষাতে ॥

৯৬. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
দয়াময় আল্লাহ্
তাহাদের তরে
ভালোবাসা দিয়েছেন
লোকের অন্তরে ॥

৯৭. কোরআন সহজ করে
তোমার ভাষায়
আমি তাই তোমাকে
দিয়েছি সেথায়
মুমিনদিগকে শুভ
সংবাদ দিতে

কলহকারীদের
সতর্ক করিতে ॥
৯৮. তাদের পূর্বে কত
জাতি মানবের
ধ্বংস করে আমি
দিয়েছি তাদের ॥
তাদের মধ্যে কারো
পাও কি সাড়া
ক্ষীণতম আওয়াজও কি
দেয় তাহারা ?

---

২০. সূরা ত্বাহা
মক্কায় ঃ আয়াত ঃ ১৩৫ ঃ রুকু ৮

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. ত্বা-হা
২. এ কারণ নাজিল আমি
করিনি যাহা;
তোমার উপরে পাঠানো
এই যে কোরআন
যাহাতে তোমার হবে
কষ্ট প্রদান ॥
৩. এমন ব্যক্তিকে বরং
উপদেশ দিতে
যে লোক থাকিবে
ভয় করিতে ॥
৪. এ কোরআন নাজিল হলো
সেই সত্ত্বার
জমিন ও উচ্চ আকাশ
সৃষ্টি যাহার ॥
৫. তিনি সেই আল্লাহ্
আর দয়াময়
আরশের উপরে যাঁর
অধিষ্ঠান রয় ॥
৬. তাঁহারই অধীন সব
জমিন আসমানে
যাহা কিছু রয়েছে
তার মাঝখানে
রয়েছে আরো যাহা
ভূ-গর্ভাধানে ॥
৭. যদি তুমি কথা বলো
উচ্চস্বরে
সে আওয়াজ পৌঁছায়
তাঁর গোচরে ॥
গোপনীয়-না বলা
থাকেও যাহা
তাহার সকলি তিনি
জানেন তাহা ॥
৮. মাবুদ আল্লাহ্ ছাড়া
নাই কোনো আর
অনেক সুন্দর কত
নাম আছে তাঁর ॥
৯. মুসার সেই ঘটনা কি
পৌঁছিয়াছে
তাহার কথা কিছু
তোমার কাছে ?
১০. অদূরে আগুন এক
জ্বলিতে দেখিয়া
পরিবারবর্গকে সে
বলে ডাকিয়া;
অবস্থান তোমরা সবাই
কর এখানে
আগুন দেখিতে পাই
আমি সেখানে ॥
তোমাদের জন্য আগুন
আনিতে যাবো
অথবা সেখানে পথের
সন্ধান পাবো ॥

১১. যখন সে আগুনের
কাছে পৌঁছিল
হে মুসা বলে তাকে
কেহ ডাকিল ॥

১২. তোমার রব আমি
তাই তুমি হেথা
খুলে ফেল তোমার ওই
পায়ের জুতা
তুয়াতে রয়েছ তার
পবিত্রতা ॥

১৩. মনোনীত করিয়াছি
আমি তোমাকে
ওহীর পানে যেন
মনোযোগ থাকে ॥
যা কিছু বলা হয়
তোমায় করিতে
মনোযোগ দিয়ে শুধু
থাকো শুনিতে ॥

১৪. আমিই আল্লাহ্ এক
আমি ছাড়া কোন
মাবুদ নাই কেহ
আর অন্য ॥
অতএব আমারই
ইবাদত কর
আমার স্মরণে তাই
নামাজ পড় ॥

১৫. নিশ্চই কিয়ামত
আসিবে যে তাই
গোপন সেটা আমি
রাখিবার চাই ॥
সবাই যাহাতে নিজের
কর্ম অনুসারে
বিনিময় লাভ তারা
করিতে পারে ॥

১৬. বিশ্বাস নাই যার
রোজ কিয়ামতে
চলে সে নিজের
কু-ইচ্ছার পথে
যেন সে তোমাকে
বিশ্বাস হতে;
করে না নিবৃত্ত
তাহলে তবে
নিশ্চই তুমিও জেন
ধ্বংস হবে ॥

১৭. হে মুসা তোমার ঐ
ডান হতে কি ?

১৮. মুসা বলে এইটা
আমার লাঠি ॥
ভর দেই আমি শুধু
ইহার উপরে
মেষপাল জন্য আমি
পাতা ফেলি ঝরে
অন্য আরো কাজ কিছু
এটা মোর করে ॥

১৯. নিক্ষেপ কর ওটা
আল্লাহ্ বলিলে

২০. অতঃপর মুসা তাহা
ছুঁড়িয়া দিলে;
তখন হলো এক
সাপে পরিণত

২১. আল্লাহ্ বলেন তাকে
ধরো ঠিকমত ॥
ভয় পেয় না এখন
আমি এটাকে
আগের অবস্থায়
ফিরাবো তাকে ॥

২২. তোমার হাত তুমি
রাখো বোগলে
উজ্জ্বল স্বচ্ছ হয়ে
বের হবে ফলে
অপর এক মোজেজা
হবে তাহলে ॥

২৩. আমি তোমাকে এটা
এ জন্য তাই
বিরাট নিদর্শন হতে
দেখাবার চাই ॥

২৪. ফেরাউন সমীপে
দেখ সেথা গিয়ে
দারুণভাবে গেছে
সীমা ছাড়িয়ে ॥

রুকু-২

২৫. মুসা বলে রব মোরে
দিন তাহা দিয়া
আমার বক্ষ যেন
প্রশস্ত করিয়া ॥
২৬. সহজ করিয়া দিন
মোর সব কাজ
২৭. দূর করে দিন আরো
জিহ্বার লাজ ॥
২৮. লোকে যেন মোর কথা
বুঝিতে পারে
২৯. সাহায্যকারী দেন
মোর পরিবারে
সাহায্য করিবে যে
শুধু আমারে ॥
৩০. হারুন নাম তার
আমার এক ভাই
৩১. তাকে নিয়ে যেন আমি
শক্তি বাড়াই
৩২. মোর কাজে অংশ
করে দিন তাই ॥
৩৩. বেশী করে মহিমা
যেন আপনারই
পবিত্রতা ঘোষণা যেন
করিতে পারি ॥
৩৪. আপনাকে বেশী করে
করি যেন স্মরণ
৩৫. আপনি তো করেন মোদের
সবই দর্শন ॥
৩৬. আল্লাহ্ বলেন মুসা
ওহে তোমাকে
সকলি দিলাম চাওয়া
তোমার যা থাকে ॥
৩৭. অনুগ্রহ করিয়াছি
আমি তো তোমার
তোমার প্রতি যাহা
আরো একবার ॥
৩৮. গায়েবী নির্দেশ দিয়ে
তোমার মাকে
জানাবার যাহা ছিল
দিয়েছি তাকে ॥
৩৯. মুসাকে সিন্দুকে
ভরিয়া সেথায়
তাকে তুমি ভাসিয়ে
দাও দরিয়ায় ॥
দরিয়া ফেলিবে তাকে
তীরে নিয়ে গিয়ে
এমন এক ব্যক্তি তার
নেবে উঠিয়ে;
যেই ব্যক্তিটি হলো
শত্রু আমার
এবং শত্রুও সেই
রয়েছে তাহার ॥
আমার তরফ হতে
তোমার উপরে
ভালোবাসা দিয়েছি
বর্ষণ করে ॥
তত্ত্বাবধানে মোর
তুমি যাহাতে
পালিত হও সেথা
যত্নের সাথে ॥
৪০. সেথায় তোমার বোন
আসিয়া বলে
আমি কি সন্ধান কারো
দেব তাহলে
এ শিশু পালনের ভার
যাকে দেয়া চলে ?
তারপর তোমায় আমি
পুনরায় দিয়ে
তোমার মায়ের কোলে

দিলাম ফিরিয়ে ॥
তোমাকে পেয়ে যেন
চক্ষু জুড়ায়
এবং আর কোন
দুঃখ না পায় ॥
একটি লোক তুমি
খুন করিলে
তোমার সে চিন্তায়
মুক্তি মিলে
অনেক পরীক্ষা তুমি
আমাকে দিলে ॥
মাদিয়ানবাসীর মাঝে
কয়েক বছর
সেথায় থাকিয়া সময়
হলে তারপর;
নির্ধারিত একটি
সময় নিয়া
হে মুসা এখানে তুমি
গেলে আসিয়া ॥

৪১. আর আমি সে সময়
নিজের তরে
নিয়েছি তোমায় আমি
প্রস্তুত করে ॥

৪২. নিদর্শনসমূহ মোর
নিয়ে যাও তাই
শিথিল হয়ো না তুমি
ও তোমার ভাই ॥

৪৩. ফেরাউনের কাছে যাও
তোমরা উভয়ে
সীমানা লঙ্ঘন করে
গিয়েছে রয়ে ॥

৪৪. নরম হয়ে তাকে
কথা বলিবে
হয়তো সে তোমাদের
উপদেশ নিবে
অথবা তোমাদেরে
ভয় করিবে ॥

৪৫. উভয়েই তারা বলে
হে মোদের রব
আশঙ্কা করি তার
আচরণ সব ॥
আমাদের প্রতি সে-না
করে অন্যায়
অথবা বাড়াবাড়ি
করিবে সেথায় ॥

৪৬. আল্লাহ্ বলেন তাদের
কোন ভয় নাই
তোমাদের সাথে আছি
আমি যে সদাই
শুনিতে দেখিতে আমি
সব কিছু পাই ॥

৪৭. তোমরা বলিও তাকে
নরম হয়ে
তোমার রবের রাসুল
আমরা উভয়ে ॥
ইসরাইলীদের দাও
সাথে আমাদের
কষ্ট দিও না তুমি
আর যে তাদের ॥
তোমার রবের কাছে
আমরা গিয়ে
এখানে এলাম কিছু
মোজেজা নিয়ে ॥
আমাদের সালাম রয়
তাহার উপরে
যেই লোক চলে সদা
সৎপথ ধরে ॥

৪৮. ওহী করা হয়েছে
মোদের উপরে
শাস্তি রয়েছে সব
উহাদের তরে ॥
মিথ্যার আরোপ শুধু
যারা লাগাইয়া
তাহারা রাখে আরো
মুখ ফিরাইয়া ॥

৪৯. ফেরাউন বলে মুসা

বল আমাকে
এমন রব কে
তোমাদের থাকে ?

৫০. মুসা বলে আমাদের
রব যিনি আছেন
বস্তুর আকৃতি সকল
তিনিই দিয়াছেন
অতঃপর তাকে তিনি
পথ দেখালেন ॥

৫১. ফেরাউন বলিল তারা
রয়েছে কেমন
অতীত কালের সব
সেই লোকজন ?

৫২. মুসা বলে রবের কাছে
রয়েছে লিখন
হয় না ভুল তাঁর, না তিনি
বিস্মৃত হন ॥

৫৩. জমিনকে করেছেন
বিছানার মতো
তোমাদের জন্য সেথা
চলার পথও ॥
আসমান হতে তিনি
পানি বর্ষান
গজায় সেখানে কত
উদ্ভিদ নানান ॥

৫৪. তাহাদের সেই সব
তোমরাও খাও
আবার পশুপালও
সেখানে চরাও ॥

রুকু-৩

৫৫. মাটি হতে তোমাদের
সৃষ্টি করিয়া
মাটিতেই তোমাদের
দেব ফিরাইয়া
মাটি হতে পুনঃ বের
করিব নিয়া ॥

৫৬. ফেরাউনে দেখালাম
যত নিদর্শন
অবিশ্বাস অমান্য সে
করিল তখন ॥

৫৭. বলিল সে, হে মুসা
যাদুর জোরে
মোদেরে দিবে কি দেশ
হতে বের করে ?

৫৮. আমরাও তোমাকে
মুকাবিলা করিতে
অনুরূপ যাদু কিছু
দেব আনিতে ॥
ঠিক কর তোমরা
একটি সময়
খেলাপ করিব না মোরা
তোমরাও নয়
প্রান্তর এক যাহা
মাঝখানে রয় ॥

৫৯. মুসা বলে তোমাদের
উৎসব যখন
সেই দিন সমবেত
কর লোকজন ॥

৬০. অতঃপর ফেরাউন
প্রস্থান করিল
কৌশল জমা সব
করিতে লাগিল
তারপর সে তখন
সেথা আসিল ॥

৬১. মুসা বলে তোমাদের
দুর্ভোগ অতি
মিথ্যারোপ করিও না
আল্লাহ্‌র প্রতি ॥
করিলে আজাব দিয়ে
তিনি তোমাদেরে
দিবেন ধ্বংস করে
তিনি একেবারে ॥
মিথ্যার উদ্ভব
করে যাহারা

পরিণামে বিফলই
হয় তাহারা ॥

৬২. নিজেদের মাঝে তাই
সব যাদুকরে
বিতর্ক করিল তারা
পরস্পরে
নিজেরা করে শলা
গোপনতা ভরে ॥

৬৩. তারা বলে দুইজন
যাদুকর ইহারা
যাদুবলে দিতে চায়
তোমাদের তারা;
দেশ হতে তোমাদের
বের করে দিতে
উন্নত জীবন চায়
নস্যাৎ করিতে ॥

৬৪. নিজেদের সুগঠিত
কৌশল দিয়ে
সারি দিয়ে তোমরা
চল এগিয়ে
বিজয়ী আসিবে আজ
সফলতা নিয়ে ॥

৬৫. নিক্ষেপ কর মুসা
তাহারা বলে
অথবা আমরাই
করি না হলে ॥

৬৬. মুসা বলে নিক্ষেপ
কর তোমরাই
তাদের যাদুতে মুসার
মনে হলো তাই;
হঠাৎ তাদের সব
রশি-লাঠি যত
যেন তারা ছোটাছুটি
করে অবিরত ॥

৬৭. দেখিয়া মুসা ইহা
তার অন্তরে
কিছুটা ভয় মনে
অনুভব করে ॥

৬৮. বলিলাম আমি তারে
করিও না ভয়
তুমি হেথা বিজয়ী
হবে নিশ্চয় ॥

৬৯. ডান হাতে আছে যাহা
ফেল ছুড়িয়া
ফেলিবে তাদের গুলো
গ্রাস করিয়া ॥
করিয়াছে তারা যাহা
শুধু কৌশল
যাদুকর যেখানে যায়
হয় না সফল ॥

৭০. অবশেষে তারপর
যাদুকর যারা
সিজদায় পড়ে গিয়ে
বলে সব তারা;
ঈমান আনিলাম
মোরা অন্তরে
হারুণ ও মুসার সেই
রবের উপরে ॥

৭১. ফেরাউন বলিল ঈমান
মুসার প্রতি
আনিলে না নিয়ে তবে
মোর অনুমতি ?
এখন তো দেখি আমি
সেই তো প্রধান
যাদু দিলো তোমাদেরে
শিক্ষা প্রদান ॥
হাত-পা উল্টা দিকে
দেব কাটিয়া
তোমাদেরে খেজুর গাছে
শূলে চড়াইয়া ॥
নিশ্চিতরূপেই তাহা
জানিবে যে আর
কঠোর ও দীর্ঘ হয়
শাস্তি কাহার ॥

৭২. শুনিয়া বলিল তখন
যাদুকর সবাই

তোমাদের প্রাধান্য আর
মোদের কাছে নাই ॥
ওইসব নিদর্শন যাহা
আমাদের কাছে
যাহার কাছ হতে
তাহা আসিয়াছে ॥
ওই সত্ত্বা তাঁহার
উপরে যিনি
আমাদেরে সৃষ্টি
করেছেন তিনি
সুতরাং তুমি তাই
কর ফেলিয়া
যা কিছু করিতে চাও
মোদেরে নিয়া ॥
তুমি-তো কেবল শুধু
পার্থিব জীবনে
যা-করার করিতে পারো
হেথা এইক্ষণে ॥

৭৩. এখন মোদের রবে
এনেছি ঈমান
আমাদের করেন যেন
ক্ষমা তিনি দান ॥
আমাদের সকল পাপ
যাদু হতে আর
বাধ্য করেছ যাহা
তুমি করিবার
আল্লাহ্ই চিরস্থায়ী
অনন্ত অপার ॥

৭৪. যেই লোক অপরাধী
হয়ে নিশ্চয়
রবের সামনে যদি
উপস্থিত হয়;
তারই জন্য দোজখ
সেথা রয়ে যায়
মরিবে না বাঁচিবে না
কভুও সেথায় ॥

৭৫. যেই লোক মুমিনরূপে
তাঁহার কাছে
অবশ্যই সৎকাজ
যে করিয়াছে;
তাঁর সমুখে যদি
উপস্থিত হয়
সু-উচ্চ মর্যাদা যত
তাহাদেরই রয় ॥

৭৬. চিরকাল জান্নাতে
বাস করিবার
নহর প্রবাহিত
পাদদেশে যার
চিরদিন যাহারা
সেথা থাকিবার ॥
এই মহা পুরস্কার
পাবে তাহারা
পবিত্র ও শুদ্ধ
থাকে যাহারা ॥

রুকু-৪

৭৭. মুসাকে জানালাম
ওহী আমি দিয়ে
রাতারাতি বান্দাসহ
যাও বেরিয়ে
সমুদ্রে শুষ্ক তুমি
পথ করে নিয়ে ॥
করিও না পিছু হতে
ধরিবার ভয়
ডুবিবারও কোন যেন
আশঙ্কা না হয় ॥

৭৮. তারপর ফেরাউন
সেনাদল নিয়ে
ধাবিত হইল তাদের
পশ্চাতে গিয়ে
সমুদ্র তাদের সবার
দিল ডুবিয়ে ॥

৭৯. ফেরাউন লোকেদের
নিলো ভুল পথে
দেখায়নি সুপথ কারো

সে নিজের মতে ॥

৮০. হে বনী ইসরাইল
আমি তোমাদেরে
দিয়েছি শত্রু হতে
উদ্ধার করে ॥
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি
তুর পাহাড়ে
এবং সেখানে তাহা
ছিল ডান ধারে ॥
তোমাদের কাছে আরো
আমি যে তখন
মান্না ও ছালোয়া সেথা
করেছি প্রেরণ ॥

৮১. বলেছি আমার দেয়া
পবিত্র যাহা
সে সকল হতে খাও
তোমরা তাহা ॥
করিও না তোমরা
সীমা লঙ্ঘন
করিলে ক্রোধ মোর
নামিবে তখন ॥
আমার ক্রোধ নামে
যাহার উপরে
অবশ্যই দেই তারে
ধ্বংস করে ॥

৮২. তার প্রতি ক্ষমাশীল
আমি সেখানে
তওবা করিয়া যে
ঈমান আনে ॥
সেই সাথে যদি সে
সৎকাজ করে
এবং অটল থাকে
সৎপথ ধরে ॥

৮৩. হে মুসা কওম তব
পিছে রাখিয়া
তাড়াতাড়ি গেলে কেন
তুমি আসিয়া ?

৮৪. মুসা বলে তাহারা তো
মোর পিছনে
তাড়াতাড়ি আসিলাম
আমি এই মনে
রব মোর খুশি যাতে
হন এইক্ষণে ॥

৮৫. আল্লাহ্ বলেন তুমি
আসিবার পরে
তোমার কওম দেখি
পরীক্ষা করে
সামেরী ভুল পথে নিলো
তাদেরে ধরে ॥

৮৬. অতঃপর কওমে মুসা
ফিরিল গিয়ে
ক্রোধ হয়ে আরো
অনুতাপ নিয়ে ॥
বলিল হে মোর কওম
তোমাদের রবে
উত্তম প্রতিশ্রুতি
দেননি কি তবে ?
প্রতিশ্রুতি কাল কি
দীর্ঘ সময়
অথবা তোমাদের
এই চাওয়া রয়
তোমাদের উপরে গজব
আপতিত হয় ?
তোমরা ওয়াদা যাহা
মোরে দিয়াছিলে
যে কারণে তাই সেটা
ভাঙিয়া দিলে ?

৮৭. বলে তারা তোমাতে
ওয়াদা ছিল যাহা
স্বেচ্ছায় ভঙ্গ মোরা
করিনি তাহা ॥
আমাদের উপরে দেয়া
ছিল চাপিয়ে
গহনার বোঝা ফেলি
আগুনে নিয়ে
অনুরূপ করিল সেথা

সামেরী গিয়ে ॥

৮৮. অতঃপর সামেরী এক
তাহাদের তরে
গো-শাবক বানালো যাহা
শব্দ করে ॥
লোকেরা বলিল এটা
মাবুদ সবার
এটাই মাবুদ হলো
যদিও মুসার
কিন্তু ভুল সেটা
হয়ে গেছে তার ॥

৮৯. তবে কি এটুকু তারা
পায় না দেখিতে
এইটা পারে না কথার
উত্তর দিতে ?
পারে না সেটা কোন
ক্ষতি করিবার
ক্ষমতাও নাই তার
করে উপকার ?

রুকু-৫

৯০. আগেই হারুণ তাদের
বলেছে তখন
এইটা তোমাদের গো
বৎসের কারণ
পরীক্ষায় পড়িল মোর
কওম এখন ॥
তোমাদের রব যিনি
তিনি নিশ্চয়
করুণার আধার তিনি
আর দয়াময় ॥
সুতরাং চল মোর
পথের উপরে
তার সাথে মোর আদেশ
মান্য করে ॥

৯১. তারা বলে যতক্ষণে
মুসা না আসে
উপাসনা আমরা করি
ইহার সকাশে ॥

৯২. মুসা বলে হারুণ তুমি
দেখিলে তখন
সবাই ভুলিল পথ
তাহারা যখন
নিবৃত্ত তুমি হলে
সেথা কি কারণ ?

৯৩. আমার পদাঙ্ক হতে
গেলে সরিয়া
আমার আদেশ কি
অমান্য করিয়া ?

৯৪. হারুণ বলে ভাই তুমি
যেন আর মোরে
দাড়ি আর চুল মোর
টানিও না ধরে ॥
আশঙ্কা ছিল আগে
আমার তখন
আমাকে আসিয়া তুমি
বলিবে এমন ॥
বনীদের মাঝে করি
বিভেদ সবার
রক্ষা করিনি আমি
তোমার কথার ॥

৯৫. মুসা বলে সামেরী
কথা কি তোমার ?

৯৬. দেখেছি বলিল কেহ
দেখেনিকো যার ॥
নিলাম মাটি আমি
এক মুঠোতে
প্রেরিত দূতের পদ
চিহ্ন হতে ॥
তাহা আমি নিক্ষেপ
করিয়া দিলাম
মনের প্ররোচনা
মানিয়া নিলাম ॥

৯৭. মুসা বলে তবে তুই
দূর হয়ে যা

শাস্তি রইলো তোর
এ জীবনে তা
কেবল বলিবি মোরে
কেউ ছুঁয়ো না ॥
তোর জন্য আরো
ওয়াদা এক রয়
তোর বেলাতে তাহা
টলিবার নয় ॥
চেয়ে দেখ্ তুই তোর
মাবুদের পানে
যার পূজা করেছিলি
তুই এখানে ॥
আমরা এখনই তা
দেব জ্বালিয়ে
ছড়িয়ে দেব মোরা
সাগরে নিয়ে ॥

৯৮. তোমাদের মাবুদ এক
জেন আল্লাহ্ই
মাবুদ তিনি ছাড়া
আর কেহ নাই ॥
জ্ঞানের দ্বারা তিনি
সকল বিষয়
বেষ্টিত করা তাঁর
আয়ত্ত্বে রয় ॥

৯৯. এইরূপে আমি যাহা
আগে ঘটিয়াছে
জানাই সকল কিছু
তোমার কাছে ॥
আমার তরফ হতে
এই সে কোরআন
আমি তো তোমাকে তাহা
করিয়াছি দান ॥

১০০. ইহা হতে মুখ কেহ
ফিরাবে যখন
কিয়ামতে শাস্তির বোঝা
করিবে বহন ॥

১০১. সেখানেই তারা সব
চিরকাল রবে
এই বোঝা কিয়ামতে
মন্দ হবে ॥

১০২. ফুৎকার যেদিন দেয়া
হবে শিঙ্গাতে
পাপীদের করিব সেদিন
আমি একসাথে ॥
অবস্থা তাদের সবার
হবে যে এমন
চক্ষু ফ্যাকাসে আর
নীলের ধরন ॥

১০৩. বলিবে নিজেরা সব
চুপে কানে কানে
দশ দিন তোমরা কেবল
ছিলে সেখানে ॥

১০৪. বলিবে কি তারা মোর
রয়েছে জানায়
তাদের যে উত্তম
সে বলে যায়
একদিন কেবল ছিলে
তোমরা সেথায় ॥

রুকু-৬

১০৫. তোমাকে প্রশ্ন করে
পর্বত নিয়ে
বল মোর রব তাকে
দেবেন উড়িয়ে ॥

১০৬. পৃথিবীকে করিবেন
তিনি পরিণত
সমতল মসৃণ
মাঠের মতো ॥

১০৭. মোড় দেখিবে না কোথাও
তুমি তাহাতে
টিলাও রবে না কোন
তাহার সাথে ॥

১০৮. আহ্বানকারীর ডাকে
সেদিন তারা
গড়িমসি করিবে না

দিয়ে যাবে সাড়া ॥
সেদিন দয়াময়
আল্লাহ্‌র ভয়ে
সকল আওয়াজ যাবে
অতি ক্ষীণ হয়ে ॥
কোনই শব্দ তুমি
পাবে না তখন
একমাত্র সেথা
মৃদু গুঞ্জন ॥

১০৯. দয়াময় আল্লাহ্‌র যে
অনুমতি পাবে
সেদিন যে আল্লাহ্‌কে
খুশি করাবে ॥
সেইজন ব্যতীত আর
সুপারিশ কারো
উপকারে আসিবে না
সেথা কাহারও ॥

১১০. তাহাদের যত কিছু
সামনে ও পাছে
সকল কিছুই যাহা
তাঁর জানা আছে
জ্ঞানের বাইরে তিনি
তাহাদের কাছে ॥

১১১. চিরঞ্জীব আল্লাহ্‌র
সামনে সেদিন
মুখমণ্ডল সবার
রইবে মলিন ॥
সবাই রবে সেথা
অবনত হয়ে
ব্যর্থ যে জুলুমের
বোঝা নেবে বয়ে ॥

১১২. মুমিন যেই লোক
সৎকাজ যার
তার কোন ক্ষতি নাই
নাই অবিচার ॥

১১৩. এই কিতাব আমি
আরবি ভাষায়
নাযিল কোরআনরূপে
করিয়া সেথায়;
নানাভাবে এতে মোর
সতর্কতা রয়
তারা সব যাহাতে
করে চলে ভয়
অথবা কোরআন তাদের
উপদেশ হয় ॥

১১৪. প্রকৃত অধীশ্বর
আল্লাহ্ মহান
তাড়াহুড়ো করো না পাঠ
করিতে কোরআন;
তোমার কাছে সব
ওহী আল্লাহ্‌র
আগেই পূর্ণভাবে
শেষ হইবার ॥
প্রার্থনা কর তুমি
হে রব মোরে
জ্ঞান আপনি দিন
বৃদ্ধি করে ॥

১১৫. আদমের প্রতি আগে
এক আদেশ ছিল
কিন্তু সেখানে সে
ভুল করিল ॥
তার মাঝে অভাব ছিল
আরো নিষ্ঠার
দৃঢ়তা পাইনি কোন
ভিতরে যে তার ॥

রুকু-৭

১১৬. যখন বলি আমি
ফেরেশতাদেরে
তোমরা সিজদা সবাই
কর আদমেরে ॥
সিজদা সবাই তখন
করিল তারা
মান্য করিল সবাই
ইবলিস ছাড়া ॥

১১৭. অতঃপর বলিলাম
আমি তাহাকে
তোমাদের শত্রু
শয়তান থাকে ॥
কিছুতেই নয় যেন
সে তোমাদের
কোনভাবে জান্নাত হতে
করে দেয় বের ॥
নিশ্চই তাহলে
তোমরা তখন
বড়ই কষ্টের মাঝে
পড়িবে দু'জন ॥

১১৮. ব্যবস্থা এখানেই
আছে এইসবে
ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ তুমি
কখনো না হবে ॥

১১৯. পিপাসাও লগিবে না
কখনো তোমার
রোদ-তাপে কষ্ট
না আছে পাওয়ার ॥

১২০. কুমন্ত্রণা তাহাকে
দিল শয়তান
বলিল তোমায় দেব
আমি সন্ধান ॥
বৃক্ষ আছে এক
পেতে অমরতা
নশ্বর নয় সেই
রাজ্যের কথা ?

১২১. উক্ত বৃক্ষ হতে
খায় উভয়ে
গুপ্ত অঙ্গ গেল
অনাবৃত হয়ে ॥
বেহেশতের গাছে ঝরা
পাতাগুলো দ্বারা
আবৃত করিতে লাগে
অঙ্গ তারা ॥
স্বীয় রবের আদম
অবাধ্যতা করে
বিভ্রান্ত ফলে সে
হইয়া পড়ে ॥

১২২. এরপর রব তাকে
ক্ষমা করিয়া
মনোনীত করিলেন
সৎপথে নিয়া ॥

১২৩. তোমরা উভয়ে এখন
আল্লাহ্ বলে
এখান হতে যাও
নামিয়া চলে
তোমরা পরস্পরে
শত্রু হলে ॥
আমার হতে যদি
হেদায়েত যায়
তবে তাহা মানিয়া
চলিও সেথায় ॥
তাহলে যাবে না কোন
ভ্রষ্ট পথে
কষ্টও পাবে না সে
কোন কিছু হতে ॥

১২৪. স্মরণ করিতে মোরে
মুখ যে ফিরায়
জীবিকা অর্জন তার
ছোট হয়ে যায়
কিয়ামতে উঠাবো তাকে
অন্ধ অবস্থায় ॥

১২৫. বলিবে রব কেন
আমায় এখন
অন্ধ করিয়া হলো
উঠানো এমন
দৃষ্টি পূর্বে মোর
ছিল তো তখন ?

১২৬. বলিবেন আল্লাহ্ তাকে
এমন করিয়া
আমার আয়াত তুমি
ছিলে ভুলিয়া ॥
তোমার কাছে তাহা
হলে আনীত

একইভাবে তুমি ছিলে
হয়ে বিস্মৃত ॥
১২৭. প্রতিফল দেই আমি
তাহাকে এমন
যেই লোক সীমানা
করে লজ্ঘন ॥
ঈমান আনে না যে
রবের আয়াতে
স্থায়ী কঠোর আযাব
আছে আখেরাতে ॥
১২৮. দেখালো না সৎপথ
এটাও কি তাদের ?
ধ্বংস করেছি কত
জাতি যে আগের ॥
যাদের আবাসভূমির
পাশ দিয়ে তারা
অহরহ যাতায়াত
করে থাকে যারা ?
এই সবে রহিয়াছে
কত নিশ্চয়
জ্ঞানীদের জন্য বহু
নিদর্শন রয় ॥

রুকু-৮

১২৯. পূর্ব হতে না যদি
হতো নির্ধারিত
সেটা না তোমার রবের
যদি থাকিত
অবশ্যই তাদের উপর
আযাব আসিত ॥
১৩০. তাদের কথায় তুমি
ধৈর্য্য ধর
রবের মহিমা আরো
ঘোষণা কর ॥
পূর্বেই যেন তাহা
সূর্যদয়ের
এবং আগে যেন
সূর্যাস্তের ॥
অংশ হবে কিছু
আরো যে রাতে
দিবাভাগেও যাহা
হবে প্রান্তে ॥
পবিত্রতা ঘোষণা কর
মহিমা সাথে
তৃপ্তি পেতে পারো
তুমি যাহাতে ॥
১৩১. দৃষ্টি দিও না তুমি
ওইসব পানে
ভোগের বস্তু সকল
যাহা সেখানে ॥
পার্থিব জীবনের
বিলাসিতা দিয়ে
কিছু মানুষের থাকি
পরীক্ষা নিয়ে ॥
রিযিক তোমার রবের
উত্তম রয়
বহুগুণে শ্রেয় আরো
স্থায়ী হয় ॥
১৩২. ছালাতের আদেশ দাও
নিজ পরিবারে
নিজেও অটল থাকো
এই ব্যাপারে ॥
রিযিক চাই না আমি
তোমার কাছে
তোমাকেই দেয়া মোর
রিযিক আছে
তাকওয়ার পরিণাম
শুভ হয় পাছে ॥
১৩৩. তারা বলে করে না
কেন আনয়ন
রবের কাছ হতে
কোন নিদর্শন ?
প্রমাণ আসেনি কি
তাহাদের কাছে
আগের কিতাবে সব

যাহা কিছু আছে ?
১৩৪. না করিয়া যদি
রাসুল প্রেরণ
ধ্বংস তাদের আমি
করিতাম যখন;
অবশ্যই বলিত সব
তাহারা তখন
রব কেন পাঠাননি
রাসুল একজন ?
আপনার পাঠানো রাসুল
যদি আসিত
আমরা হতাম না তবে
কভু লাঞ্ছিত ॥
পূর্বেই দিতেন মোদের
যদি জানাইয়া
আপনার আদেশ তবে
নিতাম মানিয়া ॥
১৩৫. বল তুমি প্রতীক্ষা
করিযে সবাই
প্রতীক্ষা করিতে থাকো
তোমরাও তাই ॥
অতঃপর তোমরা সবাই
জানিবে অচিরে
সরল পথের সেই
পথিকটিরে ॥
সৎ পথে ছিল আরো
কোন সেই জন
পরিষ্কার সব কিছু
হবে যে তখন ॥

সতেরো পারা ঃ ইকতারাবা লিন্নাছি

২১. সূরা আম্বিয়া
মক্কায় ঃ আয়াত ১১২ ঃ
রুকু ৭

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুণা দেখিয়ে ॥

রুকু-১

১. মানুষের হিসাব আর
নিকাশের সময়
নিকটে আসিয়া গেল
তাহা নিশ্চয়
অথচ সবাই তারা
বেখবর রয় ॥
২. রবের তরফ হতে
তাহাদের কাছে
নতুন কোন উপদেশ
যখন আসিয়াছে;
খেলার মতো তারা
নেয় তা তখন
অবহেলা নিয়ে তাহা
করে যে শ্রবণ ॥
৩. মনোযোগ রাখে না কেহ
তারা অন্তরে
জালিমেরা ফিস্‌ফাস্‌
গোপনে করে;
তোমাদেরই মতো সে
মানুষ একজন
পড়িবে কি জেনেশুনে
জাদুতে এখন ?
৪. বলে সে মোর রব
জমিন আসমানে
সবকিছু কথা যাহা
তিনি সব জানে
শুনিয়াও থাকেন তিনি
সবই তাঁর জ্ঞানে ॥
৫. তারা সব বলে এটা
অলীক কল্পনা
বরং এটা তার

নিজের রচনা ॥
সে-তো শুধু আসলে
কবি একজন
আনুক মোদের কাছে
কোন নিদর্শন
এনেছিল রাসুলেরা
পূর্বে যেমন ॥
৬. ঈমান আনেনি যারা
অতীতে তাদের
জনপদবাসী করি
ধ্বংস যাদের ॥
সবাই ধ্বংস হলো
তারা যে কারণ
ঈমান কি তবে তারা
আনিবে এখন ?
৭. তোমার পূর্বেও আমি
শুধুই মানুষের
প্রেরণ রাসুলরূপে
করেছি তাদের
ওহীও পাঠাতাম আমি
নিকটে যাদের ॥
সেই কথা থাকো যদি
না জানিয়া
জেনে নাও তাদের কাছে
তোমরা গিয়া
কিতাবের জ্ঞান যারা
চলে রাখিয়া ॥
৮. তাদের এমন দেহ
আমি করিনি তো
খাদ্য গ্রহণ তারা
না করিতো
এমন না চিরদিন
তারা বাঁচিত ॥
৯. তাদের সাথে ওয়াদা মোর
দেয়া ছিল যত
অতঃপর সত্যে তাহা
করি পরিণত ॥
রক্ষাও করিলাম
আমার ইচ্ছায়
সীমানা ভঙ্গকারীর
ধ্বংস সেথায় ॥
১০. নাযিল এমন কিতাব
যাহা তার বিষয়
তোমাদের জন্য সেথা
উপদেশ রয়
তবুও কি তোমাদের
বুঝিবার নয় ?

রুকু-২

১১. ধ্বংস করিলাম কত
জনপদ যার
জালিম ছিল সব
বাসিন্দা সেথার ॥
সৃষ্টি করিলাম
তাহাদের পরে
অন্য আরেক জাতি
নতুন করে ॥
১২. আমার শাস্তির কথা
জানিল যখন
সেথা হতে জালিমেরা
করে পলায়ন ॥
১৩. পলায়ন করিও না
এসো ফিরিয়া
মত্ত ছিলে সুখ ও
সম্ভোগ নিয়া
তোমাদের বস্তু সব
যেও না ফেলিয়া ॥
ফিরে এস তোমাদের
আবাসের ঘরে
জিজ্ঞাসা হয়তো বা
করা হবে পরে ॥
১৪. তারা বলে দুর্ভোগ
মোদের এখন
আসলেই জালিম মোরা
ছিলাম তখন ॥

১৫. এইরূপ বিলাপ তাদের
চলিতে লাগিল
যতক্ষণে এমন তারা
না হইল;
শস্যের মতো তারা
হয়ে কর্তিত
আগুন যেমন হলে
নির্বাপিত ॥

১৬. আসমান-জমিন আর
মধ্যস্থলে
সৃজন করিনি আমি
খেলার ছলে ॥

১৭. সৃষ্টি করিতাম যদি
সামগ্রী খেলার
তবে তো যাহা কিছু
রয়েছে আমার;
সেটা দ্বারা তাহলে
করিতাম তাই
সে-রকম কোন কিছু
আমি করি নাই ॥

১৮. সত্যকে নিক্ষেপ করি
মিথ্যার উপরে
সত্য, মিথ্যার মগজ
দেয় বের করে ॥
মিথ্যা তখনই যায়
বিলুপ্ত হয়ে
তোমাদের কথায় গেল
দুর্ভোগ রয়ে ॥

১৯. আসমান ও জমিন মাঝে
যাহারাই রয়
সবারই মালিক তিনি
হন নিশ্চয় ॥
তাঁহার কাছাকাছি
আছে সব যারা
ইবাদতে সঙ্কোচ
করে না তারা
নিবৃত হয় না কভু
ক্লান্তির দ্বারা ॥

২০. তসবিহ্ পাঠ তারা
দিনরাত করে
এ কাজে কভুও তাদের
ক্লান্তি না ধরে ॥

২১. মাবুদ বানায় দেখ
তারা মাটিতে
পারে কি যারা কেহ
জীবন দিতে ?

২২. আসমান-জমিনে যদি
মাবুদ থাকিত
অন্য আর যারা
আল্লাহ্ ব্যতীত
তাহলে তো উভয়েই
ধ্বংস হইত ॥
আল্লাহ্ই অধিপতি
যিনি আরশের
পবিত্র উহা থেকে
বলা তাহাদের ॥

২৩. যাহাই ইচ্ছা তিনি
চান করিতে
জিজ্ঞাসা নাই কারো
জওয়াব নিতে
বরং তাদেরই হবে
উত্তর দিতে ॥

২৪. মাবুদ মেনেছে সব
তবে কি তারা
অন্য আর কারো
তাঁহাকে ছাড়া ?

২৫. রাসুল তোমার আগে
যায়নি এমন
ওহী না দিয়ে যারে
হয়েছে প্রেরণ ॥
আমি ছাড়া উপাস্য নাই
এই না বলে
ইবাদত আমাকে সবাই
কর তাহলে ॥

২৬. তারা বলে এইভাবে
তাঁহার বিষয়

সন্তান নিয়েছে নাকি
আল্লাহ্ দয়াময় ॥
তিনি তো মহান সব
পবিত্র তাঁহার
তারা হলো সম্মানিত
বান্দা যাহার ॥
২৭. আগে বেড়ে তারা তো
পারে না বলিতে
তিনিই আদেশ দেন
কাজ করিতে ॥
২৮. সামনে-পিছনে তাদের
সবকিছু যত
আল্লাহ্ আছেন তার
সবই অবগত ॥
খুশী হন আল্লাহ্
যাদের উপরে
তারা শুধু সুপারিশ
তাদেরই করে
ভীত হয়ে থাকে তারা
আল্লাহ্র ডরে ॥
২৯. এই কথা বলিবে
আর যাহারা
আমিই উপাস্য হই
তাঁহাকে ছাড়া
জাহান্নামে ঢুকাব তাকে
আযাব দ্বারা
এভাবেই শাস্তি দেই
জালিম যারা ॥

রুকু-৩

৩০. ভাবিয়া দেখে না কি
তাই কাফেরেরা
আসমান ও জমিন ছিল
বন্ধ করা ॥
উভয়কে অতঃপর
খুলিয়া দিলাম
পানি হতে প্রাণ যত
সৃষ্টি করিলাম
আনিবে না তবুও কি
তাহারা ঈমান ?
৩১. পর্বত সৃষ্টি মোর
দৃঢ় করিয়া
পৃথিবী ঝুঁকে না যেন
তোমাদের নিয়া ॥
চওড়া দিয়েছি করে
আমি রাস্তারে
গন্তব্যে যাতায়াত যেন
করিতে পারে ॥
৩২. সুরক্ষিত আকাশ রাখি
ছাদ বানিয়ে
নিদর্শন দেখে না তবু
তারা চোখ দিয়ে ॥
৩৩. সৃষ্টি করেছেন তিনি
দিন আর রাত
এবং তৈরী তাঁহার
সূর্য ও চাঁদ ॥
সকলেই তারা তাঁর
ইচ্ছা মতে
বিচরণ করে নিজ
কক্ষ পথে ॥
৩৪. তোমার পূর্বে আমি
কোন মানুষের
চিরকাল বাঁচিয়ে
রাখিনি তাদের ॥
মরণ তোমার যদি
সুতরাং হয়
চিরকাল বাঁচিয়া কি
তাহারাও রয় ?
৩৫. সকল প্রাণীই স্বাদ
করিবে গ্রহণ
নিশ্চই আসিবে তার
মরণ যখন ॥
সবারেই থাকি আমি
পরীক্ষা নিয়ে
ভালো আর মন্দ মাঝে

তাদেরে দিয়ে
অবশেষে মোর কাছে
ফিরিবে গিয়ে ॥
৩৬. কাফেরেরা যখন সব
দেখে তোমাকে
ঠাট্টার পাত্র তোমায়
মনে করে থাকে ॥
তারা বলে এই কি
সেই লোক না
দেব-দেবী নিয়ে করে
সমালোচনা ?
অথচ ইহারাই
আল্লাহ্‌র তরে
রহমান উল্ল্যেখে
বিরোধীতা করে ॥
৩৭. প্রবণতা মানুষের
সৃষ্টির আদিতে
সবকিছু চায় তারা
ত্বরা করিতে ॥
অচিরেই দেখাব মোর
যত নিদর্শন
তাড়াহুড়ো করিতে মোরে
বলো না এখন ॥
৩৮. বলো যদি সত্যবাদী
হও তোমরা
এই ওয়াদা কবে হবে
পূরণ করা ?
৩৯. কাফেরেরা সে-সময়
যদি জানিত
তাহলে কতই না ভালো
তাহা হইত ॥
সামনে পিছনে আগুন
আসিবে যখন
পারিবে না প্রতিরোধ
করিতে তখন
সাহায্যে আসিবে না
কোন লোকজন ॥
৪০. বরং হঠাৎ তাহা
আসিবে উপরে
এবং ফেলিবে তাদের
দিশেহারা করে ॥
পরিবে না তখন তারা
রোধ করিতে
দেয়াও হবে না কোন
অবকাশ নিতে ॥
৪১. তোমার আগেও অনেক
রাসুলের সাথে
বিদ্রূপ করেছে সব
তারা যাহাতে
নিজেরাই পতিত আরো
হয়েছে তাতে ॥

রুকু-৪

৪২. রহ্‌মান হতে বল
কে রক্ষায়
আসিবে দিনে আর
রাত্রি বেলায় ?
রবকে করিতে স্মরণ
মুখ যে ফিরায় ॥
৪৩. তবে কি আমি ছাড়া
উপাস্য যারা
রক্ষা করিতে তাদের
পারে তাহারা ?
সাহায্য পারে না যারা
নিজেরাই নিতে
সাথীও পাবে না মোর
মুকাবিলা করিতে ॥
৪৪. ভোগের বস্তু অনেক
দিয়েছি তাদের
দিয়েছি দীর্ঘ আয়ু
বাপ-দাদাদের ॥
তারা কি দেখে না
নিজ দেশটিকে
সংকুচিত করে আনি
তার চারিদিকে ?

এরপরও তারা কি
আশা করে যায়
বিজয়ী হয়ে যাবে
তাহারা সেথায় ?

৪৫. আমি তো কেবল বল
ওহীর দ্বারাই
সতর্ক তোমাদেরে
শুধু করে যাই ॥
শোনে না সতর্কবাণী
বধির যারা
তাদেরে যখন হয়
সতর্ক করা ॥

৪৬. আযাব কিছুটাও যদি
তোমাদের রবের
স্পর্শ করে যায়
যখন তাদের;
অবশ্যই বলিয়া সব
উঠিবে ওরা
আজ হায় আমাদের
দুর্ভোগ ভরা
জালিম আসলেই
ছিলাম মোরা ॥

৪৭. কিয়ামতে বসাবো আমি
দণ্ড মাপার
সূক্ষ্মভাবে সব
করিতে বিচার
কণাও দেবো না কারো
জুলুমের ভার ॥
সরিষা পরিমাণও
হইলে আমল
হাজির করিব সেথা
আমি তা সকল ॥
হিসাব-নিকাশ সবার
করিতে গ্রহণ
একাই যথেষ্ট হবো
আমি যে তখন ॥

৪৮. ফুরকান দিলাম আমি
মুসা-হারুণের
উপদেশ-আলো ছিল
খোদা-ভীরুদের ॥

৪৯. না দেখিয়া রবকে
যারা করে ভয়
কিয়ামত ভয়ে সদা
শঙ্কিত রয়

৫০. কোরআন এক উপদেশ
কল্যাণময়
যাহা কিছু মোর দ্বারা
নাযিল হয়
তবুও কি তোমাদের
অস্বীকার রয় ?

রুকু-৫

৫১. ইব্রাহিমকে আগে
করিয়াছি দান
দিয়াছি সঠিক পথের
তাকে সন্ধান
তার ব্যাপারে সব
ছিল মোর জ্ঞান ॥

৫২. যখন সে পিতা আর
কওমকে বলে
মূর্তিগুলি এইসব
কি তাহলে
যার পূজা তোমরা
কর সকলে ?

৫৩. তারা বলে আমরা
বাপ-দাদাদের
উপাসনা করিতে এসব
দেখেছি তাদের ॥

৫৪. সে বলে এইকথা
সন্দেহের অতীতে
তোমরা ও তারা ছিল
গোমরাহীতে ॥

৫৫. তারা বলে সত্য কি
নিয়ে এসেছ
নাকি কোন তামাশা

শুরু করিতেছ ?

৫৬. বলিল, তামাশা কোন
ইহা মোর নয়
আকাশ-পৃথিবী যার
তৈরী করা হয়;
তোমাদের প্রভু তিনি
হন নিশ্চয়
আমিই সাক্ষী দিলাম
এসব বিষয় ॥

৫৭. আল্লাহ্‌র কসম সবাই
গেলে চলিয়া
মূর্তিগুলো করিবো এক
ব্যবস্থা নিয়া ॥

৫৮. মূর্তিগুলো সেখানের
সব তারপরে
প্রধানটি রাখিয়া সে
চূর্ণ করে
সবাই ফিরে যাতে
তাহাকে ধরে ॥

৫৯. তারা বলে আমাদের
দেবতার সাথে
এই কাজ হলো কোন
জালিমের হাতে ?

৬০. কেউ বলে ইব্রাহিম
নামে একজন
দেবতা নিয়ে বলে
শুনেছি তখন ॥

৬১. তারা বলে উপস্থিত
কর যে তারে
সাক্ষ্য যাতে সব
তারা দিতে পারে ॥

৬২. তারা বলে ইব্রাহিম
তুমি কি গিয়ে
এ কাজ করেছ মোদের
দেবতা নিয়ে ?

৬৩. বলিল, প্রধানই এ কাজ
পারে করিতে
অতএব জিজ্ঞাসা তাকে
পারো করে নিতে
তাহারা কথা যদি
পারে বলিতে ॥

৬৪. মনে মনে চিন্তা
করিল সবাই
তখন পরস্পরে
বলিল ইহাই
প্রকৃতপক্ষে জালিম
আছো তোমরাই ॥

৬৫. তাহাদের মস্তক
হলো অবনত
বলিল ইব্রাহিম এটা
তুমি জানো তো;
যে সকল মূর্তিগুলো
আছে এখানে
কথা বলিতে কি
তাহারা জানে ॥

৬৬. ইব্রাহিম বলে, তবু
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
উপাসনা কেন কর
এমন যাদেরে;
তোমাদের করে না তারা
কোন উপকার
ক্ষমতাও নাই কোন
ক্ষতি করিবার ?

৬৭. তোমাদের প্রতি হয়
ধিক্কার দিতে
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যার
ইবাদত করিতে;
তাদের প্রতিও রয়
এই ধিক্কার
তবুও কি তোমাদের
নাই বুঝিবার ?

৬৮. বলিল, আগুনে একে
পুড়িয়েই দাও
দেবতাকে সাহায্য যদি
করিতেই চাও ॥

৬৯. আগুনের প্রতি মোর

নির্দেশ রয়
তার প্রতি শীতল আর
নিরাপদ হয় ॥
৭০. অনিষ্ট করিতে চায়
ইব্রাহিমের
অধিক ক্ষতি আমি
করিলাম তাদের ॥
৭১. লুত আর তাকে আমি
উদ্ধার শেষে
তাদের গেলাম নিয়ে
এমন এক দেশে;
যেখানে রেখেছি আমি
বরকত ভরে
আমার অনেক কিছু
বিশ্বের তরে ॥
৭২. ইব্রাহিমের আমি
দান করিলাম
তার পুত্র করে
ইছ্‌হাককে দিলাম ॥
পৌত্রও ইয়াকুব আরো
দিলাম এমন
সবাই তাহারা সৎ
কর্মপরায়ণ ॥
৭৩. তাদেরকে নেতা আমি
করি সবারে
হেদায়েত করিত মোর
আদেশ অনুসারে ॥
ওহী দ্বারা তাহাদের
নির্দেশ দিতে
তাদের বলিতাম সৎ
কাজ করিতে ॥
নামাজ পড়িতে আর
যাকাত প্রদান
আমার ইবাদতে ছিল
তারা অম্লান ॥
৭৪. লুতকেও আমি আরো
করিয়াছি দান
হেকমত-প্রজ্ঞা আর
বহুসব জ্ঞান ॥
সেথা হতে তারে আমি
করি উদ্ধার
অশ্লীল কাজে ছিল
অধিবাসী যার
অসৎ এক জাতি তারা
করে পাপাচার ॥
৭৫. রহ্‌মত দিলাম সেথায়
আমি তাহাকে
নেককারী মাঝে সে
নিশ্চয়ই থাকে ॥

রুকু-৬

৭৬. স্মরণ কর সেই
নূহুর কথা
প্রার্থনা যখন আগে
করেছিল তথা
কবুল তার দোয়া
করিয়া যথা;
তাকে ও তাহার সেথা
সব পরিবার
মহা এক সংকটে
করি উদ্ধার ॥
৭৭. সাহায্য করি তাকে
বিরুদ্ধে তাদের
নিদর্শন মিথ্যা মোর
ধারণা যাদের ॥
মন্দলোক ছিল অতি
তারা নিশ্চয়
সব তারা মোর দ্বারা
নিমজ্জিত হয় ॥
৭৮. স্মরণ কর দাউদ ও
সুলেমান আর
যখন ক্ষেত নিয়ে
করিল বিচার;
কোন এক কওমের
বক্‌রীর পালে

খাইয়া বিনাশ করে
রাত্রির কালে
বিচার দেখিতেছিলাম
আমি আড়ালে ॥

৭৯. পেয়েছিল আমা হতে
যাহা ছোলেমান
মামলা ফয়সালা
করিবার জ্ঞান
উভয়কে করি জ্ঞান
হেকমত দান ॥
দিয়েছিনু আরো আমি
দাউদের যত
পর্বত ও পাখিকূল
তার অনুগত ॥
তস্‌বিহ পাঠ যেন
করে তার সাথে
আমারই করা ছিল
সব ইহাতে ॥

৮০. লোহার বর্ম তাকে
নির্মাণ করিতে
শিখিয়েছি সেটা আমি
তোমাদের হিতে ॥
যেন তাহা তোমাদের
যুদ্ধের কালে
পরস্পরে আঘাত হতে
রক্ষার ঢালে
কৃতঘ্ন তবুও কি
হবে তাহলে ?

৮১. প্রবল বায়ুকে দেই
বশীভূত করে
দিয়েছি তাহা আমি
সুলাইমানেরে ॥
তার আদেশে বায়ু যেত
প্রবাহিত হয়ে
সেই দেশে ছিল মোর
বরকত রয়ে
জ্ঞাত আমি রহিয়াছি
সকল বিষয়ে ॥

৮২. শয়তানের ভিতরে ছিল
কেহবা তারা
তার তরে ডুবুরীর কাজ
করিত যারা ॥
কাজ আরো করিত
ইহা ব্যতীত
মোর দ্বারা ছিল সব
নিয়ন্ত্রিত ॥

৮৩. আইয়ুবের কথা আরো
করিও স্মরণ
রবকে ডাকিয়া সে
বলিল যখন;
দুঃখ কষ্টে মোর
ওষ্ঠাগত প্রাণ
সবার উপরে আছ
তুমি দয়াবান ॥

৮৪. প্রার্থনা তখন তার
কবুল করিয়া
দূঃখ কষ্ট দিলাম
তার ঘুচাইয়া ॥
পরিবার-পরিজন
দিলাম ফিরিয়ে
সমপরিমাণ আরো
সাথে আমি দিয়ে;
রহমতরূপে মোর
তরফ হইতে
স্মরণীয় করিয়া তাহা
আমি রাখিতে ॥
মোর কাছে ইবাদত
করে যাহারা
এই কথা মনে করে
যেন তাহারা ॥

৮৫. ইসমাইল-ইদ্‌রিস্‌
যুল-কিফল্‌ আর
স্মরণ কর-ধৈর্য্য
ছিল যে সবার ॥

৮৬. আমার রহমত মাঝে
তারা সব রয়

তাহারা সবাই ছিল
সৎ অতিশয় ॥

৮৭. স্মরণ কর সেথা
জুন্‌নুন গিয়ে
ক্রুদ্ধ হয়ে যেথা
যায় বেরিয়ে ॥
ভেবেছিল ধরিতে
পারিব না তারে
আমাকে ডাকিল সে
অন্ধকারে ॥
"মাবুদ নেই কোন
তুমি ছাড়া আর
পবিত্র মহান তুমি
পাপ যা আমার" ॥

৮৮. প্রার্থনা তখন তার
কবুল করিলাম
চিন্তা থেকে তাকে
মুক্তি দিলাম ॥
এমন করিয়া আমি
তাই তো সদাই
মুমিনদিগকে সবার
মুক্তি দিয়ে যাই ॥

৮৯. স্মরণ কর আরো
যাকারিয়াকে
তার রবকে যখন
ডাকিতে থাকে;
প্রার্থনা-হে মোর রব
তুমি যেন মোরে
এভাবে রেখ না আর
নিঃসন্তান করে
ওয়ারিশ তুমি তো আছ
সবার উপরে ॥

৯০. কবুল করি তার
দোআ শুনিয়া
দান করি তাকে
ছেলে ইয়াহিয়া
স্ত্রী'কে প্রসবের
যোগ্যতা দিয়া ॥

৯১. স্মরণ কর আরো
সেই নারীকে
বশ করেছিল তার
প্রবৃত্তিটিকে ॥
অতঃপর তার মাঝে
মোর রুহুকে
তখন দিয়েছি সেথা
আমি তাহা ফুঁকে ॥
রাখিয়াছি তাহাদের
জগতের তরে
আমার এক কুদরত
নিদর্শন করে ॥

৯২. এইসব তোমাদের
জাতি যারা রয়
সকলেই এক জাতি
তারা নিশ্চয় ॥
তোমাদের পালনকারী
আমিই সবার
সুতরাং ইবাদত
কর সব আমার ॥

৯৩. তবুও মানুষ তাদের
কর্মের দ্বারা
মতভেদ নিজেরাই
করে যাহারা
মোর কাছে সকলেই
ফিরিবে তারা ॥

রুকু-৭

৯৪. বিশ্বাসী যেই লোক
ভালো কাজ যার
ব্যর্থ হবে না কোন
প্রচেষ্টা তার
বিষয় তাহা মোর
লিখে রাখিবার ॥

৯৫. ধ্বংস করেছি যেই
জনপদটিরে
সেখানের অধিবাসী

আসিবে না ফিরে ॥

৯৬. ইয়াজুজ মাজুজেরা
মুক্তি নিয়া
উঁচু এক জায়গা হতে
আসিবে ছুটিয়া ॥

৯৭. নিকটে আসিবে সেই
প্রতিশ্রুত সময়
কাফেরের চক্ষু অবাক
হবে বিস্ময় ॥
বলিবে তাহারা হায়
দুর্ভাগ্য মোদের
উদাসীন ছিলাম মোরা
এই বিষয়ের ॥
আমরা তো ছিলাম আরো
হেথা সকলে
সবাই গেলাম রয়ে
জালিমের দলে ॥

৯৮. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পূজা
করিছ যাদের
দোজখের ইন্ধন হবে
সাথে তাহাদের
প্রবেশও এক সাথে
হবে তোমাদের ॥

৯৯. প্রকৃত উপাস্য হতো
যদি দেবতারা
জাহান্নামে ঢুকিত না
তবে তাহারা
সেখানেই অনন্তকাল
থাকিবে ধরা ॥

১০০. আর্তনাদ করিবে সব
তারা সেখানে
কিছুই তারা সেথা
শুনিবে না কানে ॥

১০১. পূর্বেই রেখেছি আরো
যাহাদের তরে
মঙ্গল সেথায় আমি
নির্ধারিত করে
দোজখ হতে রবে তারা
বহু দূরে সরে ॥

১০২. ক্ষীণতম শব্দ কেহ
পাবে না সেথায়
চিরদিন থাকিবে সেথা
মনের বাসনায় ॥

১০৩. চিন্তা রবে না তাদের
ত্রাসের কারণ
ফেরেশতারা বলিবে
অভিনন্দন ॥
বলিবে, তোমাদের সেই
দিন আসিল
যেদিনের প্রতিশ্রুতি
দেয়া হয়েছিল ॥

১০৪. সেদিন আকাশ আমি
নেব গুটিয়ে
গুটানো যেইরূপ লেখা
কাগজ নিয়ে ॥
প্রথমে সৃষ্টি ছিল
যেরূপ আমার
আবার করিব আমি
সৃষ্টি যে তার ॥
এইটাই দেয়া মোর
প্রতিশ্রুতি রয়
পূর্ণ করিব আমি
তাহা নিশ্চয় ॥

১০৫. যবুরে লিখেছি মোর
উপদেশের পরে
মুমিনেরা পৃথিবী নেবে
দখল করে ॥

১০৬. নিশ্চিত উপদেশবাণী
এতে নিশ্চয়
যাহারা আমারই শুধু
ইবাদতে রয় ॥

১০৭. পাঠিয়েছি তোমায় আমি
জগতের তরে
সবার জন্য সেথায়
রহমত করে ॥

১০৮. বল তুমি-ওহী আসে

আমার কাছে
তোমাদের মাবুদ শুধু
একজনই আছে ॥
সুতরাং তোমরা সবাই
এখন কি তবে
দূরে না থাকিয়া আজ
মুসলিম হবে ?
১০৯. এরপরও যদি মুখ
নেয় ফিরিয়ে
বল আমি এসেছি সব
জানিয়ে দিয়ে ॥
এবং এই কথা আরো
মোর জানা নয়
তোমাদের প্রতি যাহা
ওয়াদার বিষয়
নিকটেই অথবা
দুরে তাহা রয় ॥
১১০. নিশ্চই জানেন তিনি
জোরে বলা কথা
অথবা তোমাদের
যাহা গোপনতা ॥
১১১. তোমাদের পরীক্ষা সেটা
আমি জানি না যে
হয়তো রয়েছে তাহা
বিলম্বের মাঝে ॥
নির্ধারিত রহে সেটা
একটি সময়
জীবন এই উপভোগ
করিবার রয় ॥
১১২. রাসুলের প্রার্থনা, রব
আমাদের তরে
দিন তবে যথার্থ
ফয়সালা করে ॥
বলিছ যেসব কথা
তোমরা সবাই
সে-সবের বিরুদ্ধে তাঁর
সহায়তা চাই ॥

---

২২. সূরা হজ্জ
মদীনায় ঃ আয়াত ৭৮ ঃ রুকু ১০

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুণায়
ভরা যার নাম ॥

রুকু-১

১. হে মানব তোমাদের
রবে কর ভয়
কিয়ামতের কম্পন বড়
ভয়ঙ্কর রয় ॥
২. তোমরা সেদিন তাহা
দেখিতে পাবে
স্তন দেয়া মাতা তার
শিশু ভুলে যাবে ॥
গর্ভপাত করিবে নারী
গর্ভবতী যতো
মানুষকে দেখিবে সব
মাতালের মতো ॥
অথচ তাহারা কেহ
মাতাল নয়
আল্লাহ্‌র আযাব বড়
কঠোর হয় ॥
৩. কিছু লোক তর্ক করে
আল্লাহ্‌কে নিয়ে
অজ্ঞতাবশত তারা
মূর্খতা দিয়ে ॥
মান্য করে সব
শয়তানেরে
এবং চলে তারা
তার পথ ধরে ॥
৪. শয়তান নিয়ে তাহা
লিখিত আছে
সাথী হয়ে কেহ যদি

যায় তার কাছে;
ভ্রষ্ট পথে সে
তাকে চালাবে
দোজখের পানে তাকে
ঠেলে নিয়ে যাবে ॥

৫. মানুষেরা থাকো যদি
সন্দেহ নিয়া
পুনরুত্থানে তবে
দেখ ভাবিয়া;
মাটি হতে তোমাদের
সৃষ্টি করে
শুক্র করিয়া তাকে
অতঃপরে;
জমাট রক্ত হতে
এমন আকৃতিতে
পূর্ণ বা অপূর্ণ করে
তোমাদের দিতে
আমার কুদরত কিছু
প্রকাশ করিতে ॥
মায়ের গর্ভে যাহা
ইচ্ছা করি
একটি সময় আমি
রাখি তাহা ধরি ॥
বের করি তোমাদেরে
শিশু অবস্থায়
তারপরে যৌবন
দ্বারে এসে যায় ॥
পরিনত হবার আগে
মারা যায় কেহ
সে বয়সে কেহ যায়
ন্যুব্জ দেহ ॥
কাজ-কাম নাই তার
তবু যায় রয়ে
ফলে তার জানা ছিল
যেসব বিষয়ে;
অনেক কিছু তার
ভুল হয়ে যায়
রাখিতে পারেনা কিছু
মনের খাতায় ॥
জমিনকে শুষ্ক তুমি
পাও দেখিতে
ভিজাই তাকে আমি
দেখ বৃষ্টিতে ॥
তখন সতেজ হয়ে
ওঠে ভরিয়া
বিভিন্ন উদ্ভিদ সেথা
তৈরী করিয়া ॥

৬. এ কারণে আল্লাহ্ই
সত্য প্রমাণ
মৃতকে তিনিই করেন
জীবন প্রদান
সকল বিষয়ে তাঁর
শক্তি প্রধান ॥

৭. কিয়ামত আসিবেই
সন্দেহ নাই
কবরের মাঝে যারা
রয়েছে সবাই;
আল্লাহ্ তাদের তখন
দিবেন উঠিয়ে
পুনরায় তাদের সব
জীবন দিয়ে ॥

৮. মানুষ কিছু আছে
জ্ঞানী নয় যারা
উজ্জ্বল কিতাব বা
প্রমাণ ছাড়া
বিতর্ক আল্লাহ্ নিয়ে
করে যে তারা ॥

৯. পাশ ফিরে তর্ক করে
অহংকারে
এমনিভাবে যেন
সরাতে পারে
আল্লাহ্র পথ হতে
মানুষ সবারে ॥
এমন লোকের তরে
আছে দুনিয়াতে
পড়িবে অনেক সে

লাঞ্ছনাতে
দোজখের স্বাদ আরো
দেব আখেরাতে ॥
১০. কর্মের-ই ফল ইহা
তোমাদের সবার
বান্দা প্রতি আল্লাহ্‌র
নাই অবিচার ॥

রুকু-২

১১. মানুষ কেহ আল্লাহ্‌র
ইবাদত করে
দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রাখে
মনের ভিতরে ॥
পার্থিব স্বার্থলাভ
যদি কোন হয়
সে তবে হয়ে যায়
প্রশান্ত হৃদয় ॥
কিন্তু সে পড়ে যদি
কোন পরীক্ষায়
যেমন আগে ছিল
তাই হয়ে যায় ॥
দুনিয়া ও আখেরাত
উভয়-ই হারায়
প্রকাশ্য ক্ষতি তার
এটাই সেথায় ॥
১২. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে করে
ইবাদত যারে
না তার ক্ষতি সে
করিতে পারে ॥
না কোন তার দ্বারা
উপকার হয়
প্রকৃত ভ্রষ্টপথ
এইটায় রয় ॥
১৩. এমন কিছুকে আরো
তাই সে ডাকে
উপকার থেকে যার
ক্ষতি আগে থাকে ॥

কতই না খারাপ সেই
বন্ধু তাহার
জঘন্য কত বড়
সাথী পায় যার ॥
১৪. ভালো কাজ করে যারা
বিশ্বাস সাথে
আল্লাহ্‌ তাদের দিবেন
আরো জান্নাতে ॥
পাদদেশে ঝরনা যেথা
প্রবাহিত রয়
আল্লাহ্‌ করেন যাহা
ইচ্ছা তাঁর হয় ॥
১৫. যেই লোক ধারণা
করে এই হেন
আল্লাহ্‌ সাহায্য তাকে
করিবে না কোন;
রাসুলকে দুনিয়ায় ও
আখেরাতে নিয়ে
সে যেন একটি রশি
নেয় টাঙিয়ে;
আকাশের সাথে সে
তবে যেন নেয়
তারপরে তাহা সে
কেটে যেন দেয় ॥
অতঃপর দেখুক আরো
চিন্তা করে
এ কৌশলে আক্রোশ
যায় না কি সরে ॥
১৬. কোরআন নাজিল মোর
এইভাবে রয়
পরিস্কার আয়াত সব
রহে নিশ্চয়
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যার
হেদায়েত হয় ॥
১৭. মুসলিম ইহুদী আর
সাবেয়ী ও নাছারা
মাজুস ও মোশরেক
আছে যাহারা

ফয়সালা হবে তাহা
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥
রোজ-কিয়ামতে সেটা
করিবেন তিনি
অবহিত সকল কিছু
রয়েছেন যিনি ॥

১৮. তুমি কি দেখনি তা
আল্লাহ্‌র তরে
আসমান-জমিন যাহা
সিজদা করে ?
সূর্য-চাঁদ-তারা
পর্বত সকল
বৃক্ষলতা-প্রাণী, কিছু
মানুষের দল ॥
অনেকেই আছে তারা
এমন আবার
নির্ধারিত করা আছে
শাস্তি যাহার ॥
আল্লাহ্ লাঞ্ছিত
করিবেন যাকে
সম্মান দেবার নেই
কেউ তাহাকে ॥
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি
কোন কিছু হয়
করিয়া থাকেন তিনি
তাহা নিশ্চয় ॥

১৯. বাদী আর বিবাদী
দুটি দল যারা
রব নিয়ে বিতর্ক
করে তাহারা ॥
অতএব যারা সব
রয়েছে কাফের
পোশাক তৈরী সেথা
আছে আগুনের
মাথায় ফুটন্ত পানি
ঢালা হবে তাদের ॥

২০. তাদের পেটের মাঝে
ফলে তাহা গিয়ে
চামড়া গলে সব
যাবে বেরিয়ে ॥

২১. তাদের জন্য সেথা
রহিয়াছে আর
মুগুর নাম যাহা
তৈরী লোহার ॥

২২. অতিষ্ঠ হয়ে তারা
কষ্টের চোটে
বের হতে চাইবে সব
দোজখ হতে ॥
ফিরিয়ে দেয়া হবে
আবার তখন
বলা হবে আগুনের
স্বাদ কর গ্রহণ ॥

রুকু-৩

২৩. নিশ্চই আল্লাহ্ দিবেন
তাকে জান্নাতে
সৎ কাজ করে যারা
ঈমানের সাথে ॥
পাদদেশে ঝরনা যেথা
বয়ে চলে যায়
পরানো হবে আরো
তাদের সেথায়;
মোতির মালা আর
বালা স্বর্ণের
পোশাক তৈরী সেথা
হবে রেশমের ॥

২৪. হেদায়েতে ছিল সৎ
বাক্যের মতে
চালিত ছিল তারা
আল্লাহ্‌র পথে ॥

২৫. নিশ্চই চলে যারা
কুফরি করিয়া
আল্লাহ্‌র পথে যায়
বাধা তারা দিয়া ॥
মসজিদ হারামে যেতে

বিরোধিতা করে
সমান করেছি যাহা
সবারই তরে ॥
তথাকার লোক আর
বহিরাগত
সেখানে আসিবে সব
মানুষ যত ॥
অন্যায় সেখানে যদি
করে কেহ থাকে
শাস্তি যন্ত্রণাকর
দেই তাহাকে ॥

রুকু-৪

২৬. ইব্রাহিমকে আমি
দিলাম যখন
কাবার জায়গা তাকে
করে নির্ধারণ ॥
তারপর এই কথা
বলি তাহারে
শরিক করো না তুমি
কারো আমারে;
ঘরকে রেখ মোর
পবিত্র করে
নামাজ-সিজদা-রুকু
কারীদের তরে ॥
২৭. হজ্জের ঘোষণা তুমি
করে দাও আর
হাঁটিয়া মানুষ কাছে
আসিবে তোমার ॥
আসিবে দুর্বল আরো
উটে চড়িয়া
দূরের পথও কত
পাড়ি তারা দিয়া ॥
২৮. হাজির তারা যেন
পারে থাকিতে
তাদের কল্যাণ ভরা
জায়গাটিতে ॥
নির্ধরিত দিনে করে
আল্লাহ্‌কে স্মরণ
তাঁর দেয়া জন্তু জবাই
করিয়া তখন;
অতঃপর তাহা থেকে
তোমরা তা খাও
অভাবগ্রস্তদেরও
তাহা খেতে দাও ॥
২৯. এইরূপ করে যেন
ধুয়ে-মুছে লয়
শরীরের কালিমা সব
যত কিছু রয় ॥
নিজেদের মানতের
পূর্ণতা দিতে
সুরক্ষিত কাবা থাকে
তাওয়াফ করিতে ॥
৩০. বিধান এটাই রয়
তবে আল্লাহ্‌র
বিধানে সম্মান কেহ
দেখায় তাহার ॥
উত্তম হবে তাহা
রবের কাছে
চতুষ্পদ প্রাণী যাহা
হালাল আছে ॥
ওইগুলি ছাড়া শুধু
তোমাদের তরে
শুনানো হয়েছে আগে
পাঠ যাহা করে ॥
মূর্তি হতে নিজেদের
রাখো বাঁচিয়ে
মিথ্যা বলা থেকে
দূরে সরে গিয়ে ॥
৩১. নিষ্ঠতা নিয়ে থাকো
আল্লাহ্‌তে আরো
শরিক তাঁর সাথে
না-করিয়া কারো ॥
আল্লাহ্‌র সাথে যে
শরিক করে

সে যেন আকাশ হতে
ছিট্‌কে পড়ে ॥
পাখি যেন যায় তাকে
ছোঁ মেরে নিয়ে
অথবা বাতাস তাকে
নিলো উড়িয়ে
নিক্ষেপ করিল দূরে
কোথায়ও গিয়ে ॥

৩২. এ সকলই আল্লাহ্‌র
রয়েছে বিধান
রক্ষা করিলে কেহ
আল্লাহ্‌র মান
ধর্মের অনুরাগী
রহে তার প্রাণ ॥

৩৩. চতুষ্পদ জন্তুগুলো
একটি সময়
তোমাদের বিভিন্ন
উপকারে রয়
অতঃপর কাবার কাছে
নিয়ে যেতে হয় ॥

রুকু-৫

৩৪. আর আমি প্রত্যেক
উম্মত তরে
কোরবানী দিয়েছি এক
বিধান করে ॥
চতুষ্পদ জন্তু যাহা
দেয়া আল্লাহ্‌র
জবাই করিতে যেন
নাম লয় তাঁর ॥
আল্লাহ্‌ই তোমাদের
মাবুদ একজন
নিজেকে তাঁর কাছে
কর সমর্পণ ॥
সু-সংবাদ দাও ওই
বিনয়ী যাকে

৩৫. আল্লাহ্‌র স্মরণে যারা
কম্পিত থাকে ॥
বিপদ-আপদে যারা
ধৈর্য্য ধরে
ছালাত যাহারা আরো
কায়েম করে ॥
রিযিক দেয়া মোর
যাহা কিছু রয়
যাহারা করে সব
তাহা হতে ব্যয় ॥

৩৬. আল্লাহ্‌র নিদর্শন এক
উট রহিয়াছে
তোমাদের মঙ্গল
উহার কাছে ॥
দাঁড় করানো যখন
হয় সারি দিয়ে
জবাই কর আল্লাহ্‌র
নাম সেথা নিয়ে ॥
কাত হয়ে পড়ে যায়
তাহারা যখন
তাহা হতে তোমরা
খাও তা তখন ॥
ইহা হতে খেতে দাও
অভাবী যারা
কেহবা চায় না আরো
চায় যাহারা ॥
পশুদেরে দিয়েছি
বশীভূত করে
শোকর কর যেন
আমার উপরে ॥

৩৭. যায় না আল্লাহ্‌র কাছে
ইহা নিশ্চয়
গোশ্‌ত; রক্ত যাহা
এসবের হয় ॥
তাঁর কাছে কিছুই এর
হয় না যাওয়া
পৌঁছায় তোমাদের
শুধু তাক্‌ওয়া ॥
এদের দিয়েছেন তিনি

বশ্ করিয়ে
আল্লাহ্‌র মহিমা গাও
ঘোষণা দিয়ে ॥
৩৮. তোমরা যেহেতু তাঁর
হেদায়েত পাও
মুমিনদিগকে শুভ
সংবাদ দাও ॥
মুমিন রক্ষা পায়
আল্লাহ্‌র দ্বারা
অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক
রয়েছে যারা
আল্লাহ্‌র ভালোবাসা
পায় না তারা ॥

রুকু-৬

৩৯. যুদ্ধ করিতে তাদের
অনুমতি রয়
যুদ্ধে যাহাদের
বাধ্য করা হয় ॥
কেননা হয়েছে তাদের
জুলুম সহিতে
আল্লাহ্ সক্ষম যাদের
সাহায্য দিতে ॥
৪০. বহিষ্কৃত হলো যারা
ঘরবাড়ী হতে
অন্যায় ভাবে শুধু
তাহাদের মতে;
আল্লাহ্ তাদের রব
মেনেছিল বলে
তাদের উপরে বড়ই
জুলুম চলে ॥
মানুষ রহিয়াছে
তাহারা যত
আল্লাহ্ করিতেন না
যদি প্রতিহত;
মানুষের একদল
অন্য দল দিয়ে
তাহলে ধ্বংস সবই
হয়ে যেত গিয়ে ॥
নাছারা ও ইহুদীর
উপাসনালয়
মসজিদ ও নাম যেথা
আল্লাহ্‌র হয় ॥
আল্লাহ্ সাহায্য শুধু
করেন তাকে
সাহায্য তাঁহাকে যে
করিয়া থাকে ॥
নিশ্চই আল্লাহ্ এক
মহা-শক্তিধর
পরাক্রান্ত তিনি
সবার উপর ॥
৪১. এমন লোক তারা
যদি তাদেরে
পৃথিবীতে দেই আমি
প্রতিষ্ঠা করে;
নামাজ পড়িবে আরো
যাকাত প্রদান
আল্লাহ্‌র হাতে রয়
সততার পরিণাম ॥
৪২. অস্বীকার যদি করে
তারা তোমাকে
পূর্বেও অস্বীকার যারা
করিয়া থাকে ॥
নূহুর কওম ছিল
আদ সামুদ আর
৪৩. ইব্রাহিম ও লুতকে
করে অস্বীকার ॥
৪৪. মাদিয়ানবাসী আরো
যাহারা থাকে
অস্বীকারও হয়েছিল
করা মুসাকে ॥
কাফেরের অবকাশ
কিছুদিন দিয়ে
অতঃপর তাদের আমি
ধরিলাম গিয়ে

ভীষণ আযাব সেথা
গিয়েছি নিয়ে ॥
৪৫. ধ্বংস করেছি আমি
কত জনপদ
অধিবাসী যারা ছিল
জালিম আর বদ ॥
সেইসব জনপদ
ধ্বংসের স্তূপ
পরিত্যক্ত হয়েছে কত
ব্যবহৃত কূপ ॥
মজবুত প্রাসাদ আরো
ছিল যে কত
ধ্বংসের স্তূপে হলো
তাহা পরিণত ॥
৪৬. তবে কোন দেশ কি
করেনি ভ্রমণ
তাহলে হৃদয় তাদের
হইত এমন;
বুঝিতে পারিত তবে
তাহার দ্বারা
অথবা শুনিত এমন
কান দিয়ে তারা ॥
বস্তুতঃ চক্ষু তাদের
অন্ধ নাহি রয়
অন্ধ থাকে তো
আসলে হৃদয় ॥
৪৭. বলিতে সবাই তারা
থাকে তোমাকে
আযাবের তাগাদা দিতে
তোমায় থাকে ॥
ভঙ্গ হয় না কভু
ওয়াদা আল্লাহ্‌র
একটি দিন হয়
রব যে তোমার
তোমাদের নিকটে বছর
রয় যা হাজার ॥
৪৮. অবকাশ দিয়েছি আমি
কত লোকালয়
অধিবাসী যখন তার
পাপ কাজে রয়;
পরে তারা মোর দ্বারা
পাকড়াও হয়
আসিবে আমার কাছে
ফিরে নিশ্চয় ॥

রুকু-৭

৪৯. বল, হে মানুষ আমি
শুধু যে তারি
তোমাদের জন্য এক
সতর্ককারী ॥
৫০. ঈমান আনিয়া যারা
সৎ কাজ করে
ক্ষমা আর উন্নত রুজী
তাহাদের তরে ॥
৫১. থামাতে চেষ্টা করে
মোর আয়াতের
অধিবাসী তাহারাই
হবে দোজখের ॥
৫২. তোমার পূর্বে আমি
করিনি প্রেরণ
রাসুল বা নবী কোন
তাহারা যখন;
কেউ কিছু তাহাদের
আকাঙ্ক্ষা করেছে
শয়তান সেখানেই কিছু
মিশিয়ে দিয়েছে ॥
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাহা
দূরে সরাইয়া
আয়াত দিলেন আরো
শক্ত করিয়া ॥
সকল কিছুই জানা
আছে আল্লাহ্‌র
হেকমতওয়ালা তিনি
উপরে সবার ॥
৫৩. এ জন্য শয়তান যাহা

মিশ্রণ করে
পরীক্ষাস্বরূপ দেন
যাদের অন্তরে;
রোগের বিস্তার
যাহাদের হয়
তারা সব হয়ে যায়
পাষাণ হৃদয়
মতের বিরোধে জালিম
রহে অতিশয় ॥
৫৪. জ্ঞান যাদের দান
হলো এ কারণ
রবের সত্য তারা
জানিবে তখন ॥
অতঃপর যেন এতে
ঈমান আনে
অন্তর থেকে যেন
তাহারা মানে ॥
আনিয়াছে নিশ্চই
যাহারা ঈমান
আল্লাহ্ই সঠিক পথে
তাদের চালান ॥
৫৫. কাফেরেরা সন্দেহ
পোষণ করে
যতক্ষণে কিয়ামত
এসে না পড়ে
অশুভ দিনের কোন
শাস্তি বা ধরে ॥
৫৬ সেইদিন রাজত্ব
হবে আল্লাহ্র
তিনিই করিবেন
তাদের বিচার ॥
ভালো কাজ করে যারা
ঈমানের সাথে
রবে তারা নেয়ামত
ভরা জন্নাতে ॥
৫৭. আয়াত মানে না যারা
কুফরি করিয়া
তাদের শাস্তি হবে
লাঞ্ছনা দিয়া ॥

রুকু-৮

৫৮. আল্লাহ্র পথে যারা
হিজরত করেছে
অতঃপর নিহত বা
নয় মারা গেছে;
উত্তম জীবিকা পাবে
তাহারা সবাই
উত্তম জীবিকা দাতা
সেরা আল্লাহ্ই ॥
৫৯. আল্লাহ্ রাখিবেন তাদের
এমন জায়গায়
থাকিতে পছন্দ তারা
করিবে সেথায়
আল্লাহ্ জ্ঞানময় আরো
সহনশীলতায় ॥
৬০. এই সবই এখানের
বিবরণ রয়
যদি কোন ব্যক্তি
নিপীড়িত হয়;
যত পরিমাণ সে
হলো নিপীড়ন
সেই পরিমাণ করে
প্রতিশোধ গ্রহণ ॥
যদি সে নিপীড়িত
হয় পুনরায়
অবশ্যই আল্লাহ্র
সাহায্য সে পায় ॥
আল্লাহ্ মার্জনাকারী
হন নিশ্চয়
পরম ক্ষমাশীলও
তিনি অতিশয় ॥
৬১. এরই জন্য এটা
রহিয়াছে যে
আল্লাহ্ রাতকে ঢুকান
দিনের মাঝে ॥

দিনকেও রাতের ভিতর
ভরে তিনি দেন
আল্লাহ্ সকল কিছুই
দেখেন-শোনেন ॥

৬২. এইটাও ইহারই
হয় যে কারণ
চরম সত্য আরো
আল্লাহ্ই হন ॥
তাঁহাকে ব্যতীত তারা
ডাকে যাহাকে
অসত্য তাহাদের
সবকিছু থাকে ॥
আল্লাহ্ই আছেন শুধু
তিনি নিশ্চয়
সবারই উপরে তাঁর
অবস্থান রয় ॥

৬৩. দেখিতে পাও না-কি
ওই আসমান
যেথা হতে আল্লাহ্
পানি বর্ষান
পৃথিবী সবুজ হয়
সতেজ প্রাণ ॥
আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী
হন অতিশয়
সবই তাঁর জানা রয়
সকল বিষয় ॥

৬৪. যত কিছু রয়েছে
জমিন আসমানে
সকল কিছুরই মালিক
তিনি সেখানে ॥
সবকিছু অভাব হতে
মুক্ত তিনি
সমস্ত প্রশংসারও
অধিকারী যিনি ॥

রুকু-৯

৬৫. দেখ নাকি আরো যে
তোমাদের কাজে
নিয়োজিত রেখেছেন
পৃথিবীর মাঝে;
আছে সব যতকিছু
আর জলযান
সমুদ্রে তাঁর আদেশে
হয় চলমান ॥
আকাশ তাঁর নির্দেশে
স্থির রয়
পৃথিবীর উপরে যেন
পতিত না হয় ॥
আল্লাহ্ মানুষের প্রতি
হন নিশ্চয়
পরম করুণাভরা
দয়া অতিশয় ॥

৬৬. তিনিই তোমাদেরে
জীবন দিয়েছেন
মরণও আবার তাই
তিনি ঘটাবেন ॥
জীবন দানিবেন আরো
তিনি পুনরায়
মানুষ বিমুখ বড়
কৃতজ্ঞতায় ॥

৬৭. নির্ধারিত প্রতিটি মোর
উম্মত তরে
ইবাদত পদ্ধতি যাহা
পালন করে ॥
সুতরাং তারা যেন
তব সাথে গিয়ে
বিতর্ক না করে
এই সব নিয়ে ॥
আহ্বান কর শুধু
রবের পানে
তুমি তো রয়েছ সঠিক
পথ যেখানে ॥

৬৮. বিতর্ক করে যদি
তারা একটানা
তোমাদের কাজ-বল

আল্লাহ্‌র জানা ॥

৬৯. তোমরা মতভেদ কর
যাহা সব লয়ে
ফয়সালা করিবেন তিনি
সেসব বিষয়ে
কিয়ামতে আল্লাহ্
বিচারক হয়ে ॥

৭০. জানো না কি তাহা সব
জানা আল্লাহ্‌র
আসমান ও জমিনের
যতকিছু আর
কিতাবে লিখিত সব
রহিয়াছে তার ॥
আল্লাহ্‌র পক্ষে এ কাজ
কঠিন কিছু নয়
সবকিছুই তাঁর কাছে
সহজ অতিশয় ॥

৭১. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা
এমন কাহাকে
উপাসনা যাদের সব
করিয়া থাকে;
নাযিল যাদের নিয়ে
হয়নি প্রমাণ
যাদের ব্যাপারে তাদের
নাই কোন জ্ঞান
জালিমকে করিবেনা কেহ
সাহায্য প্রদান ॥

৭২. আমার আয়াত যখন
তিলাওত হয়
কাফেরের চোখে-মুখে
অসন্তোষ রয়
মারিতেও তাহাদের
উদ্যত হয় ॥
এই কথা তাদেরে
দাও তুমি বলে
খারাপ সংবাদ কি
দেব তাহলে ?
তা হলো, দোজখ-যাহা
কাফেরের তরে
ওয়াদা যাহা আল্লাহ্
রেখেছেন করে
জঘন্য স্থানে তাদের
রাখা হবে ভরে ॥

রুকু-১০

৭৩. হে মানুষ উপমা এক
দিই যা এখন
মনোযোগ দিয়ে তাহা
করিও শ্রবণ ॥
যাদের পূজা কর
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
পারিবে না বানাতে এক
মাছিও তারা ॥
মাছিও যদি কিছু
নেয় ছিনিয়ে
উদ্ধারে ক্ষমতা নাই
তাহারা গিয়ে ॥
কতই না অক্ষম
তাহারা যে রয়
পূজারী ও দেবতা
উহারা উভয় ॥

৭৪. মর্যাদা দেয়নি কেহ
তারা আল্লাহ্‌কে
মর্যাদা যেমন তাঁর
প্রাপ্য থাকে ॥
আল্লাহ্ শক্তিশালী
মহা-নিশ্চয়
প্রবল পরাক্রম
আরো তাঁর রয় ॥

৭৫. আল্লাহ্ রাসুল তাঁর
মনোনীত করেন
মানুষ ও ফেরেশতা হতে
বেছে তিনি নেন
সবই শোনেন আরো
দেখিয়া থাকেন ॥

৭৬. সামনে ও পিছনে
যত কিছু আর
তাহাদের সব কিছু
জানা আল্লাহ্‌র
সবকিছু তাঁর কাছে
ফিরিবে আবার ॥

৭৭. তোমরা ঈমান সব
আনিয়াছ যারা
রুকু আর সিজদা
করে চল তারা ॥
রবের ইবাদত কর
ভালো কাজ সাথে
তোমরা সফল যেন
হও যাহাতে ॥

৭৮. জিহাদ করে চল
আল্লাহ্‌র পথে
জিহাদ উচিত হয়
করা যেই মতে ॥
তোমাদেরে করেছেন
তিনি মনোনীত
দ্বীন নিয়ে হীনতা তাঁর
নহে আরোপিত ॥
ইব্রাহিম তোমাদের পিতা
তারই মিল্লাতে
সর্বদা কায়েম থাক
তাহারই সাথে ॥
মুসলিম তোমাদের নাম
দেয় সেখানে
পূর্বে রেখেছিল সে-ও
যেমন কোরআনে ॥
রাসুল সাক্ষী যাতে
হয় তোমাদের
তোমরাও সাক্ষী হবে
জাতি মানবের ॥
যাকাত দাও আরো
নামাজ পড়
আল্লাহ্‌কে দৃঢ়তায়
ধারণ কর ॥
তোমাদের সবারই
পালক যিনি
পালক ও সাহায্যে কত
উত্তম তিনি ॥

আঠারো পারা ঃ কাদ-আফলাহা

২৩. সূরা মুমিনুন
মক্কায় ঃ আয়াত ১১৮ ঃ
রুকু ৬

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
মহিমার সুর
দয়া ও করুনায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. সফল মুমিনেরা
হলো নিশ্চয়
২. নিজেদের নামাজে যারা
নম্র-বিনয় ॥
৩. অনর্থক বিষয় হতে
থাকে দূরে সরে
৪. যাকাত দেয় যারা
যথাযথ করে ॥
৫. যৌনাঙ্গে নিজেদের
সংযত যারা
৬. নিজেদের স্ত্রী বা
ক্রীতদাসী ছাড়া
কেননা দোষী এতে
হয় না তারা ॥
৭. ইহা ছাড়া অন্যকে
চাইবে যখন
তখনই করিবে তারা
সীমা লঙ্ঘন ॥

৮. আমানত রক্ষা করে
ওয়াদাও নিজেদের
৯. হেফাজতও যাহারা
করে নামাজের ॥
১০. উত্তরাধিকারী সব
তাহারাই রবে
১১. জান্নাতুল-ফিরদৌস
তাদেরই হবে
চিরকাল থাকিবে সেথায়
তাহারা সবে ॥
১২. মানুষ সৃষ্টি মাটির
নির্যাস থেকে
১৩. শুক্র বানিয়ে তাকে
সুরক্ষিত রেখে;
১৪. শুক্রের বিন্দু পরে
জমাট করিয়া
জমাট রক্ত হতে
মাংস বানাইয়া;
মাংসের পিণ্ড থেকে
তৈরী করি হাড়
গোশত দিয়ে পরে
ঢাকিয়া তাহার;
অন্য রকম তাকে
তৈরী করে
নতুন সৃষ্টিরূপে
তুলি আমি গড়ে ॥
সুতরাং আল্লাহ্ই মহা
কল্যাণময়
নিপুণ স্রষ্টাও আরো
তিনি নিশ্চয় ॥
১৫. মরণ হইবে আবার
তোমাদের পরে
১৬. কিয়ামতে উঠানো হবে
জীবিত করে ॥
১৭. আমি তো রাখিয়াছি
সৃষ্টি করিয়া
তোমাদের উপরে সাত
স্তর দিয়া ॥
সৃষ্টি করিয়া এমন
আমি তাহারে
উদাসীন পারি না হতে
তার ব্যাপারে ॥
১৮. আকাশ হতে করিয়া
পানি বর্ষণ
জমিনে তাকে করি
সংরক্ষণ
সরাতেও তাকে আরো
আমি সক্ষম ॥
১৯. সেই পানি আমি
দিয়ে তোমাদের
বাগান তৈরী করি
খেজুর-আঙুরের ॥
তোমাদের জন্য সেথা
প্রচুর পরিমাণে
নানান খাবার ফল
হয় সেখানে ॥
২০. গাছ সৃষ্টি করি
বিশেষ প্রকার
সিনাই পর্বতে হয়
জন্ম যাহার
তেল আর ব্যঞ্জন
করিতে আহার ॥
২১. চতুষ্পদ প্রাণীর মাঝে
আছে নিশ্চয়
তোমাদের জন্য বড়ই
শিক্ষার বিষয় ॥
তাদের উদরের
বস্তু থেকে
পান করাই আমি
তোমাদিগকে ॥
তোমাদের জন্য আরো
তাহাদের মাঝে
উপকার রয়েছে কত
লাগে বহু কাজে ॥
কতক তোমরা তাদের
ভক্ষণ কর

২২. তাহাদের পিঠে আরো
আরামে চড়;
নৌযানে চড়িয়াও
কর চলাচল
এইরূপ করিয়া থাক
তোমরা সকল ॥

রুকু-২

২৩. নূহুকে পাঠাই আমি
কওমের কাছে
আল্লাহ্‌র ইবাদত কর
সেথা বলিয়াছে ॥
তিনি ছাড়া তোমাদের
মাবুদ কেহ নাই
সতর্ক তবুও কি
হবে না সবাই ?

২৪. কাফের প্রধানেরা
বলেছে তখন
তোমাদেরই মতো এ
মানুষ একজন;
সামান্য মানুষ এক
রয়েছে সেথায়
তোমাদের উপরে সে
প্রাধান্য চায় ॥
রাসুল, আল্লাহ্‌র যদি
পাঠাবারই থাকে
অবশ্যই পাঠাতেন এক
ফেরেশতাকে ॥
পূর্বপুরুষ মাঝে
আমরা কখনো
এইরূপ কথা তো আর
শুনিনি কোন ॥

২৫. সে-তো এমন এক
ব্যক্তি যাহার
মাথার বিকৃতি
ঘটেছে তাহার ॥
সুতরাং তোমরা
তার ব্যাপারে
কিছুকাল রয়ে যাও
অপেক্ষা করে ॥

২৬. নূহু বলে সাহায্য করুন
রব আমাকে
মিথ্যাবাদী আমায় তারা
বলিয়া থাকে ॥

২৭. থাকিলাম ওহী দ্বারা
আদেশ দিতে
বলি তাকে নৌকা এক
তৈরী করিতে ॥
আমার আদেশ পরে
গেলে আসিয়া
চুলার পানি যদি
ওঠে উথলিয়া;
তখন তুলে নিও
সেই নৌকায়
সকল প্রাণী এক
জোড়ায় জোড়ায় ॥
তোমার পরিবারও
আছে সব যারা
তবে শুধু সেইসব
তাহারা ছাড়া
নির্ধারিত হয়ে আছে
পূর্বেই তারা ॥
বলিও না তুমি মোরে
জালিমের বিষয়
নিমজ্জিত হয়ে যাবে
তারা নিশ্চয় ॥

২৮. তুমি ও তোমার সব
সাথীরা যখন
নৌকায় ঠিক হয়ে
লইবে আসন
প্রশংসা আল্লাহ্‌র
করিও তখন ॥
তোমাদের করেছেন
যিনি উদ্ধার
জালিমের কবল থেকে

মুক্ত হবার ॥

২৯. বল-রব নিরাপদে
নামাও মোরে
নামানেওয়ালা তুমি
সবার উপরে ॥

৩০. নিদর্শন নিশ্চিত এতে
আছে নিশ্চয়
তাদের প্রতি মোর
পরীক্ষা রয় ॥

৩১. অতঃপর আমি তাই
তাহাদের পরে
দিলাম আরেক জাতির
সৃষ্টি করে ॥

৩২. তাদেরই ভিতর হতে
আমি একজন
রাসুল তাদের কাছে
করেছি প্রেরণ ॥
বলে সে, ইবাদত
কর আল্লাহ্‌র
তোমাদের মাবুদ নাই
তিনি ছাড়া আর
ভয় কি করিবে না
তবুও তাঁহার ॥

রুকু-৩

৩৩. কওমের সর্দার
ছিল যাহারা
কাফের সব, পরকাল
মানিত না তারা ॥
মোর দেয়া সুখ ছিল
পার্থিব জীবনে
তখন তারা সব
বলে সেইক্ষণে;
আমাদেরই মতো যে
এই লোক রয়
একজন মানুষ ছাড়া
আর কিছু নয়;
তোমরা খাও যাহা
সেও তাই খায়
তোমরা যা পান কর
পান করে তায় ॥

৩৪. তোমরা তার কর যদি
আনুগত্য
যে মানুষ অবিকল
তোমাদেরই মতো
অবশ্যই তোমরা হবে
ক্ষতিগ্রস্ত ॥

৩৫. এইরূপ ওয়াদা কি-সে
দেয় তোমাদের
জীবিত তোমাদেরে
করা হবে বের;
যখন তোমরা সবাই
হয়ে যাবে মৃত
মাটি ও হাড়ে যাবে
হয়ে পরিণত ?

৩৬. ওয়াদা সে তোমাদের
যাহা দিয়ে যায়
কতদূর হতে পারে
রহে তা কোথায় ?

৩৭. পার্থিব জীবন মোদের
শুধু একটাই
মরি-বাঁচি এখানেই
উত্থান নাই ॥

৩৮. এমন এক লোক সে
হয় তাহলে
আল্লাহ্‌কে নিয়ে যে
মিথ্যা বলে
ঈমান মোরা আনিবো না
তার প্রতিফলে ॥

৩৯. রাসুল বলে, সাহায্য রব
করুন আমায়
মিথ্যেবাদী আমাকে
বলিছে হেথায় ॥

৪০. তখনই আল্লাহ্‌ সেথা
বলিলেন তারে

অনুতাপ করিতে হবে
শীঘ্র সবারে ॥

৪১. ওয়াদা মতো সত্য
এলো অতঃপর
শব্দ তাদেরে এক
ধরে ভয়ঙ্কর ॥
খড়কুটা সম তারা
লোপাট হয়
জালিমের ধ্বংস এমন
আসে বিপর্যয় ॥

৪২. অতঃপর আমি আরো
তাহদের পরে
দিয়েছি অনেক জাতি
তৈরী করে ॥

৪৩. জাতির জন্য কারো
নির্ধারিত সময়
আগে-পিছে অতিক্রম
করিবার নয় ॥

৪৪. একের পর এক মোর
রাসুল প্রেরণ
রাসুল তাদের কাছে
আসিল যখন
তারা তাকে মিথ্যেবাদী
বলেছে তখন ॥
পরপর ধ্বংস এমন
তারা সব হয়
পরিণত হলো তারা
কাহিনীর বিষয়
অবিশ্বাসীর পরিণতি
এইরূপই রয় ॥

৪৫. অতঃপর প্রেরণ করি
আমি মুসাকে
তার ভাই হারুণও
তার সাথে থাকে ॥
প্রমাণ নিয়ে গেল
আরো নিদর্শন

৪৬. ফেরাউন দরবারে
পৌঁছিল যখন;
অহংকার করিল বড়
তাহারা সেথায়
উদ্ধত ছিল তারা
এক সম্প্রদায় ॥

৪৭. ঈমান তারা বলে
আনি কি করে
এমন দুই লোক
যাদের উপরে;
আমাদেরই মতো তারা
মানুষ যেমন
পরন্ত দাসত্ব আরো
তাদের যখন ?

৪৮. উভয়কে মিথ্যেবাদী
তাহারা বলে
অতঃপর ধ্বংস তারা
হলো তার ফলে ॥

৪৯. মুসাকে কিতাব দিলাম
আমি যাহাতে
তারা সব চলে আসে
যেন হেদায়াতে ॥

৫০. মরিয়ম আরো তার
ছেলেকে যখন
বানালাম আমি এক
বড় নিদর্শন;
উভয়কে দিলাম আমি
এমন আশ্রয়
উচ্চ টিলা যেথা
নির্ঝরিণী বয় ॥

রুকু-৪

৫১. রাসুলেরা সৎ কাজ
রহো করিবার
পবিত্র বস্তু হতে
কর যে আহার ॥
তোমরা যাহা কর
সেসব বিষয়
তাদের সবকিছু

মোর জানা রয় ॥

৫২. এই যে তোমরা সবাই
উম্মত যারা
একই পথের সব
অনুসারী তারা ॥
আমি এক তোমাদের
রব নিশ্চয়
সুতরাং আমাকেই
করে চল ভয় ॥

৫৩. বহুভাগে ভাগ করে
নিজেদের বিষয়
তাহা নিয়ে প্রতিটি দল
আনন্দেই রয় ॥

৫৪. তাদের থাকিতে দাও
মূর্খতা নিয়ে
নির্দিষ্ট একটি কাল
তাদেরে দিয়ে ॥

৫৫. তারা কি মনে করে
যাহা মোর দান
ধন ও সম্পদ যত
আর সন্তান ॥
এ সকল দান আমি
তাদেরে দিয়ে

৫৬. দ্রুতই মঙ্গল পানে
যাই কি নিয়ে ?
না তারা নিজেদের
চলে না বুঝিয়ে ॥

৫৭. রবের ভয়ে যারা
ভীত হয়ে থাকে

৫৮. আর যারা আয়াতে
ঈমান রাখে;

৫৯. শরিক করে না কারো
রবের সাথে

৬০. দান আরো করে তারা
লাগে যাহাতে ॥
কম্পিত হৃদয়ে আরো
বিশ্বাস আছে
একদিন ফিরিবে তারা
রবের কাছে ॥

৬১. এইরূপ লোক সব
যাহারাই হয়
দ্রুতই কল্যাণে তারা
ধাবমান রয় ॥

৬২. সাধ্যের অতীত কোন
আমি কাহারে
দায়িত্ব অর্পণ কভু
করি না তারে ॥
কিতাব রয়েছে এক
নিকটে আমার
প্রকাশ করিবে তাহা
অবস্থা সবার
হবে না তাদের প্রতি
কোন অবিচার ॥

৬৩. অন্তর বরং তাদের
এই বিষয়ে
অজ্ঞতার মাঝে আছে
পতিত হয়ে ॥
অনেক নিন্দনীয়
কাজ ইহা ছাড়া
যে-সকল কাজ আরো
করে থাকে তারা ॥

৬৪. এমন কি বিত্তশালী
লোক যে তাদের
আযাব দিয়ে পাকড়াও
করি যাহাদের;
তখনই শুরু করে
তারা চিৎকার

৬৫. আজ তাই আর্তনাদ
করিও না আর
সাহায্য পাবে না আজ
কোনই আমার ॥

৬৬. আয়াত শুনানো হতো
পাঠ করিয়া
সেথা হতে যাইতে
দূরে সরিয়া ॥

৬৭. অহংকার নিয়ে সব

এই বিষয়ে
অর্থহীন গল্প কিছু
তোমরা কয়ে ॥

৬৮. চিন্তা কি করে না তারা
এ কালাম নিয়ে
এমন কিছু নিকটে তাদের
পৌঁছালো গিয়ে ॥
তাহাদের নিকটেই
পেয়ে গেল যাহা
পূর্বপুরুষের কাছে
আসেনিকো তাহা ?

৬৯. অথবা চেনে না তারা
নিজেদের রাসুল
অস্বীকার করিয়া তাই
করিতেছে ভুল ?

৭০. এইরূপভাবে কি তারা
আরো বলে যায়
বিকৃতি ঘটেছে বলে
তাহার মাথায় ?
বরং রাসুল এলো
তাহাদের কাছে
সত্য সঠিক পথ
নিয়ে আসিয়াছে ॥
সত্য যদিও এখন
এলো নিশ্চয়
অধিকের-ই সত্য তবু
পছন্দ নয় ॥

৭১. সত্য হতো যদি
তাদের ইচ্ছায়
তাদের প্রবৃত্তি সকল
যাহা কিছু চায়;
শৃঙ্খলা হারিয়ে যেত
জমিন-আসমানে
রহিয়াছে আরো যাহা
তার মাঝখানে ॥
দান করেছি বরং
উপদেশ দিয়ে
কিন্তু নেয় তারা
মুখ ফিরিয়ে ॥

৭২. অথবা তোমার কি
তাহাদের কাছে
কোন কিছু প্রতিদান
চাইবার আছে ?
বস্তুতঃ উত্তম তব
রবের প্রতিদান
কে আর রিযিকদাতা
তাঁহার সমান ॥

৭৩. তুমি তো সরল পথে
কর আহ্বান

৭৪. আখেরাত প্রতি যারা
রাখেনা ঈমাণ ॥

৭৫. তাদের প্রতি আমি
অনুগ্রহ দিয়া
যদি দেই কষ্ট
দূর করিয়া;
অবাধ্য প্রকৃতির হবে
তবুও তারা
ঘুরিতে থাকিবে সব
হয়ে দিশেহারা ॥

৭৬. পাকড়াও করেছি তাদের
আযাব দিয়ে
বিনীত হয়নি রবে
মিনতি নিয়ে ॥

৭৭. যখন অবশেষে আমি
উপরে তাদের
দুয়ার খুলে দেব
কঠিন আযাবের;
তখন সবাই তারা
আতঙ্ক ভয়ে
ভঙ্গ আশায় পড়ে
বিহ্বল হয়ে ॥

রুকু-৫

৭৮. তোমাদের জন্য তিনি
সৃষ্টি করিলেন

কান-চোখ তোমাদের
অন্তর দিলেন ॥
তবুও তোমরা খুবই
অল্পই তার
কৃতজ্ঞতা কখনওবা
কর যা স্বীকার ॥

৭৯. পৃথিবীতে তোমাদের
তিনি ছড়িয়ে
রেখেছেন সবারেই
কত কিছু দিয়ে
আবার তিনিই যাবেন
সবারে নিয়ে ॥

৮০. তিনিই সবারে করেন
জীবন প্রদান
আবার সকলেরই
মরণ ঘটান ॥
দিন-রাত ঘুরিয়ে দেওয়া
সবই তাঁর কাজ
তবুও কি তোমরা
বুঝিবে না আজ ?

৮১. বরং সেইরূপই কথা
বলে তাহারা
যেইরূপ বলিত লোকে
অতীতের যারা ॥

৮২. বলে তারা মরে গিয়ে
আমরা যতো
হাড়ে ও মাটিতে
হব পরিণত
তারপরও উঠাবে কি
আগের মতো ?

৮৩. প্রতিশ্রুতি এইরূপ
অতীতেও আছে
দেয়া ছিল পূর্বের
পুরুষের কাছে ॥
আগের লোকেদের
কল্পিত কথা
নিতান্তই ভিত্তিহীন
এটা অযথা ॥

৮৪. বল; এই পৃথিবী
এটা তবে কার
যারা সব ইহাতে
রহিয়াছে আর
জানো যদি থাকে তবে
কিছু বলিবার ?

৮৫. অবশ্যই আল্লাহ্ মালিক
বলে উত্তরে
বল-তবু দেখ না কেন
ভাবনা করে ॥

৮৬. বল-যে, মালিক-কে
সাত-গগনের
অধিপতি কে-ওই
মহা আরশের ?

৮৭. অবশ্যই বলিবে তারা
সবই আল্লাহ্র
বল যে, ভয় কি তবু
করিবে না তাঁর ?

৮৮. বলো আরো তোমাদের
থাকে যদি জানা
সকলেরই কর্তা বলে
কাকে হবে মানা ?
আশ্রয় দেন যিনি
বল তবে আর
পারে না আশ্রয় দিতে
বিরুদ্ধে তাঁহার ?

৮৯. অবশ্য বলিবে সবই
তাহা আল্লাহ্কে
কোথায় বল জাদু
করিবার থাকে ?

৯০. সত্য এনেছি বরং
তাহাদের কাছে
মিথ্যাচার যদিও সব
তারা করিয়াছে ॥

৯১. সন্তান করেনি কোন
আল্লাহ্ নিজের
উপাস্যও নাই কোন
তাঁহার সাথের ॥

তবে যদি তাহারা
কেউ থাকিত
নিজের সৃষ্টি পৃথক
করিয়া নিত ॥
প্রাধান্যর চেষ্টা
করিবার তরে
একে সব তাহারা
অন্যের উপরে ॥
তারা যাহা বলে কেহ
তাদের সমান
আল্লাহ্ তাহা হতে
পবিত্র মহান ॥

৯২. দৃশ্য আর অদৃশ্য
যাহা যেখানে
সবকিছু রহিয়াছে
তাঁহার জ্ঞানে ॥
শরিক তাঁর সাথে
করে যাহা তার
বহুত ঊর্ধ্বে তিনি
তাদের সবার ॥

রুকু-৬

৯৩. বলো, হে রব যদি
দেখান আমাকে
শাস্তির ওয়াদা যেটা
দেয়া হয়ে থাকে;

৯৪. হে মোর রব তবে
আপনি তাহলে
ফেলিয়া দিবেন না মোরে
জালিমের দলে ॥

৯৫. প্রতিশ্রুতি দেয়া মোর
যাহা কিছু থাকে
দেখাতে সক্ষম তাহা
আমি তোমাকে ॥

৯৬. যা- কিছু মন্দ সকল
রয় যে তাহার
উত্তম দিয়ে কর
তার প্রতিকার
যাহা কিছু বলে তারা
জানা রয় আমার ॥

৯৭. বল, হে রব মোর
প্রার্থনা রয়
শয়তান হতে চাই
তব আশ্রয় ॥

৯৮. হে রব আশ্রয়
চাই আপনার
তারা যেন আসে না
নিকটে আমার ॥

৯৯. এমনকি মৃত্যু যদি
এসে যায় কারো
তখন সে বলিতে
থাকে যে আরো;
হে মোর রব শুধু
আপনি আমায়
প্রেরণ করুন মোরে
সেথা পুনরায়;

১০০. সৎ কাজ করিতে পারি
আমি যাহতে
পূর্বে যা করিনি
মোর ইচ্ছাতে ॥
যা-আর কখনো তা
হইবার নয়
ইহা তো মাত্র শুধুই
কথা তার রয় ॥
পর্দা রয়েছে এক
সমুখে তাদের
ওইদিন পর্যন্ত যাহা
উত্থান দিবসের ॥

১০১. যেই দিন শিংগায়
ফুঁ দেয়া হবে
পরস্পরে আত্মীয়
কেহই না রবে
তখন কারো কেহ
খোঁজ না লবে ॥

১০২. যাদের পাল্লা সেদিন

হয়ে যাবে ভারী
প্রকৃত সফলতা
হবে তাহারই ॥
১০৩. হাল্‌কা হয়ে যাবে
পাল্লা যাদের
নিজেদেরই ক্ষতি যারা
করেছে তাদের
চিরদিন খোরাক হবে
জাহান্নামের ॥
১০৪. মুখ পোড়ানো হবে
আগুনের দ্বারা
বীভৎস চেহারায়
থাকিবে তারা ॥
১০৫. বলা হবে শোনোনি-কি
আয়াত আমার ?
তখন তো করিতে
তাহা অস্বীকার ॥
১০৬. হে মোদের রব, তারা
বলিবে যে তায়
পরাভূত ভাগ্যে মোরা
ছিলাম সেথায়
আমরা তো ছিলাম এক
ভ্রষ্ট সম্প্রদায় ॥
১০৭. হে মোদের রব দিন
বের করিয়া
এখান হতে যান
মোদের নিয়া;
করি যদি সেই কাজ
মোরা পুনরায়
নিশ্চই আমরা হবো
জালিম সেথায় ॥
১০৮. আল্লাহ্ বলিবেন তাদের
ধিকৃত হয়ে
তোমরা সবাই যাবে
এখানেই রয়ে ॥
তোমাদের কাছে মোর
আজ আর তাই
কোন কিছু শুনিবার
অবকাশ নাই ॥
১০৯. আমার বান্দা ছিল
একদল যারা
মোর কাছে প্রার্থনা
করিত তারা;
হে-মোদের রব মোরা
এনেছি ঈমান
আপনি মোদের ক্ষমা
করুন প্রদান ॥
রহম করুন আরো
আমাদের প্রতি
আপনি শ্রেষ্ঠ মহান
দয়ালু অতি ॥
১১০. উপহাস তোমরা তাদের
করিতে তখন
এই করে ভুলেছিলে
আমায় স্মরণ
ঠাট্টা করিতে তাদের
সর্বক্ষণ ॥
১১১. তখন ছিল তারা
ধৈর্য্য ধরে
প্রতিদান দিলাম তাদের
সফল করে ॥
১১২. আল্লাহ্ বলিবেন
বছর গণনায়
তোমরা কতটা সময়
ছিলে দুনিয়ায় ?
১১৩. তাহারা বলিবে সেথা
একদিন হয়
অথবা দিনের কিছু
অংশ তা রয় ॥
জিজ্ঞাসা করুন তাহা
ফেরেশতাকে
এইসব গণনা যারা
করিয়া থাকে ॥
১১৪. আল্লাহ্ বলিবেন
তোমরা সেখানে
অল্পই সময় সেথা

ছিলে অবস্থানে
তাহা যদি থাকিত হায়
তোমাদের জ্ঞানে ?
১১৫. তোমরা কি করেছিলে
এমন ধারণাই
অনর্থক সৃষ্টি মোর
তোমরা সবাই ?
এবং তোমাদের সব
নিকটে আমার
ফিরানো হবে না
কোনদিন আর ?
১১৬. আল্লাহ্ই অতএব সেরা
হন মহিমায়
প্রকৃত মালিক তিনি
সর্ব-অবস্থায় ?
মাবুদ তিনি ছাড়া
নাই কেহ আর
সম্মানিত আরশে থাকে
যাঁর অধিকার ॥
১১৭. উপাসনা করে যে
আল্লাহ্র সাথে
অন্য কোন কিছুর
আরো যাহাতে;
যাহার প্রমাণ কিছুই
নাই তার কাছে
তাহার হিসাব শুধু
রবেরই আছে ॥
নিশ্চই কাফেরের দল
তাহারা সবাই
সফলতা কোনদিনও
তাহাদের নাই ॥
১১৮. বল, ক্ষমা করুন রব
মোরে দয়া করে
আপনি রহমকারী
সবার উপরে ॥

---

২৪. সূরা নূর
মদীনায় ঃ আয়াত ৬৪ ঃ রুকু ৯

শুরুতেই আল্লাহ্র
মহিমার সুর
দয়া ও করুনায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. এই সুরা পাঠালাম
তোমাদের তরে
অবশ্যই তোমাদের
পালনীয় করে ॥
স্পষ্ট আয়াত মোর
নাযিল করা
উপদেশ নিতে যেন
পারো তোমরা ॥
২. ব্যাভিচারী নারী ও
পুরুষ যাদের
একশত বেত্রাঘাত
কর তাহাদের ॥
আল্লাহ্র বিধান যেন
এইটাই রয়
পালন করিতে যেন
দয়া নাহি হয় ॥
ঈমান যদি তোমরা
রাখো আল্লাহ্তে
এবং বিশ্বাস রাখো
আরো আখেরাতে;
মুমিনের একদল
যেন সেখানে
লক্ষ্য রাখে সেথা
শাস্তি প্রদানে ॥
৩. ব্যাভিচারী পুরুষ থাকে
মুশরিক যারা
ব্যাভিচারী মুশরিক নারী

বিয়ে করে তারা
মুমিনের তরে হলো
হারাম ইহারা ॥
৪. সতী কোন নারীকে যদি
অপবাদ হানে
চারজন সাক্ষী যেন
তাহারা আনে ॥
আশিটি করিয়া বেত
মারো তাহাদের
সাক্ষী কবুল আরো
করো না তাদের
প্রকৃত ফাছেক লোক
বলে ইহাদের ॥
৫. এরপর যদি তারা
তওবা করে
শোধন করে নেয়
আরো নিজেদেরে
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
সবার উপরে ॥
৬. স্ত্রীকে অপবাদ
দেয় যে নিজেই
সে ছাড়া সাক্ষী
কেহ আর নেই;
এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের
সাক্ষ্য এই ভাবে
চারবার আল্লাহ্র
কসম খাবে ॥
অবশ্যই বলিবে
আরো তার সাথে
সত্যই বলিতেছে
সে ইহাতে ॥
৭. পঞ্চমে বলিবে যদি
মিথ্যাবাদী হয়
আল্লাহ্র লানত যেন
তার উপরে রয় ॥
৮. স্ত্রীর শাস্তি সেথায়
থামাইতে হলে
চারবার কসম করে
যদি সে বলে
মিথ্যেবাদী স্বামী মোর
তাকে বলা চলে ॥
৯. পঞ্চম বারে যেন
এই ভাবে কয়
সত্যবাদী সেখানে যদি
তার স্বামী হয়;
নিজের উপরে তবে
হয় যেন তার
অবশ্যই গজব নামে
যেন আল্লাহ্র ॥
১০. আল্লাহ্র দয়া যদি
না থাকিত
কতই না ক্ষতির মাঝে
হতে পতিত ॥
তওবা কবুল করেন
তিনি নিশ্চয়
আল্লাহ্ কবুলকারী
আরো প্রজ্ঞাময় ॥

রুকু-২

১১. অপবাদ এমন যারা
রটনা করিল
তোমাদের মাঝের এক
ছোট দল ছিল ॥
মনে এটা করিও না
মন্দ বলে
তোমাদের কল্যাণ এতে
বরং বলা চলে ॥
প্রত্যেকে যতটুকু
গোনাহ্ করেছে
ততটুকু শাস্তিই
তার রয়েছে ॥
যে-ছিল এর পিছে
বড় ভূমিকায়
বিরাট এক শাস্তি
তার রয়ে যায় ॥

১২. এইসব শুনিলে আরো
তোমরা যখন
মুমিনেরা প্রতিবাদ কেন
করেনি তখন ?

১৩. এই নিয়ে অপবাদ
দিলো যাহারা
আনিলো না সাক্ষী কেন
চারজন তারা ?
সুতরাং মিথ্যা কথা
তারা বলিয়াছে
মিথ্যেবাদী হলো তারা
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

১৪. আল্লাহ্‌র দয়া যদি
না থাকিত
যেই কাজে তোমরা
ছিলে জড়িত
গুরুতর আযাব কোন
তবে আসিত ॥

১৫. মুখে-মুখে অপবাদ
ছড়ালে যখন
বলিলে তোমরা সেই
বিষয় এমন;
তোমাদের ছিল না কিছুই
জানা সে বিষয়
এ ব্যাপার সহজ মনে
তোমাদের হয়
অথচ আল্লাহ্‌র কাছে
অতি বড় রয় ॥

১৬. এইকথা যখন সবাই
শুনিতেছিলে
এইভাবে তোমরা কেন
বলে না দিলে;
উচিত নয়- কথা বলা
এমন বিষয়
এটাতো ভীষণ এক
অপবাদ রয়
আল্লাহ্ পবিত্র মহান
আছেন অতিশয় ॥

১৭. আল্লাহ্‌র উপদেশ
তোমাদের তরে
মুমিনেরা পুনরায় যেন
এরূপ না করে ॥

১৮. তোমাদের জন্যে সব
কাজের কথা
পরিষ্কার বর্ণনা
আল্লাহ্‌র তথা ॥
আল্লাহ্‌র সবকিছু
জানা নিশ্চয়
মহাজ্ঞানী হেকমত ও
বিজ্ঞানময় ॥

১৯. মুমিনের মাঝে চায়
করিতে প্রসার
পছন্দ যাদের রয়
সেথা ব্যভিচার;
শাস্তি রয়েছে তাদের
এই দুনিয়াতে
শাস্তি পাবে তারা
আরো আখেরাতে ॥
যেইকথা তোমাদের
কিছু জানা নয়
আল্লাহ্‌র সেইকথা
জানা অতিশয় ॥

২০. আল্লাহ্‌র দয়া যদি
তোমাদের প্রতি
থাকিত-না তবে বড়
হয়ে যেত ক্ষতি ॥
আল্লাহ্ পরম এক
ক্ষমতার আধার
মেহেরবানী অতিশয়
রহিয়াছে তাঁর ॥

রুকু-৩

২১. তোমরা ঈমান সব
আনিয়াছ যারা
শয়তান চলা পথে

যেও না তারা ॥
তার পথ ধরিয়া
কেউ যদি চলে
অশ্লীল-মন্দকাজ
করিতে সে বলে ॥
না-যদি থাকিতো
দয়া আল্লাহ্‌র
পবিত্রতা তোমাদের
হতো নাকো আর ॥
আল্লাহ্‌ যাকে চান
পবিত্র করেন
সবকিছু শোনেন তিনি
সবই জানেন ॥

২২. তোমাদের মধ্যে আরো
যাহাদের কাছে
পার্থিব সম্পদ ও
মর্যাদা আছে;
কখনো তারা যেন
কসম না করে
সাহায্য করিবে না
কভু তাদেরে;
আত্মীয়-স্বজন আর
অভাবীদিগের
কিছুই দেবেনা আরো
হিজরতকারীদের ॥
উচিত তাহাদের
ক্ষমা করে দেয়া
তাহাদের দোষত্রুটি
উপেক্ষা করিয়া
তোমরা কি কর না
এই কামনা
আল্লাহ্‌ তোমাদেরে
করে দিন ক্ষমা ?
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল
হন নিশ্চয়
পরম করুণাভরা
তিনি দয়াময় ॥

২৩. অপবাদ আরো যারা
আরোপ করে
নিরীহ মুমিন সতী
নারীর উপরে;
ইহকাল ও পরকালে
ধিক্কৃত ওরা
তাদের জন্য আছে
শাস্তি ধরা ॥

২৪. হাত-পা-জিহ্বা
সাক্ষী দিবে
কর্ম ছিল যাহা
প্রকাশ করিবে ॥

২৫. আল্লাহ্‌ হতে সমুচিত
শাস্তি পাবে
সেদিন সবই তারা
বুঝিয়া যাবে ॥
সেইদিনও আল্লাহ্‌
সত্যই ছিলেন
পূর্বে যাহা তিনি
ব্যক্ত করিলেন ॥

২৬. ওই সব পুরুষ-নারী
পরস্পরে
এক বদ্‌ অপর এক
বদের তরে ॥
পুরুষ ও নারী সৎ
চরিত্র যারা
একে হয় অপরের
জন্যে তারা ॥
তাদেরে লোকে যাহা
বলিয়া থাকে
নিজেকে আসলে তারা
পবিত্র রাখে ॥
তাহাদের জন্য ক্ষমা
আছে নিশ্চয়
সম্মানী জীবিকাও
তাহাদের রয় ॥

রুকু-৪

২৭. মুমিন ঢুকিবে যখন
অন্যের ঘরে
অনুমতি আলাপ ও
ছালামের পরে ॥
উত্তম তোমাদের ইহা
সকল সময়
স্মরণ রাখিতে এটা
উপদেশ রয় ॥

২৮. গৃহে যদি কাহারও
দেখা না মেলে
প্রবেশ করিও তবে
অনুমতি পেলে ॥
ফিরে যেতে তোমাদের
যদি বলা হয়
তোমরা ফিরে এসো
তবে নিশ্চয় ॥

২৯. যে সকল গৃহে কেউ
বাস না করে
তোমাদের সামগ্রী যদি
থাকে সেই ঘরে
প্রবেশে গুনাহ্ নাই
তাহার উপরে ॥
আল্লাহ্‌র সবকিছু
জানা রয় তাহা
তোমরা যা প্রকাশ কর
গোপনও যাহা ॥

৩০. বলে দাও মুমিন সব
পুরুষ যত
দৃষ্টিকে তারা যেন
রাখে সংযত
যৌনাঙ্গ যেন তারা
করে হেফাজতও ॥
তাদের জন্য এটা
উত্তম রয়
আল্লাহ্‌র গোচরে আছে
তাদের বিষয় ॥

৩১. আর বল মুমিন যত
নারী যাহাকে
তাদেরও দৃষ্টি যেন
সংযত থাকে
যৌন অঙ্গও আরো
হেফাজতে রাখে ॥
প্রকাশিত সুন্দর
রয়েছে যাহা
প্রদর্শন তারা যেন
করে না তাহা ॥
বুকের উপরে এক
চাদর দিয়ে
সদাই রাখে যেন
তাহা জড়িয়ে ॥
রূপ যেন প্রকাশ কভু
করে না তারা
স্বামী-পিতা-শ্বশুর আর
পুত্র ছাড়া
স্বামীর পুত্র-ভাই
ভাতিজাও যারা ॥
বোনপুত, নারী আর
বাঁদী যারা হয়
বালক, নিষ্কাম পুরুষ
যারা নিশ্চয়
নারীর অঙ্গে যাদের
অজ্ঞতা রয় ॥
নারীগণ কভু যেন
ইহাদের ছাড়া
কারো কাছে প্রকাশিত
হয় না তারা ॥
গোপন রূপ তার
প্রকাশের তরে
পদচারণা যেন
করে না জোরে ॥
মুমিনেরা তওবা কর
আল্লাহ্‌র কাছে
ইহাতেই তোমাদের
সফলতা আছে ॥

৩২. বিবাহিত নয় আরো
যারা তোমাদের

দিয়ে দাও বিবাহ
তোমরা তাদের ॥
সৎ আর যোগ্য যেসব
দাস-দাসীরাও
তাদেরকেও তোমরা
বিয়ে দিয়ে দাও ॥
যদিও নিঃস্ব কেহ
হয় তাহারা
সচ্ছলতা আল্লাহ্ দিবেন
অনুগ্রহ দ্বারা ॥
প্রাচুর্য ক্ষমতা সব
আল্লাহ্রই রয়
সর্বজ্ঞ-জ্ঞানী তিনি
প্রাচুর্যতাময় ॥

৩৩. বিবাহে সমর্থ নয়
এমন কেহ
পায় না আল্লাহ্র যদি
স্বীয় অনুগ্রহ;
অভাব না মুক্ত করেন
তিনি যত দিন
সংযমী থাকে যেন
সে ততো দিন ॥
তোমাদের দাস-দাসী
যারা রয়ে যায়
মুক্তির লিখা যদি
চুক্তি কোনো চায়;
চুক্তিতে আবদ্ধ হও
তাহাদের সাথে
তোমাদের কল্যাণ হয়
যদি তাহাতে ॥
সম্পদ আল্লাহ্ দিলেন
তোমাদের যাহা
তোমরা তাদের কিছু
দান কর তাহা ॥
তোমাদের দাসীরা যদি
পবিত্রতা চায়
পার্থিব জীবনের শুধু
সামান্য লালসায়
ব্যভিচারে বাধ্য তাদের
করো না সেথায় ॥
জোর করে যদি কেহ
বাধ্য করে
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
তাদের উপরে ॥

৩৪. নাজিল করেছি আমি
তোমাদের কাছে
স্বচ্ছ আয়াত মোর
যাহা সব আছে ॥
উপমা কিছু তার
ছিলো অতীতের
উপদেশ রয়েছে সেথা
খোদাভীরুদের ॥

রুকু-৫

৩৫. আসমান-জমিনের জ্যোতি
আল্লাহ্ এমন
প্রদীপের আধারে এক
প্রদীপ যেমন ॥
কাঁচের আবরণে যেন
আছে রক্ষিত
আবরণ তারকাসম
প্রজ্জ্বলিত ॥
জ্বালানো জয়তুন তেলে
যে-প্রদীপ হয়
পূর্ব ও পশ্চিম যার
কোনোমুখী নয় ॥
আগুন না-ধরালে
যদিও সেথায়
আপনিই ওই তেল
আলো দিয়ে যায়
জ্যোতির উপরে এক
জ্যোতি ঝলকায় ॥
আল্লাহ্ চান যারে
হেদায়েত দান
নিজের জ্যোতির পানে

টেনে নিয়ে যান ॥
মানুষের জন্য তাঁর
উপমা যত
আল্লাহ্ই সবকিছু
ভালো অবগত ॥

৩৬. যে-ঘরের মর্যাদা
আল্লাহ্র এমন
আদেশ দিলেন তাকে
করিতে স্মরণ;
সেখানেতে সকাল ও
সন্ধ্যাবেলায়
পবিত্রতা মহিমা তাঁর
সেথা ঘোষণায় ॥

৩৭. এমনই লোকজন
সেইসব যাদের
ভুলাইতে কখনো
পারে না তাদের ;
ব্যবসা-বাণিজ্য আর
ক্রয়-বিক্রয়
ছালাত কায়েমে যারা
নিয়মিত রয়
যাকাত প্রদান আরো
সেই দিনে ভয় ॥
যেই দিন অন্তর-ও
দৃষ্টি সকল
উল্টো হয়ে গিয়ে
রহিবে অচল ॥

৩৮. আল্লাহ্ যেন তাই
তাদের সবার
অধিক পারেন আরো
দিতে পুরস্কার ॥
আল্লাহ্র ইচ্ছা হলে
করেন যাকে
প্রচুর রিজিক দিয়ে
থাকেন তাকে ॥

৩৯. আর যতো লোক সব
রয়েছে কাফের
মরীচিকা সম হয়
কর্ম তাদের ॥
তৃষ্ণার্ত পানি ভেবে
সেথা দৌড়ায়
না-পেয়ে ক্লান্ত সে
হয়ে নিরাশায়
অবশেষে আল্লাহ্কে
সেথা পেয়ে যায় ॥
হিসাব চুকিয়ে দেন
আল্লাহ্ তখন
আল্লাহ্ দ্রুতই করেন
হিসাব গ্রহণ ॥

৪০. তাদের কর্ম সবার
রয়েছে এমন
গভীর সমুদ্রতলের
আঁধার যেমন ॥
আঁধারের উপরে আরো
রয়েছে আঁধার
পারেনা দেখিতে কেহ
নিজ হাত তার ॥
তাঁর আলো দেন না
আল্লাহ্ যাকে
তার জন্য কোথাও
আলো না থাকে ॥

রুকু-৬

৪১. দেখনি কি আসমান ও
জমিনের যারা
আল্লাহ্র মহিমা সবাই
গাহিছে তারা
উড়ে যাওয়া পাখিসব
আরো যাহারা ?
প্রত্যেকে নিজ নিজ
সবারই কাছে
ইবাদত পদ্ধতি যাহা
তার জানা আছে ॥
তাহাদের কর্ম সবার
রহিয়াছে যত

সমস্ত কিছুই আছেন
আল্লাহ্ অবগত ॥
৪২. আল্লাহ্ই মালিক তিনি
জমিন-আসমানে
সবারে ফিরিতে হবে
তাঁহার পানে ॥
৪৩. দেখো না আল্লাহ্ চালান
মেঘমালাকে
পুঞ্জীভূত অতঃপর
করিয়া তাকে;
স্তর করিয়া সব
রাখা তাঁর রয়
সেথা হতে বৃষ্টি দেখ
নির্গত হয় ?
আকাশ হতে ঝরিয়ে
শিলা তিনি দেন
তাহা দিয়ে ইচ্ছা যাকে
আঘাত করেন
ইচ্ছায় ভিন্ন দিকে
ফিরিয়ে দিবেন ॥
এমন করিয়া মেঘে
আলো চমকায়
দৃষ্টি শক্তি যেন
কেড়ে নিতে চায় ॥
৪৪. রাত-দিন ঘটে সব
আল্লাহ্র দ্বারা
উপদেশ রয়েছে তাদের
জ্ঞানী লোক যারা ॥
৪৫. চলন্ত সৃষ্ট জীব
রয়েছে যারাই
আল্লাহ্র সৃষ্টি তারা
পানির দ্বারাই ॥
তাদের কতক চলে
বুকে ভর দিয়ে
কেহবা চলে তারা
দুই পা নিয়ে ॥
তাদের কেহবা আবার
চার পায় চলে
আল্লাহ্র সৃষ্টি যেমন
ইচ্ছা হলে ॥
আল্লাহ্ই আছেন শুধু
তিনি নিশ্চয়
সক্ষম সৃষ্টিতে হন
সকল বিষয় ॥
৪৬. নাজিল করেছি আমি
স্বচ্ছতা ভরে
আয়াতসমূহ যাহা
বর্ণনা করে ॥
ইচ্ছা করিলে শুধু
আল্লাহ্ যাকে
সরল পথ তিনি
দেখান তাকে ॥
৪৭. তারা বলে আমরা
এনেছি ঈমান
আল্লাহ্-রাসুলে করি
আনুগত্য প্রদান ॥
অতঃপর একদল আরো
মুখ ফিরে রয়
প্রকৃত পক্ষে তারা
বিশ্বাসী নয় ॥
৪৮. ফয়সালা করিবার
ইচ্ছা নিয়ে
আল্লাহ্-রাসুল পানে
গেলে ডাক দিয়ে
একদল তবুও মুখ
রাখে ফিরিয়ে ॥
৪৯. সত্য, তাহাদের সেথা
স্বপক্ষে হলে
রাসুলে বিনীতভাবে
ছুটে আসে চলে ॥
৫০. বিমারী তাদের কি
আছে অন্তরে
নাকি তারা ধোঁকাতে
রয়েছে পড়ে ?
অথবা কি তারা সব
ভয় করে তার

আল্লাহ্ ও রাসুল তাদের
করেন অবিচার ?
প্রকৃত জালিম তো
আছে তাহারাই
নিজেরাই অবিচারী
যাহারা সবাই ॥

রুকু-৭

৫১. মুমিনের কথা শুধু
এইরূপই রয়
আল্লাহ্ ও রাসুল পানে
যদি ডাকা হয়;
ফয়সালা তাদের মাঝে
করিবার তরে
শুনিয়া, মানিলাম
এই উক্তি করে
প্রকৃত সফলতা
ইহারাই ধরে ॥

৫২. অনুগত থাকে যে
রাসুল-আল্লাহ্র
আল্লাহ্তে ভয় আরো
রহিয়াছে যার ॥
আল্লাহ্তে অবাধ্য যদি
উহারা না হয়
এইরূপ লোকেদেরই
সফলতা রয় ॥

৫৩. আল্লাহ্তে কসম তারা
করে দৃঢ়ভাবে
তোমার আদেশ পেলে
সব ছেড়ে যাবে ॥
বল যে, কসমের
দরকার নাই
অনুগত থেকো যেন
তোমরা সদাই ॥
তোমরা যাহা কিছু
কর নিশ্চয়
আল্লাহ্ খবর রাখেন
সে-সব বিষয় ॥

৫৪. বলে দাও অনুগত
হইতে তাদের
তাহা যেন বস্তুতঃ
আল্লাহ্ রাসুলের ॥
অতঃপর মুখ যদি
নাও ফিরিয়ে
রবে সে তার যাহা
দায়িত্ব নিয়ে ॥
অর্পিত দায়িত্ব যেসব
তোমাদের পরে
তোমরা দায়ী হবে
তাহার তরে ॥
আনুগত্য তোমরা তাঁকে
কর যদি তবে
সত্য পথের উপর
তোমরাই রবে
রাসুলের দায়িত্ব বাণী
পৌঁছানো সবে ॥

৫৫. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
আল্লাহ্র ওয়াদা থাকে
তাহাদের তরে;
পৃথিবীতে ক্ষমতা
তাদেরে দিবেন
অতীত লোকেদের
যেমন করেছেন ॥
দৃঢ় তিনি করিবেন
ধর্ম তাদের
তাঁহার পছন্দ করা
সেই ধর্মের ॥
ভয়-ভীতি তাহাদের
যাহা রয়ে যায়
বদলিয়ে দিবেন তিনি
নিরাপত্তায় ॥
ইবাদতে রহিবে তারা
মোর সাক্ষাতে
শরিক করিবে না কারো

আমার সাথে ॥
না-শোকরী এরপরও
করিবে যারা
প্রকৃত নাফরমান
আসলেই তারা ॥
৫৬. তোমরা সবাই যেন
নামাজ পড়
জাকাত তার সাথে
প্রদান কর ॥
আনুগত্য রাসুলের
প্রতি করে যাও
তোমরা সবাই যেন
অনুগ্রহ পাও ॥
৫৭. থাকিও না কখনো যেন
এই ধারণায়
সত্যকে হারিয়ে কাফের
দেবে দুনিয়ায় ॥
দোজখ তাদের হবে
শেষ আশ্রয়
কতই না জঘন্য সেটা
আবাস রয় ॥

রুকু-৮

৫৮. ঈমান তোমরা সবাই
আনিয়াছ যারা
তোমাদের অধীন সব
দাস-দাসী তারা;
প্রাপ্তবয়স্ক তাদের
এখনো যে নয়
আসিতে তোমাদের কাছে
তিনটি সময়
তাহারা সবাই যেন
অনুমতি লয় ॥
নামাজের পূর্বে তারা
যেন ফজরে
পোশাক যখন খোলো
দ্বিপ্রহরে
আর যেন এশার
নামাজের পরে ॥
তোমাদের জন্য এই
তিনটি সময়
গোপনীয় সময় যাহা
নির্জন রয় ॥
এই তিন সময় ছাড়া
তোমরা সবাই
তোমরা ও তাহাদের
কোন দোষ নাই ॥
একে তো তোমাদের
অপরের কাছে
প্রয়োজনে যাতায়াত
করিবার আছে ॥
এরূপেই আল্লাহ্
পরিষ্কার করে
আয়াত বর্ণনা করেন
তোমাদের তরে ॥
সকল কিছুই জানা
আল্লাহ্র রয়
হেকমতওয়ালা তিনি
বিজ্ঞানময় ॥
৫৯. সন্তান সাবালেগ
হইবে যখন
মুরব্বীর অনুমতি তারা
লইবে তখন
তাহাদের অগ্রজেরা
চেয়ে থাকে যেমন ॥
এভাবেই আল্লাহ্ সব
পরিষ্কার করে
আয়াত বর্ণনা করেন
তোমাদের তরে ॥
সকল কিছুই জানা
আল্লাহ্র রয়
হেকমতওয়ালা তিনি
বিজ্ঞানময় ॥
৬০. যে-সকল বৃদ্ধা নারী
আছে যাহারা

বিবাহের আশা কোন
রাখে না তারা;
তাদের অঙ্গ বাহির
যদি না থাকে
অতিরিক্ত কাপড় তারা
খুলে যদি রাখে;
তাদের জন্য এতে
কোন দোষ নাই
উত্তম যদিও তাদের
বিরত থাকাই
সবকিছু শোনেন-জানেন
আল্লাহ্ সদাই ॥

৬১. অন্ধ-খোঁড়া ও রোগীর
দোষ নাই তার
তোমাদেরও দোষ নেই
করিতে আহার;
পিতা-মাতা, ভাই বা
বোনের ঘরে
চাচা-ফুপু, মামা-খালা
এর মাঝে পড়ে ॥
যার চাবি রহিয়াছে
তোমাদের হাতে
বন্ধুর ঘরেতেও
তাহাদের সাথে
একত্র বা আলাদা খাও
দোষ নেই তাতে ॥
ঘরেতে প্রবেশ আরো
করিবে যখন
সালাম সবারে দিও
আত্মীয়-স্বজন ॥
আল্লাহ্র নিকট হতে
দোয়ারূপে রয়
পবিত্র আছে ইহা
বরকতময় ॥
আয়াত এমনই তাঁর
বর্ণনা সাথে
বুঝিতে পার সব
তোমরা যাহাতে ॥

রুকু ৯

৬২. মুমিন তো সেইসব
লোকেরাই থাকে
আল্লাহ্ ও রাসুলে যারা
ঈমান রাখে ॥
কোন কাজে রাসুলসহ
সমবেত হলে
অনুমতি না-নিয়ে যেন
যায়না চলে ॥
তোমার কাছে যারা
অনুমতি লয়
আল্লাহ্ ও রাসুলে ঈমান
তাহাদের রয় ॥
যাইতে কেহ যদি
অনুমতি চায়
অনুমতি দিও তুমি
তোমার ইচ্ছায় ॥
ক্ষমা চাও তাদের তরে
তুমি আল্লাহ্য়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
পরম দয়ালু তিনি
হন অতিশয় ॥

৬৩. এইরূপ ভেবো না যেন
রাসুলের ডাকে
একজন অন্যকে যেমন
ডাকিয়া থাকে ॥
অবশ্যই আল্লাহ্
জানেন তাহারে
সরে যায় আড়ালে
যারা চুপিসারে ॥
যারা তাঁর আদেশের
বিরুদ্ধে রয়
ভালো করে যেন তারা
সতর্ক হয় ॥
আসিবে তাদের উপর

মহা বিপর্যয়
শাস্তি ধরিবে তাদের
ব্যথা অতিশয় ॥

৬৪. আসমান-জমিন ও
যত কিছু তার
জেনে রেখো সবকিছু
রহে আল্লাহ্‌র ॥
সবকিছু আল্লাহ্‌র
জানা রয়ে যায়
তোমরা থাকোনা কেন
যেই অবস্থায়;
তাঁর কাছে ফিরিবে
সবাই যেদিন
তারা যা করিত তিনি
জানাবেন সেদিন ॥
আল্লাহ্‌র জানা আছে
প্রতিটি বিষয়
সবই আছেন জ্ঞাত
তিনি অতিশয় ॥

---

২৫. সূরা ফুরকান
মক্কায় ঃ আয়াত ৭৭ ঃ রুকু ৬

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুনায় ভরি ॥

রুকু-১

১. জগদ্বাসীকে যিনি
সতর্ক করিতে
পৃথিবীতে সবকিছু
ফয়সালা দিতে;
নাজিল করেছেন কিতাব
আল্‌-কোরআন
বান্দাকে কল্যাণময়ের
মহা অবদান ॥

২. আসমান ও জমিনের
রাজত্ব তাঁহার
সন্তান অথবা কোন
নাই অংশীদার ॥
প্রতিটি বস্তু তাঁহার
সৃষ্টি করা
নির্ধরিত করেছেন
পরিমাণ দ্বারা ॥

৩. অথচ উপাস্য তারা
করেছে গ্রহণ
তাঁকে ছাড়া নিজেদেরই
সৃষ্টি এমন ॥
ক্ষমতা যাদের নাই
কিছু করিবার
উপকার করিতে বা
কোন অপকার ॥
যাদের ক্ষমতা নাই
জীবন দিতে
মৃত্যু বা পুনরায়
উথান করিতে ॥

৪. কাফেরেরা বলে এটা
আর কিছু নয়
মিথ্যা কথা তার
রচনা যে রয়
আর কারো সাহায্য
আছে নিশ্চয় ॥
কাফেরের নিশ্চই এটা
বড় অবিচার
আশ্রয় নিল তারা
হেন মিথ্যার ॥

৫. তারা বলে অতীতের
রূপকথা নিয়ে
কারো দ্বারা নিলো সে
তাই লিখিয়ে ॥
লিখিত যত কিছু
তার কাছে রয়

সকাল-সন্ধ্যায় তাকে
শেখানো তা হয় ॥

৬. বল তুমি এ কোরআন
নাজিল তাঁহার
ভূ-গগনে গুপ্ত সবই
জানা আছে যাঁর ॥
পরম ক্ষমাশীল
তিনি নিশ্চয়
আরো তাঁর রয়েছে
দয়া অতিশয় ॥

৭. এমন কথাও সব
বলে তাহারা
এ কেমন রাসুল যে
করে চলাফেরা ?
করে সে মোদের ন্যায়
খাদ্য আহার
একই রূপ করে সে
হাট ও বাজার ?
ফেরেশতা আসেনি তবে
কেন সাক্ষাতে
সতর্ক করিতে সে-ও
থাকিত সাথে ?

৮. দেয়া কেন হয় না তাকে
ধনভান্ডার
বাগান আরো-যেথা হতে
করিতে আহার ?
জালিমেরা বলে কেন
চলো মানিয়া
যাদুগ্রস্ত লোকের
কথা শুনিয়া ?

৯. দেখ তো কেমন তোমার
উপমা দিল
ভ্রষ্ট পথের উপর
তাহারাই ছিল ॥
যে-রকম তাহাদের
রয় ধারণা
মোটেই সঠিক পথ
পেতে পারে না ॥

রুকু-২

১০. সীমাহীন মহিমা সব
তাঁহারই থাকে
ইচ্ছায় পারেন তিনি
দিতে তোমাকে ॥
সবচেয়ে উত্তম
বস্তু যা রয়
অনেক বাগান যেথা
প্রবাহিত হয়;
নহরসমূহ কত
পাদদেশ দিয়ে
অনেক প্রাসাদও পারেন
দিতে গড়িয়ে ॥

১১. কিয়ামতে তারা সব
অস্বীকার করে
দোজখও আছে মোর
তাহাদের তরে ॥

১২. দূর হতে দোজখ তারা
দেখিবে যখন
শুনিতে পাইবে সব
তার গর্জন ॥

১৩. হাত-পা তাদের সব
সেথা বাঁধিয়া
নিক্ষেপ করা হবে
দোজখে নিয়া
মৃত্যুকে সেথা তারা
ডাকিবে গিয়া ॥

১৪. বলা হবে একবার
আজ নাহি ডাকো
বহুবার মৃত্যুকে বরং
ডাকিতে থাকো ॥

১৫. এইটাই উত্তম কি-না
বলো তাদেরে
জান্নাতে বসবাস
চিরকাল ধরে
প্রতিশ্রুতি দেয়া যাহা

মুত্তাকীদেরে ?
তাদের জন্য সেথায়
পুরস্কার রবে
শেষ আবাস তাহাদের
সেখানেই হবে ॥

১৬. চিরদিন সেখানে তারা
যাহা কিছু চাবে
সবকিছু তারা সব
সেথায় পাবে ॥
এইটাই তোমার রবের
প্রতিশ্রুতি রয়
পূরণেরও দায়িত্ব এটা
তাঁরই নিশ্চয় ॥

১৭. একত্র করিবেন তিনি
সেদিন তাদেরে
ইবাদত করিত যাদের
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ॥
জিজ্ঞাসা করিবেন তাদের
প্রভু সবারে
করেছিলে ভ্রষ্ট কি
আর বান্দারে ?
নাকি সব নিজেরাই
ছিল তাহারা
ভ্রষ্ট পথের পরে
রয়েছিল খাড়া ?

১৮. পবিত্র বলিবে তারা
আপনি মহান
আমরা কি আপনার
সমপরিমাণ ?
তাই কি মোরা সব
ছেড়ে আপনাকে
মুরুব্বী আর কারো
মানিবার থাকে ?
আপনিই পূর্বের পুরুষ
এবং তাদের
ভোগ ও সম্ভার কত
দিলেন যাদের ॥
ভুলেছিলো আপনাকে
স্মরণ করিতে
পরিণতি ধ্বংস হওয়া
এক জাতিতে ॥

১৯. তোমরা বলিতে যাহা
মুশরিক দলে
তোমাদের উপাস্য তাহা
সাক্ষ্য দিয়ে বলে
মিথ্যায় কেমনে সবাই
পরিণত হলে ?
পারিবে না শাস্তি এখন
প্রতিরোধ করিতে
সাহায্যও পারিবে না
আর কারো নিতে ॥
পাপ তোমাদের কেহ
করিবে যখন
আযাব দেব আমি
তাহাকে ভীষণ ॥

২০. তোমার আগের যত
রাসুল প্রেরিত
অবশ্যই খাদ্য তারা
গ্রহণ করিত
হাট-বাজারেও সব
চলিত ফিরিত ॥
পরীক্ষা তোমাদেরে
করিবার তরে
একের জন্য করি
আরেক জনেরে ॥
তাই কি তোমরা তবে
সবাই এখন
কিছুদিন করিবে কি
ধৈর্য্যধারণ?
তোমার রব তো করেন
সবই দর্শন ॥

রুকু-৩

২১. আমার সাক্ষাতে আশা

করে না যারা
ফেরেশতা এলো না কেন
বলে সব তারা
প্রভুকেও দেখি না কেন
দৃষ্টির দ্বারা ?
নিজেদেরে মনে করে
মহা কিছু বড়
সীমানা লজ্ঘন করে
তারা গুরুতর ॥

২২. ফেরেশতা দেখিবে সব
তাহারা যেদিন
সংবাদ রবে না শুভ
তাদের সেদিন ॥
বলিতে থাকিবে সবাই
তাহারা তখন
দৃঢ় কোন বাধা যদি
থাকিত এখন?

২৩. তাদের কর্মে আমি
দৃষ্টি দিয়া
ধূলির কণার মতো
দেব করিয়া ॥

২৪. জান্নাতীদিগের হবে
আবাস উত্তম
বিশ্রামের আগার রবে
অতি মনোরম ॥

২৫. আসমান বিদীর্ণ হবে
মেঘমালা নিয়ে
ফেরেশতাদিগেরও হবে
দেয়া নামিয়ে ॥

২৬. সেই দিন রাজত্ব শুধু
এক আল্লাহ্‌র
কাফেরের জন্য সেদিন
নিদারুণ ভার ॥

২৭. জালিমেরা নিজহাত
দংশন করে
বলিবে তাহারা সবাই
আক্ষেপ ভরে;
কতই না ভালো হতো
হায় আমাদের
থাকিতাম যদি মোরা
সাথে রাসুলের ॥

২৮. কতই না দুর্ভোগ হায়
আমার যা থাকে
ভালো হতো নিতাম না যদি
বন্ধু তাকে ॥

২৯. ভ্রান্ত পথ সে আমায়
দেয় সন্ধান
যখন আমার কাছে
এসেছে কোরআন
মানুষকে প্রতারণা
করে শয়তান ॥

৩০. বলিবে রাসুল তখন
হে আমার রব
কোরআনকে প্রলাপভাবে
কওমের সব ॥

৩১. এভাবেই প্রতিটি আমি
নবীর তরে
অপরাধী দুশমন
দিয়েছি করে ॥
যথেষ্ট তোমার রব
তোমার সাথে
সাহায্যকারী আর
পথ দেখাতে ॥

৩২. কাফেরেরা বলে কেন
সমস্ত কোরআন
একবারে তাকে সব
হলোনা প্রদান ?
ক্রমান্বয়ে নাজিল আমি
করি এ কারণ
মজবুত করিতে তোমার
অন্তর মন ॥

৩৩. সমস্যা আনিলে কোন
তোমার কাছে
সুন্দর ব্যাখ্যা আমার
সমাধানও আছে ॥

৩৪. থুবড়ানো মুখের উপর

ভর রাখিয়া
একত্র করা হবে
জাহান্নামে নিয়া ॥
রাখা হবে তাহাদের
জঘন্য স্থানে
ভ্রষ্টতম পথের উপর
রবে সেখানে ॥

রুকু-৪

৩৫. কিতাব দিয়েছি সেথায়
আমি মুসাকে
সাহায্য করিতে ভাই
হারুণও থাকে ॥
৩৬. বলেছি তাদের আমি
তোমরা উভয়ে
সেই কওমে যাও
নিজেদেরে লয়ে ॥
আমার আয়াত তারা
করে অস্বীকার
অতঃপর ধ্বংস করি
তাদের সবার ॥
৩৭. স্মরণ কর নূহুর সেই
কওমের কথা
রাসুল অস্বীকার তারা
করেছিল তথা;
নিমজ্জিত তাদের সব
আমি করিলাম
নিদর্শন, মানব তরে
রাখিয়া দিলাম ॥
জালিমের জন্য আছে
তৈরী করা
আজাবের যন্ত্রণা তাদের
রহিয়াছে ধরা ॥
৩৮. আদ-সামুদ-রাসবাসী
ছিল তাহারা
তার মাঝে জাতি আরো
অনেক যারা;
৩৯. নমুনা সবার তরে
বর্ণনা দিয়া
পুরাপুরি দিয়াছি তাদের
ধ্বংস করিয়া ॥
৪০. যাতায়াত করে সেই
জনপদ দিয়ে
ধ্বংসের বর্ষণ যেথা
বয়েছিল গিয়ে
তবে কি তারাসব
দেখে না তাকিয়ে ?
বরং এমনই তাদের
আশঙ্কাও নাই
মৃত্যুর পরে জীবিত পুনঃ
হবে যে সবাই ॥
৪১. যখনই দেখিতে পায়
তারা তোমাকে
বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে
বলিতে থাকে;
ইনিই কি সেই লোক
আল্লাহ্ যারে
রাসুলরূপে করেছেন
প্রেরণ তারে ?
৪২. বিভ্রান্ত করিতোই সে
তবে আমাদেরে
যদি না দৃঢ়ভাবে
রাখিতাম ধরে
আমাদের উপাস্য সব
দেবতাদেরে ॥
স্বচক্ষে শাস্তি যখন
দেখিবে তারা
জানিবে-ভ্রষ্ট পথে
ছিল কাহারা ॥
৪৩. তবে কি দেখিয়াছ
তুমি তাহাকে
নিজের প্রবৃত্তি যার
উপাস্য থাকে ?
এরপরও তুমি কি
হবে জিম্মাদার

বর্ণিত যেরূপ হলো
চরিত্র যাহার ?

৪৪. অথবা তুমি কি
তাই কর মনে
অধিকেই তাদের সব
বোঝে বা শোনে ?
তারা তো চতুষ্পদ
জন্তুর মতো
তার চেয়েও বরং
পথভ্রান্ত ॥

রুকু-৫

৪৫. তোমার কি রবের প্রতি
লক্ষ্য না থাকে
দীর্ঘ কিভাবে তিনি
করেন ছায়াকে ?
করিতেন ইচ্ছা যদি
তিনি তবে তায়
স্থির রাখিয়া দিতেন
একই অবস্থায়
সূর্যকে নির্দেশক
করেছি সেথায় ॥

৪৬. তারপর ছায়াকে
আমি ধীরে ধীরে
নিজের দিকে আনি
সংকুচিত করে ॥

৪৭. রাত্রিকে দিলেন তিনি
আবরণ দিতে
নিদ্রাও দিয়েছেন
বিশ্রাম নিতে
দিনকে করেছেন
জেগে থাকিতে ॥

৪৮. বৃষ্টি ঝরাতে স্বীয়
রহমত দান
শুভ সংবাদ দিয়ে
বায়ুকে পাঠান ॥
আসমান হতে আমি
অতঃপর তখন
বিশুদ্ধ পানি থাকি
করে বর্ষণ ॥

৪৯. মাটির জমিন যাহা
পড়ে থাকে মরা
সেই পানি দ্বারা মোর
সজীব করা ॥
পান করাই মোর
সৃষ্ট জীবের
পানীয় থাকে তাহা
বহু মানুষের ॥

৫০. সেই পানি দেই আমি
বন্টন করিয়া
যাহাতে তারা সব
দেখে ভাবিয়া ॥
মানুষ কৃতঘ্ন অতি
অধিকেই যারা
কিছুই স্বীকার তবু
করে না তারা ॥

৫১. ইচ্ছা হলে আমি
করিতাম প্রেরণ
সতর্ককারী রূপে
কেহ একজন
প্রতিটি জনপদে
যাইতো তখন ॥

৫২. কফেরের কথা তুমি
না শুনিয়া
কোরআনের সাহায্যে যাও
সংগ্রাম করিয়া ॥

৫৩. দুইটি সমুদ্র তাঁর
একসাথে চলে
মিলিতভাবে দু'টি
সমান্তরালে ॥
একটির পানি যাতে
মিষ্টতা রয়
আরেকটি লবণ ভরা
বিস্বাদ হয় ॥
রেখেছেন দুয়ের মাঝে

এক অন্তরায়
দূর্ভেদ্য আড়াল এক
সেথা থেকে যায় ॥

৫৪. পানি থেকে মানুষ তিনি
সৃষ্টি করিয়া
বংশ ও বিবাহের
বৈশিষ্ট্য দিয়া
তব রব আছেন বিশাল
শক্তি নিয়া ॥

৫৫. যাদের উপাসনা করে
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
ক্ষতি বা উপকার কোন
পারে না তারা
রবের বিরুদ্ধে বটে
কাফের যারা ॥

৫৬. তোমাকে আমি তাই
করেছি প্রেরণ
সুসংবাদ বহনকারী
শুধু একজন
একইসাথে সতর্কও
করিতে তখন ॥

৫৭. বল তুমি চাই না কিছু
এর বিনিময়
আসুক রবের পথে
যার ইচ্ছা হয় ॥

৫৮. ভরসা কর সেই
সত্ত্বার উপরে
অস্তিত্ব মৃত্যুহীন
যিনি চিরতরে
তাঁরই প্রশংসা যাও
ঘোষণা করে ॥
বান্দাদিগের সব
গোনাহ্ আছে যত
সবই তাহার তিনি
আছেন অবগত ॥

৫৯. আকাশ ও ধরণীসহ
মাঝে রয় যাহা
ছ'সময়ে সৃষ্টি তিনি
করেছেন তাহা ॥
অতঃপর আরশে তিনি
সমাসীন হন
পরম দয়াময় অসীম
তিনি রহমান ॥
যেই লোক সবই তাঁর
খবর রাখে
জিজ্ঞাসা করে দেখ
সেটা তাহাকে ॥

৬০. রহমানে সিজ্‌দা করো
যদি বলা হয়
তারা বলে, কে-আবার
সেই দয়াময় ?
সিজ্‌দা করিতে আদেশ
দাও যাহাকে
অমনি কি সিজদা
করিব তাকে ?
তাদের ঘৃণা আরো
বাড়িতে থাকে ॥

রুকু-৬

৬১. মহিমায় ভরপুর
যিনি আসমানে
তারকা মণ্ডল তাঁর
সৃষ্টি সেখানে ॥
সূর্য সেথা তিনি
রেখেছেন দিয়া
দীপ্তিভরা চাঁদ আরো
দিলেন রাখিয়া ॥

৬২. দিন-রাত রেখেছেন
তৈরী করে
অনুসরণ করে যারা
পরস্পরে ॥
তাদের জন্য যারা
সন্ধানী হয়
এবং তারা সব, যাদের
কৃতজ্ঞতা রয় ॥

৬৩. রহমানের বান্দা
সেই মানবেরা
বিনয়ের সাথে যারা
করে চলাফেরা ॥
এমনি করে সব
তাহারা চলে
মূর্খরা তাদের দেখে
ছালাম বলে ॥

৬৪. রবকে সিজদা দিয়ে
রাত্রি কাটায়
কয়েম করিতে তারা
নামাজে দাঁড়ায় ॥

৬৫. হে মোদের রব বলে
বিনয়তা নিয়ে
দোজখের আজাব দূরে
রাখুন সরিয়ে;
কেননা সে আযাব
ভয়ংকর হয়
এবং দারুণ তাহা
যন্ত্রণাময় ॥

৬৬. জাহান্নাম জঘন্য অতি
আছে নিশ্চয়
কুৎসিত বাসস্থান
তাহা অতিশয় ॥

৬৭. অপব্যয় কখনই
করে না তারা
তাদের স্বভাবও নয়
কৃপণতা করা ॥
যখন ব্যয় তারা
করিয়া থাকে
মাঝের পন্থা এক
ধরিয়া রাখে ॥

৬৮. ইবাদত করে না কারো
আল্লাহ্'র সাথে
আল্লাহ্'র বৈধ নয়
হত্যা যাহাতে ॥
কারণ বিনা হত্যা
করেনা তাহার
করেনা আরো সে
কভু ব্যভিচার ॥
এমন কোন কিছু
করিলে তবে
আজাবের সম্মুখে তার
হতেই হবে ॥

৬৯. কিয়ামতে শাস্তি হবে
দ্বিগুণ দিয়ে
চিরকাল রইবে সেথায়
লাঞ্ছনা নিয়ে ॥

৭০. তারা নয় তবে যারা
তওবা করে
সৎকাজ করে চলে
ঈমানের পরে ॥
আল্লাহ্ এমন লোকের
গুনাহ্ ছিল যাহা
পুণ্যতে পরিণত করে
দিবেন তাহা ॥
ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তিনি
হন নিশ্চয়
পরম দয়ালু আরো
তিনি অতিশয় ॥

৭১. তওবা ও সৎকাজ
যেই লোক করে
বস্তুতঃ আল্লাহ্র-ই
পথের উপরে ॥

৭২. মিথ্যা সাক্ষ্য আরো
দেয় না যারা
অর্থহীন কাজের মাঝে
পড়িলেও তারা
দূরে যায় সরিয়া
ভদ্রতা দ্বারা ॥

৭৩. রবের আয়াত হয়
শোনানো যখন
করেনা অন্ধ আর
বধির আচরণ ॥

৭৪. প্রার্থনা করে, রব
দাও যে এমন

স্ত্রী ও সন্তান মোদের
সবাই যেমন
শীতল করে যেন
মোদের নয়ন ॥
আরো তুমি আমাদের
করো এই দান
মুত্তাকীদিগের তরে
আদর্শ ইমাম ॥

৭৫. ধৈর্য্যের প্রতিদান
তাহাদের হবে
সু-উচ্চ কক্ষে তারা
জান্নাতে রবে ॥
তাদের জানানো হবে
অভ্যর্থনা দিয়া
ছালামসহ সেথা
দোয়া করিয়া ॥

৭৬. অনন্তকাল তারা
রবে সেখানে
কতইনা উত্তম সেই
আশ্রয় পানে ॥

৭৭. পরোয়া নাই-বল
রবের আমার
না-কর ইবাদত
করো বা তাঁহার;
তোমরা তা অস্বীকার
করিছোই যখন
অচিরেই শাস্তি দেখ
নামিবে এখন ॥

---

২৬. সূরা শু’আরা
মক্কায় ঃ আয়াত ২২৭ ঃ
রুকু ১১

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ্ যিনি
পরম করুনাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. ত্বা-সীন-মীম

২. ইহা নিশ্চয়
স্বচ্ছ কিতাবের এক
আয়াত রয় ॥

৩. ঈমান আনেনা বলে
মর্মব্যথায়
হয়তোবা তোমার এতে
প্রাণ চলে যায় ॥

৪. আমি যদি ইচ্ছা
করিতামই তাহা
আসমান হতে তবে
পাঠাতাম যাহা;
ফলে তার কারণে
তাদের সবার
নত হয়ে যেত সব
উদ্ধত ঘাড় ॥

৫. উপদেশ আল্লাহ্ হতে
যখনই আসে
মুখ নেয় তাহারা
ফিরিয়ে পাশে ॥

৬. মিথ্যার আরোপ তারা
করেই থাকে
তদুপরি বিদ্রূপও
করে তাহাকে ॥
সুতরাং তারা সব
অচিরেই পাবে
এ বিষয়ে সত্য যাহা
সব এসে যাবে ॥

৭. জমিনের দিকে কি চেয়ে
দেখে না ওরা
উদ্ভিদ সৃষ্টি মোর
কিভাবে করা ?

৮. নিদর্শন রয়েছে বড়
এতে নিশ্চয়
তবুও অধিক তাদের

বিশ্বাসী নয় ॥

৯. পরাক্রমশালী তিনি
রব যে তোমার
পরম করুণাময়
দয়ার আধার ॥

রুকু-২

১০. ডাকিয়া যখন তোমার
প্রভু মুসাকে
জালিম কওমে যাও
বলিলেন তাকে ॥

১১. ফেরাউন কওম সেই
আছে যাহারা
রবের কোন ভয়
করে না তারা ॥

১২. মুসা বলে, রব মোর
আশঙ্কা যে হয়
মিথ্যুক বলিবে তারা
মোরে নিশ্চয় ॥

১৩. অন্তর আমার তাই
হলো দূর্বল
সেকারণে হলো মোর
কণ্ঠ অচল ॥

১৪. আমার বিরুদ্ধে রয়
অভিযোগ তাদের
অতএব করি আমি
আশঙ্কা ফের ॥
হাজির হই যদি
সেখানে গিয়া
আমাকে ফেলিবে তারা
হত্যা করিয়া ॥

১৫. আল্লাহ্ বলেন তাদের
সাধ্য নেই কোন
মোর কথা এখানে
তোমরা শোন ॥
নিদর্শন নিয়ে যাও
তোমরা উভয়ে
তোমাদের সাথে আমি
গেলাম রয়ে
সবকিছু শুনিব সেথা
হাজির হয়ে ॥

১৬. ফেরাউনে গিয়ে বল
এই পরিচয়ে
বিশ্ব পালকের রাসুল
মোরা উভয়ে ॥

১৭. ইসরাইলী লোক যারা
এখানে আছে
তাহাদের ছেড়ে দাও
আমাদের কাছে ॥

১৮. এই কথা শুনিয়া তাকে
ফেরাউন বলে
পালিত হয়েছ তুমি
হেথা শিশুকালে
বহুকাল আমাদের
মাঝেও কাটালে ॥

১৯. কুকাজ করেছ তুমি
যে সকল আর
কৃতজ্ঞতা নাই কিছু
ভিতরে তোমার ॥

২০. মুসা বলে, তখন যা
করিয়াছি ফেলে
সেটা ছিল মোর এক
অনিচ্ছার ভুলে ॥

২১. তোমাদের ভয়ে তাই
ভীত হয়ে গিয়ে
এখান হতে আমি
গেলাম পালিয়ে ॥
বিশেষ এক জ্ঞান প্রভু
আমাকে দিলেন
রাসুলের মাঝে মোরে
শামিল করিলেন ॥

২২. অনুগ্রহ যাহা তুমি
বলো দিয়েছ
ইসরাইলীদেরে
দাস বানিয়েছ ॥

২৩. ফেরাউন শুনিয়া তখন
বলিল তাকে
বিশ্বপালক সেটা
কি আবার থাকে ?

২৪. মুসা বলে, ভূ-গগন
মাঝে সব-ই আর
পালনকর্তা তিনি
আছেন সবার
তোমাদের বিশ্বাস
হয় যদি তার ॥

২৫. শুনিয়া ফেরাউন তখন
পারিষদে বলে
তোমরা কি এইকথা
শুন তাহলে ?

২৬. মুসা বলে, তোমাদের
পালক যিনি
পিতৃপুরুষেরও তোমার
পালক তিনি ॥

২৭. ফেরাউন বলিল এই
রাসুল তাহলে
তোমাদের কাছে সে
প্রেরিত বলে
সে-এক বদ্ধপাগল
শোন সকলে ॥

২৮. মুসা বলে পূর্ব ও
পশ্চিমে আর
মাঝেরও যত কিছু
রয়েছে তাহার
তোমরা বুঝিতে যদি
পালন কাহার ॥

২৯. ফেরাউন বলে যদি
আমাকে ছাড়া
মাবুদ অন্য কারো
মানো তোমরা
অবশ্যই তাহলে জেন
আমি সবারে
ঢুকিয়ে দেবো সব
মোর কারাগারে ॥

৩০. মুসা বলে তাহলে কি
দেখাবো এখন
প্রমাণ রহে মোর
যাহা নিদর্শন ?

৩১. উপস্থিত কর তবে
ফেরাউন বলে
তুমি যদি সত্যবাদী
হও তাহলে ॥

৩২. অতঃপর লাঠি মুসা
নিক্ষেপ করে
পরিণত হল তাহা
এক অজগরে ॥

৩৩. বাহির করিল যখন
নিজ হাতটাকে
শুভ্র-উজ্জ্বল সবাই
দেখিতে থাকে ॥

রুকু-৩

৩৪. সভাসদে ফেরাউন
বলে নিশ্চয়
বড় এক যাদুকর
এই লোক রয় ॥

৩৫. যাদু বলে দেশ থেকে
সে তোমাদেরে
এইরূপ ভাবে চায়
দিতে বের করে
তোমাদের মতামত
কি তার উপরে ?

৩৬. তারা বলে হারুণ ও
ভাইকে তাহার
অবকাশ দিয়ে দিন
কিছুদিন আর ॥
সংগ্রহকারীদেরে
করুন প্রেরণ
প্রতিটি শহরে ও
নগরে এখন ॥

৩৭. তারা যেন সকলেই

আপনার কাছে
অভিজ্ঞ যাদুকর সব
ধরে নিয়ে আসে ॥

৩৮. অতঃপর ঠিক করা
এক দিন-ক্ষণে
সমবেত করা হলো
যাদুকরগণে ॥

৩৯. ঘোষণা করে দেয়া
হলো যাহাতে
জনগণ সমবেত
হয় একসাথে ॥

৪০. যাদুকরদিগকে পারি
যেন মানিতে
যদি তারা পারে সেথা
বিজয় আনিতে ॥

৪১. যাদুকর সবাই সেথা
গেল আসিয়া
বলিল তারা সব
ফেরাউনে গিয়া;
জয়লাভ করি যদি
আমরা তবে
বড় কোন পুরস্কার কি
আমাদের রবে ?

৪২. ফেরাউন বলিল তাদের
অবশ্যই তাহলে
পারিষদ তোমরা আমার
হবে সকলে ॥

৪৩. মুসা বলে, যাদুকরে
নিক্ষেপ করিতে
তাদের যা কিছু আছে
তাহা দেখাইতে ॥

৪৪. রশি-লাঠি ছুড়িয়া
তারা সব কয়
কসম ফেরাউনের
ইজ্জত রয়
বিজয়ী মোরা শুধু
হব নিশ্চয় ॥

৪৫. অতঃপর মুসা তার
লাঠি ফেলিলে
তাদের অলীক সবই
ফেলিল গিলে ॥

৪৬. যাদুকর সকলে তাহা
দেখিয়া সেথায়
সবাই পড়ে গেল
তারা সিজদায় ॥

৪৭. এইকথা বলে আরো
যাদুকরগণ
রাব্বুল-আলামিনে আনি
ঈমান এখন ॥

৪৮. মুসা আর হারুণের
রবের প্রতি
তাঁর কাছে স্বীকার করি
আমরা নতি ॥

৪৯. ফেরাউন বলিল মোর
অনুমতি বিনা
ঈমান আনিলে সব
তোমরা কিনা ?
তোমাদের মাঝে সে
সেরা নিশ্চয়
তার হতে শিক্ষা
তোমাদের রয়
কি তার এখন দেখ
পরিণাম হয় ॥
বিপরীতে হাত-পা
কাটিয়া দিয়া
তোমাদেরে দেব আমি
শূলে চড়াইয়া ॥

৫০. তারা বলে ইহাতে
কোন ক্ষতি নেই
একদিন রবের কাছে
ফিরিতে হবেই ॥

৫১. আমরা আশা করি
আমাদের রব
মোদের ত্রুটি মার্জনা
করিবেন সব ॥
কেননা সবার আগে

আমরা হেথায়
ঈমান আনিলাম
বলিয়া যে তায় ॥

রুকু-৪

৫২. জানিয়ে দিলাম মুসার
ওহী আমি দিয়ে
রাতারাতি বান্দাসহ
যাও বেরিয়ে
নিশ্চয়ই ধরিবে তারা
পিছনে গিয়ে ॥
৫৩. অতঃপর ফেরাউন
শহরে-শহরে
সংগ্রহকারী সব
প্রেরণ করে ॥
এমন করিয়া তাদের
কাছে বলিল
৫৪. উহারা তো নিশ্চয়
ছোট দল ছিল ॥
৫৫. উত্তেজিত করিল মোদের
তাহারা সকল
৫৬. আমরা তো সুসজ্জিত
সতর্ক দল ॥
৫৭. বের করি ফেরাউন ও
তার দলকে
তাদের বাগিচা আর
ঝরনা থেকে
৫৮. ধনের ভাণ্ডার যতো
প্রাসাদ রেখে ॥
৫৯. আমি তাই তাহাদের
এরূপ করিয়া
ইসরাইলীদেরে রাখি
সেইসব দিয়া ॥
৬০. ফেরাউন দলবল
প্রভাত সময়
তাদের পিছনে এসে
উপস্থিত হয় ॥

৬১. যখন দেখিল তারা
পরস্পরে
মুসার সাথীরা বলে
ফেলিল ধরে ॥
৬২. মুসা বলে কখনো-তা
হইবার নয়
রব আছেন মোর
সাথে নিশ্চয়
এখনই তো পথ তাঁর
দেখাবার রয় ॥
৬৩. ওহীর আদেশ আমি
দেই মুসাকে
সাগরে লাঠির আঘাত
করিতে তাকে ॥
সাগর বিভক্ত মাঝে
হয়ে পড়িল
বিরাট পর্বতসম
ভাগ তাহা ছিল ॥
৬৪. অপর দলটি সেথা
পৌঁছে দিলাম
৬৫. মুসা ও দলকে তার
উদ্ধার করিলাম ॥
৬৬. অপর দলটি তাদের
সেখানে নিয়ে
সবাইকে একেবারে
দিলাম ডুবিয়ে ॥
৬৭. নিদর্শন অবশ্যই
আছে ইহাতে
অধিকেই ঈমান তবু
আনেনি তাতে ॥
৬৮. পরাক্রমশালী তিনি
রব যে-তোমার
পরম দয়া আছে
সেই সাথে তাঁর ॥

রুকু-৫

৬৯. ইব্রাহিমের কথা

দাও শুনিয়ে

৭০. পিতা আর কওমে সে
বলিল গিয়ে
ইবাদত তোমরা সবাই
করিছো কাহার ?

৭১. তারা বলে পূজা মোরা
করি প্রতিমার
নিষ্ঠার সাথে আরো
ধরে আছি তার ৷৷

৭২. ইব্রাহিম বলিল, ডাকো
তোমরা যখন
তোমাদের ডাক তারা
শোনে কি তখন ?

৭৩. তারা কি অথবা লাগে
কোন উপকারে
কিংবা অপকার কোন
করিতে পারে ?

৭৪. তাহারা বলিল তখন
না-বলিয়া
পিতৃপুরুষও এমন
করেছে গিয়া ৷৷

৭৫. ইব্রাহিম বলে তাই
তোমরা কি তবে
যাদের করিছ পূজা
দেখিছ ভেবে

৭৬. তোমরা ও পূর্বের
পুরুষেরা সবে ?

৭৭. শত্রু সবাই মোর
নিশ্চই তারা
রাব্বুল-আলামিন তিনি
কেবল ছাড়া ৷৷

৭৮. আমায় সৃষ্টি আরো
করেছেন যিনি
পথও দেখাবেন
আমায় তিনি ৷৷

৭৯. তিনিই আমাকে যত
আহার যোগান
আমার তৃষ্ণাও সব
তিনিই মেটান

৮০. অসুস্থ হইলে করেন
আরোগ্য দান ৷৷

৮১. মরণ দিবেন তিনি
আমার হেথায়
জীবিত করিবেন পরে
তিনি পুনরায় ৷৷

৮২. আশা করি কিয়ামতে
তিনি যে মোরে
ভুল-ত্রুটি দিবেন সব
মার্জনা করে ৷৷

৮৩. হেক্‌মত দান রব
করুন আমাকে
পুণ্যবানের মাঝে
জায়গা যেন থাকে ৷৷

৮৪. রাখিবেন মোরে যেন
সুখ্যাতি দ্বারা
পরবর্তীদিগের মাঝে
আসিবে যারা ৷৷

৮৫. জান্নাত নাঈমে মোরে
শামিল করিবেন

৮৬. ভ্রষ্ট পিতাকে আরো
ক্ষমাও দিবেন ৷৷

৮৭. লাঞ্ছিত করো না যেদিন
পুনরুত্থান

৮৮. আসিবেনা কোন কাজে
ধন ও সন্তান ৷৷

৮৯. সেদিন মুক্তি পাবে
সেই লোকজন
হবে যার বিশুদ্ধ
অন্তর-মন
আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে
যাবে সে যখন ৷৷

৯০. জান্নাত সেদিন আরো
নিয়ে আসা হবে
মুত্তাকীদিগের অতি
নিকটে তা-রবে ৷৷

৯১. জাহান্নাম সেদিন হবে

উন্মোচিত
৯২. সেখানে হবে তারা
জিজ্ঞাসিত ॥
তোমাদের মাবুদ সব
কোথা আজ তারা
করিতে যাদের পূজা
তোমরা যারা ?
৯৩. সেদিন করিতে তাহা
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥
সাহায্য করিবে কি
তারা এবারে
প্রতিশোধও তারা কোন
নিতে কি-পারে ?
৯৪. পথ ভ্রষ্ট আর
তাদেরে নিয়ে
জাহান্নামে ফেলা হবে
নত করিয়ে ॥
৯৫. আর ওই ইবলিস ও
তার সে-দলের
অনুরূপ তাদের করা
হবে সকলের ॥
৯৬. তর্কে লিপ্ত হয়ে
বলিবে ওরা
৯৭. আল্লাহ্‌র কসম বলি
ছিলাম মোরা
ভ্রষ্ট পথের উপর
প্রকাশ্য ধরা ॥
৯৮. তোমাদেরে ভাবিতাম
আমরা যখন
বিশ্বপালক সম
তুল্য এমন ॥
৯৯. পথভ্রষ্ট মোদের
করেনিকো তারা
মাত্র শুধু এই
পাপীরা ছাড়া ॥
১০০. মোদেরে সুপারিশ কেহ
নাই করিবার
১০১. এমন বন্ধু খাঁটি
নাই কোন আর ॥
১০২. সুতরাং কতই না মোদের
ভালো হইত
পৃথিবীতে ফেরা যদি
আবার ঘটিত
হতাম মুমিনের মাঝে
মোরা উপনীত ॥
১০৩. নিদর্শন রয়েছে এতে
কত যে প্রমাণ
তবুও অধিক তাদের
আনে না ঈমান ॥
১০৪. পরাক্রমশালী তব
রব নিশ্চয়
পরম করুণাভরা
তিনি দয়াময় ॥

রুকু-৬

১০৫. নূহুর কওম আরো
ছিল যাহারা
রাসুলে মিথ্যারোপ
করেছিল তারা ॥
১০৬. তাদেরে বলে নূহু
তাহাদের ভাই
হবে নাকি তোমরা
সতর্ক সবাই ?
১০৭. রাসুল-বিশ্বাসী
আমি একজন
১০৮. আল্লাহ্‌কে ভয় কর
তোমরা এখন
আমার কথা শোন
দেশবাসীগণ ॥
১০৯. চাইনা তোমাদের কাছে
কোন বিনিময়
বিশ্বপালকে আমার
প্রাপ্য যা রয় ॥
১১০. অতএব ভয় করে
চল আল্লাহ্'র

অনুগত তোমরা সবাই
হও-যে আমার ॥
১১১. কি করে ঈমান আনি
তাহারা বলে
ইতর লোকেরা তোমায়
মানিয়া চলে ?
১১২. নূহু বলে জানা নেই
কাজ তাহাদের
১১৩. সে হিসাব নেবার কাজ
আমার রবের;
তোমরা বুঝিতে সব
তাহা যদি ফের
১১৪. তাড়াতে তো পারি না
মুমিনদিগের ॥
১১৫. সতর্ককারী শুধু
আমি একজন
১১৬. তারা বলে, বিরত যদি
না হও এখন;
যখন মারিব তোমায়
পাথর দিয়া
ফেলিব তোমারে তখন
বিধ্বস্ত করিয়া ॥
১১৭. হে মোদের রব শোন
নূহু তাই বলে
বলিছে মিথ্যেবাদী
আমায় সকলে ॥
১১৮. আমাদের মাঝে দিন
মীমাংসা করে
বাঁচান আমাকে ও
মুমিনদেরে ॥
১১৯. অতঃপর তাকে আর
সাথে ছিল যারা
নৌকা বোঝাই সব
ছিল যাহারা
রক্ষা পেয়ে গেল
সবাই তারা ॥
১২০. বাকি ছিল যারা সব
তাহার পরে
সবারে দিলাম আমি
নিমজ্জিত করে ॥
১২১. অবশ্যই নিশ্চিত এতে
নিদর্শন রয়
অধিক যদিও তাদের
মুমিন নয় ॥
১২২. নিশ্চই আছেন তিনি
রব যে তোমার
পরাক্রমশালী বড়
দয়ার আধার ॥

রুকু-৭

১২৩. আদ নামে কওম এক
ছিল যাহারা
রাসুলেরে অস্বীকার
করেছিল তারা ॥
১২৪. তাদের ভাই হুদ
বলিল যখন
ভয়-কি কর না সব
তোমরা এখন ?
১২৫. তোমাদের জন্য আমি
রাসুল একজন ॥
১২৬. ভয় করে তোমরা
চল আল্লাহ্‌কে
তৎসহ মান্য সবাই
কর আমাকে ॥
১২৭. চাইনা তোমাদের কাছে
কোন বিনিময়
বিশ্বপালকে মোর
প্রাপ্য যে রয় ॥
১২৮. তোমরা কি প্রতিটি
উঁচু স্থানে
লেগে আছ অযথা
স্মারক নির্মাণে ?
১২৯. নির্মাণ করিছ তাই
প্রাসাদ বিশাল
যেন বাস করিবে সেথা

অনন্তকাল ॥
১৩০. তোমরা আঘাত হানো
যখন যতো
নিষ্ঠুর তখন তাহা
জালিমের মতো ॥
১৩১. ভয় কর তোমরা
তাই আল্লাহ্‌কে
এবং মান্য সবাই
করো আমাকে ॥
১৩২. তোমরা তাঁকে আরো
করে চল ভয়
জানো যে-বস্তু যাহা
তাঁর দেয়া রয় ॥
১৩৩. চতুষ্পদ জন্তু যেমন
সাহায্যে দিলেন
সন্তান ও সন্ততি
আরো দিয়েছেন ॥
১৩৪. বাগ-বাগিচা আর
ঝরনা দিয়ে
১৩৫. তোমাদের জন্য আছি
আশঙ্কা নিয়ে ॥
মহাদিনে শাস্তি এক
আছে নিশ্চয়
১৩৬. আমাদের জন্য তাহা
সমান উভয়
উপদেশ বলিল তোমার
রয় বা না রয় ॥
১৩৭. তুমি তো বলিতেছ
কেবলই তাহা
পূর্বের লোকের ছিল
অভ্যাস যাহা ॥
১৩৮. শাস্তি পাবোনা মোরা
কখনোই আর
১৩৯. অতঃপর তাকে তারা
করে অস্বীকার
অবশেষে ধ্বংস আমি
করিলাম সবার ॥
নিদর্শন এইখানে
আছে নিশ্চয়
কিন্তু অধিকেই তাদের
মুমিন লোক নয় ॥
১৪০. তোমার রব তাই
তিনি অতিশয়
পরাক্রমশালী তিনি
আরো দয়াময় ॥

রুকু-৮

১৪১. সামুদ নামের কওম
ছিল যাহারা
রাসুলকে অস্বীকার
করেছিল তারা ॥
১৪২. তাদের ভাই, সালেহ্
বলিল যখন
ভয়-কি করনা সব
তোমরা এখন ?
১৪৩. তোমাদের জন্য আমি
রাসুল একজন ॥
১৪৪. ভয় কর তোমরা
তাই আল্লাহ্‌কে
এবং মান্য সবাই
কর আমাকে ॥
১৪৫. চাই না তোমাদের কাছে
কোন বিনিময়
বিশ্বপালকে মোর
প্রাপ্য যা রয় ॥
১৪৬. ভোগ-বিলাস, দুনিয়াতে
দিয়ে তোমাদেরে
তাহলে কি দেয়া হবে
নিরাপদে ছেড়ে ?
১৪৭. বাগ-বাগিচা আর
ঝরনা ধারায়
১৪৮. শষ্যক্ষেত-মঞ্জরিত
খেজুর বাগিচায় ?
১৪৯. নির্মাণ করিছ ঘর
পাহাড় কাটিয়া

জাঁকজমকের সাথে
নিপুণতা দিয়া ॥
১৫০. সুতরাং ভয় করে
চল আল্লাহ্‌কে
এবং মান্য সবাই
কর আমাকে
১৫১. মানিওনা সীমানা যার
লজ্ঘন থাকে ॥
১৫২. ফ্যাসাদের সৃষ্টিকারী
পৃথিবীতে যারা
শান্তি কখনো তাই
চায়না তারা
১৫৩. সম্মোহিত, বলে তাকে
যাদুর দ্বারা ॥
১৫৪. বলিল মোদেরই মতো
তুমি একজন
হও যদি সত্যবাদী
আনো নিদর্শন ॥
১৫৫. সালেহ্ বলে, এটি এক
মাদী উট রয়
পালা করা একদিন
নির্ধারিত হয় ॥
নির্দিষ্ট দিনে সে
পানি পান করে
নির্ধারিত একদিন
তোমাদের তরে ॥
১৫৬. যদি কেহ মতলবে
তাকে ধরিবে
মহাদিনে শাস্তি এক
পাকড়াও করিবে ॥
১৫৭. সেটিকে বধ করে
তারা ফেলিল
যার ফলে অনুতাপ
তারা করিল ॥
১৫৮. অতঃপর আযাবে তারা
পাকড়াও হয়
ইহাতেও অবশ্যই
নিদর্শন রয়

কিন্তু অধিকেই তাদের
মুমিন নয় ॥
১৫৯. তোমার রব তাই
তিনি নিশ্চয়
পরাক্রমশালী আর
পরম দয়াময় ॥

রুকু-৯

১৬০. লুতেরও কওম এক
ছিল যাহারা
রাসুলকে অস্বীকার
করেছিল তারা ॥
১৬১. তাহাদের ভাই লুত
বলিল যখন
সতর্ক হবে নাকি
তোমরা এখন ?
১৬২. তোমাদের জন্য আমি
রাসুল একজন ॥
১৬৩. তোমরা ভয় করে
চলো আল্লাহ্‌কে
এবং মান্য সবাই
কর আমাকে ॥
১৬৪. বিনিময় চাইনা আমি
তোমাদের কাছে
বিশ্বপালকে মোর
পাওনা যা আছে ॥
১৬৫. মানুষের মাঝে এই
বিশ্বভূবনে
তোমরাই কুকাজ কর
পুরুষের সনে ?
১৬৬. রবের সৃষ্টি নারী
রয়েছে যখন
অথচ তোমরা তাহা
কর বর্জন ॥
রয়েছ তোমরা এক
কওম এমন
যাহারা করিছে সব

সীমা লঙ্ঘন ॥
১৬৭. তারা বলে-লুত যদি
না হও বিরত
তাহলে হয়ে যাবে
বহিস্কৃত ॥
১৬৮. লুত বলে যেই কাজ
তোমদের রয়
মোর কাছে ঘৃণ্য
তাহা অতিশয় ॥
১৬৯. হে রব রক্ষা কর
তুমি আমাকে
এবং আমার এই
পরিবারটাকে
তাহা হতে তাহারা যা
করিয়া থাকে ॥
১৭০. অতঃপর রক্ষা আমি
করি যে তাহার
তৎসহ সবাইকে
তার পরিবার ॥
১৭১. সেথায় শুধু এক
বৃদ্ধা ব্যতীত
শামিল ছিলো সে
আযাবে পতিত ॥
১৭২. অন্য সবারে পরে
আমি ধরিলাম
ধ্বংস তাদের সব
করিয়া দিলাম ॥
১৭৩. তাদের উপরে আমি
করি বর্ষণ
বিশেষ এক বারিধারা
করে দর্শন ॥
তাদের নিকটে তাহা
ভীতিকর হয়
জঘন্য বৃষ্টি ছিল
যাহা অতিশয় ॥
১৭৪. নিশ্চিত নিদর্শন
ইহাতেও রয়
কিন্তু অধিকেই তাদের
মুমিন নয় ॥
১৭৫. তোমার রব তাই
তিনি নিশ্চয়
পরাক্রমশালী আর
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১০

১৭৬. আয়কাবাসীরা এক
ছিল যাহারা
রাসুলকে অস্বীকার
করেছিল তারা ॥
১৭৭. শোয়েব বলিল গিয়ে
তাদেরে যখন
সতর্ক হবে না কি
তোমরা এখন ?
১৭৮. তোমাদের বিশ্বাসী আমি
রাসুল একজন ॥
১৭৯. অতএব তোমরা ভয়
কর আল্লাহ্‌কে
এবং মান্য সবাই
করো আমাকে ॥
১৮০. চাই না তোমাদের কাছে
কোন বিনিময়
বিশ্বপালকে মোর
প্রাপ্য যা রয় ॥
১৮১. মাপের পূর্ণতা দিয়ে
করিও প্রদান
তোমরা হয়োনা যেন
তাদের সমান
ওজনে দেয় যারা
কম পরিমাণ ॥
১৮২. ওজন করিয়া থাকো
তোমরা যেথায়
সঠিক করিয়া দাও
দাঁড়িপাল্লায় ॥
১৮৩. মানুষের প্রাপ্য কোন
কম দিওনা

পৃথিবীতে ফ্যাসাদ কিছু
যেন বাধিওনা ॥
১৮৪. তোমরা ভয় করে
চল তাঁহাকে
তোমরা সৃষ্টি তাঁহার
আগেও যারা থাকে ॥
১৮৫. আয়কাবাসী তাকে
বলিল তখন
যাদুগ্রস্ত লোক রহ
তুমি একজন
১৮৬. আমাদেরই মত তুমি
মানুষ যেমন ॥
অন্তরে আমাদের
এইরূপই কয়
বড়ই মিথ্যাবাদী
তুমি নিশ্চয় ॥
১৮৭. অতএব সত্যবাদী
যদি তুমি হও
আকাশের খণ্ড এক
পতিত করাও
নামিয়ে তা আমাদের
উপরেই দাও ॥
১৮৮. সবই জানেন রব
শোয়েব বলে
তোমরা যাহা কিছু
কর সকলে ॥
১৮৯. অতঃপর তারা তাকে
অস্বীকার করে
তখন আজাব এক
তাদেরে ধরে ॥
ঘনমেঘে একদিন
ঢাকিয়া দিল
মহা এক দিন তাহা
অবশ্যই ছিল ॥
১৯০. নিদর্শন রয়েছে বড়
এতে নিশ্চয়
কিন্তু অধিকেই তাদের
বিশ্বাসী নয় ॥
১৯১. তোমার রব তাই
তিনি অতিশয়
পরাক্রমশালী আর
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১১

১৯২. নিশ্চয় নাযিল তাঁহার
এই সে কোরআন
যাঁর দ্বারা পালিত হয়
সমস্ত জাহান ॥
১৯৩. বিশ্বাসী ফেরেশতা এলো
ইহা সাথে করে
১৯৪. সতর্ককারী হতে
তোমার অন্তরে ॥
১৯৫. পরিষ্কার করে তাহা
আরবী ভাষায়
১৯৬. আগের কিতাবেও যাহা
উল্লেখ সেথায় ॥
১৯৭. তাদের জন্য এটা
প্রমাণ কি নয়
ইসরাইলী আলেমেরা
ইহার বিষয়
সকলেই তারা সব
অবগত রয় ?
১৯৮. নাযিল করিতাম যদি
ভিন্ন ভাষায়
অনারব করো পরে
অন্য কোথায় ॥
১৯৯. পাঠ করে শুনাতো সে
যদি এ কোরআন
আনিত না তবুও তারা
সেথায় ঈমান ॥
২০০. এভাবেই আমি দেই
পাপী অন্তরে
অবিশ্বাস প্রবণতা
সঞ্চার করে ॥
২০১. কোরআনে ঈমান কভূ

আনিবে না তারা
আযাব না দেখিয়া
দু’চোখ দ্বারা ॥
২০২. হঠাৎ আযাব যখন
আসিয়া যাবে
কিছুই তাহারা তখন
বুঝিবে না যে ॥
২০৩. তাহারা সবাই মিলে
বলিবে তখন
অবকাশ কিছু কি পাবো
আমরা এখন ?
২০৪. শাস্তির কামনা কি তাদের
দ্রুত আগমন ?
২০৫. ভেবে দেখ, যদি আমি
দেই তাদেরে
বছরের পর আরো
বছর ধরে;
ভোগ ও বিলাস যদি
তাহারা করে
২০৬. যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি
দেয়া অতঃপরে
নিকটে তাদের যদি
তাহা এসে পড়ে ॥
২০৭. ভোগ ও বিলাস সব
তাদের যেমন
কোন কাজে আসিবে না
কিছুই তখন ॥
২০৮. জনপদ ধ্বংস কোন
করিনি গিয়ে
সতর্ককারী আগে
না পাঠিয়ে ॥
২০৯. এ কথা তাদের আমি
করাতে স্মরণ
অন্যায় আমার নয়
কোন আচরণ ॥
২১০. নিশ্চত হয়ে থাকো
কোনো শয়তান
আসেনিকো নিয়ে সে
এই কোরআন ॥
২১১. এ কাজের যোগ্যতা
তাহাদের নয়
সামর্থ্যও তাদের নাই
ইহার বিষয় ॥
২১২. শয়তানদিগকে রাখা
দূরে সরিয়ে
ওহী যেন শ্রবণ তারা
করেনা গিয়ে ॥
২১৩. অতএব তুমি যেন
তাই যাহাতে
ইবাদত কোরোনা কারো
আল্লাহ্‌র সাথে ॥
একাজ করিলে জেন
তুমিও তবে
শাস্তি প্রাপ্তর মাঝে
শামিল হবে ॥
২১৪. অতএব তোমার নিকট
আত্মীয়-স্বজন
সতর্ক করে দাও
তাদের এখন ॥
২১৫. মুমিন, তোমার যারা
অনুসারী রয়
তুমিও তাদের প্রতি
হও যে সদয় ॥
২১৬. তোমার অবাধ্যতা
করে যদি তারা
বল-আমি মুক্ত যাহা
কর তোমরা ॥
২১৭. ভরসা তোমার যেন
তাঁর উপরে রয়
পরাক্রমশালী যিনি
পরম দয়াময় ॥
২১৮. তোমাকে তখন তিনি
দেখিতে যে পান
যখন নামাজে তুমি
দণ্ডায়মান ॥
২১৯. উঠাবসা কর যবে

নামাজী সাথে
তখনও তুমি তাঁর
দৃষ্টিপাতে ॥
২২০. সবকিছু শুনিয়া থাকেন
তিনি নিশ্চয়
সর্বজ্ঞানী একজন
আরো অতিশয় ॥
২২১. আমি কি জানিয়ে দেব
তাহা তোমাকে
শয়তান কার মাঝে
আসিয়া থাকে ?
২২২. তারা তো নাযিল হয়
ওই সকলে
গুনাহ্গারও মিথ্যেবাদী
যাদেরে বলে ॥
২২৩. কান পেতে শোনা কথা
আনে যাহারা
অধিকেই মিথ্যেবাদী
হয় তাহারা ॥
২২৪. ভ্রান্ত পথের উপর
তাহারাই রয়
কবিদের যারা সব
অনুগামী হয় ॥
২২৫. তুমি কি দেখ না-তা
প্রতি ময়দানে
উন্মাদ সম তারা
ঘোরে সেখানে ?
২২৬. এবং কথা বলে
তাহারা যেমন
কাজ করেনা তারা
কখনো তেমন ॥
২২৭. তাদের কথা তবে
আলাদা সেথায়
ঈমান আনিয়া সৎ
কাজ করে যায় ॥
আল্লাহ্কে বেশী যারা
করিবে স্মরণ
নিপীড়িত হলে করে
প্রতিশোধ গ্রহণ ॥
অত্যাচার করিয়াছে
তাই যাহারা
শীঘ্রই জানিতে সব
পারিবে তারা
পৌঁছানো জায়গা তাদের
কেমন ধারা ?

---

২৭. সূরা নামল
মক্কায় ঃ আয়াত ৯৩ ঃ রুকু ৭

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্র
করুনাময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. ত্বা-সীন, আয়াত এই
আল্ কোরআনের
পরিষ্কাররূপে যাহা
সেই কিতাবের;
২. মুমিনের জন্য পথের
নির্দেশ হয়
তাদের জন্য শুভ
সংবাদ রয় ॥
৩. ছালাত কায়েম করে
যারা দেয় যাকাত
গভীর বিশ্বাস যাদের
আরো আখেরাত ॥
৪. বিশ্বাস আখেরাতে
রাখেনা যারা
নিজের কর্ম দেখে
শোভনীয় তারা ॥
উদভ্রান্ত যেমন সব
তারা হয়ে যায়

এলোমেলো হয়ে তাই
ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

৫. তাদেরই জন্য কঠিন
শাস্তি রবে
আখেরাত অধিক আরো
ক্ষতিকর হবে ॥

৬. প্রজ্ঞাময়; আরো যাঁর
সীমাহীন জ্ঞান
তাঁর হতে তব কাছে
হয়েছে প্রদান
মহিমায় ভরা এই
আল্-কোরআন ॥

৭. সেই সময়ের কথা
কর যে স্মরণ
মুসা তার পরিবারে
বলিল যখন;
আগুন দেখিতে আমি
পাইয়াছি বলে
এখনই সেথা তাই
যাই আমি চলে ॥
খবর আনিতে কিছু
পারিবো যে আর
তোমাদের জন্য আরো
জ্বলা অঙ্গার
পারো যেন তোমরা
আগুন পোহাবার ॥

৮. আগুনের নিকটে যখন
মুসা পৌঁছিল
তখন আওয়াজ সে
ইহা শুনিল;
আগুনের জায়গাতে
আছেন যিনি
বরকত তাঁর প্রতি
ধন্য তিনি ॥
আগুনের আশেপাশে
আরো যাহারা
তাদের প্রতিও আর
ধন্য তারা ॥
বিশ্বজগৎ পালক
আল্লাহ্ যিনি
পবিত্র-মহিমার
সেরা হন তিনি ॥

৯. আমিই আল্লাহ্-মুসা
নাই সংশয়
পরাক্রমশালী আরো
অতি প্রজ্ঞাময় ॥

১০. তোমার লাঠিটাকে
দাও ছুড়িয়া
ছোটাছুটি করে দেখে
সাপ হইয়া ॥
পিছনে ফিরিয়া সে
করে পলায়ন
ভয় পেওনা মুসা
শুনিল তখন ॥
আমার তো এখানেই
উপস্থিতি রয়
রাসুলেরা করেনা
মোর কাছে ভয় ॥

১১. সীমানার লঙ্ঘন
করিবার পরে
মন্দ কাজ ছাড়িয়া
ভালো কাজ করে ॥
ক্ষমাশীল হই তবে
আমি অতিশয়
সেইসাথে আমি আরো
পরম দয়াময় ॥

১২. প্রবেশ করাও হাত
বগলে নিয়ে
শুভ্র হয়ে তাহা
আসে বেরিয়ে ॥
ফেরাউন আর তার
কওমের কাছে
ইহাসহ নয়টি
নির্দশন আছে ॥
তারাতো আছে এক
এমন কওম

সীমানার লঙ্ঘনে
ছিলো যে-চরম ॥
১৩. নিদর্শন তাদের কাছে
পৌঁছানো হলে
যাদুর খেলা সেটা
তাহারা বলে ॥
১৪. অন্যায় করিয়া তারা
নিদর্শন প্রমাণ
অহংকার নিয়ে করে
প্রত্যাখ্যান ॥
যদিও সেথায় তারা
এমন করিল
সত্য আসলে তাদের
অন্তরে ছিল ॥
অতএব অনর্থ দেখ
ছিল যাহাদের
কিরূপ পরিমাণ সেথা
হয় যে তাদের ?

রুকু-২

১৫. অবশ্যই দাউদ ছিল
আর সুলেমান
যাদেরে জ্ঞান আমি
করিয়াছি দান ॥
বলেছিল, প্রশংসা
আল্লাহ্‌রই তরে
সম্মানিত আমাদের
দিয়েছেন করে
তাঁর, অনেক মুমিন
বান্দার উপরে ॥
১৬. উত্তরাধিকারী
সুলেমান ছিল
দাউদের স্থানে
সে আসিল
লোকেদের ডাকিয়া সে
ইহা বলিল ॥
শিক্ষা দেয়া তো এমন
হয়েছে মোরে
পাখিদের কেমন ভাষা
বুঝিবার তরে;
সকল বস্তু হতে
প্রদান আমাকে
নিশ্চই প্রাধান্য এতে
আমার থাকে ॥
১৭. সুলেমান সেনাদলে
ছিল সমবেত
মানব-জ্বীন আর
পাখিকূল যত
বিভিন্ন বিভাগে তারা
ছিলো নিয়োজিত ॥
১৮. পিপিলিকা ময়দানে
এসে পৌঁছিলে
একটি পিপিলিকা
বলে তার দলে
নিজের গর্তে প্রবেশ
করো সকলে ॥
সুলেমান সেনাদল
অজ্ঞাতসারে
পায়ে-না পিষে যেন
ফেলে সবারে ॥
১৯. পিঁপড়ের এহেন
কথা শুনিয়া
সুলেমান রবকে বলে
মুচ্‌কি হাসি দিয়া;
হে রব সামর্থ্য দাও
তুমি আমাকে
শোকর করিতে পারি
যেন তোমাকে ॥
নেয়ামত আমারে ও
পিতা-মাতাকে
যা-কিছু দেয়া সব
তোমার থাকে ॥
সৎ কাজ করি যাতে
আমি সব এমন
তুমিও খুশি আরো

হইয়া তখন ॥
আমায় তুমি কর
নিজ দয়াতে
শামিল কর সৎ
বান্দার সাথে ॥
২০. পাখিদের খোঁজ নিয়ে
সুলেমান বলে
হুদ্‌হুদ্‌ পাখির কেন
দেখা না মেলে
পালিয়ে গেল কি-সে
তবে তা হলে ?
২১. কঠিন শাস্তি তাকে
দেব আমি তাই
অথবা করিব আমি
তাহাকে জবাই ॥
নাহলে, আমার কাছে
আনিবে এমন
উপযুক্ত কোন তার
ছিলো যে কারণ ॥
২২. হুদ্‌হুদ্‌ আসিয়া পরে
উপস্থিত হয়
বলে সে, জেনেছি আমি
এমন বিষয়;
আপনার কাছে তার
সংবাদ নাই
সাবা হতে আমি সেটা
আনিলাম তাই ॥
২৩. এক নারী দেখি তার
রাজত্বটাকে
সমস্ত কিছুই দেয়া
হয়েছে তাকে
বড় এক সিংহাসনে
বসিয়া থাকে ॥
২৪. দেখিয়াছি তাকে ও
তার কওমেরে
সূর্যকে সিজদা করে
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে ॥
শয়তান রেখেছে তাদের
কার্যাবলী
তাদের দৃষ্টিতে শোভন
করে সকলি ॥
বিরত রেখেছে তাদের
ওই শয়তান
পায়না সঠিক পথের
তাই সন্ধান ॥
২৫. যেন তারা আল্লাহ্‌কে
সিজদা না করে
যাহাকিছু আসমান ও
জমিনের পরে ॥
গোপন বস্তু যিনি
বাহির করেন
তোমাদের গোপনীয়
তিনি সব জানেন
প্রকাশও কর যাহা
খবর রাখেন ॥
২৬. আল্লাহ্‌ ব্যতীত নাই
জানাতে প্রণতি
মহা সেই আরশের
তিনি অধিপতি ॥
২৭. সুলেমান বলিল আমি
দেখিব এখন
সত্য না মিথ্যা তুমি
বলিছ কেমন ॥
২৮. আমার এই পত্রখানি
যাও তুমি নিয়ে
নিক্ষেপ করিও তাদের
নিকটে গিয়ে ॥
অতঃপর তাদের থেকে
একটু সরে
শুনিও কি-তারা সব
বলে পরস্পরে ॥
২৯. নারীটি বলিল, হে
পারিষদগণ
সম্মানিত পত্র এক
পেলাম এখন ॥
৩০. সুলেমান হতে চিঠি

লিখিত যাহা
আল্লাহ্‌র নামে শুরু
এইরূপ তাহা;
৩১. মুকাবিলা চেওনা
শক্তি দেখিয়ে
চলে এসো মোর কাছে
বশ্যতা নিয়ে ॥

রুকু-৩

৩২. বলিল সে, শোন মোর
পারিষদগণ
মতামত তোমরা সবাই
দাও যে এখন ॥
সিদ্ধান্ত নেই না তো
আমি কখনো
তোমরা ব্যতিরেকে
চূড়ান্ত কোন ॥
৩৩. আমরা তো শক্তিশালী
তাহারা বলে
যুদ্ধেও কঠোর মোরা
আছি বলা চলে ॥
সিদ্ধান্ত তবুওতো
চাই আপনার
কি আদেশ করিবেন
বলে দিন তার ॥
৩৪. সে বলে যখন কোন
রাজা-বাদশারা
জনপদে প্রবেশ করে
তখন তারা;
সেখানে করে চলে
ধ্বংসসাধন
নিপীড়িত হয় যত
অভিজাতগণ
সেরকমই তারাসব
করিবে তখন ॥
৩৫. উপহার কিছু দিয়ে
পাঠাই সেখানে
দূতেরা দেখিব কি
উত্তর আনে ॥
৩৬. অতঃপর সুলেমানে
করে আগমন
সুলেমান এই কথা
বলিল তখন;
তোমরা পটাতে চাও
সম্পদ দিয়ে
উপহার তোমাদের
নাও ফিরিয়ে ॥
দিয়াছেন আল্লাহ্‌
যাহা আমাকে
তোমাদের চেয়ে তাহা
উত্তম যাকে ॥
৩৭. একারণে ফিরে যাও
তাহার কাছে
আমার এমন এক
সেনাদল আছে;
আসিতেছি আমি সেথা
তাদের নিয়ে
মুকাবিলা, দেখিব তারা
করে কি দিয়ে ॥
অবশ্যই সেখান হতে
আমি তাদেরে
লাঞ্ছিত করিব আমি
সবারে ধরে ॥
৩৮. আরো বলে, পারিষদে
কেউ-কি আছে
সিংহাসন আনিবে আগে
আমার কাছে ?
আত্মসমর্পণ তারা
করিবে পাছে ॥
৩৯. মহাবীর এক জ্বীন
বলিল তখন
এই কাজ করিতে চাই
আমি তো এখন
ছাড়িবার পূর্বে এই
আপনি আসন ॥

এই কাজ করিতে মোর
ক্ষমতাও রয়
অবশ্যই বিশ্বাসী এক
আমি অতিশয় ॥

৪০. কিতাবের এমন জ্ঞান
তার কাছে ছিল
চোখের পলকে তাহা
আনিয়া দিল ॥
সুলেমান দেখিয়া সেটা
সমূখে তাহার
বলিল রবের এটা
দয়া যে অপার ॥
পরীক্ষা করিলেন
তিনি আমাকে
দেখিতে শোকর-কিবা
না-শোকরী থাকে ॥
জানিও যেই লোক
শোকর করে
কল্যাণ আসে তার
নিজের উপরে ॥
না-শোকর বান্দার
জানিবার রয়
অভাবমুক্ত রবের
কৃপা অতিশয় ॥

৪১. সুলেমান বলিল আকার
দাও বদলিয়ে
সিংহাসনটিকে কোন
আকৃতি দিয়ে ॥
দেখিব চিনিতে কি
পারে তাহলে
অথবা সে-হয় নাকি
না-চেনার দলে ?

৪২. অতঃপর যখন সে
আসিয়া গেল
জিজ্ঞাসা তখন সেটা
তাকে করা হলো
এ রকমই সিংহাসন
তোমার কি বল ?
বলিল সে, এইটাই
মনে হয় আমার
আগেই অবগত আরো
হয়েছি যে তার
আত্মসমর্পণও
আছি করিবার ॥

৪৩. উপাসনা-আল্লাহ্ ছাড়া
করিত যাকে
ঈমান আনিতে সেই
বিরত রাখে
তাই সে কাফের মাঝে
শামিল থাকে ॥

৪৪. প্রাসাদে ঢুকিতে যখন
তাকে বলা হয়
মনে হলো তার কাছে
এক জলাশয়
তাই সে দু'পায়ের
গোছা খুলে লয় ॥
সুলেমান বলে এটা
প্রাসাদ যাহা
স্বচ্ছ পাথর দ্বারা
নির্মিত তাহা ॥
বলিল সে, রব আমি
নিজেরই প্রতি
জুলুম করিয়া নিজেই
করিয়াছি ক্ষতি ॥
সুলেমান সাথে আমি
হয়ে উপনীত
বিশ্বপালকের কাছে
রহি সমর্পিত ॥

রুকু-৪

৪৫. সামুদ কওমে তাদের
ভাইকে যখন
সালেহ্‌কে রাসুল করে
করেছি প্রেরণ
আল্লাহ্‌র ইবাদত কর

এই আদেশ দিয়ে
বহুভাগে ভাগ হলো
বিবাদ নিয়ে ॥

৪৬. কওমকে সালেহ্ বলে
তোমরা যেমন
ক্ষতির কামনা দ্রুত
করিছ এমন
কল্যাণ আসিবার কেন
পূর্বেই এখন ?
ক্ষমা কেন চাও না
আল্লাহ্‌তে আরো
রহমতের আশা যাতে
করিতে পারো ॥

৪৭. তারা বলে মোরা করি
এই কথা মনে
তুমিও সাথীরা তোমার
বড় অলুক্ষণে ॥
সালেহ্ বলে, লক্ষণ
আল্লাহ্‌তে রয়
তোমরা এক কওম যাদের
পরীক্ষা হয় ॥

৪৮. উক্ত জনপদে
ছিল নয়জন
সারা দেশে অশান্তি
করিত তখন
তারা কভু করিত না
শান্তি স্থাপন ॥

৪৯. তারা বলে কসম সবাই
কর আল্লাহ্‌য়
হত্যা করিব মোরা
রাত্রিবেলায় ॥
অবশ্যই তাকে ও
তার পরিবার
বলিব তার কাছে
যে দাবীদার;
হত্যাকান্ড কিছুই
মোরা দেখি নাই
আমরা সত্যবাদী
রয়েছি সবাই ॥

৫০. কুচক্র করিল সব
তাহারা গোপন
কৌশল আমিও করি
অবলম্বন
বুঝিতে পারে না কেহ
তাহারা তখন ॥

৫১. অতএব তাদের দেখ
কি পরিণাম
কওম সবাই তাদের
ধ্বংস করিলাম ॥

৫২. তাহাদেরই বাড়িঘর
এইসব যাহা
বিধ্বস্ত অবস্থায়
পড়ে আছে তাহা ॥
করেছিল তারা সব
সীমা-লঙ্ঘন
জ্ঞানীদের তরে এতে
আছে নিদর্শন ॥

৫৩. রক্ষাও করিয়াছি
আমি তাহাদের
তাক্‌ওয়া করিত সাথে
ঈমান যাদের ॥

৫৪. পুনরায় স্মরণ কর
লুতের কথা
নিজের জাতিকে সে
বলিল যথা;
তোমরা যা কাজ কর
অশ্লীল অতি
জানো কি-এই সবের
কি পরিণতি ?

৫৫. তোমরা চলিছ সবাই
যৌনতা করে
নারীদের ছেড়ে তাহা
পুরুষকে ধরে
বর্বর কওম এক
ধরণীর পরে ॥

৫৬. উত্তরে একটি কথাই

বলিল সেথায়
লুত ও পরিবার যেন
বের হয়ে যায়
পবিত্র মানুষ খুবই
তারা হতে চায় ॥
৫৭. অতঃপর রক্ষা করি
আমি তাহাকে
শুধু তার স্ত্রী ছাড়া
পরিবার ও থাকে ॥
কেননা ধ্বংসে যারা
হলো পতিত
স্ত্রীও তার ছিল
নির্ধারিত ॥
৫৮. বিশেষ বৃষ্টি এক
করি বর্ষণ
জঘন্য বৃষ্টি তারা
করে দর্শন ॥

রুকু-৫

৫৯. প্রশংসা শুধু যাহা
বল আল্লাহ্‌র
শান্তি বর্ষিত হোক
ওই বান্দার
হয়েছে যারা সব
মনোনীত তাঁর ॥
আল্লাহ্‌ই শ্রেষ্ঠ নাকি
ওরা যাহাকে
যাদেরে শরিক তারা
করিয়া থাকে ?

২০ পারা ঃ আম্মান খালাকা

৬০. সৃষ্টি অথবা যাঁর
জমিন-আসমান
আসমান হতে যিনি
বৃষ্টি ঝরান ?
তাহা দিয়ে তৈরী করি
আমি উদ্যান ॥
তোমাদের ক্ষমতা
নাই সেখানে
বৃক্ষ তৈরি কোন
করিতে বাগানে ॥
আল্লাহ্‌র সাথে কি কোন
মাবুদ আছে ?
আল্লাহ্‌র সমান কেহ
তাদের কাছে ॥
এমনই লোকজন
বরং তাহারা
আল্লাহ্‌র সমান কারো
বানায় যারা ॥
৬১. বাসের উপযোগী
পৃথিবী বানিয়ে
মাঝে-মাঝে রেখেছেন
নদ-নদী দিয়ে ॥
পর্বত বানিয়ে দৃঢ়
রাখিবারে তায়
দুইটি সাগর মাঝে
রাখা অন্তরায় ॥
আল্লাহ্‌র সাথে কি আরো
উপাস্য আছে ?
অজানা বরং তাহা
অধিকেরই কাছে ॥
৬২. আর্তের ডাকে তিনি
সাড়া দিয়ে যান
বিপদেরও করে দেন
তিনি অবসান;
পৃথিবীতে তোমাদেরও
তিনিই পাঠান
আগের জনেদের জাগা
করিয়া প্রদান ॥
আল্লাহ্‌র সাথে কি আছে
মাবুদ এমন ?
উপদেশ অল্পই কর
তোমরা গ্রহণ ॥
৬৩. স্থল ও জলের যিনি

অন্ধকারে
পথের সন্ধান দেন
তিনি সবারে ॥
এবং যিনি তাঁর
অনুগ্রহ দিয়ে
আগেই পাঠান বায়ু
সংবাদ নিয়ে ॥
মাবুদ কি আছে কোন
আল্লাহ্‌র সাথে
শরিক করে তারা
আর যাহাতে ?
যে-সবের সাথে তাঁর
শরিক করে
সেইসব হতে তিনি
অনেক উপরে ॥

৬৪. সৃষ্টির সূচনা এমন
করেছেন যিনি
পুনরায়ও সৃষ্টি
করিবেন তিনি ॥
তোমাদেরে করেন তিনি
রিযিক প্রদান
জমিন থেকে আর
হতে আসমান ॥
আল্লাহ্ ছাড়া কি মাবুদ
কেহ আছে তাও ?
বল, যদি সত্য কথা
প্রমাণ তা দাও ॥

৬৫. আসমান-জমিনে বল
আল্লাহ্ ছাড়া
গায়েবের খবর কেহ
রাখেনা তারা ॥
আবার এটাও নাই
কাহারও জানায়
কখন জীবিত তারা
হবে পুনরায় ॥

৬৬. আখেরাত নিয়ে তাই
তাহাদের জ্ঞান
সন্দেহ অথবা তাহা
হয় অবসান
এইসবে বরং তারা
অন্ধের সমান ॥

রুকু-৬

৬৭. কাফেরেরা এইভাবে
বলে থাকে তারা
মোরা ও যখন মোদের
বাপ-দাদারা;
মাটিতে হয়ে গিয়ে
মোরা পরিণত
জীবিত হবো কি আবার
আগের মতো ?

৬৮. মোরা আর পূর্বেও
বাপ ও দাদার
এ বিষয়ে দেখানো ভয়
হয়েছে সবার ॥
সবকিছু এমনই সব
কাহিনীর দ্বারা
কিছুই না অতীত কালের
রূপকথা ছাড়া ॥

৬৯. বলে দাও পৃথিবীতে
করিয়া ভ্রমণ
পাপীদের পরিণতি দেখ
হয়েছে কেমন ॥

৭০. দুঃখ করো না তুমি
তাহাদের তরে
কুচক্র তারা সব
যেইভাবে করে
হয়োনা ক্ষুণ্ন মন
এসবের পরে ॥

৭১. তারা বলে সত্যবাদী
হও যদি তবে
প্রতিশ্রুতি কখন বল
কার্যকরী হবে ?

৭২. বল এটা অবাকের
কিছু নাই তার

তোমরা তাড়াহুড়া
করিছ যাহার;
কিছু তার অংশ
সম্ভবতঃ
তোমাদের কাছে তাহা
হলো আগত ॥

৭৩. তোমার রব হন
মানুষের প্রতি
সকল সময় তিনি
দয়াশীল অতি ॥
কিন্তু অধিক লোক
তাদের সবাই
শোকর-গুজার তাদের
কখনোই নাই ॥

৭৪. নিশ্চিতরূপে তব
রবের গোচরে
গোপন করে তারা
যাহা অন্তরে
প্রকাশও যতকিছু
তাহারা করে ॥

৭৫. আসমান-জমিনে নাই
এমন বিষয়
পরিষ্কারভাবে এই
কিতাবে না রয় ॥

৭৬. ইসরাইলীদের বিরোধ
যেসব বিষয়ে
অধিক এই কিতাবে গেল
বর্ণনা রয়ে ॥

৭৭. মুমিনের জন্য এই
আল-কোরআন
হেদায়েত ও রহ্‌মত
হয়েছে প্রদান ॥

৭৮. তোমার রব তাঁর
ক্ষমতা দিয়া
ফয়সালা তাদের মাঝে
দিবেন করিয়া ॥
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
সমস্ত কিছুর উপর
জ্ঞান তাঁর রয় ॥

৭৯. আল্লাহ্‌র উপরে তুমি
করো নির্ভর
নিশ্চয়ই রয়েছো সঠিক
পথের উপর ॥

৮০. যতই তাদেরে কর
তুমি আহ্বান
বধির ও মৃতের নাই
শুনিবার কান
পিছু ফিরে চলে যায়
তাহারা সটান ॥

৮১. দৃষ্টি অন্ধ আরো
আছে যাহাদের
সৎপথে পারিবে না
আনিতে তাদের ॥
তাদেরে পারো শুধু
তুমি শোনাতে
বিশ্বাস করে যারা
মোর আয়াতে
প্রকৃতই আজ্ঞাবহ
তারা সাক্ষাতে ॥

৮২. কিয়ামত সময় যখন
হবে সমাগত
তখন একটি প্রাণী
হবে আগত ॥
জমিনের থেকে দেব
বের করিয়ে
মানুষের সাথে কথা
বলিবে গিয়ে ॥
এমন করিব আমি
তাহার কারণ
বিশ্বাস করিত না তারা
মোর নিদর্শন ॥

রুকু-৭

৮৩. একত্র করিব যেদিন

তাদের সকল
প্রতিটি জাতি হতে
একেকটি দল ॥
অস্বীকার করিত মোর
আয়াত যারা
সারি দিয়ে বিভিন্ন দলে
ভাগ হবে তারা ॥

৮৪. যখন সবাই তারা
উপস্থিত হবে
এইটাই প্রশ্ন তখন
আল্লাহ্র রবে
অস্বীকার আয়াতে কি
করেছিলে সবে ?
অথচ ছিলো না কারো
জ্ঞান ইহাতে
অন্য কিছু অথবা
করিতে সাথে ?

৮৫. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হলো
তাদের উপরে
কারণ সীমানা তারা
লঙ্ঘন করে ॥
যেমন কর্ম ছিল
তাদের সবার
অতএব কিছুই তাদের
থাকে না বলার ॥

৮৬. খেয়াল কি তবে কিছু
করে না ওরা
রাত কিভাবে আমার
সৃষ্টি করা ?
রাত করেছি তাদের
বিশ্রাম নিতে
দিনকেও বানিয়েছি
আলো করিতে ॥
অবশ্যই ইহাতে বড়
নিদর্শন আছে
নিশ্চিতভাবে সেটা
মুমিনের কাছে ॥

৮৭. ফুৎকার দেয়া হবে
যেদিন শিঙায়
আসমান ও জমিনে
যারা রয়ে যায় ॥
ভীত আর বিহ্বল
হয়ে যাবে তারা
আল্লাহ্র পছন্দ যাদের
তাহারা ছাড়া ॥
সকলেই তাঁর কাছে
সমবেত হবে
বিনীত হয়ে সেথা
আসিবে সবে ॥

৮৮. পর্বতসমূহ দেখ
অটল-পাষাণ
সেইদিন মেঘের মতো
হবে চলমান ॥
আল্লাহ্র সৃষ্টি এই
নিপুণতা যত
সবকিছু করেছেন
সু-সংহত ॥
তোমরা যা কর তার
সকল বিষয়
ভালো করে সবকিছু
তাঁর জানা রয় ॥

৮৯. সেদিন যে আসিবে সৎ
কর্ম নিয়ে
খুশি করা হবে বড়
বিনিময় দিয়ে ॥
সেদিন যেমন সবার
আতঙ্ক হবে
সেখানে তারা সব
নিরাপদ রবে ॥

৯০. আনিবে কর্ম যাদের
মন্দ ভরা
আগুনে তাদের হবে
নিক্ষেপ করা ॥
বলা হবে কর্ম যাহা
এনেছ সকল
তোমাদের দেয়া হলো

তার প্রতিফল ॥
৯১. বল যে, আদেশ মোর
ইহা আসিয়াছে
ইবাদত করিতে সেই
প্রভুর কাছে ॥
এই নগরের আছেন
মালিক যিনি
সম্মানও দিয়াছেন
ইহাকে তিনি ॥
নির্দেশ হয়েছে মোর
শামিল যাহাতে
আমি হই সমর্পিত
লোকেদের সাথে ॥
৯২. শুনাই কোরআন যেন
পাঠ করিয়া
সঠিক পথ যারা
থাকিবে নিয়া;
সৎপথে চলিবে সে
নিজ কল্যাণে
চলে যদি কেহ আর
বিপথের পানে;
বলে দাও তুমি শুধু
তাহারে তখন
সতর্ককারী আমি
শুধু একজন ॥
৯৩. বল তুমি প্রশংসা
সবই আল্লাহ্‌র
অচিরেই নিদর্শন
দেখাবেন তাঁর
তোমরা পারিবে তখন
তাহা চিনিবার ॥
যতকিছুই তোমরা
কর সারাক্ষণ
তোমার রব তাহা
বেখবর নন ॥

---

২৮. সূরা কাসাস্
মক্কায় ঃ আয়াত ৮৮ ঃ রুকু ৯

আল্লাহ্‌র নাম বলি
শুরু করিতে
দয়াময় আছেন যিনি
করুণা দিতে ॥

রুকু-১

১. ত্বা-সীন-মীম
ইহা নিশ্চয়
২. স্বচ্ছ এই কিতাবের
আয়াত রয় ॥
৩. পাঠ করিয়া তাহা
শুনাই তোমাকে
ফেরাউন ও মুসার কিছু
ঘটনা থাকে ॥
যথাযথভাবে আমি
মুমিনের তরে
পরিষ্কার সবকিছু
বর্ণনা করে ॥
৪. ফেরাউন হয়েছিল
অতি উদ্ধত
দেশবাসী বিভিন্ন দলে
করে বিভক্ত ॥
তাদের মাঝ হতে
একটি যে দল
করে রাখে তাহাদের
বড় দুর্বল ॥
তাদের পুত্র সকল
হত্যা করিয়া
মেয়েদের জীবিত সে
দিতো রাখিয়া
অনর্থের সৃষ্টি শুধু
করিত গিয়া ॥
৫. সেই দেশে যাদের সে
দুর্বল রাখে

তাদের প্রতি মোর
অনুগ্রহ থাকে ॥
তাদেরে আমি সেথা
নেতা বানাইয়া
সে-দেশের অধিকারী
দেই করিয়া ॥

৬. সে-দেশের শাসনে আমি
তাদেরে বসাই
ফেরাউন ও হামাম সেনার
আমি তা দেখাই
আশঙ্কা তারা যার
করিত সদাই ॥

৭. গায়েবী আদেশ দেই
মুসার মাতাকে
স্তন মুসাকে সে
দিতে যেন থাকে ॥
বিপদের আশঙ্কা
কোন কিছু পেলে
সমুদ্রের মাঝে তুমি
দাও তাকে ফেলে ॥
থাকিও না ভয় আর
চিন্তা নিয়ে
অবশ্যই তোমার কাছে
দেব ফিরিয়ে ॥
অতঃপর তাকে আমি
বানাবো এমন
আমার রাসুলের
মাঝে একজন ॥

৮. ফেরাউন পরিবার তাকে
নিলো উঠিয়ে
তাদেরই শত্রু হবার
পরিণতি নিয়ে ॥
ফেরাউন-হামানসহ
আর সেনাদলে
অপরাধী নিশ্চই ছিল
তারা সকলে ॥

৯. ফেরাউনপত্নী তখন
বলিল তারে
শিশুটি হয়তো মোদের
রবে উপকারে
নয়ন জুড়াবে সে
তোমার ও আমার
কাজেই হত্যা তুমি
করিও না তার ॥
পুত্র একে নিয়ে
করি আমরা
প্রকৃত পরিণাম কিছু
বোঝেনি ওরা ॥

১০. মায়ের মন তার
হয় বিচলিত
শক্ত না রাখিলে আমি
প্রকাশ করে দিত ॥
করিলাম শক্ত এমন
তাহার হৃদয়
বিশ্বাসীদিগের মাঝে
সে যাতে রয় ॥

১১. মুসার মাতা তার
বোনকে বলে
পিছনে-পিছনে এর
যাও তুমি চলে ॥
দূর হতে তাহাদের
অজ্ঞাতসারে
দেখিতে লাগিল সব
সে তাহারে ॥

১২. প্রথম হতেই রাখি
মুসার তরে
ধাত্রী স্তন পান
বিরত করে ॥
মুসার বোন সেথা
বলিল তখন
পরিবার আমি কি তবে
আনিব এমন;
করিবে যাকে তারা
লালন-পালন
এবং তারা হবে
হিতকারীজন ?

১৩. অতঃপর আমি তাকে
দিলাম ফিরিয়ে
চক্ষু জুড়ায় যেন
মা তাকে নিয়ে ॥
এই কথা বুঝিতে তার
ভাবিতে না হয়
আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি
সত্যই রয়
অধিক মানুষেরই
তাহা জানা নয় ॥

রুকু-২

১৪. পূর্ণ যৌবনে মুসা
পৌঁছায় যখন
হেকমত ও জ্ঞানদান
করিলাম তখন ॥
এভাবেই করি আমি
পুরস্কার দান
যে সকল মানুষেরা
হয় পুণ্যবান ॥

১৫. শহরে যখন মুসা
প্রবেশ করিল
সেখানের তারা সব
বে-খবর ছিল
দুইটি লোককে লড়াই
করিতে দেখিল ॥
একটি লোক সেথা
ছিল যে মুসার
অন্য লোকটি ছিল
শত্রু তাহার ॥
সেই লোক মুসার কাছে
সহায়তা চায়
মুসা গিয়ে ঘুষি তাকে
মারিলে সেথায়
মুসার এক ঘুষিতেই
সে মারা যায় ॥
মুসা বলে শয়তানের
কাজ এটা রয়
প্রকাশ্য শত্রু সে
আছে নিশ্চয় ॥

১৬. মুসা বলে- হে রব
ক্ষমা কর মোরে
জুলুম তো ফেলেছি করে
নিজেরই উপরে ॥
আল্লাহ্ ক্ষমা সেথা
করিলেন তাকে
ক্ষমা ও পরম দয়া
আল্লাহ্‌রই থাকে ॥

১৭. রব মোর-বলে সে
তুমি যে মোরে
ক্ষমা করে দিয়েছ
অনুগ্রহ করে;
এরপর আমি তাই
আর কখনো
অপরাধে সহায়তা
করিব না কোন ॥

১৮. ভীত ও সতর্ক হয়ে
শহরে মুসার
এমনি করিয়া রাত
কাটিল যে তার ॥
হঠাৎ শুনিতে সে
পেলো তার কানে
একই-লোক চিৎকার
করিছে সেখানে
সাহায্য চায় সে
মুসার পানে ॥
মুসা সেই লোকটিকে
বলিল তখন
ভ্রষ্ট পথের লোক
তুমি একজন ॥

১৯. উভয়ের শত্রুকে মুসা
ধরিতে গেলে
তারই দলের সেই
লোকটি বলে;
মুসা তুমি গতকাল

করেছ যেমন
আমাকেও হত্যা কি
করিবে তেমন ?
স্বৈরাচারী চাও হতে
তুমি পৃথিবীতে
অথচ চাও না আপস
কোন করিতে ॥

২০. এক লোক দূর হতে
ছুটে এসে বলে
রাজ্যের পারিষদে
আয়োজন চলে;
তোমাকে ফেলিবে তারা
হত্যা করে
সুতরাং এখান হতে
যাও দূরে সরে
হিতাকাঙ্খী পারো তুমি
ভাবিতে মোরে ॥

২১. ভীত হয়ে মুসা তাই
বের হয়ে যায়
তারপর রবে তার
প্রার্থনা জানায় ॥
তব কাছে মোর রব
প্রার্থনা থাকে
জালিমের কবল হতে
বাঁচাও আমাকে ॥

রুকু-৩

২২. মাদিয়ানে রওনা সে
হইল যখন
এই কথা বলিতে মুসা
থাকিল তখন;
আশা করি হয়তো রব
এখন আমারে
সরল পথ তার
দেখাতে পারে ॥

২৩. যখন মাদিয়ানে
আসিয়া গেল
কূপের কাছে এক দল
দেখিতে পেল ॥
নিজ-নিজ জন্তুকে
পান করাতে
দুই নারী দাঁড়িয়ে
আছে পশ্চাতে ॥
তাদের জন্তুগুলো
রাখে আগলিয়ে
জিজ্ঞাসা করিল মুসা
তাদেরে গিয়ে;
ব্যাপার কি তোমাদের
বলিবে কি তাই ?
তারা বলে ততক্ষণে
পান না করাই;
সরিয়া না রাখালেরা
যতক্ষণে যায়
মোদের পিতা রয়েছেন
বুড়ো অবস্থায় ॥

২৪. তাদের পশুকে মুসা
পান করিয়ে
ছায়াতে বসিল সে
দূরে সরে গিয়ে ॥
হে আমার রব সে
প্রার্থনা করে
আপনি যেটাই দয়া
করিবেন মোরে
সেইটাই চাই আমি
নিজের তরে ॥

২৫. অতঃপর সেই নারী
এলো একজন
লজ্জাবনত হয়ে
করে আগমন ॥
বলে সে আমার পিতা
ডাকে আপনাকে
পানি পান করাতে যাহা
বিনিময় থাকে ॥
আপনাকে প্রদান তাহা
করিতে এখন

তখন মুসা সেথা
করিল গমন ॥
বর্ণনা করিলো তার
সকল বিষয়
তখন বলিল পিতা
করিও না ভয়
জালিম হতে মুক্তি
তোমার তো হয় ॥

২৬. এক নারী বলিল তখন
তার পিতাকে
কর্মচারী নিযুক্ত
করুন তাহাকে ॥
ভালো সে কর্মচারী
হবে নিশ্চয়
শক্তিশালী ও আর
বিশ্বাসী রয় ॥

২৭. মুসাকে বলিল, মোর
এক কন্যাকে
একটি শর্তে বিয়ে
দেব তোমাকে ॥
আটটি বছর কাজ
করিবে আমার
করিও দশটি বছর
ইচ্ছা তোমার ॥
কষ্ট চাইনা দিতে
আমি তোমাকে
আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পাবে
সৎ আমাকে ॥

২৮. মুসা বলে চুক্তি এটাই
হলো আমাদের
পূর্ণ করিলে কোন
এক মেয়াদের;
আমার বিরুদ্ধে আর
অভিযোগ নয়
আমাদের কথা হলো
যেসব বিষয়
আল্লাহ্‌র স্বাক্ষী হেথা
আমাদের রয় ॥

রুকু-৪

২৯. মেয়াদ মুসা তার
পূর্ণ করিয়া
যাত্রা করিল শেষে
পরিবার নিয়া ॥
তুর পর্বতে আগুন
দেখে সে জ্বলে
দেখিয়া সে তাহার
পরিবারে বলে;
তোমরা অপেক্ষা কর
এখানে সবাই
খবর আনিতে কিছু
সেথা আমি যাই ॥
জ্বলন্ত অঙ্গারও কিছু
আনিবো সাথে
তোমরা পারো যাতে
আগুন পোহাতে ॥

৩০. আগুনের কাছে মুসা
পৌঁছিল যখন
উপত্যকার ডানের এক
গাছ হতে তখন;
ডেকে তারে বলা হলো
আওয়াজ দিয়া
হে মুসা, আল্লাহ্ আমি
শোন আসিয়া
জগতসমূহ যে
রাখে পালিয়া ॥

৩১. ছুড়িয়া ফেলিতে লাঠি
বলা হলো তাকে
সাপের মতো করিয়া
ছুটিতে থাকে ॥
মুসা তাহা দেখিয়া
পলায়ন করে
সে আর তাকালো না
পিছনে ফিরে ॥
তখন আবার তাকে

ডেকে বলা হয়
হে মুসা সামনে আসো
করিও না ভয়
এখানে নিরাপদ আছ
তুমি নিশ্চয় ॥

৩২. বগলে ঢুকাও তোমার
হাতখানি লয়ে
বাহির হবে তাহা
উজ্জ্বল হয়ে ॥
তোমার ভয় দূর
করিবার তরে
হাতখানি ভিতরে তুমি
রাখো চেপে ধরে ॥
তোমার রব হতে
এই দুটি দান
ফেরাউন ও পারিষদে
করিতে প্রমাণ
পাপাচারী জাতি এক
তাহারা পাষাণ ॥

৩৩. মুসা বলে, হে রব
আমি তো এদের
হত্যা করেছি সেদিন
একটি লোকের ॥
অতএব আমার তাই
যেতে ভয় করে
হত্যা না করে তারা
আমাকে ধরে ॥

৩৪. আমার চেয়ে দক্ষ
হারুণ মোর ভাই
অনর্গল কথা বলে
সাথে দিন তাই ॥
সাহায্য করিবে আমার
সত্য প্রমাণে
ভয় মোরে অস্বীকার
করিবে সেখানে ॥

৩৫. আল্লাহ্ বলেন তোমার
ভাইকে দিয়ে
তোমার বাহু দেব
দৃঢ় করিয়ে ॥
প্রাধান্য দেব সেথা
আমি উভয়ের
পৌঁছাতে পারিবে না
কাছে তোমাদের ॥
তোমাদের অনুসারী ও
তোমরা উভয়ে
আমার প্রমাণে যাবে
বিজয়ী হয়ে ॥

৩৬. আসিলে নিয়ে মুসা
মোর নিদর্শন
যাদু ছাড়া কিছু নয়
বলিল তখন ॥
পূর্বপুরুষের কাছেও
আমরা কভু
এরূপ হয়েছিলো কিছু
শুনিনি তবু ॥

৩৭. মুসা বলে, মোর রব
জানা আছে তাঁর
হেদায়েত নিয়ে এল
কাছ হতে যাঁর
আখেরাতে পরিণামও
শুভ হবে কার ॥
সীমানার লঙ্ঘন
করে যাহারা
সফলতা কখনো
পায়না তারা ॥

৩৮. ফেরাউন বলে শোন
পারিষদগণ
আমি ছাড়া উপাস্য
ভাবি না এমন ॥
ইঁট পোড়াও হামান
আমার তরে
উচ্চ প্রাসাদ দাও
নির্মাণ করে ॥
দেখিব তাকে আমি
উঁকি মারিয়া
মুসার মাবুদ কোথায়

রয়েছে গিয়া ॥
ধারণা এখন আমার
এইরূপই হয়
মিথ্যেবাদী মুসা এক
আছে অতিশয় ॥

৩৯. ফেরাউন ও বাহিনী
অন্যায় করিয়া
দুনিয়াতে অহংকার ও
দম্ভ নিয়া;
তারা ছিল এইরূপ
ধারণা নিয়ে
আনিবোনা মোর কাছে
তাদের ফিরিয়ে ॥

৪০. বাহিনী সব তাকে
পাকড়াও করিলাম
সমুদ্রে তাদের সব
ডুবিয়ে দিলাম
জালিমের কেমন দেখ
হলো পরিণাম ॥

৪১. তাদেরে দিয়েছি আমি
নেতা বানিয়ে
দোজখের পানে তারা
ডাকিতো গিয়ে ॥
কিয়ামত আসিয়া আরো
যাইবে যখন
কোনই সাহায্য তারা
পাবে না তখন ॥

৪২. পৃথিবীতে তাহাদের
আমি পাঠিয়ে
পশ্চাতে দিয়েছি এক
লানত লাগিয়ে ॥
কিয়ামত দিনে হবে
তখন যারা
দুর্দশাগ্রস্তদিগের
শামিল তারা ॥

রুকু-৫

৪৩. পূর্বে অনেক জাতি
ধ্বংস করিয়া
মুসাকে পাঠালাম
কিতাব দিয়া ॥
জ্ঞানের আলো যাহা
মানবের তরে
হেদায়েত ও রহমত
যাহাতে করে
উপদেশ গ্রহণ যেন
করিতে পারে ॥

৪৪. মুসাকে নির্দেশ আমি
দিয়েছি যখন
উপস্থিত সেখানে তুমি
ছিলে না তখন
দেখিতে পশ্চিম দিকে
করোনি গমন ॥

৪৫. মানব গোষ্ঠী অনেক
সৃজন করিয়া
অনেক সময় গেছে
পার হইয়া ॥
মাদিয়ানবাসীর মাঝে
ছিলে না সেথায়
আমার আয়াতও পাঠ
করোনি যেথায়
আমার পাঠানো রাসুল
তবু সেথা যায় ॥

৪৬. আহ্বান করেছি যখন
আমি মুসারে
তুমি তো ছিলে না সেথায়
তুর পাহাড়ে ॥
বস্তুতঃ রহমত ইহা
তোমার রবের
সতর্ক তুমি যেন
কর তাহাদের ॥
পূর্বে তাদের কাছে
আসেনি কোন
সতর্ক বা উপদেশ
দিতে কখনো ॥

৪৭. আর আমি রাসুল সেথা
পাঠতামও না
যদি না থাকিতো কোন
সম্ভাবনা ॥
বিপদ আসিলে তাদের
কর্মের কারণে
তখন বলিত সব
তারা সেইক্ষণে;
হে মোর রব কেন
আপনি কখনো
পাঠান্‌নি রাসুল কেহ
আপনার কোনো ?
পাঠালে আমরা তাকে
মেনে চলিতাম
তখন মুমিন মাঝে
শামিল হইতাম ॥
৪৮. আমার সত্য পরে
পৌঁছিয়া গেলে
তখন তাহারা সবাই
এই কথা বলে;
সেইরূপ দেয়া কেন
হইল না তাকে
যেরূপ হয়েছিল
দেয়া মুসাকে ?
তারা বলে যাদু তো
আসলেই উভয়
একে তাই অপরে
সমর্থন রয় ॥
এই কথা তারা সব
বলে যে সবাই
কাহারও উপরে মোদের
বিশ্বাস নাই ॥
৪৯. আল্লাহ্ হতে আনিতে বলো
কিতাব একখান
এ দুটির চেয়ে বেশি
হেদায়েত দান ॥
সেই কিতাব আমি
মানিব তবে
তোমাদের দাবি যদি
সত্যই হবে ॥
৫০. তোমার কথায় দেয়
যদি না সাড়া
নিজেদেরই প্রবৃত্তি সব
মেনে চলে তারা ॥
আসে না যে আল্লাহ্‌র
হেদায়েত পানে
নিজেরই প্রবৃত্তি সে
সদাই মানে
তার চেয়ে ভ্রষ্ট পথে
কে আর এখানে ?
জালিম লোকেদের
আল্লাহ্ কোন
দেখান-না সঠিক পথ
তিনি কখনো ॥

রুকু-৬

৫১. ক্রমান্বয়ে তাদের কাছে
বাণী পাঠিয়ে
চেয়েছি চলিতে তাদের
উপদেশ নিয়ে ॥
৫২. কিতাব দিয়েছি আগে
যাহাদের তরে
তারা সব এ কোরআন
বিশ্বাস করে ॥
৫৩. এ কোরআন তাদের কাছে
তিলাওত হলে
ঈমান আনিলাম এতে
তাহারা বলে ॥
এটা তো রবের হতে
সত্য আগত
সমর্পিত আগেই ছিলাম
আমরা যত ॥
৫৪. তাদের দুইবার করে
সবরের কারণ
বিনিময় করা হবে

প্রদান তখন ॥
ভালো দিয়ে মন্দকে
ঠেকায় যারা
তাদের যা দিয়েছি
ব্যয় করে তারা ॥

৫৫. বাজে কথা কখনো
করিলে শ্রবণ
এড়িয়ে গিয়ে তারা
বলে যে তখন;
আমাদের কাজের ফল
আমাদের রয়
তোমাদেরও কাজের ফল
তোমাদেরই হয় ॥
সালাম তোমাদের
করি সাক্ষাতে
জড়াতে চাই না মোরা
মূর্খের সাথে ॥

৫৬. তোমার ভালোবাসা
রয়েছে সেথায়
হেদায়েত হবেনা তারা
তোমার ইচ্ছায় ॥
হেদায়েত আল্লাহ্ই
করিয়া থাকেন
কারা নেবে হেদায়েত
ভালোই জানেন ॥

৫৭. তারা বলে আসি যদি
আপনার সাথে
দেশ হতে বের করে
দেবে তাহাতে ॥
নিরাপদ হারাম কি
দেইনি তাদের
আমদানি সেখানে ফল
সকল প্রকারের ॥
আমার তরফ হতে
রিযিক যাহা
অধিকেই তারা সব
জানে না তাহা ॥

৫৮. ধ্বংস করেছি এমন
জনপদ কত
গর্ব করিত নিয়ে
সম্পদ যত ॥
তাদেরই বাড়িঘর
রয়েছে এমন
কমই মানুষ রয়
সেথায় এখন ॥
করিত গর্ব ধনের
যদিও সবাই
চুড়ান্ত মালিক শেষ
আমি হয়ে যাই ॥

৫৯. করে-না তোমার রব
ধ্বংস সাধন
কেন্দ্রে রাসুল না
করিয়া প্রেরণ
আমার আয়াত যে
করিবে পঠন ॥
আমি তো ধ্বংস করি
সেই লোকালয়
যেখানের অধিবাসী
জুলুমেই রয় ॥

৬০. তোমাদের দান করা
যা কিছু আমার
পার্থিব জীবনের শোভা
ভোগ-সম্ভার ॥
এর চেয়ে উত্তম
স্থায়ী আছে
তোমরা কি বোঝ না-তা
আল্লাহ্র কাছে ?

রুকু-৭

৬১. প্রতিশ্রুতি দিয়েছি
আমি যাহাকে
উত্তম পুরস্কার
যাহা তার থাকে ॥
সে কি হতে পারে
সমান তাহার

দুনিয়াতে যাকে দেই
ভোগ-সম্ভার ॥
অতঃপর কিয়ামতে
নিয়ে তাহাকে
অপরাধী রূপে যে
হাজির থাকে ?

৬২. আল্লাহ্ ডাকিয়া যেদিন
বলিবে তাদের
শরিক করিতে আমার
তোমরা যাদের
কোথায় রয়েছে তারা
ছেড়ে তোমাদের ?

৬৩. শাস্তি হয়েছে যাদের
অবধারিত
তখন বলিবে তারা
আমরাই-তো ॥
হে রব ভ্রষ্ট তাদের
করেছি তেমন
আমরাও ভ্রষ্ট পথে
ছিলাম যেমন ॥
দায়ের মুক্তি চাই
আপনাতে মোরা
আমাদের উপাসনাই
করিত না ওরা ॥

৬৪. বলা হবে তোমাদের
ডাকো দেবতায়
ডাকিয়া তাদের কোন
সাড়া নাহি পায় ॥
তখন আযাব তারা
দেখিবে সেথায়
থাকিতো তারা যদি
সৎপথে হায় ॥

৬৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের
বলিবেন ডাকি
রাসুলদিগকে জওয়াব কিছু
দিয়েছিলে নাকি ?

৬৬. বন্ধ সেদিন হবে
তাহাদের কথা
পরস্পরে জিজ্ঞাসিতে
পরিবেনা তথা ॥

৬৭. তওবা করিলো যে
ঈমান নিয়া
এবং গেল যে
সৎ কাজ করিয়া;
তাহলে তবে সেটা
আশা করা যায়
সফলকামীদের মাঝে
রইবে সেথায় ॥

৬৮. ইচ্ছা যা সৃষ্টি করেন
রব যে তোমার
মনোনীত করেন তিনি
যাকে ইচ্ছা তার
ক্ষমতা তাদের নাই
হেথা কোন আর ॥
আল্লাহ্ পবিত্র তিনি
অনন্ত-মহান
তাদের শরিক হতে
উর্ধ্বে অবস্থান ॥

৬৯. তব রব জানে সব
তাদের অন্তরে
যা-কিছু প্রকাশ বা
গোপন করে ॥

৭০. তিনিই আল্লাহ্ শুধু
তিনি ছাড়া কোন
উপাস্য কেহ নাই
কোথায়ও কখনো ॥
প্রশংসা ও বিধান শুধু
তাঁরই দুনিয়াতে
তারপরও সবকিছু
তাঁর আখেরাতে
অচিরেই ফিরিতে হবে
তাঁর সাক্ষাতে ॥

৭১. বলো, ভেবে দেখেছ কি
তোমাদের উপরে
রাত্রিকাল দেন যদি
স্থায়ী করে ॥

কিয়ামত পর্যন্ত
করিয়া তারে
উপাস্য কেহ কি আলো
এনে দিতে পারে ?
শুনিবে না তবুও কি
তোমরা আমারে ?

৭২. বলো ভেবে দেখেছ কি
তোমাদের উপরে
দেন যদি দিনটাকে
স্থায়ী করে;
কিয়ামত দিনতক্
করিয়া তারে
কোনই উপাস্য কি রাত
এনে দিতে পারে ?
যাহাতে তোমাদের
বিশ্রাম নেবে
তবুও কি তোমরা
দেখিবে না ভেবে ?

৭৩. রাত-দিন সৃষ্টি তাঁর
অনুগ্রহ দিতে
বিশ্রাম তোমরা যেন
পরো করিতে ॥
যেন তাঁর অনুগ্রহ
পারো খুঁজিবার
প্রকাশ যেন কর
কৃতজ্ঞতা তাঁর ॥

৭৪. বলিবেন ডাকিয়া সেদিন
তাদের সেথায়
করেছিলে শরিক মোর
তাহারা কোথায় ?

৭৫. প্রতিটি জাতি হতে
সাক্ষী একজন
উপস্থিত করে আমি
বলিব তখন
তোমাদের প্রমাণ কর
উপস্থাপন ॥
সত্য জানিবে তখন
আল্লাহ্র কথা
মিথ্যা বানাতো যাহা
তারা অযথা ॥
উদ্ভব করিত সব
যাহা কিছু নিয়ে
সেইসব তাদের যাবে
শূন্যে মিলিয়ে ॥

রুকু-৮

৭৬. কারুন ছিল সেথা
মুসার কওমের
দম্ভ করিত সে
সম্মুখে তাদের ॥
দিয়েছিনু তাকে আমি
এতো বেশী ধন
ভাণ্ডারের চাবি তার
করিতে বহন;
বলিষ্ঠ লোক ছিল
কয়েকজন
কষ্টসাধ্য ব্যাপার
তবুও তখন ॥
দম্ভ করো না, কওম
বলিল তাকে
আল্লাহ্ বাসেন না ভালো
দাম্ভিক যাকে ॥

৭৭. যা কিছু আল্লাহ্ তোমায়
দিয়াছেন দান
আখেরাতে আবাস কর
অনুসন্ধান ॥
ভুলিওনা তোমার কাজ
যাহা দুনিয়াতে
আল্লাহ্র দয়া আছে
যেরূপ তোমাতে ॥
করিও না সৃষ্টি ফ্যাসাদ
তুমি পৃথিবীতে
পারিবে না আল্লাহ্র
ভালোবাসা নিতে ॥

৭৮. কারুন বলে এই

সম্পদ আমার
নিজের বুদ্ধি বলেই
পেয়েছি যে তার ॥
সেকি তবে জানিতে
পারেনি তখন
আল্লাহ্ ধ্বংস আগে
করেছে এমন ॥
কত না জাতি আগে
মানবের দল
তার চেয়ে অধিক যাদের
ছিল জনবল ?
পাপ কাজ করে সব
লোকজন যারা
পাপ নিয়ে জিজ্ঞাসিত
হবেনা তারা ?

৭৯. একদিন কারুন, জাঁক
জমকের সাথে
বের হয়েছিল তার
কওম সাক্ষাতে ॥
কামনা করিত যারা
পার্থিব জীবন
এই কথা তখন তারা
বলিল এমন;
কতই না ভালো হতো
যদি আমাদের
দেয়া হতো সম্পদ
যেমন কারুনের ॥
কারুনের দেয়া হল
যা কিছু প্রদান
সে আসলে অতি বড়
সৌভাগ্যবান ॥

৮০. জ্ঞানী লোক সেখানে
ছিল যাহারা
ধিক্ তোমাদের সব
বলিলো তারা ॥
ঈমানসহ যারা
সৎ কাজ করে
আল্লাহ্র সওয়াব বড়
তাদের উপরে ॥
সেইসব লোক এটা
পায় তাহারা
নিশ্চই সবরকারী
আছে যাহারা ॥

৮১. অতঃপর কারুনকে তার
প্রাসাদ নিয়ে
ভূগর্ভের মাঝে তাকে
দিলাম ধ্বসিয়ে ॥
তাহার জন্য কেহই
ছিলো না এমন
আল্লাহ্র আযাবে সাহায্য
করিবে তখন ॥
পারেনি কারো দ্বারা
বেঁচে থাকিতে
নিজেও পারেনি নিজের
রক্ষা করিতে ॥

৮২. গতকালও চেয়েছিল
হইতে যারা
তারই মতো বাসনা
করেছিল তারা;
প্রত্যুষে সবাই তারা
বলিতে থাকে
আল্লাহ্ রিযিক দেন
চান যাহাকে
বাড়িয়ে অথবা তিনি
কমিয়ে তাকে ॥
রাখিতেন যদি না মোদের
অনুগ্রহ দিয়া
ভূ-গর্ভে দিতেন তিনি
বিলীন করিয়া
কাফেরেরা যাবে না হায়
সফলতা নিয়া ॥

রুকু-৯

৮৩. পরকাল নির্ধারিত
তাহাদের তরে

উদ্ধত দুনিয়াতে, অথবা
কলহ না করে ॥
খোদাভীরু তাহারাই
সফলকাম
তাদের জন্য আছে
শুভ পরিণাম ॥
৮৪. যেই লোক আসিবে
সৎ কাজ নিয়ে
তার চেয়ে ভালো ফল
পাবে সেথা গিয়ে ॥
মন্দ কাজ নিয়ে
আসিবে যারা
তদ্রুপ প্রতিফল
পাবে তাহারা ॥
৮৫. কোরআনের বিধান তোমায়
পাঠালেন যিনি
অবশ্যই স্বদেশে তোমায়
ফিরাবেন তিনি ॥
বলো মোর রবের সেটা
ভালোই জানা
কার দ্বারা হলো এই
হেদায়েত আনা ॥
এইটাও তাঁহারই
জানা নিশ্চয়
প্রকাশ্য ভ্রষ্টপথে
কোন লোক রয় ॥
৮৬. আশাও করোনি তুমি
তাহা এইভাবে
কোরআন তোমার কাছে
গিয়ে পৌঁছাবে ॥
তোমার উপরে এটা
রহ্‌মত রবের
সাহায্যে লাগিও না যেন
কভু কাফেরের ॥
৮৭. আল্লাহ্‌র আয়াত হতে
যেন তোমারে
নিবৃত্ত কিছুতেই
করিতে না পারে ॥
যখন তোমার প্রতি
নাযিল করা হয়
তোমার আহ্বান যেন
রবের পানে রয় ॥
ডাকো তাই তাদেরে
দাওয়াত দিয়ে
শামিল হয়ো না যেন
মুশরিকে গিয়ে ॥
৮৮. ডাকিও-না আল্লাহ্‌র সাথে
আর কারো যেন
তিনি ছাড়া মাবুদ নাই
কোথায়ও কোন ॥
কেবলমাত্র এক
আল্লাহ্ ব্যতীত
সকল কিছুই হবে
ধ্বংসে পতিত ॥
তাঁহার বিধান শুধু
এইটাই রয়
তোমরা ফিরিবে তাঁর
পানে নিশ্চয় ॥

---

২৯. সূরা আন্‌কাবুত
মক্কায় ঃ আয়াত ৬৯ ঃ রুকু ৭

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুনায় ভরা ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-মীম
লোকেরা মনে করে কি
২. এইকথা বলিলেই মোরা
ঈমান এনেছি ॥
তখনই পেয়ে যাবে

তাহারা রেহাই
পরীক্ষা দ্বারা তারা
হবেনা যাচাই ?

৩. পরীক্ষিত হয়েছে সব
আমার দ্বারা
তাদের অতীতে সবাই
ছিল যাহারা ॥
আল্লাহ্ অবশ্যই দিবেন
প্রকাশ করিয়া
সত্যবাদী কে আর
কে মিথ্যা নিয়া ॥

৪. মন্দ কাজ সব
যারা করে চলে
মোরে দেবে ফাঁকি তারা
মনে কি বলে
মিথ্যে ধারণা বড়ই
করে সকলে ॥

৫. আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভে
আশা যার রয়
অবশ্যই আসিবে সে
সঠিক সময়
জানা-শুনা সবই তাঁর
আছে নিশ্চয় ॥

৬. কষ্ট স্বীকার মেনে
সাধনা যে করে
আসলে সে করে তার
নিজেরই তরে ॥
বিশ্বজগৎ মাঝে
কিছুরই উপর
আল্লাহ্ কখনো তিনি
নন্-নির্ভর ॥

৭. সৎ কাজ করে যারা
ঈমান নিয়ে
তাদের মন্দ কাজ
দেবো মিটিয়ে
পুরস্কার ভালো দেবো
প্রতিদান দিয়ে ॥

৮. আদেশ দিয়েছি আমি
মাতা-পিতা সাথে
সদ্ব্যবহার যেন
করে যাহাতে ॥
তারা যদি তোমার উপর
থাকে চাপ দিতে
এমন কিছু মোর সাথে
শরিক করিতে;
যার উপরে ধারণা তোমার
কোন কিছু নাই
এক্ষেত্রে তাদের তুমি
মানিও না তাই ॥
আমার কাছে আসিতে
হবে ফিরিয়া
তোমাদের কর্ম তখন
দেবো জানাইয়া ॥

৯. ঈমান আনিয়া যারা
থাকে সৎকাজে
দাখিল করিব তাদের
নেক্‌কারী মাঝে ॥

১০. লোক আছে যাহারা
কতক এমন
আল্লাহ্‌তে ঈমান বলে
এনেছি এখন ॥
হয় যদি নির্যাতিত
আল্লাহ্‌র পথে
বিপদে পড়ে যদি
মানুষ হতে ॥
আল্লাহ্‌র আযাব এটা
তারা মনে করে
সাহায্য রব হতে
আসিলে পরে;
তখন তারা সব
এই কথা বলে
আমরা তো রয়েছি
তোমাদেরই দলে ॥
বিশ্ববাসীর মনে
যাহা কিছু রয়
আল্লাহ্-কি সবকিছু

অবগত নয় ?

১১. আল্লাহ্ প্রকাশ করে
দিবেন তাদের
মুনাফেক কাহারা ও
ঈমান কাদের ॥

১২. কখনো মুমিনদেরে
বলে কাফেরেরা
আমাদের পথে সব
আসো তোমরা
তোমাদের পাপগুলি
নেবো আমরা ॥
অথচ পারিবে না
বহন করিতে
তাদের-তো অভ্যাস
মিথ্যা বলিতে ॥

১৩. নিজের পাপের বোঝা
করিবে বহন
আরো বোঝা তার সাথে
লইবে তখন ॥
যেসব মিথ্যা তারা
তৈরী করিত
নিশ্চই তারা হবে
জিজ্ঞাসিত ॥

রুকু-২

১৪. নূহুর কওমে তাকে
করেছি প্রেরণ
হাজার বছর ছিল
পঞ্চাশ কম ॥
প্লাবন তাদেরে ফেলে
গ্রাস করিয়া
জালিম সবাই তারা
ছিল বলিয়া ॥

১৫. নৌকাতে বাঁচিয়ে দিলাম
আমি তাহাকে
এবং তার সাথে
আর যারা থাকে ॥
এই ঘটনাকে
করিতে স্মরণ
বিশ্ববাসীর তরে
যাহা নিদর্শন ॥

১৬. স্মরণ করিয়া দেখ
ইব্রাহিমের
বলেছিল যখন সে
তার কওমের ॥
তোমরা ইবাদত
কর আল্লাহ্‌র
তৎসহ ভয় করে
চল যে তাঁহার ॥
তোমাদের জন্য যে
উত্তম এটা
যদি তাই তোমরা
জানিতে সেটা ॥

১৭. করিছো মূর্তি পূজা
ছেড়ে আল্লাহ্‌র
উদ্ভব করে চল
যত মিথ্যার ॥
তোমরা যাদের থাকো
পূজা করিতে
পারেনা কেহই তারা
রিযিক দিতে ॥
সুতরাং আল্লাহ্‌র
ইবাদত ধরো
রিযিকও তাঁর কাছে
কামনা করো ॥
শোকর করো তাঁকে
কৃতজ্ঞতা দিয়া
যেতে হবে তাঁহারই
কাছে ফিরিয়া ॥

১৮. মিথ্যেবাদী তোমরা যদি
বলো আমাকে
পূর্বেও নবীদের এরূপ
বলিয়া থাকে;
রাসুলের দায়িত্ব শুধু
এইটাই রয়

পয়গাম পৌঁছানো ছাড়া
আর কিছু নয় ॥
১৯. লক্ষ্য তবে কি এসব
করে না তারা
কিভাবে সৃষ্টি হলো
আল্লাহ্‌র দ্বারা ?
কিরূপে সৃষ্টি তাঁর
হবে পুনরায়
আল্লাহ্‌র জন্য খুবই
সোজা রয়ে যায় ॥
২০. বলে দাও ভ্রমণ করে
দেখো পৃথিবীতে
কিভাবে দিলেন রূপ
তিনি সৃষ্টিতে ॥
শেষবারও সৃষ্টি তাঁর
হবে নিশ্চয়
আল্লাহ্‌ই শক্তিমান
সকল বিষয় ॥
২১. যাহাকে ইচ্ছা তিনি
শাস্তিও দেন
আবার ইচ্ছা যাকে
দয়াও করেন ॥
রয়েছ এখানে যারা
তোমরা সবে
তাঁর কাছে একদিন
ফিরতে হবে ॥
২২. পারিবে না তোমরা
জমিন-আসমানে
অপারগ করিতে
তাঁরে কোনখানে ॥
শুভ কামনাকারী
নেই তোমাদের
আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর
কেউ সাহায্যের ॥

রুকু-৩

২৩. অস্বীকার করে যারা
আল্লাহ্‌র আয়াত
এবং মানে না আরো
তাঁর সাক্ষাৎ ॥
আমার রহ্‌মতে নিরাশ
তাহারাই হয়
শাস্তি ও যন্ত্রণাভরা
তাহাদের রয় ॥
২৪. কওম ইব্রাহিমের
তখন তাহারা
জওয়াব ছিলো না কোন
ইহা বলা ছাড়া
হত্যা বা তারে হোক
পুড়িয়ে মারা ॥
অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁর
স্বীয় রহ্‌মতে
রক্ষা করিলেন তাকে
আগুন হতে ॥
নিশ্চিত নিদর্শন
রয় ইহাতে
যারা সব রহিয়াছে
ঈমানের সাথে ॥
২৫. ইব্রাহিম বলিল তাদের
পার্থিব জীবনে
পরস্পরে ভালোবাসা
তার কারণে ॥
আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া সব
মূর্তি নিয়া
যাইতেছ উপাসনা
তাদের করিয়া ॥
কিয়ামতে পরস্পরে
অস্বীকার করিবে
একে তাই অপরকে
লানৎ দিবে ॥
তোমাদের ঠিকানা সব
জাহান্নাম হবে
সাহায্য করিতে সেথায়
কেহই না রবে ॥
২৬. তাহার উপরে লুত

ঈমান আনিল
হিজরত করিব আমি
ইব্রাহিম বলিল ॥
রবের স্মরণে মোর
হিজরত রয়
পরাক্রমশালী তিনি
আর প্রজ্ঞাময় ॥
২৭. ইছাক ও ইয়াকুব তাকে
দান করিয়া
নবুয়ত ও কিতাব তার
বংশে দিয়া ॥
পুরস্কৃত করিলাম
তাকে দুনিয়াতে
পুণ্যবানের মাঝে
রবে আখেরাতে ॥
২৮. লুতেরও সেই কথা
করো যে স্মরণ
সে তাহার কওমকে
বলিল যখন;
এমনই অশ্লীল কাজ
করো তোমরা
করেনি বিশ্বের কেহ
পূর্বে যারা ॥
২৯. অশ্লীল কাজ করো
পুরুষের সাথে
রাহাজানি-গর্হিত কাজ
করো সাক্ষাতে ॥
নিজেদের মজলিসে
করিছ এমন ?
উত্তরে এরূপ তারা
বলিল তখন;
সে কারণ গজব আনো
মোদের উপরে
হও যদি সত্যবাদী
সত্যই করে ॥
৩০. প্রার্থনা করে লুত
হে রব আমায়
সাহায্য করুন মোরে
আপনি যে তায়
ফ্যাসাদকারীদের
বিরুদ্ধে হেথায় ॥

রুকু-৪

৩১. সংবাদ নিয়ে মোর
ফেরেশতাগণ
ইব্রাহিমের কাছে
বলিল তখন;
ধ্বংস করিব মোরা
এই লোকালয়
এখানের অধিবাসী
জালিম অতিশয় ॥
৩২. ইব্রাহিম বলিল সেথায়
লুত রহিয়াছে
বলিলো তথ্য রয়
আমাদের কাছে ॥
রক্ষা করিব মোরা
লুত পরিবার
পিছনের স্ত্রী শুধু
সে নহে আর ॥
৩৩. আমার প্রেরিত সেই
ফেরেশতাগণ
লুতের কাছে তারা
আসিল যখন;
বিষণ্ন থাকিল লুত
তাদের কারণে
রক্ষায় অক্ষম সে
নিজের মনে ॥
তারা বলে চিন্তা ভয়
করিও না আর
রক্ষা করিব তোমার
সব পরিবার ॥
তোমার স্ত্রী শুধু
রবে না সেথায়
কেননা পিছনেই
সে রয়ে যায় ॥

৩৪. আমরা এ জনপদ
অধিবাসীদের
এবং তাদের সব
অশ্লীল কাজের;
শাস্তি দিতে মোরা
নাযিল করিব
আযাব, আকাশ হতে
নামিয়ে দিব ॥

৩৫. উক্ত জনপদের
কিছু নিদর্শন
তাদের জন্য যারা
জ্ঞানী লোকজন ॥

৩৬. মাদিয়ানবাসীদেরে
তাহাদের ভাই
শোয়েবকে নবী করে
সেথায় পাঠাই ॥
বলিল সে, ইবাদত
করো আল্লাহ্‌র
শেষ দিনের ভয়
করে চলো আর ॥
হে কওম, তোমরা
এই পৃথিবীতে
থাকিওনা বিপর্যয়
সৃষ্টি করিতে ॥

৩৭. তাহাকে মিথ্যাবাদী
বলে তাহারা
পাকড়াও হলো ভূমি
কম্পের দ্বারা ॥
ফলে সেই লোকজন
নিজ-নিজ ঘরে
তারা সব উপুড় হয়ে
রইলো পড়ে ॥

৩৮. আদ ও সামুদ জাতি
ছিলো যাহারা
তারাও ধ্বংস হলো
আমার দ্বারা ॥
তাহাদের সেইসব
বাড়িঘর দেখিয়া
তোমাদেরও ধারণা
গেছে হইয়া ॥
নিজেদের কর্মসব
দেখিত তারা
শোভনীয় করা ছিল
শয়তান দ্বারা ॥
সৎপথ থেকে তারা
ছিল বিরত
চতুর লোক ছিল
তাহারা যত ॥

৩৯. কারুন-ফেরাউন ও
হামান ছিল
আমার গজব তাদের
ধ্বংস করিল ॥
নিদর্শন আনিলো মুসা
তাহাদের কাছে
তবুও সবাই তারা
দম্ভ করিয়াছে ॥
যাহা কিছু করেছিল
দম্ভ দ্বারা
আযাব এড়াতে তবু
পারেনি তারা ॥

৪০. তাদের ধরেছি সবার
পাপের কারণ
কাহারও প্রতি আমি
করেছি প্রেরণ;
প্রচণ্ড বাতাস সেথা
পাথর উড়িয়ে
পাকড়াও করিল বিরাট
শব্দ দিয়ে ॥
ভূ-গর্ভে কারো আমি
দিলাম ধ্বসিয়ে
কাহারও বা দিয়েছি
পানিতে ডুবিয়ে ॥
আল্লাহ্‌র ছিলো না জুলুম
তাদের উপরে
নিজেদেরই প্রতি তারা
জুলুম করে ॥

৪১. সাহায্যে ডাকে যারা
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
উপমা তাদের থাকে
মাকড়সা দ্বারা ॥
এমন ঘর ওই
মাকড়সা বানায়
সবচেয়ে দুর্বল ঘর
তাহা রয়ে যায়
এই কথা তারা যদি
বুঝিতো যে হায় ॥

৪২. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পূজা
যাহাদের রয়
সবই আল্লাহ্ তাহা
জ্ঞাত নিশ্চয়
পরাক্রমশালী আর
তিনি প্রজ্ঞাময় ॥

৪৩. এইসব উপমা দেই
মানুষেরই তরে
জ্ঞানীরাই বুঝিতে পারে
পরিস্কার করে ॥

৪৪. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই
জমিন-আসমান
সুনিপুণভাবে তাহা
হয়েছে প্রদান ॥
নিদর্শন রহিয়াছে
এতে নিশ্চয়
তাহাদের তরে যারা
ঈমানদার হয় ॥

একুশ পারা ঃ উত্‌লু-মা-উহিয়া

রুকু-৫

৪৫. তোমাতে নাযিল হলো
কিতাব যাহা
তিলাওত করিতে থাকো
তুমি যে তাহা ॥
ছালাত কায়েম কর
নিয়ম মতো
অশ্লীল ও মন্দ কাজে
রাখে বিরত ॥
আল্লাহ্‌কে স্মরণই হয়
শ্রেষ্ঠতর
আল্লাহ্‌র জানা আছে
তোমরা যা কর ॥

৪৬. তর্ক করিও না
কিতাবীর সাথে
উত্তম পন্থা বা
যুক্তি নাই যাতে ॥
সীমানা তারা যদি
করে লঙ্ঘন
তাহাদের এই কথা
বলিও তখন;
উভয়ের প্রতিই মোদের
রয়েছে ঈমান
তোমরা ও আমাদের
হলো যা প্রদান ॥
আমরা ও তোমাদের
মাবুদ একজন
তাঁহারই প্রতি মোরা
সমর্পিত মন ॥

৪৭. এভাবেই নাযিল করে
দিলাম তোমাকে
কিতাব যাদের উপর
নাযিল থাকে
মেনে চলে কেহবা
বিশ্বাস রাখে ॥
আমার আয়াত সকল
কাফের ছাড়া
কেহ আর অস্বীকার
করে না তারা ॥

৪৮. কিতাব পূর্বে কোন
পড়োনি নিয়ে
লেখো’নাই কিতাব কোন
ডান হাত দিয়ে
হইতো তোমার যদি

এইরূপ তখন
মিথ্যুকে সন্দেহ
করিত পোষণ ॥

৪৯. নিদর্শন কিতাব এই
বরং তাদের
অন্তরে জ্ঞান দেয়া
হয়েছে যাদের ॥
অস্বীকার আয়াত কেউ
করে না তারা
একমাত্র শুধুই
জালিমেরা ছাড়া ॥

৫০. তারা বলে তাদের কাছে
কোন নিদর্শন
রব হতে আসে না
কিছুই এমন ?
বলে দাও- নিদর্শন
ইচ্ছা আল্লাহ্‌র
সতর্ককারী আমি
শুধুই তাঁহার ॥

৫১. যথেষ্ট নয় কি বল
তাহাদের তরে
তোমাকে দিয়েছি কোরআন
নাযিল করে ॥
পাঠ করে তাহাদের
শুনানো যা হয়
রহ্‌মত ও উপদেশ
মুমিনের রয় ॥

রুকু-৬

৫২. বলে দাও তোমাদের ও
মধ্যে আমার
আল্লাহ্‌ই সাক্ষীরূপে
যথেষ্ট যে তার ॥
আসমান ও জমিন মাঝে
যাহা কিছু রয়
সবকিছু জানেন তিনি
তাহা নিশ্চয় ॥

অসত্যে বিশ্বাস
যাহারা করে
বিশ্বাসও যাদের নাই
আল্লাহ্‌র উপরে
সবাই আছে তারা
ক্ষতির ভিতরে ॥

৫৩. তোমাকে দ্রুতই আযাব
আনিতে বলে
নির্ধারিত সময় তার
পূর্ণ হলে
আযাব তাদের উপর
আসিত চলে ॥
হঠাৎ আযাব তাই
আসিবে যখন
কিছুই টের তারা
পাবে না তখন ॥

৫৪. আযাব তাড়াতাড়ি
আসিবার তরে
তোমার কাছে তারা
পীড়াপীড়ি করে
জাহান্নাম কাফেরকে
ফেলিবে ধরে ॥

৫৫. সেদিন আযাব তাদের
ফেলিবে ঘিরিয়া
মাথার উপরে আর
পায়ের নীচ দিয়া ॥
আর তিনি বলিবেন
তাদেরে তখন
করিতে যাহা তার
স্বাদ করো গ্রহণ ॥

৫৬. শোন মোর বান্দাগণ
যাহারা মুমিন
অনেক বড় রয়েছে
আমার জমিন ॥
পৃথিবী অনেক বড়
প্রশস্ত থাকে
ইবাদত তোমরা কেবল
কর আমাকে ॥

৫৭. মৃত্যুর স্বাদ প্রাণী
করিবে গ্রহণ
করিবে মোর কাছে
পুনরাগমন ॥

৫৮. সৎ কাজ করেছে যারা
ঈমান আনিয়া
জান্নাতে রাখিব উঁচু
প্রাসাদ দিয়া;
ঝরনা নিচে দিয়ে
প্রবাহিত হবে
সেখানেই তারা সব
চিরকাল রবে ॥
কতই না উত্তম
পুরস্কার তাহা
নেককারীদের তরে
রহিয়াছে যাহা ॥

৫৯. সেইসব লোকেদের
ধৈর্য্য থাকে
স্বীয় রবে যাহারা
ভরসা রাখে ॥

৬০. এমন অনেক প্রাণী
আছে যাহারা
খাবার সঞ্চয় কিছুই
করে না তারা;
আল্লাহ্‌ই খাবার দিয়ে
তাদেরে রাখেন
রিযিক তোমাদেরও
তিনিই যে দেন
সবকিছু দেখেন তিনি
শুনিয়া থাকেন ॥

৬১. জিজ্ঞাসা তুমি যদি
করো তাদেরে
আসমান ও জমিন-কে
সৃষ্টি করে
কার দ্বারা চাঁদ আর
সূর্য্য ঘোরে ?
অবশ্যই আল্লাহ্‌
বলিবে তারা
তাহলে চলিছ কোথায়
পাগলপারা ?

৬২. সততই আল্লাহ্‌ তিনি
তাঁর বান্দার
রিযিক বাড়িয়ে দেন
ইচ্ছা যাহার
সীমিতও করেন তিনি
ইচ্ছায়ই তাঁর ॥
আল্লাহ্‌র জানা রয়
সকল বিষয়
সকল কিছুই তাঁর
গোচরেই রয় ॥

৬৩. জিজ্ঞাসা কর যদি
তাদের এমন
আসমান হতে কে
করে বর্ষণ;
মৃত থাকা জমীন কার
জীবিত করা ?
আল্লাহ্‌ অবশ্যই
বলিবে ওরা ॥
বল তুমি, প্রশংসা
সবই আল্লাহ্‌র
কিন্তু অধিক তাদের
বোঝে নাকো তার ॥

রুকু-৭

৬৪. দুনিয়ার জীবনের
এই যে বিষয়
খেলাধুলা ছাড়া আর
কোন কিছু নয় ॥
বস্তুতঃ আখেরাতেই
প্রকৃত জীবন
এই কথা যদি তারা
বুঝিত তেমন ॥

৬৫. আরোহন যখন তারা
করে নৌযানে
আল্লাহ্‌কে ডাকিয়া চলে

কায়মন-প্রাণে ॥
উদ্ধার করেন তিনি
ডাঙ্গায় নিয়া
অমনি তারা চলে
শেরেক করিয়া ॥
৬৬. ইহাতে তারা সব
দান যে আমার
এভাবেই সবকিছু
করে অস্বীকার ॥
ভোগ ও বিলাসে তারা
মত্ত থাকিয়া
অচিরেই তারা সব
জানিবে গিয়া ॥
৬৭. এর প্রতি লক্ষ্য কি
করে না ওরা
হরমকে নিরাপদ
আশ্রয় করা ?
অথচ আশেপাশে
লোকদের উপরে
অতর্কিতে কিভাবে সব
হামলা করে ॥
অসত্যেই বিশ্বাস তবু
করিবে কি তারা
আল্লাহ্‌র নিয়ামতে
না-শোকর যারা ?
৬৮. আল্লাহ্‌কে নিয়ে যে
মিথ্যা গড়ে
সত্য আসার পরেও
অস্বীকার করে
তার চেয়ে জালিম
কে আর উপরে ?
এইরূপ কাফের সব
যাহারাই রয়
তাদের আবাস কি
জাহান্নাম-ই নয় ?
৬৯. আত্মনিয়োগ যারা
মোর সাধনায়
অবশ্যই মোর পথে
চালাবো সেথায় ॥
সৎ কর্ম নিয়ে
যারা সব আছে
নিশ্চই আল্লাহ্‌ হন
তাহাদের কাছে ॥

---

৩০. সূরা রোম
মক্কায় ঃ আয়াত ৬০ ঃ রুকু ৬

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্‌র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-মীম
ওই রোমক যারা
২. সেখানে পরাজিত
হয়ে গেল তারা ॥
৩. নিকটের এলাকায়
হারিবার পর
বিজয়ী হবে তারা
অতি সত্বর
৪. লাগিবে তাহাদের
কয়েকটি বছর ॥
সামনে ও পিছনে সব
আল্লাহ্‌রই হাতে
মুমিনেরা সেদিন রবে
খুশির সাথে ॥
৫. সাহায্য পেয়ে যাবে
তারা আল্লাহ্‌র
করেন সাহায্য তিনি
ইচ্ছা যাহার
পরাক্রমশালী তিনি
জ্ঞানের আধার ॥

৬. আল্লাহ্‌র ওয়াদা এটা
এভাবেই রয়
তাহার খেলাপ তাঁর
কখনো না হয়
অধিক মানুষেরই
তাহা জানা নয় ॥

৭. বাহ্যিক রূপ তারা
পার্থিব জীবনে
মাত্র সেটুকুই শুধু
তারা সব জানে
আখেরাতে বেখবর
তারা সেখানে ॥

৮. তারা কি এই কথা
ভাবে না মনে
আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা
এই কারণে;
আকাশ ও পৃথিবী
সৃষ্টি যে তাঁর
উভয়ের মাঝে রহে
যতকিছু আর
সবকিছু করা তাঁর
নিপুণ করে
শুধু এক নির্ধারিত
সময়ের তরে ॥
কিন্তু অনেক এমন
মানুষ যারা
রবের সাক্ষাৎ হবে
মানে না তারা ॥

৯. তবে কি তারা সব
রয়েছে এমন
পৃথিবীতে কখনো
করে না ভ্রমণ ?
দেখিতো তারা যদি
ভ্রমণ করিয়া
অতীতের ভয়াবহ
পরিণাম নিয়া
পূর্বের লোকেরা সব
গেছে চলিয়া ॥
শক্তিতে ছিল তারা
কত যে প্রবল
জমিতে চাষাবাদ
করিত সকল ॥
আবাদ করেছিল যাহা
তারা পরিমাণে
এদের চেয়ে বেশী
ছিল সেখানে ॥
গিয়েছিল তাদের কাছে
রাসুলগণ
সাথে নিয়েছিল তারা
কত নিদর্শন ॥
জুলুম আল্লাহ্ করেন
এমন তো নয়
নিজেরই উপরে জুলুম
তাহাদের রয় ॥

১০. মন্দ কাজ সব
করেছিল যারা
মন্দ প্রতিফলই
পেয়েছে তারা ॥
আল্লাহ্‌র আয়াতে তারা
করে অস্বীকার
তাহা নিয়ে করিত যে
বিদ্রুপও আর ॥

রুকু-২

১১. সৃষ্টির সূচনা করেন
আল্লাহ্ হেথায়
সৃষ্টিও করিবেন
তিনি পুনরায়
তোমরা ফিরেও যাবে
তাঁরই সেথায় ॥

১২. যেদিন কিয়ামত
যাবে আসিয়া
পাপীরা যাবে সব
হতাশ হইয়া ॥

১৩. দেব-দেবী আসিবেনা

সুপারিশে তার
নিজেরাই করিবে সব
তাহা অস্বীকার ॥
১৪. কিয়ামত যেদিন হবে
সংঘটিত
মানুষ পৃথক হয়ে
হবে উপনীত ॥
১৫. সৎকাজ করেছে যারা
ঈমান আনিয়া
আনন্দে রইবে তারা
জান্নাতে গিয়া ॥
১৬. কুফরি করেছে যারা
মানেনি আয়াত
অস্বীকার করেছিলো
মোর সাক্ষাৎ ॥
আখেরাত ব্যাপারেও
মানেনি তারা
রাখা হবে তাহাদের
আজাব দ্বারা ॥
১৭. পবিত্রতা-মহিমা
গাও আল্লাহ্‌র
সকালে ও সন্ধ্যায়
তোমরা তাঁহার ॥
১৮. বিকাল বেলায়ও আর
দুপুর বেলায়
প্রশংসা ভূ-গগনে
তাঁরই রয়ে যায় ॥
১৯. মৃত হতে জীবিতকে
বাহির করান
জীবিতকে তিনিই করেন
মরণ প্রদান ॥
শুষ্ক জমিন যখন
যায় মরিয়া
পুনরায় থাকেন তিনি
জীবন দিয়া ॥
এমনি করিয়া তখন
তিনি তোমাদেরে
আবার আনিবেন সবার
বাহির করে ॥

রুকু-৩

২০. অন্যতম তাঁর হলো
এই নিদর্শন
মাটি হতে তোমরা
সৃষ্টি যেমন
সর্বত্র ছড়িয়ে আছ
তোমরা এখন ॥
২১. আরো এক নিদর্শন
হলো তাহারা
তোমাদের থেকে হলো
নারী জাতি যারা ॥
প্রশান্তি লাভ কর
তোমরা যেথায়
ভালোবাসা তোমাদের
মাঝে রয়ে যায় ॥
নিদর্শন আছে এতে
তাহাদের তরে
গভীরভাবে যাহারা
চিন্তা করে ॥
২২. রয়েছে আরো তাঁর
এই নিদর্শন
আসমান ও জমিন তাঁর
কিরূপে সৃজন ॥
ভাষা ও বর্ণ কত
বৈচিত্র্যময়
জ্ঞানীদের জন্য এতে
নিদর্শন রয় ॥
২৩. নিদর্শন রয়েছে আরো
রাত-দিন তাঁর
তোমাদের নিদ্রা-তাঁর
দয়াও খুঁজিবার ॥
তাদেরই জন্য আছে
কত নিদর্শন
মনোযোগ দিয়ে করে
যাহারা শ্রবণ ॥

২৪. এভাবেও নিদর্শন তিনি
থাকেন দেখিয়ে
বিদ্যুৎ চমকের সাথে
ভয় কিছু দিয়ে ॥
তোমাদেরে আশাও তিনি
করেন প্রদান
আকাশ হতে আরো
পানি বর্ষান ॥
তাহা দিয়ে তারপর
ভূমিকে সেথায়
জীবিত করেন ভূমি
তিনি পুনরায় ॥
নিদর্শন রয়েছে বড়
এতে নিশ্চয়
বুঝিবার ক্ষমতা শুধু
যাহাদের রয় ॥

২৫. নিদর্শন এটাও তাঁর
বড় অবদান
আসমান ও জমিন রহে
দণ্ডায়মান ॥
বলিবেন সবার যখন
ডাক তিনি দিয়ে
মাটি হতে তোমরা
আসিবে বেরিয়ে ॥

২৬. আকাশ-পৃথিবী তাঁর
সৃষ্টি যত
সবকিছু রহিয়াছে
তাঁর অনুগত ॥

২৭. সৃষ্টির সূচনা করেন
তিনিই হেথায়
সৃষ্টি করিবেন তাহা
তিনি পুনরায় ॥
খুবই সহজ এমন
করিতে তাঁহার
আসমান জমিনে তিনি
উপরে সবার ॥
পরাক্রমশালী হন
তিনি অতিশয়
তিনিই বিশাল আরো
প্রজ্ঞা তাঁর রয় ॥

রুকু-৪

২৮. তোমাদেরই মধ্য হতে
তোমাদের তরে
দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ দিলেন
বর্ণনা করে ॥
তোমাদেরে আছে যাহা
প্রদান আমার
সেথা কি দাস-দাসী
রহে অংশীদার
তোমরা-ও তারা সেথা
সমান তাহার ?
তোমরা কি তাদের কর
সেইরূপ ভয়
নিজেদের লোকের প্রতি
যেইরূপ রয় ?
তাদেরই জন্য যারা
জ্ঞানী লোকজন
বর্ণনা করা হলো
এত নিদর্শন ॥

২৯. অজ্ঞতা নিয়ে আছে
জালিম যারা
নিজেদের প্রবৃত্তি সব
মেনে চলে তারা ॥
সৎপথে চালাবে বলো
কে আর তাকে
যে পথ আল্লাহ্‌র দ্বারা
ভ্রষ্ট থাকে
সাহায্য করিবে আরো
ক্ষমতা রাখে ?

৩০. সুতরাং নিবিষ্ট মনে
থাকো তুমি তাই
নিজের ধর্মের মতে
এরূপে সদাই ॥
এইটাই প্রকৃতি যাহা

রহে আল্লাহ্‌র
মানব সৃষ্টি হলো
উপরে যাহার ॥
সৃষ্টিতে নাই কোনো
পরিবর্তন
সরল-সঠিক তাঁর
ধর্ম এমন
অধিক মানুষ হেথায়
অজ্ঞ তেমন ॥

৩১. দ্বীনকে কায়েম রাখ
বিশুদ্ধ মনে
নিয়োজিত থাক সদা
আল্লাহ্‌ স্মরণে ॥
ছালাত কায়েম রাখ
ভয় করে চলে
শামিল হয়ো না কভু
মুশরিক দলে ॥

৩২. নিজেদের ধর্মকে
ভেঙে-চুরে দিয়ে
বিভক্ত থাকে তারা
নিজ মত নিয়ে ॥
প্রতিটি দল নিজ
সুবিধার মতে
আনন্দিত গর্বিত
নিজেদেরই পথে ॥

৩৩. কষ্ট ও দুঃখ আসে
মানুষের যখন
মন দিয়ে আল্লাহ্‌কে
ডাকে সে তখন ॥
অতঃপর রহ্‌মত
পাবার পরে
একদল রবের সাথে
শরিক করে ॥

৩৪. মোর হতে দান কিছু
তাহারা পেলে
সাথে-সাথে তাহাদের
নাশোকরী চলে ॥
সুতরাং ভোগ কর
কিছুটা সময়
অচিরেই তোমাদের
জনিবার রয় ॥

৩৫. আমার তরফ হতে
তাহাদের কাছে
এমনকি দলিল কোন
নাযিল আছে ?
এমন কিছু কি বলা
আছে যাহাতে
শরিক বানাতে হবে
আমার সাথে ?

৩৬. মানুষে যখন মোর
রহ্‌মত রয়
তখন তারা তাতে
আনন্দিত হয় ॥
আর যদি তাহাদের
কর্মের কারণ
আসিলে যদি কোন
বিপদ তেমন
নিরাশ হয়ে পড়ে
তাহারা তখন ॥

৩৭. দেখে নাকি আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা যারে
বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেন
রিযিক তারে ॥
নিদর্শন এতেও আছে
কিছু পরিমাণ
ঈমান পূর্ণ যাদের
যারা পুণ্যবান ॥

৩৮. আত্মীয়-স্বজনকে তার
হক দিয়ে দাও
মিসকিন ও মুসাফির
রয়েছে যারাও ॥
আল্লাহ্‌র খুশি যারা
কামনা করে
উত্তম কাজ এটা
তাহাদের তরে
প্রকৃত সফলতা

তাহারাই ধরে ॥

৩৯. তোমাদের সম্পদ
বৃদ্ধি করিতে
ধন খাটাও আশায়
সুদ যাহা নিতে ॥
সেইরূপ মানুষের
আশা রয়ে যায়
বাড়েনা আল্লাহ্‌র কাছে
কভুও সেথায় ॥
আল্লাহ্‌কে বরং খুশি
করিতে যাহা
যাকাত হিসাবে কিছু
দিয়ে থাক তাহা ॥
আল্লাহ্‌র নিকটে এমন
তাহা নিশ্চয়
দ্বিগুণরূপে সেটা
বর্ধিত হয় ॥

৪০. সে মহান সত্ত্বা
আল্লাহ্‌ই তিনি
তোমাদেরে সৃষ্টি
করেছেন যিনি ॥
রিজিক তোমাদের
তিনি দিয়েছেন
তিনিই তোমাদেরে
মৃত্যু দিবেন ॥
তিনিই তোমাদেরে
আবার পরে
উঠাবেন একদিন
জীবিত করে ॥
তোমাদের শরিকেরা
কেহ কি তেমন
পারে-কি একটি কাজ
করিতে এমন ?
তাহাদের শরিকেরা
যতো কয়খান
সবচেয়ে আল্লাহ্‌
পবিত্র মহান ॥

রুকু-৫

৪১. ভূমিতে ও পানিতে
সব জায়গায়
মানুষেরা কু-কাজের
অশান্তি ছড়ায় ॥
যেইরূপ কাজ তারা
থাকে করিতে
আল্লাহ্‌ চান ফলে
শাস্তি দিতে ॥
যাতে তারা সেথা হতে
শিক্ষা নিয়া
সৎপথে যেন তাই
আসে ফিরিয়া ॥

৪২. তোমরা কর-বল
পৃথিবী ভ্রমণ
অতীতে গত সব
হয়েছে কেমন ॥
পরিণাম হয়েছিল
কি তাহাদের
অধিকেই মুশরিক
ছিল যাহাদের ॥

৪৩. সেই দ্বীনে থাক তুমি
সত্য সরল
সেথায় থাকো আরো
তুমি অবিচল ॥
আসিবার আগে সেই
দিন যা এমন
আল্লাহ্‌ হতে ফিরানো
হবেনা যখন
মানুষ বিভক্ত হয়ে
পড়িবে তখন ॥

৪৪. তাইতো যে লোক
কুফরী করে
কুফরীর শাস্তি রবে
তার উপরে ॥
যেই লোক সৎকাজ
যাবে করিয়া

নিজের-ই উপকার
করিবে গিয়া ॥
৪৫. ঈমান আনিয়া যারা
সৎ কাজে রবে
স্বয়ং আল্লাহ্‌র দ্বারা
পুরস্কৃত হবে
কাফেরকে তিনি ভালো
বাসেন না-তবে ॥
৪৬. অনেক মাঝে তাঁর
এক নিদর্শন
বাতাস করে শুভ
সংবাদ বহন
তাঁহার দয়ার স্বাদ
দিতে চান যখন ॥
তাঁহারই নির্দেশে
নৌযান চলে
তাঁর দেয়া জীবিকা
খুঁজিবে বলে
তোমরা শোকর যেন
কর তাহলে ॥
৪৭. তোমার আগেও রাসুল
করিয়াছি প্রেরণ
নিজ-নিজ কওমে তারা
করে আগমন
সাথে করে নিয়ে আসে
যত নিদর্শন ॥
শাস্তি দিয়েছি পরে
পাপীদের সবার
মুমিনের সাহায্য করা
দায়িত্ব আমার ॥
৪৮. তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি
বাতাস পাঠান
মেঘরাশি বায়ু দ্বারা
তিনিই চালান ॥
অতঃপর আকাশে দেন
মেঘ ছড়িয়ে
আবার কখনও দেন
খণ্ড করিয়ে ॥

দেখিতে পাও তুমি
আবার তখন
বৃষ্টির ধারা আসে
বেরিয়ে কেমন ॥
যখন তিনি বান্দার
দেন পৌঁছিয়ে
তাহারা তখন থাকে
আনন্দ নিয়ে ॥
৪৯. বৃষ্টি আসিবার
পূর্বে সেথায়
তারাসব যদিও
ছিল নিরাশায় ॥
৫০. ভেবে দেখ আল্লাহ্‌র
রহ্‌মত এমন
মৃত মাটিকে দেন
জীবন কেমন ॥
নিশ্চই মৃতকে করেন
জীবন প্রদান
সবার উপরেই তিনি
বড় শক্তিমান ॥
৫১. আর যদি বায়ু আমি
পাঠাই তেমন
হলুদ শষ্য দেখ
তাহার কারণ
অবশ্যই নাশোকরী
করিবে তখন ॥
৫২. তোমার আহ্বানে
দেবে না সাড়া
মৃত ও বধির লোক
আছে যাহারা
পৃষ্ঠ দেখিয়ে সব
চলে যায় তারা ॥
৫৩. দৃষ্টি অন্ধ সেথায়
রয়েছে যাদের
পারিবে না ঠিকপথ
দেখাতে তাদের ॥
তাদেরই পারো শুধু
তুমি শোনাতে

ঈমান রাখে যারা
মোর আয়াতে
মান্যও করিয়া চলে
তারা সেই সাথে ॥

রুকু-৬

৫৪. তিনিই আল্লাহ্ এমন
যিনি তোমাদেরে
সৃষ্টি করেন তিনি
দুর্বল করে ॥
দূর্বল পরে তিনি
শক্তি দিয়া
তারপরে পুনরায়
দূর্বল করিয়া;
অবশেষে করেন তিনি
বার্ধক্য প্রদান
সবই জানেন তিনি
বড় শক্তিমান ॥

৫৫. যেইদিন কিয়ামত
ঘটিয়া যাবে
পাপীরা সবাই তখন
কসম খাবে ॥
মুহূর্তকালের মতো
সেখানে কাটায়
তবুও বিপরীত পথে
চলিত সেথায় ॥

৫৬. জ্ঞান ও ঈমান সব
পাইয়াছে যারা
তখন এইরূপ কথা
বলিবে তারা;
তোমরা তো আল্লাহ্র
ছিল যা বিধান
সেইমতে করেছিলে
সেথা অবস্থান ॥
কিয়ামত দিন তক্
বিধান যাহা
কিয়ামত এই দিন
জানিতে না তাহা ॥

৫৭. সেই দিন জালিমের
আপত্তি বাহানা
উপকারে তাহাদের
কোন আসিবে না ॥
সুযোগ তাদের দেয়া
হবেনা সেথায়
তওবা ও আল্লাহ্র খুশি
পেতে পুনরায় ॥

৫৮. বর্ণনা করেছি আমি
এই কোরআনে
মানুষের জন্য সব
উপমা সেখানে ॥
আসো যদি নিকটে
নিদর্শন নিয়ে
তবু সেথা কাফেরেরা
বলিবে গিয়ে;
তোমাদের মিথ্যা ছাড়া
আর কিছু নয়

৫৯. আল্লাহ্র মোহর মারা
এরকমই রয়
জ্ঞান ছাড়া রহিয়াছে
যাদের হৃদয় ॥

৬০. অতএব তুমি কর
ধৈর্য্য ধারণ
আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি
সত্য যখন ॥
গভীর বিশ্বাসী তাই
নয় যাহারা
বিচলিত করিতে যেন
পারেনা তারা ॥

---

৩১. সূরা লোকমান
মক্কায় ঃ আয়াত ৩৪ ঃ রুকু ৪

আল্লাহ্‌র নাম মোর
শুরুতেই রয়
করুণার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. আলিফ-লাম-মীম
২. ইহাও এক আয়াত
হেকমতে ভরা এই
কিতাব সঞ্জাত ॥
৩. হেদায়েত ও রহ্‌মত
তাহাদের তরে
সৎকাজ যেইসব
লোকেরা করে ॥
৪. কায়েম করে চলে
যাহারা ছালাত
তৎসহ প্রদানও
করিয়া যাকাত
গভীর বিশ্বাসও যারা
করে আখেরাত ॥
৫. নিজ রব থেকে যাহা
হলো আগত
হেদায়েতে রয় যারা
তাহারা যত
সফলকামী তাহারাই
হয় প্রকৃত ॥
৬. মানুষের মাঝে রয়
কিছু লোক যারা
আল্লাহ্‌র পথ হতে
সরাতে তারা;
নিয়ে তারা নিজেদের
যত অজ্ঞতা
সংগ্রহ করা কিছু
বানোয়াট কথা;
সেইসব অবান্তর
কথা তারা দিয়ে
আল্লাহ্‌র পথ রাখে
ফাল্‌তু বানিয়ে ॥
এইরূপ অভ্যাস
রয়েছে যাদের
রাখা আছে অপমান
শাস্তি তাদের ॥
৭. আমার আয়াত হয়
পঠিত যখন
দম্ভে মুখ তারা
ফিরায় এমন
কিছুই তারা যেন
করেনি শ্রবণ ॥
যেন তার দুই কানে
বধিরতা আছে
আযাবের সংবাদ
দাও তার কাছে ॥
৮. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
জান্নাত রহিয়াছে
তাহাদের তরে
৯. সেখানে রইবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র
সত্যই রয়
পরাক্রমশালী বড়
তিনি প্রজ্ঞাময় ॥
১০. থাম্‌ বিনা আসমান
সৃষ্টি তাঁহার
তোমরা সকল সময়
দেখে থাকো যার ॥
করেছেন পর্বত
পৃথিবীর উপরে
তোমাদের নিয়ে যাতে
ঢলে না পড়ে
বিভিন্ন জন্তু দিলেন
তৈরী করে ॥

আসমান হতে আমি
পানি ঝরিয়ে
পৃথিবীকে ভরিলাম
উদ্ভিদ দিয়ে ॥

১১. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল
এইসব করা
দেখাও সৃষ্টি কি-সব
করিয়াছে তারা
ভ্রষ্ট পথের উপর
জালিম যারা ॥

রুকু-২

১২. জ্ঞান দিয়াছি আমি
লোকমান যাকে
আল্লাহ্‌র শোকর সে
করিতে থাকে ॥
বস্তুতঃ যেই লোক
শোকর করে
করিবেতো সে তাহার
নিজেরই তরে ॥
যেই লোক নাশোকরী
করিবে যে আর
নিজেরই ক্ষতি সে
করিবে তাহার ॥
কেননা আল্লাহ্‌র
অভাব কিছু নাই
সব গুণে গুণান্বিত
তিনি যে সদাই ॥

১৩. নিজের পুত্রকে
বলে লোকমান
উপদেশ তাহাকে
করিয়া প্রদান;
শরিক করো না কভু
আল্লাহ্‌র সাথে
নিশ্চই মহাপাপ
আছে তাহাতে ॥

১৪. মানুষকে নির্দেশ
দিয়াছি যে আর
পিতা-মাতা সাথে কর
সদ্ব্যবহার ॥
অনেক কষ্টে মাতার
গর্ভে ধারণ
দু'বছরে দুধ হয়
ছাড়ানো তখন ॥
শোকর গুজারী কর
তাইতো আমার
তৎসহ মাতা-পিতা
যাহারা তোমার
মোর কাছে ফিরিয়া
আসিবে আবার ॥

১৫. মাতা-পিতা তোমায় যদি
থাকে চাপ দিতে
আমার সাথে কারো
শরিক করিতে;
যাকে নিয়ে তোমার কোন
নেই ধারণা
কাজেই তাদের কথা
মানিতে পার না ॥
এরকম হলে পরে
তুমি দুনিয়াতে
সদ্ভাবে বাস কর
তাহাদের সাথে ॥
আর যারা অভিমুখী
হয়েছে আমার
তাদের অনুসারী
হয়ে যাবে আর ॥
ফিরিয়া আমার কাছে
আসিবে যখন
কি কাজ করিতে সেথা
জানাবো তখন ॥

১৬. হে বৎস কিছু যদি
দানা পরিমাণ
আকৃতি যার আছে
শষ্য সমান;
পাথরের মধ্যে বা

রহে আসমানে
অথবা ভূ-গর্ভের
যদি মাঝখানে ॥
তবুও আল্লাহ্ তাহা
হাজির করিবেন
সবই সূক্ষ্ম খবর
আল্লাহ্ রাখেন ॥

১৭. নামাজ পড় ; সৎকাজে
নির্দেশ দিয়া
মন্দ কাজ হতে
বিরত রাখিয়া ॥
বিপদ যদি আসে
তোমার উপরে
ধৈর্য্য সেথায় রাখ
ধারণ করে ॥
ইহা হলো এমন এক
কাজ নিশ্চয়
দারুণ সাহস এতে
প্রয়োজন হয় ॥

১৮. অবজ্ঞা কোরো-না মানুষকে
অহংকার করে
বিচরণ কোরো-না আরো
গর্বভরে ॥
তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র
ভালোবাসা নাই
দাম্ভিক ও উদ্ধত
হয় যাহারাই ॥

১৯. সংযত রাখিও তোমার
চলন-বলন
মাঝের পন্থা কর
অবলম্বন ॥
নীচু করে রাখিও
কণ্ঠের স্বর
গাধার আওয়াজ বেশী
অপ্রীতিকর ॥

রুকু-৩

২০. দেখ নাকি যা কিছু
জমীন-আসমানে
নিয়োজিত আল্লাহ্‌র
সর্বখানে ॥
গোপন ও প্রকাশ্য
নেয়ামত তাঁর
তোমাদের দিয়েছেন
দান যে অপার ?
মানুষের মাঝে কিছু
এইরূপ যারা
তর্ক করে চলে
কোন জ্ঞান ছাড়া ॥
নাই কোন নির্দেশ
সঠিক পথের
উল্লেখ ছাড়া কোন
উজ্জ্বল কিতাবের ॥

২১. তাদেরে বলা হয়
যখন ডাকিয়া
আল্লাহ্‌র নাযিল যাহা
চল মানিয়া ॥
তারা বলে মানিয়া
চলিব তাহা
বাপ-দাদাদের থেকে
পেয়েছি যাহা ॥
যদিও জাহান্নামে
ডাকে শয়তানে
তবুও যাবে কি তারা
আযাবের পানে ?

২২. সৎকাজ করিয়া যে
আল্লাহ্‌কে ডাকে
মজবুত হাত লয়ে
ধরিয়া রাখে ॥
সকল কাজের যাহা
পরিণাম আছে
সবকিছু পৌঁছাবে
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

২৩. যদি কেহ কুফরী
করিয়া থাকে

তাহা যেন চিন্তিত
করেনা তোমাকে ॥
আসিবে ফিরে তারা
আমারই কাছে
জানাবো কেমন কাজ
তারা করিয়াছে ॥
রহিয়াছে যাহা কিছু
কারো অন্তরে
নিশ্চই আছে তাহা
আল্লাহ্‌র গোচরে ॥

২৪. কম সময় দেব
ভোগ করিতে
কঠিন শাস্তি পরে
থাকিব দিতে ॥

২৫. দেখ যদি তাহাদের
জিজ্ঞাসা করিয়া
আসমান ও জমিন-কে
রাখে বানাইয়া ?
আল্লাহ্‌ অবশ্যই
বলিবে ওরা
উচিৎ বল-প্রশংসা
আল্লাহ্‌রই করা
কিন্তু অধিকেই তাদের
জানেনা যারা ॥

২৬. আসমান ও জমিনের
যতকিছু আর
সকল কিছুই রহে
এক আল্লাহ্‌র ॥
আল্লাহ্‌র কোন কিছু
অভাব নাই
সব গুণে-গুণ তাঁর
রয়েছে সদাই ॥

২৭. পৃথিবীর গাছ যদি
কলম সব হয়
আর যত সমুদ্র আরো
পৃথিবীতে রয়;
সাতটি সমুদ্র আরো
যোগ করিয়া
ওই পরিমান যদি
কালি বানাইয়া;
আল্লাহ্‌র বাণীগুলি
লিখা হয় কভূ
আল্লাহ্‌র বাণী শেষ
হবেনা তবু ॥
পরাক্রমশালী এক
তিনি নিশ্চয়
আল্লাহ্‌ আছেন তিনি
বড় প্রজ্ঞাময় ॥

২৮. তোমাদের সৃষ্টি আর
পুনরুত্থান
একটি মাত্র যেন
প্রাণীর সমান
যেমন সৃষ্টি ও পুনঃ
জীবন প্রদান ॥
নিশ্চই আল্লাহ্‌
সবকিছু দেখেন
এবং সবকিছু তিনি
শুনিয়া থাকেন ॥

২৯. আল্লাহ্‌ ঢুকান রাত
দিনের ভিতরে
দিনকে রাতের মাঝে
দেন আরো ভরে ॥
এইসব তুমি কি
দেখে থাকো না যে
সূর্য ও চাঁদকে তিনি
রেখেছেন কাজে ?
রহিয়াছে তাহারা
সদা নিয়োজিত
চলিবে একটি সময়
নির্ধারিত ॥
তোমরা কাজ কর
সবাই যাহা
আল্লাহ্‌ সবকিছু
জানেন তাহা ॥

৩০. আল্লাহ্‌ই সত্য এক
ইহাই প্রমাণ

ডাকো যাকে তাঁকে বিনা
মিথ্যা সমান ॥
উচ্চ মর্যাদাশালী
তিনি নিশ্চয়
আল্লাহ্ মহান আরো
বড় অতিশয় ॥

রুকু-৪

৩১. দেখ নাকি নৌযান
আল্লাহ্‌র দয়ায়
সমুদ্রে চলাচল
করে যে সেথায় ?
দেখাতে চান যেন
তিনি তোমাদেরে
কিছু তাঁর নিদর্শন
এমনি করে ?
নিদর্শন ইহাতে
আছে নিশ্চয়
যে লোকের ধৈর্য্য ও
কৃতজ্ঞতা রয় ॥
৩২. তরঙ্গ ঘিরে ফেলে
তাদের যখন
কায়মনে আল্লাহ্‌কে
ডাকে যে তখন ॥
আল্লাহ্‌র দ্বারা পরে
উদ্ধার হলে
অল্পই তাদের কিছু
সৎপথে চলে ॥
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী
অকৃতজ্ঞ আর
আমার নিদর্শনে
করে অস্বীকার ॥
৩৩. হে মানব তোমাদের
রবে কর ভয়
এবং ভয় যেন
সেদিনের রয় ॥
পারিবেনা করিতে যেদিন
কোন উপকার
পরস্পরে পিতা ও
সন্তান তার ॥
আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি
যাহা কিছু রয়
সবকিছূ সত্য জেন
হবে নিশ্চয় ॥
সুতরাং পার্থিব এই
জীবন যেন
তোমাদের ধোঁকায় কভু
ফেলে না কোন ॥
প্রতারক শয়তান
যেন তোমাদেরে
প্রতারিত আল্লাহ্‌কে
নিয়ে না করে ॥
৩৪. কিয়ামত নিয়ে জ্ঞান
যত কিছু আছে
সবই রয়েছে তাহা
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
তিনিই আকাশ হতে
বৃষ্টি ঝরান
যা আছে গর্ভাধারে
আছে তাঁর জ্ঞান ॥
কেহই জানে না কাল
কি উপার্জন
জানেনা কোথায় হবে
মৃত্যুবরণ ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্
সবকিছু জানেন
এবং সকল খবর
তিনিই রাখেন ॥

---

৩২. সূরা সাজ্‌দা
মক্কায় ঃ আয়াত ৩০ ঃ রুকু ৩

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুণায় ॥

রুকু-১

১. আলিফ লাম মীম
২. সন্দেহ নাই এ বিষয়
বিশ্বের পালক হতে
এ কিতাব রয় ॥
৩. বানোয়াট এমন সব
বলে অযথা
এইসব নাকি তার
রচনার কথা ?
বরং এটা তো হলো
এমন এক সত্য
তোমার রবের হতে
হলো আগত ॥
সতর্ক করিতে যাতে
পার তাহাদের
সতর্ককারী আগে
যায়নি যাদের ॥
হেদায়েত কখনো
পায়নি যারা
হয়তোবা সৎপথে
আসিবে তারা ॥
৪. আল্লাহ্‌ই সে মহান
সত্ত্বা যাঁহার
আসমান ও জমিন হোলো
সৃষ্টি যে তাঁর
উভয়ের মাঝে যাহা
সবকিছু আর ॥
তৈরী করেন সব
ছ'সময় ধরে
অতঃপর সমাসীন
আরশের উপরে ॥
রক্ষক তোমাদের
নাই আর কোন
সাহায্যও করিতে আর
কেহ নাই জেন ॥
তবুও কি তোমরা
রয়েছ এমন
উপদেশ কখনো
করিবে না গ্রহণ ?
৫. আসমান ও জমিনের
সর্ব বিষয়
সবকিছু চালনা
তাঁর দ্বারা হয় ॥
যেই দিন তাঁর কাছে
পৌঁছাবে সেথায়
তোমাদের হাজার হবে
বছর গণনায় ॥
৬. সকল কিছুতেই তাঁর
রহিয়াছে জ্ঞান
অদৃশ্য সকল কিছু
আরো দৃশ্যমান ॥
পরাক্রমশালী এক
তিনি নিশ্চয়
পরম দয়ালুও তিনি
হন অতিশয় ॥
৭. সুন্দর করে তাঁর
প্রতিটি সৃজন
মানবের সূচনা
কাদায় যেমন ॥
৮. নগণ্য পানি থেকে
তিনি অতঃপর
সৃষ্টি করেন তাদের
যত বংশধর ॥
৯. অতঃপর তিনি তাকে
সুঠাম করিয়া
তার মাঝে রুহ দেন
সঞ্চারিয়া ॥

চোখ-কান-অন্তর
করিলেন দান
যদিও শোকর কর
কম পরিমাণ ॥

১০. তারা বলে মিশে যাবো
মাটিতে মোরা
কিভাবে আবার হবে
সৃষ্টি করা ?
বস্তুতঃ রবের দেখা
মানে না তারা ॥

১১. বলে দাও ফেরেশতা
নিয়োজিত তাঁর
তোমাদের করিতে
প্রাণ সংহার
রবের কাছে ফিরানো
হবে যে সবার ॥

রুকু-২

১২. আর যদি দেখিতে
পাপীরা যত
বলিতে থাকিবে, করে
মাথা অবনত ॥
হে মোদের রব মোরা
দেখিলাম এখন
সবকিছু এখানেতে
করিলাম শ্রবণ ॥
অতএব পাঠিয়ে মোদের
দিন পুনরায়
সৎকাজ করিব সব
আমরা সেথায়
বিশ্বাস আমাদের
দৃঢ় হয়ে যায় ॥

১৩. আমার ইচ্ছা এমন
যদি থাকিত
সৎপথে সবাই হতো
পরিচালিত ॥
কিন্তু আমার ইহা
নির্ধারিত রয়
জাহান্নাম ভরিবোই
আমি নিশ্চয়
জ্বীন ও মানব যত
গুনাহ্‌গার রয় ॥

১৪. আজ এই দিনে তাই
তোমরা সকলে
আমার সাক্ষাৎ হবে
ভুলেছিলে বলে;
শাস্তির স্বাদ নাও
তোমরা এমন
তোমাদেরে ভুলিলাম
আমিও এখন ॥
অতএব যাহা কিছূ
তোমরা করিতে
অনন্ত আযাব এখন
থাকো তাই নিতে ॥

১৫. আমার আয়াতে রয়
ঈমান যাদের
স্মরণ করানো হয়
যখন তাদের;
সিজদায় তারা সব
লুটিয়ে পড়ে
রবের মহিমা তারা
ঘোষণা করে
অহংকার রাখেনা কেহ
তারা অন্তরে ॥

১৬. শয়ন হতে দেহ
পৃথক হয়ে যায়
রবকে ডাকে তারা
ভয়ে ও আশায়
প্রদত্ত রিযিক হতে
করে তারা ব্যয় ॥

১৭. কেহ তারা জানে না-কি
সামগ্রী এমন
লুকানো রয়েছে যাহা
জুড়াতে নয়ন
কর্মের প্রতিদান

কি পাবে তখন ?

১৮. একই সমান হয়
তারা কি তবে
মুমিন আর গুনাহ্গার
একরূপ হবে ?
উভয়ে এক তারা
কভুও না রবে ॥

১৯. ঈমানের সাথে রহে
সৎকাজ যাদের
আপ্যায়ন করিতে
রয়েছে তাদের
অনন্তকাল পাবে
জান্নাত বাসের ॥

২০. আর সব নাফরমানী
করিয়াছে যারা
দোজখেই বসবাস
করিবে তারা ॥
সেথা থেকে বের হতে
চাইবে যখন
ফিরিয়ে দেয়া হবে
তাদেরে তখন ॥
বলা হবে মিথ্যা
বলিতে যেমন
এখন স্বাদ নাও
তাহার কেমন ॥

২১. অল্প শাস্তি আমি
তাদেরে দিয়া
যাহাতে তারা সব
আসে ফিরিয়া
বিরাট শাস্তি যেটা
আসিবার আগে
অনুভব হৃদয়ে যেন
তাহাদের জাগে ॥

২২. তার চেয়ে জালিম বড়
কে আর এমন
করিয়ে দেয়া হয়
যাহাকে স্মরণ;
রবের আয়াত সকল
তাহাকে সেথায়
কিন্তু তাহা হতে
মুখ সে ফিরায়
অবশ্যই পাপীদের
শাস্তি রয়ে যায় ॥

রুকু-৩

২৩. দিয়েছি কিতাব এক
আমি মুসাকে
তোমার সন্দেহ যেন
তাহাতে না থাকে ॥
ইসরাইলীদের তরে
পাঠানো তাহা
আমার সঠিক পথ
দেখাতে যাহা ॥

২৪. তাদের হতে করেছি
নেতা মনোনীত
যারা মোর আদেশে
হেদায়েত করিতো ॥
তারা সব করেছিল
ধৈর্য্য-ধারণ
বিশ্বাস আয়াতে তারা
করিত তখন ॥

২৫. মতভেদ করিত সব
যাহা কিছু নিয়া
কিয়ামতে ফয়সালা রব
দিবেন করিয়া ॥

২৬. অতীতে ধ্বংস কত
হলো যাহারা
চলাচল সেথা দিয়ে
করে তাহারা ॥
এইসব দেখে তারা
কিছু কি বুঝে
তাই কি সঠিক পথ
পেল না খুঁজে ?
নিশ্চই এতে কতো
নিদর্শন রয়

তবুও কি তাহাদের
শুনিবার নয় ?

২৭. থাকেনা তাহারা কি
ইহা দেখিয়া
শুষ্ক জমিনে পানির
প্রবাহ দিয়া;
শষ্য তৈরী আমি
করি যে সেথায়
চতুষ্পদ প্রাণী আর
তাহারা তা খায়
তবে কি তারা সব
দেখে নাকো তায় ?

২৮. তারা বলে, ফয়সালা
কখন হবে
তোমরা সত্য কথা
বলো যদি তবে ?

২৯. ফয়সালা যেদিন বলো
হইবে প্রদান
কোন কাজে আসিবে না
কাফেরের ঈমান
হবেনা তাদের কোন
অবকাশ দান ॥

৩০. তাহাদের কোন কথা
শুনিওনা কানে
প্রতীক্ষা করে থাকো
তুমি সেখানে
তাহারাও রয় সেথা
প্রতীক্ষার পানে ॥

---

৩৩. সূরা আহ্যাব
মদীনায় ঃ আয়াত ৭৩ ঃ রুকু ৯

শুরু করি আল্লাহ্র
নাম আমি নিয়া
করুণার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. হে নবী-ভয় করে
চলো আল্লাহ্কে
শুনিওনা তাহাদের
কোন কথাকে
মুনাফেকদিগকে আর
কাফের যাকে ॥
আল্লাহ্র সকল কিছু
জানা নিশ্চয়
সীমাহীন জ্ঞানী আর
তিনি প্রজ্ঞাময় ॥

২. রব হতে তোমার কাছে
ওহী যাহা এলো
সেইমতো তুমি তাহা
মানিয়া চলো ॥
তোমরা যাহা কিছু
কর নিশ্চয়
সবকিছু আল্লাহ্র
গোচরেই রয় ॥

৩. আল্লাহ্র উপরে পারো
ভরসা রাখিতে
আল্লাহ্ই যথেষ্ট তিনি
কার্য করিতে ॥

৪. মানুষ সৃষ্টি এমন
নহে আল্লাহ্র
বুকের ভিতর দু'টি
হৃদয় যাহার ॥
স্ত্রীদিগের মাঝে
যাদের সাথে
যিহার তোমরা কেহ
করো যাহাতে ॥
তোমাদের জননী
হয়না তারা
পুত্রও করেননি, পালক
পুত্র যারা ॥
মাত্র মুখের কথা

তোমাদেরই রয়
আল্লাহ্‌রই কথা সদা
সত্য যে হয়
দেখান সরল-পথ
তিনি নিশ্চয় ॥

৫. তোমরা তাদের ডাকো
পিতার পরিচয়ে
আল্লাহ্‌র কাছে যায়
সঙ্গত রয়ে ॥
পিতার কোন পরিচয়
না জানিলে
ধর্মীয় ভাই বা
বন্ধু মানিলে;
ভুল-ত্রুটি এ বিষয়ে
করো যদি কোন
তোমাদের গুনাহ্‌ তাতে
হবেনা শোন ॥
অন্তরে ইচ্ছা হলে
তাতে গুনাহ্‌ হয়
আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও
পরম দয়াময় ॥

৬. মুমিনের কাছে হয়
নবী যে এমন
নিজেদের চেয়েও বেশী
প্রিয় একজন
নবীর স্ত্রীরা হবে
মায়ের মতন ॥
আত্মীয়-স্বজন তাদের
আছে যাহারা
আল্লাহ্‌র বিধানে নিকট
ওয়ারিশ তারা ॥
ঘনিষ্ঠ, মুমিন আর
মুহাজির হতে
দয়া যদি তোমরা
দেখাও ওতে;
দোস্ত ও বন্ধুদিগের
কিছু দিয়ে দাও
কিতাবেই এই কথা
লিখা আছে তাও ॥

৭. অঙ্গীকার আমি সেথা
করেছি গ্রহণ
তোমার কাছ হতে
নিয়েছি যেমন;
ইব্রাহিম, নূহ্‌ ও
ঈসার হোতে
মজবুত অঙ্গীকার
আরো সেই মতে;

৮. সত্যবাদীদেরকে যেন
জিজ্ঞাসা করেন
কাফেরের শাস্তি আরো
তিনি রেখেছেন ॥

রুকু-২

৯. মুমিন-আল্লাহ্‌র দয়া
কর যে স্মরণ
শত্রুর উপরে ঝড়
করিয়া প্রেরণ;
এমন এক বাহিনী
পাঠালাম যাদের
তোমরা দেখিতে কিছু
পাওনি তাদের ॥
তোমরা সকলেই
কর না যাহা
আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছু
দেখিছেন তাহা ॥

১০. উপর ও নীচ দিয়ে
তাহারা যখন
করেছিল তোমাদেরে
এমন আক্রমণ;
তোমাদের চোখ হলো
বিস্ফারিত ভয়ে
প্রাণ-ওষ্ঠাগত যেন
গিয়েছিল হয়ে ॥
আল্লাহ্‌কে নিয়ে সব
তোমরা তখন

বিরূপ ধারণা সেথা
করেছিলে পোষণ ॥

১১. মুমিনেরা হয়েছিল
পরীক্ষিত
ভীষণ হয়েছিল তারা
প্রকম্পিত ॥

১২. মুনাফেক ও রোগ ছিল
যাদের অন্তরে
বলেছিল তারা সব
এমনি করে ॥
আল্লাহ্ ও রাসুলের
ওয়াদা যাহা রয়
প্রতারণা ব্যতীত তাহা
আর কিছু নয় ॥

১৩. তাদের মাঝে যারা
একদল বলে
মদীনাবাসীরা যাও
ফিরে সকলে ॥
টিকিতে পারিবেনা
কেহ এখানে
একদল প্রার্থনা করে
নবীর পানে ॥
আমাদের বাড়িঘর
অরক্ষিত রয়
তাহারা বলিল যাহা
আসলে তা নয় ॥
হয়েছিল তাহারা
সেখানে এমন
করিতে চেয়েছিল
শুধু পলায়ন ॥

১৪. শত্রুরা নগরীতে
প্রবেশ করিয়া
থাকিত তাদের যদি
প্ররোচনা দিয়া
বিদ্রোহ তখনই সব
করিত গিয়া ॥

১৫. অঙ্গীকার আল্লাহ্তে
করেছিল তখন
কখনো করিবে না
পিছু প্রদর্শন ॥
আল্লাহ্র সাথে করা
যাহা অঙ্গীকার
জবাবদিহি করিতে
হইবে যে তার ॥

১৬. বলে দাও তাদেরে
তুমি এইক্ষণ
মৃত্য বা হত্যার ভয়ে
করে পলায়ন;
আসিবে না তোমাদের
কোন উপকারে
অল্পই ভোগ করা
দেয়া যেতে পারে ॥

১৭. আল্লাহ্র হতে কে-বল
পারে বাঁচাতে
করিবার ক্ষতি তাঁর
ইচ্ছা যাহাতে ?
অথবা কারো তিনি
দয়া দেখালে
রোধ করিতে কেহ
পারে তাহলে ?
বন্ধু কখনো তাই
পাবে না তারা
সাহায্যেও কেহ নাই
আল্লাহ্ ছাড়া ॥

১৮. অবশ্যই আল্লাহ্র
জানা তাহা রয়
যুদ্ধে যাইতে সব
কারা বাধা দেয় ॥
আমাদের কাছে এসো
ভাইদেরে বলে
খুবই কম তারা
যুদ্ধে চলে ॥

১৯. তোমাদের প্রতি থাকে
কুণ্ঠা নিয়ে
ভয়ের মাঝে যদি
পড়ে তারা গিয়ে;

অচেতন ব্যক্তি সম
চোখ উল্টিয়ে
দেখিবে তোমার দিকে
আছে তাকিয়ে ॥
অতঃপর যখন সেই
ভয় চলে যায়
ধনের লোভে বলে
তীব্র ভাষায় ॥
ঈমান আনেনি বলে
তাহারা সকল
আল্লাহ্‌ তাদের কাজ
করেন বিফল
আল্লাহ্‌র পক্ষে করা
সহজ সরল ॥

২০. ধারণা তারা সব
করে যে এমন
শত্রুবাহিনী চলে
যায়নি এখন ॥
অথবা এসে যদি
পড়ে পুনরায়
এইরূপ কামনা
তারা করে যায় ॥
কতই না ভালো যদি
ইহা হইত
মরুবাসী হতে তারা
সংবাদ নিত ॥
তোমাদের সাথে যদি
থাকিতও ওরা
অল্পই হইত তাদের
যুদ্ধ করা ॥

রুকু-৩

২১. তোমাদের মাঝে সেই
লোক তাহারা
আল্লাহ্‌ ও বিচারে ভয়
রাখে যাহারা;
আল্লাহ্‌কে বেশী করে
করে যে স্মরণ
রাসুলের মাঝে পাবে
আদর্শ তেমন ॥

২২. শত্রুবাহিনী যখন
দেখে মুমিনেরা
তখন এমন করে
বলে ওঠে তারা;
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
ওয়াদা এটা রয়
তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি
সত্যই হয় ॥
এইরূপ তারা সব
বুঝিয়া গিয়া
আনুগত্য ঈমান তাদের
যায় বাড়িয়া ॥

২৩. মুমিনের মাঝে আছে
কতক এমন
তাদের অঙ্গীকার
করেছে পালন ॥
কেহ-কেহ করিয়াছে
শাহাদত বরণ
প্রতীক্ষায় কেহবা
রয়েছে এখন
তবুও হয়নি তারা
পরিবর্তন ॥

২৪. এজন্য সত্যবাদী
হয় যাহারা
আল্লাহ্‌র প্রতিদান
পায় তাহারা ॥
মুনাফেক শাস্তি পায়
তাঁর ইচ্ছায়
অথবা ক্ষমা তিনি
দেন তওবায় ॥
পরম ক্ষমাশীল
তিনি নিশ্চয়
অবশ্যই আল্লাহ্‌
পরম দয়াময় ॥

২৫. কাফেরকে আল্লাহ্‌

দিলেন ফিরিয়ে
সফল হলো না তারা
গেল ক্রোধ নিয়ে ॥
আল্লাহ্‌ যথেষ্ট ছিলেন
মুমিনের তরে
প্রবল প্রতাপ তাঁর
সবার উপরে ॥

২৬. আহ্‌লে কিতাবী মাঝে
ছিল তাহারা
সাহায্য মুশরিকদিগের
করেছিল যারা ॥
দুর্গ হতে তাহাদের
দিলেন নামিয়ে
আল্লাহ্‌ তাদের মনে
ভীতি ভরে দিয়ে ॥
এইভাবে তোমাদের
সুযোগ মিলে
একটি দলকে তাদের
হত্যা করিলে
বন্দি করিয়া আরো
একদল নিলে ॥

২৭. তোমাদের দিলেন তিনি
মালিক করে
তাদের জমি-বাড়ী
ধনের উপরে ॥
এবং আরো কিছু
জমিন এমন
যাহাতে অবস্থান
নাওনি এখন ॥
সেজন্যেই আল্লাহ্‌
বড় অতিশয়
মহাশক্তিমান তিনি
সর্ববিষয় ॥

রুকু-৪

২৮. হে নবী, বলে দাও
পত্নী সবার
পার্থিব ভোগ যদি
থাকে কামনার;
এসো সেই ব্যবস্থা
করি যে তাহার
বিদায় দিয়ে দেই
করে সদাচার ॥

২৯. চাও যদি ,আল্লাহ্‌ রাসুল
আখেরাতে আরো
তোমাদের সৎগুণ
থাকে যদি কারো;
তাদের জন্য রহে
আল্লাহ্‌র কাছে
অতি বড় পুরস্কার
প্রস্তুত আছে ॥

৩০. নবীর পত্নীগণ
রাখো শুনিয়া
অশ্লীল কাজ কেহ
করিলে গিয়া;
দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া
হবে যে তাকে
আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই
সহজ থাকে ॥

বাইশ পারা ঃ অমা ইয়াকুনুত

৩১. তোমাদের মাঝে যদি
কেহ আল্লাহ্‌র
থাকে যদি অনুগত
রাসুলের-ও তাঁর
তৎসহ সৎকাজ
করে যদি আর
পুরস্কৃত করিব আমি
তাহাকে দুবার ॥
আরো তার জন্য
যাহা রহিয়াছে
সম্মানী জীবিকা
আমার কাছে ॥

৩২. নবীর পত্নীসকল

শোন দিয়া মন
অন্য নারীর মত
নও সাধারণ ॥
আল্লাহ্‌য় তোমাদের
থাকে যদি ভয়
আলাপ কোরোনা কোন
কোমল অতিশয়;
আরেক পর কোন
পুরুষের সাথে
প্রলুব্ধ হয়না যেন
সে যাহাতে ॥
কুৎসিত প্রবৃত্তি আছে
যার অন্তরে
তোমরা কথা বল
সংযত করে ॥
৩৩. অবস্থান করিও সদা
নিজেদের ঘরে
বেড়িও না নিজেদের
প্রদর্শন করে ॥
প্রাচীন মূর্খ সেই
যুগের মতো
নামাজ কায়েম সদা
করিও যতো ॥
যাকাত প্রদানও সাথে
করিও যে আর
অনুগত রাসুলেরও
হও আল্লাহ্‌র ॥
আরো শোন, তোমরা
নবী-পরিবার
আল্লাহ্‌ চান তাহা
দূর করিবার;
নাপাক তোমাদের
ভিতর হইতে
তোমাদের পবিত্র
চান রাখিতে ॥
৩৪. আল্লাহ্‌র আয়াত আর
জ্ঞানের বচন
তোমাদের ঘরে হয়
পঠিত যখন
তোমরা তা ভালো করে
রাখিও স্মরণ ॥
সূক্ষ্মদর্শী খুবই
আল্লাহ্‌ অতিশয়
পূর্ণ-অবহিত সব
তিনি নিশ্চয় ॥

রুকু-৫

৩৫. নিশ্চই মুসলিম
পুরুষ আর নারী
আল্লাহ্‌কে অধিক যারা
স্মরণকারী ॥
নারী ও পুরুষ সব
মুমিন যাহারা
বিনয়ী ও দানশীল
হয় তাহারা ॥
নারী ও পুরুষ যারা
আছে অনুগত
লজ্জার জায়গা তারা
করে হেফাজতও ॥
সত্যবাদী তারা সব
হয় রোজাদার
সবর করিয়া থাকে
সেই সাথে আর ॥
তাদের জন্য সবার
আল্লাহ্‌র কাছে
ক্ষমা ও বিরাট তার
প্রতিদান আছে ॥
৩৬. যে কোন মুমিন
নারী-পুরুষের
নিজের মতামত কোন
নেই তাহাদের ॥
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের
নির্দেশ ছাড়া
মতামত নিজে নিতে
পারিবে না তারা ॥

অমান্য করিলে কেহ
রাসুল আল্লাহ্‌য়
প্রকাশ্য ভ্রষ্ট পথে
চলিয়া সে যায় ॥

৩৭. অনুগ্রহ করেছেন
আল্লাহ্‌ যাকে
তুমিও দয়া দিয়ে
বলিলে তাকে;
তোমার স্ত্রী তুমি
কাছে রাখ নিয়া
আর চল আল্লাহ্‌কে
ভয় করিয়া ॥
তোমার অন্তরে এক
বিষয় এমন
করিতেছিলে তুমি
সে কথা গোপন ॥
তখন উচিত সেটা
ছিল যে তোমার
সেখানেই আল্লাহ্‌কে
ভয় করিবার ॥
জয়নব হতে তাই
জায়েদ যখন
বিবাহ ছিন্ন সে
করিল তখন ॥
দিলাম বিয়ে আমি
দিয়ে তাহাকে
বন্ধনও করিয়া দিলাম
আমি তোমাকে ॥
মুমিনদিগের পালক
পুত্ররা যাতে
ছিন্ন করিলে বিয়ে
স্ত্রীর সাথে;
বিবাহ করিতে সেই
নারীটিকে আর
মুমিনের অসুবিধা যেন
থাকে না তাহার ॥

৩৮. নবীর জন্য সেথায়
বাধা নাই প্রদান
তাহার জন্য আছে
আল্লাহ্‌র বিধান ॥
অতীতেও নবী যারা
হয়েছিল গত
তাদের ক্ষেত্রেও ছিল
বিধিসম্মত ॥
পূর্ব থেকেই সব
হুকুম আল্লাহ্‌র
নির্ধারিত যাহা কিছু
হয়ে থাকে তাঁর ॥

৩৯. নবীগণ আল্লাহ্‌র বাণী
করিতে প্রচার
ভয় তারা করিত সবাই
শুধু আল্লাহ্‌র
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট নিতে
হিসাব সবার ॥

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের
পিতা নয় কারো
আল্লাহ্‌র রাসুল সে
শেষ নবী আরো ॥
সবার চেয়ে আল্লাহ্‌ই
সর্ব বিষয়
সকল কিছুই তাঁর
জানা নিশ্চয় ॥

রুকু-৬

৪১. ঈমান যারা আনিলে
হে মুমিনগণ
অধিক পরিমাণে কর
আল্লাহ্‌কে স্মরণ ॥

৪২. বর্ণনা কর তাঁর
মহিমা অপার
সকাল ও সন্ধ্যায় কর
পবিত্রতা তাঁর ॥

৪৩. রহ্‌মত করিয়া থাকেন
তিনি তোমাদেরে
ফেরেশতাও দয়া চায়

তোমাদের তরে ॥
তোমাদের আল্লাহ্‌ যেন
অন্ধকার হতে
বের করিয়া আনেন
আলোর পথে ॥
সকল মুমিনের প্রতি
তাঁর অতিশয়
পরম দয়া আর
অনুগ্রহ রয় ॥

৪৪. আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ যেদিন
করিবে তারা
বরণ করা হবে
ছালাম দ্বারা ॥
তাদেরে পুরস্কার
করিতে প্রদান
প্রতিদান আছে তাঁর
দিতে সম্মান ॥

৪৫. হে নবী, পাঠিয়েছি
আমি তোমাকে
তোমার যেখানে
সাক্ষী থাকে;
সু-সংবাদদাতারূপে
তাহাদের কাছে
সতর্কবাণীতে ভরা
যাহা রহিয়াছে ॥

৪৬. আল্লাহ্‌র আদেশে
দিতে আহ্বান
প্রদীপ স্বরূপ তোমায়
করি দীপ্তিমান ॥

৪৭. সু-সংবাদ দাও তুমি
মুমিন সবার
তাহাদের জন্য বিরাট
দয়া আল্লাহ্‌র ॥

৪৮. আছে যারা সেইসব
মুনাফেক-কাফের
কোন কথা মানিও না
তুমি তাহাদের ॥
পীড়ন তাহাদের
উপেক্ষা করিয়া
থাকো তুমি আল্লাহ্‌তে
ভরসা নিয়া
আল্লাহ্‌ই কার্যকারক
যথেষ্ট রাখিয়া ॥

৪৯. মুমিনেরা-মুমিন নারী
বিয়ে করিলে
ছুঁইবার আগেই যদি
তালাক দিলে;
বাধ্য করো না তাদের
ইদ্দত পালনে
তোমাদের অধিকার সেথা
ভেবোনা মনে ॥
সামগ্রী দাও কিছু
তাদেরে দিয়ে
সৎভাবে দাও যেন
বিদায় করিয়ে ॥

৫০. হে নবী, হালাল তাহা
রয়েছে তোমার
মোহর দিলে যে সকল
স্ত্রী সবার ॥
হালাল রয়েছে আরো
সেই-নারীগণ
গণীমতে আল্লাহ্‌ যাদের
দিয়েছে তখন ॥
হালাল করেছি আরো
আমি তা তোমার
কন্যা, খালা-ফুপু
চাচা ও মামার
তোমার সাথে রয়েছে
হিজরতে আর ॥
মুমিন নারী যদি
নিজেকে যখন
চায় সে নবীর কাছে
হতে সমর্পণ;
বিয়ে যদি করিতে নবী
চায় তাহাকে
সেটাও সেখানে তবে

হালাল থাকে ॥
তোমার জন্য হুকুম
এটা শুধু রয়
এ হুকুম, অন্য মুমিন
কারো তরে নয়
অসুবিধা তোমার কোন
যাহাতে না হয় ॥
মুমিনের স্ত্রী আর
দাসীদের নিয়ে
রাখিয়াছি আমি আরো
বিধান দিয়ে ॥
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
হন অতিশয়
পরম দয়ালুও
তিনি নিশ্চয় ॥

৫১. তোমার পত্নীর মাঝে
ইচ্ছা যাহাকে
রাখিতে পারো তুমি
দূরে তাহাকে;
ইচ্ছায় রাখিতে পার
তোমার কাছে
তোমার গুনাহ্ নাই
দূরে যে আছে ॥
চাও যদি তাহাকে
কাছে পুনরায়
তাহাতে নয়ন যদি
তাদের জুড়ায়;
দুঃখ পাবেনা তারা
তাহাতে তখন
তাহাদের খুশি হবে
অন্তর-মন ॥
তোমাদের যাহা কিছু
আছে অন্তরে
সবকিছু রয়েছে
আল্লাহ্র গোচরে ॥
মহাজ্ঞানী আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
সীমাহীন ধৈর্য্য তাঁর
আছে অতিশয় ॥

৫২. এরপর হালাল নহে
নয়নে তোমার
অন্য কোন নারী
রহে যদি আর;
শুধু যে তোমার সব
পত্নীরা ছাড়া
গ্রহণ হালাল নয়
অন্য যাহারা ॥
মুগ্ধ যদিও রূপ
করে তোমাকে
দাসীদের নিয়ে তবে
ভিন্নতা থাকে ॥
আল্লাহ্র নজর সদা
রহে জাগ্রত
সকল কিছুর পরে
আছে সব যত ॥

রুকু-৭

৫৩. প্রবেশ কোরো না মুমিন
নবীর ঘরে
খাবার তৈরী হবার
অপেক্ষা না করে ॥
তোমাদের ডাকা হবে
যখন সেথায়
চলে যেও খাওয়া যদি
শেষ হয়ে যায়
মশগুল হয়ো না সেথা
কথাবার্তায় ॥
সহ্য করেন নবী
কষ্ট নিয়ে
সংকোচ হয় তাঁর
দিতে উঠিয়ে ॥
কিন্তু সঠিক কথা
বলিতে সদাই
আল্লাহ্র তাতে কোন
সংকোচ নাই ॥

কখনো যদি তার
বিবিদের কাছে
তোমাদের কোন কিছু
চাইবার আছে;
পর্দার অন্তরালে
তখন থাকিয়া
কোন কিছু এইভাবে
নিবে চাহিয়া ॥
এ নিয়ম, তাদের আর
তোমাদের মন
পবিত্র রাখিবার
অধিক কারণ ॥
রাসুলকে কষ্ট দেয়া
বৈধ নয় কারো
এবং বৈধ তাহাও
নয় যে আরো;
আল্লাহ্‌র রাসুলের
মৃত্যুর পরে
কেহ তার পত্নীকে
বিবাহ করে ॥
নিশ্চয়ই ইহা সব
আল্লাহ্‌র কাছে
গুরুতর অপরাধ
ইহাতে আছে ॥

৫৪. প্রকাশ বা গোপন রাখ
যা কিছু বিষয়
সবকিছু জানা তাহা
আল্লাহ্‌র রয় ॥

৫৫. নবীর পত্নীদিগের
কোন গুনাহ্ নাই
পর্দা না করিলে
পিতা-পুত্র-ভাই,
ভাতিজা-ভাগ্‌নে ও
স্বধর্মী নারী
দাস-দাসী যে সকল
স্বত্বাধিকারী ॥
হে নবীর পত্নীগণ
শোন তোমরা
তোমদের উচিত ভয়
আল্লাহ্‌কে করা ॥
এই কথা জেনে রাখ
তিনি নিশ্চয়
আল্লাহ্ দেখিয়া থাকেন
সকল বিষয় ॥

৫৬. রহ্‌মত আল্লাহ্ করেন
নবীকে প্রেরণ
প্রার্থনা করে আরো
ফেরেশতাগণ ॥
অতএব, ঈমান সবাই
আনিয়াছ যারা
প্রার্থনা নবীর তরে
কর যে তারা ॥
তৎসহ তাহার প্রতি
তোমরা এমন
প্রচুর ছালাম থাক
করিতে প্রেরণ ॥

৫৭. আল্লাহ্ ও রাসুলকে যারা
কষ্ট দিবে
দুনিয়া ও আখেরাতে
লানৎ মিলিবে ॥
আল্লাহ্‌র রাখা আছে
তাহাদের তরে
আযাব, লাঞ্ছনাকর
প্রস্তুত করে ॥

৫৮. বিনা অপরাধে যদি
কোন মুমীনেরে
কষ্ট কেহ যদি
দেয় তাদেরে;
মিথ্যা অপবাদ
লইবে তখন
প্রকাশ্য পাপের বোঝা
করিবে বহন ॥

রুকু-৮

৫৯. নবীর পত্নী আর

কন্যা সবার
বলে দাও মুমিন যত
নারী আছে আর;
তারা যেন তাহাদের
গায়ের চাদর
আংশিক টেনে নেয়
নিজের উপর ॥
সহজেই এতে তারা
হবে পরিচিত
একারণে হবেনা কেহ
নির্যাতিত ॥
ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌
তিনি অতিশয়
আর তিনি তৎসহ
পরম দয়াময় ॥

৬০. মুনাফেক যাদের রোগ
আছে অন্তরে
মদীনায় গুজব তারা
রটনা করে ॥
বিরত যদি তারা
না হয় তবে
বিজয়ী তাদের পরে
নিশ্চয়ই হবে ॥
এই শহরে তারা
অল্পই সময়
তোমার প্রতিবেশী হয়ে
তাহারাই রয় ॥

৬১. অভিশপ্ত হয়ে তারা
রহিবে সেথায়
পাওয়া যদি তাহাদের
যেখানেই যায়;
যেখানেই তারাসব
পড়িবে ধরা
সেখানেই তাদেরে
হবে বধ করা ॥

৬২. পূর্বেও রীতি ছিল
আল্লাহ্‌র এটাই
তাদের নিয়ে গত যারা
হয়েছে সবাই ॥
আল্লাহ্‌র নিয়মে তুমি
সর্বক্ষণ
পাবে না সেখানে কোন
পরিবর্তন ॥

৬৩. প্রশ্ন লোকেরা এমন
করে তোমাকে
কিয়ামতে জ্ঞান-বল
আল্লাহ্‌রই থাকে ॥
কি করে জানিবে তুমি
সেই কথা যাহা
হয়তো বা শীঘ্রই
ঘটে যাবে তাহা ॥

৬৪. আল্লাহ্‌র লানৎ আছে
কাফেরের উপরে
রেখেছেন আগুন তিনি
প্রস্তুত করে;

৬৫. সেখানেই রহিবে তারা
চিরকাল ধরে
বন্ধুও পাবে না কোন
সাহায্যের তরে ॥

৬৬. দোজখের আগুনে যেদিন
তাদের চেহারা
উলট-পালট হবে
বলিবে তারা;
সেদিন আমরা যদি
শুনিতাম হায়
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের কথা
মান্য সেথায় ॥

৬৭. হে মোদের রব তাই
বলিবে তারা
মান্য করেছি মোদের
নেতা ছিল যারা
ছিলাম ভ্রষ্ট পথে
তাহাদের দ্বারা ॥

৬৮. হে মোদের রব দিন
তাদেরে এখন
দ্বিগুণ শাস্তি আরো

লানৎ বর্ষণ ॥

রুকু-৯

৬৯. মুমিনেরা হয়োনা যেন
তাহাদের মত
মুসাকে কষ্ট যারা
দিয়েছিল যত ॥
অপবাদও দিয়েছিল
যাহা মুসাকে
নির্দোষ আল্লাহ্ প্রমাণ
করিলেন তাকে ॥
আল্লাহ্র কাছে তার
ছিল সম্মান
সে আরো ছিল বড়
মর্যাদাবান ॥

৭০. মুমিনেরা আল্লাহ্কে
করে চল ভয়
তোমাদের সবাই যেন
ঠিক কথা কয় ॥

৭১. তোমাদের কর্ম আর
পাপ-আচরণ
আল্লাহ্ দিবেন তাহা
করিয়া শোধন ॥
গুনাহ্ দিবেন তিনি
ক্ষমা করিয়া
আল্লাহ্ ও রাসুলে চলে
দামন ধরিয়া
সে তো রহিবে মহা
সফলতা নিয়া ॥

৭২. আমানত পেশ আমি
করিয়াছি তার
আসমান-জমিন ও
পর্বতমালার
বহন করিতে তারা
করে অস্বীকার ॥
ভয় পেল তারা সব
করিতে গ্রহণ
মানুষ কিন্তু তাহা
করিল বহন ॥
নিশ্চই জালিম সে
বড় অতিশয়
অতি বড় অজ্ঞতা
সেখানেতে রয় ॥

৭৩. মুনাফেক ও মুশরিক
পুরুষ-নারী যারা
পরিণামে শাস্তি পাবে
আল্লাহ্র তারা ॥
মুমিন পুরুষ আর
নারীদিগকে
আল্লাহ্ দেখিবেন তাদের
করুণার চোখে ॥
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
হন অতিশয়
আরো তিনি রয়েছেন
পরম দয়াময় ॥

---

৩৪. সূরা সাবা
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৪ ঃ রুকু ৬

আল্লাহ্র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুণাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১. সকল প্রশংসাই
রহে আল্লাহ্র
আস্‌মান-জমিন সব
আয়ত্ত্বে যাঁহার
আখেরাতে প্রশংসাও
সকলি তাঁহার ॥
তিনিই রয়েছেন

বিশাল প্রজ্ঞাময়
রহে তাঁর গোচরে
যাবতীয় বিষয় ॥
২. জমিনের মাঝে যাহা
প্রবেশ করে
সবকিছু রয়ে যায়
তাঁর গোচরে ॥
সেথা হতে যাহা কিছু
আসেও বেরিয়ে
আকাশ থাকে আরো
যাহা কিছু দিয়ে
এবং যা কিছু সকল
যায় সে নিয়ে;
সমস্ত কিছু তাঁর
গোচরেই রয়
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
তিনি অতিশয় ॥
৩. কাফেরেরা বলে সব
উচ্চস্বরে
আসিবে না কিয়ামত
মোদের উপরে;
বলে দাও, আসিবে-না
কেমন করে ?
জেনে রাখ এ শপথ
আমার রবের
অবশ্যই আসিবে
তাহা তোমাদের ॥
তাঁহার রহিয়াছে
সেইসব জ্ঞান
রহিয়াছে যাহা কিছু
অদৃশ্যমান ॥
আছে যাহা আসমান ও
জমিনের পরে
অণু পরিমাণও নাই
তাঁর অগোচরে ॥
বৃহৎ ও ক্ষুদ্রও নাই
তাহার চেয়ে
গিয়েছে সবকিছু
কিতাবে রয়ে ॥
৪. পুরস্কৃত করিবেন
তিনি তাহাদের
ঈমানসহ সৎকাজ
রয়েছে যাদের
সম্মানী জীবিকা-ক্ষমা
থাকিবে তাদের ॥
৫. ব্যর্থ করিতে মোর
আয়াত সকল
চেষ্টা করে যারা
মানুষের দল;
তাদের জন্য আছে
প্রস্তুত করা
কঠোর শাস্তি যাহা
যন্ত্রণাভরা ॥
৬. রহিয়াছে এ-বিষয়ে
তাহাদের জ্ঞান
জ্ঞান যাদেরে করা
হয়েছে প্রদান ॥
রবের নাযিল যাহা
তোমার প্রতি
রহিয়াছে সবই তাহা
সত্য অতি;
এবং প্রতাপশালী
গুণী আল্লাহ্‌র
দেখায় সঠিক সেই
পথটি তাঁহার ॥
৭. কাফেরেরা বলে থাকে
বিদ্রূপ করে
একটি লোকের খবর
দেব তোমাদেরে ॥
বলিয়া থাকে সে
কথা যে এমন
বিচূর্ণ হয়ে যাবে
তোমরা যখন
নতুন সৃষ্টি হবে
আবার তখন ॥
৮. হয়তো সে মিথ্যারোপ

করে আল্লাহ্‌র
অথবা বিকৃতি তার
ঘটেছে মাথার ॥
ঈমান রাখে না বরং
যারা আখেরাতে
ভুলপথে আছে তারা
আযাবের সাথে ॥

৯. খেয়াল কি করে না
তারা কোনক্ষণে
আকাশ-পৃথিবী তাদের
সামনে-পিছনে ?
করিতে পারি মোর
ইচ্ছা দিয়ে
তাদের সবারে সহ
জমিন ধ্বসিয়ে
দিতে পারি আকাশ হতে
খন্ড বর্ষিয়ে ॥
নিদর্শন তাদের তরে
এতে নিশ্চয়
আল্লাহ্‌র পানে যত
বান্দারা রয় ॥

রুকু-২

১০. অনুগ্রহ দিয়েছি আমি
দাউদের দিকে
পর্বতমালা আর
পক্ষী জাতিকে ॥
নির্দেশ দিয়েছি এমন
আমি তাহাদেরে
দাউদের সাথে যেন
ঘোষণা করে
আমার পবিত্রতা আর
মহিমা ভরে ॥
নরম লোহা তাকে
করিয়া প্রদান

১১. প্রশস্ত করিতে বলি
ঢাল নির্মাণ
এবং করিতে তাহা
ঠিক পরিমাণ ॥
সৎ কাজ করে চল
তোমরা সবাই
যা কিছু কর আমি
দেখি সবই তাই ॥

১২. বাতাসকে অধীন করি
সুলাইমানের
পাড়ি দিত রাস্তা সে
একটি মাসের ॥
লাগিত তার শুধু
একটি সকাল
আরেক মাস রাস্তাও
একটি বিকাল ॥
রেখেছিলাম, আমি আরো
তাহাকে দিয়ে
তরল তামার এক
ঝরনা ঝরিয়ে ॥
কতক জ্বীন তার
রবের আদেশে
কাজ করিত সেথা
তার কাছে এসে ॥
অমান্য তাদের কেহ
করিলে আমার
জ্বলন্ত আগুন দেব
স্বাদ নিতে তার ॥

১৩. জ্বীনেরা করিত সব
নির্মাণ তাহা
আদেশ সুলেমান
করিত যাহা ॥
ইচ্ছা হলে দুর্গ কোন
বৃহৎ আকার
অনুরূপ পাত্র কোন
চৌবাচ্চার;
বৃহৎ ডেক্‌চি হয়তো
চুল্লীর উপরে
লাগিয়ে নিতো সে
শক্ত করে ॥

দাউদ পরিবার শোন
কাজ কর গিয়ে
তৎসহ মোর প্রতি
কৃতজ্ঞতা নিয়ে;
আমার বান্দার মাঝে
খুবই কম তারা
সত্যই কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করে যারা ॥

১৪. মৃত্যুর আদেশ মোর
তার প্রতি থাকে
সে-খবর কখনো কেহ
জানায়নি তাকে
লাঠি খাওয়া ঘুণে-পোকা
শুধু ব্যতিরেকে ॥
মাটিতে পড়িয়া সেথা
গেল সে যখন
জ্বীনেরা বুঝিতে সব
পারিল তখন ॥
গায়েবী বিষয় তারা
জানিত যদি
অপমান নিতো না এরূপ
তারা নিরবধি ॥

১৫. সাবাতে ছিল সেথা
নিদর্শন দুটি
একটি বাগিচা ডানে
বামে অপরটি ॥
আদেশ পেয়েছিল
অধিবাসীগণ
রিযিক রবের দেয়া
কর ভক্ষণ
তোমরা শোকর-গুজার
কর দিয়া মন ॥
উত্তম শহর আছে
এটা অতিশয়
পরম ক্ষমাশীল রব
তিনি নিশ্চয় ॥

১৬. আদেশ অমান্য তারা
করিল পরে
প্লাবন দিলাম ফলে
প্রবাহিত করে ॥
রূপান্তর ঘটিয়ে দেই
উদ্যান দ্বয়ে
ঝাউগাছ বিস্বাদ ফল
গেল কিছু রয়ে ॥

১৭. শাস্তি দিয়াছি সেথা
আমি তাদেরে
কারণ তারা সব
নাশোকরী করে;
এমন শাস্তি আমি
দিই যে কেবল
সেইসব লোকদের
অকৃতজ্ঞ সকল ॥

১৮. তাহাদের আর সব
সেই জনপদ
সেখানে মোর দেয়া
ছিল বরকত ॥
সেগুলোর মাঝে আরো
জনপদ কতো
দৃশ্যমান ভ্রমণ তরে
ছিল যথাযথ ॥
বলিয়াছিলাম আমি
তাদেরে এমন
রাতে-দিনে কর সেথা
নিরাপদে ভ্রমণ ॥

১৯. কিন্তু তারা বলে
রব আমাদের
পরিসর বাড়িয়ে মোদের
দিন সফরের ॥
জুলুম করেছে তারা
নিজের উপরে
সেজন্য দিলাম তাদের
কাহিনী করে
তছ্নছ্ করে দেই
মূল থেকে ধরে ॥
নিদর্শন রয়েছে তাদের
এতে নিশ্চয়

কৃতজ্ঞ সবরকারী
যেই লোক হয় ॥

২০. ইবলিস প্রতিষ্ঠা করে
তার অনুমান
করিল সেটা সে
সত্য প্রমাণ ॥
একটি দল শুধু
মুমিন ব্যতীত
সবাই হয়ে গেল
তার অনুগত ॥

২১. করেনি প্রভাব যাদের
কোন শয়তান
কে আরো আখেরাতে
রাখে যে ঈমান ॥
আর কে সন্দেহ তাতে
করিতো পোষণ
এটাই প্রকাশ করা
ছিল মোর কারণ
সবকিছু করেন রব
সংরক্ষণ ॥

রুকু-৩

২২. বলে দাও, তোমরা
ডাকো যে তাদের
উপাস্য নিয়েছিলে
তোমরা যাদের ॥
অণু-পরিমাণ কিছু
জমিন-আসমানে
মালিক তারা নয়
কভু সেখানে ॥
এসবে অংশ তাদের
নেই যে কোন
আল্লাহ্‌র সহায়ক তারা
নয় কখনো ॥

২৩. সুপারিশ আসিবেনা
কারো উপকারে
সেই ছাড়া অনুমতি
দিয়াছেন যারে ॥
ভয়-ভীতি দূর হয়ে
যাইবে যখন
একে-অন্যকে তারা
বলিবে তখন
তোমাদের রব কি
বলেন এখন ?
বলিবে, সত্য বলেন
তিনি অনির্বাণ
সবার উপরে তিনি
উচ্চ মহান ॥

২৪. তোমাদের রিযিক বল
কে থাকেন দিয়ে
আসমান ও জমীন থেকে
তাহা নামিয়ে ?
তিনিই আল্লাহ্‌ বল
তাদেরে গিয়ে ॥
নিশ্চই তোমরা আছ
অথবা মোরা
প্রতিষ্ঠিত রয়েছি
হেদায়েত করা
অথবা রয়েছি কেহ
ভ্রান্তিতে ভরা ॥

২৫. জিজ্ঞাসিত হবেনা, বল
তোমরা তখন
কৃত যত আমাদের
কর্মের কারণ ॥
আমাদেরও জিজ্ঞাসা
হবেনা করা
সেজন্য যেই কাজ
কর তোমরা ॥

২৬. বলে দাও সমবেত
করিবেন রব
মীমাংসা করিয়া দিবেন
আমাদের সব ॥
মীমাংসাকারী তিনি
শ্রেষ্ঠ সবার
সকল কিছুতেই

জ্ঞান আছে তাঁর ॥
২৭. বলে দাও তোমরা
দেখাও আমাকে
তোমাদের যেইসব
দেবতারা থাকে
শরিক, আল্লাহ্র সাথে
করিয়াছ যাকে ॥
কখনোই শরিক তারা
আল্লাহ্র নয়
আল্লাহ্ পরাক্রমশালী
বিরাট প্রজ্ঞাময় ॥
২৮. তোমায় পাঠিয়েছি
মানবের দিতে
শুভ-সংবাদ আর
সতর্ক করিতে ॥
বেশীভাগ মানুষ তবু
রহে যাহারা
কিছুই এ বিষয়ে
জানেনা তারা ॥
২৯. তারা বলে সত্যবাদী
হও যদি তবে
কখন এই ওয়াদা
বাস্তব হবে ?
৩০. বল, তুমি সেদিনের
ওয়াদা আছে যাহা
কিঞ্চিত আগে-পিছে
হবে না তাহা ॥

রুকু-৪

৩১. কাফেরেরা বলে মোরা
আনিব না ঈমান
আগের কিতাবে যাহা
আরো এ কোরআন ॥
দেখিতে তুমি যদি
জালিমদেরে
রবের সামনে রাখা
হবে দাঁড় করে
তখন, তারা একে
অন্যের উপরে;
দোষ চাপাতে সব
থাকিবে তারা
সবলেরে বলিবে
দূর্বল যারা;
তোমরা যদি না
থাকিতে সেথায়
অবশ্যই মুমিন মোরা
হতাম যে-তায় ॥
৩২. সবলেরা বলিবে
দূর্বলদিগের
বাধা কি দিয়েছি
মোরা তোমাদের ?
বরং তোমরাই
অপরাধী ছিলে
বাধা কি দিতাম মোরা
হেদায়েত নিলে ?
৩৩. সবলেরে বলিবে তারা
প্রতিউত্তরে
দিন-রাত তোমরা বরং
কুচক্র করে
নির্দেশ আমাদের
দিয়েছ যাতে
না মেনে, শরিক করি
আল্লাহ্র সাথে ॥
দেখিতে পাইবে তারা
আযাব যখন
নিজেদের অনুতাপ
করিবে গোপন ॥
কাফেরের গলায় দেব
বেড়ি পরিয়ে
রাখা হবে কর্মের
প্রতিফল দিয়ে ॥
৩৪. জনপদে সতর্ককারী
করিলে প্রেরণ
বিত্তশালীরা সব
বলে যে তখন

প্রেরিত হয়েছ হেথা
যাহা সব নিয়ে
মানাতে পারিবে না তাহা
আমাদের দিয়ে ॥

৩৫. আরো তারা এই কথা
বলে সেইক্ষণে
ভরপুর আছি মোরা
ধনে আর জনে
দণ্ডিত হবো না মোরা
এ মোদের মনে ॥

৩৬. বল, মোর রবের হয়
ইচ্ছা যাকে
প্রচুর জীবিকা দান
করেন তাকে ॥
তাঁরই ইচ্ছায় কারো
অল্প যে হয়
বেশী ভাগ মানুষ তাহা
অবগত নয় ॥

রুকু-৫

৩৭. তোমাদের ধন আর
সন্তান দিয়ে
মোর কাছে আসিবে না
মর্যাদা নিয়ে ॥
ঈমানের সাথে যারা
সৎকাজ করে
বহুগুণ প্রতিদান পাবে
কর্মের তরে ॥
বেহেশতের প্রাসাদে
থাকিবে তারা
নিরাপদ ও আনন্দে
হয়ে আত্মহারা ॥

৩৮. আয়াতসমূহ মোর
যাহা কিছু রয়
ব্যর্থ করিতে কেহ
লিপ্ত যদি হয়;
ভয়ংকর আযাব এক
তাদেরে দিয়া
দেয়া হবে আযাবের
মাঝে রাখিয়া ॥

৩৯. বল যে, মোর রব
তাঁর বান্দাকে
প্রচুর জীবিকা দান
করেন তাকে
সীমিত পরিমাণও
তাঁর দেয়া থাকে ॥
তোমরা করিবে সব
যাহা কিছু ব্যয়
প্রদান করিবেন তিনি
তার বিনিময়
উত্তম-রিযিকদাতা
তিনি অতিশয় ॥

৪০. তাদের সবারে সেদিন
একসাথে করে
আল্লাহ্ বলিবেন
ফেরেশতাদেরে
উপাসনা করিত কি
এরা তোমাদেরে ?

৪১. ফেরেশতারা বলিবে
পবিত্র মহান
আমাদের সবকিছু
আপনারই দান ॥
সম্পর্ক আমাদের
আপনাতে রয়
মোদের ও তাদের সাথে
কোন কিছু নয় ॥
জ্বীনদের উপাসনা
করিত তারা
বিশ্বাস ও প্রভাব ছিল
জ্বীনদের দ্বারা ॥

৪২. তোমাদের ক্ষমতা আজ
নাই কোন আর
উপকার করিতে বা
কারো অপকার ॥
জালিমকে আজ আমি

বলিব যে তাই
দোজখকে অস্বীকার
করিতে সবাই ॥
তাইতো তোমরা এলে
সবাই এখন
প্রাণ ভরিয়া আযাব
কর আস্বাদন ॥

৪৩. তেলাওত আমার আয়াত
হইত যখন
সেইসব লোকেরা সেথা
বলিত তখন;
এই লোক তোমাদেরে
বাধা দেয় তাহা
বাপ-দাদা ইবাদত
করিত যাহা ॥
এইকথা আরো সব
বলে যে তারা
কিছু নয়-মনগড়া
মিথ্যা ছাড়া ॥
কাফেরের কাছে গেল
কোরআন যখন
যাদু ছাড়া কিছু নয়
বলে যে তখন ॥

৪৪. এদেরকে পূর্বে আমি
দেইনি কখনো
এমন কিতাব পাঠ
করিতো যা কোন ॥
তোমার পূর্বেও যাহা
তাহাদের কাছে
আমার সতর্ককারী
এমন গিয়াছে ॥

৪৫. মিথ্যারোপ করেছিল
অতীতে এদের
দিয়েছিনু যাহা কিছু
আমি তাহাদের
একভাগও পায়নি এরা
দশটি ভাগের ॥
তবুও পাঠানো সব
রাসুল আমার
তাহারাই করেছিল
চরম অস্বীকার
আমার শাস্তিও ছিল
কেমন তাহার ?

রুকু-৬

৪৬. বল, এক উপদেশ
দেই তোমাদেরে
আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াও
এমন করে ॥
এক-একজন বা
দুই-দুইজন
অতঃপর চিন্তা করে
দেখ যে এখন;
তোমাদের সাথী কোন
উন্মাদ নয়
সতর্ককারী শুধু
একজন রয় ॥

৪৭. বিনিময়, বল আমি
চাইনা তো কোন
শুধুই করি তাহা
তোমাদেরই জন্য ॥
আমার পুরস্কার
আল্লাহ্‌র কাছে
সর্ববিষয়ে তাঁর
জানা রহিয়াছে ॥

৪৮. সত্য পাঠান বল
রব নিশ্চয়
সবকিছু জানা তাঁর
গায়েবী বিষয় ॥

৪৯. সত্য আজ বল
আসিল এখন
অসত্য পারে না কিছু
নতুন সৃজন
হইতেও পারে না কভু
পুনরাগমন ॥

৫০. বলে দাও ভুল পথ
মোর যদি হয়
নিজেরই ক্ষতি মোর
হবে নিশ্চয় ॥
সৎপথে থাকি তাই
আমি যদি আর
আমাকে পাঠান রব
ওহী যে তাঁহার ॥
তিনি তো সবকিছু
শুনিয়া থাকেন
সবারই তিনি অতি
নিকটে আছেন ॥

৫১. দেখিতে তুমি যদি
তাদেরে তখন
ভীত হয়ে ছোটাছুটি
করিবে যখন;
সেথা হতে তারা সব
ছুটে পালাবে
নিকট থেকে তারা
ধরা পড়ে যাবে ॥

৫২. এইভাবে তখন সব
বলিবে ওরা
ঈমান তার প্রতি
আনিলাম মোরা ॥
এতদূর হতে তাই
কিভাবে যে আর
নাগাল তারা সব
পাইবে তাহার ?

৫৩. পূর্বে থেকেই যাহা
করে অস্বীকার ॥
দূর হতে বলিত সব
তারা সে সময়
না জানিয়া কিছু তারা
গায়েবী বিষয় ॥

৫৪. কামনা-বাসনা সব
করিত যাহা
বাধার সৃষ্টি তাদের
করেছিল তাহা ॥
পূর্বেও হয়েছে করা
তাদের যেমন
স্বধর্মী তাদের ছিল
যাহারা তখন
ভ্রান্তিতে পতিত তারা
হয়েছিল যখন ॥

---

৩৫. সূরা ফাতির
মক্কায় ঃ আয়াত ৪৫ ঃ রুকু ৫

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুণা অথই ॥

রুকু-১

১. সবকিছু প্রশংসা
সেই আল্লাহ্‌র
আসমান ও জমিন হলো
সৃষ্টি যাঁহার ॥
যাঁর বাণী বয়ে আনে
ফেরেশতারা
দুই-তিন, চার-চার
ডানাঅলা যারা ॥
ইচ্ছায় সৃষ্টি তাঁহার
বাড়ানো যে হয়
আল্লাহ্‌র ক্ষমতা থাকে
সর্ব-বিষয় ॥

২. মানুষকে আল্লাহ্‌র যাহা
রহ্‌মত প্রদান
পারিবে না করিতে কেহ
তাহা সব ম্লান ॥
বন্ধ যাহা তিনি
করে দেন আর
পারিবে না খুলিতে কেহ
তাঁর সেই দ্বার ॥

পরাক্রমশালী তিনি
হন নিশ্চয়
আরো তিনি রয়েছেন
বড় প্রজ্ঞাময় ॥

৩. হে মানব, স্মরণ কর
তোমরা তাহা
নেয়ামত তোমাদের প্রতি
আল্লাহ্‌র যাহা ॥
স্রষ্টা আল্লাহ্‌ ছাড়া
আছে কি এমন
তোমাদের রিযিক দান
করেন যেমন
জমিন ও আসমান থেকে
করে বর্ষণ ?
উপাস্য নাই কেহ
তিনি যে ছাড়া
বিপরীতে চলেছ কেন
হয়ে দিশেহারা ?

৪. তোমাকে করে যদি
এরা অস্বীকার
পূর্বেও করেছে তারা
রাসুল সবার ॥
উপস্থিত করা হবে
সকল বিষয়
আল্লাহ্‌র সমীপে সেথা
তাহা নিশ্চয় ॥

৫. হে মানব, এই কথা
রহে জানিবার
সব ওয়াদা সত্যই
হয় আল্লাহ্‌র ॥
তোমাদেরে যেন তাই
পার্থিব জীবন
প্রতারণা করিতে
পারে না এখন ॥
প্রতারক শয়তান
আল্লাহ্‌কে নিয়ে
কিছুতেই যায় না যেন
প্রবঞ্চনা দিয়ে ॥

৬. শয়তান তোমাদের
শত্রু যেমন
শত্রুরূপেই কর
তাহাকে গ্রহণ ॥
সে তার দলবল
ডাক দিয়ে যায়
সবাইকে দোজখে
নিয়ে যেতে চায় ॥

৭. কুফরী করিছে সব
যারা এই দিন
শাস্তি রয়েছে ধরা
তাদের কঠিন ॥
সৎ কাজ করেছে যারা
ঈমান আনিয়া
তাদের রয়েছে ক্ষমা
পুরস্কার দিয়া ॥

রুকু-২

৮. মন্দ কর্ম কারো
মাধুরী মিশিয়ে
দেয়া হয় তাহাকে
যদি দেখিয়ে;
সে তাকে করে চলে
উত্তম জ্ঞান
মন্দকে মন্দ বলে
সে কি তার সমান ?
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাই
করেন যাকে
গোমরাহ্‌ বা হেদায়েত
দেন তাহাকে ॥
অতএব তুমি তাই
তাহাদের তরে
ধ্বংস হয়ো না নিজে
অনুতাপ করে ॥
সমস্ত কিছুই জানা
আছে আল্লাহ্‌র
কখন-কোথায় হলো

কি কর্ম কার ॥
৯. বায়ুর প্রবাহ করেন
আল্লাহ্ই প্রেরণ
মেঘমালা সেটা দিয়ে
হয় সঞ্চালন ॥
চালনা করিয়া মৃত
জমিনের উপরে
অতঃপর তাকে দেই
জীবিত করে ॥
মৃত জমি তখনই
ফিরে পায় প্রাণ
এমনি করিয়া হবে
পুনরুত্থান ॥
১০. মর্যাদা যদি কেহ
শুধু পেতে চায়
সমস্ত মর্যাদা
রহে আল্লাহ্য় ॥
উত্তম কথা, তাঁর
দরবারে যায়
সৎকাজ সেখানে
তাকে পৌঁছায় ॥
মন্দ কাজের যারা
কল্পনা করে
কঠোর শাস্তি আছে
তাহাদের তরে
কুচক্র তাদের সব
বিফলতা ভরে ॥
১১. মাটি দ্বারা তোমাদেরে
বানিয়ে পরে
শুক্র হতে করেছেন
জোড়া-জোড়া করে ॥
নারীরা করে না প্রসব
গর্ভধারণ
আল্লাহ্র নয় জানা
হয় না এমন ॥
বাড়ানো হয় না আয়ু
বয়স্ক লোকের
কমানো হয় না আয়ু
কখনো তাদের ॥
কিতাবেই তাহা সব
লিখিত যে রয়
আল্লাহ্র জন্য এটা
সহজ অতিশয় ॥
১২. দুইটি সমুদ্র আছে
নয় যে সমান
একটির মিঠা পানি
করা যায় পান;
অপর সমুদ্রটির
পানি যাহা রয়
লোনা আর বিস্বাদ
সেই পানি হয় ॥
দুইটাই হতে, মাছ
কর যে আহার
গয়না গড়াতে পারো
মণি-মুক্তার ॥
দেখিতে পাও তার
বুকের উপরে
জাহাজ কিভাবে সেথা
চলাচল করে ॥
তোমরা খুঁজিতে পার
দয়া যে তাঁহার
করিতে পারো তাঁর
শোকর গুজার ॥
১৩. রাত্রিকে-দিবসে তিনি
প্রবেশ করান
দিনকে রাতের মাঝে
আবার ঢুকান ॥
সূর্য ও চাঁদকে দিলেন
কাজে লাগিয়ে
চলিবে তারা এক
সময় নিয়ে ॥
তিনিই আল্লাহ্
পালক তোমাদের
সার্বভৌম তিনি হন
তাঁরই রাজত্বের ॥
তাঁকে ছেড়ে তোমরা

ডাকিছ যাদের
মালিক নয় তারা
আঁটি খেজুরের ॥
১৪. তোমরা তাহাদের
ডাকো যদি তবু
তোমাদের ডাক তারা
শুনিবে না কভু ॥
আর যদি তোমাদের
ডাক শোনে তারা
তোমাদের ডাকে কভু
দেবে না সাড়া ॥
তারা সব তোমাদের
শেরেক হতে
অস্বীকার করিবে সব
রোজ কিয়ামতে ॥
তোমাকে সঠিক কেহ
জানাবার নয়
আল্লাহ্ যেরূপ পারেন
সর্ব বিষয় ॥

রুকু-৩

১৫. মানুষকে চাইতে হয়
আল্লাহ্র পানে
অভাবমুক্ত তিনি
সর্বখানে ॥
১৬. ইচ্ছা হলে তোমাদের
বিলুপ্তি ঘটিয়ে
আবাদ করিবেন নতুন
সৃষ্টি দিয়ে ॥
১৭. এইরূপ কাজ করা
তাঁর যদি হয়
আল্লাহ্র পক্ষে সেটা
কঠিন কিছু নয় ॥
১৮. অপরের বোঝা কেহ
করিবে না বহন
সাহায্য করিবে না
ডাকিবে যখন ॥
গুরুতর বোঝা তার
বহিবার রয়
আসিবে না যদিও সে
আত্মীয় হয় ॥
সতর্ক করিতে পার
তুমি তো কেবল
রবকে ভয় করে
যে লোক সকল ॥
না- দেখে ভয় করে
আরো তাঁকে যারা
ছালাত কায়েম করে
চলে তাহারা ॥
যে কেহ নিজেরে
শুদ্ধ করে
সে-তো করিবে তার
নিজেরই তরে
আল্লাহ্র কাছেই সব
ফিরিবে পরে ॥
১৯. কোন দিনও তাহারা
নয়কো সমান
অন্ধ ব্যক্তি আর
চক্ষুষ্মান ॥
২০. সমান নয় কভু
আলো ও আঁধার
২১. ছায়াও সমান নয়
রৌদ্র যে আর ॥
২২. জীবিত ও মৃত কভু
নয় যে সমান
আল্লাহ্র ইচ্ছা যাকে
শ্রবণ করান ॥
শুনাবে তাদের তুমি
বল কি করে
শায়িত রয়েছে সব
যারা কবরে ॥
২৩. সতর্ককারী শুধু
তুমি একজন
২৪. সত্য দিয়ে তোমাকে
করেছি প্রেরণ ॥

মানব জাতিকে শুভ
সংবাদ দিতে
সেই সাথে তাহাদের
সতর্ক করিতে ॥
ছিল না আর কোন
জাতি যে এমন
সতর্ককারী যেথা
হয়নি প্রেরণ ॥

২৫. এরা যদি তোমাকে
করে অস্বীকার
পূর্বেও তারা সব
করেছে সবার ॥
গিয়েছিল তাদের কাছে
যে রাসুলগণ
সহীফা-কিতাব আর
নিয়ে নিদর্শন ॥

২৬. অতঃপর কাফের সব
ধরা পড়িল
আমার আযাব সেথা
কেমন ছিল !!

রুকু-৪

২৭. তুমি কি দেখনি
আল্লাহ্ যেমন
করেন আকাশ হতে
পানি বর্ষণ ?
অতঃপর মোর সেথা
সেই পানি দ্বারা
নানারূপ ফলমূল
তৈরী করা ॥
গিরিপথ রয়েছে সব
পর্বতমালার
সাদা-লাল বর্ণের
ঘোর কালো আর ॥

২৮. এরূপেই মানুষ আর
হরেক প্রাণীদের
চতুষ্পদ জন্তু সকল
নানা বর্ণের ॥
আল্লাহ্র বান্দা যত
তাহারা থাকে
জ্ঞানীরাই কেবল শুধু
ভয় করে তাঁকে ॥
আল্লাহ্ পরাক্রমী
হন নিশ্চয়
পরম ক্ষমাশীলও
তিনি অতিশয় ॥

২৯. আল্লাহ্র কিতাব যারা
পাঠ করে থাকে
ছালাত ও নিয়মিত
কায়েম রাখে;
রিযিক আমার হতে
পাইয়াছে যাহা
প্রকাশ্য-গোপনে
ব্যয় করে তাহা ॥
এমন ব্যবসা তারা
আশা করে যাতে
লোকসান হবে না কোন
কখনো তাতে ॥

৩০. পরিণামে পূর্ণ ছওয়াব
পাবে আল্লাহ্র
নিজের দয়াতে অধিক
দিবেন যে তার ॥
ক্ষমাশীল আছেন তিনি
বড় মেহেরবাণ
আরো তিনি অতি বড়
কদর দান ॥

৩১. এ কিতাব পাঠিয়েছি
তোমার প্রতি
পাঠালাম ওহী দ্বারা
সত্য অতি ॥
আগের কিতাবের যাহা
সমর্থক রয়
বান্দার সবকিছু তাঁর
জানা নিশ্চয় ॥

৩২. কিতাবের অধিকারী

করেছি তাদের
বান্দার মাঝে মোর
পছন্দ যাদের ॥
অত্যাচার করে কেহ
নিজের উপরে
কেহ-বা চলে শুধু
মাঝপথ ধরে ॥
ভালো কাজে কেহ-বা
যায় এগিয়ে
আল্লাহ্‌র নির্দেশে
অনুগ্রহ নিয়ে ॥

৩৩. প্রবেশ করিবে সব
তারা জান্নাতে
বসবাস করিবে সেথা
আনন্দের সাথে ॥
তাহারা পরিবে সোনা
মোতির কংকন
রেশমের পোশাক হবে
তথায় তখন ॥

৩৪. প্রশংসা বলিবে সব
আল্লাহ্‌র তরে
আমাদের চিন্তা দিলেন
দূরীভূত করে ॥
ক্ষমাশীল মোদের রব
পরম দয়াবান
তৎসহ তিনি আরো
বড় কদরদান ॥

৩৫. নিজেরই দয়াতে তাই
তিনি আমাদেরে
অনন্ত নিবাসে দিলেন
জায়গা করে ॥
মোদের কষ্ট কোন
নাই যেখানে
ক্লান্তিও ছোঁয় না মোদের
কোন সেখানে ॥

৩৬. যাহাদের কর্ম ছিল
কুফরী করা
তাদের জন্য আছে
দোজখ ধরা ॥
আদেশ পাবে না এমন
যাতে মারা যায়
আযাবও লঘু করা
হবে না সেথায় ॥
কৃতঘ্ন যেইরূপ
তারা সব হয়
আমার শাস্তিও দেয়া
সেইরূপ রয় ॥

৩৭. বলিবে তারা সব
চিৎকার দিয়ে
হে রব, আপনি যান
আমাদের নিয়ে ॥
সৎকাজ আমরা সব
করিব এখন
পূর্বে করেছি যত
করিব না তেমন ॥
আল্লাহ্ বলিবেন সেথা
আমি তোমাদেরে
আয়ু কি অতোটা
দেইনি করে;
উপদেশ কেহ যদি
চাইতো তখন
অবশ্যই পারিত সে
করিতে গ্রহণ ?
সতর্ককারীও ছিল
তাহা ব্যতীত
অতএব শাস্তিতে
হও পতিত ॥
এখন কোন আর
জালিমের তরে
কোথায়ও নাই কেহ
সাহায্য করে ॥

রুকু-৫

৩৮. আসমান ও জমিনের
গুপ্ত বিষয়

সবকিছু আল্লাহ্‌র
জানা নিশ্চয় ৷৷
অন্তরে রহিয়াছে
যাহা কিছু আর
সবকিছু বিশেষভাবে
জানা আছে তাঁর ৷৷

৩৯. পাঠিয়ে দিয়েছেন
তিনি তোমাদেরে
এই দুনিয়াতে আরো
প্রতিনিধি করে ৷৷
কুফরী করিবে তাই
যে লোক সকল
তাদেরই উপরে যাবে
কুফরীর ফল ৷৷
কাফের তো তাহাদের
কুফরীর দ্বারা
রবের ক্রোধ শুধু
বাড়ায় তারা
নিজেদেরই ক্ষতি তাতে
করে চলে যারা ৷৷

৪০. বল, সব তোমরা
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
দেব-দেবী পূজাসব
কর যাহাদেরে
কখনো কি দেখেছ
ভাবনা করে ?
কোন কিছু সৃষ্টি তারা
করিলে যাহা
আসমান-জমিনে কিছু
দেখাও তাহা ৷৷
সৃষ্টিতে অংশ কোন
থাকিলে তাদের
অথবা এমন কিতাব
দিয়েছি যাদের ;
প্রমাণ হলো যাহা
তাদের প্রেরিত
সে ভিত্তির উপরে
তাহা প্রতিষ্ঠিত ?
বরং জালিম সব
একে-অপরে
প্রতারণা ভরা শুধু
ওয়াদা তারা করে ৷৷

৪১. আসমান ও জমিন
আল্লাহ্ সেথায়
রেখেছেন ধরে যাতে
টলিয়া না যায়
তিনি ছাড়া সেখানে কে
রাখিবেন তায় ?
সহনশীলতা রহে
তাঁর অতিশয়
পরম ক্ষমাশীলও
তিনি নিশ্চয় ৷৷

৪২. আল্লাহ্‌র কসম করে
তারা বলিত
সতর্ককারী যদি
কোন আসিত ৷৷
যে কোন জাতি হতে
তাহারা সবাই
হেদায়েত মানিত
আগে তাহারাই ৷৷
অতঃপর তাহাদের
নিকটে যখন
সতর্ককারী এক
করে আগমন
ঘৃণাই করিল শুধু
তাহারা তখন ৷৷

৪৩. প্রাধান্য রাখিতে বজায়
তারা পৃথিবীতে
হীন যতো কুচক্র
থাকে করিতে ৷৷
তাহাদের সেইসব
কুচক্রের ফল
নিজেদেরই নিতে হয়
তাদের সকল ৷৷
আল্লাহ্‌র বিধানে নেই
পরিবর্তন

বিচ্যুতি দেখিবে না
যখন-তখন ॥
৪৪. ভ্রমণ করেনি কি
তারা পৃথিবীতে
পরিণাম দেখিত কেমন
ছিল অতীতে ?
এদের চেয়ে বেশী ছিল
তারা শক্তিতে ॥
আল্লাহ্‌তো এমন নন
অক্ষম তাঁরে
আসমান ও জমীনে কেহ
করিতে পারে
জগতের সবকিছু
তাঁর জানা রয়
বিশাল শক্তিধর
তিনি নিশ্চয় ॥
৪৫. মানুষকে ধরিতেন যদি
কর্মের কারণ
রেহাই পেত না কোন
প্রাণী যে এমন ॥
অবকাশ তাদেরে দেন
একটি সময়
অতঃপর যখন তাহা
উপস্থিত হয়
আল্লাহ্‌র দৃষ্টি তখন
বান্দাতে রয় ॥

---

৩৬. সূরা ইয়াসীন
মক্কায় ঃ আয়াত ৮৩ ঃ রুকু ৫

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম করে যাই
করুণায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. ইয়াসীন
২. জ্ঞানভরা কোরানের
কসম করে
৩. নিশ্চই প্রেরিত তুমি
রাসুলের ভিতরে
৪. প্রতিষ্ঠিত রয়েছ সঠিক
পথ-টি ধরে ॥
৫. নাযিল করিয়া দিলেন
মহা-শক্তিমান
পাঠালেন তাদের তরে
এই সে কোরআন;
৬. পূর্বপুরুষ যাদের
পায়নি কো ভয়
ফলত সবাই তারা
উদাসীন রয় ॥
৭. কোনদিনই আনিবে না
ঈমান তারা
নির্ধারিত হয়ে আছে
অধিক যাহারা ॥
৮. শৃঙ্খলে জাড়ানো বলে
দেখিতে না পায়
সর্বদা উর্ধ্বপানে
তাহারা তাকায়
৯. বেষ্টিত করেছি তাদের
প্রাচীর দ্বারা
ফলে আর কোনদিকে
দেখে না তারা ॥
১০. শাস্তির ভয় তুমি
যতই দেখাও
ঈমান আনিবে না যতই
উপদেশ দাও ॥
১১. উপদেশ যাহারা
পালন করে
যাহারা আল্লাহ্‌কে
না দেখিয়া ডরে ॥
দাও তুমি তাদেরে

এই সংবাদ
উত্তম প্রতিদানে
মিটিবে যে সাধ ॥
১২. জীবিত হইবে সবে
অবশ্য পুনরায়
কর্ম যাহা করিয়াছে
দেখিবে সেথায় ॥

রুকু-২

১৩. বর্ণনা কর তুমি
সেই নগরের
রাসুল আসিয়াছিল
শোধিতে তাদের ॥
১৪. তিনটি রাসুল তাদের
আমি পাঠালাম
১৫. অপবাদ পেল তারা
মিথ্যেবাদী নাম ॥
১৬. রাসুলেরা তারপরও
বলিল তাদের
নিশ্চই প্রেরিত মোরা
শোধিতে তোমাদের
১৭. দায়িত্ব পেলাম শুধু
সত্য প্রচারের ॥
১৮. তারা বলে তোমরা
অশুভ লক্ষণ
না যদি থামো তবে
মারিব তখন ॥
পাথর মারিয়া মোরা
ধ্বংস করিব
আমরা তোমাদের
শাস্তি দিব ॥
১৯. রাসুলরা বলিলেন
তোমাদের মন
উপদেশ মনে কর
অশুভ লক্ষণ
তোমরা আসলে কর
সীমা লঙ্ঘন ॥
২০. দূর হতে এক লোক
দৌড়ে আসিল
নবীকে মানিতে তাদের
উপদেশ দিল;
২১. বলিল, চায় না এরা
কোন বিনিময়
তাদেরে মানো-যারা
সৎপথে রয় ॥

তেইশ পারা ঃ অমা লিয়ালাবুদু

২২. সৃজন করিলেন যিনি
এই দুনিয়াতে
একদিন ফিরতে হবে
তাঁর সাক্ষাতে
ইবাদত করি তাই
ঈমানের সাথে ॥
২৩. উপাসনা যদি করি
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
কষ্ট দেন যদি
শাস্তির দ্বারা
মুক্ত আমায় কি
করিবে তারা ?
সুপারিশে লাগিবে না
ওইসব যারা ॥
২৪. যদি আমি কখনো
ওইরূপ করি
গোমরাহী মাঝে আমি
যাইব ভরি ॥
২৫. তোমাদের রবের প্রতি
এনেছি ঈমান
আমার কথা শোন
দিয়া মনপ্রাণ ॥
২৬. বলা হলো তাহাকে
জান্নাতে যেতে
বলিল-কওম আহা
জানিত তা পেতে;
২৭. যে, আমার রব মোর

হয়ে ক্ষমাশীল
সম্মানীদিগের মাঝে
করেছেন শামিল ॥
২৮. মৃত্যুর পরে তার
প্রেরণ করিনি
তাদের বিরুদ্ধে আমি
কোন বাহিনী;
আসমান হতে কিছু
করিনি প্রেরণ
ছিল না কোন কিছু
মোর প্রয়োজন ॥
২৯. কম্পিত হলো সব
শব্দে ভীষণ
তখনি সবাই তারা
হলো নির্বাপন ॥
৩০. আফসোস শুধু মোর
তাহাদের প্রতি
নবীদের করিত তারা
বিদ্রূপ অতি ॥
৩১. ধ্বংস করেছি আগে
জাতি যে কত
কখনো হবে না তারা
পুনঃরাগত ॥
৩২. হাজির করা হবে
সমীপে আমার
সবাইকে অবশ্যই
একত্রে আবার ॥

রুকু-৩

৩৩. প্রাণহীন জমিনের
আছে নিদর্শন
কেমনে তাকে আমি
করি সঞ্জীবন
শষ্য হলে তারা
করে ভক্ষণ ॥
৩৪. সৃষ্টি করি তাতে
খেজুর বাগান
আঙুর-ঝরনা আরো
প্রবাহমান ॥
৩৫. ফলমূল তাহাদেরই
খাইবার তরে
যেন তারা মোর কাছে
শোকর করে ॥
৩৬. পবিত্র মহান তিনি
করিলেন জোড়া
উদ্ভিদ মানুষ আরো
অজানা ওরা ॥
৩৭. রাত্রি রহিয়াছে
নমুনা আবার
দিনকে সরিয়ে নিলে
আসে অন্ধকার ॥
৩৮. আপন কক্ষপথে
সূর্য ঘোরে
পরাক্রমী বিধাতার
নিয়ন্ত্রণ পরে ॥
৩৯. চাঁদের জন্য আছে
বিভিন্ন কলা
ক্ষীণ সে হয়ে আসে
শেষ পথচলা ॥
৪০. সূর্যের ক্ষমতা নেই
রাতকে ধরা
রাতেরও নেই, দিন
অতিক্রম করা
নির্ধারিত পথে সব
ভ্রমিছে ওরা ॥
৪১. নিদর্শন তাদের আর
সন্তান সবাই
আরোহণ করিয়েছি
নৌকা বোঝাই ॥
৪২. অনুরূপ করেছি আমি
তাহাদের তরে
উহারা তাতে যেন
আরোহণ করে ॥
৪৩. ডুবাইতে পারিতাম
ইচ্ছা হইলে

উদ্ধার করিত না কেহ
চিৎকার দিলে ॥

৪৪. রহ্‌মত এ জন্য মোর
নয়তো দেয়া
এ জীবন উপভোগে
কিছুকাল নেয়া ॥

৪৫. ভয় কর তোমরা
সামনে যা আছে
দয়া মোর পেতে হলে
তাকাও পাছে ॥

৪৬. তাদের প্রভুর কত
নিদর্শন রয়
তবু তারা সব থেকে
মুখ ফিরে লয় ॥

৪৭. আল্লাহ্‌র দান হতে
যদি বলা হয়
তোমরা সকলেই
কিছু কর ব্যয়;
কাফের-মুমিনে বলে
কি মোদের আছে
তার চেয়ে চাও তব
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
আল্লাহ্‌ই ইচ্ছায়
খাওয়াবেন যাকে
আমরা খাওয়াতে যাব
কেন আর তাকে ?
প্রকাশ্য ভুলপথে
তাহারাই থাকে ॥

৪৮. হও যদি সত্যবাদী
আরো তারা বলে
এই ওয়াদা পূর্ণ হবে
কবে তাহলে ?

৪৯. অপেক্ষায় আছে তারা
বিকট আওয়াজের
পাকড়াও করা হবে
সেভাবেই তাদের
বাক-বিতণ্ডার মাঝে
পরস্পরের ॥

৫০. সময় পাবে না তারা
অসিয়ত করিতে
নিজ পরিবারে কভু
ফিরে যাইতে ॥

রুকু-৪

৫১. যখন ফুঁকা হবে
শিঙ্গাটিকে
কবর হতে বেরিয়ে যাবে
প্রভুর দিকে ॥

৫২. বলিবে তারা সব
কে আমাদের
উঠালো কবর হতে
এ সময় ফের ?
প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌র
ছিল এইক্ষণ
বলেছিল সত্য সবাই
সে রাসুলগণ ॥

৫৩. বিকট আওয়াজ এক
হবে সেখানে
সবাই আসিবে তখন
আমার পানে ॥

৫৪. আজিকার দিনে কারো
নাই অবিচার
প্রতিফল পাবে শুধু
কর্ম সবার

৫৫. বেহেশ্‌তবাসীরা পাবে
আনন্দ অপার ॥

৫৬. সুশীতল ছায়াতলে
বসিবে যে তারা
পালংকে বসে রবে
তাকিয়া দ্বারা ॥

৫৭. বিভিন্ন রকমের
ফলমূল রবে
যা কিছু চাইবে তারা
পেয়ে যাবে সবে ॥

৫৮. আল্লাহ্‌র তরফ থেকে

ছালাম পাবে

৫৯. অপরাধীগণ সব
ভিনপথে যাবে ॥

৬০. আমি কি তোমাদের
সতর্ক করি নাই
শয়তানের পূজা কেহ
করিবে না তাই ?

৬১. কর শুধু তোমরা
মোর ইবাদত
এটাই সত্য সরল
সঠিক পথ ॥

৬২. বহু লোক তোমাদের
সব হারালো
শয়তান যাহাদের
পথ দেখালো
তোমরা কি বুঝিতে না
কোন্ পথে আলো ?

৬৩. জাহান্নাম প্রাণভরে
দেখ আজ তাই
যার ওয়াদা পেয়েছিলে
তোমরা সবাই ॥

৬৪. তোমরা যা করেছিলে
কুফরীর কাজ
এখানে প্রবেশ কর
তাই সবে আজ ॥

৬৫. মুখে আজ মারিব
মোহর এদের
হাত-পা সাক্ষী দেবে
কৃতকর্মের ॥

৬৬. ইচ্ছা যদি করিতাম
দৃষ্টি রহিত
চক্ষু-বিনা তারা
কেমনে চলিত ?

৬৭. আকৃতি দিতাম তাদের
যদি বদ্‌লে
সামনে-পিছনে কিভাবে
যেত তাহলে ?

রুকু-৫

৬৮. দীর্ঘায়ু দান করি
আর আমি যাকে
আগের অবস্থায়
নিয়ে যাই তাকে
তবুও তারা কেন
বুঝ না রাখে ?

৬৯. রাসুলকে কবিত্ব
করিনিকো দান
স্বচ্ছ উপদেশে আছে
ভরা যে কোরআন ॥

৭০. জীবিত আছে যারা
পায় যেন ভয়
কাফেরের শাস্তি যেন
প্রমাণিত হয় ॥

৭১. দেখে নাকি তারা আরো
চতুষ্পদ প্রাণী
অনুগত তারা হয়
মানুষেরে মানি ?

৭২. প্রাণীর পিঠে সব
কি আরামে চড়ে
তাদেরে আবার কভু
ভক্ষণ করে ॥

৭৩. এদের মাঝে কত
রয় উপকার
পানীয় রয়েছে আরো
বিভিন্ন প্রকার
তবুও কি শুক্‌রিয়া
করিবে না তার ?

৭৪. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা
উপাসনা করে
সাহায্য প্রাপ্তির মোহে
অনেকের তরে ॥

৭৫. কোন কাজে লাগে না সেই
প্রভু সকলে
দোজখেতে যাবে সব
সদলবলে ॥

৭৬. দুঃখ পেও না তুমি
হে মোর রাসুল
যা কিছু তারা বলে
অতি বড় ভুল;
প্রকাশ্য বলে যাহা
আমি সব জানি
গোপনেও যত কিছু
করে কানাকানি ॥

৭৭. সৃজিলাম তাদের আমি
শুক্রকীট হতে
বৃথা আজ তর্ক তারা
করে কি মতে ?

৭৮. অভিনব কথা বলে
নিয়ে আমাকে
বলে আরো পচা হাড়ে
প্রাণ দিবে তাকে ?

৭৯. আদিতে যেভাবে তারা
হয়েছে সৃজন
মিশে যাওয়া হাড়ে পুনঃ
ফিরিবে জীবন
সকল বিষয়ে তিনি
অবগত হন ॥

৮০. সবুজ গাছ হতে
আগুন জ্বালেন
তারপর তাহা তিনি
তোমাদের দেন ॥

৮১. আকাশ-পৃথিবী যিনি
করিলেন সৃজন
অনুরূপ তিনি কি আরো
সক্ষম নন ?
অবশ্যই সেই সবে
সক্ষম তিনি
সৃষ্টিকর্তা আর
সর্বজ্ঞানী যিনি ॥

৮২. হও বলিলেই তিনি
সব হয়ে যায়
সৃষ্টি যদি করিতে
চান ইচ্ছায় ॥

৮৩. পবিত্র মহান তিনি
সেরা ক্ষমতায়
সবাই তাঁর দিকে
ফিরে পুনরায় ॥

---

৩৭. সূরা সাফ্‌ফাত
মক্কায় ঃ আয়াত ১৮২ ঃ রুকু ৫

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ্ যিনি
পরম করুনাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. কসম-সারি দিয়ে
দণ্ডায়মান

২. কঠিনভাবে যাহারা
করে বাধাদান ॥

৩. মুখস্ত যারা সব
তিলাওত করে

৪. নিশ্চই মাবুদ এক
তোমাদের তরে ॥

৫. সবার রব তিনি
জমিন আস্‌মানে
এবং দুই এর যাহা
আছে মাঝখানে
উদয়াচলের রব
তিনি সেখানে ॥

৬. পৃথিবীর আকাশ আমি
রাখি সাজিয়ে
তারকামালা ভরা
সুষমা দিয়ে ॥

৭. সবদিকে আরো তাকে
সুরক্ষিত রেখে
যতসব অবাধ্য হওয়া

শয়তান থেকে ॥

৮. উর্ধ্বজগতের ফলে
কোন কিছু শ্রবণ
করিতে পারে না সেই
শয়তানগণ ॥
সবদিক হতে তাই
তাহাদের পানে
উল্কা ছুড়িয়া মারা
হয় সেখানে ॥

৯. যাহা দ্বারা তাদের হয়
বিতাড়ণ করা
অনন্ত শাস্তি তাদের
রহিয়াছে ধরা ॥

১০. কোন কিছু শুনে থাকে
শয়তান যখন
জ্বলন্ত উল্কা পিছে
ধায় যে তখন ॥

১১. জিজ্ঞাসা অতএব
তাদেরে কর
তাদের সৃষ্টি করা
কঠিনতর;
সৃষ্টি নাকি যাহা
অন্য যারা ?
কাদামাটি দিয়ে মোর
সৃষ্টি তারা ॥

১২. বরং তোমার জাগে
এতে বিস্ময়
ইহাতে তাদের শুধু
বিদ্রূপই রয় ॥

১৩. উপদেশ দেয়া হয়
তাদেরে যখন
সময় থাকিতে তারা
করে না গ্রহণ ॥

১৪. নিদর্শন কোন যদি
দেখে সকলে
উপহাস তারা সব
করিয়া চলে ॥

১৫. এমনই করিয়া সব
বলে চলে তারা
আর কিছু নয় এটা
শুধু জাদু ছাড়া ॥

১৬. আমরা যখন সব
যাবো মরিয়া
হাড় ও মাটি হতে
কেমন করিয়া
আবার জীবিত মোদের
নিবে উঠাইয়া ?

১৭. পূর্ব-পুরুষ মোদের
ছিল যাহারা
এমন করে কি সব
হবে তাহারা ?

১৮. অবশ্যই বলে দাও
তাহাদের কাছে
সাথে আরো তোমাদের
লাঞ্ছনা আছে ॥

১৯. উত্থান বিকট এক
আওয়াজ দিয়ে
চতুর্দিকে দেখিবে
তারা তাকিয়ে ॥

২০. বলিবে ভাগ্য খারাপ
আমাদের হায়
বিচারের দিন তো
আসিল হেথায় ॥

২১. বলা হবে মীমাংসার
দিন-তো এটাই
অস্বীকার তোমরা যেটা
করিতে সদাই ॥

রুকু-২

২২. তখন বলা হবে
ফেরেশতাদেরে
একত্র কর সব
জালিমদিগেরে;
দোসর এবং তাদের
ছিল সব যারা

ইবাদত করিত আর
যাদের তারা
২৩. উপাস্য যে সকল
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ॥
অতএব তাদের সব
দাও চালিয়ে
দোজখের পথে চল
সবারে নিয়ে ॥
২৪. অতঃপর একটু তাদের
থামাও তবে
কেননা সবাই তারা
জিজ্ঞাসিত হবে ॥
২৫. হলো কি এখন যে
আজ তোমাদের
সাহায্য করিছ-না
একে অপরের ?
২৬. বরং সবাই তারা
সেদিন আসিয়া
নিজেরাই সমর্পণ
হইবে গিয়া ॥
২৭. আর সব তখন তারা
একে অপরে
করিবে জিজ্ঞাসাবাদ
পরস্পরে ॥
২৮. সবলদেরে বলিবে
যারা দূর্বল
আসিতে প্রতাপসহ
তোমরা সকল ॥
২৯. সবলেরা বলিবে
দূর্বলে এমন
তোমরাই বিশ্বাসী
ছিলে না তখন;
৩০. জোর করিনি মোরা
তোমাদের উপরে
তোমরাই চলিতে সীমা
লঙ্ঘন করে ॥
৩১. সত্যই হয়েছে সব
রবের বাণী
আমাদের টানিতে হবে
আযাবের ঘানি ॥
৩২. চালিয়েছি তোমাদেরে
ভ্রষ্ট-পথে
নিজেরাও চলেছি
একই ওই মতে ॥
৩৩. সুতরাং সেইদিন
তারা সকলে
শামিল হয়ে যাবে
দোজখীর দলে
৩৪. পাপীদের সাথে মোর
এইরূপই চলে ॥
৩৫. যখন তাহাদেরে
বলা হইত
মাবুদ নেই কোন
আল্লাহ্‌ ব্যতীত
অহংকার করিয়া তারা
তখন বলিত;
৩৬. আমরা কি পাগল এক
কবির কথায়
ত্যাগ করিব মোদের
মাবুদ হেথায় ?
৩৭. সত্য নিয়ে হলো
তার আগমন
সত্য প্রমাণ হয়
যত রাসুলগণ ॥
৩৮. এখন তোমাদের হবে
গ্রহণ করিতে
আজাবের স্বাদ কেমন
অবশ্যই নিতে ॥
৩৯. সে-সবেরই তোমরা
পাবে প্রতিফল
যাহা কিছু করিতে সেথা
তোমরা সকল ॥
৪০. আল্লাহ্‌র বাছাই শুধু
হবে যাহারা
আযাবের স্বাদ কোন
পাবে না তারা ॥

৪১. রিযিক রয়েছে তাদের
নির্ধারিত
৪২. ফলমূল দ্বারা হবে
সম্মানিত ॥
৪৩. সবাই যেখানে বাস
করিবে ওরা
জান্নাত হবে সেথা
নিয়ামতে ভরা ॥
৪৪. পালংকে বসিবে তারা
মুখোমুখি হয়ে
দেয়া হবে পাত্রভরা
পানীয় লয়ে ॥
৪৫. শুভ্র উজ্জল হবে
পানীয় যাহা
৪৬. পানকারীদের তরে
সুস্বাদু তাহা ॥
৪৭. মাথাধরা উপাদান
থাকিবে না যাতে
মাতালও হবে না তাই
আরো তাহাতে ॥
৪৮. নিকটে থাকিবে তাদের
আয়ত নয়ন
স্বপ্নালু চাহনীভরা
যত হুরগণ;
৪৯. যেন তারা আচ্ছাদিত
ডিমের মতন ॥
৫০. করিবে তারা সব
কথোপকথন
৫১. বলিবে তাহাদের
মাঝে একজন
সঙ্গী আমার এক
ছিল যে তখন ॥
৫২. বলিত এই কথা
সে আমাকে
তোমার কি ইহাতে
বিশ্বাস থাকে ॥
৫৩. আমরা যখন সব
যাবো মরিয়া
মাটি-হাড়ে পরিণত
আর হইয়া;
তারপরে তবুও কি
আমরা সকল
আবার পাইব কোন
তার প্রতিফল ?
৫৪. বলিবেন আল্লাহ্‌ তখন
তোমরা কি তাকে
উঁকি দিয়ে দেখিবার
ইচ্ছা থাকে ?
৫৫. অতঃপর উঁকি দিতে
সেখানে যাবে
দোজখের মাঝে তাকে
দেখিতে পাবে ॥
৫৬. বলিবে তখন সে
কসম আল্লাহ্‌র
উপক্রম করেছিলে
ধ্বংস করার ॥
৫৭. রবের দয়া যদি
সেথায় না হতো
জাহান্নামে থাকিতাম
তোমারই মতো ॥
৫৮. এখন আমরা কি
মরিব না আর
৫৯. মরণ হবার পরে
প্রথমবার ?
আমরা কি পাবোনা তবে
দণ্ড যে তাঁর ?
৬০. মহা এক সফলতা
ইহা নিশ্চয়
৬১. এমন এক সফলতা
পেতে যদি হয়
তেমনই কর্ম সেথা
করিবার রয় ॥
৬২. এইরূপই নয় কি
সেরা আপ্যায়ন
নাকি ভালো যাক্কুম
বৃক্ষ যেমন ?

৬৩. আমি-তো সৃষ্টি এক
করিয়াছি তাহা
জালিমকে পরীক্ষা আমি
করিতে যাহা ॥
৬৪. এমন একটি গাছ
সেইটা যে রয়
জন্ম যার দোজখের
তলদেশে হয়;
৬৫. মোচা ধরে এমনই
তাতে একখান
মাথা তার মনে হয়
খোদ-শয়তান ॥
৬৬. কাফের করিবে সেথায়
তাহা ভক্ষণ
উদর পূর্ণ তাতে
করিবে তখন ॥
৬৭. পুঁজের সাথে থাকিবে
তাহাদের তরে
ফুটন্ত গরম পানি
মিশ্রিত করে ॥
৬৮. অতঃপর তাদের হবে
যেতে সেখানে
গন্তব্য তাহাদের
জাহান্নাম পানে ॥
৬৯. পিতৃপুরুষ সবার
পেয়েছিল তারা
পথভ্রষ্ট সবাই
ছিল যাহারা ॥
৭০. তাহারাও চলিল সব
সেইদিক দিয়া
পিতৃপুরুষদিগের
পথ ধরিয়া ॥
৭১. ভ্রষ্ট পথে ছিল
অতীতে তাদের
মাত্রায় ছিল বেশী
অধিক যাদের ॥
৭২. আমি তো তাহাদের
মধ্যে তখন
সতর্ক করিতে বহু
করেছি প্রেরণ ॥
৭৩. সতর্ক হবার কথা
শুনেছিল যারা
পরিণাম কিরূপ দেখ
পেয়েছিল তারা
৭৪. আল্লাহ্‌র খাঁটি কিছু
বান্দা ছাড়া ॥

রুকু-৩

৭৫. নূহু তো ডেকেছিল
তথায় আমাকে
উত্তম সাড়া কত
দেই আমি ডাকে;
৭৬. রক্ষা করেছি আমি
তার পরিবার
মহা এক সংকট
হতে যে তাহার ॥
৭৭. আমি তার বংশধর
দেই রাখিয়া
৭৮. পরবর্তীদের মাঝে
এ বিষয় দিয়া;
৭৯. বিশ্ববাসীদের মাঝে
নূহুর তরে
শান্তির বর্ষণ হোক
তাহার উপরে ॥
৮০. আমার খাঁটি সব
বান্দা যারা
পুরস্কৃত এইরূপই
হয়ে থাকে তারা ॥
৮১. সে ছিল অন্যতম
মোর বান্দার
তাহাদের মাঝে সব
যত ঈমানদার ॥
৮২. অন্য লোকেরা যত
আমি অতঃপরে
সবাইকে দিলাম আমি

নিমজ্জিত করে ॥
৮৩. নূহুর অনুগামী সেথা
যারা সব রয়
ইব্রাহিমও তার মাঝে
ছিল নিশ্চয় ॥
৮৪. আরো তার সেই কথা
কর যে স্মরণ
শুদ্ধ মনে রবের কাছে
করে আগমন ॥
৮৫. পিতা আর কওমে তার
যখন সে বলে
কিসের উপাসনা
করিয়াছ চলে
৮৬. মিথ্যা কি আল্লাহ্ ছেড়ে
চাও তাহলে ?
৮৭. বিশ্ব জগতের সেই
পালক লয়ে
তোমাদের ধারণা কি
তাঁর বিষয়ে ?
৮৮. ইব্রাহিম অতঃপর
তাই সেখানে
চাইলো সে একবার
তারকার পানে ॥
৮৯. আমি যে অসুস্থ
ইহা বলিয়া
৯০. তারা তাকে ত্যাগ করে
গেল চলিয়া ॥
৯১. দেবতার কাছে বলে
সন্তর্পণে
তোমরা খাও না কেন
কি কারণে
৯২. কি হলো, বল না কথা
কেন এইক্ষণে ?
৯৩. অতঃপর তখন সে
তাদের উপরে
আঘাত করিতে তাই
থাকে সজোরে ॥
৯৪. ব্যস্ত হয়ে সব
সেথা লোকজন
দৌড়িয়া তার পানে
আসিল তখন ॥
৯৫. দেখিয়া ইব্রাহিম
তাদেরে বলে
তোমরা কি তাদের পূজা
কর তাহলে;
যাদেরে তোমরাই
কর নির্মাণ
সুরত যাদের কর
তোমরাই দান ?
৯৬. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেন
অথচ তোমাদের
তোমাদের নির্মিত সব
যাহারাও তাদের ॥
৯৭. তারা বলে-এর তরে
কর নির্মাণ
জ্বলন্ত আগুনের
কুয়া একখান ॥
এবং সবাই মিলে
তাকে ধরিয়া
অগ্নিকুণ্ডে দাও
নিক্ষেপ করিয়া ॥
৯৮. বিরাট এক কুচক্র
করেছিল তারা
পরাভূত হলো সব
আমার দ্বারা ॥
৯৯. ইব্রাহিম বলিল চলি
রবের পানে
আমাকে যাবেন নিয়ে
যাবার যেখানে ॥
১০০. হে আমার রব এক
আর্জি থাকে
একটি সু-পুত্র
দিন আমাকে ॥
১০১. অতঃপর আমি তাকে
পাঠালাম দিয়ে
সবরকারী পুত্রের

সংবাদ নিয়ে ॥
১০২. পিতার সাথে চলিবার
বয়স হলে
একদিন ইব্রাহিম
তাহাকে বলে ॥
হে পুত্র স্বপ্নে আমি
নির্দেশ পাই
আমি যেন করিতেছি
তোমাকে জবাই ॥
তোমার মত কি তবে
বল তাই এখন ?
বলে সে পূর্ণ করুন
আদেশ যেমন ;
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলে
আপনি আমায়
সবরকারীদের মাঝে
পাবেন সেথায় ॥
১০৩. আনুগত্য প্রকাশ তারা
করিল যখন
পুত্রকে ধরিয়া পিতা
শোয়ালো তখন ॥
১০৪. তখন ডাকিয়া আমি
বলিলাম তারে
হে ইব্রাহিম-তুমি
শোন আমারে ॥
১০৫ স্বপ্নকে করিলে
সত্যে পরিণত
খাঁটি সব বান্দা পায়
প্রতিদান যত
১০৬. এইটা ছিল এক
পরীক্ষার মত ॥
১০৭. তাহার জায়গায়
আমি তারপরে
দিলাম একটি প্রাণী
জবাই এর তরে ॥
১০৮. তাহার জন্য আমি
একটি বিষয়
উত্তর পুরুষ মাঝে
দান যাহা রয়
১০৯. ইব্রাহিমের উপরে তাই
সালাম দেয়া হয় ॥
১১০. এরূপেই খাঁটি মোর
বান্দার তরে
প্রতিদান দিয়ে থাকি
এমনই করে ॥
১১১. নিশ্চই ছিল সে এক
বান্দা এমন
আমার মুমিন মাঝে
বাছা একজন ॥
১১২. ইছাকের সংবাদ
দিয়েছি তাকে
নেককারী নবীর যে
একজন থাকে ॥
১১৩. তাকে আমি করিয়াছি
বরকত দান
ইসাকেরও দিয়াছি
তাহার সমান ॥
তাদের বংশের মাঝে
ছিল নেককার
জালিম কতক ছিল
তাহাদের আর ॥

রুকু-৪

১১৪. অনুগ্রহ করেছি আমি
মুসা হারুণের
১১৫. রক্ষা করেছি তাই
আমি উভয়ের
সংকটে বাঁচিয়েছি
তার কওমের ॥
১১৬. আমার তরফ হতে
সাহায্য দ্বারা
সেখানেতে বিজয়ী সব
হয়েছিল তারা ॥
১১৭. কিতাব দিয়েছি সেথা
আমি উভয়ের

১১৮. চালিয়ে সঠিক পথে
রাখি তাহাদের ॥
১১৯. পরবর্তীদের মাঝে
রাখা তাই রয়
উভয়ের জন্য মোর
একটি বিষয়
১২০. হারুন ও মুসাকে সালাম
বর্ষিত হয় ॥
১২১. এরূপেই খাঁটি মোর
বান্দা যতো
প্রতিদান দিয়ে থাকি
ইচ্ছা মতো ॥
১২২. নিশ্চই এমন তারা
ছিল উভয়ে
মুমিন বান্দার মাঝে
গিয়েছিল রয়ে ॥
১২৩. ইলিয়াসও নিশ্চই
ছিল যে এমন
রাসুলগণের মাঝে
সে একজন ॥
১২৪. কওমের কাছে গিয়ে
তখন সে কয়
কর না তোমরা কি সব
আল্লাহ্‌কে ভয় ?
১২৫. করিবে কি তোমরা পূজা
বলো দেবতার
ত্যাগ করিয়া আসল
সৃষ্টিকর্তার ?
১২৬. তোমাদের রব সেই
আল্লাহ্ যিনি
পূর্বপুরুষদেরও
রব সেই তিনি ॥
১২৭. অবশেষে অস্বীকার
করিল ওরা
শাস্তির জন্য হবে
হাজির করা ॥
১২৮. আল্লাহ্‌র বান্দা খাঁটি
সৎ যারা রয়
তাহাদের তরে তবে
সেইরূপ নয় ॥
১২৯. বিষয়টি পরের সব
মানুষের কাছে
আমার তরফ হতে
রাখা সেটা আছে ॥
১৩০. সালাম ইলিয়াছে
বর্ষিত হয়
১৩১. সৎলোকের প্রতিদান
এইরূপই রয় ॥
১৩২. নিশ্চই সে এক ছিল
ব্যক্তি এমন
মুমিন বান্দার মাঝে
আরো একজন ॥
১৩৩. আমার প্রেরিত ছিল
রাসুল যতো
লুত-ও ছিল এক
তাদেরই মতো ॥
১৩৪. রক্ষা করেছি সেথা
আমি যে তাহার
তার সাথে ছিল আরো
তার পরিবার ॥
১৩৫. বাকি রাখি শুধু এক
বৃদ্ধা যাকে
কেননা পিছনে গিয়ে
সে পড়ে থাকে ॥
১৩৬. অন্য সবাই লোক
ছিল যাহারা
একেবারে ধ্বংস হল
আমার দ্বারা ॥
১৩৭. তাহাদের ধ্বংস হওয়া
সেই বাড়িঘর
যাতায়াত তোমরা কর
তাহার উপর ॥
গমনাগমন কর
যেথা প্রভাতে
১৩৮. এবং কখনও বা
রাতের বেলাতে

তবুও কি বুঝিতে কিছুই
পারো না তাতে ?

রুকু-৫

১৩৯. প্রেরিত যারা মোর
রাসুলগণ
ইউনুসও তার মাঝে
ছিল একজন ॥
১৪০. সে যখন সেথা হতে
গেল পালিয়ে
বোঝাই এক নৌযানে
উঠিল গিয়ে ॥
১৪১. অতঃপর লটারিতে
শরিক হলে
প্রমাণিত হলো সে
অপরাধী বলে ॥
১৪২. গিলিয়া একটি মাছ
ফেলিল তাকে
তিরস্কার নিজেকে সে
করিতে থাকে ॥
১৪৩. আল্লাহ্‌র তসবি না
যদি পড়িত
১৪৪. মাছের পেটের মাঝেই
পড়িয়া রহিত
কিয়ামত দিনতক্
সেথায়ই থাকিত ॥
১৪৫. নিক্ষেপ করি পরে
এক ময়দানে
অসুস্থ পড়িয়া সে
ছিল সেখানে ॥
১৪৬. রাখিলাম আমি সেথা
তাহার উপরে
একটি লতানো গাছ
তৈরী করে ॥
১৪৭. রাসুল করে পাঠিয়েছি
আমি তাহাকে
লক্ষ বা অধিক লোক
যেখানে থাকে ॥
১৪৮. ঈমান সবাই তারা
এনেছিল বলে
নির্ধারিত একটি সময়
দিয়েছি ফলে
জীবন উপভোগ
তাহাদের চলে ॥
১৪৯. জিজ্ঞাসা করে তুমি
দেখ তাহাদের
সন্তান, কন্যা তবে
আছে কি রবের
পুত্র সন্তান আর
আছে তাহাদের ?
১৫০. অথবা আমি কি
ফেরেশতা সবার
রাখিয়াছি সৃষ্টি করে
নারীরূপে আর
এবং তাদের তাহা
রয়েছে দেখার ?
১৫১. নিজেদের মনগড়া
কথা বলিয়া
১৫২. আল্লাহ্‌র সন্তান
এই কথা নিয়া
তারা সব মিথ্যেবাদী
গেল রহিয়া ॥
১৫৩. অধিক পছন্দ তাই
তিনি করিলেন
পুত্র বিনা তিনি
কন্যা নিলেন ?
১৫৪. বলিবে কি তোমাদের
কি এমন হলো
এমন ধারণা তবে
কর কেন বল?
১৫৫. তবে কি তোমরা
রয়েছ এমন
করিবে না কখনো কি
উপদেশ গ্রহণ ?
১৫৬. অথবা রয়েছে কি

তোমাদের কাছে
পরিস্কার প্রমাণ আরো
কিছু রহিয়াছে ?
১৫৭. নিয়ে আসো তোমাদের
কিতাব সেটাই
তোমরা সত্যবাদী
হও যদি তাই ॥
১৫৮. জ্বীন ও আল্লাহ্‌র
মাঝে যাহারা
সম্পর্ক আছে বলে
মনে করে তারা ॥
অথচ জ্বীনেরা সব
এই কথা জানে
শাস্তির জন্য হবে
যেতে সেখানে ॥
১৫৯. যা তারা বলে সব
আল্লাহ্‌র বিষয়
তা হতে পবিত্র মহান
তিনি অতিশয় ॥
১৬০. আল্লাহ্‌র খাঁটি সব
বান্দা যারা
কখনোই পাকড়াও
হবে না তারা ॥
১৬১. তোমরা ও তোমাদের
উপাস্য যা থাকে
১৬২. পারিবে না কোন কিছু
নিয়ে আল্লাহ্‌কে
বিভ্রান্ত যাহাতে
করিয়া রাখে ॥
১৬৩. কেবলমাত্র সেই
লোকেরা ছাড়া
প্রবেশ দোজখেতে
করিবে যারা ॥
১৬৪. ফেরেশতারা এইভাবে
বলে অম্লান
নির্ধারিত জায়গা মোদের
হয়েছে প্রদান
১৬৫. সারি দিয়ে আছি মোরা
দণ্ডায়মান ॥
১৬৬. তসবিহ্‌ পাঠে মোরা
আছি নিয়োজিত
১৬৭. আর সব কাফেরেরা
ইহা বলিত;
১৬৮. পূর্ববর্তীদিগের
কিতাব যেমন
আমাদের কাছে যদি
থাকিত তেমন
১৬৯. অবশ্যই বান্দা খাঁটি
হইতাম তখন ॥
১৭০. কোরআন তারা করে
প্রত্যাখ্যান
শীঘ্রই জানিবে তারা
ভালো পরিমাণ ;
১৭১. আমার রাসুল আর
বান্দা নিয়ে
পূর্বেই নির্ধারিত
হয়েছে গিয়ে ॥
১৭২. অবশ্যই সাহায্য
পাবে তাহারা
১৭৩. বিজয়ী হবে মোর
বাহিনী যারা ॥
১৭৪. কিছুকাল উপেক্ষা
কর তাদেরে
১৭৫. এবং দেখিতে থাক
লক্ষ্য করে ॥
তাহারাও শীঘ্রই
দেখিবে সেথায়
১৭৬. তবে কি আযাব তারা
শীঘ্রই চায় ?
১৭৭. আযাব দুয়ারে যখন
আসিবে তাদের
সতর্ক হয়েছিল করা
সেই সব যাদের
দেখিবে মন্দ কতই
এক প্রভাতের ॥
১৭৮. কিছুকাল তাদেরে চল

উপেক্ষা করিয়া
১৭৯. তাহাদের প্রতি আরো
লক্ষ্য দিয়া
তাহারাও দেখিতে
পাইবে গিয়া ॥
১৮০. বলে থাকে তাহারা
যেই কথা সব
পবিত্র তাহা হতে
তোমার রব ;
ক্ষমতার মালিক তিনি
মহান অতি
১৮১. সালাম বর্ষণ হোক
রাসুলদের প্রতি ॥
১৮২. প্রশংসা যতকিছু
সব আল্লাহ্‌র
জগতসমূহ যত
পালক যে-তার ॥

---

৩৮. সূরা সাদ
মক্কায় ঃ আয়াত ৮৮ ঃ রুকু ৫

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুণাময়
রহ্‌মানুর রহিম ॥

রুকু-১

১. সোয়াদ, কসম এই
কোরআনের করা
যেথায় রহিয়াছে
উপদেশ ভরা ॥
২. বিদ্বেষ ভরা যত
কাফের উদ্ধত
বিরোধিতা নিয়ে রয়
তারা মত্ত ॥
৩. অনেক জাতি ছিল
আমি তাদেরে
দিয়েছি একেবারে
ধ্বংস করে ॥
আর্তনাদ করেছিল
তারা অতিশয়
মুক্তি লাভের তখন
ছিল না সময় ॥
৪. বিস্মিত হয়েছিল
তাহারা তখন
সতর্ক করিতে এল
তাদের একজন;
তখন কাফেরেরা
বলিতে থাকে
যাদুকর মিথ্যাবাদী
বলে তাহাকে ॥
৫. অনেক মাবুদের
জায়গায় এখন
ঠিক করে দিল সে
মাবুদ একজন ?
বিস্ময়কর এক
ব্যাপার এমন ॥
৬. কিছু নেতা এই কথা
বলে চলে যায়
তোমরা অটল থাকো
নিজেদের পূজায়;
নিজেদেরই উপাস্য
তোমাদের রয়
বিশেষ কারণ এটা
কোন নিশ্চয় ॥
৭. আগের ধর্মে কভু
শুনিনি মোরা
কিছু নয় উক্তি এটা
শুধু মনগড়া ॥
৮. আমাদের মধ্যে কি
ইহার উপরে
কোরআন পাঠানো হলো
নাযিল করে ?

কোরআন নিয়ে আসলেই
সন্দেহে তারা
এখনও পায়নি স্বাদ
আযাবের দ্বারা ॥

৯. তাদের আছে কি তব
রবের দয়ার
মহান দাতার দেয়া
কোন ভান্ডার ?

১০. অথবা তাদের কোন
প্রভাব কি আছে
আসমান ও জমীনের
সবার কাছে ?
তাহলে তারা সব
সিঁড়ি এক নিয়ে
আরোহণ করিতে থাক্
আসমানে গিয়ে ॥

১১. অনেক বাহিনীর
মাঝে ইহারা
অবশ্যই পরাজিত
হবে যে তারা ॥

১২. অতীতেও রাসুলকে
করে অস্বীকার
নূহ্-আদ কওম ছিল
ফেরাউন আর;

১৩. সামুদ-লুত আর
কওম আইকার
এরাই ছিল বহু
বাহিনী সেথার ॥

১৪. রাসুলকে কেহই তারা
মানেনি যখন
শাস্তি তাদের উপর
এসেছে তখন ॥

রুকু-২

১৫. বিকট এক চিৎকার
শুনিতে সেথায়
কেবল তারা সেই
আছে প্রতীক্ষায়
অবকাশ রবে না যদি
শ্বাস নিতে চায় ॥

১৬. হে মোদের রব দিন
এরা তাই বলে
আমাদের প্রাপ্য বুঝে
চাই সকলে ॥
দিয়েছেন সবকিছু
বিচারের আগে
সত্বরই পাবো যাহা
আমাদের ভাগে ॥

১৭. যা কিছু বলুক কর
ধৈর্য্য-ধারণ
দাউদের কথা তুমি
কর যে স্মরণ ॥
বড়ই শক্তিশালী
ছিল অতিশয়
সর্বদা আমার সে
অনুগত রয় ॥

১৮. পর্বতমালাকে করি
তার অনুগত
সকাল ও সন্ধ্যায় তারা
থাকিত রত;
পাঠ করিত মোর
তসবিহ্ তারা

১৯. সমবেত হতো সব
পাখিকূল যারা
সকলেই ছিল তার
প্রভাব দ্বারা ॥

২০. শক্ত রাজত্ব আমি
দিয়েছি তাকে
জ্ঞান আর বাগ্মীতা
তাহার থাকে ॥

২১. দুইটি দলের কথা
সে কি তব কাছে
দাবীদার উভয়ে ছিল
পৌঁছিয়াছে ?
ইবাদতখানার দেয়াল

তারা টপকায়
২২. দাউদের কাছে গিয়ে
তারা পৌঁছায়
দাউদ সেটা দেখে
ভয় পেয়ে যায় ॥
বলে তারা আপনি
পাবেন না ভয়
আমাদের বিবদমান
দু'টি দল রয়
উভয়েরই বাড়াবাড়ি
আছে অতিশয় ॥
ন্যায়ভাবে আমাদের
মাঝে এইবার
সঠিক পথ বলে দিন
করিয়া বিচার ॥
২৩. আমার ভাই হলো
ব্যক্তিটি ওই
দুম্বা রয়েছে তার
নিরানব্বই ॥
একটি আছে শুধু
মাত্র আমার
তবু ওই একটি নাকি
তার দরকার
কথার জোর দিয়ে
চায় হারাবার ॥
২৪. দাউদ বলে অন্যায়
এটি অতিশয়
বেশীভাগ শরিকেরা
এইরূপই হয় ॥
ঈমান আছে তবে
সৎলোক যারা
এইরূপ লোকের মাঝে
বিরল তাহারা ॥
দাউদ বুঝিল আমার
পরীক্ষা এটায়
স্বীয় রবে সিজদাতে
ক্ষমা চেয়ে যায় ॥
২৫. ত্রুটি তার মার্জনা
করিয়া দিলাম
মর্যাদা পেল মোর
শুভ পরিণাম ॥
২৬. প্রতিনিধি করি আমি
দাউদ তোমাকে
পৃথিবীতে তোমার যেন
সুবিচার থাকে ॥
বিচার মীমাংসা কর
ন্যায়ের সাথে
প্রবৃত্তির বশীভূত
হয়ো না যাতে
আল্লাহ্‌র পথ হতে
সরে যাবে তাতে ॥
আল্লাহ্‌র পথ হতে
বিচ্যুত যারা
ভীষণ শাস্তি সেদিন
পাবে তাহারা ॥
বিচারের দিন যদি
কেহ ভুলে রয়
হিসাব নিকাশ সেথা
হবে নিশ্চয় ॥

রুকু-৩

২৭. আসমান-জমিন আর
উভয়ের ভিতর
অনর্থক সৃষ্টি কোন
নাই কিছু মোর ॥
নিরর্থক ধারণা করে
যাহারা কাফের
জাহান্নামে দুর্ভোগ
রয়েছে তাদের ॥
২৮. সৎকাজ করেছে যারা
আনিয়া ঈমান
তাদের কি করিব
উহাদের সমান ;
পৃথিবীতে ফ্যাসাদ যারা
করিয়া বেড়ায়

মুমিন আর পাপীরা কি
এক হয়ে যায় ?

২৯. এ কোরআন কিতাব-এক
বরকতময়
তোমার প্রতি যাহা
নাযিল রয় ॥
যাহা সব রহিয়াছে
আয়াত ইহার
মানুষেরা তাহা যেন
পারে বুঝিবার ॥
আরো যারা রহিয়াছে
জ্ঞানবানগণ
পারে তারা উপদেশ
করিতে গ্রহণ ॥

৩০. দাউদকে আমি আরো
করিয়াছি দান
উত্তম বান্দা ছিল
সেই সুলেমান
সে ছিল আল্লাহ্‌র
অনুগত প্রাণ ॥

৩১. যখন কোন এক
সন্ধ্যাবেলায়
একদল উন্নত ঘোড়া
হাজির করায়;
তার সামনে সব
নিয়ে আসা হলে

৩২. তখনই সে উঠিয়া
এই কথা বলে;
সম্পদ মোহে আছি
মশগুল হয়ে
এদিকে সূর্য গেল
আড়ালে বয়ে ॥

৩৩. আমার কাছে আনো
সবগুলো নিয়া
গলা আর পা সব
ফেলে কাটিয়া ॥

৩৪. সুলাইমানকে আমি
পরীক্ষার তরে
ধড় এক রাখি তার
আসনের উপরে

৩৫. আল্লাহ্‌তে অতঃপর
প্রার্থনা করে;
হে রব আমাকে
ক্ষমা করিয়া
রাজ্য এমন এক
দিন মোর দিয়া ;
আমি ছাড়া আর কারো
ভাগ্য না হয়
আপনি পরম দাতা
হন নিশ্চয় ॥

৩৬. বাতাসকে দেই তার
বশীভূত করে
প্রবাহিত হতো তার
ইচ্ছার উপরে ॥
যখন নির্দেশ সে
করিত যেথায়
বাতাসের প্রবাহ
মৃদু হয়ে যায় ॥

৩৭. বশীভূত তার ছিল
আরো শয়তান
ডুবুরি ও ইমারত যারা
করে নির্মাণ ॥

৩৮. এমন অনেক আরো
ছিল যাহারা
শিকলে বাঁধা পড়ে
থাকিত তারা ॥

৩৯. এইসব তোমাকে দান
রাখিলাম দিয়া
নিজেও যা পারো তুমি
দিতে রাখিয়া ॥
অথবা অন্য কারো
দান করিতে
হবেনা এ জন্য তোমার
জবাব দিতে ॥

৪০. নিকটের মর্যাদা
তাহাকে দিলাম

তার তরে আছে আরো
শুভ পরিণাম ॥

রুকু-৪

৪১. স্মরণ কর সেই
আইয়ুবের কথা
রবকে ডাকিয়া সে
বলেছিল যথা ;
আমায় যন্ত্রণা বড়
দেয় শয়তান
কষ্টে আমার হলো
ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥

৪২. পা দিয়ে জমিনে বলি
আঘাত দিতে
বেরিয়ে শীতল পানি
আসে থাকিতে
গোসল করিবারও
পান করিতে ॥

৪৩. দান আরো করিলাম
আমি তাহাকে
পরিবারবর্গ সাথে
আরো বেশী থাকে ॥
আমার তরফ হতে
রহ্‌মত প্রদান
উপদেশ তাদের আরো
যারা জ্ঞানবান ॥

৪৪. এক মুঠো কঞ্চি
নাও তুমি হাতে
আঘাত তাহা দিয়ে
কর সেই সাথে ॥
শপথ ভঙ্গ তুমি
করিও না আর
ধৈর্য্যশীল আমি
পেয়েছি তাহার ॥
বান্দা ছিল সে অতি
বড় চমৎকার
নিশ্চই অভিমুখী
ছিল আল্লাহ্‌র ॥

৪৫. স্মরণ কর, ইব্রাহিম ও
ইছাকের কথা
ইয়াকুবও একজন
ছিল আরো তথা ॥
কর্মের শক্তি বড়
ছিল তাহাদের
জ্ঞানের শক্তিও আমি
দিয়েছি যাদের ॥

৪৬. বিশেষ এক গুণ ছিল
তাদের এমন
পরকাল করিত সব
তাহারা স্মরণ ॥

৪৭. আর তাই তারা সব
আমার কাছে
নির্বাচিত বান্দাতে
শামিল আছে ॥

৪৮. স্মরণ কর, ইসমাঈল
ইয়াসা-যুল্‌কিফল
উত্তম বান্দা ছিল
তাহারা সকল ॥

৪৯. এই সব মহৎ এক
বর্ণনা রয়
মুমিনের উত্তম
আবাস অতিশয় ॥

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত
রহিয়াছে যার
তাদের জন্য খোলা
রবে তার দ্বার ॥

৫১. সেখানে হেলান দিয়ে
রবে বসিয়া
ফলমূল-পানীয় প্রচুর
নিবে চাহিয়া ॥

৫২. তাদের নিকটে সব
থাকিবে তখন
আয়ত চাহনী ভরা
যত হুরগণ ॥

৫৩. বিচারের দিনে এটার

প্রতিশ্রুতি রয়
৫৪. অফুরন্ত রিযিক আমার
ইহা নিশ্চয় ৷৷
৫৫. এই সব রয়েছে যাদের
মোত্তাকী তারা
জঘন্য ঠিকানা হবে
অবাধ্য যারা ৷৷
৫৬. জাহান্নামে প্রবেশ তারা
করিবে সকল
বস্তুতঃ জঘন্য তাহা
আবাসস্থল ৷৷
৫৭. পানের জন্য তাদের
দেয়া হবে আনি
পুঁজ মেশানো সাথে
ফুটন্ত পানি ৷৷
এসবের স্বাদ নিতে
হবে তাহাদের
৫৮. এইরূপ শাস্তি আছে
নানা ধরনের ৷৷
৫৯. তোমাদের সাথে এলো
একদল এমন
তাদের জন্য নাই
অভিনন্দন
দোজখে জ্বলিবে সব
তাহারা এখন ৷৷
৬০. বলিবে তোমাদেরও
আপ্যায়ন নাই
বিপদে ফেলেছ মোদের
আরো তোমরাই
জঘন্য আবাসে এখন
থাকিব সবাই ৷৷
৬১. হে মোদের রব, তারা
বলিবে তখন
যে লোক বিপদে মোদের
ফেলিল এমন ;
দোজখে দ্বিগুণ করুন
শাস্তি তাদের
৬২. বলিবে কি হলো
এই আমাদের;
নিকৃষ্ট গণ্য মোরা
করিতাম যাদের
দেখিতে পাই না তো
কারো তাহাদের ৷৷
৬৩. আমরা কি অহেতুক
তাহাদের তবে
হাসির কারণ শুধু
বানিয়েছি সবে
অথবা কি দৃষ্টির
বিভ্রম হবে ?
৬৪. জাহান্নামীদিগের এই
কথোপকথন
অবশ্যই একদিন
ঘটিবে তখন ৷৷

রুকু-৫

৬৫. তাদেরকে এই কথা
দাও তুমি বলে
আমায় সতর্ককারী
শুধু বলা চলে ৷৷
আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ
উপাস্য নাই
প্রবল প্রতাপশালী
তিনি যে সদাই ৷৷
৬৬. পালক যিনি এই
ভূ-গগনের
যাহা কিছু মাঝে আছে
এই উভয়ের ৷৷
পরাক্রমশালী যিনি
হন অতিশয়
ক্ষমাশীল আর তিনি
পরম দয়াময়
৬৭. মহা সংবাদ বল
ইহা এক রয় ৷৷
৬৮. যাহা থেকে নিয়েছ
মুখ ফিরিয়ে

তোমরা সরে গেলে
পিঠটান দিয়ে ॥

৬৯. উর্ধ্বের জ্ঞান মোর
ছিলো না তখন
ফেরেশতারা করিতেছিল
কথোপকথন ॥

৭০. মোর কাছে ওহী শুধু
আসে যে এমন
সতর্ককারী আমি
শুধু একজন ॥

৭১. স্মরণ কর তুমি
সেই কথা আর
ফেরেশতাদিগকে বলেন
রব যে তোমার
মাটি দ্বারা মানব আমি
সৃষ্টি করিয়া

৭২. আমার রুহু ফুঁকে দেব
তার মাঝে দিয়া ;
তখন তোমরা সবাই
ফেরেশতাগণে
সিজদায় পড়ে যেও
তার সামনে ॥

৭৩. সকলেই পড়ে গেল
সিজদায় তারা

৭৪. কেবল মাত্র শুধু
ইবলিস ছাড়া ॥
অহংকার করিল সে
সিজদা না দিয়া
কাফেরের মাঝে গেল
শামিল হইয়া ॥

৭৫. আল্লাহ্ বলেন- ইবলিস্
আমি যাহাকে
স্বহস্তে সৃষ্টি আমি
করিলাম তাকে
কে দিল, সিজদা দিতে
বাধা তোমাকে ?
মর্যাদাবান তুমি
আছ একজন

অথচ অহংকার
করিলে এমন ?

৭৬. সে বলে, শ্রেষ্ট আমি
তাহার চেয়ে
সৃষ্টি করিলেন মোরে
আগুন দিয়ে ॥
মাটির সৃষ্টি এক
আপনার রয়
মোর হতে উত্তম
নহে নিশ্চয় ॥

৭৭. আল্লাহ্ বলেন তুমি
যাও বের হয়ে
নিশ্চই তুমি গেলে
বিতাড়িত রয়ে ॥

৭৮. তোমার প্রতি মোর
অভিশাপ রয়
বিচারের দিনতক
সেটা নিশ্চয় ॥

৭৯. সে বলে, অবকাশ
দিন আমাকে
কিয়ামত দিবস তক্
যেন তাহা থাকে ॥

৮০. আল্লাহ্ বলেন তোমার
অবকাশ রয়

৮১. নির্ধারিত হলো তাহা
হাজিরার সময় ॥

৮২. সে বলে, ইজ্জতের
কসম আপনার
ভ্রষ্ট আমি করিব
তাদের সবার ॥

৮৩. কিন্তু তাদের মাঝে
খাঁটি বান্দা যারা
একমাত্র শুধুই
তারা সব ছাড়া ॥

৮৪. আল্লাহ্ বলেন তবে
ঠিক হলো তাই
এই কথা সত্য আরো
বলিবার চাই;

৮৫. জাহান্নাম পূর্ণ আমি
দেব করিয়ে
তোমাকে ও তোমার যত
অনুসারী দিয়ে ॥

৮৬. বল তুমি, বিনিময়ে
তোমাদের কাছে
না কোন প্রতিদান
চাইবার আছে;
এমন কোন অভ্যাস
নাই তো আমার
করিব না আমি কোন
মেকী লোকাচার ॥

৮৭. এ কোরআন, মাত্র এক
উপদেশ রয়
বিশ্ববাসীর তরে
তাহা নিশ্চয় ॥

৮৮. এসবের সংবাদ
কিছুকাল পরে
অবশ্যই তোমাদের
আসিবে গোচরে ॥

---

৩৯. সূরা যুমার
মক্কায় ঃ আয়াত ৭৫ ঃ রুকু ৮

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু করুণাময়
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. পরাক্রমী আল্লাহ্‌
যিনি প্রজ্ঞাময়
এ কিতাব তাঁর হতে
নাযিল হয় ॥

২. আমার থেকে, এ কিতাব
তোমার কাছে
সত্য নিয়ে যাহা
সেথা গিয়াছে ॥
অতএব তুমি তাই
বিশুদ্ধ মনে
ইবাদত করে যাও
আল্লাহ্‌র স্মরণে ॥

৩. বিশুদ্ধ জানিও যারা
ইবাদত করে
সেইটা মাত্র শুধু
আল্লাহ্‌রই তরে ॥
আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া করে
উপাস্য গ্রহণ
এইরূপ কথা আরো
বলে যে তখন ;
ইবাদত করি মোরা
তাদেরে গিয়ে
আল্লাহ্‌র কাছে তারা
দেয় পৌঁছিয়ে ॥
মতভেদ করিত তারা
যাহা কিছু লয়ে
সমাধান, আল্লাহ্‌ দিবেন
সেই বিষয়ে
সৎপথে আল্লাহ্‌ কভু
চালান না তাকে
মিথ্যে কথা বলিয়া যে
কাফের থাকে ॥

৪. চাইতেন আল্লাহ্‌ যদি
সন্তান নিতে
নিজের সৃষ্টিতে তিনি
পারেন বাছিতে ॥
আরো তাহা করিতেন
ইচ্ছা যাকে
অবশ্যই বাছিয়া তিনি
নিতেন তাকে ॥
তিনিই আল্লাহ্‌ এক
পবিত্র মহান
প্রবল প্রতাপশালী

তিনি অম্লান
৫. যথাযথ সৃষ্টি তাঁর
জমিন-আসমান ॥
দিনকে ঢাকেন তিনি
রাত্রি দিয়ে
রাতের উপরে দিন
দেন চাপিয়ে ॥
সূর্য ও চাঁদ তাঁর
নিয়মেই রয়
চলিতে থাকিবে তারা
একটি সময় ॥
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
পরম ক্ষমাশীলও
তিনি নিশ্চয় ॥
৬. সৃষ্টি করেন আরো
তিনি তোমাদের
একটি নফ্স্ হতে
তৈরী যাদের
সেটা হতে করিলেন
জোড়াও তাদের ॥
চতুষ্পদ জন্তু তিনি
আট রকমের
সৃষ্টি করিয়া তাহা
দিলেন তোমাদের ॥
তোমাদেরে মায়ের
গর্ভের ভিতরে
সৃষ্টি করেন তিনি
পর্যায় করে ॥
তিনটি প্রকারের
অন্ধকার দিয়ে
বাহির করিয়া আনেন
মানুষ বানিয়ে ॥
তিনি সেই আল্লাহ্
তোমাদের রব
সকল সময়ই তাঁর
রাজত্ব সব ॥
তিনি ছাড়া তোমাদের
মাবুদ কেহ নাই
অতএব যাও কোথা
তোমরা সবাই ?
৭. কুফরি কর যদি
তোমরা এমন
আল্লাহ্ কারো পরে
নির্ভর নন্ ॥
আর শুধু তাই তিনি
নিজ বান্দার
পছন্দ করেন না কোন
কুফরি তাহার ॥
শোকর গুজারী যদি
তোমাদের রয়
তোমাদেরই জন্য তাঁর
পছন্দ যে হয় ॥
নিজেরই বোঝা যে
করিবে বহন
হবেনা পরের বোঝা
করিতে গ্রহণ ॥
অবশেষে একদিন
রবের পানে
তোমাদের ফিরে যেতে
হবে সেখানে ॥
তখন তিনি তোমাদের
দিবেন জানিয়ে
কি কাজ করেছ সেথায়
তোমরা গিয়ে ॥
অবগত আছেন সব
তিনি নিশ্চয়
অন্তরে তোমাদের
যে সব বিষয় ॥
৮. কষ্ট আসিলে কোন
মানুষের পরে
একমনে রবকে তার
স্মরণ করে ॥
আল্লাহ্র তরফ হতে
পেলে উদ্ধার
মুহূর্ত পরেই সে

ভুলে যায় তাঁর ॥
শরিক করে আরো
আল্লাহ্‌র সাথে
অন্যকে ভ্রষ্ট শুধু
করে যাহাতে ॥
বলে দাও ভোগ কর
কিছুকাল ধরে
দোজখীদিগের মাঝে
আসিবে পরে ॥

৯. কাফেরেরা কখনো কি
উহার মতো
রাতের বেলা যে হয়
সিজদারত ॥
ইবাদত অথবা সে
করে দাঁড়িয়ে
দয়া চায় আখেরাতের
ভয় আরো নিয়ে ?
বল, জানে-যারা আর
জানে না যারা
একই সমান কি কভু
হতে পারে তারা ?
উপদেশ নেয় শুধু
জ্ঞানবান যারা ॥

রুকু-২

১০. আমার তরফ হতে
দাও তুমি বলে
ঈমানদার বান্দারা
শোন তাহলে ;
তোমাদের রবকে
করে চল ভয়
সৎকাজ করিলে পাবে
ভাল বিনিময়
আল্লাহ্‌র জমিন বড়
প্রশস্ত রয় ॥
ধৈর্য্যশীলেরা আছে
তাহারা যত
পুরস্কার পাবে তারা
অফুরন্ত ॥

১১. বল, আমি নির্দেশ
পাই আল্লাহ্‌র
ইবাদত করিতে শুধু
একমনে তাঁর ;

১২. এবং আমি আরো
আদিষ্ট রই
মুসলিম সবার প্রথম
যেন আমি হই ॥

১৩. বল, আমি রবের যদি
বাধ্য না থাকি
শাস্তি ভীষণ দিনের
ভয় আমি রাখি ॥

১৪. বল, আমি ইবাদত
করি আল্লাহ্‌র
নিষ্ঠার সাথে আমি
শুধুই যে তাঁর ॥

১৫. অতএব তোমরা
ছেড়ে তাঁহাকে
ইবাদত কর তাই
ইচ্ছা যাকে ॥
কিয়ামতে তাহাদের
হয়ে যাবে ক্ষতি
ক্ষতি করে নিজেদেরও
পরিবার প্রতি
জেনে রেখ ক্ষতি এটা
প্রকাশ্য অতি ॥

১৬. উপর ও নীচে দিয়ে
বেষ্টন করে
আগুনের শিখা রবে
তাদের উপরে ॥
এইরূপ শাস্তি হবে
যে সবের ভয়
বান্দাকে আল্লাহ্‌র
দেখাবার রয়
বান্দারা আমাকে ভয়
কর অতিশয় ॥

১৭. তাগুতের পূজা থেকে
দূরে সরে গিয়ে
আল্লাহ্‌কে ডাকে যারা
প্রাণ-মন দিয়ে;
তাদের জন্য আছে
অতি সুখবর
সু-সংবাদ দাও যত
বান্দা আছে মোর ॥

১৮. মনোযোগ সহকারে
কথা শুনিয়া
উত্তম কাজ সবই
করে যারা গিয়া ;
ইহারাই তারা সব
আল্লাহ্ যাদের
সৎপথে চালিত
করেছেন তাদের ;
এবং ইহারাই সব
লোকজন যারা
জ্ঞানবান ব্যক্তি সবাই
রহিয়াছে তারা ॥

১৯. আজাবের হুকুম দেয়া
হইয়াছে যারে
মুক্তি কি দিতে তুমি
পারিবে তারে ?

২০. কিন্তু রবকে যারা
করে চলে ভয়
বেহেশ্‌তে প্রাসাদ তাদের
এমন সব রয়
প্রাসাদের উপরে প্রাসাদ
নির্মিত হয়
নহর সমূহ যার
তলদেশে বয় ॥
এমন প্রতিশ্রুতি
রহে আল্লাহ্‌র
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কভু
হয় নাকো তাঁর ॥

২১. তুমি কি দেখ না যে
আল্লাহ্ এমন
করিয়া আকাশ হতে
পানি বর্ষণ ॥
জমিনের ভিতরে দেন
তাহা ঢুকিয়ে
বিভিন্ন শষ্য করেন
তিনি সেটা দিয়ে
হরিৎ বর্ণ হয়ে
যায় শুকিয়ে ॥
অবশেষে তিনি তাকে
বিচূর্ণ করে
পরিণত করে দেন
কুটা আর খড়ে ?
নিশ্চিত নিদর্শন
এতে নিশ্চয়
জ্ঞানীদের তরে বহু
অবশ্যই রয় ॥

রুকু-৩

২২. দিয়াছেন বক্ষ যার
উন্মুক্ত করে
ইস্‌লামে আল্লাহ্
যার উপরে
রবের আলোর সে
আছে ভিতরে ॥
তবে কি, সে তাহার
সমান কভু হয়
যেই লোক কখনোই
এইরূপ নয় ?
আল্লাহ্ স্মরণে বিমুখ
যাদের হৃদয়
দুর্ভোগ তাহাদেরই
আছে অতিশয়
প্রকাশ্য ভুলপথে
তাহারাই রয় ॥

২৩. আল্লাহ্‌র উত্তম বাণী
নাজিল করা
সু-বিন্যাস করে তাহা

কিতাবে ভরা
এবং বারবার যাহা
বর্ণনা দ্বারা ৷৷
তাদের শরীর এতে
রোমাঞ্চিত হয়
নিজের রবকে যারা
করে চলে ভয় ৷৷
তাদের প্রশান্ত হয়
দেহ আর মন
ঝুঁকে পড়ে আল্লাহ্‌কে
করিতে স্মরণ ৷৷
এভাবেই আল্লাহ্
হেদায়েত করান
যাহাকে ইচ্ছা করেন
হেদায়েত দান ৷৷
আল্লাহ্ ভ্রষ্টপথে
চালান যাকে
পথ দেখাতে তার
কেহই না থাকে ৷৷

২৪. কিয়ামতে যেইলোক
নিজ মুখ দিয়ে
কঠিন আজাব দিতে
চায় ঠেকিয়ে;
সেই লোক কখনো কি
তার মতো হয়
যেই লোক তার মতো
এইরূপ নয় ?
বলা হবে এইরূপ
জালিমকে তখন
কর্মের শাস্তি তুমি
কর আস্বাদন ৷৷

২৫. তাদের অতীতে সব
ছিল যাহারা
অস্বীকার তখনও
করেছিল তারা ;
তাদের উপরে আজাব
এসেছে এমন
কল্পনা কখনো তারা
করেনি তেমন ৷৷

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাদের
করেন প্রদান
পার্থিব জীবনেই
বড় অপমান ৷৷
আখেরাতে আছে আরো
আজাব ভীষণ
ভালই হইত যদি
বুঝিত এখন ৷৷

২৭. মানুষের জন্য আমি
কোরআনে যে আর
উপমা দিয়েছি সেথা
সর্বপ্রকার
উপদেশ গ্রহণ তারা
করে যেন তার ৷৷

২৮. আরবি ভাষায় নাজিল
এই যে কোরআন
বক্রতা নাই এতে
অণু পরিমাণ
মানুষ হতে পারে
যেন সাবধান ৷৷

২৯. আল্লাহ্‌র উপমা এক
বর্ণনা এমন
মালিক বহু তার
দাস একজন;
একজন দাস আছে
কেবলই যে আর
মালিকও একজন
শুধুই তাহার
তারা কি হতে পারে
সম-অবস্থার ?
সমস্ত প্রশংসাই
আল্লাহ্‌র হয়
অধিক লোকেদেরই
সেটা জানা নয় ৷৷

৩০. তুমিও মরণশীল
আছ নিশ্চয়
তাহারাও মরণশীল

তদ্রূপই রয় ॥
৩১. অতঃপর কিয়ামতে
দলেরা উভয়
পেশ করিবে রবে
নিজের বিষয় ॥

চব্বিশ পারা ঃ ফামান আযলামু

রুকু-৪

৩২. জালিম তার চেয়ে বড়
কে আর অতি
মিথ্যারোপ করে যে
আল্লাহ্‌র প্রতি ॥
সত্য নিকটে আরো
আসিবার পরে
সে তাহা একেবারে
অস্বীকার করে
জাহান্নাম নয় কি আবাস
কাফেরের তরে ?
৩৩. সত্যকে সত্য বলেও
মানিলো তারা
মোত্তাকী হলো সব
এরূপ লোকেরা ॥
৩৪. তাদের জন্য রহে
রবের কাছে
যাহা কিছু তাহাদের
চাইবার আছে ॥
আল্লাহ্‌র তরফ হতে
ইহা পুরস্কার
তাহাদের জন্য রয়
যারা নেক্‌কার ॥
৩৫. মন্দ কাজ আল্লাহ্ দেন
ক্ষমা করিয়া
সৎ কাজে তাহাদের
পুরস্কার দিয়া ॥
৩৬. বান্দার তরে তিনি
নয় কি এমন
তাদের তরে আল্লাহ্ কি
যথেষ্ট নন ?
তোমাকে ভয় দিতে
চায় তাহারা
আর যারা সকলের
আল্লাহ্ ছাড়া ॥
আল্লাহ্ ভ্রষ্টপথে
চালান যাকে
পথ দেখাতে তার
কেহই না থাকে ॥
৩৭. হেদায়েত আল্লাহ্ আরো
করেন যাহার
ভ্রষ্টপথে নিতে কেহ
পারে না তাহার ॥
পরাক্রমশালী কি
আল্লাহ্ এমন
তিনি কি করেন না
প্রতিশোধ গ্রহণ ?
৩৮. জিজ্ঞাসা কর যদি
তুমি তাদেরে
আসমান ও জমিন-কে
সৃষ্টি করে ?
অবশ্যই আল্লাহ্ তিনি
বলিবে তারা
বল কেন দেখনা
ভাবনার দ্বারা ॥
আল্লাহ্ যদি চান মোরে
ক্ষতি করিতে
পারিবে কি দূরে তবে
সরিয়ে দিতে ;
তোমাদের সেইসব
উপাস্য যারা
উপাসনা যাদের কর
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ?
রহমত অথবা যদি
দিতে চান যাহা
প্রতিরোধ করিতে কি
পারিবে তাহা ?

আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট বল
আমার তরে
নির্ভরতা নির্ভরকারীর
তাঁহার উপরে ॥

৩৯. বল হে কওম মোর
তোমরা সবাই
নিজ-নিজ জায়গাতে
কাজ কর তাই
আমার কাজ যাহা
আমি করে যাই ॥
তোমরা জানিবে সব
তাহা অচিরে

৪০. লাঞ্ছনা আযাব হবে
কার উপরে
চিরস্থায়ী আযাবও
কাহাকে ধরে ॥

৪১. মানুষের জন্য আমি
তোমার উপরে
সত্যভরা কিতাব দিলাম
নাজিল করে ॥
সুপথ করিবে যে
অবলম্বন
উপকার নিজেরই সে
করিবে তখন ॥
যেই লোক চলিবে
ভুলপথ ধরে
বিপথে নিজেরই সে
ক্ষতির তরে
তোমার দায়িত্ব নাই
তাদের উপরে ॥

রুকু-৫

৪২. আল্লাহ্ মানবের প্রাণ
করেন হরণ
মৃত্যুর সময় এক
আসিবে যখন
নিদ্রার কালেও করেন
না দিয়ে মরণ ॥
মরণ কারো যদি
নির্ধারিত হয়
সে লোকের প্রাণটি
তাঁর কাছে রয় ॥
অন্যসব প্রাণ তিনি
দেন ছাড়িয়া
নির্ধারিত একটি তার
সময় দিয়া ॥
তাদের জন্য এতে
আছে নিদর্শন
চিন্তাশীল রয়েছে
যেই লোকজন ॥

৪৩. সুপারিশকারী কি
নিয়েছে তারা
অন্যসব আর কারো
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ?
যদিও তাদের-বল
নাই ক্ষমতা
কোনই জ্ঞান তারা
রাখে না তথা ?

৪৪. আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বল
সুপারিশ হয়
আসমান ও জমীন যাঁর
আয়ত্ত্বে রয়;
অবশেষে একদিন
নিকটেই তাঁর
যেতে হবে তোমাদের
ফিরিয়া সবার ॥

৪৫. যখন এককভাবে
নাম আল্লাহ্‌র
উচ্চারণ করা হয়
শুধুই তাঁহার;
আখেরাতে যারা সব
রাখে না ঈমান
সংকুচিত হয়ে যায়
তাহাদের প্রাণ;
তাদের নাম করা হলে

আল্লাহ্ ছাড়া
তখন আনন্দিত
হয়ে ওঠে তারা ॥

৪৬. বল, হে আল্লাহ্
আসমান-জমীনের
সৃষ্টিকর্তা শুধু
আপনি তাদের
জ্ঞান যার প্রকাশ্য ও
গুপ্ত বিষয়ের ॥
আপনিই মীমাংসা
দিবেন করিয়া
যাহারা থাকিত সব
মতভেদ নিয়া ॥

৪৭. আর-সব, কুকর্ম
করিয়াছে যারা
যাবতীয় বস্তু আনে
বিশ্বের সারা;
আরো যদি তার সাথে
সম-পরিমাণ
মুক্তির পণরূপে
করিতে প্রদান
তবুও আযাব হতে
নাই পরিত্রাণ ॥
প্রকাশ পাবে সব
তথ্য এমন
কল্পনা করেনি যাহা
তাহারা তখন ॥

৪৮. প্রকাশিত হইবে তাদের
কর্মের ফল
যা নিয়ে বিদ্রূপ তারা
করিত সকল ॥
কর্মের মন্দ ফল
সেখানে গিয়া
তাদের ফেলিবে সব
সেথা ঘিরিয়া ॥

৪৯. মানুষের দুঃখ কোন
আসিলে যখন
আমাকেই ডাকিতে তারা
থাকে যে তখন;
যখন করি আমি
সাহায্য তাকে
এই কথা তখন সে
বলিয়া থাকে;
এটা-তো পেলাম আমার
বুদ্ধির দ্বারা
পরীক্ষা তাদের এটা
বোঝে না তারা ॥

৫০. এ কথাই বলেছিল
লোকেরা আগের
উপকারে আসেনি কোন
কর্ম তাদের ॥

৫১. তাদের উপরে এর
কর্মের ফল
জুলুম করে যারা
তাদের সকল ॥
ফল পাবে তাহারা
কর্মের দ্বারা
থামাতে মন্দ ফল
পারিবে না তারা ॥

৫২. তারা কি জানে না যে
আল্লাহ্ যাহার
ইচ্ছায় বাড়ান তিনি
রিজিক তাহার;
পরিমিত করে দেন
ইচ্ছা যখন
ইহাতে অবশ্যই
আছে নিদর্শন ॥
রহিয়াছে সেই সব
লোকেদের তরে
যারাসব পূর্ণরূপে
বিশ্বাস করে ॥

রুকু-৬

৫৩. বলে দাও-আল্লাহ্ বলেন
শোন বান্দা তারা

নিজের উপরে জুলুম
করিয়াছ যারা
নিরাশ হয়ো না যেন
কভু তোমরা ;
আল্লাহ্‌র রহমত
পাবার আশায়
তোমাদের সকল গুনাহ্
যাহা রয়ে যায় ;
করিয়া দিবেন ক্ষমা
তিনি নিশ্চয়
ক্ষমাশীল পরম তাঁর
দয়া অতিশয় ॥

৫৪. ফিরাও রবের পানে
তোমাদের মন
নিজেকে তাঁর কাছে
কর সমর্পণ;
আযাব আসার আগে
তোমাদের উপরে
কেহই রবে না যে
সাহায্য করে ॥

৫৫. রব হতে নাযিল হলো
উত্তম যাহা
মেনে চল তোমরা
সেই সব তাহা ॥
আযাব আসার আগেই
তোমাদের ঘাড়ে
অতর্কিতে আসিবে যাহা
অজ্ঞাতসারে ॥

৫৬. পাছে যেন এইকথা
বলিতে না হয়
হায় তাই আফসোস্
মোদের অতিশয় ॥
বিদ্রূপ করেছে কত
যারা আল্লাহ্‌তে
আমরা ছিলাম সব
তাহাদেরই সাথে ॥

৫৭. এই কথা অথবা-না
হয় বলিতে
থাকিতেন আল্লাহ্ যদি
হেদায়েত দিতে ;
করিতেন মোদেরে দান
যদি তা হলে
আমরাও থাকিতাম
মোত্তাকী দলে ॥

৫৮. অথবা আযাব তারা
সেথা দেখিয়া
কেহ যেন এই কথা
ওঠে না বলিয়া;
কতইনা ভাল হতো
যদি পুনরায়
ফিরিয়া যাইতে
পারিতাম সেথায় ॥
আমিও সেথা গিয়ে
তবে তাহলে
যাইতাম ঢুকিয়া তখন
মোত্তাকী দলে ॥

৫৯. নিদর্শন গিয়াছে মোর
নিকটে তোমার
মিথ্যা বলে করেছিলে
তুমি অহংকার
তখন কাফেরের দলে
ছিলে তুমি আর ॥

৬০. আল্লাহ্‌তে মিথ্যারোপ
করেছিল যারা
কিয়ামতে মুখ হবে
কালিমায় ভরা
বাসস্থান জাহান্নামে
রবে নাকি ওরা ?

৬১. নিস্কৃতি আল্লাহ্ দিবেন
মোত্তাকীদেরে
কেননা সফলতা
লাভ তারা করে;
কষ্ট হবে না তাদের
কোনই প্রকার
চিন্তাও রবে না কোন
কখনো যে আর ॥

৬২. সকল এই সৃষ্টি
রহে আল্লাহ্‌র
তত্ত্বাবধানকারী
তিনিই সবার ॥

৬৩. আসমান ও জমীনের
চাবি তাঁর হাতে
যাদের বিশ্বাস নাই
আল্লাহ্‌র আয়াতে
আসলে তারাই আছে
ক্ষতির সাথে ॥

রুকু-৭

৬৪. ওহে শোন মূর্খের
দল তোমরা
নির্দেশ দাও কি
আমাকে ছাড়া
ইবাদত করিতে কারো
অন্য যারা ?

৬৫. এই কথা রাসুল শোন
বলি তোমাকে
তোমার পূর্বে যেসব
নবী যারা থাকে;
ওহী দ্বারা হয়েছে
সবাইকে জানানো
আল্লাহ্‌র শরিক যেন
কারেও না মানো ॥
শরিক কখনো তাঁকে
করিলে তবে
সকল কর্ম তোমার
বরবাদ হবে
ক্ষতি হওয়াদের মাঝে
শামিল রবে ॥

৬৬. ইবাদত বরং সবাই
কর আল্লাহ্‌র
শামিল হয়ে যারা করে
শোকর-গুজার ॥

৬৭. আল্লাহ্‌র মর্যাদা
যতটুকু থাকে
উচিত ছিল যাহা
দেয়নি তাঁকে ॥
কিয়ামতে পৃথিবী
হবে তাঁর মুঠায়
ডান হাতে আসমান
গুটানো সেথায় ॥
তাদের শরিক হতে
পবিত্র মহান
সবকিছু হতে তাঁর
উর্ধ্বে অবস্থান ॥

৬৮. যখন ফুঁক্ দেয়া
হবে শিঙ্গায়
আসমান ও জমিনে
যে আছে যেথায়,
অজ্ঞান হয়ে সব
পড়িবে তারা
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যাদের
তাহারা ছাড়া ॥
অতঃপর ফুঁ দেয়া
হলে পুনরায়
হঠাৎ দাঁড়িয়ে সব
তাহারা তাকায় ॥

৬৯. রবের জ্যোতির আলোয়
পৃথিবী তখন
উদ্ভাসিত হয়ে সব
পড়িবে যখন,
সেথায় আমলনামা
পেশ করা হবে
নবী আর সাক্ষী সবাই
উপস্থিত রবে;
মীমাংসা করিয়া দেয়া
হবে যে সবার
হবে না তাদের প্রতি
কোন অবিচার ॥

৭০. করে যাওয়া কর্ম সবার
যাহা কিছু রয়
প্রদান করা হবে

পূর্ণ বিনিময় ॥
তাহারা করে সব
যাহা কিছু যত
সকল কছুই তিনি
আছেন অবগত ॥

রুকু-৮

৭১. তাড়িয়ে নেয়া হবে
কাফেরের দল
দোজখের পানে সব
তাদের সকল;
দোজখের কাছে সব
পৌঁছালে আর
খুলে দেয়া হবে যত
দোজখের দ্বার ॥
দোজখের রক্ষীরা
বলিবে তখন
যায়নি কি তোমাদের
সে রাসুলগণ ?
রবের আয়াত যারা
তোমাদের কাছে
শুনাইতে তোমাদের
পাঠ করিয়াছে ?
তোমাদের নিকটে কি
তারা সব গিয়ে
সতর্ক করেননি কি
এই দিন নিয়ে ?
হ্যাঁ-অবশ্যই তখন
বলিবে তারা
কাফেরের শাস্তি ছিল
নির্ধারিত করা ॥

৭২. তাদেরে বলা হবে
সেখানে নিয়ে
দোজখে প্রবেশ কর
দরোজা দিয়ে
অনন্তকাল থাকো
সেখানেই গিয়ে ॥
কতই না জঘন্য
আবাস সেথায়
অহংকারী তারাসব
থাকিবে যেথায় ॥

৭৩. তাদের রবের ভয়
করিত যারা
দলে-দলে বেহেশতে
ঢুকে যাবে তারা;
বেহেশতের নিকটে সব
তারা পৌঁছুলে
রক্ষীরা বলিবে সব
দরোজা খুলে,
সালাম রইলো মোদের
তোমাদের পরে
বেহেশতে রয়ে যাও
চিরকাল ধরে ॥

৭৪. বলিবে-প্রশংসা যত
আল্লাহ্‌র যিনি
তাঁহার প্রতিশ্রুতি
রেখেছেন তিনি;
বেহেশ্‌ত দিলেন তিনি
আমাদের হেথায়
বেহেশ্‌তে থাকিব মোরা
ইচ্ছা যেথায় ॥
কত বড় উত্তম
আছে পুরস্কার
সৎ আমল সব
রহিয়াছে যার ॥

৭৫. দেখিবে তুমি সেথা
ফেরেশতা সবারে
আরশের চারদিকে
চক্রাকারে ;
রবের মহিমা তারা
ঘোষণা দিয়া
প্রশংসা গেয়ে চলে
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ॥
বান্দারা সবাই সেথা
ফয়সালা পাবে

বলা হবে দিয়ে তাহা
সঠিকভাবে ॥
অতঃপর বলা হবে
এই কথা আর
প্রশংসা-বিশ্বপালক
এক-আল্লাহ্‌র ॥

---

৪০. সূরা মুমিন
মক্কায় ঃ আয়াত ৮৫ ঃ রুকু ৯

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
আরম্ভ করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. হা-মীম
২. এ-কিতাব যাঁর হতে
নাযিল হয়
পরাক্রমশালী তাঁর
সবই জানা রয় ॥
৩. মানুষের গুনাহ্‌ তিনি
ক্ষমা করে দেন
তওবা করিলে আরো
কবুল করেন ॥
কঠোর শাস্তিও তিনি
করেন প্রদান
সর্বোপরি রয়েছেন
সামর্থ্যবান ॥
মাবুদ নাই কোন
তিনি ছাড়া আর
তাঁরই নিকটে হবে
ফিরিতে সবার ॥
৪. আল্লাহ্‌র কিতাবের
আয়াতের পরে
কাফেরই কেবল শুধু
বিতর্ক করে ॥
ভ্রান্তিতে ফেলিতে যেন
পারে না তোমায়
শহর-নগরে সব
তারা রয়ে যায় ॥
৫. পূর্বে নূহুর কওম
করে অস্বীকার
আরসব দলও করে
একই ব্যাপার ॥
প্রতিটি দলই তাদের
রাসুলকে ধরে
হত্যা করিতে সব
কুচক্র করে ॥
সত্যকে ব্যর্থ তাই
করিতে যারা
অযথা তর্ক কত
করেছিল তারা;
ফলে আমি পাকড়াও
করেছি যেমন
আমার শাস্তি প্রদান
ছিলো তা কেমন ॥
৬. অনুরূপ রবের বাণী
গিয়েছে রয়ে
কাফেরের জন্য আছে
নির্ধারিত হয়ে
বাস করিবে তারা
দোজখে গিয়ে ॥
৭. ফেরেশতা করে যারা
আরশ বহন
চারপাশে রয়েছে যারা
সর্বক্ষণ;
রবের মহিমা তারা
ঘোষণা করে
ঈমান রাখে আরো
তাঁর উপরে ॥
ঈমান আরো সব
আনিয়াছে যারা

তাদের জন্য বলে
ক্ষমা চেয়ে তারা;
হে রব, আপনার
রহমত ও জ্ঞানে
রেখেছেন ছড়িয়ে
সর্বখানে;
অতএব তাদেরে দিন
ক্ষমা করিয়া
তওবা করিল যারা
পথে আসিয়া;
রক্ষা করুন আরো
আপনি তাদের
ভয়ঙ্কর আযাব হতে
যাহা দোজখের ॥

৮. হে মোদের রব তাই
আপনি তাদের
ওয়াদা যাহা দিয়াছেন
বেহেশতের ;
চিরকাল করিতে
সেথা অবস্থান
বাপ-দাদা, পত্নী-পতি
আরো সন্তান;
এদের মাঝে সৎ কাজ
যাহাদের রয়
আপনি পরাক্রমী
আরো প্রজ্ঞাময় ॥

৯. রক্ষা করুন আরো
তাদের সকল
সেইসব হইতে যত
যাহা অমঙ্গল ॥
আপনি রক্ষা সেদিন
করিবেন যাকে
অনুগ্রহ করিবেন
বিরাট তাকে
মহা এক সফলতা
ইহাই থাকে ॥

রুকু-২

১০. কাফেরদিগকে তখন
বলা হবে ডেকে
আল্লাহ্‌র ক্ষোভ বেশি
তোমাদের থেকে ;
নিজেদের প্রতি ক্ষোভ
আজকে যেমন
তোমাদের ডাক দেয়া
হয়েছে যখন
মুখ ফিরিয়ে ছিলে
তোমরা তখন ॥

১১. হে রব, বলিবে তারা
আপনি মোদেরে
মরণ দিয়েছেন
দু'বার করে ;
জীবনও দিয়েছেন
আপনি দু'বার
আমরা করি সব
অপরাধ স্বীকার
উপায় কি আছে কোন
বাহির হওয়ার ?

১২. তোমাদের অবস্থা এক
এজন্য এমন
আল্লাহ্‌কে ডাকা সেথা
হইত যখন
কুফরি করিতে সব
তোমরা তখন ॥
কারো যদি করা হতো
শরীক তাঁহার
বিশ্বাস করিতে সব
তবে পরিষ্কার ॥
সুতরাং ফয়সালা
আল্লাহ্‌র বিষয়
মর্যাদা-মহিমা তাঁর
আছে অতিশয় ॥

১৩. সেই এক সত্ত্বাই
রয়েছেন তিনি
নিদর্শন তোমাদেরে

দেখান যিনি;
রিজিক আসমান হতে
পাঠিয়ে যেমন
সেই লোকই, করে যে
উপদেশ গ্রহণ
আল্লাহ্‌র পানে যার
হৃদয় আর মন ॥

১৪. আল্লাহ্‌কে তোমরা ডাকো
নিষ্ঠার সাথে
পছন্দ যদিও না
কাফেরের তাতে ॥

১৫. আরশের অধিপতি
মর্যাদাবান
পছন্দ করেন যাকে
নির্দেশ পাঠান ॥
যাহাতে পারে সে
সতর্ক করিতে
কিয়ামত দিন নিয়ে
ধারণা দিতে ॥

১৬. বের হয়ে যাবে সব
মানুষ যেদিন
আল্লাহ্‌তে গোপন কিছু
রবে না সেদিন ॥
আজিকার দিনে হবে
রাজত্ব কার ?
পরাক্রমশালী যিনি
এক আল্লাহ্‌র ॥

১৭. প্রতিটি লোকের যাহা
কর্ম রবে
আজ তার বিনিময়
প্রদান হবে;
জুলুম হবেনা করা
কাহারও প্রতি
আল্লাহ্‌ হিসাব নিতে
দ্রুততর অতি ॥

১৮. তাদের কর তুমি
সতর্ক প্রদান
যেদিন কষ্টে হবে
ওষ্ঠাগত প্রাণ ;
জালিমের বন্ধু যেদিন
রবে না এমন
সুপারিশ যার হবে
সেথায় গ্রহণ ॥

১৯. চোখের চাতুরি আর
মনের বিষয়
এমন কর্ম সব-ই
তাঁর জানা রয় ॥

২০. সঠিক মীমাংসা হয়
আল্লাহ্‌রই দ্বারা
তারা ডাকে যাহাদের
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
ফয়সালা করিতে কিছুই
পারে না তারা ॥
এ রকমই আল্লাহ্‌
হন নিশ্চয়
সবকিছু শোনা আর
দেখা তাঁর রয় ॥

রুকু-৩

২১. দেখেনি কি পৃথিবী
করিয়া ভ্রমণ
অতীতের পরিণাম
হয়েছে কেমন ?
শক্তি ও কীর্তিতে তারা
ছিল যে সকল
এদের চেয়ে ছিল সব
অধিক প্রবল;
পাপের কারণে সেথা
আল্লাহ্‌র দ্বারা
ধরা পড়ে গেল সব
সেখানে তারা ॥
আল্লাহ্‌র শক্তি হতে
তাদেরে তখন
রক্ষা করিতে কেহ
ছিল না তেমন ॥

২২. এইসব হয়েছিল
তারই কারণে
এসেছিল তাদের কাছে
রাসুলগণে;
পরিষ্কার নিদর্শন
নিয়ে সব যারা
তবুও কুফরি সবাই
করেছিল তারা
পাকড়াও হলো পরে
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥
নিশ্চয়ই তিনি এক
মহাশক্তিধর
দণ্ডের বিধাতা তিনি
বড়ই কঠোর ॥
২৩. মুসাকে তো করেছি
আমিই প্রেরণ
প্রকাশ্য প্রমাণসহ
দিয়ে নিদর্শন ॥
২৪. ফেরাউন-হামান আর
কারুনের কাছে
জাদুকর-মিথ্যাবাদী
তারা বলিয়াছে ॥
২৫. অতঃপর সত্য নিয়ে
মুসা আসিলে
তখন তারাসব
এই কথা বলে,
ঈমান আনিল যারা
মুসার উপরে
তাদের পুত্র ফেল
হত্যা করে
জীবিত রেখে দাও
সব নারীদেরে ॥
কাফেরেরা কুচক্র
যাহা করেছিল
সেইসব তাহাদের
ব্যর্থ হয়ে গেল ॥
২৬. ফেরাউন বলে সেথা
ছেড়ে দাও মোরে
মুসাকে ফেলিব আমি
হত্যা করে;
ডাকিতে থাকুক সে
রবকে তাহার
হয় আরো আমার এই
আশঙ্কা যার ;
তোমাদের ধর্ম সে
বদলিয়ে দেয়
ভেঙে দেবে শৃঙ্খলা
সারা-দেশময় ॥
২৭. মুসা বলে অহংকারী
লোকজন হতে
শরণাপন্ন আমি
রবের পথে ॥
ওইসব লোকজন
এইরূপ যারা
বিচার দিবসে ঈমান
রাখে না তারা ॥

রুকু-৪

২৮. ফেরাউন বংশে ছিল
মুমিন একজন
রেখেছিল নিজের মাঝে
ঈমান গোপন ॥
বলিল সে, তোমরা কি
শুধু এ কারণ
হত্যা করিবে যাকে
বলে সে এমন ?
আল্লাহ্ আমার রব-ও
তোমাদের কাছে
রবের প্রমাণ সে
নিয়ে আসিয়াছে;
মিথ্যাবাদী যদি সে
সত্যই হয়
মিথ্যার দায়িত্ব তবে
তার উপরই রয় ॥
আর সে যদি হয়

সত্যবাদী তবে
তোমাদের উপরে কিছু
আপতিত হবে
প্রতিশ্রুতি দিয়াছে
তোমাদের যবে ॥
আল্লাহ্ করেন না তাকে
পথ প্রদর্শন
মিথ্যেবাদী, করে যারা
সীমা লঙ্ঘন ॥

২৯. হে কওম-রাজত্ব আজ
তোমাদের সকল
এই দেশে যেহেতু হও
তোমরাই প্রবল ॥
কিন্তু সাহায্য মোদের
করিবে কে আর
এসে যায় উপরে যদি
আযাব আল্লাহ্র ?
ফেরাউন বলে, আমি
বলি সে কথাই
যাহা কিছু আমি সব
বুঝিবার পাই
আমি তো তোমাদের
ঠিকপথ দেখাই ॥

৩০. মুমিন লোকটি বলে
কওম আমার
আমিতো আশঙ্কা এক
করিতেছি তার ;
অতীত কওমের
উপরে যত
বিপজ্জনক দিন
এসেছিল কত

৩১. আদ-সামুদ-নূহু আর
অন্যদের মতো ॥
আল্লাহ্ তো বান্দার
প্রতি কখনো
জুলুম করিতে তিনি
চান না কোন ॥

৩২. হে আমার কওম শোন
আমি এইক্ষণে
কিয়ামতের আশঙ্কা
করি মোর মনে

৩৩. পালাবে তোমরা যেদিন
ফিরে পিছনে ॥
সেদিন আল্লাহ্ থেকে
তোমাদেরে আর
কেউ-ই থাকিবে না
রক্ষা করার ॥
আল্লাহ্ ভ্রষ্টপথে
চালান যাকে
পথ দেখাতে তার
কেউ-ই না থাকে ॥

৩৪. অতীতে ইউসুফও
এসেছে যখন
এসেছিল তার সাথে
নিয়ে নিদর্শন
তোমরা করিলে তাতে
সন্দেহ পোষণ ॥
এমনকি তোমরা তার
মৃত্যুর পরে
বলিতে লাগিলে সব
এমনই করে;
তারপরে রাসুল কোন
আল্লাহ্ যে আর
প্রেরণ করিবেন না
তিনি কোন তাঁর ॥
ভ্রান্তিতে আল্লাহ্ রাখেন
এভাবেই তাকে
সীমানা যে ভাঙে আরো
সংশয়ে থাকে ॥

৩৫. আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে
বিতর্ক যাদের
প্রমাণ না থাকিলেও
কখনো তাদের;
আল্লাহ্ আর ঈমান সব
আনিয়াছে যারা
তাহাদের এ সকল

ঘৃণা করে তারা ॥
এভাবেই আল্লাহ্
মারেন মোহর
অহংকারী-স্বৈরাচারী
মনের উপর ॥
৩৬. ফেরাউন বলিল ডাকি
শোন, হে হামান
উচ্চ মিনার এক
কর নির্মাণ ॥
হয়তো পাবো কোন
অবলম্বন
৩৭. আসমানে করিতে চাই
আমি আরোহণ ॥
তথা হতে অতঃপর
মুসার খোদাকে
উঁকি মেরে আমি শুধু
দেখিব তাকে
মিথ্যেবাদী মনে করি
আমি মুসাকে ॥
ফেরাউনের নিকটে
এরূপই তখন
অপকর্ম সব তার
ছিল সুশোভন ॥
সরল-সঠিক সেই
পথ হতে তারে
হয়েছিল রাখা তাকে
বিরত করে ॥
কুচক্র ফেরাউন
যাহা করিল
ব্যর্থ হবারই তো
কথা সেটা ছিল ॥

রুকু-৫

৩৮. বলিল কওমকে মুমীন
লোকটি তখন
আমার পথে চল
তোমরা এখন ॥
চলো যদি তোমরা
আমার মতে
চালাবো তোমাদেরে
সঠিক পথে ॥
৩৯. হে মোর কওম এই
পার্থিব জীবন
অল্প দিনের ভোগ
শুধু কিছুক্ষণ;
কিছুদিন শুধু এই
ভোগের অবকাশ
আখেরাতই আসল হবে
অনন্ত আবাস ॥
৪০. যেইলোক করে শুধু
মন্দকাজ কেবল
একই সেই অনুপাতে
পাবে প্রতিফল ॥
পুরুষ বা নারী যে
ভাল কাজ করে
বেহেশত রহিয়াছে
তাহাদেরই তরে ॥
অতঃপর তারাসব
সেখানেই রবে
বেহিসাবী রিজিক দেয়া
তাহাদের হবে ॥
৪১. হে মোর কওম, বলি
এ আবার কেমন
মুক্তির পানে আমি
ডেকে চলি যখন
তোমরা ডাকিছ মোরে
জাহান্নামে তখন ॥
৪২. এ কারণে তোমরা আমায়
ডাকিছ যেন
কুফরি আল্লাহ্‌র সাথে
করি আমি হেন;
তাঁর সাথে শরিক করি
বস্তু যাহার
কোন জ্ঞান নেই মোর
পক্ষে তাহার ॥

তোমাদেরে ডাকিতেছি
আমি সেখানে
পরাক্রমী-ক্ষমাশীল
আল্লাহ্‌র পানে ॥

৪৩. সন্দেহ নাই কোন
সেই দাওয়াতে
দুনিয়ার যোগ্য নয়
আরো আখেরাতে
অথচ তোমরা আমায়
ডাকো তার সাথে ॥
একদিন আল্লাহ্‌র
কাছে নিশ্চয়
আমাদের সবাইকে
ফিরে যেতে হয় ॥
করিবে আর যারা
সীমা লঙ্ঘন
অবশ্যই দোজখবাসী
হবে যে তখন ॥

৪৪. অতএব তোমাদেরে
বলি যা এখন
ভবিষ্যতে সেই কথা
করিবে স্মরণ ॥
আর আমি তাই শুধু
আমাকে নিয়ে
আল্লাহ্‌র উপরে সব
রাখি ছেড়ে দিয়ে ॥
আল্লাহ্ সবই তাঁর
বান্দার বিষয়
বিশেষ দৃষ্টি রাখেন
তিনি নিশ্চয় ॥

৪৫. আল্লাহ্ রক্ষা পরে
করিলেন তাকে
কুচক্র তাহাদের
যত কিছু থাকে ॥
অতঃপর ফেরাউন ও
তার লোকজন
আজাব তাদেরে করে
পরিবেষ্টন ॥

৪৬. সকাল ও সন্ধ্যায়
তাদেরে নিয়ে
আগুনের সামনে রাখা
পেশ করিয়ে ॥
কিয়ামত যেদিন হবে
সংঘটিত
আজাব তাদের পরে
হবে উপনীত ॥

৪৭. দোজখে ঝগড়া তারা
করিবে যখন
নীচু লোক বলিবে
উঁচুদের তখন;
তোমাদেরই চলিতাম
মোরা মানিয়া
আগুন কিছু কি পার
দিতে সরাইয়া ?

৪৮. উঁচুরা বলিবে সব
নীচু লোকদেরে
সবারে তো রাখা আছে
দোজখে ভরে
দিয়াছেন আল্লাহ্ সবই
মীমাংসা করে ॥

৪৯. দোজখীরা বলিবে সব
প্রহরীদিগকে
তোমরা প্রার্থনা করে
বল রবকে;
যেন তিনি আমাদের
মিনতি শোনেন
একদিন আযাব যেন
লঘু করে দেন ॥

৫০. উত্তরে তারা সব
বলিবে এমন
যায়নি কি তবে কোন
রাসুলগণ
তোমাদের কাছে তারা
নিয়ে নিদর্শন ?
অবশ্যই তখন-হাঁ
বলিবে তারা

উত্তরে বলিবে সব
প্রহরী যারা ;
তোমরাই প্রার্থনা
কর যে সকল
কাফেরের প্রার্থনা
হবে নিষ্ফল ॥

রুকু-৬

৫১. রাসুলের সাহায্য আমি
করিব প্রদান
অবশ্যই আরো যারা
এনেছে ঈমান ॥
দুনিয়ার জীবনেও
পাবে তাহারা
সেইদিনও যেদিন সব
সাক্ষ্যদাতারা
সাক্ষ্য করিতে প্রদান
রহিবে খাড়া ॥

৫২. জালিমের আপত্তি ও
কোন বাহানা
হবে না সেদিন তাদের
কোন কিছু মানা;
পরন্তু লানৎ রবে
তাদের উপরে
জঘন্য আবাস আছে
তাহাদের তরে ॥

৫৩. মুসাকে হেদায়েত
দান করিলাম
ইসরাঈলীদেরে
কিতাব দিলাম ॥

৫৪. হেতায়েত ও উপদেশ
কিতাবে প্রদান
সেইসব লোকদের
যারা জ্ঞানবান ॥

৫৫. সুতরাং এখন তুমি
ধৈর্য্য ধরো
আল্লাহ্‌র সত্য ওয়াদা
অধিকতর ;
সকাল ও সন্ধ্যায়
প্রার্থনা করো ॥
নিজের অপরাধ
ক্ষমার তরে
রবের মহিমা যত
বর্ণনা করে ॥

৫৬. আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে
প্রমাণ ছাড়া
সমস্যার সৃষ্টিকারী
সেই লোক যারা
অন্তরে যারা সব
নিয়ে অহংকার
সফলতা কখনোই
আসিবে না তার ॥
অতএব আল্লাহ্‌র
চাও আশ্রয়
শোনেন ও দেখেন সব
তিনি নিশ্চয় ॥

৫৭. নিশ্চয়ই সৃষ্টি করা
আসমান-জমীন
মানুষের চেয়ে তাহা
অনেক কঠিন;
কিন্তু মানুষ যত
অধিকেই যারা
এসবের কিছুই সব
বোঝে না তারা ॥

৫৮. হইতে পারে না তাই
একই সমান
অন্ধ ব্যক্তি আর
চক্ষুস্মান ॥
যেমন মুমিন লোক
আর নেক্‌কারী
এক নয় কখনও
যারা পাপাচারী ॥
তোমাদের মাঝে খুব
কমই এমন
করে থাকো যাহারা

উপদেশ গ্রহণ ॥

৫৯. কিয়ামত আসিবেই
জেন নিশ্চয়
নাই কোন তাহাতে
সন্দেহের বিষয়
অধিক লোকেরই যাহা
বিশ্বাস নয় ॥

৬০. বলেন তোমাদের রব
ডাকো আমাকে
তোমাদের যত কিছু
প্রার্থনা থাকে ;
প্রার্থনা মঞ্জুর আমি
করিব সবার
অবশ্য যারা সব
করে অহংকার
ইবাদত করিতে
নিকটে আমার ॥
অচিরেই তাদেরে
লাঞ্ছিত করে
ঢুকাবো সবার আমি
দোজখের ভিতরে ॥

রুকু-৭

৬১. তিনিই আল্লাহ্ এমন
যিনি তোমাদের
করেছেন বিশ্রাম দিতে
সৃষ্টি রাতের;
দিবসকে করিলেন
আলোকময়
দয়াশীল মানব প্রতি
তিনি নিশ্চয়;
কিন্তু, অধিক সব
মানুষ তাঁহার
কৃতজ্ঞতা কখনও
করেনা স্বীকার ॥

৬২. তিনিই আল্লাহ্ এমন
তোমাদের রব
সৃষ্টি করেন তিনি
যত কিছু সব ॥
তিনি ছাড়া উপাস্য নেই
আর কোনখানে
অতএব বিপথে চল
কিসের পানে ?

৬৩. এভাবেই বিপথগামী
হয় তাহারা
আল্লাহ্র আয়াত সব
মানে না যারা ॥

৬৪. আল্লাহ্ পৃথিবীকে
বনিয়ে দিলেন
বাসেরও উপযোগী
তিনি করিলেন ;
ছাদরূপে বানালেন
আরো আসমান
আকৃতিও তোমাদের
করিলেন দান ॥
সুন্দর আকৃতি
তোমাদের দিয়ে
জীবিকা দিলেন আরো
উত্তম নিয়ে ॥
তিনিই আল্লাহ্ এমন
রব তোমাদের
প্রতিপালক তিনি
বিশ্ব জগতের ॥
মহান তিনি আরো
বড় অতিশয়
আল্লাহ্ বিশাল কত
বরকতময় ॥

৬৫. চিরঞ্জীব, উপাস্য নেই
তিনি ছাড়া আর
নিবিষ্ট মনে ডাকো
তোমরা তাঁহার ;
সব কিছু প্রশংসা
এক আল্লাহ্রই
বিশ্বজগতের তিনি
পালনকারী ॥

৬৬. নিষেধ, বল তুমি
রয়েছে আমার
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে পূজা
করিতেছ যার
ইবাদত করিতে
আমাকে তাহার ॥
রবের তরফ হতে
আমার কাছে
নিদর্শনসমূহ সব
আসিয়া গিয়াছে ॥
আদেশ করা হলো
আমাকে এমন
জগৎ পালকের কাছে
হই-সমর্পণ ॥

৬৭. তিনিই মহান সেই
সত্ত্বা যিনি
মাটি হতে তোমাদের
বানালেন তিনি ;
শুক্র বানিয়ে আগে
তাহার পরে
রাখিয়া জমাট এক
রক্ত করে ;
তারপরে তোমাদের
শিশুরূপ দিয়া
আনিলেন মানব এক
বাহির করিয়া ॥
অতঃপর যৌবনে
উপনীত হয়ে
বৃদ্ধ হয়ে যাও
ক্রমান্বয়ে ॥
তোমাদের মধ্য হতে
কেহবা আবার
আগেই মারা যাও
এ সময় আসার;
পৌঁছে যাও যেন
নির্ধারিত সময়
উপলব্ধি তোমাদের
এতে যেন হয় ॥

৬৮. সবারই করেন তিনি
জীবন প্রদান
তিনিই সবারে আবার
মরণ ঘটান ॥
কোন কাজ চান তিনি
করিতে যখন
হয়ে যা বলিলেই
হয়ে যায় তখন ॥

রুকু-৮

৬৯. তাদেরে দেখনি কি
তুমি তাকিয়ে
তর্ক করে আল্লাহ্‌র
আয়াত নিয়ে
কোথায় চলেছে সব
কোনপথ দিয়ে ?

৭০. যে কিতাব তারা সব
করে অস্বীকার
যাহা দিয়ে পাঠাই সব
রাসুল আমার
অচিরেই জানিবে তারা
সব কিছু তার ॥

৭১. বেড়ি ও শিকল হবে
পরানো গলায়
যাওয়া হবে টেনে নিয়ে
তাদের সেথায় ॥

৭২. ফুটন্ত পানিতে নেয়া
হবে টানিয়া
তারপর জ্বালানো হবে
আগুন দিয়া ॥

৭৩. অবশেষে বলা হবে
তাদের এমন
কোথা গেল তোমাদের
শরিক এখন ?

৭৪. শরিক করিতে যাদের
আল্লাহ্‌কে ছাড়া
এই কথা বলিতে তখন

থাকিবে তারা ;
সবাই উধাও তারা
হয়েছে এখন
পূর্বে পূজা কারো
করিনি তখন
আল্লাহ্ কাফেরকে দেখান
ভুল পথ এমন ॥

৭৫. ইহা এই কারণে
অন্যায় করিয়া
পৃথিবীতে আনন্দে
উল্লাসিয়া
এ জন্য থাকিতে সব
অহংকার নিয়া ॥

৭৬. তোমরা প্রবেশ কর
দরোজা দিয়ে
অনন্তকাল থাকো
জাহান্নামে গিয়ে ;
কতই না জঘন্য রয়
আবাস যে তার
লোকেরা করিত সব
যারা অহংকার ॥

৭৭. ধৈর্য্য তোমার যেন
এখানেতে রয়
আল্লাহ্র সত্য-ওয়াদা
আছে নিশ্চয় ॥
কাফেরের শাস্তির
প্রতিশ্রুতি যাহা
তার কিছু তোমায় যদি
দেখাই তাহা;
মরণ অথবা যদি
দেই তোমাকে
তারাও আমারই কাছে
ফিরিয়া থাকে ॥

৭৮. তোমার আগেও রাসুল
করেছি প্রেরণ
তাদের কাহিনী তোমায়
বলেছি যেমন
আরো কিছু কথা কারো
বলিনি তেমন ॥
রাসুলের সাধ্য নাই
মোজেজা করার
অনুমতি না নিয়ে
কভু আল্লাহ্র;
আল্লাহ্র নির্দেশ
আসিবে যখন
সঠিক হয়ে যাবে
মীমাংসা তখন ॥
বাতিলপন্থী লোক
ছিল সব যারা
ক্ষতিতে পড়ে যাবে
সবাই তারা ॥

রুকু-৯

৭৯. তিনিই আল্লাহ্ সবই
সৃষ্টি যাঁহার
চতুষ্পদ জন্তু তিনি
দিতে উপহার;
কোনটায় তোমরা যেন
পারো চড়িবার
আবার কোনটাকে
করিতে আহার

৮০. এদের মাঝে রয়েছে
নানা উপকার ॥
তোমরা যেন এতে
কর আরোহণ
পূর্ণ করিতে পার
যেন প্রয়োজন
নৌযানও করে সব
তাদেরে বহন ॥

৮১. নিদর্শন তোমাদের
আল্লাহ্ দেখান
অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন অবদান ?

৮২. পৃথিবীতে তারা কি
করেনি ভ্রমণ

পরিণাম দেখেনি কি
তাদের কেমন
অতীত হয়ে গেছে
যাহারা তখন ?
সংখ্যায় বেশি ছিল
তাহারা সকল
শক্তি ও কীর্তিতে
অধিক প্রবল;
করেছিল তারা সব
যত উপার্জন
কোন কাজে আসেনি
তাদের তখন ॥

৮৩. রাসুল এসেছে যখন
তাহাদের কাছে
নিজের বুদ্ধি নিয়ে
বড়াই করিয়াছে ;
যাহা নিয়ে তারাসব
বিদ্রুপ করিত
তার-ই দ্বারা হলো তারা
পরিবেষ্টিত ॥

৮৪. আমার আজাব তারা
দেখিল যখন
আল্লাহ্‌য় ঈমান আনি
বলিল তখন;
এবং যাদেরে শরিক
করিয়াছি তাঁর
তাদেরকে করিলাম
সব পরিহার ॥

৮৫. কোন কাজে লাগিল না
তাদের ঈমান
যখন দেখিল আমার
শাস্তি প্রদান ॥
পূর্ব হতে এইসব
নিয়ম আল্লাহ্‌র
চলিয়া আসিতেছে
মাঝে বান্দার
তখন বড় ক্ষতি হয়
কাফের সবার ॥

৪১. সূরা হা-মীম্-সাজ্‌দা
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৪ ঃ রুকু ৬

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করি আমি
দয়া ও করুণাভরা
অন্তর্যামী ॥

রুকু-১

১. হা-মীম্

২. এই বাণী যাঁর দ্বারা
নাজিল হয়
তাঁহার তরফ হতে
পরম দয়াময় ॥

৩. একটি কিতাব ইহা
আয়াত যেথায়
পরিষ্কার বর্ণনা
আরবি ভাষায় ;
জ্ঞানীদের জন্য ইহা
হয়েছে প্রদান
এমনই রূপ নিয়ে
এলো কোরআন ॥

৪. শুভ এক সংবাদ
দিতে মানবের
এবং সতর্ক সবার
করিতে তাদের;
অধিকেই কিন্তু রাখে
মুখ ফিরিয়ে
কিছুই শোনে না তারা
নিজ কান দিয়ে ॥

৫. তারা বলে, ডাকিছ
নিয়ে যে বিষয়
সে বিষয়ে অন্তর
আবৃত রয় ॥
কানে কিছু আমরা
শুনিতে না পাই
তোমার ও মোদের মাঝে

পর্দা সদাই;
করিতে থাকো তাই
কাজ যা তোমার
আমরাও করি সব
কাজ যাহা যার ॥
৬. বল-আমি তোমাদেরই
মানুষ একজন
ওহী নাজিল হয়
আমাতে এমন;
একজনই মাবুদ শুধু
তোমাদের রয়
তাঁহাকেই ধারণ যেন
দৃঢ়ভাবে হয় ॥
ক্ষমা চাও তোমরা
তাঁহার কাছে
মুশরিক যাহারা তাদের
দুর্ভোগ আছে ॥
৭. সেই লোক-জাকাত কভু
দেয় না যারা
ঈমান আখেরাতে
রাখে না তারা ॥
৮. সৎকাজ করিছে যারা
আনিয়া ঈমান
অবিরাম করা হবে
পুরস্কার প্রদান ॥

রুকু-২

৯. দু'সময়ে পৃথিবী
সৃষ্টি যাহার
তাঁকে কি তোমরা
কর অস্বীকার
শরিক আর কারো
কর কি তাঁহার ?
সমস্ত জগতের তিনি
পালক সবার ॥
১০. পৃথিবীর উপরে আরো
পর্বত সকল
ধারণ করাইয়া তিনি
রাখেন অটল;
বরকত রেখেছেন
তিনি তাহাতে
চারিটি দিবসের
মাঝে যাহাতে ;
ব্যবস্থা করেছেন আরো
দিতে যে আহার
রয়েছে যারা সব
অধিবাসী তার ;
পূর্ণ হয়েছে সেথা
তাহা গণনায়
জিজ্ঞাসুদিগের যেথা
প্রশ্ন থেকে যায় ॥
১১. মনোযোগ দিলেন পরে
তিনি আসমানে
ধূমায়িত আকার তাহা
ছিল সেখানে;
তাহাকে ও পৃথিবীকে
বলেন সেথায়
স্বেচ্ছায় উভয়ে আসো
কিবা অনিচ্ছায় ॥
তখন বলিল এমন
উভয়ে ওরা
স্বেচ্ছায় ও সানন্দে
এলাম মোরা ॥
১২. আকাশমণ্ডলী যত
তিনি তারপরে
সাতটি বানালেন
দুই দিন ধরে ॥
তিনি আরো প্রতিটি
আসমানে তখন
করিয়া দিলেন তাঁর
আদেশ প্রেরণ ॥
সুশোভিত করিয়া আমি
নিকট আসমান
নক্ষত্রমালা দিয়ে
হেফাজত প্রদান ॥

পরাক্রমী সর্বজ্ঞ
তিনি নিশ্চয়
সঠিক ব্যবস্থা এটা
আল্লাহ্র-ই রয় ॥

১৩. এরপরে রাখে যদি
মুখ ফিরিয়ে
তখন তাদেরে তুমি
বলে দাও গিয়ে;
তোমাদের যেরূপ দেখাই
বিপদের ভয়
আদ ও সামুদে সেরূপ
আপতিত হয় ॥

১৪. রাসুলেরা তাহাদের
কাছে আসিয়া
বলিয়াছে সমুখে তার
পিছনেও গিয়া;
ইবাদত করো না কেহ
আল্লাহ্ ছাড়া
এরূপ কথাই তখন
বলেছিল তারা;
রব যদি আমাদের
চাইতেন এমন
অবশ্যই করিতেন
ফেরেশ্তা প্রেরণ ॥
অতএব নিয়ে সব
এসেছো যাহা
অবিশ্বাস এসব মোরা
করিতেছি তাহা ॥

১৫. আদের কওম ছিল
এমন যারা
অহংকার করিয়া সব
বলিত তারা;
আমাদের চেয়ে বেশি
শক্তি কাদের
দেখে না আল্লাহ্ করেন
সৃষ্টি তাদের ?
শক্তি ওদের চেয়ে
বেশি আল্লাহ্র
আমার আয়াত তারা
করে অস্বীকার ॥

১৬. লাঞ্ছনা-আজাবের
দিতে আস্বাদন
প্রচণ্ড ঝড় আমি
করিলাম প্রেরণ;
তাহাদের উপরে এক
অশুভ ক্ষণে
শাস্তি তাদের দিতে
পার্থিব জীবনে ॥
অধিক আজাব আছে
আরো আখেরাতে
না যেথা, সাহায্য পাবে
কারো যাহাতে ॥

১৭. আদ ও সামুদের আমি
পথ তো দেখাই
পছন্দ করিল তারা
অন্ধ থাকাই;
ধরিল কঠিন এক
আজাব তাদের
কারণ ছিল তাহাদের
অপকর্মের ॥

১৮. রক্ষা পেল-এনেছিল
ঈমান যারা
সাবধানে সকলেই
চলিত তারা ॥

রুকু-৩

১৯. আল্লাহ্র শত্রুদিগের
সেদিন যেখানে
একত্র করা হবে
দোজখের পানে ;
এই দিন আরো সব
তাদের সকলে
ভাগ করে দেয়া হবে
বিভিন্ন দলে ॥

২০. দোজখের নিকটে তারা

হইবে যখন
তাদের চোখ-কান
চামড়া তখন;
করে যাওয়া তাহাদের
কর্ম নিয়ে
সবাই যাবে তারা
সাক্ষী দিয়ে;

২১. নিজেদের চামড়াকে
বলিবে এমন
সাক্ষী কেন দিলে
বিরুদ্ধে তখন ?
বলিবে তখন সব
তার উত্তরে
আল্লাহ্ জবান দিলেন
মুক্ত করে ॥
সৃষ্টি করেছেন যিনি
প্রথমবার
তাঁরই কাছে তোমরা
ফিরিবে আবার ॥

২২. চোখ-কান-চামড়া
সাক্ষী দেবে
এই কথা কখনো
দেখনি ভেবে ॥
এইরূপ ধারণা
করিয়া সবাই
গোপন তাদের কাছে
কিছু কর নাই;
পরন্ত করিতে সবাই
এই কথা মনে
আল্লাহ্ জানেন-না যাহা
কর গোপনে ॥

২৩. রব নিয়ে তোমাদের
ধারণা এমন
তোমাদের সর্বনাশের
এটাই কারণ
সেজন্য ক্ষতির মাঝে
রয়েছ এখন ॥

২৪. সবর করিয়া এখন
কি হবে তাদের
বাসিন্দা তারা সব
হবেই দোজখের ॥
আপত্তি করে তবু
যদি তাহারা
ওজর কবুল তাদের
হবে না করা ॥

২৫. রাখিয়াছিলাম আমি
সাথী কিছু দিয়ে
শোভনীয় তাদের কাজ
চলে দেখিয়ে ;
তাহাদের ব্যাপারেও
হয়েছে যতো
অতীতের জ্বীন আর
মানুষের মতো ॥
তাদের শাস্তির কথা
বাস্তব হয়
ক্ষতির মাঝে ছিল
তারা নিশ্চয় ॥

রুকু-৪

২৬. কাফেরেরা পরস্পরে
বলে যে এমন
এ কোরআন তোমরা
করো না শ্রবণ;
পাঠ করিয়া যখন
আয়াত শোনায়
গোলযোগ সৃষ্টি কর
তোমরা সেথায়
তোমাদের বিজয় যাতে
সেথা রয়ে যায় ॥

২৭. শাস্তির স্বাদ পাবে
কাফের সকল
অবশ্যই এ কাজের
দেব প্রতিফল ॥

২৮. আল্লার শত্রু সবাই
রহিয়াছে যারা

কঠিন শাস্তি পাবে
জাহান্নামে তারা;
অনন্ত আবাস তাদের
রয়েছে সেথায়
করিয়াছে আয়াত মোর
অস্বীকার তায়
তারা সব এইরূপই
প্রতিফল পায় ॥

২৯. হে মোদের রব, ইহা
বলিবে কাফের
যাহারা সে সেকল
জ্বীন-মানুষের
ভ্রষ্ট করিয়াছিল
সেথা আমাদের ;
উভয়কেই আমাদের
দিন দেখিয়ে
আমরা তাদের সেই
জায়গায় গিয়ে ;
করিব উহাদেরে
পদদলিত
এই ভাবে তারা যেন
হয় লাঞ্ছিত ॥

৩০. আল্লাহ্কে বলে রব
যাহারা সকল
আরো থাকে তাহাতে
হয়ে অবিচল;
তাদের কাছে ফেরেশতা
বলে আসিয়া
থাকিও না ভয় আর
চিন্তা নিয়া,
আনন্দে এখন থাকো
জান্নাতে গিয়ে
যার কথা বলা ছিল
প্রতিশ্রুতি দিয়ে ॥

৩১. বন্ধু ছিলাম মোরা
দুনিয়ার জীবনে
রইবো আখেরাতে
তোমাদের সনে;
যত কিছু তোমাদের
মন সেথা চায়
তার দাবি করিবে
তোমরা সেথায় ॥

৩২. এটা হবে তোমাদের
সাদর আপ্যায়ন
দয়াশীল আল্লাহ্ হতে
পাইবে তখন ॥

রুকু-৫

৩৩. তার চেয়ে বলো কে
ভালো সেখানে
আহ্বান করে যে
আল্লাহ্র পানে;
নিজে করে সৎ কাজ
বলেও এমন
সমর্পণকারী আছি
আমি একজন ॥

৩৪. “ভালো ” কভু এক নয়
মন্দের মতো
মন্দকে ভালো দিয়ে
কর প্রতিহত;
তোমার শত্রু তাতে
ইহার ফলে
বন্ধুর মতো হয়ে
যাবে তাহলে ॥

৩৫. চরিত্রের অধিকারী
কেবলই তারা
সবরকারী সকলেই
আছে যাহারা;
এ গুণের অধিকারী
তাহারাই হয়
যাহারা অতি বড়
ভাগ্যশালী রয় ॥

৩৬. কু-যুক্তি দিতে চায়
শয়তান যখন
তখনই আল্লাহ্কে

করিবে স্মরণ ॥
সব কিছু শুনিয়া থাকেন
তিনি নিশ্চয়
সকল কিছুই আরো
তাঁর জানা রয় ॥

৩৭. রাত-দিন আছে তাঁর
এক নিদর্শন
সূর্য ও চাঁদ আরো
রয়েছে তেমন ॥
সিজদা করো না চাঁদ
সূর্যও আর
সিজ্দা কর শুধু
এক আল্লাহ্র;
যাঁহার সৃষ্টি সকল
এই সব থাকে
ইবাদত তোমরা
কর শুধু তাঁকে ॥

৩৮. আর যদি অহংকার
করে সব তারা
রবের নিকটে তবে
আছে যাহারা;
তসবি, দিনে রাতে
পাঠ তারা করে
তাহাদের একটুও
ক্লান্তি না ধরে ॥

৩৯. রহিয়াছে তাঁর সব
নিদর্শন যতো
জমিনকে দেখিতে পাও
মৃতের মত;
যখন তার উপরে
পানি বর্ষাই
সতেজ ও স্ফীত
তাহাকে করাই ॥
নিশ্চয়ই জমিনকে যিনি
জীবিত করেন
মৃতের মাঝে তিনি
জীবন আনেন;
এইরূপ তিনি এক
হন নিশ্চয়
বিরাট শক্তি তাঁহার
সকল বিষয় ॥

৪০. যারা সব আমার এই
আয়াত নিয়া
বাঁকা-পথে ব্যবহার
যায় করিয়া;
এমন তো নয় তারা
অজানা আমার
যেই লোক দোজখেতে
ফেলা হবে তার ॥
সেই লোকই উত্তম
নাকি যে এমন
কিয়ামতে বেহেশতে
রবে যেইজন ?
তোমাদের ইচ্ছা বা
কর সব যাহা
নিশ্চয়ই তিনি সব
দেখেন তাহা ॥

৪১. কোরআনকে যারা সব
করে অস্বীকার
নিশ্চয়ই নির্বোধ
বলা চলে তার
উচ্চ মর্যাদা আছে
এ-কিতাবটার ॥

৪২. মিথ্যার প্রবেশ নাই
কোন এখানে
সামনে বা পিছন দিয়ে
কিছুই সেখানে ॥
নাজিল হয়েছে কিতাব
ইহা নিশ্চয়
আল্লাহ্র তরফ হতে
যিনি প্রজ্ঞাময় ॥

৪৩. সে কথাই বলা হয়
যাহা তোমাকে
তোমার পূর্বে যারা
রাসুল থাকে ॥
তোমার রব বড়

ক্ষমাশীল প্রাণ
করিতেও পারেন খুব
শাস্তি প্রদান ॥

৪৪. কোরআন দিতাম যদি
অনারব ভাষায়
তখন তারা সব
বলিত সেথায়
বিশদভাবে আয়াতের
বর্ণনা কোথায় ?
এ কেমন অনারবী
কিতাব হলো
আরবি ভাষী যার
রাসুল এলো !
বল এটা মুমিনকে
হেদায়েত করে
প্রতিকারও রয়েছে
রোগের উপরে ॥
ঈমান আনে না সব
যারা এখানে
বধিরতা রয়েছে
তাহাদের কানে
অন্ধ হয়ে যায়
যেন কোরআনে ॥
এমন ধরনের লোক
তারা সব রয়
দূর হতে তাদেরকে
যেন ডাকা হয় ॥

রুকু-৬

৪৫. কিতাব যা দিয়েছি
আমি মুসাকে
তাহাতেও মতভেদ
অনেকের থাকে ॥
পূর্বেই হতো না রবের
যদি নির্ধারিত
ফয়সালা তাদের মাঝে
তবে হইত;
কোরআন নিয়ে তো
আছে সব ওরা
সন্দেহ যত আর
ভ্রান্তিতে ভরা ॥

৪৬. যেই লোক সর্বদা
সৎ কাজ করে
সেটা তার নিজেরই
কল্যাণ তরে;
মন্দ কাজ করে
যে লোক সকল
ভোগও করিবে সে
তার প্রতিফল ॥
করেন না জুলুম কোন
রব যে তোমার
কখনো তাদের প্রতি
বান্দা যে তাঁর ॥

পঁচিশ পারা ঃ ইলাইহি ইউরাদ্দু

৪৭. কিয়ামতে জ্ঞান শুধু
আছে আল্লাহ্‌র
জ্ঞানের বাইরে এমন
কিছু নাই তাঁর ॥
ফল কোন ছাড়ে না
তার আবরণ
পারে না নারী কোন
গর্ভধারণ
সন্তানও প্রসব সে
করে না কখন ॥
বলিবেন আল্লাহ্ তাদের
ডাকিয়া সেথায়
আমার শরিকেরা আজ
রয়েছে কোথায় ?
উত্তরে বলিবে তারা,
আপনার কাছে
নিবেদন আমাদের
ইহা রহিয়াছে;
আমাদের মাঝে হেথা

কেহ নাই আর
এখন যে হতে পারে
এর দাবিদার ॥

৪৮. উপাস্য পূর্বে তাদের
ছিল সব যারা
তখন উধাও সবাই
হয়ে যাবে তারা;
পারিবে এই কথা
তারা বুঝিবার
মুক্তির উপায় তাদের
নেই কোন আর ॥

৪৯. পার্থিব সম্পদ ও
সুখের আশা
মেটে না মানুষের
কোন পিপাসা;
দৈন্যতা-দুঃখ কোন
যদি এসে যায়
নিরাশ হয়ে পড়ে
তারা হতাশায় ॥

৫০. দুঃখ ও দৈন্যতা
আসার পরে
দয়ার আস্বাদ যদি
গ্রহণ করে;
এই কথা মুখ হতে
বের হয় তার
এটা তো সব ছিল
প্রাপ্য আমার ॥
কিয়ামত ঘটিত হবে
করি না মনে
সাক্ষাৎও হয় যদি
রবের সনে;
তাহা হলে অবশ্যই
তাঁহার কাছে
মঙ্গল আমার তরে
সেথা রহিয়াছে ॥
কাফেরের কর্ম আমি
জানাবো যেমন
আজাবও তাদের দেব
কঠিন তেমন ॥

৫১. যখন আমি থাকি
নিয়ামত দিয়ে
তখন পাশে থাকে
মুখ ফিরিয়ে ;
যখন ছোঁয় কোন
বিপদ তাকে
বিরাট করিয়া দোয়া
করিতে থাকে ॥

৫২. আল্লাহ্ হতে বল
আসে এ কোরআন
ইহাকে যদি কর
প্রত্যাখ্যান ॥
অধিক ভ্রষ্টপথে
কে তবে আর
এর সাথে রয়েছে
বিরোধ যাহার ?

৫৩. শীঘ্রই নিদর্শন
দেব দেখিয়ে
নিজেদের মধ্যে ও
আশেপাশে দিয়ে;
এর ফলে তাদের কাছে
হবে পরিষ্কার
এ কোরআন কত বড়
সত্য যে তার ॥
এইটাই তবে কি
যথেষ্ট নয়
তব রব স্বাক্ষী হন
সর্ব-বিষয় ?

৫৪. জেনে রেখ এরা সব
রবের সাথে
সন্দেহ রয়েছে সবার
তাঁর সাক্ষাতে ॥
জেনে রাখ আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
সব কিছু তাঁর দ্বারা
বেষ্টিত রয় ॥

৪২. সূরা শু'রা
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৩ ঃ রুকু ৫

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুণায়
ভরা যার নাম ॥

রুকু-১

১. হা-মীম
২. আঈন-সীন-কাফ্
৩. এভাবেই ওহী তাঁর
পাঠান তিনি সাফ্ ॥
তোমায় ও যাদের কাছে
পূর্বে প্রদান
পরাক্রমী-প্রজ্ঞাভরা
আল্লাহ্ মহান ॥
৪. যাহা কিছু রহিয়াছে
জমিন-আসমানে
সব কিছু তাঁহারই রয়
যে- যেখানে ॥
সমুন্নত রয়েছেন
তিনি অম্লান
মর্যাদাশালী তিনি
মালিক মহান ॥
৫. আকাশ উপক্রম হয়
ভেঙ্গে পড়িবার
ফেরেশতা মহিমা তখন
গেয়ে চলে তাঁর;
রবের কাছে বিশ্ব
বাসীদের তরে
তখন তাহারা ক্ষমা
প্রার্থনা করে ॥
জেনে রাখো আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
পরম ক্ষমাশীল হন
আর দয়াময় ॥
৬. আল্লাহ্‌কে ছাড়া যারা
ডাকে কারো কাছে
তাদের প্রতি দৃষ্টি
আল্লাহ্'র আছে;
তাহাদের যাহা কিছু
করিবার রয়
তাদের উপরে তোমার
দায়িত্ব নয় ॥
৭. ওহী দ্বারা আরবিতে
আমি এ কোরআন
এ জন্য তোমার কাছে
করিয়াছি প্রদান ;
মক্কাবাসীদিগকে
সতর্ক করিতে
এবং তার আশেপাশে
লোকেদের দিতে
কিয়ামত দিন নিয়ে
সবারে বলিতে ॥
ওই দিন আসিবে কোন
সন্দেহ নাই
বেহেশ্‌ত্ বা দোজখে
যাইবে সবাই ॥
৮. আল্লাহ্ তিনি যদি
ইচ্ছা করিতেন
একই উম্মত সব
করিয়া দিতেন;
যাহাকে ইচ্ছা তিনি
স্বীয় রহ্‌মতে
দাখিল করেন তাকে
নিজের পথে ॥
নেই কোন রক্ষক
জালিমের উপরে
নাই কেহ তাহাকে
সাহায্য করে ॥
৯. রক্ষক গ্রহণ কি
করিয়াছে তারা
অন্য আর কারো
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ?

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই
রক্ষা করেন
জীবন-মৃতদেরে
তিনিই দেন ॥
একজনই তাঁর শুধু
আছে নিশ্চয়
সীমাহীন ক্ষমতা
সকল বিষয় ॥

রুকু-২

১০. তোমাদের মতভেদ
যাহা সব নিয়ে
মীমাংসা হবে তাহা
আল্লাহ্‌তে গিয়ে ॥
তিনিই আল্লাহ্ এক
প্রভু যে আমার
ভরসাও আমি করি
শুধুই যে তাঁর
তাঁহারই অভিমুখী
রহিয়াছি আর ॥

১১. আসমান-জমিন তাঁর
সৃষ্টি করা
তোমাদেরই মধ্য হতে
করিলেন জোড়া,
চতুষ্পদ জন্তুদেরও
জোড়া বানালেন
এভাবেই বংশ তিনি
বিস্তার করেন
কোনই বস্তু তাঁহার
অনুরূপ নয়
শোনেন ও দেখেন তিনি
সব নিশ্চয় ॥

১২. আকাশ-পৃথিবীর চাবি
তাঁর কাছে থাকে
প্রচুর রিজিক দেন
ইচ্ছা যাকে
ইচ্ছা হলে কারো
কম দেন তাকে ॥
অবহিত রহেন তিনি
সর্ব বিষয়
একজন মাত্র শুধু
তিনি নিশ্চয় ॥

১৩. তোমাদের জন্য তিনি
ধর্ম দিলেন
নূহুকেও নির্দেশ
যাহা দিয়েছেন;
ওহীর মাধ্যমে তোমায়
করেছি প্রেরণ
নির্দেশ দিয়েছি আমি
তাদেরে যখন;
ইব্রাহিম মুসা আর
সেই ঈসাকে
এই মর্মে তাদের
বলা হয়ে থাকে;
ধর্মকে প্রতিষ্ঠা সবাই
কর যাহাতে
বিভেদের সৃষ্টি যেন
না হয় তাতে;
মুশরিকে যাহা নিয়ে
কর আহ্বান
তাদের কাছে তাহা
বোঝার সমান ॥
আল্লাহ্ আনেন তিনি
ইচ্ছা যাকে
দ্বীনের অভিমুখী
যেই লোক থাকে ॥

১৪. জ্ঞান তাদের কাছে
আসিবার পরে
পরস্পর তারা সব
বিদ্বেষ ভরে
সে কারণে নিজেদের
বিভক্ত করে ॥
নির্ধারিত পূর্বেই যদি
হতো না রবের
কবেই হয়ে যেত

ফয়সালা তাদের ॥
কিতাবের মালিক হল
তারপর যারা
কোরআন নিয়ে পতিত
সন্দেহে তারা
সবাই হয়ে আছে
বড় দিশেহারা ॥

১৫. তুমি শুধু এর পানে
কর আহ্বান
আল্লাহ্‌র নির্দেশে থাকো
অটল সমান;
তাদের খেয়াল আর
খুশি যাহাতে
চলিও না কখনো
তাহাদের সাথে ॥
যে কিতাব, আল্লাহ্‌র-বল
নাজিল করা
রয়েছে তাতে মোর
ঈমান ভরা ॥
আদিষ্ট হয়েছি আরো
আমি যে ইহার
তোমাদের মাঝে দিতে
ন্যায়ের বিচার;
আমাদের রব হন
আল্লাহ্ যিনি
তোমাদেরও সেই রব
একইজন তিনি ॥
মোদের কর্ম যত
মোরা করে যাই
তোমাদের কাজ কর
তোমরা সবাই;
ঝগড়া-বিবাদ নেই
কোন তবে আর
একত্র করিবেন কাছে
আল্লাহ্ সবার ॥

১৬. বিতর্কে লিপ্ত হয়
আল্লাহ্‌কে নিয়া
সেইরূপ করে তারা
স্বীকার করিয়া ॥
বিতর্ক বাতিল তাদের
রবের কাছে
তাঁহার গজব তাদের
উপরে আছে
কঠোর আজাব বড়ই
রয়েছে পাছে ॥

১৭. আল্লাহ্‌ই সেই তিনি
সত্য মহান
সত্যসহ করেছেন
কিতাব প্রদান
ইন্‌সাফ করিতে দিলেন
দণ্ডের মান ॥
তোমার কি জানা আছে
তাহার বিষয়
হয়তো-বা কিয়ামত
নিকটেই রয় ?

১৮. যাহাদের এ বিষয়ে
বিশ্বাস নাই
সেজন্য তাড়াতাড়ি
চায় তাহারাই;
আর এতে যাহাদের
বিশ্বাস রয়
নিশ্চিত সত্য জেনে
তারা করে ভয় ॥
ঝগড়া করে যারা
কিয়ামত লয়ে
সুদূর ভ্রষ্টপথে
গেল তারা রয়ে ॥

১৯. বান্দাতে আল্লাহ্
অতি মেহেরবান
ইচ্ছা করেন যাকে
রিজিক প্রদান;
বিশাল ক্ষমতার
তিনি শিখরে
প্রবল পরাক্রমী
সবার উপরে ॥

রুকু-৩

২০. থাকে যদি পরকাল
কামনা নিয়ে
শুভফল তাকে আমি
দেই বাড়িয়ে;
পার্থিব ফসল যে
কামনা করে
কিছু তাকে দেই আমি
পৃথিবীর পরে
আখেরাত থাকিবে না
তাহার তরে ॥

২১. দেবতা শরিক তাদের
আছে কি এমন
ধর্মের বিধান কোন
দিয়াছে যেমন
অনুমতি আল্লাহ্ তার
দেন্নি যখন ?
মীমাংসা বাণী যদি
থাকিত না তাঁর
কবেই ফয়সালা
হয়ে যেত যার ॥
জালিমের জন্য তাই
আছে নিশ্চয়
আযাব যন্ত্রণাকর
রহে অতিশয় ॥

২২. পাপীরা নিজেদের
কর্মের কারণে
দেখিবে তাদের ভীত
সর্বক্ষণে;
যে সকল কর্ম সবাই
তাহারা করে
শাস্তি আসিবে তাদের
নিজের উপরে ॥
ঈমান আনিয়া করে
সৎকাজ যারা
বেহেশতের বাগানে
থাকিবে তারা;
যাহা কিছু তাহাদের
চাইবার আছে
সব তারা পেয়ে যাবে
রবের কাছে
পুরস্কার এইটাই
বড় রহিয়াছে ॥

২৩. সু-খবর দেন তিনি
সেই বান্দাকে
বিশ্বাস নিয়ে যার
সৎকাজ থাকে ॥
বলে দাও-আমি যাহা
করি আহ্বান
বিনিময় চাই না তার
কোন প্রতিদান;
সম্প্রীতি ব্যতিরেকে
তোমাদের কাছে
না-আমার কোন কিছু
চাইবার আছে ॥
কেউ যদি কখনও
ভাল কাজ করে
পুণ্য বাড়িয়ে দেই
তাহার তরে ॥
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
তিনি নিশ্চয়
সেই সাথে গুণগ্রাহী
হন অতিশয় ॥

২৪. তারা কি এইরূপ
বলে তোমাকে
মিথ্যা রচনা তোমার
নিয়ে আল্লাহ্কে ?
ইচ্ছা হতো যদি
তাই আল্লাহ্র
মোহর মারিতেন তিনি
হৃদয়ে তোমার ॥
মিথ্যাকে আল্লাহ্ই
বিলুপ্ত করিয়া
সত্য প্রতিষ্ঠা করেন
স্বীয় বাণী দিয়া;

নিশ্চয় যাহা কিছু
থাকে অন্তরে
সবকিছু রয়ে যায়
তাঁর গোচরে ॥

২৫. তওবা কবুল করেন
স্বীয় বান্দার
পাপও করেন তিনি
মার্জনা তার;
জানেন সবকিছু যাহা
কর তোমরা

২৬. আরো তিনি তাহাদের
ডাকে দেন সাড়া
ঈমান আনিয়া করে
সৎকাজ যারা ॥
কাফেরের জন্য আছে
ধরা সেইদিন
তাদেরকে দেয়া হবে
শাস্তি কঠিন ॥

২৭. আল্লাহ্ যদি সব
বান্দাকে তাঁর
জীবনের বস্তু দিতেন
প্রচুর সবার;
তবে তো পৃথিবীতে
তারা নিশ্চয়
সৃষ্টি করিত এক
মহা বিপর্যয় ॥
ইচ্ছা তাঁর হয় দিতে
যে পরিমাণ
তেমনই করেন তিনি
রিজিক প্রদান;
খবর রাখেন আরো
তাঁর বান্দার
সমস্ত কিছুই তিনি
দেখেন তাহার ॥

২৮. নিরাশ হয়ে পড়ে
মানুষ যখন
তখন তিনিই করেন
বারি বর্ষণ,
নিজের রহ্‌মত তিনি
ছড়ান তখন ॥
সকল কিছুর পরে
তাঁরই নিয়ন্ত্রণ
তিনিই অতিশয়
প্রশংসিত হন ॥

২৯. নিদর্শন-সৃষ্টি তাঁর
জমিন-আসমান
দিলেন দুই-এর মাঝে
যে সকল প্রাণ;
হয় যদি তাঁর কোন
ইচ্ছা যখন
একত্র করিতে সব
পারেন তখন ॥

রুকু-৪

৩০. যেসব বিপদ আসে
তোমাদের উপরে
তোমাদেরই কর্ম তাহা
উপার্জন করে ॥
যদিও তোমাদের
বেশকিছু পাপ
করেন দয়া করে
তোমাদের মাফ্ ॥

৩১. পারিবে না তোমরা
এই পৃথিবীতে
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কোন
ব্যর্থ করিতে;
নেই কোন রক্ষক
তোমাদের উপরে
এমনও নেই কেহ
সাহায্য করে ॥

৩২. সমুদ্রে চলমান
পর্বতসম
জাহাজ এক নিদর্শন
অন্যতম;

৩৩. ইচ্ছায় পারেন দিতে

বাতাস থামিয়ে
জাহাজ অচল হয়ে
পড়িবে গিয়ে ॥
নিদর্শন এতে এক
আছে নিশ্চয়
ধৈর্য্যশীল-তার তরে
কৃতজ্ঞ যে রয় ॥

৩৪. তাহাদের কৃতসব
কর্মের কারণ
করিতে পারেন তাহা
ধ্বংসসাধন
অনেক-কে ক্ষমাও তিনি
করেন তখন ॥

৩৫. আমার ক্ষমতা নিয়ে
বিতর্ক যাহার
বাঁচার জায়গা কোন
নেইকো তাহার ॥

৩৬. অতএব তোমাদের
যাহা দেয়া হয়
পার্থিব জীবনের ভোগে
শুধু তাহা রয়;
উৎকৃষ্ট-স্থায়ী
যাহা কিছু আছে
বস্তুত রয়েছে তাহা
আল্লাহ্‌র কাছে ॥
ঈমান আনে যারা
তাদের তরে
স্বীয় রবে যারা-সব
ভরসা করে ॥

৩৭. বেঁচে থাকে বড় সব
গুনাহ্ থেকে যারা
অশ্লীল কর্মও কোন
করে নাকো তারা;
কখনো যদি তার
রাগ হয়ে যায়
তবু সেথা ভরে দেয়
প্রাণের ক্ষমায় ॥

৩৮. আর যারা সাড়া দেয়
রবের ডাকে
সালাত কায়েম আরো
করিয়া থাকে ॥
নিজেদের মাঝে যারা
পরস্পরে
আলোচনা করিয়া
কাজ তারা করে ;
মোর দেয়া রিজিক যাহা
তাহাদের রয়
সেটা হতে তাহারা
করে চলে ব্যয় ॥

৩৯. আক্রান্ত হয় যদি
কখনো তারা
সমান করে নেয়
প্রতিশোধ দ্বারা ॥

৪০. কর্ম যাহা আছে
মন্দ সকল
অনুরূপ মন্দ সেথা
রহে প্রতিফল;
আপোস করে যদি
ক্ষমা করে দেয়
আল্লাহ্‌র কাছে তার
পুরস্কার রয়
জালিম কখনো তাঁর
পছন্দ নয় ॥

৪১. আক্রান্ত হইয়া কেহ
যদি সে তখন
দোষ নাই কর যদি
প্রতিশোধ গ্রহণ ॥

৪২. দোষ রয়ে যায় শুধু
কেবলই তাহার
মানুষের উপরে যে
করে অত্যাচার ॥
আর শুধু যাহারা
করে অন্যায়
বিদ্রোহ পৃথিবীতে
করিয়া বেড়ায়;
এইরূপ লোকের তরে

রহিয়াছে ধরা
আযাব ভয়ংকর
যন্ত্রণা ভরা ॥

৪৩. ক্ষমা করে দিয়ে করে
ধৈর্য্য ধারণ
এটা বড় অবশ্যই
সাহসের কারণ ॥

রুকু-৫

৪৪. পথভ্রষ্ট করেন
আল্লাহ্ যাহার
তিনি ছাড়া রক্ষক
নাই কোন তার ॥
আজাব দেখিবে সব
জালিম যখন
তাদেরে দেখিবে তুমি
বলিছে তখন
উপায় আছে কি সেথা
পুনরায় গমন ?

৪৫. তাদেরে দেখিবে তুমি
দোজখের কাছে
অপমানে দৃষ্টি তাদের
নত হয়ে আছে ॥
মুমিনেরা এইকথা
বলিবে তখন
কিয়ামতে ক্ষতি হল
তাদের যেমন
করিল নিজের ক্ষতি
সাথে পরিজন ॥
শুনে রাখ এই সব
পাপাচারীরা
অনন্ত শাস্তির মাঝে
থাকিবে তারা ॥

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত কারো
সাহায্য সেথায়
প্যারিবে না আর কেহ
যদি তারা চায়;
ভ্রষ্ট করেন পথ
আল্লাহ্ যাহার
তাহার অন্য কোন
পথ নাই আর ॥

৪৭. সাড়া দাও তোমরা
রবের ডাকে
আগেই সেদিন যাহা
আসিবার থাকে;
আল্লাহ্ হতে যেইদিন
হবে আগমন
ঠেকাবার জন্য কিছু
রবে না তখন ॥
তোমাদের রবে না সেদিন
কোন আশ্রয়
থামাবার ক্ষমতাও কারো
আয়ত্ত্বে নয় ॥

৪৮. তাহারা যদি নেয়
মুখ ফিরিয়ে
পাঠাইনি-তোমাকে তাদের
রক্ষায় দিয়ে
তোমার দায়িত্ব শুধু
দেয়া পৌঁছিয়ে ॥
যখন করাই মোর
দয়ার আস্বাদন
আনন্দিত হয় তারা
দারুণ তখন ॥
কর্মের কারণে যখন
বিপদে পড়ে
মানুষ তখন খুবই
না-শোকরী করে ॥

৪৯. ভূ-গগনে রাজত্ব
সবই আল্লাহ্‌র
সৃষ্টি করেন যাহা
ইচ্ছা তাঁহার;
যাহাকে ইচ্ছা দেন
নারী-সন্তান
করেন ইচ্ছা হলে
পুত্র প্রদান ॥

৫০. আবার যখন এমন
ইচ্ছা তাঁর হয়
পুত্র ও কন্যা দেন
একত্রে উভয় ॥
যাহাকে ইচ্ছা তিনি
বন্ধ্যা করান
সর্বজ্ঞ নিশ্চয়ই এক
মহাশক্তিমান ॥

৫১. অবস্থা এমন নয়
মানুষের যাতে
আল্লাহ্ বলিবেন কথা
তাহার সাথে ॥
ওহী অথবা তিনি
আড়ালে থাকিয়া
এবং তাঁর কোন
ফেরেশতা দিয়া
আল্লাহ্ চাইলে কিছু
দেন পৌঁছিয়া ॥
মর্যাদা রহিয়াছে
তাঁর অতিশয়
নিশ্চই আছেন তিনি
মহা প্রজ্ঞাময় ॥

৫২. এভাবেই করেছি ওহী
তোমাকে প্রেরণ
কোরআন এক নির্দেশ
রয়েছে তেমন ॥
কিতাবের ধারণা তো
ছিল না তোমার
ঈমান কাহাকে বলে
জানিতে না তার ॥
কোরআন দিয়ে এক
জ্যোতি করিয়া
বান্দাকে দেখাই পথ
তাহাকে দিয়া ॥
নিশ্চয়ই তুমি এর
সাহায্য নিয়া
সরল-সঠিক পথ
যাবে দেখাইয়া ॥

৫৩. যে পথটি রয়েছে
এক আল্লাহ্র
আসমান ও জমিন্ সব
রাজত্ব যাঁর ॥
শুধু এই কথাটুকু
রাখো জানিয়া
আল্লাহ্র কাছেই সব
ফিরিবে গিয়া ॥

---

৪৩. সূরা যুখরুফ্
মক্কায় ঃ আয়াত ৮৯ ঃ রুকু ৭

শুরুতেই আল্লাহ্র
মহিমার সুর
দয়া ও করুনায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. হা-মীম

২. কসম, স্বচ্ছ এই
প্রেরিত কিতাবের

৩. বুঝিতে নাজিল করি
আমি তোমাদের ॥
সেজন্যে করা হলো
আরবি ভাষায়
তোমাদের জন্য কোরআন
সোজা হয়ে যায় ॥

৪. লওহে-মাহ্ফুজে যাহা
রক্ষিত আছে
মর্যাদা সহকারে
আমার কাছে ॥

৫. তোমরা সীমানার
কর লঙ্ঘন
তাইকি উঠিয়ে নেব
কোরআন এখন ?

৬. আমার অনেক নবী
সেথায় গিয়াছে
অতীতের সেইসব
লোকেদের কাছে ॥
৭. নবী কোন তাহাদের
গিয়াছে যখন
বিদ্রূপ করিয়াছে
তাহারা তখন ॥
৮. ধ্বংস হয়েছে পরে
আমার দ্বারা
এদের চেয়ে বেশি ছিল
শক্ত তারা
একইরূপ ঘটিয়েছে
অতীতের যারা ॥
৯. জিজ্ঞাসা কর যদি
তুমি তাদেরে
আকাশ ও জমিন কে
সৃষ্টি করে?
অবশ্যই বলিবে তখন
তাহারা সকল
এইগুলো সৃষ্টি সেই
প্রতাপী প্রবল ;
আল্লাহ্ আছেন যিনি
মহাজ্ঞানময়
এসকল সৃষ্টি যত
তাঁহারই-তো রয় ॥
১০. তোমাদের জন্য শুধু
জমিনকে তিনি
বিছানাস্বরূপ করে
দিয়েছেন যিনি;
তোমাদের জন্য আরো
দিয়াছেন তাতে
পথ করিয়া সেথা
আরো যাতায়াতে
সঠিক সন্ধান পথের
পাও যাহাতে ॥
১১. আকাশ হতে তিনি
পানি বর্ষাণ
এবং করেন তাহা
ঠিক পরিমাণ ;
অতঃপর যে জমিন
হয়ে থাকে মৃত
তাহা দ্বারা জমি করি
সঞ্জীবিত ॥
একদিন এভাবেই
সেথা তোমাদেরে
তুলে নিয়ে আসা হবে
বাহির করে ॥
১২. করেছেন সৃষ্টি তিনি
জোড়া করিয়া
নৌযান ও জন্তু রাখেন
তোমাদের দিয়া
তোমরা চলিতে পার
তাতে চড়িয়া ॥
১৩. তাহার পিঠের উপর
বসিবে যখন
রবের নিয়ামত
করিবে স্মরণ ॥
স্থির হয়ে বসে
বলিবে এটাই
পবিত্র মহান তিনি
রয়েছেন তাই;
বশীভূত করেছেন
ইহা আমাদের
নাহলে হতো না আনা
আয়ত্ত্বে তাদের ॥
১৪. অবশ্যই একদিন
আমরা সকলে
ফিরিবো রবের কাছে
সদল-বলে ॥
১৫. কোন-কোন বান্দা
রহে আল্লাহ্‌র
তাঁর সাথে তাহারা
করে অংশীদার
মানুষ কৃতজ্ঞতা
নাই কোন যার ॥

রুকু-২

১৬. আল্লাহ্ নিজে তাঁর
সৃষ্টির ভিতরে
কন্যা নিলেন কি তিনি
পছন্দ করে ?
এবং তিনি তোমাদেরে
বিশেষ করিয়া
সন্তান রাখিলেন
পুত্র দিয়া ?

১৭. যে কন্যার কথা তারা
আল্লাহ্‌কে বলে
সে কন্যা সন্তানই
তাদের দেয়া হলে ;
মলিন হয় মুখ
তাদের তখন
যন্ত্রণাকতর হয়
তাহাদের মন ॥

১৮. আল্লাহ্‌র অংশ কি
হতে পারে তারা
অলংকারে ভূষিত
হয় যাহারা ?
বিতর্ক করিতে আরো
চলার সময়
বক্তব্য রাখিতে যারা
সমর্থ নয় ?

১৯. ফেরেশতাদিগকে তারা
নারী ধরেছে
তাদের সৃষ্টি কি
তারা দেখেছে ?
উক্তি তাদের সব
লিখে রাখা হয়
জিজ্ঞাসাবাদ করা
হবে নিশ্চয় ॥

২০. তারা বলে ইচ্ছা না
হলে আল্লাহ্‌র
উপাসনা মোদের দ্বারা
হতো নাকো তাঁর ॥
এই ব্যাপারে তাদের
নাই কোন জ্ঞান
তারাসব বলে শুধু
করে অনুমান ॥

২১. কিতাব দিয়েছি আগে
তাহাদের তরে
দৃঢ়ভাবে তারা কি তা
রেখেছে ধরে ?

২২. বরং সবাই তারা
এই কথা বলে
আমাদের সবই আগের
পথ ধরে চলে,
পূর্ব-পুরুষ মোদের
করিত যেমন
একইরূপ আমরাও
চলেছি তেমন ॥

২৩. একই ভাবে আমি
অতীতে যখন
জনপদে সতর্ককারী
করেছি প্রেরণ ;
বলেছে সেখানের
ধনী লোকেরা
পূর্ব পুরুষের সেই
পথে আছি মোরা ॥

২৪. তখন সে বলিত
যে সব বিষয়ে
তোমরা রয়েছ সব
যাহা কিছু লয়ে;
তার চেয়ে উত্তম
এনেছি যখন
তবুও কি সেই পথে
চলিবে এখন ?
আমরা তা মানি না
তারা বলিত
হয়েছ যাহা নিয়ে
তোমরা প্রেরিত ॥

২৫. মিথ্যাচারীদের পরে

প্রতিশোধ নিলাম
অতএব তাদের দেখ
কি-পরিণাম !!

রুকু-৩

২৬. পিতা ও কওমকে তার
ইব্রাহিম বলে
উপাসনা তোমরা যাদের
করেছ চলে
নিশ্চয়ই আমি নই
তোমাদের দলে ॥

২৭. সম্পর্ক আমার শুধু
তাঁর সাথে থাকে
সৃষ্টি করেছেন
যিনি আমাকে ;
অথবা আমায় যিনি
সৃষ্টি করেন
আমায় সঠিক পথ
তিনি দেখাবেন ॥

২৮. ইব্রাহিম উক্ত সেই
ঘোষণা দিয়া
উত্তরসূরিদের গেল
বাণী রাখিয়া
আল্লাহ্‌র দিকে যেন
আসে ফিরিয়া ॥

২৯. জীবন করিতে ভোগ
দিয়েছি এদের
এবং এদের যতো
পূর্বপুরুষের ॥
অতঃপর দিলাম তাদের
রাসুল পাঠিয়ে
সত্য বর্ণনা সেথায়
করিতে গিয়ে ॥

৩০. পৌঁছালো কোরআন যখন
তাহাদের কাছে
মানি না জাদু এটা
তারা বলিয়াছে ॥

৩১. আরো বলে নাজিল কেন
হলো না কোরআন
দুই জনপদ যেথায়
রয়েছে প্রধান ?

৩২. রবের রহ্‌মত তবে
তাহারা কি তায়
এইভাবে বাটোয়ারা
করিবার চায় ?
রাখিয়াছি আমি সব
করে বন্টন
জীবিকা-কাটাইতে
দুনিয়ার জীবন ॥
একে রাখি আরেকের
উপরে দিয়ে
নিতে পারে তার দ্বারা
কাজ করিয়ে ॥
যাহা কিছু তারাসব
জমা করে রাখে
উত্তম-রবের কাছে
তার চেয়ে থাকে ॥

৩৩. এমন আর যদি
না হতো তায়
মানুষ হয় সব
একই পন্থায় ॥
তবে যারা আল্লাহ্‌তে
কুফরি করে
এমন ঘর আমি
দিতাম গড়ে;
রুপার তৈরি ছাদ
সিঁড়িও এমন
যার উপরে করিত
তারা আরোহণ ॥

৩৪. তাদের গৃহের তরে
দিতাম যে আর
ছাদ আর সিঁড়ি যাহা
তৈরি রুপার;
দরজা ও পালংক
দিতাম নিয়ে

যাহাতে বসিত তারা
হেলান দিয়ে

৩৫. দিতাম সোনা দিয়ে
তাহা গড়িয়ে ৷৷
পার্থিব জীবনের ইহা
সামগ্রী কেবল
তোমার রবের কাছে
রয়েছে সকল
আখেরাত পাবে যারা
মোত্তাকী দল ৷৷

রুকু-৪

৩৬. চোখ ফিরিয়ে নেয়
সে লোক যখন
আল্লাহ্‌কে চায় না সে
করিতে স্মরণ;
শয়তান তার পিছে
লাগাই তখন
সাথী হয়ে লেগে থাকে
সর্বক্ষণ ৷৷

৩৭. পিছে লাগা সেইসব
যত শয়তান
সৎপথে আসিতে করে
বাধার প্রদান ৷৷
অথচ মানুষ তবু
এই মনে করে
রয়েছে তারা সৎ
পথেরই পরে ৷৷

৩৮. এমন লোক মোর কাছে
আসিবে যখন
শয়তানের কাছে সে
বলিবে তখন ;
তোমার ও আমার এই
মাঝখানে হায়
পূব-পশ্চিম, দূরত্ব যদি
থাকিত সেথায়
কতই না জঘন্য সে
সাথী থেকে যায় ৷৷

৩৯. করেছিলে তোমরা
কুফরি যখন
আজকের এই কথা
তোমাদের তখন;
আসিবে না আজ কোন
তোমাদের কাজে
রয়েছ অংশ নিয়ে
আযাবের মাঝে ৷৷

৪০. শোনাতে কি পার তুমি
বধির যাকে
অন্ধ যে-আনিতে পার
পথে কি তাকে
প্রকাশ্য ভ্রান্তির মাঝে
যেইলোক থাকে ?

৪১. তোমাকে যদি আমি
উঠিয়েও লই
তাদের আমি তবু
প্রতিশোধ নেবই ৷৷

৪২. আযাব যদি আমি
দেখাই তোমাকে
আমার প্রতিশ্রুতি
যাহা কিছু থাকে ;
তবুও তাহাদের
উপরে আমার
পূর্ণ-প্রভাব আছে
মোর ক্ষমতার ৷৷

৪৩. অতএব থাক তুমি
তাহাতে অটল
তোমায় নাজিল করি
যা কিছু সকল
নিশ্চই রয়েছ পথে
সঠিক সরল ৷৷

৪৪. তুমি ও তোমার ওই
কওমের তরে
এ কোরআন মর্যাদা
বহন করে ৷৷
অবশ্যই তোমাদের

বড় সম্মান
তোমাদের প্রতি হবে
প্রশ্নের বাণ ॥

৪৫. রাসুল পাঠিয়েছি
অতীতে যাদের
জিজ্ঞাসা করে তুমি
দেখ তাহাদের;
আমি কি দয়াময়
আল্লাহ্ ছাড়া
উপাস্য দিয়েছি তাদের
আর কোন যারা
উপাসনা করিতে সব
পারে যেন তারা ?

রুকু-৫

৪৬. আমিতো মুসাকে
দিয়ে নিদর্শন
ফেরাউন সমীপে
করেছি প্রেরণ ॥
সে গিয়ে তাদেরে
বলেছে তখন
জগৎপালকের আমি
রাসুল একজন ॥

৪৭. নিদর্শন নিয়ে গেলে
তাহাদের কাছে
হাসি আর তামাশা
তারা করিয়াছে ॥

৪৮. এমন মোজেজা তাদের
দেখানো হলো
অন্য মোজেজার চেয়ে
শ্রেষ্ঠ ছিলো ॥
তাদেরে ধরেছি আমি
আজাব দ্বারা
ঠিক পথে যেন সব
ফিরে আসে তারা ॥

৪৯. বলে তারা যাদুকর
আমাদের তরে
তোমার রবকে বল
প্রার্থনা করে;
ওয়াদা যাহা দিয়াছেন
তিনি যে তোমায়
অবশ্যই সৎপথে
ফিরিবো যে তায় ॥

৫০. অতঃপর আযাব আমি
নিলাম উঠিয়ে
ওয়াদা তারা ভঙ্গ করে
তখনই গিয়ে ॥

৫১. ফেরাউন কওমকে ডেকে
বলিল যে আর
মিসরের রাজত্ব এটা
নয় কি আমার ?
নদী মোর নীচে দিয়ে
বয়ে চলে যাহা
তোমরা কি দৃষ্টি দিয়ে
দেখ না তাহা ?

৫২. বরং শ্রেষ্ঠ আমি
উহার উপরে
নীচু সে- বলে না কিছু
পরিষ্কার করে ॥

৫৩. স্বর্ণের বালা কেন
দেয়া নয় তাকে
ফেরেশতাও কেন তার
সাথে না থাকে ?

৫৪. কওমকে দিল সে
বোকা বানিয়ে
মেনে নিল তার কথা
সবাই গিয়ে ॥
অবশ্য পাপাচারী
জাতি তারা ছিল

৫৫. এ ভাবেই আমায় তারা
রাগিয়ে দিল ॥
তখন তাদের আমি
প্রতিশোধ নিয়ে
একসাথে সবাইকে
দিলাম ডুবিয়ে ॥

৫৬. তাদেরে দিলাম আমি
এইরূপ করে
নিদর্শন ও ইতিহাস
মানবের তরে ॥

রুকু-৬

৫৭. উপমা দেয়া হলে
ঈসার সকল
কওমের লোকেরা তোমার
করে শোরগোল ॥

৫৮. এইরূপ কথা সব
বলে চলে তারা
ঈসাই ভাল নাকি মোদের
দেবতা যারা ?
ঝগড়ার কারণেই
শুধু তোমাকে
এইরূপ কথা তারা
বলিয়া থাকে ॥
বস্তুতঃ এমন এক
কওম ওরা
যাদের পছন্দ হলো
কলহ করা ॥

৫৯. ঈসা-তো ছিল এক
বান্দা এমন
তার প্রতি দয়া আমি
করেছি তখন
বনীদের আদর্শ তাকে
করি একজন ॥

৬০. ইচ্ছা করিলে আমি
তোমাদের থেকে
ফেরেশতা বানিয়ে কারো
দিতাম রেখে ;
উত্তরাধিকারী তাকে
সেথা বানিয়ে
থাকিত তোমাদের
ভিতরে সে গিয়ে ॥

৬১. ঈসা হলো-কিয়ামতের
এক নিদর্শন
সন্দেহ কোর না যেন
তাতে কোনক্ষণ;
আমার কথা মানো
তোমরা সকল
এটাই সঠিক পথ
সহজ-সরল ॥

৬২. সরল পথ হতে
যেন শয়তান
পারে না বাধা যেন
করিতে প্রদান
শত্রু সে তোমাদের
প্রকাশ্যমান ॥

৬৩. যখন বলিল তাই
ঈসা আসিয়া
তার সাথে পরিষ্কার
নিদর্শন নিয়া ;
জ্ঞান-বাণী আনিয়াছি
তোমাদের কাছে
যে বিষয়ে তোমাদের
মতভেদ আছে;
তোমাদের কাছে রহে
মোর বলিবার
তোমরা ভয় করে
চল আল্লাহ্‌র
মান্য কর সব
শুনিয়া আমার ॥

৬৪. আল্লাহ্ আমার রব
তোমাদেরও তাই
কাজেই ইবাদত তাঁকে
কর যে সবাই
সঠিক পথ তাঁর
রয়েছে ইহাই ॥

৬৫. অতঃপর তাদের মাঝে
বিভিন্ন দলে
মতভেদ সৃষ্টি করে
তারা সকলে ॥
জালিমের জন্য বড়

দুর্ভোগ রয়
আযাব যন্ত্রণাভরা
সেদিনের ভয় ॥

৬৬. কিয়ামতের অপেক্ষা কি
তাহারা করে
হঠাৎ তাদের উপর
এসে যাতে পড়ে
সক্রিয় রবে না তারা
তার খবরে ॥

৬৭. শত্রু হয়ে যাবে
বন্ধু সব তারা
কেবল মাত্র শুধু
মোত্তাকী ছাড়া ॥

রুকু-৭

৬৮. ভয় আজ নেই কোন
হে-বান্দাগণ
দুঃখিত তোমরা আর
হবে না এখন ॥

৬৯. এনেছিলে যারা মোর
আয়াতে ঈমান
সমর্পণ করেছিলে
নিজেদের প্রাণ ;

৭০. বেহেশ্তে প্রবেশ তাই
কর এইক্ষণে
বিবিদের সাথে করে
আনন্দিত মনে ॥

৭১. সোনার থালা ও পানের
পাত্র দিয়ে
প্রদক্ষিণ করা হবে
তাদেরে নিয়ে ॥
সেখানে তা রহিয়াছে
যাহা চায় মন
তৃপ্ত যাতে হয় সব
তাদের নয়ন ॥
তোমরা সেখানেই
চিরকাল ধরে
বসবাস করিবে সব
আনন্দ করে ॥

৭২. বেহেশ্তে এলে যার
মালিক হয়ে
তোমাদের কর্ম ছিল
তার বিনিময়ে;

৭৩. তোমাদের জন্য সেথায়
রয়েছে যে আর
প্রচুর-ফলমূল
করিতে আহার ॥

৭৪. নিশ্চয়ই পাপীলোক
আছে যাহারা
জাহান্নামের আযাবে রবে
চিরকাল তারা;

৭৫. আযাব থামানো কিছু
হবে না সেথায়
আযাবেই থাকিবে সব
তারা নিরাশায় ॥

৭৬. অবিচার আমি কোন
করিনি তাদের
নিজেদেরই অনাচার
ছিল যাহাদের ॥

৭৭. দোজখের প্রহরীকে
যাবে বলিতে
রবকে মোদের বল
শেষ করে দিতে ॥
তখন ফেরেশতা
বলিবে তাদের
এরকম অবস্থাই
রবে তোমাদের ॥

৭৮. আমার সত্য তখন
তোমাদের কাছে
অবশ্যই গিয়ে যাহা
পৌঁছিয়াছে ;
তোমাদের অধিকেই
করেছ তখন
সত্যের উপরে সব
ঘৃণাই পোষণ ॥

৭৯. ব্যবস্থা চূড়ান্ত তারা
করে কি এখন ?
চূড়ান্ত তবেই আমি
করিতেছি গ্রহণ ॥

৮০. তাদের গোপন মনে
গুপ্ত যাহা
তারা কি মনে করে
জানি না তাহা ?
অবশ্যই শুনি আরো
ফেরেশ্‌তা থাকে
সেইসব কথা তারা
লিখিয়া রাখে ॥

৮১. সন্তান থাকিত বল
যদি আল্লাহ্‌র
প্রথম ইবাদত আমি
করিতাম তার ॥

৮২. মালিক আরশের ও
জমিন আসমান
আল্লাহ্‌ ওইগুলি থেকে
পবিত্র মহান ॥

৮৩. লিপ্ত থাকিতে দাও
তুমি তাদেরে
বিতর্ক খেলা আর
কৌতুক করে ॥
যতদিন আসে না তারা
সেদিনের কাছে
প্রতিশ্রুতি যেদিনের
আগে দেয়া আছে ॥

৮৪. সেই সত্ত্বা তিনি
সর্বখানে
উপাস্য যিনি এক
জমিন-আসমানে;
তিনিই আছেন যিনি
মহা প্রজ্ঞাময়
সমস্ত জ্ঞান শুধু
তাঁর কাছে রয় ॥

৮৫. বরকতময় সেই
সত্ত্বা তিনি
আসমান ও জমিনের
মালিক যিনি ॥
উভয়ের মাঝে রহে
যতকিছু আর
কিয়ামতে জ্ঞান আছে
শুধুই তাঁহার ॥
সবাই একদিন জেন
তোমরা সেখানে
ফিরিয়া যাইতে হবে
তাঁহার পানে ॥

৮৬. আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা
ডাকে যাহাদের
সুপারিশে অনুমতি
রবে না তাদের ॥
সত্যের সাক্ষী তবে
দেয় যাহারা
এবং যাহার সবই
জানে তাহারা ॥

৮৭. জিজ্ঞাসা তাদের যদি
কর তাহলে
আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেন
তাহারা বলে
উল্টা পথে কেন
তবুও চলে ?

৮৮. রাসুলের মিনতি রহে
মোর কাছে তবু
এ-কওম আনে না ঈমান
হে আমার প্রভু ॥

৮৯. তাদের হতে মুখ তুমি
নাও ফিরিয়ে
শীঘ্রই জানিবে বল
সালাম দিয়ে ॥

---

৪৪. সূরা দুখান
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৯ ঃ রুকু ৩

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুনায় ভরি ॥

রুকু-১

১. হা মীম।
২. সুস্পষ্ট কিতাবের
কসম রয়
৩. নাজিল করি, সেই-রাতে
বরকতময়
সতর্ক করিতে সব
আমি নিশ্চয়;
৪. এবং এই রাতে
স্থির হয়
হেক্‌মত ভরা কাজ
সকল বিষয় ॥
৫. আমার আদেশক্রমে
হয় যে তখন
আমিই করে থাকি
রাসুল প্রেরণ ॥
৬. রহ্‌মত স্বরূপ যাহা
প্রভু থেকে রয়
সবকিছু জানাশোনা
তাঁর নিশ্চয় ॥
৭. তিনিই পালনকারী
জমিন-আসমানে
এবং রয়েছে দুয়ের
যাহা মাঝখানে
থাকে যদি তোমাদের
বিশ্বাস প্রাণে ॥
৮. তিনি ছাড়া উপাস্য
নেই কোন আর
জীবন ও মৃত্যু প্রদান
সবই যে তাঁহার ॥
তিনিই পালনকারী
আছেন তোমাদের
পালক-পূর্বেও তিনি
পিতৃ-পুরুষের ॥
৯. এতদ্‌সত্ত্বেও তারা
সন্দেহ নিয়ে
মজা করে-খেলা আর
কৌতুক দিয়ে ॥
১০. প্রতীক্ষা করে থাকো
তুমি সেখানে
ধুঁয়ায় যেদিন ছেয়ে
যাবে আস্‌মানে ॥
১১. লোকেদের ফেলিবে সব
যাহা ঢাকিয়া
শাস্তিও দেয়া হবে
যন্ত্রণা দিয়া ॥
১২. প্রার্থনা করিবে সব
তাহারা তখন
হে রব, আযাব ইহা
সরান এখন;
রক্ষা করুন আজ
আমাদের প্রাণ
এখনই আমরা সবাই
আনিব ঈমান ॥
১৩. উপদেশ কেমনে তারা
করিবে গ্রহণ ?
এসেছে তাদের কাছে
রাসুল একজন ॥
১৪. কিন্তু পিছু তারা
ফেরে সকলে
শেখানো কথার এক
পাগল বলে ॥
১৫. কিছুকাল আযাব দেব
দূর করিয়া
আগের অবস্থায় তখন
যাবে ফিরিয়া ॥
১৬. শক্ত করিয়া আমি

ধরিব যেদিন
প্রতিশোধ পূর্ণ তখন
করিব সেদিন ॥
১৭. ফেরাউন ও কওমের
পরীক্ষা নিয়েছি
তাদের কাছে একজন
রাসুল পাঠিয়েছি ॥
১৮. বলে সে রাসুল আমি
পয়গাম নিয়ে
আল্লাহ্‌র বান্দা সবার
দাও ফিরিয়ে ॥
১৯. উদ্ধত হয়ো না যেন
আল্লাহ্‌র কাছে
তোমাদের দেখাতে মোর
প্রমাণ আছে;
২০. আমি তো রয়েছি রবের
স্মরণ করে
হত্যা করিতে যেন
পারো না মোরে ॥
২১. না-যদি আমার কথায়
বিশ্বাস রাখো
তাহলে আমার হতে
দূরে সরে থাকো ॥
২২. রবের কাছে প্রার্থনা
করিল তখন
লোকেরা তো এরাসব
অপরাধ প্রবণ ॥
২৩. আল্লাহ্ বলেন, যাও
বান্দা নিয়ে
রাতারাতি এখানে হতে
নাও সরিয়ে
অবশ্যই ধাবিত হবে
পশ্চাতে গিয়ে ॥
২৪. সমুদ্র থাকিয়া যাবে
স্থির-রয়ে
তাদের বাহিনী যাবে
নিমজ্জিত হয়ে ॥
২৫. ছেড়ে গেল ঝরনা ও
কত উদ্যান
২৬. শস্যের ক্ষেত আরো
কত বাসস্থান;
২৭. আরাম আয়েশের কত
সামগ্রী ভরা
কতই না আনন্দে বাস
করিত ওরা ॥
২৮. এই রূপই হয়েছিল
এমনই করে
মালিক করেছি আরেক
কওমের পরে ॥
২৯. কাঁদেনি তাদের তরে
জমিন-আসমান
অবকাশ দেয়া কোন
হয়নি প্রদান ॥

রুকু-২

৩০. বনীদেরে করেছি আমি
মুক্তি প্রদান
আযাব থেকে যাহা
বড় অপমান ॥
৩১. ফেরাউন বড়ই এক
ছিল একজন
সীমানা দারুণ সে
করে লঙ্ঘন;
৩২. তাদেরে রাখি আমি
মনোনীত করে
জেনে শুনে বিশ্ব
বাসীর উপরে ॥
৩৩. নিদর্শন দিয়েছি তাদের
এমন যাহাতে
পরীক্ষা ও নেয়ামত
ছিলো তাহাতে ॥
৩৪. এইরূপ কথা ওরা
বলিত সদাই
৩৫. মৃত্যুর পরে আর
কোনকিছু নাই

জীবিত হবো না কভু
পুনরায় তাই ॥
৩৬. বল যদি সত্যই
কথা তোমাদের
নিয়ে এসো পূর্ব-
পুরুষ তাদের ॥
৩৭. তারাই কি শ্রেষ্ঠ না
তুব্বা ছিল যারা
অথবা তাহাদের
পূর্বের তারা ?
যাদেরে করেছি আমি
ধ্বংস সাধন
তাহারা মানুষ ছিল
অপরাধপরায়ণ ॥
৩৮. আসমান-জমিন আর
মাঝের সকলে
সৃষ্টি করিনি আমি
খেলার ছলে;
৩৯. যথাযথ কারণে মোর
সৃষ্টি করা
কিন্তু অধিকই যাদের
জানে না তারা ॥
৪০. মীমাংসার দিন হবে
সেথা নিশ্চয়
সবার জন্য সেটা
নির্ধারিত সময়;
৪১. আসিবে না বন্ধু কারো
কোন উপকারে
সাহায্যও পাবে না তারা
অন্যধারে ॥
৪২. দয়া তবে করিবেন
আল্লাহ্ যারে
একমাত্র সে শুধু
বাঁচিতে পারে ॥
পরাক্রমী আল্লাহ্
তিনি নিশ্চয়
আছেন আর যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-৩

৪৩. যাক্কুম বৃক্ষ যাহা
নিশ্চয়ই রবে
৪৪. পাপীদের খাবার শুধু
সেইটাই হবে ;
৪৫. গলিত তামার মত
পেটের ভিতরে
ফুটিতে থাকিবে সেটা
টগ্‌বগ্ করে ॥
৪৬. তীব্র-ফুটন্ত গরম
পানি হয় যেমন
ফুটিতে থাকিবে সেথা
সেইটা তেমন ॥
৪৭. আদেশ করা হবে
তাকে ধরিয়া
দোজখের মাঝখানে
দাও ভরিয়া;
৪৮. ফুটন্ত পানি ঢালো
মাথার উপরে
৪৯. আজাবের স্বাদ নাও
এমনি করে ॥
তুমিতো-মহা বড়
প্রতাপশালী
তাইতো এভাবেই
দেয়া হয় ঢালি;
৫০. দেখিতেছ তোমরা
যা কিছু এখন
তাহা নিয়ে সন্দেহ
করিতে তখন ॥
৫১. মোত্তাকীরা থাকিবে
সেথা নিশ্চয়
শান্তির জায়গা যেথা
নিরাপদ রয় ॥
৫২. বাগিচাতে ঝরনা
সেথা বয়ে যায়
৫৩. পরিবে রেশমের

পোশাক সেথায় ;
মুখোমুখি হয়ে তারা
বসিয়া রবে
৫৪. এইরূপই এবং সব
সেখানে হবে ॥
আরো দেব তাদেরে
বিয়ে করিয়ে
ডাগর চোখের সব
হুরদের নিয়ে ॥
৫৫. প্রশান্তচিত্তে সবাই
তাহারা সকল
চেয়ে নেবে বিভিন্ন
রকমের ফল ॥
৫৬. প্রথম মৃত্যুর সেই
পরে আর তখন
পুনর্বার হবে না
তাদের মরণ ॥
রক্ষা করিবেন
আল্লাহ্ তাদের
ভয়ংকর আযাব হতে
সেই দোজখের ॥
৫৭. রবের অনুগ্রহ
এই সব তোমার
মহা এক সাফল্য
এইটাই তার ॥
৫৮. আমিতো কোরআনকে
তোমার ভাষায়
সহজ করিয়া এমন
দিয়াছি যে তায়
উপদেশ করে যাতে
গ্রহণ সেথায় ॥
৫৯. অতএব অপেক্ষা কর
তুমিও তেমন
অপেক্ষা তাহারাও
করিছে যেমন ॥

---

৪৫. সূরা জাছিয়া
মক্কায় ঃ আয়াত ৩৭ ঃ রুকু ৪

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুণা দেখিয়ে ॥

রুকু-১

১. হা-মীম।
২. আল্লাহ্ হতে-এ কিতাব
নাজিল হয়
পরাক্রমশালী তিনি
বিশাল প্রজ্ঞাময় ॥
৩. আসমান-জমিনে কত
আছে নিদর্শন
তাহাদের তরে যারা
মুমিন এমন ॥
৪. সৃষ্টিতে প্রাণের জগৎ
ছড়ানো আছে
নিদর্শন রয়েছে বহু
বিশ্বাসীর কাছে ॥
৫. রাত আর দিনের এই
পরিবর্তনে
আসমান হতে আরো
পানি বর্ষণে ;
তাহা দিয়ে জমিনকে
মৃত্যুর পরে
যেভাবে থাকেন পুনঃ
জীবিত করে,
তৎসহ বাতাসের
পরিবর্তন
জ্ঞানীদের তরে বহু
আছে নিদর্শন ॥
৬. এই সবই আল্লাহ্‌র
আয়াত যাহা
পাঠ করে তোমাকে

শোনাই তাহা ॥
আল্লাহ্ এবং তাঁর
আয়াতের পরে
আর কোন্ কথায় তারা
বিশ্বাস করে ?

৭. মিথ্যাবাদী-আর
পাপাচারীগণ
দুর্ভোগ রহিয়াছে
তাদের ভীষণ ॥

৮. আল্লাহ্র আয়াত সকল
যখন শোনে
তেলাওত যখন হয়
তার সামনে ;
হঠকারী এমনভাবে
করে অহংকার
কিছুই শোনেনি যেন
সেইসব তার ॥
অতএব এখন তুমি
তাহাকে গিয়ে
আযাবের সুখবর
দাও শুনিয়ে ॥

৯. আমার আয়াত যখন
হয় অবগত
ঠাট্টা ও বিদ্রূপ তখন
করে চলে যত ॥
যতই চলুক তাদের
এ-সকল করা
শাস্তি রয়েছে বড়ই
অপমান ভরা ॥

১০. জাহান্নাম সামনে তাদের
রয়েছে যেমন
কোন কাজে আসিবে না
যত উপার্জন ॥
বন্ধু মেনেছে যাদের
আল্লাহ্কে ছাড়া
তাহাদের কোন কাজে
আসিবে না তারা
ভীষণ শাস্তি আছে
তাদের ধরা ॥

১১. সঠিক-সত্যের পথ
দেখায় কোরআন
এ-আয়াত করে যারা
প্রত্যাখ্যান
কঠোর শাস্তি হবে
তাদের প্রদান ॥

রুকু-২

১২. আল্লাহ্ই, সে-মহান
সত্ত্বা যিনি
সমুদ্রকে উপকারে
দিয়েছেন তিনি;
নৌযানে চলাচল
কর তাহাতে
তাঁর দয়া খুঁজিতে
পারো যাহাতে
শোকরগুজারি যেন
কর তার সাথে ॥

১৩. রহিয়াছে যাহাকিছু
আসমান-জমিনে
তোমাদেরে দিয়েছেন
আয়ত্ত্বাধীনে ;
নিদর্শন আছে এতে
উহাদের তরে
এইসব নিয়ে যারা
গবেষনা করে ॥

১৪. মুমিনদের বল তুমি
ক্ষমা করিবার
বিশ্বাস করে না যারা
সেদিন আল্লাহ্র;
যেই দিন দিবেন তিনি
কওমকে সকল
তাহাদের করে যাওয়া
কর্মের ফল ॥

১৫. যেই লোক সর্বদা
সৎকাজ করে
করিবে সে তো তার

নিজেরই তরে;
মন্দ কাজ করে
যে লোক সকল
তার উপরে আসিবে
সে সবের ফল ॥
অবশেষে একদিন
রবের কাছে
তোমাদের সবাইকেই
ফিরিবার আছে ॥

১৬. বনীদের মাঝে আমি
করিয়াছি দান
নবুয়ত-প্রজ্ঞা আর
কিতাব একখান ॥
তাদেরকে করিতে
জীবনধারণ
উত্তম বস্তু সকল
করেছি প্রেরণ
শ্রেষ্ঠ করেছি সবার
উপরে তখন ॥

১৭. তাদেরে দিয়েছি আরো
স্বচ্ছ প্রমাণ
ধর্মের ব্যাপারে ছিল
পরিষ্কার জ্ঞান ॥
বিদ্বেষ নিয়ে শুধু
পরস্পরে
মতভেদ তারাসব
সৃষ্টি করে ॥
কিয়ামতে তব-রব
তিনি নিশ্চয়
ফয়সালা করিয়া দিবেন
তাদের বিষয় ॥

১৮. প্রতিষ্ঠা করেছি আমি
পরে তোমাকে
ধর্মের বিশেষ এক
পন্থা থাকে
পালন করে চল
তুমি তাহাকে ॥
মূর্খের খেয়ালখুশি
রয়েছে যাহা
পাত্তা দিও না তুমি
কখনো তাহা ॥

১৯. আল্লাহ্‌র সামনে জেন
কখনই তারা
তোমার কোন কাজে
আসিবে না যারা ॥
জালিমেরা বন্ধু সবাই
পরস্পরের
আল্লাহ্‌ই বন্ধু শুধু
মুত্তাকীদের ॥

২০. আসিল মানবের তরে
এই যে-কোরআন
পূর্ণ রয়েছে এতে
জগতের জ্ঞান
হেদায়েত ও রহমত
রাখে যারা ঈমান ॥

২১. মন্দ কাজ করে
যারা সকলে
এই কথা, তারা কি
মনে করে চলে;
করিব কি-তাদের মতো
আমি তাদেরে
ঈমান আনিয়া যারা
সৎ কাজ করে ?
সমান হবে কি ফলে
তাদের জীবন
একইরূপ তবে আরো
হবে কি মরণ ?
কতইনা মন্দ তাদের
ধারণা এমন !!

রুকু-৩

২২. যথাযথ সৃষ্টি সকল
রহে আল্লাহ্‌র
জমিন আর আসমান
বানানো তাঁহার ॥

প্রতিটি ব্যক্তি সবাই
যেন তাহারা
নিজেদের কামানো ফল
পেতে পারে তারা;
শুধুই তাহাদের
কর্মফল ব্যতীত
কেহই হবে না জেন
অত্যাচারিত ॥

২৩. তুমি কি দেখিয়াছ
সেই লোক যাকে
নিজের কু-ইচ্ছাকে যে
মানিয়া থাকে ?
আল্লাহ্ দিলেন তাকে
ভ্রষ্ট করে
মোহর মারিয়া চোখ
কান, অন্তরে ॥
কে আর পথ তাকে
দেখাবে এখন
করিবে না তবুও কি
উপদেশ গ্রহণ ?

২৪. বলে যে মোদের জীবন
শুধু একটাই
কালের প্রবাহে মরি
বাঁচিবা সবাই ॥
অথচ তাদের হেথা
নাই কোন জ্ঞান
তারাতো বলে শুধু
করে অনুমান ॥

২৫. পাঠ করা হয় মোর
আয়াত যখন
যুক্তি না পেয়ে তারা
বলে যে তখন ;
সত্য কথা যদি
হয় তোমাদের
নিয়ে এসো আগের যত
পুরুষদিগের ॥

২৬. জীবন দান বল
আল্লাহ্ই করেন
তিনিই মৃত্যু আবার
তোমাদের দেন ॥
কিয়ামতে একত্র সব
করিবেন আবার
সন্দেহ নাই এতে
কোন কিছু আর
অধিক মানুষই কিছু
জানে না তাহার ॥

রুকু-৪

২৭. আকাশ ও পৃথিবীতে
যত কিছু আর
এ-বিশাল রাজত্ব
শুধু আল্লাহ্র ॥
কিয়ামত ঘটিয়া
যাইবে যেদিন
মিথ্যাপন্থীর বড়ই
ক্ষতি হবে সেদিন ॥

২৮. সেদিন প্রতিটি দল
দেখিবে যাকে
ভয় পেয়ে তারা সব
নতজানু থাকে ॥
প্রতিটি দলকে হবে
আহ্বান করা
আমলনামা তার কাছে
হবে তুলে ধরা ॥
বলা হবে আজকেই
সেই দিন রয়
দেয়া হবে তোমাদের
কাজের বিনিময় ॥

২৯. আমলনামায় সব
লিখা রহে যাহা
তোমাদের সত্য নিয়ে
সব কিছু তাহা ॥
তোমরা যাহা কিছু
করিতে সেথায়
সব কিছু সেখানেই

লেখা রয়ে যায় ॥

৩০. সৎ কাজ করে যারা
ঈমান আনিয়া
তাদেরকে রহ্‌মত, রব
রাখিবেন দিয়া ॥
এটাই বিরাট তাদের
সফলতা রবে

৩১. কুফরি করিছে যারা
তাদের বলা হবে
তোমরা আমার আয়াত
শোননি কি তবে ?
অহংকার তোমরা সবাই
করেছ তখন
তোমরা দারুণ ছিলে
অপরাধপ্রবণ ॥

৩২. একথা তোমাদের যখন
বলা হইত
কিয়ামত অবশ্যই হবে
সংঘটিত ॥
এবং তাহাতে কোনই
সন্দেহ নাই
তবুও তোমরা সবে
বলিতে সদাই,
কিয়ামত জানিনা মোরা
কাকে বলে তাই ॥
মনে হয়, অনুমান
এটা এক সবার
নিশ্চিত নই মোরা
এমন ব্যাপার ॥

৩৩. প্রকাশ হইবে যখন
তাহাদের কাছে
মন্দ-কর্ম যাহা
তারা করিয়াছে;
বিদ্রূপ করিত তারা
যাহা কিছু নিয়ে
ঘিরিয়া ফেলিবে তাদের
সেই সবই দিয়ে ॥

৩৪. বলা হবে, তোমাদেরে
ভুলিবো তেমন
এ-দিনকে ভুলেছিলে
তোমরা যেমন ॥
তোমাদের বাসস্থান
দোজখেই হবে
সাহায্যকারীও সেথায়
কেউ না রবে ॥

৩৫. এজন্য এই সব
হবে তোমাদের
বিদ্রূপ করিতে তার
আয়াতসমূহের ॥
তোমাদের পার্থিব
জীবন সেথায়
ফেলেছিল রাখিয়া
বিরাট ধোঁকায় ॥
দোজখ হতে বের করা
হবে নাকো আর
সুযোগও পাবে না তারা
তওবা করার ॥

৩৬. বস্তুতঃ প্রশংসা শুধু
এক আল্লাহ্‌র
আসমান-জমিন সারা
জগৎ তাঁহার ॥

৩৭. শ্রেষ্ঠ গৌরব তাঁর
জমিন-আসমানে
পরাক্রমী ও প্রজ্ঞাময়
তিনি সবখানে ॥

ছাব্বিশ পারা ঃ হা-মীম

৪৬. সূরা আহ্কাফ্
মক্কায় ঃ আয়াত ৩৫ ঃ রুকু ৪

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্‌র
করুণাময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. হা-মীম।
২. পরাক্রমশীল আর
প্রজ্ঞা আছে যাঁর
এ-কিতাব নাজিল হলো
সেই-আল্লাহ্‌র ॥
৩. জমিন ও আসমান
সৃষ্টি আমার
উভয়ের মাঝে রহে
যত কিছু আর ॥
যথাযথভাবে এক
সময়ের তরে
কিন্তু যারা সব
কুফরি করে ;
সতর্ক হয়েছে করা
তাদের সে বিষয়
তবুও সবাই তারা
মুখ ফিরে রয় ॥
৪. বল তুমি, তোমরা
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে
চলিছ উপাসনা
যাদেরে করে
ভেবে কি দেখেছ
নিয়ে তাদেরে ?
তবে তাহা তোমরা
দেখাও আমাকে
জমিনে সৃষ্টি কি
তারা করে থাকে ;
অথবা কিছু তবে
আছে সেখানে
সৃষ্টির অংশ এমন
সেথা আসমানে ?
উপস্থিত কর তবে
কিতাবের প্রমাণ
সত্যবাদী হলে আনো
পরম্পরা জ্ঞান ॥
৫. অধিক ভ্রষ্ট পথে
কে আর থাকে
আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আর
কিছুকে ডাকে ?
কিয়ামত তকও সাড়া
দেবে না তাকে ॥
কিভাবে তাদের ডাকে
দেবে যে সাড়া
তাদের ডাকের খবর
রাখে না তারা ॥
৬. কিয়ামতে একত্র হবে
মানুষ যখন
তাদের শত্রু হয়ে
দাঁড়াবে তখন ;
এবং তাদের সেই
পূজা করাকে
অস্বীকার তাহারাই
করিবে তাকে ॥
৭. আমার আয়াত শোনে
তাহারা যখন
হয় যদি সত্যের
সেথা আগমন;
কুফরি করে তারা
বলে যে তখন
ইহাতো প্রকাশ্য এক
যাদুর মতন ॥
৮. এইরূপ কথা কি তারা
করে রটনা
এ-লোকের নিজেরই ইহা

করা রচনা ?
বল-যদি নিজে আমি
করে থাকি তার
আযাব হতে রক্ষা
রবে না আমার ॥
আলোচনা তোমরা কর
যাহা এ বিষয়
বিশেষ করে আল্লাহ্‌র
তাহা জানা রয় ॥
সাক্ষী তোমাদের ও
মাঝে যে আমার
আল্লাহ্‌ই সাক্ষী হন
যথেষ্ট তাহার
পরম দয়ালু তিনি
ক্ষমাশীল আর ॥

৯. নতুন রাসুল বল
নই তো এমন
জানি না করা হবে
কি আচরণ ॥
আমার ও তোমাদের
সাথে হবে যাহা
আমি তো মেনে চলি
শুধুই তাহা;
যা কিছু আমার প্রতি
ওহী করা হয়
সতর্ককারী শুধু
আমি নিশ্চয় ॥

১০. বল তুমি-ভাবিয়া কি
দেখিছ তাহা
কোরআন আল্লাহ্ হতে
নাযিল যাহা ॥
অবিশ্বাস তোমরা শুধু
করিছ যেমন
সাক্ষী দেয় এতে
বনী একজন ॥
এবং ইহার প্রতি
ঈমান আনে তার
অথচ তোমাদের
বড় অহংকার ॥
জালিম তোমাদের চেয়ে
বড় কে আছে ?
জালিমের হেদায়েত নাই
আল্লাহ্‌র কাছে ॥

রুকু-২

১১. কাফেরেরা বলে সব
মুমিনদের নিয়ে
পারিত না এ কোরআন
নিতে তারা গিয়ে ॥
প্রকৃতই এটা যদি
ভালো দ্বীন হতো
তাদের আগেই নিতাম
মোরা ভালো মতো ॥
কোরআনের হেদায়েত
পায়নি যখন
এই কথা তারা সব
বলিবে তখন
ইহা তো মিথ্যা এক
অতি পুরাতন ॥

১২. পূর্বের কিতাব যাহা
ছিল যে মুসার
রহমতস্বরূপও
পথ দেখাবার
এ-কিতাব আরবি ভাষায়
সমর্থক তার ॥
পাপীদের সতর্ক
করে যাহাতে
ভালোদেরে সু-খবর
প্রদান তাতে ॥

১৩. আমাদের আল্লাহ্ রব
বলে যাহারা
এবং তাতে থাকে
অটল তারা ;
সেখানে তাহাদের
নেই কোন ভয়

এবং কোন তারা
চিন্তিত নয় ॥

১৪. জান্নাতের অধিবাসী
ইহারাই হবে
অনন্তকাল তারা
সেখানেই রবে ॥
যে কাজ করিত সেথা
তাহারা সকল
তাদের কর্মের এটা
হবে প্রতিফল ॥

১৫. মানুষকে দিয়েছি আমি
নির্দেশ যাহার
মাতাপিতা সাথে কর
সদ্ব্যবহার ॥
কষ্টে মাতা করে
গর্ভধারণ
বড়ই কষ্ট পায়
প্রসব যখন;
গর্ভধারণসহ
দুধ ছাড়াতে
তিরিশটি দীর্ঘ মাস
লাগে তাহাতে ॥
যৌবন এসে যায়
তার অতঃপরে
অবশেষে পৌঁছায়
চল্লিশ বছরে ॥
হে আমার রব-সে
বলিয়া ডাকে
তওফিক আপনি শুধু
দিন আমাকে ॥
নেয়ামত নিয়ে যেন
আমি আপনার
করিতে পারি তাই
শোকর গুজার ;
দান করেছেন
যাহা আমাকে
আরো মোর যাহারা
পিতা-মাতাকে ॥
করিতে পারি যেন
সৎ কাজ এমন
আপনার পছন্দ সকল
কর্ম যেমন ॥
আমার জন্য যেন
মোর সন্তান
করুন তাহাদেরও
যোগ্যতা দান ॥
তওবা আপনার কাছে
করিলাম এখন
সমর্পণকারী মাঝে
আমি একজন ॥

১৬. এমন লোকেদের সব
সৎকাজ যাহা
সকলি কবুল আমি
করে থাকি তাহা ॥
মার্জনা করে দেই
খারাপ যা থাকে
জান্নাতি মাঝে করি
শামিল তাকে;
তাহাদের দেয়া মোর
প্রতিশ্রুতি মতো
সত্য করিব প্রমাণ
অবশ্যই যত ॥

১৭. যেই লোক বলে তার
মাতা-পিতাকে
তোমাদের প্রতি মোর
ধিক্ এটা থাকে ॥
তোমরা দেখাও কি
মোরে এই ভয়
কবর হতে জীবিত
হবার বিষয়
অথচ অতীতে বহু
গত যারা হয় ?
আল্লার দরবারে
মাতাপিতা তখন
ফরিয়াদ করিয়া
বলিবে এমন ;

ঈমান না আনিলে হবে
সর্বনাশ তোমার
নিশ্চই সত্য ওয়াদা
হবে আল্লাহ্‌র ॥
বলে সে আগের এটা
রূপকথা রয়
ভিত্তিহীন কথা ছাড়া
আর কিছু নয় ॥

১৮. ইহারাই সেই লোক
যাহারা এমন
আল্লাহ্‌র আযাব আছে
করা নির্ধারণ ॥
তাহাদের সাথে যারা
গত হয়ে গেছে
জ্বীন ও মানুষের মাঝে
যারা রয়েছে
নিশ্চয়ই তাদের বড়
ক্ষতি হয়েছে ॥

১৯. কর্ম রহিয়াছে
যেমন যাহার
তেমনই মর্যাদা
রয়েছে তাহার ॥
কর্মের ফল পাবে
আল্লাহ্‌র হাতে
কোনই অবিচার
হবে না তাতে ॥

২০. দোজখের কিনারে
যেদিন আনিয়া
কাফেরদিগকে সেথা
বলা হবে গিয়া;
পার্থিব জীবনে তো
সুখ ও সম্ভার
নিঃশেষে উপভোগ
করিয়াছ যার ॥
অতএব তোমাদের
আজ এখানে
শাস্তি দেয়া হবে
বড়-অপমানে ;
অহংকার পৃথিবীতে
করিবার কারণ
তার সাথে পাপাচার
করিতে তখন ॥

রুকু-৩

২১. আদ-এর হুদের কথা
কর যে স্মরণ
তার আগে সতর্ককারী
গিয়েছে যেমন
কওমকে সতর্ক করে
পূর্বের মতন ॥
ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া
করিও না কারো
ভীষণ আজাবের ভয়
করি আমি আরো ॥

২২. তখন এরূপ কথা
তারা বলিয়াছে
তুমি কি আসিয়াছ
আমাদের কাছে ;
দেব-দেবী পূজা থেকে
নিবৃত্ত করিতে ?
চাও যদি আমাদের
সত্য বলিতে ;
শাস্তির ভয় তুমি
দেখাও যাহা
নিয়ে এস আমাদের
উপরে তাহা ॥

২৩. সে বলে-এই জ্ঞান
আল্লাহ্‌র আছে
আমি শুধু জানালাম
তোমাদের কাছে ॥
প্রেরিত আমার কাছে
হলো যে বিষয়
কিন্তু বলিছ কথা
মূর্খের ন্যায় ॥

২৪. আজাব মেঘরূপে

দেখিল যখন
মেঘ করিবে বলে
বারি বর্ষণ ॥
তখন হুদ বলে
এইটাই তাহা
তোমরাই তাড়াতাড়ি
চেয়েছিলে যাহা ॥
এবার প্রচণ্ড এক
ঝড় বয়ে যাবে
আজাব-যন্ত্রণাভরা
তোমরাই পাবে ॥

২৫. তখন সে রবের দেয়া
নির্দেশ মত
ধ্বংস করিয়া যাবে
সব কিছু যত ॥
পরিণাম তাহাদের
হলো অতঃপর
পড়ে থাকে শুধু যত
খালি বাড়িঘর
হতো না আর কিছু
দৃষ্টিগোচর ॥
এভাবেই অপরাধী
লোকজন যারা
শাস্তি আমার হাতে
পেয়ে থাকে তারা ॥

২৬. এমন ক্ষমতা আমি
দিয়েছি তাদের
সে বিষয়ে ক্ষমতা
নাই তোমাদের ;
দেয়া মোর চোখ কান
অন্তর যাহা
কোন কাজে লাগাতে
পারিল না তাহা ॥
কেননা করিত সব
তারা অস্বীকার
আয়াতসমূহ যত
ছিল আল্লাহ্‌র ;
যাহা নিয়ে বিদ্রূপ
তারা করেছিল
সেই আজাব তাদেরে
গ্রাস করে নিল ॥

রুকু-৪

২৭. আশেপাশে তোমাদের
ধ্বংস করিয়া
বারবার গিয়াছি
আয়াত শুনাইয়া
তোমরা সবাই যাতে
আসো ফিরিয়া ॥

২৮. সাহায্য করিল না কেন
ওই দেবতারা
উপাসনা করিত যাদের
আল্লাহ্‌কে ছাড়া ?
বরং তাদের হতে
উধাও হয়ে রয়
মনগড়া তাদের ছিল
মিথ্যা বিষয় ॥

২৯. আকৃষ্ট তোমাতে করি
জ্বীন একদল
কোরআন তেলাওত
শুনিল সকল ॥
সেখানে তারা সব
আসিল যখন
বলিল, চুপ করে
করিবে শ্রবণ ॥
কোরআন পাঠ পরে
সমাপ্ত হলে
সতর্ক করিতে তারা
কওমে চলে ॥

৩০. হে কওম, তারা বলে
ফিরে আসিয়া
এমন কিতাব পাঠ
শুনিয়াছি গিয়া;
মুসার উপরে নাযিল
হয়েছে যাহা

আগের কিতাব সবের
সমর্থক তাহা ॥
সত্য ও সরল এক
পথের উপরে
যে কিতাব সেই দিকে
চালিত করে ॥

৩১. হে কওম-ডাকিছে যে
আল্লাহ্‌র পানে
তোমরা সাড়া দাও
তার আহ্বানে ॥
ঈমান তোমরা আনো
তাঁর উপরে
তোমাদের আল্লাহ্ দিবেন
পাপ ক্ষমা করে
আজাব হতে বাঁচাবেন
তিনি তোমাদেরে ॥

৩২. আল্লাহ্‌র পানে যে
করে আহ্বান
তাকে সাড়া দেয় না যে
আনে না ঈমান;
পারিবে না আল্লাহ্‌কে
ব্যর্থ করিতে
কোনরূপে তাঁকে সে
এই পৃথিবীতে ॥
সাহায্যকারীও কোন
থাকিবে না তার
ইহারাই ভ্রষ্ট পথে
রয় থাকিবার ॥

৩৩. তারা কি জানে না-যে
আল্লাহ্ তিনি
আকাশ আর পৃথিবী
বানালেন যিনি ?
তাঁর এই সৃষ্টিতে
ক্লান্তিও নাই
মৃতকেও জীবন দিতে
সক্ষম তাই ?
সমস্ত শক্তি ধরেন
তিনি নিশ্চয়
সকল কিছুর পরে
সর্ববিষয় ॥

৩৪. দোজখের সামনে যেদিন
উপস্থিত করে
বলা হবে, সত্য কি নয়
কাফেরকে ধরে;
বলিবে, সত্য এসব
কসম রবের
তখনই আল্লাহ্ এমন
বলিবেন তাদের ;
কুফরি করিতে বলে
সেটার কারণ
দোজখের শাস্তি এবার
কর আস্বাদন ॥

৩৫. অতএব কর তুমি
ধৈর্য্য-ধারণ
যেরূপ সাহসী ছিল
সে রাসুলগণ
সবর করিয়া থাকো
তুমিও তেমন ॥
তাড়াহুড়া করিও না
উহাদের লয়ে
সতর্ক করা আছে
যেই বিষয়ে ॥
দেখিবে যেদিন সব
তারা সেখানে
মনে হবে পৃথিবীতে
ছিল যেখানে;
এক-লহমার বেশী
ছিল না তারা
পৌঁছিয়ে দেয়া হলো
সংবাদ দ্বারা
ধ্বংস তারাই হবে
পাপাচারী যারা ॥

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ
মদিনায় ঃ আয়াত ৩৮ ঃ রুকু ৪

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুণায় ভরা ॥

রুকু-১

১. সেই সব কুফরি যারা
করিয়া থাকে
অপরকেও আল্লাহ্‌র পথে
বিরত রাখে ;
তাহাদের যাবতীয়
কর্ম সকল
আল্লাহ্ দেন না তাহা
করিতে সফল ॥

২. ঈমান আনিয়া যারা
সৎকাজ করে
নাজিল হলো যাহা
মুহম্মদের উপরে ;
তাহাতেও যাহারা
আনিল ঈমান
রবের প্রেরিত তাহা
সত্য মহান ॥
আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্
ক্ষমা করিবেন
তাদের অবস্থা ভালো
করিয়া দিবেন ॥

৩. এ-জন্য হলো এটা
ইহার কারণ
কুফরি ও বাতিল কেহ
করেছে বরণ ॥
এবং ঈমান তারা
আনিল যতো
রবের সত্য যাহা
হলো আগত ;
সত্যের সেই পথ
মেনে চলে তারা
যেইভাবে মানুষকে
বর্ণনা করা
সবকিছু হয়ে থাকে
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥

৪. যুদ্ধ যখন কর
কাফেরের সনে
তাদের আঘাত যেন
কর গর্দানে ॥
পরাজিত অবশেষে
করে তাদেরে
বেঁধে ফেল তাহাদের
শক্ত করে ॥
অতঃপর তাদেরে দয়া
করিবে যখন
অথবা ছাড়িয়া দাও
নিয়ে মুক্তিপণ ॥
তোমরা যুদ্ধ সবাই
যাও চালিয়ে
যতক্ষণ শত্রুরা
হাতিয়ার নিয়ে
সমর্পণ না করে
তোমাদেরে গিয়ে;
এ-হুকুম অবশ্যই
পালন করিবার
অবশ্য ইচ্ছা যদি
হতো আল্লাহ্‌র
প্রতিশোধ গ্রহণ তিনি
করিতেন তার ॥
কিন্তু তিনি চান
পরীক্ষা করিয়ে
তোমাদের কিছুদের
কিছু লোক দিয়ে ॥
দিয়ে যায় প্রাণ যারা
আল্লাহ্‌র পথে
দিবেন না কর্ম তাদের
নিষ্ফল হতে ॥

৫. আল্লাহ্ দিবেন তাদের
পথ দেখিয়ে
অবস্থা ভাল করে
রাখিবেন দিয়ে ॥

৬. বেহেশ্ত্ও তাদের দিবেন
তিনি নিশ্চয়
তাদের দিয়েছেন তিনি
তার পরিচয় ॥

৭. শোন আরো তোমরা
বিশ্বাসীগণ
করো যদি আল্লাহ্র
সাহায্য এখন ;
তোমাদেরও সাহায্য
তিনি করিবেন
তিনি আরো তোমাদের
প্রতিষ্ঠা দিবেন ॥

৮. রহিয়াছে আর যারা
কুফরির উপরে
বড়ই দুর্গতি আছে
তাহাদের তরে
তাদের কর্ম দিবেন
বিনষ্ট করে ॥

৯. এবং হবে তাহা
এই কারণে
আল্লাহ্র নাযিল সব
যাহা এইক্ষণে
পছন্দ হয়নি কিছুই
তাহাদের মনে ;
কাজেই তাদের যত
কর্ম সকল
সবই আল্লাহ্ দিলেন
করিয়া বিফল ॥

১০. পৃথিবীতে তাহারা কি
করেনি ভ্রমণ
দেখেনি কি পূর্বদিগের
পরিণতি কেমন ?
দিয়াছেন আল্লাহ্ তাদের
ধ্বংস করিয়া
কাফের রয়েছে একই
পরিণাম নিয়া ॥

১১. আল্লাহ্ মুমিনের তরে
বন্ধু এ কারণ
কোনই বন্ধু নাই
কাফেরের এমন ॥

রুকু-২

১২. ঈমান আনিয়া যারা
সৎ কাজে রয়
বেহেশ্ত্ দিবেন তাদের
তিনি নিশ্চয়
তলদেশে ঝরনা যেথা
প্রবাহিত হয় ॥
কুফরি করে যারা
সুখ করেছে
চতুষ্পদ জন্তুর মতো
যারা খেয়েছে ;
এমন এক বাসস্থান
তাহাদের হবে
সেটা আর কিছু নয়
দোজখ-ই রবে ॥

১৩. তোমাকে যে জনপদ
করে বহিষ্কার
তাদের চেয়ে শক্তিমান
জনপদ যার;
ধ্বংস করেছি তাদের
আযাবে আমার
কেহই ছিল না সেথায়
সাহায্য করার ॥

১৪. যে লোকের প্রতিষ্ঠা রবের
প্রমাণের বলে
সমান কি তার যে
প্রবৃত্তিতে চলে ?
নিজের কর্ম সকল
যার রহিয়াছে
শোভনীয় করা তার

নিজেরই কাছে ?
১৫. বেহেশ্‌তের ওয়াদা যাহা
হয়েছে প্রদান
মোত্তাকীদিগের কাছে
যেই পরিমাণ;
নির্মল পানির নহর
রয়েছে এমন
দুধ-যার স্বাদে নাই
পরিবর্তন ॥
সুস্বাদু শরাবের
নহর যেথায়
স্বচ্ছ মধুর নহরও
সেথা বয়ে যায় ;
রকমারি ফলমূল
রইবে যে আর
ক্ষমাও রহিবে সেথা
পালনকর্তার ॥
মোত্তাকী কখনো কি
সমান তাদের
চিরকাল রাখা হবে
দোজখে যাদের ?
ফুটন্ত পানি দেবে
পান করিবার
নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন করে
ফেলিবে যাহার ?
১৬. এমন কতক লোক
আছে যাহারা
কান পেতে তোমার কথা
শোনে তাহারা ॥
বাইরে বেরিয়ে যায়
তাহারা যখন
জ্ঞানীদের কাছে তারা
বলে যে তখন;
কি কথা বলিলেন তিনি
যেন এতক্ষণ ?
এদের মনে আল্লাহ্‌র
মোহর মারা
নিজেদের প্রবৃত্তি সকল
মেনে চলে তারা ॥
১৭. যারা করে সৎ পথ
অবলম্বন
হেদায়েত আল্লাহ্‌ বেশি
দেনও তখন
তাকওয়ারও শক্তি দেন
তাদের তেমন ॥
১৮. ইহারই অপেক্ষা তারা
করে সকলে
হঠাৎই আসুক যেন
কিয়ামত চলে ॥
এসেই তো পড়েছে
তার লক্ষণ
অতএব সামনে তাদের
আসিবে যখন
সুযোগ কোথায় পাবে
উপদেশ গ্রহণ ?
১৯. সুতরাং এই কথা
জেনে রাখ তাই
মাবুদ আল্লাহ্‌ ছাড়া
আর কেহ নাই ॥
নিজ ত্রুটি ক্ষমা চাও
প্রার্থনা করে
মুমিন পুরুষ আর
নারীদের তরে ॥
তোমাদের গতিবিধি
অবস্থান যাহা
সবকিছু আল্লাহ্‌র
জানা আছে তাহা ॥

রুকু-৩

২০. বলে তারা, যাহারা
আনিল ঈমান
এর এক-সুরা কেন
হয় না প্রদান ?
নাজিল সুরা যদি
দ্ব্যর্থহীন হয়

জেহাদেরও যেখানে
উল্লেখ রয়;
তখন দেখিবে তুমি
যাদের অন্তরে
কপট ব্যাধি আছে
তাহার ভিতরে;
দেখিবে তোমার পানে
কিভাবে তাকায়
বেহুঁশের মত তারা
মৃত্যু ভয়ে চায়
বড়ই দুর্ভোগ তাদের
সেথা রয়ে যায় ॥

২১. আনুগত্য-ন্যায় কথা
উত্তম তাদের
চূড়ান্ত ব্যাপার যখন
হয় জেহাদের;
তখন যদি তাহারা
আল্লাহ্‌র কাছে
সত্যই ঈমানের
দাবি রাখিয়াছে;
তবে তো তারা সব
যেইভাবে বলে
মঙ্গলজনক-ই তাদের
হতো তাহলে ॥

২২. প্রতিষ্ঠিত তাই যদি
হও ক্ষমতায়
এইরূপই সম্ভবনা
যদি থেকে যায় ;
বিপর্যয় সৃষ্টি তারা
করিবে তখন
পরস্পর ছিন্ন হবে
যতো বন্ধন ?

২৩. ইহারাই আল্লাহ্‌র
লানৎ যাদের
অন্ধ ও বধির তিনি
করেন তাদের ॥

২৪. চিন্তা কি করে না তারা
কোরআন নিয়ে
অন্তরে রাখা কি তাদের
তালা লাগিয়ে ?

২৫. পরিষ্কার সঠিক পথ
যাহাদের কাছে
অথচ দেখিয়ে পিঠ
সরে পড়িয়াছে ॥
তাদের এই কর্ম সকল
শোভা বানিয়ে
মিথ্যা আশায় রাখে
শয়তান দিয়ে ॥

২৬. আল্লাহ্‌র কিতাব যাদের
মনঃপূত নয়
তাদের ভিতরে কথা
এইরূপ হয়
আমরা মানিবো শুধু
কোনো-কোনো বিষয় ॥
গোপনীয় তাদের এমন
আলাপ যত
আল্লাহ্ আছেন খুবই
তাহা অবগত ॥

২৭. ফেরেশতা করিবে সব
তাদের যখন
মুখে-পিঠে আঘাত করে
জীবন হরণ
কেমন অবস্থা হবে
তাদের তখন ?

২৮. এ জন্যই তাহাদের
এইরূপ হয়
যখনই পালন করে
অন্য বিষয় ;
অসন্তোষ আল্লাহ্‌র
সেথা জন্মায়
কারণ অমান্য তারা
তাঁকে করে যায় ॥
ফলে তিনি তাহাদের
কর্ম সকল
সবকিছু করে দেন
একদম বিফল ॥

রুকু-৪

২৯. বিমারী রহিয়াছে
যাদের অন্তরে
এইরূপ ধারণা কি
তাহারা করে;
অন্তরে তাদের যত
বিদ্বেষ থাকে
আল্লাহ্ প্রকাশ করে
দিবেন না তাকে ?

৩০. আমি যদি ইচ্ছা
করিতাম তায়
পরিচয় দিতাম তাদের
বলিয়া তোমায়;
তাহলে তাদের যদি
চেহারা দেখিতে
কথার ধরনে তাদের
চিনিয়া নিতে ॥
তোমাদের কর্ম সকল
রহিয়াছে যত
সব কিছু আল্লাহ্ তিনি
আছেন অবগত ॥

৩১. অবশ্যই তোমাদের
পরীক্ষা নেব
যতক্ষণে তাদের না
প্রকাশ করে দেব ॥
জেহাদী ও ধৈর্য্যশীল
তোমাদের কারা
অবস্থান যাচাই করি
পরীক্ষার দ্বারা ॥

৩২. নিশ্চয়ই কুফরি যারা
করিয়া থাকে
অন্যকে আল্লাহ্ হতে
ফিরায়ে রাখে ;
নিজের কাছে সৎ পথ
প্রকাশের পরে
যারা সব রাসুলের
বিরোধিতা করে ॥
পারিবে না আল্লাহ্‌র
ক্ষতি করিতে
পরিণাম তাদের হবে
বোঝা বহিতে ;
তাহাদের যাবতীয়
কর্ম সকল
করিবেন সব কিছু
আল্লাহ্ বিফল ॥
তোমরা আছ যারা
ঈমান আনিয়া

৩৩. আল্লাহ্‌র আদেশ সকল
চল মানিয়া ;
রাসুলের পথ ধরে
চলিবে আরো
করিও না কর্ম-সকল
বিনষ্ট কারো ॥

৩৪. নিশ্চয়ই যারা সব
কুফরি করে
আল্লাহ্ হতে ফিরিয়ে
রাখে অন্যরে ;
মারা গেছে যাহারা
হইয়া কাফের
ক্ষমাও দিবেন না কভু
আল্লাহ্ তাদের ॥

৩৫. সাহস হারিও না হয়ে
দুর্বল প্রাণ
সন্ধির কোরো না যেন
কোন আহ্বান ॥
তোমরাই করিবে
সেখানে বিজয়
আল্লাহ্‌ও তোমাদেরই
সাথে নিশ্চয়ই ॥
তোমাদের কর্ম সকল
রহিয়াছে যাহা
কখনো কমিয়ে তিনি
দিবেন না তাহা ॥

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো

শুধুই এমন
হয়ে থাকে খেলাধুলা
তামাশা যেমন ॥
সংযমী থাক যদি
ঈমানের সাথে
বিনিময় আল্লাহ্ দেবেন
তোমাদের তাতে ॥
ধন আর সম্পদ
যাহা রহিয়াছে
চান্ না কখনো তিনি
তোমাদের কাছে ॥

৩৭. ধন আর সম্পদ
চাহিতেন যদি
তোমাদের দিতেন চাপ
যদি নিরবধি ;
কৃপণতা তোমাদের
বেরিয়ে আসিত
তোমাদেরও বিদ্বেষ
হতো প্রকাশিত ॥

৩৮. তোমরাই সেই লোক
যারা সকলে
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়
করিতে হলে;
তোমাদের কেহ যারা
কৃপণতা করে
কৃপণতা করে তারা
নিজেরই উপরে ॥
অভাব কোন কিছু
নাই আল্লাহ্‌র
বরং তোমদেরই
রয়েছে চাওয়ার ॥
তোমরা রাখ যদি
মুখ ফিরিয়ে
তোমাদের জায়গা দিবেন
ভিন্ জাতি নিয়ে
তোমাদের মতো তারা
হবে না গিয়ে ॥

---

৪৮. সূরা আল্ ফাতহ্
মদীনায় ঃ আয়াত ২৯ ঃ রুকু ৪

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্‌র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. দান করেছি তোমায়
আমি নিশ্চয়
নিশ্চিত পরিষ্কার
একটি বিজয় ॥

২. আল্লাহ্ ক্ষমা যেন
করেন তোমাকে
আগে-পরে ত্রুটি যাহা
তোমার থাকে;
পূর্ণ করেন যেন
অনুগ্রহ তাঁর
সরল-সঠিক পথে
চালান যেন আর ॥

৩. আল্লাহ্ করেন তিনি
দান তোমাকে
বলিষ্ঠ তাঁর এক
সাহায্য থাকে ॥

৪. মুমিন সকলের তিনি
দেন অন্তরে
নির্মল-প্রশান্তি এক
নাযিল করে ॥
তাহারা যেন আরো
ঈমানের সাথে
ঈমান বৃদ্ধি যেন
করে নেয় যাতে ॥
ভূ-গগনে বাহিনী যত
আল্লাহ্‌রই হয়
আল্লাহ্‌র সবই জানা
মহা-জ্ঞানময় ॥

৫. মুমিন পুরুষ আর
নারী যারা রয়
বেহেশ্‌তে দিবেন তাদের
তিনি নিশ্চয় ॥
ঝরনা তলদেশ দিয়ে
যেথা বয়ে যায়
অনন্তকাল তারা
থাকিবে সেথায় ॥
দিবেন তাদের গুনাহ্
মাফ করিয়া
সফলতা রহে এটা
তাঁর কাছে গিয়া ॥

৬. মুনাফেক-মুশরিক পুরুষ
নারীও এমন
আল্লাহ্‌তে ধারণা খারাপ
করে যে পোষণ;
পরিণাম মন্দ খুবই
তাহাদের তরে
আল্লাহ্‌র গজব হবে
তাদের উপরে ॥
রেখেছেন তাদের তিনি
লানৎ দিয়া
জাহান্নামও রেখেছেন
প্রস্তুত করিয়া ॥
কতই না জঘন্য সেই
জায়গা রবে
যেখানে তাদের সব
ফিরতে হবে ॥

৭. ভূ-গগনে বাহিনী যত
আল্লাহ্‌রই হয়
পরাক্রমশালী তিনি
আরো প্রজ্ঞাময় ॥

৮. পাঠিয়েছি তোমায় আমি
সাক্ষ্য দিতে
সুখবর দিয়ে আরো
সতর্ক করিতে ॥

৯. আল্লাহ্ ও রাসুলে সবার
আনিতে ঈমান
রাসুলকে সাহায্য আর
দিতে সম্মান ॥
তস্‌বিহ্ পাঠ কর
সকালবেলায়
আল্লাহ্‌র মহিমা গাও
আরো সন্ধ্যায় ॥

১০. তোমার কাছে যারা
শপথ নিয়াছে
আনুগত্য তাহাদের
আল্লাহ্‌র কাছে
তাদের কাছে আল্লাহ্‌র
হাত রহিয়াছে ॥
অতএব শপথ যে
ভঙ্গ করে
ক্ষতি সে করিবে তার
নিজেরই তরে ॥
পূর্ণ করিবে যে
কৃত অঙ্গীকার
আল্লাহ্ দিবেন তাকে
মহা পুরস্কার ॥

রুকু-২

১১. মরুবাসী ঘরে যারা
বসিয়া আছে
অচিরেই বলিবে তারা
তোমার কাছে;
ব্যস্ত ছিলাম মোরা
পরিবার নিয়ে
আমাদের পাপ দিন
মার্জনা দিয়ে ॥
এমনকি বলে যাহা
সামনের উপরে
সেই কথা তাহাদের
নাই অন্তরে ॥
বল যে আছে আর
কেহ কি এমন
আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে করে

ক্ষমতা ধারণ ?
ইচ্ছা করেন যদি
ক্ষতি করিবার
অথবা করিতে চান
কোন উপকার ?
বরং তোমরা কর
যত কিছু যাহা
পূর্ণ খবর আছে
আল্লাহ্‌র তাহা ॥

১২. বরং এমন ছিলে
ধারণা করে
রাসুল ও মুমিনেরা
আসিবে না ফিরে;
কোন-দিন তাহাদের
পরিবারে আর
তোমাদের এ ধারণা ছিল
সুখের সবার ॥
করেছিলে কু-ধারণা
তোমরা যেমন
ধ্বংসমুখী ছিলে
কওম এমন ॥

১৩. আল্লাহ্ ও রাসুলে যাদের
বিশ্বাস নাই
এইরূপ কাফের যত
রয়েছে যারাই;
দোজখ রেখেছি আমি
প্রস্তুত করে
যেখানে শাস্তি হবে
কাফেরের উপরে ॥

১৪. আসমান ও জমিনের
যত কিছু রয়
কর্তৃত্ব একজন
আল্লাহ্‌রই হয় ॥
ইচ্ছায় ক্ষমা তিনি
কাহারো করেন
যাহাকে ইচ্ছা আবার
শাস্তিও দেন;
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
তিনি অতিশয়
আরো তিনি তৎসহ
পরম দয়াময় ॥

১৫. গিয়েছিল থেকে যারা
পিছনে তখন
গণিমত নিতে যাবে
তোমরা যখন;
এই কথা তখনই তারা
বলিবে উঠিয়া
তোমাদের সাথে চল
আমাদেরও নিয়া ॥
আল্লাহ্‌র কালাম চায়
উল্টিয়ে দিতে
এই কথা তাদের তুমি
থাকো বলিতে;
তোমরা যাবে না কেহ
আমাদের দলে
আল্লাহ্‌ই এ-কথা আগে
দিয়েছেন বলে ॥
বলিবে তোমরা কর
ঈর্ষা-পোষণ
পরন্ত তাহাদেরই
কম বোঝা মন ॥

১৬. বলে দাও পিছনের
বেদুঈন সবার
যুদ্ধে যেতে হবে
শীঘ্র আবার ॥
দারুণ-যোদ্ধা এক
জাতি আছে যারা
যুদ্ধ করিবে তাদের
বিরুদ্ধে তোমরা
যতক্ষণে মুসলিম
হয় না তারা ॥
তোমরা মান্য যদি
কর এ-কথার
তোমাদের আল্লাহ্ দিবেন
বড়-পুরস্কার;
পূর্বের মতো যদি

যাও পালিয়ে
তোমাদের শাস্তি দিবেন
যন্ত্রণা দিয়ে ॥

১৭. অন্ধ ও খঞ্জের তরে
রয়েছে সদাই
অসুস্থ্য রোগীদেরও
কোন গুনাহ্ নাই ॥
চলিবে নির্দেশ যে
মেনে আল্লাহ্‌র
আনুগত্য করিবে
রাসুলেরও আর,
আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে
রাখিবেন তাকে
নীচে দিয়ে ঝরনা যেথা
প্রবাহিত থাকে ॥
তবে যে পিছন দিয়ে
যাবে পালিয়ে
ভীষণ শাস্তি দিবেন
যন্ত্রণা দিয়ে ॥

রুকু-৩

১৮. হয়েছেন আল্লাহ্ খুশি
মুমিনের উপরে
যখন গাছের নীচে
শপথ করে
জানিতেন তাদের যাহা
ছিল অন্তরে ॥
প্রশান্তি অতঃপর
নাজিল করিলেন
আসন্ন একটি বিজয়
তাদেরে দিলেন ॥

১৯. গণিমত মাল যাহা
বিপুল পরিমাণ
লাভ করিবে তারা
আল্লাহ্‌র দান ॥
পরাক্রমশালী হন
আল্লাহ্ যে আর
প্রজ্ঞাময় তিনি
উপরে সবার ॥

২০. আল্লাহ্ তোমাদের কাছে
ওয়াদা করেছেন
প্রচুর গণিমত মাল
তোমাদের দিবেন ॥
তোমরা থাকিবে যাহা
লাভ করিতে
শীঘ্রই থাকিবেন তিনি
তাহা করে দিতে ॥
শত্রুকে দিলেন আরো
নিবৃত করে
নিদর্শন হয় যাতে
মুমিনের তরে ॥
তোমাদেরে আল্লাহ্
পছন্দ মতে
চালনা করিবেন তিনি
সঠিক-পথে ॥

২১. তোমাদের জন্য আছে
আরেকটি বিজয়
তোমাদের এখনো যা
আয়ত্ত্বে নয়
আল্লাহ্‌র দ্বারা তাহা
বেষ্টিত রয়
আল্লাহ্‌র-ই শক্তি আছে
সকল বিষয় ॥

২২. যুদ্ধ করিত যদি
কাফেররা তখন
অবশ্যই করিত সব
তারা পলায়ন ॥
বন্ধুও পেত না কোন
তাহাদের সাথে
সাহায্যকারীও কেহ
হতো না যাতে ॥

২৩. আগের থেকেই এটা
রীতি আল্লাহ্‌র
ব্যতিক্রম কখনো তুমি
দেখিবে না তার ॥

২৪. মক্কায় তোমাদের হাত
পরস্পরে
রেখেছেন তোমরা ও তাদের
নিবৃত্ত করে
তোমাদের বিজয় দিয়ে
তাদের উপরে ॥
তোমরা সকলেই
কর সব যাহা
সব-ই আল্লাহ্ তার
দেখেন তাহা ॥

২৫. ওইসব লোক যারা
কুফরি করেছে
মস্‌জিদ হারামে যেতে
বাধা দিয়েছে;
কোরবানী করিতে তারা
দেয়নি সেথায়
মুমিনেরা না থাকিত
যদি মক্কায়;
তোমরা করিতে তাদের
পদদলিত
যার ফলে তোমরা হতে
ক্ষতিগ্রস্ত
না-হলে তা যুদ্ধের
অনুমতি হতো ॥
অনুমতি হয়নি দেয়া
যাহার কারণ
ইচ্ছায় রহ্‌মতে তিনি
করেন ধারণ ॥
যদি যেত মুমিনেরা
দূরে সরিয়া
মক্কাবাসী কাফের যত
যেত রহিয়া
শাস্তি দিতাম তাদের
যন্ত্রণা দিয়া ॥

২৬. কাফেরেরা অন্তরে
তাদের যখন
মূর্খ যুগের জিদ
করিল পোষণ
নিজের তরফ হতে
আল্লাহ্ তখন;
তিনি তাঁর রাসুল ও
মুমিনের উপরে
প্রশান্তি দিলেন এক
নাজিল করে ॥
দিলেন কঠিনভাবে
সংযমী হবার
যোগ্য তারাই ছিল
বেশি হকদার
সর্ববিষয়ে অধিক
জানা আল্লাহ্‌র ॥

রুকু-৪

২৭. রাসুলের স্বপ্ন ছিল
যেভাবে যেমন
দেখালেন আল্লাহ্ তাহা
করিয়া পূরণ ॥
অবশ্যই তোমরা সবাই
তাঁর ইচ্ছায়
মসজিদ হারামে প্রবেশ
করিবে সেথায় ॥
তোমাদের কেহ কেহ
মাথা মুড়িয়া
কেহবা আবার যাবে
চুল কাটিয়া ॥
ভয় কোন তোমাদের
থাকিবে না আর
আল্লাহ্ জানেন যাহা
জানো না তাহার ॥
বাস্তব হবার আগে
আরো যাহা রয়
আরেকটি দিলেন তিনি
আসন্ন বিজয় ॥

২৮. তিনিই রাসুলকে
দিলেন পাঠিয়ে
হেদায়েত ও সত্য এক

ধর্ম দিয়ে;
অন্য আর সব
ধর্মের উপরে
ইসলাম দিতে তিনি
বিজয়ী করে
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সত্য
প্রতিষ্ঠার তরে ॥

২৯. মুহাম্মদ একজন
রাসুল আল্লাহ্‌র
আর যারা সহচর
রহিয়াছে তার ॥
কাফেরের বিরুদ্ধে তারা
কঠোর অতিশয়
পরস্পর সহানুভূতি
নিজেদের রয় ॥
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ
খুশী কামনায়
রুকুতে অথবা দেখ
তারা সিজদায়
সিজদার চিহ্ন তাদের
হবে চেহারায়;
এইরূপ গুণাবলি
তাদের যা হয়
তাওরাত ও ইঞ্জিলে
বিদ্যমান রয় ॥
তাদের উপমা এক
চারাগাছ লয়ে
বেরিয়ে আসে যাহা
অংকুরিত হয়ে;
শক্ত ও পুষ্ট সে-যে
পরে হয়ে যায়
সোজা হয়ে কাণ্ডের
উপরে দাঁড়ায়
তাহা দেখে আনন্দ
কৃষকেরা পায় ॥
মুমিনের আল্লাহ্‌ এমন
ক্রমোন্নতি দেন
কাফেরের মধ্যে জ্বালার
সৃষ্টি করেন ॥
ঈমান তাদের মাঝে
আনিয়াছে যারা
তার সাথে সৎ কাজও
করে তাহারা ॥
এমন ওয়াদা তাদের প্রতি
আছে আল্লাহ্‌র
ক্ষমাও করিয়া দিবেন
মহা-পুরস্কার ॥

---

৪৯. সূরা হুজুরাত
মদীনায় ঃ আয়াত ১৮ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম মোর
শুরুতেই রয়
করুণার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. মুমিনেরা তোমরা যেন
কোন বিষয়ে
যেও না সামনে কভু
অগ্রণী হয়ে;
আল্লাহ্‌ ও রাসুল যেথা
সম্মুখেতে রয়
আল্লাহ্‌কে তোমরা সবাই
করে চল ভয়
আল্লাহ্‌র জানা শোনা
সবই নিশ্চয় ॥

২. মুমিনেরা কোরোনা উঁচু
কণ্ঠের স্বর
কখনো তোমরা যেন
নবীর উপর ॥
যেমন কথা বল
একে-অপরে

বলো না তেমন যেন
উচ্চঃস্বরে ॥
তোমাদের কর্ম এতে
হবে নিষ্ফল
টেরও পাবে না তাহা
তোমরা সকল ॥

৩. নিশ্চয়ই নিজেদের
আওয়াজ তারা
নীচু রাখে রাসুলের
সামনে যারা;
দিয়াছেন আল্লাহ্
তাদের অন্তরে
শিষ্ট আচার দ্বারা
শোধিত করে ॥
তাদের জন্য তেমন
রয়েছে তাঁহার
বিরাট ক্ষমা আর
মহা-পুরস্কার ॥

৪. প্রাচীরের পিছন থেকে
যারা তোমাকে
অধিক অবুঝ তারা
উচ্চঃস্বরে ডাকে ॥

৫. উত্তম তাদের হতো
ধৈর্য্য-ধারণ
বের হয়ে আসিতে
তুমি ততক্ষণ
ক্ষমাশীল ও দয়ালু
আল্লাহ্ই হন ॥

৬. তোমাদের কাছে যদি
মুমিনেরা কোন
ফাছেক সংবাদ নিয়ে
আসে কখনো;
দেখিও তোমরা তাহা
পরীক্ষা করে
অজ্ঞতায় আসে ক্ষতি
কওমের পরে
অনুতাপ না হয় যেন
কর্মের তরে ॥

৭. এই কথা তোমাদের
রয়েছে জানার
আছেন তোমাদের মাঝে
রাসুল আল্লাহ্র ॥
মেনে যদি নেন তিনি
তোমাদের কথা
তোমরাই কষ্ট পাবে
তাতে অযথা ॥
আল্লাহ্ ঈমান দিলেন
একান্ত করে
শুশোভিত তোমাদের
আছে অন্তরে;
দিলেন ঘৃণা আরো
অন্তরে অতি
অবাধ্য ফাছেকি আর
কুফরির প্রতি ॥
ইহারাই সৎ পথে
শুধু রয়ে যায়

৮. নেয়ামত আল্লাহ্র
যাহা তাঁর দয়ায়
সর্বজ্ঞ তিনি আরো
সেরা প্রজ্ঞায় ॥

৯. মুমিনের দুটি দল
পরস্পরে
কখনো তারা যদি
যুদ্ধ করে
মীমাংসা করে দিও
তাদের ভিতরে ॥
একদল বাড়াবাড়ি
শুরু করিলে
যুদ্ধ করিও সেথা
তোমরা মিলে ॥
যতক্ষণ ফেরে না তারা
আল্লাহ্র পানে
ফিরে তারা যদি সব
আসে সেখানে;
সন্ধি করিয়া দিবে
ন্যায়ের সাথে

তোমাদের ইনসাফ্ যেন
রহে তাহাতে ॥
নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনি
এমন আছেন
ইনসাফ্কারীদের
ভালো যে বাসেন ॥

১০. তোমরা মুমিন সকল
রয়েছ যতো
তোমরাতো পরস্পরে
ভাই-এর মতো ॥
সুতরাং তোমরা সব
ভাইদের নিয়া
উভয়ের মাঝে দিবে
মীমাংসা করিয়া ॥
আল্লাহ্কে সবাই আরো
করে চল ভয়
আল্লাহ্র রহমত যেন
বর্ষিত হয় ॥

রুকু-২

১১. মুমিন নারী আর
পুরুষেরা শোন
উপহাস কেউ কারো
করে না যেন ॥
কারণ উপহাস তুমি
করিবে যারে
তোমার হতে উত্তম
হতে সে পারে ॥
একজন অন্যজনের
দোষারোপ করো না
মন্দ কোন-নাম দিয়ে
কাহাকেও ডেকো না ॥
ঈমান আনার পরে
মন্দ নামে তাকে
তাহার গুনাহ্ হবে
কেহ যদি ডাকে ॥
এইরূপ কাজে নয়
নিবৃত্ত যারা
প্রকৃতই অনাচারী
সেই লোক তারা ॥

১২. মুমিনেরা অনুমান হতে
থাকো বিরত
কিছু-কিছু অনুমান
গুনাহের মতো ॥
সন্ধান করো না কারো
গোপনীয় বিষয়
একে দ্বারা অপরের
গীবত না হয়;
তোমাদের মাঝে আছ
কেউ কি এমন
পছন্দ করিবে কেহ
তাহা ভক্ষণ;
মরে যাওয়া ভাই-এর
মাংস তাহার ?
অবশ্যই ইহাতো হয়
ঘৃণা করিবার ॥
আল্লাহ্কে তোমরা সব
করে চল ভয়
তওবা কবুলকারী
পরম দয়াময় ॥

১৩. তোমরা মানবেরা
সৃষ্টিই এমন
একটি পুরুষ আর
নারী একজন ॥
দুজনের হতে আরো
আমি তোমাদেরে
বিভিন্ন জাতিতে রাখি
পরিণত করে
চিহ্নিত করিতে সবার
পরস্পরে ॥
আল্লাহ্র কাছে বেশি
মর্যাদা তার
অধিক যে তোমাদের
পরহেজগার ॥
সবকিছু আল্লাহ্

নিশ্চয়ই জানেন
সকল খবরও শুধু
তিনিই রাখেন ॥

১৪. ঈমান এনেছি বলে
মরুবাসীরা
বল যে আনোনি ঈমান
জানি তোমরা;
তার চেয়ে এই কথা
বরং বলিবার
আমরা করেছি শুধু
বশ্যতা-স্বীকার ॥
ঈমান এখনো তো
তেমন করে
ঢোকেনি তোমাদের
মনের ভিতরে;
আল্লাহ্ ও রাসুল মানো
তোমরা সকল
হবে না তোমাদের কাজ
করা নিষ্ফল ॥
ক্ষমাশীল আল্লাহ্ এক
তিনি নিশ্চয়
আরো তিনি সেই সাথে
পরম দয়াময় ॥

১৫. প্রকৃত মুমিনজন
আছে তাহারা
আল্লাহ্ ও রাসুলে ঈমান
আনিয়াছে যারা ॥
সন্দেহ কখনো পরে
করেনি পোষণ
জেহাদ করেছে দিয়ে
নিজেদের ধন;
পরোয়া করেনি দিতে
নিজের জীবন
সত্যবাদী লোকসব
তারাই এমন ॥

১৬. বল যে, তোমরা কি
তাহা আল্লাহ্'কে
করেছ ধর্ম গ্রহণ
জানিয়েছ তাঁকে ?
আল্লাহ্ জানেন যাহা
জমিন-আসমানে
সবকিছু জানেন তিনি
সবই তাঁর জ্ঞানে ॥

১৭. ইসলাম গ্রহণ করা
তাদের সকলে
তোমার প্রতি তাহাদের
অনুগ্রহ বলে;
বলে দাও তোমাদের
ইসলাম-গ্রহণ
আমায় অনুগ্রহ মনে
কোরো না এমন ॥
তোমাদেরে আল্লাহ্ বরং
অনুগ্রহ করেন
ঈমানের দিকে তিনি
পথ দেখালেন ॥
এটাই প্রকৃত ভাবো
তোমরা সকলে
সত্যবাদী তোমরা যদি
হও তাহলে ॥

১৮. আসমান ও জমিনের
গোপন বিষয়
সবকিছু আল্লাহ্র
জানা নিশ্চয়;
যাহা কিছু তোমরা
কর যা সবাই
সবকিছু আল্লাহ্ তাহা
দেখেন সদাই ॥

৫০. সূরা কাফ্
মক্কায় ঃ আয়াত ৪৫ ঃ রুকু ৩

শুরুতেই আল্লাহর
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুণায় ৷৷

রুকু-১

১. কাফ্; শপথ সম্মানিত
এই-কোরআনের
২. বিস্ময় লাগিয়াছে
এতে কাফেরের ৷৷
কেননা তাহাদের
মাঝে একজন
সতর্ককারী এক
আসিল এমন ৷৷
আলোচনা সেজন্য করে
তারা পরস্পর
ইহা তো ব্যাপার এক
বিস্ময়কর ৷৷
৩. একবার মারা গিয়ে
আমরা যতো
মাটিতে হয়ে যাবো
সব পরিণত
পুনরায় জীবিত হওয়া
সুদূর-পরাহত ৷৷
৪. আমার তো এইসব
ভালো জানা রয়
তাদের করিবে মাটি
কতটুকু ক্ষয়
লওহে-মাহ্ফুজ মোর
আছে নিশ্চয় ৷৷
৫. সব কিছু বরং তারা
করে অস্বীকার
এবং করেছে পরে
সত্য আসিবার ৷৷
তাদের মনে বড়
আছে সংশয়
দোদুল্যমান হয়ে
তারা ঝুলে রয় ৷৷
৬. তাকিয়ে দেখে নাকি
তারা উপরে
আকাশ করেছি কেমন
সুশোভিত করে
ছিদ্রও নাই কোন
তার ভিতরে ?
৭. জমিন রেখেছি আমি
করে বিস্তার
পর্বত বানিয়ে উপর
রেখেছি তাহার ৷৷
উৎপন্ন করিয়া থাকি
আরো যে সেথায়
সকল বস্তু আরো
যাহা রয়ে যায় ৷৷
৮. আল্লাহ্য় করিতে তাদের
জ্ঞান-আহরণ
উপদেশ যাদের আরো
করিতে গ্রহণ
উপকরণ হিসেবে তাহা
রয়েছে তেমন ৷৷
৯. বর্ষণ করি পানি
বরকত ময়
বাগান তৈরিও যাতে
কৃষিকাজ হয় ৷৷
১০. লম্বা খেজুর গাছ
হয় আরো যত
ঘন-ঘন গুচ্ছ যাতে
ঝুলে থাকে কত ৷৷
১১. রিজিক দিতে আমি
মোর বান্দার
মৃত জমি করি তাই
জীবিত আবার;
আকাশ হতে করে
বারি বর্ষণ

এইরূপই জীবিত হবে
মৃত সব-জন ॥
১২. অতীতেও করেছিল
অস্বীকার যারা
নূহুর কওম আর
সামুদ তারা
সেই-সহ রাসসের
অধিবাসীরা ॥
১৩. আদ-ফেরাউন-লুতের
কওম ছিল আর
১৪. তুব্বা আর জাতি ছিল
যারা আইকার;
রাসুলকে করেছিল
তারা অস্বীকার
অতঃপর পেল তারা
শাস্তি আমার ॥
১৫. প্রথমবারে মোর এই
সৃষ্টি কি লয়ে
আমি কি গিয়েছি তবে
ক্লান্ত হয়ে ?
নতুন সৃষ্টিতে বরং
তারাই এখন
করিতেছে এই নিয়ে
সন্দেহ-পোষণ ॥

রুকু-২

১৬. সৃষ্টি মানব জাতি
করা যে আমার
প্রবৃত্তি জানি দেয়
মন্ত্রণা যার
ঘাড়ের রগের চেয়েও
কাছে আমি তার ॥
১৭. ডান-বামে বসে দুই
ফেরেশতা যখন
তাহার কর্ম সকল
করে যে গ্রহণ;
১৮. যে কোন কথাই সে
করে উচ্চারণ
প্রহরী তার কাছে
সদা-একজন ॥
১৯. মৃত্যুর যন্ত্রণা হবে
নিশ্চিত যাহা
এটা হতে অব্যাহতি
চেয়েছ তাহা ॥
২০. আজাবের দিন হবে
দ্বিতীয় যেবার
হবে সেথা শিঙ্গায়
দেয়া ফুঁৎকার ॥
২১. উপস্থিত সবাই হবে
সেদিন এমন
একটি সাক্ষী সাথে
চালক একজন ॥
২২. এই দিনে উদাসীন
ছিলে যে তখন
এখন সরিয়ে দেই
আমি আবরণ
তোমার দৃষ্টি বড়ই
তীক্ষ্ণ এখন ॥
২৩. বলিবে, সাথী সেই
ফেরেশতা তাহার
এই রয় আমলনামা
তৈরি তোমার ॥
২৪. দোজখে নিক্ষেপ কর
ধরে ঠিক মতো
অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদী
কাফের যতো ॥
২৫. সৎ কাজে বাধা দিত
যাহারা তখন
সীমানা করিত সব
যারা লঙ্ঘন
এবং করিত যারা
সন্দেহ-পোষণ ॥
২৬. আল্লাহ্‌র সাথে যার
উপাস্য থাকে
কঠোর আজাবে ফেল

তোমরা তাকে ৷৷
২৭. শয়তান-সঙ্গী তার
বলিবে এমন
অবাধ্য আমি তারে
করিনি তখন;
আসলে নিজেই সে
ছিল সেখানে
ভ্রষ্টতায় লিপ্ত এক
পথ যেখানে ৷৷
২৮. বলিবেন, আল্লাহ্ তাদের
সম্মুখে আমার
বিতর্ক তোমরা এখন
করিও না আর ৷৷
আমার হতে পূর্বেই
তোমাদের কাছে
আজাবের সতর্কবাণী
সেথা গিয়াছে ৷৷
২৯. বদল আমার কোন
হয় না কথার
বান্দার প্রতি মোর
নাই অবিচার ৷৷

রুকু-৩

৩০. দোজখকে দেখিব সেদিন
জিজ্ঞাসা করে
তুমি কি একেবারে
গিয়েছ ভরে ?
বলিবে, আছে কি
আরো উপরে ?
৩১. জান্নাত নিকটে তাদের
নিয়ে আসা হবে
খোদাভীরুদের তাহা
নিকটে রবে ৷৷
৩২. বলা হবে, প্রতিশ্রুতি
দেয়া ছিল যাহা
খোদাভীরুদের তরে
এই রবে তাহা ৷৷
৩৩. না দেখিয়া, আল্লাহ্কে
যে করিত ভয়
নিবিষ্ট বিনীত যে
উপস্থিত হয়;
৩৪. বলা হবে নিরাপদে
আরো শান্তিতে
তোমরা বেহেশতে থাকো
প্রবেশ করিতে;
যেখানেতে তোমরা
চিরকাল ধরে
আজকে প্রবেশ কর
থাকিবার তরে ৷৷
৩৫. যাহা কিছু তারা সব
চাইবে সেথায়
তাই পাবে মোর কাছে
আরো রয়ে যায় ৷৷
৩৬. ধ্বংস করেছি কত
মানব সকল
এদের চেয়ে ছিল তারা
শক্তিতে প্রবল ৷৷
দেশ-বিদেশে তাদের
ছিল বিচরণ
জায়গা ছিল না যেথায়
করে পলায়ন ৷৷
৩৭. উপদেশ রহিয়াছে
ইহাতে তাহার
অন্তরে রয়েছে যার
তাহা বুঝিবার
মন দিয়ে শোনা আরো
অভ্যাস যার ৷৷
৩৮. আসমান ও জমিন মাঝে
যত কিছু আর
ছ'সময়ে ক্লান্তিবিহীন
সৃষ্টি আমার ৷৷
৩৯. অতএব বলে যাহা
তারা সব এখন
তুমি সেথা করে থাকো
ধৈর্য্যধারণ ৷৷

বর্ণনা কর তুমি
মহিমা রবের
পূর্বেই, সূর্য্য-উদয় ও
সূর্য্য-অস্তের ॥
৪০. রাতেও পবিত্রতা যাও
ঘোষণা করে
এবং কিছুটা সময়
ছালাতের পরে ॥
৪১. শুনিবে যেদিন এক
কারো আহ্বানে
নিকট হতে কেহ
ডাকে সেখানে ॥
৪২. ভয়াবহ সে-আওয়াজ
শুনিবে যেদিন
মানুষ কবর হতে
উঠিবে সেদিন ॥
৪৩. আমিই দান করি
সবার জীবন
আবার ঘটাই আমি
তাদের মরণ
সবারই আমার কাছে
প্রত্যাবর্তন ॥
৪৪. সেইদিন পৃথিবী মাঝে
যাবে ফাটিয়া
মানুষ বাহির হবে
ছোটাছুটি করিয়া;
এটা হবে সমবেত
করণ-সবার
অতীব সহজ যাহা
করিতে আমার ॥
৪৫. যেইরূপ কথা তারা
বলে আর যত
সেইসব খুব আমি
আছি অবগত ॥
তুমি তো কখনো দেখি
তাদের উপরে
থাকো না শক্তি কভু
প্রয়োগ করে ॥
অতএব, সাহায্য তুমি
নিয়ে কোরআনের
উপদেশ দিতে থাকো
শুধু তাহাদের
যেন তারা ভয় করে
আমার আজাবের ॥

---

৫১. সূরা যারিয়াত
মক্কায় ঃ আয়াত ৬০ ঃ রুকু ৩

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়া
করুণার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. কসম রয়েছে-ওই
ঝোড়ো বাতাসের
২. পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া
মেঘমালাদের ॥
৩. মৃদুগতি চলমান
যতো নৌযান
৪. ফেরেশতাও যত করে
বন্টন প্রদান ॥
৫. তোমাদের যত কিছু
ওয়াদা দেয়া হয়
অবশ্যই থাকে তাহা
সত্য-অতিশয় ॥
৬. কর্মের ফল সব
দিতে যা সবার
অবশ্যই ঘটিত হবে
সেইসব বিচার ॥
৭. বহুপথ বিশিষ্ট ওই
কসম আকাশের

৮. বিভিন্ন ধরনের মত
আছে তোমাদের ॥
৯. সত্যের পথ হতে
ভ্রষ্ট যে থাকে
তাহা হতে মুখ আরো
ফিরায়ে রাখে ॥
১০. ধ্বংস হোক ভিত্তিহীন
উক্তি করে যারা
১১. মূর্খতা নিয়ে আছে
উদাসীন তারা ॥
১২. বিচারের দিন কবে
জিজ্ঞাসা করে
১৩. বল যে, পোড়ানো হবে
যেদিন তাদেরে ॥
১৪. বলা হবে, শাস্তির
কর আস্বাদন
এইটাই তাড়াতাড়ি
চেয়েছ তখন ॥
১৫. মুত্তাকী থাকিবে সব
তারা উদ্যানে
নহরসমূহ যেথা
তার মাঝখানে ॥
১৬. আনন্দের সাথে তারা
করিবে গ্রহণ
তাদেরকে রব যাহা
দিবেন তখন
পূর্বে ছিল যারা সৎ
কর্ম পরায়ণ ॥
১৭. রাত্রিতে কম তারা
নিদ্রা দিত
১৮. আল্লাহ্‌র দরবারে
ক্ষমা চাহিত;
১৯. সম্পদ যাহা কিছু
ছিল তাহাদের
হক্ রাখে প্রার্থী ও
বঞ্চিত যাদের ॥
২০. বিশ্বাস যাদের আছে
সেই লোকজন
পৃথিবীতে বহু তারা
পাবে নিদর্শন ॥
২১. তোমাদের মাঝেও কত
রহিয়াছে আর
তবুও কি তোমাদের
নাই বুঝিবার ?
২২. তোমাদের রিজিক আরো
আছে আসমানে
প্রতিশ্রুতি দেয়া যাহা
আছে সেখানে ॥
২৩. কসম, ভূ-গগন
প্রতিপালকের
সত্য এটা-এমন যেন
কথা তোমাদের ॥

রুকু-২

২৪. এসেছে কি-সে খবর
তোমার কাছে
অতিথি ইব্রাহিমের
যারা গিয়াছে ?
২৫. প্রবেশ করিল তারা
সালাম দিয়ে
উত্তরে সালাম দিল
ইব্রাহিম গিয়ে;
এরা তো-তার কোন
পরিচিত নয়
হয়তোবা তার মনে
জাগে বিস্ময় ॥
২৬. অতঃপর গেল সে
গৃহের ভিতরে
ঘিয়ে ভাজা-বাছুর এক
আনে সাথে করে ॥
২৭. তাদের সম্মুখে সে
রাখিয়া সেটার
বলিল, তোমরা কেন
কর না আহার ?
২৮. মনের ভিতরে হলো

ভীতি সঞ্চার ॥
তারা বলে, তুমি কোন
করিও না ভয়
জ্ঞানী এক পুত্রের
সংবাদ দেয় ॥

২৯. এ-সময় বিবি তার
চিৎকার করিয়া
এবং তার কপালে
হাত-চাপড়িয়া;
আমি এক-বাঁজাবুড়ি
বলিতে থাকে

৩০. তখন ফেরেশতারা
বলে যে তাকে;
এমনই বলেছেন
প্রভু যে তোমার
প্রজ্ঞাময় তিনি হন
সবই জানা তাঁর ॥

সাতাশ পারা ঃ কালা ফামা খাতবুকুম

৩১. ইব্রাহিম বলিল, হে
ফেরেশতাগণ
বল হেথা আসিবার
প্রকৃত কারণ ?

৩২. তারা বলে, প্রেরিত মোরা
যেই কারণে
অপরাধী একটি কওম
তাদের স্মরণে ॥

৩৩. যেন শুধু আমরা
তাদের উপরে
পোড়ামাটি-পাথর ফেলি
নিক্ষেপ করে ॥

৩৪. করিতেছে যারা সব
সীমা-লঙ্ঘন
তোমার রবের হতে
চিহ্নিত-জন ॥

৩৫. মুমিন সকল যারা
ছিল সেখানে
তাদেরে রাখি আমি
নিরাপদ স্থানে ॥

৩৬. একটি ঘর শুধু
সেখানে ছাড়া
মুসলিম পাইনি কারো
আর ছিল যারা ॥

৩৭. নিদর্শন রেখেছি এতে
তাহাদের তরে
যন্ত্রণা-শাস্তির ভয়
যাহারা করে ॥

৩৮. মুসার ঘটনায়ও
আছে নিদর্শন
ফেরাউনে তাকে আমি
পাঠাই যখন;

৩৯. মুখ ফিরায়ে নিলো
তাহারা সকল
বলে এক-জাদুকর
না হয় পাগল ॥

৪০. ফলে আমি তাদেরে
পাকড়াও করিয়া
নিক্ষেপ করিয়া দিলাম
সমুদ্রে নিয়া
আগে হতেই ছিল সে
দোষী হইয়া ॥

৪১. আদের ঘটনারও
ছিল নিদর্শন
প্রবল ঝড় আমি
করেছি প্রেরণ ॥

৪২. তাদের উপরে বায়ু
প্রবাহিত হয়ে
চূর্ণ করে দিয়েছিল
তাদেরে লয়ে ॥

৪৩. সামুদের ঘটনায়ও
রহে নিদর্শন
ভোগ কর কিছুকাল
বলা হয় যখন;

৪৪. রবের আদেশ থাকে
অমান্য করিয়া

ধরা খেয়ে গেল তাই
বজ্রাঘাত দিয়া ॥
তাহারা দেখিতেছিল
উহা চাহিয়া
৪৫. দাঁড়াতেও পারিল-না
তারা উঠিয়া;
পারিল না করিতে
কোন প্রতিকার
৪৬. নূহুর কওম ছিল
পূর্বে তাহার;
এইরূপ অবস্থায়
পড়েছিল তারা
বড়ই অবাধ্য কওম
ছিল যাহারা ॥

রুকু-৩

৪৭. আসমান সৃষ্টি মোর
স্বীয়-ক্ষমতায়
ক্রমান্বয়ে প্রসারিত
তাহা হয়ে যায়
নিশ্চয়ই রয়েছে মোর
ক্ষমতা সেথায় ॥
৪৮. জমিনকে দিয়েছি আরো
আমি বিছিয়ে
কতই না সুন্দর করে
রেখেছি দিয়ে ॥
৪৯. প্রতিটি বস্তু হলো
জোড়ায়-জোড়ায়
উপদেশ তোমাদের সেথা
কত রয়ে যায় ॥
৫০. সবাইকে যেতে বল
আল্লাহ্‌র পানে
তাঁর হতে সতর্ক আমি
করি এখানে ॥
৫১. উপাস্য নিও না কোন
আল্লাহ্‌র সাথে
সতর্ককারী হই
আমি যাহাতে ॥
৫২. বিগত হয়েছে সব
অতীতে যারা
রাসুল আসিলে কাছে
বলেছে তারা
বলেনি পাগল-বা
জাদুকর ছাড়া ॥
৫৩. একে কি তারা সব
অপরকে সবাই
একরূপই উপদেশ
দিয়ে গেছে তাই
অবাধ্য লোক ছিল
তাহারা সদাই ॥
৫৪. অতএব, নাও তুমি
মুখ ফিরিয়ে
তোমাকে হবে না রাখা
দোষারোপ দিয়ে ॥
৫৫. তুমি শুধু উপদেশ
দিতে থাকো আর
উপদেশ মুমিনের
করে উপকার ॥
৫৬. ইনসান ও জ্বীন মোর
সৃষ্টি থাকে
শুধু যেন ইবাদত
করে আমাকে ॥
৫৭. রিজিক চাই না আমি
তাহাদের কাছে
ভাবি না আমাকে তাদের
খাওয়াবার আছে ॥
৫৮. আল্লাহ্ তো নিজেই করেন
রিজিক প্রদান
পরাক্রমী-প্রবল অসীম
তিনি শক্তিমান ॥
৫৯. অতএব, করে যারা
সীমা লঙ্ঘন
অনুরূপই পাবে তারা
অতীতে যেমন
তাড়াহুড়া কাজেই যেন

না করে এমন ॥
৬০. কাফেরের জন্য বড়ই
দুর্ভোগ আছে
সেদিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া
তাহাদের কাছে ॥

---

৫২. সূরা তুর
মক্কায় ঃ আয়াত ৪৯ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুণাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১. কসম করি ওই
তুর-পাহাড়ের
২. এবং আরো করি
লিখিত-কিতাবের;
৩. খোলা পত্রের আর
৪. বাইতুল মামুরের ॥
৫. সু-উচ্চ আকাশ আর
৬. সাগর উত্তাল
৭. নিশ্চয়ই শাস্তি রবের
রইবে বহাল ॥
৮. প্রতিরোধ করিতে কেহ
পারিবে না তার
৯. আকাশ কম্পিত হবে
ভীষণ আকার ॥
১০. সেই দিন পর্বতমালা
রবে চলিতে
১১. মিথ্যারোপকারীদের হবে
দুর্ভোগ সহিতে
১২. সত্যকে চায় যারা
মিথ্যা বানাইতে ॥
১৩. সেদিন তাদের সবার
ধাক্কা দিয়ে
যাওয়া হবে দোজখের
আগুনে নিয়ে;
১৪. বলা হবে, এই সে দোজখ
দেখ তা এখন
অবিশ্বাস তোমরা যাহা
করিতে তখন ॥
১৫. এখন কি এটা তবে
জাদু মনে হয়
অথবা তোমাদের
দৃষ্টি না রয় ?
১৬. প্রবেশ কর এর
ভিতরে এখন
এখানেই করে থাকো
ধৈর্য্য-ধারণ ॥
অথবা নাইবা থাকো
ধৈর্য্য ধরে
একই সমান এখন
তোমাদের তরে ॥
দেয়া হবে তোমাদের
তাহাই কেবল
তোমরা করিতে যাহা
তার প্রতিফল ॥
১৭. মোত্তাকীরা থাকিবে সবাই
জান্নাতে গিয়ে
সুখ আর সম্পদ
সেথায় নিয়ে ॥
১৮. সব কিছু তাদের রব
দিবেন যাহা
আনন্দে উপভোগ সবাই
করিবে তাহা ॥
রক্ষা করিবেন সেথা
রব তাহাদের
সেই আজাব হতে
যাহা দোজখের ॥
১৯. এই কথা বলা হবে
শুধু তাদেরে
খেয়ে যাও তৃপ্তিতে

যাও পান করে
তোমাদের কর্ম যাহার
বিনিময় ধরে ॥

২০. আসনে বসিবে তারা
হেলান দিয়ে
সু-নয়না হুর দেব
বিয়ে করিয়ে ॥

২১. সেথায় এনেছিল
যাহারা ঈমান
এনেছিল তার মতো
যার সন্তান;
সন্তানও এনে দেব
তাহাদের সাথে
কমাবো না কর্ম তাদের
সামান্যও তাতে
সবাই নিজে দায়ী
কর্ম যাহাতে ॥

২২. তাদের ইচ্ছা হবে
যেভাবে নিতে
থাকিব ফলমূল
গোশত দিতে ॥

২৩. মজা করে শরাবের
পেয়ালা নিয়ে
কাড়াকাড়ি করিবে সব
তাহারা গিয়ে ॥
সেথায় রবে না কোন
অনর্থক প্রলাপ
আর কোন সেখানে
রহিবে না পাপ ॥

২৪. মোতি-সম সুরক্ষিত
চির-কিশোরেরা
করিবে তাদের সেবায়
সেথা ঘোরাফেরা ॥

২৫. মুখোমুখি হয়ে তারা
একে-অপরে
আলাপ করিবে সবাই
পরস্পরে ॥

২৬. বলিবে পরিবার ও
পরিজন নিয়ে
কাটিয়েছি পূর্বে মোরা
শঙ্কিত হয়ে ॥

২৭. অতঃপর আল্লাহ্ মোদের
দয়া করেছেন
দোজখের আজাব হতে
তিনি বাঁচালেন ॥

২৮. পূর্বেও আল্লাহ্‌কে
ডাকিয়াছি মোরা
কৃপাশীল বড়ই তিনি
দয়ায় ভরা ॥

রুকু-২

২৯. উপদেশ দিতে তুমি
থাকিবে সেথায়
পাগল বা গণক নও
রবের কৃপায় ॥

৩০. তবে কি বলে তারা
সবাই এমন
এই লোক আছে শুধু
কবি-একজন
মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তার
রয়েছি এখন ?

৩১. বল যে, প্রতীক্ষা কর
তোমরা যত
আমিও তোমাদের সাথে
প্রতীক্ষারত ॥

৩২. আদেশ করে কি তাদের
বুদ্ধি এমন
অথবা করে তারা
সীমা লঙ্ঘন ?

৩৩. তারা কি বলে তার
রচনা কোরআন ?
বরং ইহায় তারা
আনে না ঈমান ॥

৩৪. সত্যবাদী নিজেদেরে
যদি তারা বলে

রচনা এমন বাণী
করুক তাহলে ॥

৩৫. সৃষ্টি কি করেছে তারা
নিজেরা নিজের
স্রষ্টা কি লাগেনি
কোন তাহাদের ?

৩৬. আকাশ-পৃথিবী কি তাদের
সৃষ্টি করা ?
বরং বিশ্বাস কিছুই
করে না তারা ॥

৩৭. কিছু কি ভাণ্ডার রবের
তাহাদের কাছে
এসবের নিয়ন্তা না-কি
তাহারাই আছে ?

৩৮. সিঁড়ি কি তাদের কোন
আছে যা এমন
যাহাতে তারা সব
করে আরোহণ
শুনে থাকে আকাশের
কথপোকথন ?
তাদের কেহ যদি
করে তা শ্রবণ
প্রমাণ নিয়ে তার
আসুক এখন ॥

৩৯. সন্তান কন্যা কি
আছে আল্লাহ্‌র
সন্তান পুত্র শুধু
তোমরা সবার ?

৪০. বিনিময় চেয়েছ কি
তাহাদের কাছে
তাই কি তাদের বোঝা
ভারী হইয়াছে ?

৪১. অথবা কি গায়েবের
জ্ঞান কোন থাকে
আর তারা সেইসব
লিখিয়া রাখে ?

৪২. কুচক্রের ইচ্ছা কি
করে সব তারা ?
অবশেষে শিকার হবে
কুচক্রী যারা

৪৩. তাহাদের উপাস্য কি
আল্লাহ্ ছাড়া ?
আছে কি অথবা কেহ
আল্লাহ্‌র সমান ?
শিরিক হতে আল্লাহ্
পবিত্র মহান ॥

৪৪. আকাশের খণ্ড কোন
যদি পড়ে যায়
তখন দেখিয়া তারা
বলিবে সেথায়;
এটা এক মেঘমালা
জমাট বাঁধায় ॥

৪৫. নিজের অবস্থায় তাদের
দাও থাকিতে
যত দিন পাবে না তারা
সেদিনটা দেখিতে
যেই দিন আজাব হবে
বহন করিতে ॥

৪৬. লাগিবে না কুচক্র কোন
কাজে তাহাদের
সাহায্য পাবে না কারো
অন্য যাদের ॥

৪৭. অধিকেই জালিম সব
জানে না তারা
শাস্তি রয়েছে আরো
এইসব ছাড়া ॥

৪৮. অপেক্ষা কর তুমি
ধৈর্য্য ধরে
তোমার রবের কোন
হুকুমের তরে ॥
তুমি তো রয়েছো চোখের
সম্মুখে আমার
পবিত্রতা ঘোষণা কর
রব যে তোমার ॥
নিদ্রা হতে তুমি
উঠিবার পরে

৪৯. রাতের কিছুটা আরো
সময় ধরে
নক্ষত্র অস্তমিত
হবার পরে ॥

---

৫৩. সূরা নাজম্
মক্কায় ঃ আয়াত ৬২ ঃ রুকু ৩

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুণা অথই ॥

রুকু-১

১. কসম নক্ষত্র যখন
অস্তমিত হয়
২. ভ্রষ্ট তোমাদের সাথী
কখনোই নয়
বিপথগামীও সে
নহে নিশ্চয় ॥
৩. কখনোই বলে না সে
কিছু মনগড়া
৪. কোরআন আর কিছু নয়
শুধু ওহী ছাড়া
তার প্রতি নাজিল হয়
নির্দেশ দ্বারা ॥
৫. শিক্ষা দান যে সকল
করিয়া থাকে
শক্তিমান ফেরেশতা
একজন তাকে ॥
৬. প্রকৃতিগত ছিল
শক্তি যাহার
দৃশ্যমান হয়েছিল লয়ে
নিজের আকার ॥
৭. উর্ধ্ব দিগন্তের উপর
ছিল সে তখন
৮. তার অতি নিকটে
হলো তাই যখন;
৯. দূরত্ব রইল মাঝে
সেথায় তাহাদের
আরো কম অথবা
দুই ধনুকের ॥
১০. করিলেন আল্লাহ্ ওহী
স্বীয়-বান্দার
পাঠালেন যাহা ছিল
নির্দেশ তাঁর ॥
১১. দৃষ্টিতে তার ছিল
যা কিছু দেখার
অন্তর করেনিতো
তাহা অস্বীকার ॥
১২. এসেছ কি তোমরা
বিতর্ক লয়ে
সে যাহা দেখিয়াছে
সেই বিষয়ে ?
১৩. উক্ত ফেরেশতাকে
আরো একবার
দেখেছিল নিকটেই
১৪. সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার
১৫. জান্নাতুল মাওয়া ছিল
নিকটেই তার ॥
১৬. বৃক্ষটি রেখেছিল
তাহা ঢাকিয়া
ঢাকার কথা ছিল
যাহা কিছু দিয়া ॥
১৭. চোখের ভুল সে
দেখেনি তখন
এবং করেনি কোন
সীমা লঙ্ঘন ॥
১৮. নিজের রবের সে তো
নিদর্শন যাহা
পরিষ্কার সবকিছু
দেখিয়াছে তাহা ॥
১৯. ভেবে কি দেখেছ যাহা
উজ্জা ও লাত

২০. তৃতীয় আরেকটি সেই
আছে যা মানাত ?
২১. তোমাদের সন্তান
পুত্র কি আর
কন্যা সন্তান শুধু
হয় আল্লাহ্‌র ?
২২. অসঙ্গত বণ্টন
বড়ই যে তার ॥
২৩. এইগুলো নিছক যাহা
শুধু নাম হয়
তোমরা ও পূর্ব পুরুষ
তাদের দেয়া রয় ॥
আল্লাহ্‌র প্রমাণ নেই
সমর্থনে এর
ভিত্তিহীন অনুমান
প্রবৃত্তি তাদের ॥
অযৌক্তিক মান্য শুধুই
তারা করেছে
নির্দেশ অথচ রবের
তারা পেয়েছে ॥
২৪. এ জগতে মানুষেরা
যাহা কিছু চায়
কখনো কি তাহারা
সেই সব পায় ?
২৫. বস্তুতঃ আল্লাহ্‌রই সব
আয়ত্ত্বে রয়
পরকাল ও ইহকাল
তাঁরই উভয় ॥

রুকু-২

২৬. অসংখ্য ফেরেশতা
আছে আসমানে
লাগিবে না সুপারিশ তাদের
কাজে কোনখানে ॥
যতক্ষণ আল্লাহ্‌ না
ইচ্ছা যাকে
খুশি হয়ে অনুমতি
না দেন তাকে ॥
২৭. ঈমান আখেরাতে
যাহাদের নাই
ফেরেশতাকে নারী নাম
দেয় তাহারাই ॥
২৮. জ্ঞান নাই তাহাদের
এই বিষয়ে
তারা চলে ভিত্তিহীন
অনুমান লয়ে ॥
সত্যের দ্বারা যাহা
নিরূপিত হয়
অনুমান সেখানে কোন
ফলপ্রসূ নয় ॥
২৯. যেইলোক আমাকে
করে না স্মরণ
কামনা করে শুধু
পার্থিব জীবন
তার হতে মুখ তুমি
ফিরাও তখন ॥
৩০. এটুকুই তাদের রয়
পরিধি জ্ঞানের
নিশ্চয়ই ভালো জানা
তোমার রবের ॥
রয়েছে কে ভ্রষ্ট
পথের উপরে
আর কে চলেছে সঠিক
পথটি ধরে ॥
৩১. আসমান ও জমিনের
যত কিছু আর
সবই তো রহিয়াছে
এক-আল্লাহ্‌র ॥
মন্দ কাজ করে
যাহারা সকল
তাদের কর্মের তিনি
দেন প্রতিফল ॥
সৎ কাজও করে তাই
যে সকল আর
তাদেরে দেন তিনি

ভালো পুরস্কার ॥
৩২. বড় গুনাহ্, বাজে কাজে
দূরে থাকে তারা
অপারগে ছোটখাটো
অপরাধ ছাড়া ॥
তোমার রবের জেন
আছে নিশ্চয়
বিশাল বড় এক
ক্ষমাশীল হৃদয় ॥
তোমাদের সবকিছু
ভালোই জানেন
যখন মাটি হতে
সৃষ্টি করেন ॥
মায়ের গর্ভে ছিলে
ভ্রূণ হয়ে যখন
গর্বিত কাজেই যেন
করো না তেমন
তিনিই জানেন ভালো
কে আছে কেমন ?

রুকু-৩

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ
কখনো তাকে
অন্যদিকে, মুখ-যে
ফিরায়ে রাখে ?
৩৪. সামান্যই শুধু সে
করিয়া প্রদান
বন্ধ করিয়া পরে
হয়ে যায় পাষাণ
৩৫. দেখিতে পায় কি সে
গায়েবের জ্ঞান ?
৩৬. যায়নি কি সংবাদ
কিছু তার কাছে
মুসার সেই কিতাবে
যাহা রহিয়াছে ?
৩৭. ইব্রাহিমের কিতাবেও
আছে সব যাহা
পূর্ণ দায়িত্ব পালন
করেছে সে তাহা ?
৩৮. কিতাবের মাঝে সব
রয়েছে এমন
কাহারও গুনাহ্ কেহ
করিবে না বহন ॥
৩৯. এবং মানুষ শুধু
সেই সবই পায়
অর্জন যাহা কিছু
করিয়া সে যায় ॥
৪০. শীঘ্রই দেখানো সব
হবে তাহাকে
কেমন কর্ম সকল
তাহার থাকে ॥
৪১. পূর্ণ বিনিময় হবে
তাহাকে প্রদান
৪২. তোমার রবই সকল
সমাপ্তি ঘটান ॥
৪৩. তিনি হাসান আর
তিনিই কাঁদান
৪৪. মারেন-ও তিনি আর
তিনিই বাঁচান ॥
৪৫. নর-নারী সৃষ্টি তাঁর
জোড়া-জোড়া করে
৪৬. শুক্রের বিন্দু যখন
গর্ভেতে পড়ে ॥
৪৭. তাঁহারই দায়িত্ব রয়
পুনরুত্থান
৪৮. ধনশালী বানান করে
সম্পদ দান ॥
৪৯. তিনিই মালিক আরো
শিরা-তারকার
৫০. ধ্বংস করেছেন প্রাচীন
আদ জাতি যার ॥
৫১. সামুদ কওম আরো
ছিল যাহারা
তাঁর হতে পায়নি কেহ
কখনো ছাড়া ॥

৫২. অতীতে নূহুর কওম
সেই যারা রয়
অবাধ্য জালিম বড়ই
ছিল অতিশয় ॥
৫৩. লুতের সেই জনপদ
শূন্যে উঠিয়ে
নিক্ষেপ করেছেন
তিনি উল্টিয়ে ॥
৫৪. অতঃপর জনপদে
ছেয়ে গেল তাহা
আচ্ছন্ন করিতে সকল
রয়ে যায় যাহা ॥
৫৫. অস্বীকার করিবে রবের
কোন অবদান ?
৫৬. সেও এক সতর্ককারী
আগের সমান ॥
৫৭. কিয়ামত নিকটেই
উপস্থিত রয়
৫৮. আল্লাহ্ ছাড়া প্রকাশে কেহ
সক্ষম নয় ॥
৫৯. তবে কি তোমাদের
লাগে বিস্ময়
৬০. হাসিছ না, কাঁদিছ না
এ কেমন হয় ?
৬১. মান্য করিতে বড়ই
কর অহঙ্কার
৬২. ইবাদত ও সিজদা
কর আল্লাহ্র ॥

---

৫৪. সূরা ক্বমর
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৫ ঃ রুকু ঃ ৩

শুরুতেই আল্লাহ্র
নাম করে যাই
করুণায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. কিয়ামত নিকটেই
গেছে আসিয়া
চাঁদ গেছে দুই ভাগে
ভাগ হইয়া ॥
২. কখনো তারা যদি
দেখে নিদর্শন
জাদু বলে মুখ ফিরে
নেয় যে তখন;
৩. সত্যকে করিছে সব
তারা অস্বীকার
প্রবৃত্তি মেনে চলে
নিজেরই তাহার ॥
প্রতিটি কাজ যাহা
সকল-বিষয়
সঠিক সময়ে তাহা
নির্ধারণ হয় ॥
৪. এমন সংবাদ এলো
তাহাদের কাছে
সতর্কবাণী সব
যাতে রহিয়াছে ॥
৫. পূর্ণ জ্ঞানে ভরা
সতর্কবাণী
উপকারে যদিও তাদের
কোন আসেনি;
৬. অতএব তাদের পানে
তুমি না গিয়ে
সেথা হতে মুখ তুমি
রাখো ফিরিয়ে ॥
যেই দিন একজন
তার আহ্বানে
ডাকিবে খারাপ এক
বিষয়ের পানে;
৭. নমিত দৃষ্টি সেদিন
তাহারা নিয়ে
সবাই কবর হতে
যাবে বেরিয়ে ॥

৮. ভীত হয়ে দৌড়াবে
তাহার পানে
করিছে যে আহ্বান
তার সেখানে ॥
কাফের বলিবে তখন
হয়ে সঙ্গীণ
বড়ই এটা হলো
কঠিন এক-দিন ॥

৯. পূর্বে নূহুর কওম
করে অস্বীকার
সে ছিল, পাঠানো এক
বান্দা আমার;
হুমকী দিয়ে তাকে
বলেছে সকল
এ তো, এক রহিয়াছে
প্রকৃত পাগল ॥

১০. তখন সে, বলে স্বীয়
রবকে ডাকিয়া
আমি তো পরাভূত
গেছি হইয়া
আপনি করুন কিছু
বিধান দিয়া ॥

১১. আকাশের দরোজা খুলে
দিলাম তখন
মুষলধারে করিলাম
বারি বর্ষণ ॥

১২. ভুমি হতে ফোয়ারা
করে প্রবাহিত
আসমান-জমিনের পানি
হলো মিলিত
ব্যাপার ঘটাতে এক
অবধারিত ॥

১৩. নূহুকে করালাম
আমি আরোহণ
তক্তা ও পেরেকের
নৌযানে যখন

১৪. আমার সম্মুখে যাহা
চলিত তখন ॥
তার তরে এটা এক
পুরস্কার থাকে
প্রত্যাখ্যান করা
হয়েছিল যাকে ॥

১৫. করিয়াছি আমি তাহা
এক নিদর্শন
কেহ কি উপদেশ
করিবে গ্রহণ ?

১৬. অতঃপর আমার এই
ভীতি প্রদর্শন
কঠোর আজাব প্রদান
ছিল তা কেমন ?

১৭. কোরআন দিয়েছি আমি
সহজ করে
উপদেশ গ্রহণ সবার
করিবার তরে;
এতএব তোমরা
কে আছ এমন
আমার উপদেশ
করিবে গ্রহণ ?

১৮. আদ জাতি নবীকে
করে অস্বীকার
কঠোর কেমন ছিল
আজাব আমার !

১৯. তাদের উপরে ঝড়
দেই পাঠিয়ে
তেমনি অশুভ ক্ষণের
একদিন গিয়ে;

২০. মানুষকে উৎখাত
করেছিল যেমন
উৎপাটিত খেজুরের
কাণ্ড তেমন ॥

২১. কঠোর কেমন ছিল
আজাব আমার
ভয় দেখানো সেটা
কেমন সবার ?

২২. কোরআন দিয়েছি আমি
সহজ করে

উপদেশ গ্রহণ সবার
করিবার তরে;
অতএব তোমরা
কে আছ এমন
আমার উপদেশ
করিবে গ্রহণ ?

রুকু-২

২৩. সামুদ সম্প্রদায়
তাহারাও আর
সতর্ককারীদের তারা
করে অস্বীকার;

২৪. তারা বলে আমাদেরই
মানুষ একজন
মান্য কি তাহাকেই
করিব এখন ?
তবে তো চলিব মোরা
গোমরাহী নিয়ে
পাগলের মাঝে কিছু
পড়িব গিয়ে;

২৫. আমাদের মাঝে কি শুধু
তার উপরে
ওহী পাঠানো হলো
নাজিল করে ?
বরং সে মিথ্যেবাদী
আছে একজন
দাম্ভিকও রয়েছে
বড়ই তেমন ॥

২৬. আগামী-কল্যই সব
জানিবে তারা
দাম্ভিক ও মিথ্যাবাদী
কে, বা-কারা ॥

২৭. পাঠাবো মাদী উট
পরীক্ষার তরে
লক্ষ্য রাখো তুমি
ধৈর্য্য ধরে;

২৮. এই কথা তাহাদের
দাও জানিয়ে
পানির পালা দেয়া আছে
ভাগ করিয়ে
সবাই যাবে নির্ধারিত
সময় নিয়ে ॥

২৯. অতঃপর সঙ্গীকে এক
তারা ডাকিল
উষ্ট্রিকে ধরিয়া সে
বধ করিল ॥

৩০. হয়েছে কঠোর কেমন
আজাব আমার
ভয় দেখানো ছিল
কেমন সবার ?

৩১. একটি বিকট নিনাদ
করিলাম প্রেরণ
সবাই দলিত হলো
তৃণের মতন ॥

৩২. কোরআন দিয়েছি আমি
সহজ করে
উপদেশ গ্রহণ সবার
করিবার তরে;
অতএব তোমরা
কে আছ এমন
আমার উপদেশ যে
করিবে গ্রহণ ?

৩৩. কওম লুতেরও এক
ছিল যে তাহার
সতর্ককারীদের তারা
করে অস্বীকার;

৩৪. তাহাদের উপরে আমি
করেছি প্রেরণ
প্রচণ্ড ঘূর্ণি বায়ু
পাথর বর্ষণ;
কিন্তু নয় তাহা
লুত পরিবারে
শেষ রাতে রক্ষা আমি
করি তাদেরে

৩৫. আমার বিশেষ এক

অনুগ্রহ করে ॥
এভাবেই দেই তাকে
আমি পুরস্কার
সেই সব লোকেদের
শোকরানা যার ॥

৩৬. লুত দেখিয়েছিল
তাহাদের ভয়
কেমনে মোর দ্বারা
পাকড়াও হয়;
কিন্তু তাহারা তার
ভীতি প্রদর্শন
তাহা নিয়ে ঝগড়া
করেছে তখন ॥

৩৭. লুত হতে নিতে চায়
মেহ্মানদেরে
চক্ষু তাদের দিলাম
নষ্ট করে;
বলিলাম আজাব মোর
কর আস্বাদন
আমার সতর্কবাণীর
মজা লও এখন ॥

৩৮. প্রভাতবেলায় আরো
তাদের উপরে
অবিরাম আজাব তাদের
আঘাত করে ॥

৩৯. বলা হয়, মোর আজাব
কর আস্বাদন
আমার সতর্কবাণীর
মজা নাও এখন ॥

৪০. কোরআন দিয়েছি আমি
সহজ করে
উপদেশ গ্রহণ সবার
করিবার তরে
অতএব তোমরা
কে আছ এমন
আমার উপদেশ যে
করিবে গ্রহণ ?

রুকু-৩

৪১. আরো সেই ফেরাউন
কওমের কাছে
সতর্ককারীগণ
সেথা গিয়াছে ॥

৪২. নিদর্শনগুলিরে মোর
তারা সকলে
মিথ্যারোপ করেছিল
তাহার ফলে;
পাকড়াও করিলাম
তাদের তেমন
পরাক্রমী শক্তিধরের
পাকড়াও যেমন ॥

৪৩. বিরাট কাফের কি
তোমাদের যুগের
তাদের চেয়ে অধিক
যারা পূর্বের ?
মুক্তির সনদ নাকি
তোমাদের কাছে
আসমানি কিতাবে কোন
যাহা রহিয়াছে ?

৪৪. নাকি তারা এই কথা
বলে যে সকল
আমরা রয়েছি এক
অপরাজেয় দল ?

৪৫. অচিরেই তারা যাবে
পরাজিত হয়ে
পিঠ দেখিয়ে তারা
পালাবে ভয়ে ॥

৪৬. প্রতিশ্রুত সময় তাদের
কিয়ামতে রয়
বড়ই কঠোর আর
বিপদের সময় ॥

৪৭. নিশ্চয়ই পাপীরা সব
পথভ্রষ্ট
সবাই আরো তারা
বিকারগ্রস্ত ॥

৪৮. যেদিন তাদের সব
উপুড় করিয়ে
দোজখে ঢোকানো হবে
টেনে-হেঁচড়িয়ে;
বলা হবে, তোমরা
কর আস্বাদন
দোজখেতে আগুনের
পরশ এখন ॥

৪৯. সৃষ্টি করেছি আমি
নির্ধারিত করে
পরিমাণ সব কিছু
বস্তুর উপরে ॥

৫০. এক মুহূর্ত শুধুই
আদেশ আমার
চোখের পলকের মত
একটি ব্যাপার ॥

৫১. ধ্বংস করেছি দল
তোমাদের মতো
কেহ কি নিতে চাও
উপদেশ যতো ?

৫২. সবাই তারা, যাহা-কিছু
করেছে সেথায়
সব কিছু রয়েছে তাদের
আমলনামায়

৫৩. ছোট-বড় যত কিছু
লিখা রয়ে যায় ॥

৫৪. খোদাভীরু সকলেই
রবে জান্নাতে
নির্ঝরিণী বয়ে চলে
মাঝে তাহাতে ॥

৫৫. সম্মানী আসনে তারা
রবে বসিয়া
অধিপতি আল্লাহ্‌র
সমীপে গিয়া ॥

---

৫৫. সূরা আর-রাহমান
মদিনায় ঃ আয়াত ৭৮ ঃ রুকু ৩

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ্ যিনি
পরম করুণাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. করুণাময় যিনি
আল্লাহ্ মহান

২. শিক্ষা দিলেন তিনি
এই সে কোরআন

৩. মানব জাতিকে আরো
তিনিই বানান;

৪. কথাও তাকে তিনি
বলিতে শেখান ॥

৫. সূর্য ও চাঁদ ঘোরে
হিসাব মতো

৬. তৃণলতা বৃক্ষ উভয়
তাঁর অনুগত ॥

৭. আকাশকে রেখেছেন
সুউচ্চে দিয়া
মানের দণ্ড আরো
দিলেন পাতিয়া;

৮. পরিমাপে কম বেশি
করিবে না বলে

৯. ন্যায়ের ওজন দাও
তোমরা সকলে
ওজন পরিমাপে কম
দিও না ফলে ॥

১০. তিনি তাঁর সৃষ্ট
প্রাণীদের তরে
পৃথিবীকে দিলেন এমন
ধরণ করে;

১১. খেজুরের গাছ সেথা
ফলমূল নানা

১২. আরো আছে খোসাঅলা
শষ্যের দানা;
সেথায় আছে আরো
কুসুমের ঘ্রাণ
১৩. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন অবদান ?
১৪. মানুষ বানালেন তিনি
ঊষর মৃত্তিকার
১৫. ধোঁয়াহীন আগুন হতে
জ্বিনের আকার;
১৬. রবের যে নেয়ামত
রহিয়াছে তার
উভয়েই কী-কী তবে
কর অস্বীকার ?
১৭. তিনিই প্রভু এক
তাদের সকল
উদয়াচল দুটি আর
দুটি অস্তাচল;
১৮. তোমাদের রবের দেয়া
যত কল্যাণ
অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
১৯. দুইটি সাগর দেন
প্রবাহিত করে
পাশাপাশি চলে তারা
পরস্পরে;
মেলে না একসাথে
অপরের পানি
২০. উভয়ের মাঝে দেয়া
সীমারেখা টানি;
অতিক্রম করে না তারা
কিছু পরিমাণ
২১. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
২২. মুক্তা ও প্রবাল উভয়
সাগরেরই দান
২৩. অস্বীকার করিবে তাঁর
কী-কী অবদান ?
২৪. তাঁরই দয়ায় চলে
বৃহৎ জলযান
২৫. অস্বীকার করিবে তাঁর
কী-কী অবদান ?

রুকু-২

২৬. জমিনের যাহা কিছু
হয়ে যাবে লয়
২৭. অনাদি তাঁহার কভু
হবে না তো ক্ষয়;
প্রলয় সৃষ্টির মাঝে
তিনি অম্লান
২৮. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
২৯. প্রার্থনা করে তাঁর
জমিন-আস্‌মান
সর্বদা মগ্ন কাজে
তিনি যে মহান
৩০. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৩১. জ্বীন ও মানব ইহা
করিও শ্রবণ
শীঘ্রই তোমাদের হিসাব
করিব গ্রহণ;
তাহা হবে তোমাদের
করিতে প্রদান
৩২. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৩৩. জ্বীন ও মানব যদি
শক্তি ধরো
জমিন ও আসমান
অতিক্রম করো;
সাহায্য ব্যতিরেকে
কোন শক্তিমান
৩৪. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন অবদান ?
৩৫. যখন তোমাদের উভয়

জাতির উপরে
দেয়া হবে ধোঁয়ারাশি
নিক্ষেপ করে;
ঠেকাতে পারিবে না
অগ্নিরও বাণ
৩৬. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৩৭. যেই দিন ফেটে গিয়ে
হবে খান্-খান্
রক্তিম চামড়ার ন্যায়
হবে আস্‌মান
৩৮. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৩৯. সেদিন জিজ্ঞাসা করা
হবে না কারো
অপরাধ নিয়ে কোন
জওয়াব আরো;
দিবে না কেহ আর
জ্বীন-ইন্‌সান
৪০. অস্বীকার করিবে রবের
কোন্ অবদান ?
৪১. চেহারায় অপরাধী
ছাপ যার রবে
দোজখের আগুনে তারা
নিক্ষেপ হবে;
চুল আর পা ধরে
মারিয়া যে টান
৪২. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৪৩. এই সেই দোজখ যাহা
অবিশ্বাস করিত
পাপীরা হাসিয়া তখন
উড়াইয়া দিত;
৪৪. ফুটন্ত পানিতে হবে
তাহাদের স্নান
৪৫. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

রুকু-৩

৪৬. ভয় রাখে যেই লোক
হাজির হবার
প্রভুর সম্মুখেতে
একদিন তার;
রহিয়াছে তার তরে
দুইটি বাগান
৪৭. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৪৮. উক্ত বাগান উভয়
শাখা-পল্লবে
বিশেষ বৃক্ষে তাহা
পরিণত হবে;
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে
বৃক্ষের মান
৪৯. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৫০. দুইটি রয়েছে যাহা
বিশেষ বাগান
নির্ঝরিণী সেথায় আছে
প্রবাহমান
৫১. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৫২. উভয় বাগানের মাঝে
রয়েছে যে আর
দুই-দুই প্রকারের ফল
সর্বপ্রকার;
অনেক ফল সেথায়
রয়েছে নানান
৫৩. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?
৫৪. বিছানায় বসিবে তারা
যাহা রেশমের
ঝুলিতে থাকবে ফল
বাগানদ্বয়ের;
তারা দেবে বিছানায়
তাকিয়া হেলান

৫৫. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৫৬. অপরূপ হুরদের
আঁখি আনত
মানব ও জ্বীন হতে
যারা অক্ষত;
থাকিবে যারা সব
আনত নয়ান

৫৭. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন অবদান ?

৫৮. তারা যেন চুনী আর
প্রবাল সমান

৫৯. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৬০. সেই সব যাহাদের
সৎ কাজ রয়
এর চেয়ে ভালো কি
হবে বিনিময় ?
এইসব রহিবে তাদের
যারা পুণ্যবান

৬১. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৬২. এ দুটি ছাড়াও আছে
দুটি উদ্যান

৬৩. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৬৪. গভীর সবুজ রং-এর
এ দু'টি বাগান

৬৫. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৬৬. নহর দুই বাগানেই
প্রবাহমান

৬৭. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৬৮. খেজুর ও আনার ফল
রয়েছে নানান

৬৯. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৭০. শুদ্ধ চরিত্রের কত
সুন্দরী সেথায়
বাগানেতে বিচরণ
করিয়া বেড়ায়;
উচ্ছল হয়ে তারা
রহে চলমান

৭১. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৭২. রক্ষিত তাঁবুর মাঝে
সাদা হুর শয়ান

৭৩. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৭৪. ছোঁয়নি তাদের কেহ
জ্বীন-ইনসান

৭৫. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৭৬. দারুণ সুন্দর কত
ভরা গালিচায়
সবুজ আসনে তারা
বসিয়া সেথায়;
আরামে দিয়ে রবে
তাহারা হেলান

৭৭. অস্বীকার করিবে তাঁর
কোন্ অবদান ?

৭৮. রবের নাম কত
বরকতময়
অধিপতি রয়েছেন
যিনি নিশ্চয়
মহানুভব তিনি
মহত্ত্বও রয় ॥

---

৫৬. সূরা ওয়াকিয়া
মক্কায় ঃ আয়াত ৯৬ ঃ রুকু ৩

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুণাময়
রহ্মানুর-রহিম ॥

রুকু-১

১. যখন কিয়ামত
রহে ঘটিবার
২. অবকাশ নেই কোন
যাতে মিথ্যার ॥
৩. কতক-কে করিবে নীচু
সমুন্নত কারো
৪. ভীষণ কম্পিত হবে
পৃথিবী আরো ॥
৫. সব কিছু যে সকল
পর্বত-পাহাড়
ভেঙেচুরে তাহা সব
হবে একাকার;
৬. উড়ন্ত ধুলোর কণায়
পরিণত হবে
৭. বিভক্ত তোমরা সবাই
তিন ভাগে রবে ॥
৮. ডানদিকে রহিবে
যাহারা সকল
কতই না ভাগ্যবান
সেদিকের দল;
৯. বাঁ দিকে থাকিবে
আর সব যারা
কতই না হতভাগা
সে দলের তারা ॥
১০. সম্মুখেতে আর সব
যারা রহিয়াছে
১১. আগের তাহারাই
আল্লাহ্র কাছে ॥
১২. থাকিবে নেয়ামত ভরা
সেই জান্নাতে
১৩. পূর্বের লোকেরাই
বেশি রবে তাতে
১৪. পরের লোকেরা হবে
কম তাহাতে ॥
১৫. স্বর্ণখচিত সকল
আসনে গিয়ে
১৬. মুখোমুখি বসে রবে
হেলান দিয়ে ॥
১৭. তাদের কাছে ঘুরিবে
যারা অবিরত
চিরন্তন কিশোর তারা
রহিবে যতো;
১৮. বিশুদ্ধ শরাবে ভরা
পেয়ালা নিয়ে
১৯. বিকার বা মাথাব্যথা
হবে না তা পিয়ে ॥
২০. নানান জাতীয় সব
ফলমূল যতো
সেই সব রহিবে তাদের
পছন্দ মতো
২১. আনিবে পাখির গোশ
রুচিসম্মত ॥
২২. আয়ত নয়নের হুর
থাকিবে সেথায়
২৩. আবরণে সুরক্ষিত
মুক্তার ন্যায় ॥
২৪. এইসব দেয়া হবে
তাদেরই সবার
যা কিছু করিতো তারা
পুরস্কার তার ॥
২৫. শুনিবে না, সেখানে কথা
অনর্থক-বাজে
২৬. প্রশান্তিতে ভরে যাবে
সালাম-আওয়াজে ॥
২৭. ডানদিকে রয়েছে তাই
যাহারা সকল

কতই না ভাগ্যবান
সেদিকের দল ॥
২৮. তারা সব থাকিবে
এমন এক বাগানে
কাঁটা বিনা কুলগাছ
আছে সেখানে;
২৯. কলাগাছ রহিয়াছে
আরো কাঁদি ভরা
৩০. বিস্তৃত ছায়া আছে
সুশীতল করা ॥
৩১. সর্বদাই সেখানে
পানি বয়ে যায়
৩২. অজস্র-ফলমূল
রয়েছে সেথায়;
৩৩. কখনো শেষ হয়ে
যাবে না তাহা
কভুও নিষিদ্ধ
হবে না যাহা ॥
৩৪. উঁচু-উঁচু বিছানা
থাকিবে সেথায়
৩৫. নারীর সৃষ্টি সেথা
বিশেষ পন্থায়;
৩৬. রেখেছি তাদেরে চির
কুমারী করে
৩৭. স্থায়ী বয়সের যারা
হৃদয়ে ধরে
৩৮. ডানদিকে অবস্থিত
লোকেদের তরে ॥

রুকু-২

৩৯. তাদের বেশি রবে
আগের লোকেরা
৪০. পরের লোকেরাও
বেশি হবে তারা ॥
৪১. বাম দিকে থাকিবে
আর যেই দল
কতই না হতভাগা
তাহারা সকল ॥
৪২. থাকিবে আগুন আর
ফুটন্ত পানিতে
৪৩. ঘন-কালো ধোঁয়া হবে
ছায়া সেথা দিতে ॥
৪৪. সুশীতল নয় তাহা
আরামের তরে
৪৫. পূর্বে ছিল তারা
বিলাসিতা করে ॥
৪৬. করিয়া থাকিত সদা
পাপ কাজ যত
৪৭. তখন বলিত তারা
কথা এই মতো
মরে গিয়ে মাটি হাড়ে
হব পরিণত;
কেমন করে পুনরায়
আবার এমন
জীবিত হয়ে সব
উঠিবো তখন ?
৪৮. পূর্বের পুরুষগণও
তারা সকলে ?
৪৯. এই কথা দাও তুমি
তাদেরে বলে;
আগে বা পরের সকল
যাহারাই রয়
সকলেই তারা সব
হবে নিশ্চয় ॥
৫০. নির্দিষ্ট-দিনে এক
নির্ধারিত
সবাইকে করা হবে
একত্রিত ॥
৫১. মিথ্যারোপকারী আর
বিপথগামীগণ
৫২. যাক্কুম বৃক্ষ হবে
করিতে ভক্ষণ ॥
৫৩. করিতে তোমাদের
হবে অতঃপর
ক্ষুধায় তাহা দ্বারা

পূর্ণ উদর ॥
৫৪. ফুটন্ত পানি হবে
পান করিতে
৫৫. পিপাসু উটের মত
থাকিবে নিতে ॥
৫৬. কিয়ামতে হবে এটা
তোমাদের তরে
আতিথেয়তা মোর
এমনই করে ॥
৫৭. আমারই সৃষ্টি আছ
তোমরা সবাই
তবু কেন তোমাদের
বিশ্বাস নাই ?
৫৮. তোমরা কি দেখিয়াছ
কভু ভাবিয়া
বীর্যের পাত কর
সেই কথা নিয়া ?
৫৯. তোমাদের দ্বারা কি
সৃষ্টি তাহার
নাকি তাহা এইরূপ
সৃষ্টি আমার ?
৬০. নির্ধারিত তোমাদের
মৃত্যুর সময়
আমার তো কোন কিছু
অক্ষম নয়;
৬১. এমনি ব্যাপারে যে
আমি তোমাদের
জায়গাতে নিয়ে আসি
অন্য যাদের;
আকৃতি বানিয়ে দেই
তোমাদের এমন
জানো না তোমরা তাহা
কিরূপ তেমন ॥
৬২. জেনেছ সৃষ্টি যেমন
প্রথম বারে
বুঝিতে পার না কেন
এখন তারে ?
৬৩. যে সকল বীজ কর
তোমরা বপন
তাহা নিয়ে ভেবে কি
দেখেছ তেমন ?
৬৪. উৎপন্ন করে থাকো
তোমরা কি তার
নাকি সেটা হয়ে থাকে
তৈরী আমার ?
৬৫. যদি মোর থাকে কোন
ইচ্ছা সেথায়
করিয়া দিতে পারি
খড় আর কুটায় ॥
বিস্মিত হয়ে সব
পড়িবে তখন
৬৬. বলিবে ঋণের দায়ে
পড়েছি যেমন
৬৭. পূর্ণরূপে বঞ্চিত
হলাম তেমন ॥
৬৮. ভেবেছ কি পান কর
পানি যাহা নিয়ে
৬৯. তোমরা কি মেঘ থেকে
আনো নামিয়ে ?
অথবা আমি কি নামাই
বর্ষণ দিয়ে ?
৭০. করে দিতে পারি তাহা
ইচ্ছায় আমার
তিক্ত আর একেবারে
বিস্বাদ তার
তবু কেন কর না
শোকর-গুজার ?
৭১. ভেবেছ কি কখনো
আগুন জ্বালাবার
৭২. বৃক্ষ কি তৈরি কর
তোমরাই তার
নাকি তাহা সৃষ্টি
সকলি আমার ?
৭৩. আমি এক নিদর্শন
করেছি তাকে
মরুচারীদের তরে

উপকার থাকে ॥
৭৪. অতএব তুমি তব
রবের স্মরণে
মহিমা বর্ণনা কর
একাগ্র-মনে ॥

রুকু-৩

৭৫. অস্তগামী তারকার
কসম রয়
৭৬. এ-কসম জানিতে যদি
কত বড় হয় ॥
৭৭. অবশ্যই কোরআন বড়
সম্মানিত
৭৮. লওহে মাহফুজে আছে
সুরক্ষিত;
৭৯. ছোঁয় না কেহ শুধু
তারা ব্যতীত
রয়েছে সবাই যারা
পূতঃ পবিত্র
৮০. জগৎ পালক হতে
নাজিলকৃত ॥
৮১. এখনো কি তোমরা
এ বাণীর প্রতি
দেখায়ে চলিবে সবাই
তুচ্ছতা অতি ?
৮২. মিথ্যা আর বলা শুধু
তোমরা ইহাকে
মনে কর তোমাদের
বাহাদুরি থাকে;
৮৩. এটা কেন তখন তবে
তোমাদের নয়
প্রাণ যখন কারো
কণ্ঠাগত হয় ?
৮৪. সেজন্য তোমরা যখন
থাকো তাকিয়ে
৮৫. আমি থাকি তোমাদের চেয়ে
নিকটে গিয়ে
দেখো না তো তোমাদের
দৃষ্টি দিয়ে ॥
৮৬. না হবে তোমাদের যদি
হিসাব প্রদান
৮৭. তবে কেন ফিরায়ে
আনো না সে প্রাণ ?
সত্যবাদী হও যদি
তোমরা তেমন
৮৮. যদিও সে নিকটদের
মাঝে একজন ॥
৮৯. তবে যে জান্নাতে
রয়েছে তাহার
সীমাহীন সুখ আর
শান্তি অপার ॥
৯০. আর যদি যেই দল
ডানদিকে রয়
সেই লোক, সে-দলের
একজন হয়;
৯১. তখন ডাকিয়া সেথায়
বলা হবে তাকে
তোমায় হে ডানের লোক
সালাম থাকে ॥
৯২. কিন্তু সে-লোক যদি
ওদিকের হয়
অস্বীকারী-ভ্রষ্ট সেই
পথে যারা রয়;
৯৩. ফুটন্ত পানি দিয়ে
হবে আপ্যায়ন
৯৪. দোজখের আগুনেতে
হবে সে দহন ॥
৯৫. ধ্রুব এক-সত্য এটা
সন্দেহ নাই
৯৬. রবের মহিমা তুমি
গেয়ে চল তাই ॥

৫৭. সূরা হাদীদ
মদিনায় ঃ আয়াত ২৯ ঃ রুকু ৪

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু করুণাভরা
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. যাহা কিছু আসমান ও
জমিনের পরে
আল্লাহ্‌র পবিত্রতা সবাই
ঘোষণা করে ॥
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
আরো তিনি রয়েছেন
বিশাল-প্রজ্ঞাময় ॥

২. নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি
জমিন-আসমান
সবাইকে তিনিই করেন
জীবন প্রদান;
তিনিই সবারে আবার
মৃত্যু ঘটান
সবার উপরে সেরা
তিনি শক্তিমান ॥

৩. তিনিই সর্বপ্রথম
শেষও সবার
তিনিই প্রকাশিত এবং
গুপ্ত যে আর;
সবিশেষভাবে তিনি
সর্ববিষয়
সব কিছু জ্ঞানে তাঁর
বিশেষভাবে রয় ॥

৪. তিনি সেই সত্ত্বা
ছ'সময়ে যিনি
জমিন ও আসমান
সৃজিলেন তিনি;
এসকল অতঃপর
সৃষ্টি করে
হলেন অধিষ্ঠিত
আরশের উপরে ॥
আসমান থেকে আসে
যাহা কিছু আর
উত্থিত আসমানে
হয় যা, আবার;
জমিনে ঢোকে যাহা
বের-ও যাহা হয়
সে গুলোর সবকিছু
তাঁর জানা রয় ॥
যেখানেই থাকোনা তিনি
সাথে রয়েছেন
যা কিছু করোনা, সব
আল্লাহ্ দেখেন ॥

৫. আসমান ও জমিনের
কর্তৃত্ব তাঁর
সকল কিছুই হলো
সেই আল্লাহ্‌র
তাঁর দিকে সবকিছু
ফিরিবে আবার ॥

৬. দিনের ভিতরে দেন
রাত ঢুকিয়ে
রাতের মাঝেও আনেন
দিনকে নিয়ে ॥
অন্তরে গোপন সবার
যাহা কিছু আছে
সব খবরই থাকে
তাঁহার কাছে ॥

৭. তোমরা ঈমান আনো
আল্লাহ্-রাসুলে
তাঁর দ্বারা যে সবের
মালিক হলে;
তাহা হতে ঠিকপথে
করে চল ব্যয়
ব্যয় যারা করে সাথে
ঈমান রয়

পুরস্কার তাহাদের
আছে নিশ্চয় ॥

৮. কি হলো, আল্লাহ্য় কেন
আনো না ঈমান
রাসুল তোমাদের
করে আহ্বান ?
পূর্বেই তোমাদের
আল্লাহ্র কাছে
বিশ্বাস কর যদি
অঙ্গীকার আছে ॥

৯. নাজিল করেছেন তিনি
বান্দার প্রতি
আয়াতসমূহ তাঁর
পরিষ্কার অতি;
যেন তাহা তোমাদেরে
বের করে আনে
সবারে আঁধার হতে
আলোর পানে ॥
আল্লাহ্ তোমাদের ওপর
বড় মেহেরবান
অতিশয় দয়ালু তিনি
বিরাট মহান ॥

১০. হলো কি যে তোমাদের
সম্পদ হতে
ব্যয় কেন করিছ না
আল্লাহ্র পথে ?
অথচ ভূ-গগন
শুধুই যে তাঁর
সমস্ত মালিকানা
একই আল্লাহ্র ?
মক্কা বিজয়ের আগে
তোমাদের যারা
আল্লাহ্র পথে ব্যয়
করিয়াছে তারা;
জেহাদও করিয়াছে
দিয়ে মনপ্রাণ
তারা আর পরের যারা
নয়তো সমান;
মর্যাদা অনেক তারা
উপরে ধরে
তাদের চেয়ে এলো যারা
বিজয়ের পরে
আল্লাহ্র কল্যাণ তবে
উভয়ের তরে ॥
যাহা কিছু তোমরা সবাই
কর সেখানে
সব কিছু রয়ে যায়
আল্লাহ্র জ্ঞানে ॥

রুকু-২

১১. এমন কেহ কি আর
কোথায়ও থাকে
উত্তম ঋণ যে দিতে
পারে আল্লাহ্কে ?
বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন
তিনি যে তাহার
রহিয়াছে তার তরে
বড় পুরস্কার ॥

১২. মুমিনের নূর যে তুমি
পাবে দেখিতে
তাদের সমুখে-ডানে
ছোটাছুটি করিতে ॥
সুখবর এমন তাদের
জান্নাত রয়
পাদদেশে নহর যেথা
প্রবাহিত হয়;
সেখানে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে
বিরাট সাফল্য এটা
তাহাদের তরে ॥

১৩. মুনাফেক বলিবে সেদিন
মুমিনকে এমন
তোমাদের আলো কিছু
করি আহরণ ॥
বলা হবে, চলে যাও

পিছন পানে
তোমরা খুঁজিতে থাকো
আলো সেখানে ॥
উভয়ের মাঝে পরে
দেওয়াল হবে
একটি দরোজা পথ
সেখানে রবে;
ভিতরের দিকে হবে
রহমত তার
আজাব থাকিবে
বাহিরেতে আর ॥

১৪. মুমিনেরে ডাকিয়া তারা
বলিবে এমন
তোমাদের সাথে কি
ছিলাম না তখন ?
উত্তরে বলিবে তারা
ঠিকই তো ছিলে
নিজেরাই নিজেদের
বিপদ আনিলে ॥
আমাদের জন্যে তখন
খারাপ চেয়েছ
অলীক আশা করে
সন্দেহ করেছ;
আল্লাহ্‌র আদেশ শেষে
পৌঁছে গেছে
শয়তান তোমাদেরে
ধোঁকায় রেখেছে ॥

১৫. তোমাদের থেকে কোন
আজ আর এখন
গৃহীত হবে না আর
মুক্তির পণ
কাফেরের নিকট হতেও
হবে না গ্রহণ ॥
দোজখ তোমাদের সাথী
আবাস সবার
কতই না জঘন্য এটা
জায়গা থাকার ॥

১৬. মুমিনেরা তাহাদের
জন্য কি এখন
সময় কি আসেনি তাঁকে
করিতে স্মরণ;
সত্য যা নাজিল হলো
তাহার কারণ
বিগলিত করিতে তাদের
হৃদয় আর মন ?
হয় না তারা যেন
পূর্বের মতন
যাদের কিতাব দেয়া
হয়েছে তখন;
দীর্ঘকাল পার হয়
তাদের উপর
গিয়েছিল কঠিন হয়ে
ফলে অন্তর ॥
অতীতের ছিল তারা
সেইসব দল
পাপাচারী বেশি ছিল
তাদের সকল ॥

১৭. জেনে রেখ আল্লাহ্‌ই
জীবিত করেন
জমিনকে মৃত্যুর পরে
প্রাণ দিয়ে দেন;
নিদর্শন বহু রাখি
তোমাদের তরে
বুঝিতে তোমাদের
পরিস্কার করে ॥

১৮. দানশীল পুরুষ আর
নারী হয় তারা
আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ
দেয় যাহারা ॥
বহুগুণে বাড়িবে
বিনিয়োগ তার
সম্মানজনক আরো
আছে পুরস্কার ॥

১৯. আল্লাহ্ ও রাসুলে যাদের
রয়েছে ঈমান
রবের কাছে সিদ্দিক ও

শহীদের সম্মান ॥
সবার জন্য তাদের
আছে পুরস্কার
রয়েছে তাদের আরো
জ্যোতির বাহার;
কুফরি যারা সব
করিয়াছে আর
করেছে আয়াত মোর
যারা অস্বীকার
দোজখে দেয়া হবে
তাদের সবার ॥

রুকু-৩

২০. এই কথা জেনে রাখ
তোমরা সকল
দুনিয়ার জীবন তো
শুধুই কেবল;
খেল্-তামাশা আর
জাঁকজমকের
অহমিকা-সন্তান-ধন
পরস্পরের ॥
একে শুধু অন্যের সাথে
প্রতিযোগিতা
বৃষ্টির উপমা এক
রহিয়াছে তা ॥
এর দ্বারা তৈরি হয়
যে সব ফসল
আনন্দ পায় তাতে
কৃষকের দল;
অতঃপর যখন তাহা
যায় শুকিয়ে
হলুদ বর্ণ তাদের
দেখ সেথা গিয়ে ॥
পরিণত হয় পরে
খড় আর কুটায়
আখেরাতে কঠিন বড়
শাস্তি রয়ে যায়
আল্লাহ্র খুশি ও ক্ষমা
রয়েছে সেথায় ॥
দুনিয়ার জীবন নিছক
ছলনায় ভরা
মাত্র কিছুদিন শুধু
সেথা ভোগ করা ॥

২১. তোমরা ধাবিত সবাই
হও সেখানে
তোমাদের রবের বিশাল
ক্ষমার পানে
এমন সেই জান্নাত
আছে যেখানে ॥
আসমান ও জমিনসম
প্রশস্ত যাহা
প্রস্তুত করে রাখা
হয়েছে তাহা ॥
আল্লাহ্ ও রাসুলে যাদের
রয়েছে ঈমান
অনুগ্রহ আল্লাহ্র এটা
যাকে তিনি চান;
ইচ্ছা তিনি করিলে
করেন তাকে দান
আল্লাহ্ সকল সময়
মহা দয়াবান ॥

২২. পৃথিবী ও তোমাদের
জীবনের উপরে
বিপদ আসে না কোন
হঠাৎ করে
লিখিত রয়েছে আগে
মোর দফতরে ॥
আল্লাহ্র জন্য রহে
এটা নিশ্চয়ই
খুবই সহজ কাজ
যাহা অতিশয় ॥

২৩. এ জন্য এই কথা
বলা এখানে
যাহা কিছু তোমরা
হারাও সেখানে;

দুঃখিত হয়ো না যেন
তার কারণে
উল্লসিত হয়ো না বেশি
অহংকারী মনে
তোমাদের দিলেন যাহা
তার জন্যে ॥
আল্লাহ্ পছন্দ কভু
করেন না যে তার
উদ্ধত-অহংকারী
গর্ব আছে যার ॥

২৪. নিজেরা কৃপণতা
করে যারা চলে
অপরকেও একই রূপ
করিতে বলে ॥
মুখ যে ফিরিয়ে নেয়
শুনে রাখে যেন
প্রশংসিত আল্লাহ্‌র নেই
অভাব কোন ॥

২৫. নিশ্চয়ই করেছি আমি
তাদের প্রেরণ
প্রমাণ সহ মোর
যে রাসুলগণ;
কিতাব আর ন্যায়নীতি
তাহাদের সাথে
ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সবাই
করিবে যাতে ॥
নাজিল করেছি লোহা
মানবের তরে
প্রচণ্ড যাহা এক
শক্তি ধরে
মানুষের আরো বহু
উপকার করে ॥
করিবেন আল্লাহ্ প্রকাশ
এ জন্য আর
সাহায্য কেহ করে
না দেখিয়া তাঁর
এবং তাদের যারা
রাসুল আল্লাহ্‌র ॥
তিনিই আল্লাহ্ এক
মহাশক্তিধর
প্রবল প্রতাপশালী
সবার উপর ॥

রুকু-৪

২৬. নূহু ও ইব্রাহিমের
আমি তো তখন
রাসুলরূপে তাহাদের
করেছি প্রেরণ ॥
রেখেছি বংশে তাহার
কিতাব নবুয়ত-ও
এবং করিয়াছি তাহা
অব্যাহত ॥
তাহাদের কিছু ছিল
সৎপথে যারা
অধিকেই বেশি রয়
পাপাচারী তারা ॥

২৭. অতঃপর ক্রমান্বয়ে
তাহাদের উপরে
পাঠাই রাসুল আমি
এক-এক করে ॥
মরিয়ম তনয় ছিল
সেই ঈসাকে
ইঞ্জিল পাঠিয়েছিলাম
আমিই তাকে ॥
চলেছিল যারা তাকে
মান্য করে
দয়া আর মায়া দেই
তাদের অন্তরে ॥
বৈরাগ্য দেইনি আমি
তাদের উপরে
নিজেরাই এটা তারা
উদ্ভব করে ॥
আল্লাহ্‌কে পরন্তু তারা
খুশি করিতে
সেই পথ চেয়েছিল

নিজেরা নিতে
পারেনি তবুও তারা
ঠিক থাকিতে ॥
তাদের মাঝে বিশ্বাসী
ছিল যাহারা
মোর কাছে পুরস্কৃত
হয়েছে তারা
অধিকেই তাদের ছিল
পাপাচারী যারা ॥

২৮. মুমিনেরা আল্লাহ্কে
চল ভয় করে
বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা কর
রাসুলের পরে ॥
দ্বিগুণ পুরস্কার স্বীয়
রহমতে দিবেন
তোমাদেরে আরো তিনি
দান করিবেন;
এমনই জ্যোতি এক
তোমরা যা নিয়ে
চলাফেরা তোমরা
করিবে গিয়ে;
ক্ষমাও করিবেন তিনি
তোমাদের আর
ক্ষমাশীল আল্লাহ্
পরম দয়া তাঁর ॥

২৯. এ জন্য কিতাবীদিগের
রহে জানিবার
আল্লাহ্র অনুগ্রহে নাই
কারো অধিকার;
অনুগ্রহ আল্লাহ্রই
হাতে শুধু থাকে
করেন দান তিনি
ইচ্ছা যাকে ॥
সুমহান-অধীশ্বর
স্রষ্টা সবার
আরো তিনি রয়েছেন
দয়ার আধার ॥

---

৫৮. সূরা মুজাদালা
মদিনায় ঃ আয়াত ২২ ঃ রুকু ৩

আল্লাহ্র নাম নিয়ে
আরম্ভ করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. যেই নারীটি স্বামীর
বিষয় নিয়ে
বিতর্ক করেছে তোমার
নিকটে গিয়ে;
ফরিয়াদ করেছে সে
আল্লাহ্র কাছে
আল্লাহ্ উভয়েরই
কথা শুনিয়াছে ॥
সকল কিছু আল্লাহ্
থাকেন শুনিয়া
থাকেন আরো তিনি
সবই দেখিয়া ॥

২. তোমাদের ভিতরে সব
আছে তাহারা
যিহার স্ত্রীর সাথে
করিয়াছে যারা;
এই কথা তাহাদের
জানিবার রয়
নিজের স্ত্রী কারো
মাতা কভু নয় ॥
মাতা তো কেবলই
তাহাদের কাছে
যাহারা জন্ম তাদের
দান করিয়াছে
তারা এক অবান্তর
কথা বলিয়াছে ॥

আল্লাহ্ মার্জনাকারী
তিনি নিশ্চয়
পরম ক্ষমাশীল আরো
তিনি অতিশয় ॥

৩. নিজের স্ত্রীকে যিহার
করিয়া যারা
প্রত্যাহার করিতে চায়
পরে তাহারা
তাহাদের তরে এটা
হবে কাফ্ফারা ॥
ছুঁইবার আগে যেন
তারা পরস্পরে
একটি গোলাম দেয়
আজাদ করে ॥
উপদেশ এটা হলো
তোমাদের তরে
আল্লাহ্ নজর রাখেন
সবার উপরে ॥

৪. এই সামর্থ্য তবে
না আছে যাহার
দুই মাস রাখিতে রোজা
হবে যে তাহার;
ইহাতেও সক্ষম নয়
ব্যক্তি এমন
মিসকিন করাবে আহার
সে ষাটজন ॥
এ জন্য তোমাদের এই
নির্দেশ প্রদান
আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি
রাখিবে ঈমান ;
এইগুলো আল্লাহ্র
সীমারেখা রয়
ব্যথার শাস্তি কাফের
পাবে নিশ্চয় ॥

৫. আল্লাহ্ ও রাসুলে যারা
বিরোধিতা করে
লাঞ্ছনা রহিয়াছে
তাহাদের তরে
এসেছিল অতীতে যেমন
লোকেদের উপরে ॥
পরিষ্কার আয়াত আমার
নাজিল করা
কাফেরের শাস্তি আছে
অপমান ভরা ॥

৬. করিবেন আল্লাহ্ যেদিন
পুনরুত্থিত
জানিয়ে দিবেন তাদের
যাহা করিত;
রেখেছেন আল্লাহ্ তাহা
সংরক্ষিত
হয়েছে সবাই তারা
সবই বিস্মৃত ॥
সমস্ত ঘটনাবলী
যাহা ঘটিয়াছে
সকল সময়ই তাঁর
দৃষ্টির কাছে ॥

রুকু-২

৭. জানো না কি রয়েছে
জমিন-আসমানে
সব কিছু রহে তাহা
আল্লাহ্র জ্ঞানে ?
তিনজনে যুক্তি কিছু
করিলে তখন
তাহাদের মাঝে তিনি
চতুর্থ হন ॥
আলোচনা যখন হয়
কোন পাঁচজন
তাঁকে নিয়ে হয় সেথা
ষষ্ঠ তখন ॥
কম বা বেশি হোক
তারা সেখানে
থাকুক না তারা কেন
আর যেখানে
আল্লাহ্ আছেন সদা

তাহাদের সনে ॥
যে সকল কর্ম সেথায়
তাহারা করে
কিয়ামতে আনিবেন তিনি
তাদের গোচরে ॥
রয়েছেন আল্লাহ্ সদা
তিনি নিশ্চয়
জানা আছে আরো তাঁর
সর্ববিষয় ॥

৮. সেই দিকে পারেনি কি
নজর রাখিতে
কানাঘুষা নিষেধ রয়
যাদের করিতে ?
নিষিদ্ধ কাজ তারা
করে পুনরায়
সীমানা লঙ্ঘনও
তারা করে যায়;
কানাঘুষা করে তারা
পাপ কাজ লয়ে
রাসুলের অবাধ্য সবাই
তাহারা হয়ে ॥
এমন সালাম তোমায়
তারা দিয়ে থাকে
সালাম আল্লাহ্ যেরূপ
দেননি তোমাকে ॥
আর তারা নিজেদের
মনে-মনে বলে
আল্লাহ্ দেন না কেন
শাস্তি তাহলে
সে কারণে মোরা সব
বলি যাহা চলে ?
জাহান্নাম-ই তাহাদের
যথেষ্ট হবে
তাহারা দোজখেতে
ঢুকিবে সবে
কতই না জঘন্য সেটা
জায়গা রবে ॥

৯. মুমিনেরা কানাকানি
করিবে যখন
অবাধ্যতা-পাপাচার
সীমা-লঙ্ঘন
সেটা নিয়ে কানাকানি
করো না তখন ॥
আলোচনা তোমরা কর
এমন বিষয়
সৎ কাজ খোদাভীতি
যেই সবে রয় ॥
সেই সাথে আল্লাহ্‌কে
করে চল ভয়
একত্র তাঁর কাছে
হবে নিশ্চয় ॥

১০. কানাঘুষা কেবলই
শয়তান হতে
মুমিনের মনে শুধু
দুঃখ দিতে ॥
কখনোই আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা ছাড়া
ক্ষতি কারো হয় না
শয়তান দ্বারা ॥
কেবল মাত্র শুধুই
আল্লাহ্‌র উপরে
উচিত মুমিনের থাকা
ভরসা করে ॥

১১. মুমিনেরা তোমাদের
বলা হয় যখন
মজলিস প্রশস্ত
করিও তখন ॥
আল্লাহ্‌ও জেনে রাখ
তোমাদের তরে
স্থান দিবেন তিনি
প্রশস্ত করে ॥
যখন উঠিবার
কথা বলা হবে
তোমরা উঠে যাও
তখনই তবে ॥
তোমাদের মাঝে যারা

এনেছ ঈমান
দান করা হয়েছে
যাহাদের জ্ঞান
মর্যাদা আল্লাহ্ তাদের
করিবেন প্রদান ॥
যত কিছু কর্মসকল
তোমাদের রয়
জানা রহে আল্লাহ্র
সর্ব-বিষয় ॥

১২. মুমিনেরা রাসুলকে চাও
যদি নিভৃতে
তার কাছে গোপনীয়
কিছু বলিতে ॥
সেই কথা বলিবার
পূর্বে তবে
সদ্কা প্রদান কিছু
করিতে হবে;
তোমাদেরই জন্য সেটা
ভাল রয়ে যায়
পবিত্র থাকিবারও
শ্রেষ্ঠ উপায় ॥
এটা যদি তোমাদের
সামর্থ্য না হয়
ক্ষমাশীল আল্লাহ্ অতি
পরম দয়াময় ॥

১৩. শঙ্কিত হলো কি তবে
তোমাদের প্রাণ
গোপন কথা বলার আগে
সদ্কা প্রদান ?
সদ্কা, পারিবে না দিতে
তোমরা যখন
আল্লাহ্ ক্ষমা করে
দিলেন তখন ॥
যথারীতি কায়েম কর
তোমরা সালাত
প্রদান আরো যেন
করিবে জাকাত ॥
আনুগত্য তোমরা
কর আল্লাহ্র
সেই সাথে মান্য কর
রাসুলকে তাঁর;
তোমাদের কর্মসকল
যাহা কিছু রয়
আল্লাহ্র জানা আছে
সকল বিষয় ॥

রুকু-৩

১৪. খেয়াল করোনি কি
তুমি তাদেরে
আল্লাহ্র রাগ আছে
যাদের উপরে
তাদের সাথে যাহারা
দোস্তি করে ?
কখনো হয় না সেই
তারা সকলে
তোমরা অথবা
তাহাদের দলে
মিথ্যার উপরে তাদের
কসম চলে ॥

১৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্
তাহাদের তরে
রেখেছেন শাস্তি কঠোর
প্রস্তুত করে;
যেই কাজ করিতো সব
তারা নিশ্চয়
কতই না মন্দ কাজ
তাহা অতিশয় ॥

১৬. নিজেদের শপথকে তারা
ঢাল করে থাকে
এভাবে আল্লাহ্র পথে
বিরত রাখে;
তাদের করা হবে
শাস্তি প্রদান
থাকিবে যাহাতে
বড়-অপমান ॥

১৭. কোন কাজে আসিবে না
ধন-সন্তান
আল্লাহ্র শাস্তিতে বাধা
করিতে প্রদান ॥
দোজখের অধিবাসী
হবে তাহারা
চিরকাল সেখানেই
রয়ে যাবে যারা ॥
১৮. যেই দিন আল্লাহ্
তাদের সবারে
পুনরায় উঠাবেন
জীবিত করে;
শপথ করিবে হাজির
রেখে আল্লাহ্কে
তোমাদেরে যেরূপ শপথ
করিয়া থাকে ॥
ধারণা আরো তারা
করে যে তখন
এতে কোন কাজ হবে
তাদের এখন
প্রকৃত মিথ্যেবাদী
তারাই এমন ॥
১৯. শয়তান তাহাদের
বশ করিয়া
আল্লাহ্কে করিতে স্মরণ
রাখে ভুলাইয়া ॥
তারা তো আছে সব
শয়তান দলে
ক্ষতির মাঝে হবে
তারা সকলে ॥
২০. আল্লাহ্ ও রাসুলের যারা
বিরোধিতা করে
তাহারাই লাঞ্ছিত
দলের ভিতরে ॥
২১. আল্লাহ্ দিয়াছেন
লিখিয়া এমন
অবশ্যই বিজয়ী হব
আমি বিলক্ষণ
আরো যারা আমার ওই
রাসুলগণ ॥
নিশ্চই আল্লাহ্ তিনি
মহাশক্তিধর
পরাক্রমশালী আরো
সবার উপর ॥
২২. ঈমান রাখে সব
যারা আল্লাহ্তে
বিশ্বাস যাদের আরো
আছে আখেরাতে;
তাহাদেরে দেখিবে না
তুমি কখনও
এমন কারো দোস্তি
করিতে কোন;
আল্লাহ্ ও রাসুলে যারা
করে বিরোধিতা
হয়ও যদি তাহাদের
পুত্র বা পিতা ;
ভ্রাতা বা তাহাদের
আত্মীয়-স্বজন
আল্লাহ্ করেছেন তাদের
হৃদয় এমন;
পোক্ত করিয়া ঈমান
তাদের অন্তরে
রুহু দ্বারা শক্তিশালী
দিয়েছেন করে ॥
বেহেশ্তে দিবেন তাদের
দাখিল করিয়া
নহর বয় যেথা
তলদেশ দিয়া
সেখানে রইবে তারা
চিরকাল ধরিয়া ॥
সবাই তারা আল্লাহ্কে
খুশি করিয়াছে
প্রশান্তিও পেল তারা
আল্লাহ্র কাছে ॥
আল্লাহ্রই দলে রয়
তাহারা সকল

সফলকামী হবে জেন
আল্লাহ্‌রই দল ॥

---

৫৯. সূরা হাশর
মদিনায় ঃ আয়াত ২৪ ঃ রুকু ৩

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করি আমি
দয়া ও করুণাভরা
অন্তর্যামী ॥

রুকু-১

১. জমিন ও আসমানে
যত কিছু আর
মহিমা ঘোষণা তারা
করে আল্লাহ্‌র;
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
তিনি আরো রয়েছেন
বড় প্রজ্ঞাময় ॥

২. কিতাবীদিগের মাঝে
যাহারা কাফের
প্রথমবারেই তিনি
একত্রে তাদের;
বের করে দিয়েছেন
বাড়িঘর হতে
ধারণাও করনি তাহা
হবে এই মতে;
তাহারা যে সকলেই
এমনইভাবে
অতি সহজেই তারা
বেরিয়ে যাবে ॥
যদিও তাহারা সকল
এই মনে করে
দুর্গগুলি রক্ষা সব
করিবে তাদেরে;
আল্লাহ্‌র কবল হতে
বাঁচিবে তখন
কল্পনা তাহারা সেথা
করেনি যেমন;
আল্লাহ্‌র শাস্তি যাবে
তাদের উপরে
সেই দিক দিয়ে হবে
এমনই করে ॥
দিলেন আল্লাহ্ তাদের
ভয় ধরিয়ে
ঘরবাড়ি ধ্বংস করে
নিজেরা গিয়ে;
ধ্বংস করিল আরো
মুমিনগণ
চক্ষুষ্মানেরা কর
শিক্ষা গ্রহণ ॥

৩. আল্লাহ্ যদি নির্বাসন
না রাখিতেন
অবশ্যই পৃথিবীতে
শাস্তি দিতেন;
আখেরাতে তাহাদের
রহিয়াছে আর
দোজখের শাস্তি যাহা
কঠিন সবার ॥

৪. এইরূপ শাস্তি যাহা
হবে এ কারণ
আল্লাহ্ ও রাসুলে করে
বিরুদ্ধাচরণ ॥
যে কেহ আল্লাহ্‌র
করে বিরোধিতা
জানে যেন আল্লাহ্ কঠোর
শাস্তিদাতা ॥

৫. খেজুরের যে গাছগুলি
ফেলেছ কাটিয়া
যেইগুলি রেখেছ আরো
খাড়া করিয়া;
রেখেছ তা আল্লাহ্‌রই
নির্দেশিত

পাপীদের করিবেন বলে
তিনি লাঞ্ছিত ॥

৬. আল্লাহ্ ইহুদীদিগের
কাছ থেকে আর
গণিমত রাসুলকে
দিয়াছেন তাঁর;
এজন্য ঘোড়া বা
উটে চড়িতে
লাগেনি সেইভাবে
যুদ্ধ করিতে ॥
যদিও আল্লাহ্ তাঁহার
রাসুলদেরে
বিজয়ী করেন তিনি
ইচ্ছা যার পরে ॥
আল্লাহ্ই তাঁর আছে
সকল বিষয়
প্রচণ্ড ক্ষমতা ভরা
সর্ব-সময় ॥

৭. জনপদবাসী হতে
আল্লাহ্ দিলেন
তিনি তাঁর রাসুলকে
যাহা দিয়েছেন ॥
রাসুলের আত্মীয়
ইয়াতিম সকল
মিসকিন আর যত
মুসাফির দল ॥
ধন আর সম্পদ যেন
ধনীদের হাতে
সঞ্চিত কখনো সেটা
না হয় যাতে ॥
তোমাদের যা কিছু দিবে
রাসুল যখন
সেই সব তোমরা তাহা
করিবে গ্রহণ ॥
নিষেধ করিলে রাসুল
বিরত থাকো
আল্লাহ্র উপরে ভয়
তোমরা রাখো ॥
এইরূপই আল্লাহ্ তিনি
হন নিশ্চয়
কঠোর শাস্তিদাতা
তিনি অতিশয় ॥

৮. এই ধনে হক আছে
মুহাজির যারা
নিজের ঘর হতে
উৎখাত তারা ॥
আল্লাহ্কে খুশি তারা
করিবার তরে
আল্লাহ্ ও রাসুলকে
সাহায্য করে
তারাই তো রয়েছে সকল
সত্যের উপরে ॥

৯. মুহাজির আসার আগে
যারা মদিনায়
ঈমান আনিয়া সেথা
বাস করে যায়;
ভালোবাসে যাহারা
মুহাজিরদেরে
ঈর্ষা তাদের কোন
নাই অন্তরে;
অভাব নিজেদের
থাকিলেও আর
মুহাজিরদিগের দেয়
অগ্রাধিকার
এই ধনে হক আছে
তাদেরও সবার ॥
মনের কৃপণতা হতে
মুক্ত যারা
প্রকৃত সফলকামী
সেই লোক তারা ॥

১০. এ সম্পদে হক্ আছে
তাহাদেরও তরে
যাহারা আসিয়াছে
উহাদের পরে
এইরূপ প্রার্থনা
তারা সব করে,

হে রব, করুন ক্ষমা
মোদেরে প্রদান
পূর্বের ভাই যারা
এনেছে ঈমান ॥
বিদ্বেষ দিবেন না যেন
আমাদের মনে
তাহাদের প্রতি তাই
যেন কোনক্ষণে;
হে রব, আপনি তো
মমতার আধার
পরম দয়ালু হৃদয়
আছে আপনার ॥

রুকু-২

১১. তুমি কি দেখনি যে
মুনাফেক কারা ?
কিতাবী ভাইদেরে
বলে থাকে তারা;
তোমরা বহিস্কৃত
কখনো হলে
কারো কথা মানিব না
সাথে যাবো চলে ॥
তোমাদের উপরে যদি
আসে আক্রমণ
আমরা সাহায্য তবে
করিব তখন ॥
অথচ আল্লাহ্র এমন
সাক্ষ্য হেথায়
সকলেই মিথ্যেবাদী
তারা রয়ে যায় ॥
১২. কিতাবী যদি কভু
নির্বাসিত হয়
কোন দিনই যাবে না তারা
সাথে নিশ্চয়;
আক্রমণ আসিলেও
তাদের উপরে
পালিয়ে যাবে পিঠ
প্রদর্শন করে ॥
১৩. আসলে তাদের যাহা
অন্তরে রয়
আল্লাহ্র চেয়েও অধিক
তোমাদের ভয়;
এইরূপ রয়ে যায়
ইহার কারণ
বুঝিতে পারে না বলে
তাহারা এমন ॥
১৪. তবুও একত্র হয়ে
সবাই যারা
যুদ্ধে তোমাদের সাথে
পারিবে না তারা ॥
যুদ্ধ তারা সব
করিবে কেবল
সুরক্ষিত জনপদের
ভিতরে সকল;
অথবা দেয়ালের
আড়ালে থাকিয়া
নিজেদেরই সাথে যাবে
যুদ্ধ করিয়া ॥
ঐক্যবদ্ধ মনে
করিছ যাদের
শতধা বিভক্ত সবার
অন্তর তাদের ॥
ইহারই জন্য সবাই
তাহারা এমন
কোনই জ্ঞান তারা
রাখে না তেমন ॥
১৫. ওইসব লোকের মত
আছে তাহারা
কর্মের শাস্তি আগে
পেয়েছে যারা
শাস্তি আরো আছে
যন্ত্রণা দ্বারা ॥
১৬. মুনাফেকের উপমা
রহে শয়তান
কুফরি করিতে করে

যুক্তি প্রদান ॥
কুফরির পরে থাকে
এই কথা তার
তোমার সাথে কোন কিছু
নেই তো আমার
আমি তো ভয় করে
চলি আল্লাহ্‌র ॥

১৭. পরিণাম জাহান্নামে
যাবে উভয়ে
চিরকাল যাবে তারা
সেখানেই রয়ে
এমনই কর্মের ফল
পাপী যাবে সয়ে ॥

রুকু-৩

১৮. মুমিনেরা আল্লাহ্‌কে
করে চল ভয়
আগামী কল্য তার
পাঠানো কি হয়
এই কথা চিন্তা করা
তার উচিত রয় ॥
তোমরা ভয় করে
চল আল্লাহ্‌কে
কর যাহা তোমরা
তাঁর জানা থাকে ॥

১৯. তোমরা হয়ো নাকো
যেমন তারা
একেবারে আল্লাহ্‌কে
ভুলে গেছে যারা ;
আল্লাহ্‌ও দিলেন তাদের
বিস্মৃত করে
তারা সব রহিয়াছে
পাপের উপরে ॥

২০. দোজখ আর বেহেশতের
অধিবাসীরা
কখনো একই সমান
হয় না তারা
সফলকামী শুধু হয়
বেহেশ্‌তী যারা ॥

২১. নাজিল করিতাম আমি
যদি এ কোরআন
পাহাড়ের উপরে তাহা
করিতাম প্রদান;
আল্লাহ্‌র ভয়ে দেখিতে
পাহাড় কেমন
বিনীত ও ফাটিয়া তাহা
যাইত তখন ॥
এইরূপ বর্ণনা মোর
উপমার সাথে
মানুষ চিন্তা যেন
করে তাহাতে ॥

২২. তিনিই সেই আল্লাহ্
আছেন সদাই
তিনি ছাড়া আর কোন
উপাস্য যে নাই;
গায়েব আর প্রকাশিত
তাঁর জানা রয়
সীমাহীন দাতা তিনি
পরম দয়াময় ॥

২৩. তিনি সেই আল্লাহ্
আছেন সদাই
তিনি ছাড়া আর কোন
উপাস্য যে নাই;
মালিক পবিত্র তিনি
পরাক্রমী আর
আশ্রয় শান্তিদাতা
রক্ষাকারী সবার
প্রবল প্রতাপশালী
মহিমাও যার ॥
যার সাথে শরিক তারা
তাঁহাকে করে
পবিত্র মহান তিনি
সে সবের উপরে ॥

২৪. তিনিই আল্লাহ্ যিনি
সৃষ্টি করেন

উদ্ভাবক সব কিছুর
আকৃতি দেন
সুন্দর অনেক নাম
তিনি নিয়েছেন ॥
যাহা কিছু আসমান ও
জমিনের উপরে
মহিমা সবাই তাঁর
ঘোষণা করে;
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
আছেন তিনি আরো
মহাপ্রজ্ঞাময় ॥

---

৬০. সূরা মুমতাহানা
মদিনায় ঃ আয়াত ১৩ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুণায়
ভরা যাঁর নাম ॥

রুকু-১

১. আমার ও তোমাদের
শত্রু যারা
বন্ধু যেন হয় না
মুমিনের তারা ॥
তোমরা তাদের কর
দোস্তির আহ্বান
অথচ তারা করে
প্রত্যাখ্যান ॥
সত্য যাহা কিছু
তোমাদের কাছে
সব কিছু অস্বীকার
তারা করিয়াছে ॥
রাসুল ও তোমাদেরে
করে বহিষ্কার
মক্কা হতে নির্বাসিত
করিল সবার ॥
এই সব করিয়াছে
একটাই কারণ
আল্লাহ্‌য় তোমাদের
বিশ্বাসী মন ॥
আমার পথে যদি
বের হয়ে থাকো
জেহাদ করিবার
কামনা রাখো ॥
আমাকে যদি চাও
খুশি করিতে
চাও কেন গোপনে তাদের
বন্ধু নিতে ?
যাহাই কর না প্রকাশ
অথবা গোপন
সব কিছু জানা মোর
রয়েছে এমন ॥
তোমাদের মাঝে যারা
এইরূপ করে
সরল পথ হতে
যায় তারা সরে ॥

২. কাবু যদি তোমাদের
করিতে পারে
তোমাদের শত্রু হবে
যে কোন প্রকারে ॥
মিষ্টি কথা আর
হাত বাড়িয়ে
তোমাদের অনিষ্টের
কামনা নিয়ে;
আসিবে তোমাদের কাছে
তারা সব যত
তোমরা কাফেরে যেন
হও পরিণত ॥

৩. কোন কাজে আসিবে না
কিয়ামতে যখন
সন্তান ও সন্ততি

আত্মীয়-স্বজন;
তোমাদের মীমাংসা তিনি
করিয়া দিবেন
তোমরা যা করো তাহা
আল্লাহ্ দেখেন ৷৷

৪. ইব্রাহিমের অনুসারী
আছে যাহারা
তোমাদের উত্তম এক
আদর্শ তারা ৷৷
বলেছিল তারা সেই
কওমে তাদের
তোমরা ইবাদত কর
এসব যাহাদের
সেগুলোর সাথে কিছু
নেই আমাদের;
সম্পর্ক তোমাদের সাথে
কোন কিছু নাই
আল্লাহ্তে না আনো যদি
ঈমান সবাই ৷৷
তোমরা ও আমাদের
মাঝে চিরতরে
বিদ্বেষ ও শত্রুতা হলো
পরস্পরে ৷৷
ইব্রাহিম ব্যতিক্রমী
বলে পিতাকে
তব প্রতি আল্লাহ্র
ক্ষমা যেন থাকে ৷৷
প্রার্থনা করিব আমি
কাছে আল্লাহ্র
তার প্রতি নাই মোর
কোন অধিকার ৷৷
ভরসা হে রব মোরা
রয়েছি করে
শুধুই মাত্র এক
তোমার উপরে;
তোমারই পানে তাই
মুখ রহিয়াছে
ফিরে যেতে হবে জানি
তোমারই কাছে ৷৷

৫. হে রব কভু যেন
তুমি আমাদেরে
রেখ না কাফেরের
পরীক্ষার তরে
আরো দাও আমাদের
ক্ষমা তুমি করে ৷৷
হে প্রভু, পরাক্রমী
তুমি নিশ্চয়
রয়েছো বিশাল তুমি
আরো প্রজ্ঞাময় ৷৷

৬. ইব্রাহিম এবং তার
অনুসারী যারা
তোমাদের জন্য বড়ই
আদর্শ তারা ৷৷
ঈমান আনিয়াছ
যারা আল্লাহ্তে
বিশ্বাস যাদের আরো
আছে আখেরাতে ৷৷
মুখ ফিরিয়ে কেহ
নেয় যদি তাই
প্রশংসিত আল্লাহ্র
অভাব কোন নাই ৷৷

রুকু-২

৭. হয়তো বা আল্লাহ্
তোমাদেরে নিয়া
দিবেন শত্রুর সাথে
দোস্তী করিয়া ৷৷
আল্লাহ্ই সব কিছু
করিতে পারেন
পরম ক্ষমাশীল তিনি
দয়ালু আছেন ৷৷

৮. নিষেধ নাই কোন
সেথা আল্লাহ্র
ন্যায় আচরণ আর
সদ্ব্যবহার;

করিতে তাহাদের
সাথে তোমরা
দ্বীন নিয়ে তোমাদের
বিপরীতে যারা
যুদ্ধ কখনো আগে
করেনি তারা;
অথবা ঘরবাড়ি হতে
তারা তোমাদেরে
দেয়নি কখনো আরো
বাহির করে;
আচরণ ন্যায় তাই
করে যাহারা
আল্লাহ্রও ভালোবাসা
পায় তাহারা ॥

৯. আল্লাহ্র নিষেধ সে তো
রয়েছে তাতে
দোস্তী করিতে শুধু
তাহাদের সাথে;
তোমাদের সাথে যারা
যুদ্ধ করেছে
ঘরবাড়ি হতে বের
করে দিয়েছে;
এদের সাথে দোস্তী
করিবে যারা
জ্বালিমে পরিণত
হয়ে যাবে তারা ॥

১০. ঈমান যারা এনেছ
হে মুমিনগণ
হিজরতী নারী যারা
করে আগমন;
তাদেরে পরীক্ষা করে
নিও যে তখন
আল্লাহ্ জানেন তাদের
ঈমান কেমন ॥
জানিতে পারো যদি
তারা ঈমানদার
ফেরত কাফেরের কাছে
পাঠাবে না আর ॥
কাফেরের জন্য এরা
হালাল যে নয়
হালাল তারাও এদের
নহে নিশ্চয়;
কাফেরেরা ব্যয় সব
করিয়াছে যাহা
তাদেরে ফেরত সবই
দিয়ে দাও তাহা ॥
নেই কোন গুনাহ্ আর
সেথা তোমাদের
মোহর দিয়ে বিবাহ
করিতে তাদের ॥
সংসার করো না কাফের
রমণীকে নিয়ে
ব্যয় যাহা করেছে দাও
ফেরত দিয়ে
তোমরা যা করেছ ব্যয়
চেয়ে নিও গিয়ে ॥
এইটাই এখানে রহে
আল্লাহ্র বিধান
তোমাদের তিনিই করেন
ফয়সালা প্রদান ॥
সব কিছু রয়ে যায়
আল্লাহ্র গোচরে
প্রজ্ঞাময় তিনি আরো
সবার উপরে ॥

১১. তোমাদের স্ত্রীর মাঝে
যদি বা সেথায়
কাফেরের সাথে কেহ
তারা থেকে যায়;
সুযোগ পরে যদি
যায় কোন রয়ে
যাদের স্ত্রী গেছে
হাতছাড়া হয়ে;
ব্যয়কৃত অর্থ তার
সমপরিমাণ
তাদের কর সেথা
তোমরা প্রদান

৬১. সূরা সাফ্
মদিনায় ঃ আয়াত ১৪ ঃ রুকু ২

শুরুতেই আল্লাহ্র
মহিমার সুর
দয়া ও করুণায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. রয়েছে আকাশ আর
জমিনের উপরে
আল্লাহ্র মহিমা সবাই
ঘোষণা করে;
পরাক্রমশালী তিনি
হন অতিশয়
আরো তিনি রয়েছেন
বিশাল প্রজ্ঞাময় ॥

২. ঈমান এনেছ যারা
তাহারা শোন
যে কাজ কর না কিছু
বল তাহা কেন ?

৩. আল্লাহ্র কাছে অতি
ঘৃণার তাহা
এমন কথা বল
কর না যাহা ॥

৪. আল্লাহ্র ভালোবাসা
পায় তাহারা
সারি দিয়ে তাঁর পথে
যুদ্ধে করে যারা;
যেন তারা গলিত
সীসার যেমন
সেইভাবে গড়া এক
প্রাচীর তেমন ॥

৫. মুসার সেই কথা
করে দেখ স্মরণ
সে তাহার কওমকে
বলেছিল তখন;

ভয় কর আল্লাহ্কে যেথা
এনেছ ঈমান ॥

১২. হে নবী, মুমিন সেই
নারীরা যখন
শপথ তোমার কাছে
করিবে এমন;
আনুগত্য নিয়ে সব
তারা যাহাতে
শরিক করিবে না কারো
আল্লাহ্র সাথে;
সন্তান হত্যা তারা
করিবে না আর
চুরি তারা করিবে না
আরো ব্যভিচার ॥
করিবে না অপবাদ
কোন রচনা
জেনে-শুনে করিবে না
তাহা রটনা;
ভালো কাজে অবাধ্য তোমার
হবে না এমন
আনুগত্য শপথ তাদের
করিবে গ্রহণ ॥
ক্ষমা চাও তাদের তরে
আল্লাহ্র কাছে
নিশ্চয়ই আল্লাহ্র-ক্ষমা
দয়া রহিয়াছে ॥

১৩. মুমিনেরা এমন কোন
কওমের সাথে
দোস্তী করো না যেন
তোমরা যাতে;
আল্লাহ্র ক্রোধে আছে
পতিত যারা
আখেরাত ব্যাপারে হতাশ
হইয়াছে তারা
হতাশ যেমন আছে
মৃত কাফেরেরা ॥

হে কওম, কষ্ট দাও
কেন আমাকে
আল্লাহ্‌র প্রেরিত যে
রাসুল তাকে ?
অথচ তোমরা সবাই
জানো তো এখন
তোমাদের প্রতি আমি
রাসুল একজন ॥
এরপরও তারা গেল
বাঁকা রহিয়া
আল্লাহ্‌ও দিলেন বাঁকা
আরো করিয়া;
পাপাচারী কওম তাই
হয় যাহারা
আল্লাহ্‌র দেখানো পথ
পায় না তারা ॥

৬. ঈসারও সেই কথা
করিও স্মরণ
বনীদের নিকটে গিয়ে
বলে সে যখন;
আল্লাহ্‌র রাসুল আমি
তোমাদের কাছে
তাওরাত কিতাবের প্রতি
সত্যতা আছে ॥
সু-সংবাদকারী হই
আমি যে এমন
আমার পরে রাসুল যার
হবে আগমন
আহ্‌মাদ নামে তিনি
হবেন একজন ॥
নিদর্শন আনিলে সে
তাহাদের কাছে
পরিষ্কার যাদু এটা
তারা বলিয়াছে ॥

৭. তার চেয়ে জালিম বড়
কে রয়েছে আর
আল্লাহ্ নিয়ে, রচনা যে
করে মিথ্যার
অথচ ইসলামে
ডাকা হয় তার ?
জালিম কওম তাই
আছে যাহারা
আল্লাহ্‌র দেখানো পথ
পায় না তারা ॥

৮. তাহারা নিজেদের
মুখের কথাতে
ফুঁ-দিয়ে, আল্লাহ্‌র নূর
চায় নেভাতে ॥
আল্লাহ্ কিন্তু তাঁহার
নূরকে দিয়ে
পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত
দিবেন করিয়ে ॥
যদিও কাফের সব
রহিয়াছে যারা
পছন্দ কখনো এরূপ
করিবে না তারা ॥

৯. দিয়েছেন তিনি তাঁর
রাসুল পাঠিয়ে
হেদায়েত ও সত্যের দ্বীন
তার হাতে দিয়ে;
যাতে তিনি আছে যেই
ধর্ম সকল
ইসলাম তাদের উপর
করিতে প্রবল
পছন্দ করে না তাহা
মুশরিক দল ॥

রুকু-২

১০. মুমিনেরা যারা সব
এনেছ ঈমান
এমন বাণিজ্যের কি
দেব সন্ধান;
তোমাদের রক্ষা তাহা
করিবে সেখানে
শাস্তি যন্ত্রণাভরা

আছে যেখানে ?
১১. তাহা হলো আল্লাহ্‌তে
আনিবে ঈমান
রাসুলের প্রতি রবে
দৃঢ়-অম্লান;
জেহাদ কর আল্লাহ্‌র
দেয়া পথে গিয়ে
সম্পদ-ধন আর
জীবন দিয়ে ॥
তোমাদের উত্তম হবে
এইটাই যাহা
এখন তোমরা যদি
বুঝিতে তাহা ॥
১২. গুনাহ্‌গুলি দিবেন তিনি
ক্ষমা করিয়া
রাখিবেন এমন এক
জান্নাতে নিয়া
নহর বয় যার
পাদদেশ দিয়া ॥
এমন মনোরম
গৃহের ভিতরে
বাস করিতে সেথা
চিরকাল ধরে
বিরাট সাফল্য এটা
সবার উপরে ॥
১৩. আর একটি দয়া তাঁর
পছন্দ রবে
শীঘ্রই তোমাদের এক
বিজয় হবে ॥
মুমিন সকলের কাছে
তুমি তাই গিয়ে
খুশির এই সংবাদ
দাও জানিয়ে ॥
১৪. মুমিনেরা আল্লাহ্‌র
দ্বীনের পথে
তোমরা সাহায্যকারী
সেথায় হতে ॥
শিষ্যদেরে ঈসা তার
বলেছে যেমন
আল্লাহ্‌র পথে কারা
আসিবে এখন;
তখন বলেছে তার
যত হাওয়ারী
আল্লাহ্‌র পথে মোরা
সাহায্যকারী ॥
বনীদের একদল সেথা
ঈমান আনে
আরেক দল কুফরি
করে সেখানে;
পরিশেষে যারা সব
আনিল ঈমান
করিলাম তাদের আমি
বিজয় প্রদান ॥

---

৬২. সূরা জুমুআ
মদিনায় ঃ আয়াত ১১ ঃ রুকু ২

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. আছে যাহা আকাশ-ও
জমিনের পরে
আল্লাহ্‌র মহিমা সবাই
ঘোষণা করে ॥
অধিপতি রয়েছেন
যিনি সর্বময়
পবিত্র-পরাক্রমী
আরো প্রজ্ঞাময় ॥
২. নিরক্ষরদিগের মাঝে
তিনি একজন

তাহাকে রাসুল করে
করিলেন প্রেরণ ॥
আল্লাহ্র আয়াত সে
তাদেরে শুনায়
পবিত্র তাদের আরো
করিবার চায় ॥
হেকমত ও কিতাব চলে
শিক্ষা দিয়ে
যদিও তাহারা ছিলো
ভ্রষ্টতা নিয়ে ॥

৩. পাঠানো হয়েছে তাকে
আরো যে কারণ
মিলিত হয়নি যারা
যদিও এখন
তাহাদের জন্যও সে
হয়েছে প্রেরণ ॥
আল্লাহ্ পরাক্রমশালী
তিনি নিশ্চয়
আরো তিনি রয়েছেন
বিশাল প্রজ্ঞাময় ॥

৪. আল্লাহ্র এটা বড়
অনুগ্রহ থাকে
দান করেন তিনি
ইচ্ছা হয় যাকে;
যাহাকে ইচ্ছা হয়
করেন প্রদান
আল্লাহ্ তো রয়েছেন
মহা দয়াবান ॥

৫. তাওরাতে নির্দেশ
পেয়েছিল যারা
আমল তাহার কিছুই
করেনি তারা ॥
তাদের উপমা ওই
গাধা থেকে যায়
পুস্তক বহন যে
করিয়া বেড়ায়;
নিকৃষ্ট উপমা বড়
তারা সকলে
আল্লাহ্র আয়াত যারা
মিথ্যা বলে ॥
আল্লাহ্ কখনো তাই
জালিম কওমের
দেখান না সৎপথ তিনি
কখনো তাদের ॥

৬. বলে দাও ইহুদিরা
ভাবো যদি তাই
আল্লাহ্র বন্ধু হও
শুধু তোমরাই
অন্য মানুষ আর
কেহ সেটা নাই;
মৃত্যু কামনা কর
তোমরা তাহলে
ভাবো যদি নিজেদের
সত্যবাদী বলে ॥

৭. কামনা করিবে না তারা
কখনো এমন
একমাত্র তাদের
কর্মের কারণ ॥
জালিমের কর্ম সকল
রয়ে যায় যতো
আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই
হন অবগত ॥

৮. বল যেই মৃত্যু হতে
বেড়াও পালিয়ে
একদিন তোমাদের তাহা
ধরে যাবে নিয়ে;
তোমরা হাজির হবে
আল্লাহ্র কাছে
বাতেনী জাহেরী সব
যার জানা আছে ॥
তোমাদের দেয়া হবে
তাহা জানাইয়া
কি কাজ করেছ সব
সেথায় গিয়া ॥

রুকু-২

৯. মুমিনেরা শোন যারা
এনেছ ঈমান
জুম্মার নামাজের
পড়িলে আজান;
চলে যাও আল্লাহ্‌কে
করিতে স্মরণ
বেচাকেনা বন্ধ সব
করিয়া তখন ॥
তোমাদের জন্য এটাই
উত্তম যাহা
বুঝিতে পারিতে যদি
তোমরা তাহা ॥

১০. তোমরা নামাজ পরে
সমাপ্ত করিয়া
কর্মের পানে সব
পড় ছড়াইয়া ॥
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ
কর অন্বেষণ
বেশি-বেশি আল্লাহ্‌কে
করিবে স্মরণ
যাহাতে তোমরা কর
সফলতা বরণ ॥

১১. খেলাধুলা অথবা
ব্যবসা দেখে
তোমাকে দাঁড়ানো তারা
অবস্থায় রেখে;
ছুটে যায় সেই দিকে
তাহারা সবাই
তাহাদের বল তুমি
এই কথাটাই;
যাহা কিছু রহিয়াছে
আল্লাহ্‌র কাছে
খেলাধুলা ব্যবসা হতে
উত্তম আছে ॥
আল্লাহ্‌ই রিজিক দেন
তোমাদের তরে
শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা
সবার উপরে ॥

---

৬৩. সূরা মুনাফিকুন
মদিনায় ঃ আয়াত ১১ ঃ রুকু ২

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুণা দেখিয়ে ॥

রুকু-১

১. মুনাফেক তোমার কাছে
বলে আসিয়া
আপনি রাসুল যাই
সাক্ষ্য দিয়া ॥
অবশ্যই তুমি আছো
রাসুল আল্লাহ্‌র
এই কথা নিশ্চয়ই
জানা রহে তাঁর ॥
আল্লাহ্‌র এখানে আরো
সাক্ষ্য যে রয়
মুনাফেক অবশ্যই
মিথ্যেবাদী হয় ॥

২. তারা সব নিজেদের
শপথের উপরে
ঢাল হিসেবে তারা
ব্যবহার করে ॥
আল্লাহ্‌র পথ হতে
লোকেদের সরায়
কতই না মন্দ কাজ
তারা করে যায় ॥

৩. কুফরি ঈমানের পরে
করিয়াছে যারা
তাদের অন্তরে আছে
মোহর মারা
অথচ সেসব কিছুই

বোঝে না তারা ॥
৪. আর তুমি তাহাদের
দেখিবে যখন
ভালোই লাগিবে তাদের
দৈহিক গঠন ॥
তাদের কথা তুমি
শুনিবে যতো
দেয়ালে ঠেকানো যেন
কাঠের মতো ॥
গোলযোগ কোন কিছু
শুনিলে যারা
নিজের বিরুদ্ধে সবই
মনে করে তারা ॥
প্রকৃত শত্রু আছে
এরাই তোমার
এদের হতে সতর্ক
থাকা দরকার ॥
এদেরই বিনাশ যেন
করুন আল্লাহ্য়
ভ্রান্ত হয়ে তারা
কোন দিকে যায় ?
৫. আসিতে বলা হয়
যখন তাদেরে
রাসুল চাইবেন ক্ষমা
তোমাদের তরে;
প্রার্থনা করিবেন তিনি
আল্লাহ্র কাছে
নিজেদের মাথা তারা
ঘুরায়ে দিয়াছে ॥
দেখিবে তখন সবাই
অহঙ্কার নিয়ে
অন্যদিকে থাকে তারা
মুখ ঘুরিয়ে ॥
৬. ক্ষমা যদি চাও তুমি
প্রার্থনা করে
চাও বা না চাও সমান
তাহাদের তরে;
আল্লাহ্র ক্ষমা কভু
পায় না তারা
হেদায়েত পায় না তাঁর
পাপাচারী যারা ॥
৭. তারা বলে রাসুলের
সাথে যারা রয়
তাদের জন্য কিছু
করিও না ব্যয় ॥
থাকো যদি তোমরা
এইরূপ করে
পরিণামে একদিন
যাবে তারা সরে ॥
আসমান ও জমিনের
ধনভাণ্ডার
সব কিছু রয়েছে তা
এক আল্লাহ্র
বোঝে না কিছুই তাহা
মুনাফেক যার ॥
৮. তারা বলে, যাই যদি
ফিরে মদিনায়
গরীবকে তাড়িয়ে দেবে
ধনীরা সেথায় ॥
রয়ে যায় তাহাদের
এ কথা জানার
প্রতিপত্তি শুধু থাকে
এক আল্লাহ্র ॥
রাসুল তাঁহার আর
মুমীন সকল
কিছুই জানেনা এসব
মুনাফেক দল ॥

রুকু-২

৯. মুমিনেরা তোমাদের
সন্তান ও ধন
উদাসীন করে না যেন
তোমাদের মন ॥
আল্লাহ্কে কখনো যেন
করিতে স্মরণ

এইরূপ করিলে ক্ষতি
হবে যে তখন ॥

১০. তোমাদের দান আমি
করিয়াছি যাহা
মৃত্যু আসার আগেই
ব্যয় কর তাহা ॥
বলিবে, হে রব মোর
সে অন্যথায়
কিছুকাল অবকাশ কেন
দিলেন না আমায়;
সদ্কা তাহলে আমি
দিতাম যাতে
একজন হতাম আরো
নেক্কারী সাথে ॥

১১. আল্লাহ্র অবকাশ
কারো প্রতি নয়
যখন আসে তার
নির্ধারিত সময়
তোমাদের কর্ম সবই
তাঁর জানা রয় ॥

---

৬৪. সূরা তাগাবুন
মদিনায় ঃ আয়াত ১৮ ঃ রুকু ২

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্র
করুণাময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. যাহা কিছু আসমান ও
জমিনের উপরে
আল্লাহ্র মহিমা সবাই
ঘোষণা করে ॥
সবার উপরেই তাঁর
কর্তৃত্ব রয়
প্রশংসা সকল কিছু
তাঁরই নিশ্চয়
শক্তিমান হন তিনি
সকল বিষয় ॥

২. তোমাদের সৃষ্টি তিনি
করেছেন সবার
মুমিন কেহ বা কেউ
কাফের আবার ॥
তোমরা সবাই কর
কর্ম যাহা
আল্লাহ্ সমস্ত কিছুই
দেখেন তাহা ॥

৩. যথাযথ সৃষ্টি তাঁর
জমিন-আসমান
তোমাদের আকার তিনি
করেছেন দান;
তোমাদেরে বানালেন
সুন্দর করে
তাঁরই কাছে তোমরা
যাবে সব ফিরে ॥

৪. যাহাকিছু রহিয়াছে
জমিন-আসমানে
সব কিছু জানা তাঁর
কে কোন্খানে;
তোমাদের গোপন বা
প্রকাশিত যাহা
তাঁহার জানা আছে
সব কিছু তাহা ॥
অন্তরে যাহাকিছু
গোপন রাখে
আল্লাহ্র জানা তাহা
সবকিছু থাকে ॥

৫. তাদের ঘটনা কি
পৌঁছেনি কাছে
পূর্বে কুফরি সকল
যারা করিয়াছে ?
অতঃপর নিজেদের

কর্মের ফল
আস্বাদন করেছিল
তাহারা সকল ॥
শাস্তি আরো আছে
তাদের উপর
সেটা আরো হবে বড়
যন্ত্রণাকর ॥

৬. এই সব তাদের হবে
যাহার কারণ
রাসুলেরা তাদের কাছে
আসিত যখন;
প্রকাশ্য নিদর্শন
সাথে তারা নিয়ে
তখন সেথায় তারা
বলিত গিয়ে;
তবে কি মানুষেই
মোদেরে এখন
এইরূপে করিবে
পথপ্রদর্শন ?
অতঃপর তারা সব
কুফরি নিয়ে
সেই দিক হতে নেয়
মুখ ফিরিয়ে ॥
যায়-আসে না এতে
কিছু আল্লাহ্‌র
নির্ভরশীলতা নাই
কারো পরে যার
প্রশংসা যত কিছু
শুধুই তাঁহার ॥

৭. কাফেরেরা এইরূপ
মনে করে যায়
জীবিত হবে না আর
কভু পুনরায় ॥
অবশ্যই হবে দাও
তাদেরে বলে
জীবিত রবের কসম
হবে সকলে ॥
অতঃপর যাহা কিছু
করিতে যত
তোমাদের করানো হবে
তাহা অবগত ॥
করিতে সহজ খুবই
যাহা আল্লাহ্‌র
বুঝিতে পারা তাহা
উচিত সবার ॥

৮. আল্লাহ্ ও রাসুল প্রতি
আনো যে ঈমান
যেই নূর আরো আমি
করেছি প্রদান ॥
কর্ম কর সব
তোমরা যাহা
আল্লাহ্‌র সব কিছু
জানা আছে তাহা ॥

৯. করিবেন তোমাদের
যেদিন সমবেত
লাভ আর লোকসান
হবে কার কত ॥
আল্লাহ্‌তে ঈমান আরো
সৎ কাজ যার
ক্ষমা করিয়া দিবেন
গুনাহ্‌গুলি তার ॥
জান্নাতে দাখিল তিনি
করিবেন তাকে
পাদদেশে নহর যেথা
প্রবাহিত থাকে ॥
সেথায় থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে
এটা বড় সফলতা
তাহাদের তরে ॥

১০. কুফরি করিয়াছে
যারা সব আর
আয়াত করেছে মোর
যারা অস্বীকার;
জাহান্নামে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে
কতই না মন্দ আবাস

তাহাদের তরে ॥

রুকু-২

১১. বিপদ আসে না কোন
আপনা থেকে
আল্লাহ্‌র নির্দেশ নিয়ে
তাহা ব্যতিরেকে ॥
যেই লোক আল্লাহ্‌তে
রাখিবে ঈমান
তিনি তাঁর অন্তরে
সৎপথ দেখান
সকল বিষয়ের উপর
আছে তাঁর জ্ঞান ॥

১২. আনুগত্য তোমরা
কর আল্লাহ্‌র
মান্য করে চল
রাসুলকেও তাঁর ॥
নাও যদি তোমরা
মুখ ফিরিয়ে
রাসুলের দায়িত্ব শুধু
দেয়া পৌঁছিয়ে ॥

১৩. মাবুদ নাই কোন
আল্লাহ্ ছাড়া
মুমিনের উচিত তাঁকে
ভরসা করা ॥

১৪. মুমিনের সন্তান-ও
স্ত্রী আরো
দুশমন কেহবা আছে
তোমাদের কারো;
অতএব সতর্ক থাকো
তাদেরে নিয়ে
পারো যদি তাহাদের
মার্জনা দিয়ে;
দোষত্রুটি তাহাদের
উপেক্ষা করিয়া
থাক তবে তোমরা
ক্ষমা করে দিয়া ॥

জেনে রাখো আল্লাহ্‌র
ক্ষমা অতিশয়
আরো তিনি রয়েছেন
পরম দয়াময় ॥

১৫. তোমাদের সম্পদ ও
সন্তান সকল
পরীক্ষাস্বরূপই তো
রয়েছে কেবল ॥
আল্লাহ্‌র নিকটে তাই
রহিয়াছে আর
তোমাদের জন্য কিছু
বড় পুরস্কার ॥

১৬. অতএব ভয় করে
চল আল্লাহ্‌কে
আনুগত্য কর আর
শুনে চল তাঁকে ॥
তাঁরই নির্দেশ মত
করে চল ব্যয়
ইহাতেই তোমাদের
কল্যাণ রয় ॥
মনের কৃপণতা
মুক্ত যারা
প্রকৃত সফলকামী
হয়েছে তারা ॥

১৭. আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ
থাকো যদি দিয়ে
বহুগুণে দিবেন তিনি
তাহা বাড়িয়ে ॥
তোমাদের প্রতি আরো
ক্ষমা তাঁর রয়
গুণগ্রাহী-আল্লাহ্
ধৈর্য্য অতিশয় ॥

১৮. প্রকাশ্য-গোপন সবে
আছে তাঁর জ্ঞান
পরাক্রমশালী তিনি
মহা-প্রজ্ঞাবান ॥

৬৫. সূরা তালাক
মদিনায় ঃ আয়াত ১২ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম বলি
শুরু করিতে
দয়াময় আছেন যিনি
করুণা দিতে ॥

রুকু-১

১. হে নবী তোমাদের
ভিতরে যখন
স্ত্রী-তালাক কারো
দিতে চাও তখন;
লক্ষ্য রাখিও তাদের
ইদ্দত পানে
ইদ্দত গণনা সব
করিও সেখানে ॥
তোমরা ভয় করে
চল আল্লাহ্‌র
পালনকারী তিনি
তোমাদের সবার ॥
তোমাদের ঘর হতে
যেন তাদেরে
কখনোই দিও না
বাহির করে ॥
তারাও যেন বেরিয়ে
কোথাও না যায়
লিপ্ত হয় না যেন
অশ্লীলতায় ॥
নির্ধারিত আল্লাহ্‌র
বিধান এমন
করিলে বিধান তাঁর
কেহ লঙ্ঘন
জুলুম করিবে সে
নিজেরই তখন ॥
জানেনা সে হয়তো
তালাকের পরে
আল্লাহ্ দিবেন তার
উপায় করে ॥

২. ইদ্দতকাল গেলে
নিকটে আসিয়া
যথারীতি তাহাদের
দেবে রাখিয়া
তাদের ছাড়িয়া দিও
মুক্তি দিয়া ॥
সাক্ষী নিও নীতিবান
লোক দুইজন
আল্লাহ্‌কে সাক্ষী দিবে
তোমরা তখন ॥
আছে যার আল্লাহ্ ও
আখেরাতে ঈমান
এখানে হয় তাকে
উপদেশ প্রদান ॥
আল্লাহ্‌কে চলিবে যে
ভয় করিয়া
দিবেন মুক্তির পথ
তাকে বলিয়া ॥

৩. রিজিক দান তিনি
করিবেন তাকে
এমন উৎস তার
ধারণা না থাকে ॥
ভরসা যে করিবে
আল্লাহ্‌র উপরে
তিনিই যথেষ্ট আছেন
তাহার তরে
নিজ কাজ আল্লাহ্ থাকেন
পূর্ণ করে ॥
আল্লাহ্‌র সকল কিছু
নির্ধারিত রয়
একটি পরিমাণ তার
সকল বিষয় ॥

৪. স্ত্রীদিগের মাঝে
হয়েছে যাদের
ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে
গিয়েছে তাদের ॥

ইদ্দতকালে যদি
সন্দেহ হয়
তাদের ইদ্দতকাল
তিন মাস রয় ॥
ঋতুস্রাব এখনো
হয়নি যাদের
ইদ্দতকাল হবে
তিন মাস তাদের ॥
গর্ভবতী নারী যারা
তাহাদের তরে
ইদ্দতকাল হবে
প্রসবের পরে ॥
আল্লাহ্র উপরে যার
রহিয়াছে ভয়
সহজ করেন তার
প্রতিটি বিষয় ॥

৫. আল্লাহ্র নির্দেশ
ইহা রহিয়াছে
নাজিল করিলেন তিনি
তোমাদের কাছে;
যেই লোক করিবে
ভয় আল্লাহ্র
পাপমোচন তিনি
করিবেন তার
প্রদান করিবেন তাকে
মহা পুরস্কার ॥

৬. বাস কর তোমরা
যেইরূপ ঘরে
একইরূপ তোমরা
দাও তাদেরে
তালাক দিয়ে দেয়া
স্ত্রীর তরে ॥
বিপদে তাদের যেন
ফেলিবার কারণে
উত্ত্যক্ত করো না তাদের
কভু কোনক্ষণে ॥
প্রসব করিতে লাগে
যে সময় তার
বহন করিও তার
যত ব্যয়ভার ॥
আর যদি তোমাদের
নিজ সন্তান
স্তন তার থেকে
করে চলে পান;
প্রাপ্য মজুরি যাহা
দেবে তাহারে
আলোচনা করে নিও
এই ব্যাপারে ॥
তোমরা কর যদি
জিদ বাড়াবাড়ি
স্তন দিবে তাকে
অন্য নারী ॥

৭. বিত্তশালীরা ব্যয়
করিবে এমন
সেই অনুযায়ী হবে
সম্পদ যেমন ॥
সীমিত রিজিক যাকে
দেয়া আল্লাহ্র
তাহা হতে করে যেন
ব্যয় সে যে তার ॥
দিয়াছেন যাহা কিছু
আল্লাহ্ যাকে
তার চেয়ে বেশি বোঝা
চাপান-না তাকে ॥
অবশ্যই কষ্ট স্বীকার
যাহারা করে
স্বস্তি দেবেন তিনি
কষ্টের পরে ॥

রুকু-২

৮. অনেক জনপদে
ছিল যাহারা
রব ও রাসুলের কথা
মানেনি তারা ॥
কঠোর হিসাব তাদের

করেছি গ্রহণ
শাস্তি দিয়েছি আমি
তাদের ভীষণ ॥
৯. শাস্তি পেয়েছে তারা
কর্মের দাম
ক্ষতি ছিল কর্মের
সেই পরিণাম ॥
১০. কঠিন শাস্তি আছে
তাহাদের তরে
আল্লাহ্ রেখেছেন
প্রস্তুত করে ॥
আল্লাহ্‌কে ভয় কর
ওহে জ্ঞানবান
যারা সব তোমরা
এনেছ ঈমান;
আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি
তিনি নিশ্চয়
উপদেশ বাণী যাহা
নাজিল রয় ॥
১১. রাসুলের মাধ্যমে
যিনি একজন
আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ
করিয়া এমন ॥
সৎ কাজ করে যারা
ঈমান আনিয়া
আনেন আঁধার হতে
আলোয় টানিয়া ॥
আল্লাহ্‌র প্রতি যারা
ঈমান আনে
সেই সাথে সৎ কাজ
করে সেখানে ॥
জান্নাতে দিবেন তাকে
দাখিল করে
যেখানের পাদদেশে
ঝরনা ঝরে;
সেখানে থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে
উত্তম-রিজিক দিবেন
তাহার তরে ॥
১২. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আছে
সাত-আসমান
পৃথিবীও তৈরি তাঁর
সম-পরিমাণ
আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ
সেখানেও পাঠান ॥
শক্তিমান আল্লাহ্
সর্ব বিষয়
সকল কিছু জ্ঞানে তাঁর
বেষ্টিত রয় ॥

---

৬৬. সূরা তাহরীম
মদিনায় ঃ আয়াত ১২ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুণায় ভরা ॥

রুকু-১

১. হে নবী হালাল করা
যাহা আল্লাহ্‌র
হারাম করিছ কেন
তুমি তবে তার ?
স্ত্রীদিগকে চাও
খুশি করিবার ?
আল্লাহ্ ক্ষমাশীল
হন অতিশয়
আরো তিনি রয়েছেন
পরম দয়াময় ॥
২. আল্লাহ্ দিয়েছেন
তোমাদের তরে
কসম হতে মুক্তির
ব্যবস্থা করে ॥

আল্লাহ্‌ তোমাদের
মালিক সবার
প্রজ্ঞাময় তিনি
সব জানা তাঁর ॥

৩. নবী তার স্ত্রীদের
কাছে একজন
কিছু কথা তার কাছে
বলেছে গোপন;
অন্যদেরে সে তাহা
বলিল তখন ॥
নবীকে আল্লাহ্‌ সেটা
দিলেন জানিয়ে
বলিল নবী কিছু
স্ত্রীকে গিয়ে ॥
আরো কিছু ব্যক্ত
করে না তেমন
জিজ্ঞাসা- স্ত্রী তাকে
করিল তখন;
কে তবে জানিয়েছে
আপনাকে এমন ?
নবী বলে আল্লাহ্‌ ইহা
জানান আমাকে
সর্বজ্ঞ যাঁর সবই
খবর থাকে ॥

৪. অন্যায়ে ঝুঁকে গেছে
তোমাদের মন
ভালো হয়, তওবা
করিলে এখন ॥
নবীর বিরুদ্ধে যদি
পরস্পরে
তোমরা সাহায্য কর
একে-অপরে;
জেনে রাখ বন্ধু
আল্লাহ্‌ই তাহার
জিব্রাইল-মুমিন ও
যারা নেক্‌কার
সাহায্য করিবে আরো
ফেরেশতা যে তার ॥

৫. তালাক নবী যদি
দেয় সবারে
আরো ভালো, স্ত্রী দিবেন
রব তাহারে ॥
অনুগত তারা হবে
যারা ঈমানদার
অকুমারী বা-কুমারীও
হবে তারা আর ॥

৬. ঈমান যারা এনেছ
তারা নিজেদের
এবং তোমাদের সব
পরিবারবর্গের
দোজখ হতে রক্ষা
কর তাহাদের ॥
ইন্ধন হবে যারা
তাহার ভিতর
সেই সব তাহারা
মানুষ ও পাথর ॥
নিয়োজিত রয়েছে কঠোর
ফেরেশতা সেথায়
আল্লাহ্‌র আদেশ তারা
পালন করে যায় ॥
অমান্য করে না সব
কিছুই ওরা
করে থাকে তাহারা
আদেশ যা করা ॥

৭. শুনে রাখ, কুফরি
করিয়াছ যারা
বাহানা আজ কোন
দেখিও না তারা;
দেয়া হবে তোমাদের
তার প্রতিফল
যেই কাজ করিতে
তোমরা সকল ॥

রুকু-২

৮. মুমিন আল্লাহ্‌র কাছে

অন্তর দিয়া
তওবা করো সব
খাঁটি করিয়া ॥
তোমাদের রব তাতে
আশা করা যায়
মন্দ কাজের ক্ষমা
করিবেন তায়;
জান্নাতে দিবেন তিনি
দাখিল করিয়া
নহর প্রবাহিত সেথা
তলদেশ দিয়া ॥
সেই দিন নবী ও মুমিন
সাথীরা তাহার
অপদস্থ, হবে না তারা
হাতে আল্লাহ্‌র ॥
নূর ছুটিবে তাদের
সামনে ও ডানে
বলিবে মোদের রব
নূর এখানে
পূর্ণ করিয়া দিন
আমাদের পানে ॥
ক্ষমা আরো আমাদের
করুন প্রদান
আপনি তো সবার উপর
মহাশক্তিমান ॥

৯. হে-নবী, জেহাদ কর
তুমি সেখানে
মুনাফেক আর সব
কাফের যেখানে ॥
কঠোর হও তুমি
তাহাদের প্রতি
জাহান্নাম আবাস তাদের
নাই কোন গতি
কত বড় জঘন্য-এক
জায়গা অতি ॥

১০. কাফেরের উপমা এক
আল্লাহ্‌র দ্বারা
নূহু ও লুতের সেই
বিবি ছিল যারা
নেক্‌ দুই বান্দার অধীন
ছিল তাহারা ॥
বিশ্বাসঘাতিনী ছিল
তাহাদের সাথে
পারেনি লুত ও নূহু
তাদের বাঁচাতে
তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র
শাস্তি যাহাতে ॥
সেথায় তাদের বলা
হয়েছে তখন
জাহান্নামীদিগের সাথে
ঢুকিবে এখন ॥

১১. মুমিনের উপমা এক
আছে আল্লাহ্‌র
বিবি এক ছিল সে
ফেরাউন যার;
রবের কাছে বিবিটি
প্রার্থনা করে
আমাকে দিবেন যেন
বেহেশতের ঘরে ॥
আপনি রক্ষা আরো
করুন আমাকে
ফেরাউনের যাহা কিছু
অকর্ম থাকে ॥
জালিম কওম হতে
নিস্কৃতি চাই
আপনার সাহায্য যেন
আমি হেথা পাই ॥

১২. উপমা দিয়াছেন
আরো এক যার
ইমরান কন্যা ছিল
মরিয়ম তার;
সতীত্ব সে তাহার
রক্ষা করে
রুহু ফুঁকে দেই আমি
তার ভিতরে ॥
রবের বাণী আর

কিতাব তখন
সত্য মানিয়া সে
করেছে গ্রহণ
বিনয়ীদিগের মাঝে
ছিল একজন ॥

ঊনত্রিশ পারা ঃ তাবারাকাল্লাযী

৬৭. সূরা মুলক্‌
মক্কায় ঃ আয়াত ৩০ ঃ রুকু ২

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্‌র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. মহিমান্বিত সেই
সত্ত্বা যাহার
সব কিছু রয়েছে
আয়ত্ত্বে তাঁহার ॥
কর্তৃত্ব রয়েছে তাঁর
সমস্ত সময়
মহাশক্তিমান তিনি
সকল বিষয় ॥

২. জীবন ও মৃত্যু তিনি
সৃষ্টি করেছেন
যেন তিনি তোমাদেরে
পরীক্ষা করেন;
কর্মে তোমাদের মাঝে
শ্রেষ্ঠ-কে রয়
পরাক্রমশালী তিনি
ক্ষমা অতিশয় ॥

৩. সাত আকাশ সৃষ্টি তাঁর
স্তর করে
খুঁত নাই আল্লাহ্‌র
সৃষ্টির ভিতরে ॥
তোমার দৃষ্টি সেথায়
ফিরাও আবার
ত্রুটি কি দেখিতে পাও
কোনই তাহার ?

৪. বারবার দৃষ্টি তুমি
ফিরাও সেখানে
ক্লান্ত হয়ে ফিরিবে
তোমার পানে ॥

৫. প্রদীপে সাজানো আমার
নিকট আসমান
তাড়াইতে সেথা হতে
ওই শয়তান;
রাখিয়াছি সেইগুলি
হাতিয়ার করে
দোজখেরও আজাব আছে
তাহাদের তরে ॥

৬. রবকে যারা সব
করে অস্বীকার
দোজখের আজাব আছে
তাদের সবার
কতই না জঘন্য সেই
জায়গা যে আর ॥

৭. নিক্ষেপ হবে তারা
তথায় যখন
শুনিতে পাবে এক
বিকট গর্জন ॥

৮. জাহান্নাম ক্রোধে যাবে
উন্মাদ হয়ে
নিক্ষেপ করা হলে
কোনো দল লয়ে ॥
জিজ্ঞাসিবে দোজখের
প্রহরী তাদের
যায়নি কি সতর্ককারী
কেহ তোমাদের ?

৯. অবশ্যই বলিবে তখন
এসেছিল তারা

মিথ্যেবাদী বলেছি
তাদেরে মোরা
আল্লাহ্‌র কিছুই নাই
নাজিল করা
তোমরাই পড়ে আছ
ভ্রান্তিতে ভরা ॥

১০. বলিবে শুনিতাম যদি
তাদের কথা
অথবা নিজের বিবেক
খাটাতাম তথা;
তাহলে এখন মোরা
দোজখের ভিতরে
এভাবে থাকিতাম না
আযাবে পড়ে ॥

১১. তারপরে নিজেদের
অপরাধ যার
একে একে করিবে
তাহারা স্বীকার
দোজখবাসীর উপর
লানৎ সবার ॥

১২. না দেখিয়া রবকে
যারা করে ভয়
ক্ষমা আর পুরস্কার
তাহাদের রয় ॥

১৩. কথা বল, গোপনে বা
উচ্চস্বরে
সব কিছু রয়ে যায়
তাঁর গোচরে ॥

১৪. জানিবেন নাকি তিনি
সৃষ্টি যাঁহার ?
সূক্ষ্মদর্শী যিনি
সব জানা তাঁর ॥

রুকু-২

১৫. পৃথিবীকে দিয়েছেন
তোমাদের তরে
ব্যবহার করিবার
উপযোগী করে ॥
তাঁরই দিকে তোমরা
কর বিচরণ
কর যে তাঁরই দেয়া
আহার গ্রহণ ॥
পুনরায় জীবিত হয়ে
নিকটেই তাঁর
ফিরে যেতে হবে যে
একদিন আবার ॥

১৬. এ ব্যাপারে তোমরা কি
নিশ্চিন্ত
আসমানে রয়েছেন যিনি
অধিষ্ঠিত;
ভূ-গর্ভে তোমাদের
দিবেন না ধ্বসিয়ে
অতঃপর কাঁপিবে তাহা
থর-থরিয়ে ?

১৭. অথবা ভাবো না কি
এই ব্যাপারে
উপস্থিত আছেন যিনি
আকাশ পারে;
করিবেন নাকি তিনি
কখনো প্রেরণ
প্রচণ্ড ঝড় দিয়ে
পাথর বর্ষণ ?
ভয় দেয়া কেমন ছিল
জানিবে তখন ॥

১৮. তাদের অতীতে সব
ছিল যাহারা
মিথ্যার আরোপ যত
করেছিল তারা
কেমন হয়েছে মোর
শাস্তির দ্বারা ?

১৯. তাহারা কি দেখে না
পাখিদের ব্যাপার
কেমনে পাখা তারা
করে বিস্তার;
এবং কিভাবে তাহা

নেয় গুটিয়ে
আল্লাহ্‌ ছাড়া রাখে না
কেহ ভাসিয়ে
সব কিছু দেখেন শ্যেন
দৃষ্টি দিয়ে ॥

২০ কে আছে, আল্লাহ্‌ ছাড়া
এমন দয়াময়
সৈন্য দিয়ে যার
সহায়তা রয় ?
কাফের ভ্রান্তির মাঝে
পতিতই হয় ॥

২১. রিজিক দেন যদি
বন্ধ করিয়া
বাঁচাবে কে আর তবে
রিজিক দিয়া ?
অবাধ্য বরং সবাই
হয়ে যাহারা
বিমুখতা নিয়ে সব
ডুবে আছে তারা ॥

২২. উপুড় হয়ে যে চলে
মুখে ভর দিয়ে
চলে কি সেইলোক
সৎ পথ নিয়ে
নাকি যে চলিছে
ঠিক পথে গিয়ে ?

২৩. অতএব বল তুমি
তাদের এখন
সৃষ্টি যিনি করিলেন
তোমাদের এমন
দিয়েছেন চোখ-কান
অন্তঃকরণ;
তবুও তোমরা সবাই
এমনই প্রকার
কৃতজ্ঞতা খুবই কম
প্রকাশ কর তাঁর ॥

২৪. বল যে পৃথিবীতে
দিলেন ছড়িয়ে
একত্র করিবেন পূণঃ
তাঁর কাছে নিয়ে ॥

২৫. কাফেররা তারা সব
বলে যে এমন
বাস্তব আসিবে হয়ে
সেইটা কখন ?

২৬. বল সেটা আল্লাহ্‌রই
জানা এক বিষয়
সতর্ক আমার দ্বারা
শুধু করা হয় ॥

২৭. নিকটে আসিতে তাহা
দেখিবে যখন
কাফেরের মুখ হবে
বিবর্ণ তখন ॥
এই কথা বলা হবে
তখন তাদের
এমনই তো চাওয়া ছিল
সেটা তোমাদের ॥

২৮. বল যে, দেখেছ কি
তাহা ভাবিয়া
আমাদের আল্লাহ্‌ যদি
ফেলেন মারিয়া;
অথবা করিলে তিনি
দয়া আমাদের
আজাব হতে রক্ষা কে
করিবে তাদের ?

২৯. বল যে, আছেন তিনি
পরম দয়াময়
ঈমান তাঁর উপরে
আমাদের রয়
ভরসাও আমাদের
আছে নিশ্চয়;
সব কিছু তোমরাও
জানিবে অচিরে
ভ্রান্তি রয়েছে তাই
কাদেরে ঘিরে ॥

৩০. বল যে দেখছ কি
এমন ভাবিয়া
পানি যদি ভূ-গর্ভে

যায় নামিয়া
তাহলে তোমাদের
আছে কে এমন
পানির প্রবাহ-কে
আনিবে তখন ?

---

৬৮. সূরা কলম
মক্কায় ঃ আয়াত ৫২ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্র নাম মোর
শুরুতেই রয়
দয়ার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. নুন্-কলমের শপথ
সে বিষয়ে আর
আরো সব তাহারা
লিখে চলে যার ॥
২. রবের দয়ায় তোমার
মাঝে কখনো
একদম পাগলামি
নাই তো কোন;
৩. অবশ্যই তোমার তরে
রহিয়াছে আর
সীমাহীন বিনিময়
বড় পুরস্কার
৪. চরিত্র বড়ই মহান
রয়েছে তোমার ॥
৫. তুমিও দেখিবে আর
দেখিবে যে তারা
বিকার তোমাদের মাঝে
কে অথবা কারা ॥
৬. তোমার রবের ভালো
জানা অতিশয়
কে তাঁর পথ হতে
বিচ্যুত হয়
আর কে সৎ পথে
প্রতিষ্ঠিত রয় ॥
৭. মিথ্যাচারীদের কথা
শুনিও না যেন
৮. তারা চায় দেখিতে তোমার
শিথিলতা কোন;
আর যেন তাহারাও
শিথিল হতে পারে
৯. কখনো এমন লোকের
শুনিওনা তারে;
১০. কথায়-কথায় করে
কসম যারা
হীন প্রকৃতির লোক
হয় তাহারা ॥
১১. অন্যের পিছনে যে
দুর্নাম রটায়
অপরের নিকটে কথা
লাগিয়ে বেড়ায়;
১২. সৎ কাজ করিতে
বাধা দেয় যারা
সীমানা লঙ্ঘনকারী
মহাপাপী তারা ॥
১৩. রুক্ষ স্বভাবের সে
কুখ্যাত আর
১৪. ধন আর সন্তান
আছে বলে তার ॥
১৫. তার কাছে মোর বাণী
পাঠ করা হলে
সেকালের উপকথা
শুধু সে বলে
১৬. নাকে তার দেব আমি
দাগ লাগিয়ে
১৭. দেখেছি তাদের আরো
পরীক্ষা নিয়ে ॥
উদ্যান মালিকের
করেছি যেমন

কসম করে বলেছিল
তাহারা যখন;
ভোরবেলা করিবে যে
ফল আহরণ

১৮. ইন্‌শাআল্লাহ্‌ও তারা
বলেনি তখন ॥

১৯. রবের তরফ হতে
পাঠানো যে হয়
বাগানের উপরে এক
মহাবিপর্যয়
তখন সবাই তারা
নিদ্রায় রয় ॥

২০. এর ফলে পরিণত
হলো সেই বাগান
কর্তিত শষ্যের মত
লোপাট সমান ॥

২১. অতএব সকালে তারা
একে-অপরে
ডাকিয়া বলিতে থাকে
পরস্পরে;

২২. ফল তবে আহরণ
করিতে হলে
প্রভাতেই ক্ষেত পানে
যাও সব চলে ॥

২৩. চলিতে চলিতে তারা
বলে চুপিসারে

২৪. মিসকিন বাগানে যেন
ঢুকিতে না পারে;

২৫. বাধা দিতে সক্ষম
মিসকিন পরে
এমন ভাবিয়া তারা
যাত্রা করে ॥

২৬. বাগানের অবস্থা সব
দেখিল যখন
বলিল ভুলেছে পথ
আমাদের মন

২৭. ভাগ্যহারা বঞ্চিত
আমরা এখন ॥

২৮. ভালো যে লোকটি তাদের
সেখানে বলে
গাও না আল্লাহ্‌র গুণ
কেন তাহলে ?

২৯. তখন বলিল তারা
আমরা রবের
পবিত্রতা ঘোষণা
করি আমাদের
আমরা ছিলাম মাঝে
জালিমদিগের ॥

৩০. অতঃপর তারা সবে
একে-অপরে
দোষারোপ করিতে থাকে
পরস্পরে ॥

৩১. তারা বলে দুর্ভোগ
আমাদের এখন
নিশ্চয়ই করেছি মোরা
সীমা লঙ্ঘন ॥

৩২. হয়তো দিবেন রব
বেশি কিছু নিয়ে
আমাদের উত্তম এক
বাগান দিয়ে
রবের পানে আমরা
রই তাকিয়ে ॥

৩৩. সবার শাস্তি থাকে
এইরূপই হয়ে
আখেরাতে আরো যায়
শাস্তি রয়ে ॥
গুরুতর ভীষণ রকম
শাস্তি রয় যাহা
কি ভালো হতো যদি
জানিত তাহা ॥

রুকু-২

৩৪. মোত্তাকীদিগের তরে
রবের কাছে
নেয়ামতে পূর্ণ সব

জান্নাত আছে ॥

৩৫. অনুগত বান্দা সবাই
রহিয়াছে যারা
গণ্য কি পাপীসম
হবে তাহারা ?

৩৬. কি হলো তোমরা সবাই
কেন যে এমন
কিরূপ ধারণা তবে
করিছ গ্রহণ ?

৩৭. কিতাব কি তোমাদের
আছে কোন যাহা
এবং তোমরা পাঠ
করে থাকো তাহা ?

৩৮. আর সব তাহাতে
লিখা আছে যত
যাহা কিছু তোমাদের
পছন্দমতো ?

৩৯. অথবা নিয়েছ শপথ
আমার সাথে
কিয়ামত পর্যন্ত শুধু
তোমরা যাতে ॥
ইচ্ছা তোমাদের
যত কিছু হলে
সেইরূপ তোমরা সবাই
করে যাবে চলে ?

৪০. জিজ্ঞাসা তাদের তুমি
কর যে সবার
তাদের মাঝে এর কে
হবে জিম্মাদার ?

৪১. উপাস্য আছে কি তাদের
শরিক কোন ?
সত্যবাদী হলে তারা
হাজির করে যেন ॥

৪২. সেদিনের কথা আজ
কর যে স্মরণ
পায়ের গোছা খোলা হবে
যেই দিন তখন;
ডাকা হবে তাহাদের
সিজদা দিতে
পারিবে না কিন্তু তারা
সিজদা করিতে ॥

৪৩. অবনত হয়ে সব
রহিবে তারা
মৌন হয়ে রবে সেথা
হীনতা দ্বারা ॥
সুস্থ-সবল ছিল
তাহারা যখন
ডাকা হতো সিজদা দিতে
তাদের তখন ॥

৪৪. আমার কালামে যারা
অস্বীকার করে
তাহাদের ছেড়ে দাও
আমার উপরে;
ধীরে-ধীরে পাকড়াও
করিব এমন
জানিতেও পারিবে না
তাহারা তখন ॥

৪৫. তাহাদের দেয়া মোর
অবকাশ রয়
মজবুত কৌশল রহে
মোর নিশ্চয় ॥

৪৬. বিনিময় চাও কি তুমি
তাহাদের কাছে
যে কারণে বোঝা তারা
মনে করিয়াছে ?

৪৭. অথবা গায়েবের কোন
খবর কি থাকে
সেই সব যত্নে তারা
লিখিয়া রাখে ?

৪৮. অতএব তুমি কর
ধৈর্য্যধারণ
নির্দেশ আসিতে রবের
অপেক্ষা এখন ॥
মাছওয়ালা ইউনুস
হয়েছিল যেমন
তুমি যেন তার মতো

হয়ো না তেমন ॥
যখন সে দারুণ এক
বিপদে পড়ে
কাতর অবস্থায় সে
প্রার্থনা করে;

৪৯. না এলে রবের দয়া
সহায়তা লয়ে
প্রান্তরে নিক্ষেপ হতো
লাঞ্ছিত হয়ে ॥

৫০. মনোনীত করেন রব
পুনরায় তাকে
নেককারীদের মাঝে
শামিল থাকে ॥

৫১. এ-কোরআন কাফেরেরা
করিলে শ্রবণ
তোমাতে দৃষ্টি হানে
তাহারা এমন;
যেন তারা তোমাকে
দৃষ্টি দিয়া
একদম ফেলে দেবে
যেন আছ্‌ড়িয়া ॥
এই কথা এবং বলে
তাহারা সকল
এই লোক রয়েছে এক
প্রকৃত পাগল

৫২. অথচ বিশ্বের তরে
এলো এ কোরআন ॥
উপদেশ সবারে হেথা
করিতে প্রদান ॥

---

৬৯. সূরা হাক্‌কা
মক্কায় ঃ আয়াত ৫২ ঃ রুকু ২

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুণায় ॥

রুকু-১

১. সুনিশ্চিত একটি বড়
সত্য বিষয়

২. কি আবার সুনিশ্চিত
এমন কিছু রয় ?

৩. তোমার কি জানা নেই
সত্য কি হয় ?

৪. আদ আর সামুদ কওম
করে অস্বীকার
মহা এক প্রলয় সেথা
হয়েছিল যার ॥

৫. সামুদ সম্প্রদায়ও
ছিল যাহারা
ধ্বংস হয়েছে এক
শব্দের দ্বারা ॥

৬. আদ জাতি ধ্বংস
করিতে গিয়ে
প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া
দেন পাঠিয়ে

৭. বাতাস তেমনই রাখেন
আল্লাহ্‌ চাপিয়ে ॥
একাধারে সাত রাত
আট দিন ধরে
সেথায় দেখিতে তুমি
তাদের উপরে;
উৎপাটিত খেজুরের
বৃক্ষের মতো
ভূ-পাতিত হয়েছিল
তারা সব যতো

৮. দেখিতে পাও কি তাদের
অস্তিত্ব ?

৯. ফেরাউন ও অতীতে আরো
ছিল যাহারা
উল্টে দেয়া জনপদ
বাসিন্দারাও তারা ॥
যারা ছিল লুতের ওই
পাপী সম্প্রদায়
গুরুতর পাপে ছিল
লিপ্ত সেথায় ॥

১০. রবের রাসুলকে তারা
অমান্য করে
আল্লাহ্‌র শক্ত ধরায়
গেল তারা পড়ে ॥

১১. যখন সেখানে আরো
হয়েছিল প্লাবন
নৌকাতে তাদের করাই
আমি আরোহন ॥

১২. এ ঘটনা তাই আমি
করাতে স্মরণ
উপদেশ দিয়ে থাকি
করিতে গ্রহণ ॥

১৩. একটি ফুৎকার দেয়া
হবে শিঙ্গাতে

১৪. পৃথিবী ও পর্বত
চূর্ণ হবে তাতে ॥

১৫. সেই দিন ঘটে যাবে
সুনিশ্চিত বিষয়
সত্য ঘটনা সেই
মহা এক প্রলয় ॥

১৬. আসমান সেই দিন
যাবে ফাটিয়া
বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে
তাহা ছুটিয়া ॥

১৭. ফেরেশতারা থাকিবে
আকাশের ধারে
তারা সব রয়ে যাবে
কিনারে-কিনারে ॥
সেইদিন ফেরেশতা রবে
যারা আটজন
রবের আরশ তারা
করিবে ধারণ ॥

১৮. হাজির করা হবে
তোমাদের তখন
তোমাদের কিছুই সেদিন
রবে না গোপন ॥

১৯. আমলনামা ডান হাতে
দেয়া হবে যার
বলিবে তোমরাও দেখ
পড়িয়া এটার ॥

২০. এটাই তো জনিতাম
আমি সেইদিন
হিসাবের হবে তো আমার
হতে সম্মুখীন ॥

২১. এরপরে সুখেই সে
কাটাবে জীবন

২২. সুউচ্চ জান্নাতে গিয়ে
রহিবে তখন ॥

২৩. বিভিন্ন ফল গাছে
ঝুলিয়া রবে

২৪. এই কথা তখন তাদের
সেথায় বলা হবে;
খেতে থাকো আর যাও
পান করিয়া
আগে যা করেছ তার
বিনিময় নিয়া ॥

২৫. আমলনামা দেয়া হবে
বাম হাতে যার
বলিবে সে দেয়া যদি
না-হতো এটার
কতই না ভালো হতো
হায় যে আমার !

২৬. না যদি জানিতাম
হিসাব কি হবে

২৭. মৃত্যুই সবই যদি
শেষ হতো তবে !!

২৮. লাগিল না কোন কাজে
ধন-সম্পদ
২৯. ক্ষমতাও মোর হলো
সবই বরবাদ ॥
৩০. ফেরেশতাকে বলা হবে
আদেশ করিয়া
ঠিকমতো তোমরা যেন
একে ধরিয়া
গলায় বেড়ি এর
দাও পরাইয়া ॥
৩১. অতঃপর ঢুকাও তাকে
দোজখের ভিতরে
৩২. এমন শিকলে রাখো
আবদ্ধ করে
সত্তর গজ শিকলের
মাঝে তাকে ধরে ॥
৩৩. আল্লাহ্‌র উপরে তার
ছিল না ঈমান
৩৪. করিত না দুস্থ্যদিগের
আহার্য প্রদান ॥
৩৫. আজিকের দিনে কেহ
এখানে তারে
কেহ নাই নিকটের
সহায়তা করে
৩৬. খাবার নাই কোন
তাহার তরে ॥
ক্ষত-বিধৌত সেথায়
পানি শুধু ছাড়া
৩৭. পান করিবে তাহা
গুনাহ্‌গার যারা ॥

রুকু-২

৩৮. তোমরা দেখ যাহা
কসম তাহার
৩৯. তোমরা দেখ না আরো
সেই সব যাহার;
৪০. নিশ্চয়ই আনীত হলো
এই কোরআন
সম্মানিত রাসুলে যাহা
হয়েছে প্রদান ॥
৪১. এবং ইহা কোন
কবির কথা নয়
তোমাদের বিশ্বাস
খুবই কম রয় ॥
৪২. এমন কথাও নয়
গণকের যেমন
কমই তোমরা কর
উপদেশ গ্রহণ ॥
৪৩. জগৎ পালকের হতে
হয়েছে প্রদান
নাজিল হয়েছে যাহা
এই সে কোরআন ॥
৪৪. রচনা সে করিত যদি
নামেতে আমার
৪৫. তবে আমি ডান হাত
ধরিয়া যে তার;
৪৬. দিতাম কাটিয়া শিরা
তার কলিজার
৪৭. কেহই হতো না তাকে
রক্ষা করিবার ॥
৪৮. কোরআনে সকলি তো
আছে নিশ্চয়
মোত্তাকীদিগের তরে
উপদেশ রয় ॥
৪৯. আমার তো জানা আছে
যারা তোমাদের
মিথ্যারোপ করিবে
সেই তাহাদের ॥
৫০. এইটা কোরআন এক
রয়েছে এমন
কাফেরের তরে যাহা
দুঃখের কারণ ॥
৫১. নিশ্চিত সত্যই জেন
এসেছে কোরআন
৫২. পবিত্রতা বর্ণনা কর

৭০. সূরা মা'আরিজ
মক্কায় ঃ আয়াত ৪৪ ঃ রুকু ২

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়া
করুণার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. এই কথা প্রশ্ন করে
লোক একজন
আযাব আসিবে যাহা
সেথায় যখন;
২. যেমন আসিয়া যাবে
কাফেরের উপরে
সাধ্য নাই কেহ তার
প্রতিরোধ করে ॥
৩. সে ঘটনা আল্লাহ্‌ই
ঘটাবেন তিনি
সমুন্নত মর্তবার
অধিপতি যিনি ॥
৪. ফেরেশতা ও রুহু যায়
একদিনে এমন
আল্লাহ্‌র সমীপে তারা
করে আরোহন;
একদিন হবে সেই
পরিমাণ যার
বছর হয়ে যাবে
পঞ্চাশ-হাজার ॥
৫. অতএব থাকো তুমি
ধৈর্য্য ধরে
৬. সুদূর পরাহত সেদিন
তারা মনে করে ॥
৭. আর আমি দেখিতেছি
নিকটেই তার
৮. আসমান হবে যেন
গলিত তামার ॥
৯. পর্বত হবে ধুনা
পশমের মতো
১০. বন্ধু নেবে না খবর
বন্ধুর যতো ॥
১১. যদিও তাহাদের
একজনের সাথে
অন্যজনের হবে
সেথা সাক্ষাতে ॥
আযাব হতে পাপীরা
রক্ষার তরে
দিয়ে দিতে চাইবে
সন্তানদেরে ॥
১২. নিজের বিবি আর
ভাইকেও তারা
১৩. জ্ঞাতি আর গোষ্ঠি সব
আছে যাহারা ॥
সবাই যারা দিত
আশ্রয় তাকে
১৪. পৃথিবীতে আরো তার
যাহা কিছু থাকে;
রক্ষা তাকে যেন
পারে করিতে
১৫. কখনোই হবে না তেমন
আর হইতে ॥
এমন এক লেলিহান
আগুন যাহা
১৬. গায়ের চামড়া তাদের
তুলে নেবে তাহা ॥
১৭. দোজখ ওই ব্যক্তিকে
যাবে ডাক দিয়ে
যেই লোক থাকিত সেথায়
মুখ ঘুরিয়ে;
করিত সেথায় আরো
পিঠ্‌ প্রদর্শন
১৮. সঞ্চয় করিত ধন
সংরক্ষণ ॥
১৯. মানুষের সৃষ্টি হলো

ভীরুতা দিয়ে
২০. অনিষ্ট আসিলে থাকে
হা-হুতাশ নিয়ে;
২১. কল্যাণ আসিলে কোন
তার উপরে
পূনরায় তখন সে
কৃপণতা করে ॥
২২. ছালাত কায়েম তবে
করে শুধু যারা
শুধুই সেইসব
লোকজন ছাড়া;
২৩. নিজেদের ছালাতে সদা
কায়েম থাকে
২৪. নির্ধারিত সম্পদে হক
করিয়া রাখে ॥
২৫. বঞ্চিত প্রার্থী যারা
সবার তরে
২৬. কিয়ামত সত্য বলে
বিশ্বাস করে;
২৭. রবের আজাবে ভীত
শঙ্কিত রয়
২৮. প্রকৃতই যায় না হওয়া
তাতে নির্ভয়
রবের যে আজাবের
কথা বলা হয় ॥
২৯. যৌনাঙ্গ সংযত
তারা রেখে যায়
৩০. স্ত্রী বা দাসী হলে
নেই অন্যায় ॥
৩১. কামনা করে যারা
ইহাদের ছাড়া
সীমানা লঙ্ঘনকারী
হয় তাহারা
৩২. ওয়াদা আর আমানতও
রক্ষা করে যারা ॥
৩৩. সঠিক ভাবে করে যারা
সাক্ষ্য প্রদান
৩৪. নিজেদের ছালাত প্রতি
যারা যত্নবান
৩৫. জান্নাতে থাকিবে তারা
নিয়ে সম্মান ॥

রুকু-২

৩৬. কাফেরেরা ছোটে কেন
তোমার পানে
৩৭. দলে দলে আসে তারা
বাম আর ডানে ?
৩৮. সবাই কি তাহাদের
এই আশা করে
জান্নাত দেয়া হবে
তাহাদের তরে ?
৩৯. কখনোই হবে না তাহা
কভু সেটা নয়
জানে তারা কি দ্বারা
সৃষ্টি মোর রয় ॥
৪০. উদয় ও অস্তের প্রভুর
কসম আমার
নিশ্চই ক্ষমতা এমন
রাখি আমি তার;
৪১. সৃষ্টি করিতে মানব
আমি সক্ষম
তাদের স্থলে হবে
যারা উত্তম ॥
৪২. কাজেই তাদেরে তুমি
দাও ছড়িয়া
যাক তারা বিতর্ক ও
মজা করিয়া;
যত দিনে সেদিনের
সম্মুখে না হয়
যেদিনের প্রতিশ্রুতি
তাদের দেয়া রয় ॥
৪৩. সেই দিন কবর হতে
বাহির হইয়া
অতি দ্রুতবেগে তারা
যাবে ছুটিয়া;

যেন কোন লক্ষ্য এক
বস্তুর পানে
ছুটিয়া সবাই তারা
চলে সেখানে ॥
৪৪. নতমুখী-দৃষ্টি
তারা সব নিয়া
হীনতা ফেলিবে তাদের
সবই ঢাকিয়া ॥
সেইদিন এইটাই
আসিল এখন
তাদের যা ওয়াদা দেয়া
হইত তখন ॥

---

৭১. সূরা নূহু
মক্কায় ঃ আয়াত ২৮ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুণাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১. নূহুকে দিলাম আমি
সেথা পাঠিয়ে
সে যেন বলে তার
কওমে গিয়ে;
সতর্ক সবাই যেন
হয়ে যায় তারা
শাস্তি আসার আগেই
যন্ত্রণা দ্বারা ॥
২. সেখানে গিয়ে সে
বলেছে তাদের
সতর্ক করিতে আসি
আমি তোমাদের ॥
৩. আল্লাহ্‌র ইবাদত কর
এই বিষয়ে
আনুগত্য আমার কর
আল্লাহ্‌র ভয়ে ॥
৪. দিবেন গুনাহ্‌ তিনি
ক্ষমা করিয়া
রাখিবেন নির্ধারিত
অবকাশ দিয়া ॥
নির্দিষ্ট সময় সেটা
আসিবে যখন
কখনই বিলম্ব তার
হবে না তখন ॥
উত্তম হইত যে
কতই না আর
সেই কথা তোমরা যদি
জানিতে তাহার ॥
৫. বলে সে, হে রব আমি
মোর কওমের
রাত-দিন দাওয়াত সেথা
দিয়েছি তাদের;
৬. কিন্তু আমার এই
দাওয়াতই এমন
বাড়িয়ে দিয়েছে সব
তাদের পলায়ন ॥
৭. যখনই তাদের আমি
করি আহ্বান
আপনি ক্ষমা যাতে
করেন প্রদান;
তখনই আঙ্গুল দেয়
কানে ঢুকিয়ে
নিজেদের আবৃত করে
কাপড় দিয়ে ॥
আরো থাকে তারা সব
বড় জিদ ধরে
অহঙ্কার চরম সবাই
প্রকাশ করে
৮. দাওয়াত দিয়েছি তাদের
উচ্চস্বরে ॥
৯. তারপরে করেছি আমি

প্রকাশ্যে প্রচার
গোপনেও বুঝিয়েছি
আরো কতবার ॥
১০. বলিয়াছি ক্ষমা চাও
রবের কাছে
অতিশয় ক্ষমা তাঁর
অন্তরে আছে ॥
১১. প্রচুর বৃষ্টি দিবেন
বর্ষণ করে
১২. সম্পদ ও সন্তানে
দিবেন ভরে;
সমৃদ্ধ করিবেন বহু
উদ্যান দিয়া
নদীনালা প্রবাহিত
দিবেন করিয়া ॥
১৩. কি হলো তোমাদের
কেমন যেন
আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের আশা
কর না কেন ?
১৪. অথচ তোমরা সবাই
সৃষ্টি তাঁহার
সৃষ্টি করেছেন তিনি
ধাপে-ধাপে আর ॥
১৫. লক্ষ্য কি করনি ওই
সাত-আসমান
স্তর করিয়া কেমন
আল্লাহ্ সাজান ?
১৬. চন্দ্রকে রাখিলেন
আলো বানাইয়া
সূর্যকে দিলেন আরো
প্রদীপ করিয়া ॥
১৭. মাটি হতে তোমাদের
বের করেছেন
১৮. সেখানেই আবার তিনি
ফিরায়ে দিবেন ॥
সেথা হতে তোমাদের
তিনি পুনরায়
বের করে আনিবেন
আরেক জায়গায় ॥
১৯. আরো সেথা আল্লাহ্
তোমাদের তরে
জমিনকে রেখেছেন
বিছানা করে ॥
২০. সেখানের প্রশস্ত সব
পথে যাহাতে
চলাফেরা করিতে পারো
তোমরা তাতে ॥

রুকু-২

২১. নূহু বলে, এইভাবে
হে রব আমার
তারা মোরে অমান্য
করিয়াছে আর;
মান্য করেছে লোক
এমন যাহার
সন্তান সম্পদে ক্ষতি
বাড়িয়েছে তার ॥
২২. ভয়ানক কুচক্র
তারা করিয়াছে
২৩. একে তারা অন্যকে
আরো বলিয়াছে;
ছাড়িও না তোমাদের
দেবতা যারা
ওয়াদ-সুওয়া-ইয়াগুছ
রহিয়াছে তারা
ইয়াউক আর নাসরকেও
করিও না ছাড়া ॥
২৪. ভ্রষ্ট করেছে তারা
অনেকের নিয়ে
মূর্খতা তাদের আরো
দিন বাড়িয়ে ॥
২৫. ডুবানো তাদের হলো
পাপের কারণে
দোজখেও হলো দেয়া
পরক্ষণে ॥

অতঃপর আর কারো
পায়নি তারা
সাহায্যকারী কেহ
আল্লাহ্ ছাড়া ॥

২৬. এই কথা তখন নূহু
বলেছিল আরো
হে রব জীবিত না যেন
রাখিবেন কারো;
কাফেরের মধ্য হতে
যেন একজন
রেহাই দিবেন কারো
না থাকে এমন ॥

২৭. থাকেন আরো যদি
রেহাই দিয়া
বান্দাদিগকে দেবে
ভ্রষ্ট করিয়া;
জন্মও দেবে শুধু
কেবলই তারা
পাপাচারী কাফের যত
হবে যাহারা ॥

২৮. হে রব, আপনি করুন
ক্ষমা আমাকে
আরো যেন আমার ওই
পিতা-মাতাকে
আমার আরো যারা
পরিবার থাকে ॥
মুমিন হয়ে আছে
যারা মোর ঘরে
আর সব মুমিন যত
পুরুষ-নারীদেরে ॥
সেইরূপ করুন শুধু
জালিমদের নিয়ে
কেবলই ধ্বংস তাদের
দিন বাড়িয়ে ॥

---

৭২. সূরা জ্বীন
মক্কায় ঃ আয়াত ২৮ ঃ রুকু ২

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুণা অথই ॥

রুকু-১

১. বল মোর কাছে ওহী
হলো যা প্রেরণ
জ্বীনদের একটি দল
করেছে শ্রবণ ॥
কওমের কাছে ফিরে
বলে তারপর
এসেছি কোরআন শুনে
বিস্ময়কর;

২. সরল-পথ যাহা
প্রদর্শন করে
ঈমান এনেছি মোরা
তাহার উপরে ॥
মোদের রবের সাথে
কখনো যে আর
করিব না শরিক মোরা
কাহারও তাঁহার ॥

৩. রবের মর্যাদা অতি
অ-সাধারণ
স্ত্রী ও সন্তান তিনি
করেননি গ্রহণ ॥

৪. আমাদের মাঝে ছিল
নির্বোধ যারা
আল্লাহ্ নিয়ে বাড়াবাড়ি
বলিত তারা;

৫. আমরা তো ভাবিতাম
আল্লাহ্‌কে নিয়ে
জ্বীন ও ইনসান

বলে না বানিয়ে ॥

৬. মানুষ অনেকেই জ্বীনের
আশ্রয় নিতো
জ্বীনেদের গর্ব ফলে
বাড়িয়ে দিতো ॥

৭. আরো তারা ধারণা
করিত তেমন
তোমরাও কর যত
ধারণা যেমন;
ধারণা এক রূপই
সবাই করিত
আল্লাহ্ করিবেন না
আবার জীবিত ॥

৮. আকাশের সংবাদ নিতে
গিয়েছি যারা
দেখেছি প্রহরী কঠোর
উল্কার দ্বারা ॥

৯. আগে মোরা আকাশের
সংবাদ নিতে
বসিয়া থাকিতাম সেথা
বিভিন্ন ঘাঁটিতে ॥
এখন খবর যদি
কেউ নিতে যায়
জ্বলন্ত উল্কা এক
দেখিতে সে পায় ॥

১০. জানি না রবের কি
ইচ্ছা তাঁহার
পৃথিবীবাসীর কোন
ক্ষতি করিবার ॥
হয়তোবা রব তিনি
এমন কিছু চান
তাহাদেরে করিতে
হেদায়েত প্রদান ॥

১১. আমাদের মাঝে আছে
কিছু নেককার
কিছু-কিছু ব্যতিক্রমী
রয়েছে আবার
আমরা ছিলাম সবাই
বিভিন্ন পন্থার ॥

১২. এখন পারিয়াছি
আমরা বুঝিতে
হারাতে পারিব না
তাঁকে পৃথিবীতে;
পারিব না আমরা
করে পলায়ন
আল্লাহ্কে পরাস্ত
করিতে সাধন ॥

১৩. হেদায়েত বাণী মোরা
শুনেছি যখন
ঈমান এনেছি তাতে
আমরা তখন ॥
স্বীয় রবে অতএব
আনে যে ঈমান
অন্যায়ের ভয় নাই
নাই লোকসান ॥

১৪. আমাদের মাঝে কিছু
মুসলিম যেমন
আরো কিছু করে যারা
সীমা লঙ্ঘন ॥
সুতরাং মুসলিম
হইয়াছে যারা
সত্যের পথ খুঁজে
নিয়াছে তারা ॥

১৫. আর যারা করিয়াছে
সীমা লঙ্ঘন
তারা তো দোজখের
হবে ইন্ধন ॥

১৬. থাকিত সরল পথ
যদি তারা নিয়ে
সিক্ত করিতাম প্রচুর
বর্ষণ দিয়ে ॥

১৭. তাদেরে পারি যেন
পরীক্ষা নিতে
মুখ যে ফিরায় রবের
স্মরণ করিতে
নিবেন কঠোর তাকে

আজাব দিতে ॥

১৮. মস্‌জিদ আল্লাহ্‌কে
করিতে স্মরণ
আল্লাহ্‌র সাথে কারো
ডেকো না তখন ॥

১৯. আল্লাহ্‌কে ডাকিতে বান্দা
যখন দাঁড়ালো
তার কাছে তখন তারা
ভিড় জমালো ॥

রুকু-২

২০. বল, মোর রবকে ডাকি
আমি তো কেবল
করি না শরিক তাঁহার
অন্য সকল ॥

২১. বল, আমি পারি না কারো
ক্ষতি করিতে
উপকারও কারো কিছু
পারি না দিতে ॥

২২. আল্লাহ্‌র গজব হতে
বল আমাকে
রক্ষা করিতে আর
কেহই না থাকে ॥
এবং তিনি ছাড়া মোর
আর কারো কাছে
কোথায়ও না কোন
আশ্রয় আছে ॥

২৩. বাণী শুধু পৌঁছানো
আল্লাহ্‌তায়ালার
আমার কাজ তাঁর
পয়গাম প্রচার ॥
আল্লাহ্‌ ও রাসুলে যে
অমান্য করে
দোজখের আগুন আছে
তাহার তরে
সেখানেই থাকিবে তারা
চিরকাল ধরে ॥

২৪. প্রতিশ্রুত শাস্তি তারা
দেখিবে যখন
জানিতে তারা সব
পারিবে তখন;
দুর্বল সাহায্যকারী
রয়েছে কাহার
কম কতো রহিয়াছে
সংখ্যাও আর ॥

২৫. সেই কথা বল মোর
কিছু জানা নয়
প্রতিশ্রুতি দেয়া যেটা
নিকটেই রয়
নাকি তাহা রবের কোন
সময়ের বিষয় ॥

২৬. গায়েবের জ্ঞান শুধু
তাঁহারই আছে
প্রকাশ করেন না তিনি
আর কারো কাছে;

২৭. শুধু তাঁর মনোনীত
রাসুল ছাড়া
সামনে ও পিছনে তাঁর
রক্ষীর দ্বারা ॥

২৮. যেন তিনি এই কথা
পারেন জানিতে
রাসুল কি পারিল বাণী
পৌঁছিয়ে দিতে ?
আর যাহা রহিয়াছে
রাসুলের কাছে
সংখ্যার হিসাবে তাঁর
আয়ত্ত্বে আছে ॥

---

৭৩. সূরা মুযাম্মিল
মক্কায় ঃ আয়াত ২০ ঃ রুকু ২

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম করে যাই
করুনায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. হে ওই, চাদরে ঢাকা
২. দণ্ডায়মান
রাতে থাকো ছালাতে
কিছু পরিমাণ ॥
আর কিছু রাত তুমি
রাখো বাদ দিয়ে
৩. অর্ধেক রাত, অথবা
কিছু কম নিয়ে
৪. নতুবা তার চেয়ে
কিছু বাড়িয়ে ॥
কোরআন পাঠ তুমি
কর ধীরস্বরে
আরো তাহা কর যেন
পরিষ্কার করে ॥
৫. তোমার উপরে দেবো
বাণী গুরুভার
নাজিল করিব আমি
অচিরেই যার ॥
৬. নিশ্চই ইবাদতে
রাত জাগরণ
সহায়ক হয় তাতে
প্রবৃত্তি দলন
বুঝিবার জন্য ভালো
সময় তখন ॥
৭. দিনের বেলাতে তুমি
বহু কাজে থাকো
৮. সুতরাং রবের নাম
স্মরণে রাখো ॥
একাগ্রচিত্তে শুধু
তাঁহারই পানে
মগ্ন হয়ে থাকো
তুমি সেখানে ॥
৯. পুব আর পশ্চিম
তাঁরই অধিকার
মাবুদও তিনি ছাড়া
নেই কোন আর
তাঁকে নাও কর্মের
বিধায়ক তোমার ॥
১০. যা বলে, বলুক থাকো
ধৈর্য্য ধরে
ভদ্রভাবে তুমি চল
পরিহার করে ॥
১১. বিত্ত ও বৈভবে
মগ্ন থাকিয়া
রয়েছে সত্যের উপর
মিথ্যারোপ দিয়া
কিছুকাল আরো রাখো
তাদের ছাড়িয়া ॥
১২. নিশ্চই সে সকল
প্রস্তুত আছে
শিকল ও দোজখ তাহা
আমার কাছে ॥
১৩. খাদ্য রয়েছে আরো
গলায় বাধিবার
শাস্তি ও যন্ত্রণাভরা
রহিয়াছে আর ॥
১৪. কাঁপিবে পৃথিবী যেদিন
পর্বত যত
পর্ব্বত উড়ে যাবে
ধুলার মতো ॥
১৫. তোমাদের কাছে আমি
করেছি প্রেরণ
সাক্ষীস্বরূপ এক
রাসুল একজন
ফেরাউনে রাসুল এক
পাঠাই যেমন ॥

১৬. ফেরাউন অবাধ্যতা করে
রাসুলের সাথে
অবশেষে ধরা খায়
আমার হাতে ॥
১৭. অতএব থাকো যদি
কুফরির উপরে
পাইবে রক্ষা সেদিন
কেমন করে
বৃদ্ধ করিব যেদিন
বালকের ধরে ॥
১৮. সেদিন বিদীর্ণ হয়ে
যাবে আসমান
ওয়াদা হবে পূর্ণ যাহা
হয়েছে প্রদান ॥
১৯. উপদেশ এইটা যার
ইচ্ছা যেমন
করুক রবের পথ
অবলম্বন ॥

রুকু-২

২০. আছেন তোমার রব
তিনি অবগত
আছে যারা তার সাথে
নামাজে রত;
কখনো রাতে দুই
তৃতীয়াংশ প্রায়
কখনো বা অর্ধেক
রাত হয়ে যায় ॥
এক-তৃতীয়াংশ রাতের
কখনো আবার
পরিমাণ নির্ধারিত
আছে আল্লাহ্‌র ॥
রাত আর দিনে তাঁর
করা নির্ধারণ
তোমাদের প্রতি তিনি
ক্ষমাপরায়ণ ॥
যতটুকু কোরআন পাঠ
সহজতর
ততটুকু পাঠ শুধু
তোমরা কর ॥
তোমাদের এই সব
জানা তাঁর রয়
কেহবা তোমাদের
অসুস্থ হয়;
আল্লাহ্‌র দেয়া জীবিকা
কারো খুঁজিতে
ভ্রমণ করিতে হবে
এই পৃথিবীতে;
কাহারও বা যেতে হবে
জেহাদ করিতে ॥
অতএব যতটুকু
সহজেই হয়
ততটুকু পাঠ যেন
তোমাদের রয় ॥
কায়েম করো আর
তোমরা ছালাত
তৎসহ প্রদান আরো
করিও জাকাত ॥
উত্তম ঋণ দাও
সদা আল্লাহ্‌কে
সৎকাজ তোমাদের
যা কিছু থাকে
তাহাই করিবে আগে
প্রেরণ তাঁকে ॥
করিবে তা নিজেদেরই
মঙ্গলতরে
পুরস্কৃত করিবেন তিনি
উত্তম করে ॥
ক্ষমা চাও তোমরা
আল্লাহ্‌র কাছে
পরাক্রমশালী তিনি
দয়া তাঁর আছে ॥

---

৭৪. সূরা মুদাচ্ছির
মক্কায় ঃ আয়াত ৫৬ ঃ রুকু ২

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ যিনি
পরম করুণাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. হে ওই, আবৃত তুমি
আছো কাপড়ে
২. উঠে পড় ঘোষণা দাও
সতর্কতা ভরে ॥
৩. রবের মহিমা তুমি
গাইতে থাকো
৪. পরনের কাপড় তোমার
পবিত্র রাখো ॥
৫. নাপাক থেকে তুমি
থাকো দূরে সরে
৬. প্রতিদান কোন কিছু
বড় আশা করে;
দান করো না তুমি
কখনো এমন
৭. রবের তুষ্টিতে কর
ধৈর্য্যধারণ ॥
৮. শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া
হবে যেই দিন
৯. সেই দিন হবে এক
দিন যে কঠিন ॥
১০. কাফেরের জন্য তাহা
হবে অতিশয়
মোটেও তাহা কোন
সহজ কিছু নয় ॥
১১. মোর হাতে তাকে তুমি
ছেড়ে দাও এখন
বানিয়েছি যাকে আমি
অ-সাধারণ ॥
১২. প্রচুর সম্পদ আরো
দিয়েছি তাকে
১৩. নিত্য সাথী আর
পুত্ররা থাকে ॥
১৪. সচ্ছলতা দিয়েছি আরো
জীবনের তরে
১৫. এরপরও আরো দেই
সেই আশা করে ॥
১৬. কখনোই হবে না তাহা
যাহার কারণ
আমার আয়াতে করে
বিরুদ্ধাচরণ
১৭. শাস্তির পাহাড়ে করাবো
তাকে আরোহন ॥
১৮. তখন সে তো, সব কিছু
ভাবিয়া নিয়া
স্থির করিল মন
ঠিক করিয়া ॥
১৯. অতএব ধ্বংসই হবে
নির্ঘাত তার
সিদ্ধান্ত কেমন হলো
তার যে আবার ॥
২০. অতএব ধ্বংস সে যে
হোক পুনরায়
সিদ্ধান্ত কিরূপ এমন
তার থেকে যায় !!
২১. এদিক-সেদিকে সে
দৃষ্টি রাখে
২২. ভ্রূকুটি করে মুখ
বিকৃত থাকে ॥
২৩. অহঙ্কার করিয়া সে
পিছন ফিরিয়া
২৪. অবশেষে বলিল সে
ঘোষণা দিয়া;
এই লোক পরম্পরায়
প্রাপ্ত যা হয়
যাদু ছাড়া তার কাছে

আর কিছু নয় ৷৷
২৫. নিছক মানুষেরই
কথা হয় এমন
২৬. দাখিলও করিব তাকে
সাকারে তেমন ৷৷
২৭. তুমি কি জানো সেটা
কি হয় সাকার ?
২৮. অক্ষত রাখিবে না
ছাড়িবে না তার ৷৷
২৯. এইটা মানুষকে
ঠিকমতো ধরে
একেবারে দেবে তাকে
বিকৃত করে ৷৷
৩০. এই সাকারের
তত্ত্বাবধানে
উনিশজন ফেরেশতা
নিয়োজিত সেখানে ৷৷
৩১. আর আমি দোজখের
প্রহরী কেবল
নিযুক্ত করেছি সেথায়
ফেরেশতা সকল ৷৷
তাদের সংখ্যা এরূপ
রেখেছি করে
কাফেরকে পরীক্ষা আমি
করিবার তরে ৷৷
কিতাবীর হয় যাতে
দৃঢ় প্রত্যয়
মুমিনের ঈমান আরো
বৃদ্ধি পেতে রয়
কিতাবী ও মুমিনের যাতে
সন্দেহ না হয় ৷৷
যাদের রহিয়াছে
রোগ অন্তরে
তারা আর কাফের বলে
এমনি করে;
আল্লাহ্ আজব এক
উক্তি দিয়ে
কি দিতে চান তিনি
তাই বুঝিয়ে ?
এমনই ইচ্ছা করেন
আল্লাহ্ যাকে
ভ্রষ্টপথে তিনি
চালান তাকে ৷৷
আবার তিনি যাকে
ইচ্ছা করেন
সৎ পথে চালিত তাকে
করিয়া থাকেন ৷৷
রবের বাহিনী তোমার
রহিয়াছে যাহা
তিনি ছাড়া আর কেহ
জানে না তাহা ৷৷
আর এই দোজখের
বর্ণনা সকল
উপদেশ মানুষের
জন্যই কেবল ৷৷

রুকু-২

৩২. উপদেশ নেবে না তারা
কখনোই নয়
কসম আকাশের ওই
চাঁদ যাহা রয় ৷৷
৩৩. শপথ রাত্রির যখন
অবসান হয়
৩৪. শপথ প্রভাতের যাহা
সে আলোকময় ৷৷
৩৫. ভয়ঙ্কর বিপদ সব
রহিয়াছে যাহা
নিশ্চই দোজখ রহে
অন্যতম তাহা ৷৷
৩৬. মানুষের জন্য দারুণ
ভয়ের কারণ
৩৭. তোমাদের মাঝে যারা
রয়েছে এমন;
সামনে কেহ চায়
যারা আগাতে

আবার থাকিতে চায়
যারা পশ্চাতে
একই রকম থাকে
উভয়ের বেলাতে ॥

৩৮. কর্মের কারণে মানুষ
নিজে দায়ী রয়

৩৯. ডান দিকে তবে ওই
লোকজন নয় ॥

৪০. জান্নাতে থাকিয়া তারা
পরস্পরে

৪১. করিবে জিজ্ঞাসা সব
অপরাধীদেরে;

৪২. সাকারে কি জন্যে
নিক্ষেপ হলে ?

৪৩. বলিবে ছিলাম না মোরা
মুমিনের দলে ॥

৪৪. সাহায্য করিনি ভূখার
খাদ্য দিয়ে

৪৫. মত্ত ছিলাম অসার
আলোচনা নিয়ে ॥

৪৬. কিয়ামতে করিতাম
মোরা অস্বীকার

৪৭. এভাবেই মরণ গেল
আসিয়া সবার

৪৮. সুপারিশে হবে না তাই
কোন উপকার ॥

৪৯. তাহাদের হয়েছে কি
থাকে কি নিয়ে
উপদেশ থেকে নেয়
মুখ ফিরিয়ে ?

৫০. ভীত হওয়া এলোমেলো
গাধার মতন

৫১. সিংহ হতে যেন
করে পলায়ন ॥

৫২. তাদের সবারই বরং
কামনা সমান
একটি কিতাব হোক
তাদেরে প্রদান ॥

৫৩. কখনোই হবেনা
তাহা নিশ্চয়
আখেরাতে বরং তারা
করেনাকো ভয় ॥

৫৪. কখনোই হবে না দেয়া
ওইরূপ আনি
কোরআনই বরং সবার
উপদেশ বাণী ॥

৫৫. যাহার ইচ্ছা সেথায়
হয় যদি এমন
তাহা থেকে উপদেশ
করুক গ্রহণ ॥

৫৬. উপদেশ গ্রহণ কোন
করিবে না তারা
হয় না আল্লাহ্‌র যদি
ইচ্ছার দ্বারা ॥
তিনিই ভয় করা
উচিত যাকে
ক্ষমা দেয়ার অধিকার
যাঁর শুধু থাকে ॥

---

৭৫. সূরা কিয়ামা
মক্কায় ঃ আয়াত ৪০ ঃ রুকু ২

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুণাময়
রহ্‌মানুর রহিম ॥

রুকু-১

১. কিয়ামত দিবসের
শপথ আমার

২. কসম আরো করি
সেই আত্মার

নিজেকে করে থাকে
যে তিরস্কার ॥
৩. মানুষ কি এই কথা
মনে করে থাকে
হাড়গোড় একসাথে
করিব না তাকে ?
৪. অবশ্যই পারি আমি
একত্র করিবার
আঙ্গুলের ডগাটিও
ঠিকভাবে তার ॥
৫. তবুও মানুষ সব
চায় শুধু পেতে
সম্মুখের জীবনে আরো
পাপে ডুবে যেতে ॥
৬. প্রশ্ন তবুও যত
করে এইভাবে
কিয়ামত দিবস সেটা
আসিবে কবে ?
৭. চক্ষু বিস্ফোরিত
হয়ে যাবে তার
৮. চাঁদের থাকিবে না
জ্যোতির বাহার ॥
৯. সূর্য ও চাঁদ হবে
করা একসাথে
১০. মানুষ বলিবে, জায়গা
কোথায় পালাতে ?
১১. বলা হবে এই কথা
তাদের সবাই
পালাবার আশ্রয়
তোমাদের নাই
১২. রবের কাছেই সবার
নিতে হবে ঠাঁই ॥
১৩. মানুষকে জানানো হবে
সেদিন তখন
সামনে কি তার আগে
রয়েছে প্রেরণ
পিছনেও রেখে এলো
আর কি এমন ॥
১৪. মানুষ তো নিজের নিয়ে
খুবই অবগত
১৫. জানাতে চাইবে তার
অজুহাত যত ॥
১৬. ওহী নাজিল যখন
হবার সময়
শিখিতে তোমার যেন
তাড়াহুড়া নয় ॥
১৭. নিশ্চয়ই ইহা সব
রক্ষণ করিবার
তোমাকে আরো তাহা
শিখিয়ে দেবার
সবকিছু দায়িত্ব সেটা
রয়েছে আমার ॥
১৮. অতএব আমি তাই
পাঠ করি যখন
একইরূপে কর তুমি
ঠিকঠাক তখন ॥
১৯. তারপর বিশদভাবে
বর্ণনা করিতে
দায়িত্ব আমাকেই
হয়েছে নিতে ॥
২০. তোমরা তো ভালোবাস
পার্থিব জীবন
২১. তাই তো আখেরাত
ছেড়েছ এমন ॥
২২. অনেক চেহারা সেদিন
উজ্জ্বল হবে
২৩. তাদের রবের পানে
তাকিয়ে রবে ॥
২৪. অনেক চেহারা হবে
মলিন এমন
২৫. ভাবিতে থাকিবে সব
তাহারা তখন
তাদের সাথে হবে
মাজা ভাঙ্গা আচরণ ॥
২৬. নয় কখনো বরং
তাহাদের প্রাণ

যখন কণ্ঠাগত হবে
করে আনচান;
২৭. তখন এইভাবে বলা
হবে সবারি
আছে কি তোমাদের কোন
ঝাড় ফুঁক্‌কারী ?
২৮. হইবে তখন তাদের
বিশ্বাস এমন
এটাই তাদের হবে
বিদায়ের ক্ষণ ॥
২৯. পায়ের গোছাগুলি
যাবে জড়িয়ে
৩০. রবের কাছে আসা হবে
সবকিছু নিয়ে ॥

রুকু-২

৩১. বিশ্বাস করেনি সে
ছালাত আদায়
৩২. অস্বীকার করে তাহা
মুখ সে ফিরায়
৩৩. দম্ভের সাথে ফিরে
পরিবারে যায় ॥
৩৪. দুর্ভোগ রয়েছে তোমার
দুর্ভোগের উপরে
৩৫. তার উপরেও দুর্ভোগ
তোমারই তরে ॥
৩৬. মানুষ কিভাবে ইহা
মনে করে থাকে
হিসাব না নিয়ে
ছাড়া হবে তাকে ?
৩৭. সে কি এক ছিল না
শুক্রের ফোঁটা
নিক্ষেপ হয়েছে মায়ের
গর্ভে ওটা ?
৩৮. আলাদা রূপ সেটা
নিলো তার পরে
বানালেন আল্লাহ্ তাকে
সুঠাম করে ॥
৩৯. অতঃপর সৃষ্টি তিনি
করেন যুগল
নারী ও পুরুষ করে
তাদের সকল ॥
৪০. পারিবে না তবুও কি
আল্লাহ্ আবার
পুনরায় জীবিত
করিতে সবার ?

---

৭৬. সূরা দাহর
মদিনায় ঃ আয়াত ৩১ ঃ রুকু ২

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু করুণাভরা
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. কিছুটা কাল গেছে
মানুষ এমন
উল্ল্যেখ করার কিছু
ছিল না যখন ॥
২. শুক্রের ফোঁটায় তাকে
সৃষ্টি করে
পরীক্ষা চালাতে আমি
তাদের উপরে;
সৃষ্টি করেছি তাকে
আমি এ কারণ
দিয়েছি শক্তি তাদের
দৃষ্টি ও শ্রবণ ॥
৩. তারপর দিয়েছি পথ
দেখিয়ে তাকে
কৃতঘ্ন অথবা সে

কৃতজ্ঞ থাকে ॥
৪. ফাফেরের জন্য রাখা
আমার কাছে
শিকল-বেড়ি আর
আগুন আছে ॥
৫. নেক্‌কারী পানীয় পান
করিবে যাতে
কাফুর মিশ্রিত করা
থাকিবে তাতে ॥
৬. এমন ঝরনার পান
করিবে তারা
ইচ্ছায় নিয়ে যাবে
তার স্রোতধারা ॥
৭. মানত তারা পূর্ণ করে
সেদিনের ভয়ে
বিরাট বিপদ যেদিন
গিয়েছে রয়ে ॥
৮. আল্লাহ্‌কে খুশি তারা
করিবার তরে
এতিম-ভূখা-বন্দিকে
খাদ্যদান করে ॥
৯. তারা বলে আল্লাহ্‌কে
খুশি করিতে
খাদ্য চাই মোরা
তোমাদের দিতে;
চাই না তোমাদের কাছে
কোন বিনিময়
কৃতজ্ঞতা অথবা এমন
কোন কিছু নয় ॥
১০. রবের তরফ হতে
ভয় বড় আছে
একদিন আসিবে যাহা
আমাদের কাছে ॥
১১. রাখিবেন আল্লাহ্ তাদের
রক্ষা করে
চেহারায় সজীবতা দিবেন
আনন্দ অন্তরে ॥
১২. সবরের বিনিময়
দিবেন তাদের
জান্নাতে পোশাক হবে
যতো রেশমের ॥
১৩. পালংকে হেলান দিয়ে
সমাসীন হবে
শীত ও গরম সেথা
নিয়ন্ত্রিত রবে ॥
১৪. বৃক্ষের ছায়া হবে
তাদের উপরে
বিভিন্ন ফল রবে
আয়ত্বের ভিতরে ॥
১৫. পরিবেশন করা হবে
সেথায় অবিরত
পানপাত্র রূপা ও
স্ফটিকের যত ॥
১৬. রূপালী সে স্ফটিক
পাত্রের ভিতরে
যথাযথ দেবে তারা
পূর্ণ করে ॥
১৭. পান করানো হবে
পিয়ালায় এমন
থাকিবে যান্‌জাবিল
সেথা মিশ্রণ ॥
১৮. জান্নাতের এমন এক
ঝরনা হতে যার
সাল্‌সাবিল রয়েছে
দেয়া নাম তার ॥
১৯. পরিবেশন করিবে
চিরকিশোর যারা
দেখিলে ভাবিবে যেন
মণি-মুক্তা তারা ॥
২০. আরো তাই যখন তুমি
দেখিবে সেথায়
বিপুল নেয়ামত বিশাল
রাজ্য যেথায় ॥
২১. পোশাক থাকিবে সেই
বেহেশ্‌তীদিগের
সবুজ রং মিহি আর

মোটা রেশমের;
রৌপ্য নির্মিত সব
কঙ্কন দ্বারা
তাদের সবার হবে
অলঙ্কৃত করা
পান করাবেন রব
শরাবান-তহরা ॥

২২. এটাই তোমাদের দেয়া
হবে প্রতিদান
প্রচেষ্টার স্বীকৃতি
বড় সম্মান ॥

রুকু-২

২৩. কোরআন নাজিল মোর
কিছু কিছু করে

২৪. অতএব থাকো তুমি
ধৈর্য্য ধরে ॥
এবং অপেক্ষা কর
রবের আদেশের
তাদের মাঝে পাপী বা
কোন কাফেরের
কোন কথা শুনিবে না
তুমি তাহাদের ॥

২৫. রবের নাম তুমি
করিবে স্মরণ
সকাল ও সন্ধ্যাবেলায়
যেন তা তখন;

২৬. এবং রাতের কিছু
অংশে আবার
সিজদা করে যাও
তুমি যেন তাঁর ॥
দীর্ঘ সময় আরো
কর তুমি রাতে
তস্‌বিহ পাঠ কর
তুমি তার সাথে ॥

২৭. কাফের ভালোবাসে
দুনিয়ার জীবন
ফেলে রাখে পিছনে কঠিন
এক-দিনক্ষণ ॥

২৮. তাদেরে সৃষ্টি আমি
করেছি যেমন
মজবুত করেছি দিয়ে
তাদের গঠন ॥
যখনই চাইবো আমি
মোর ইচ্ছায়
অনুরূপ আনিব মানুষ
তাদের জাগায় ॥

২৯. নিশ্চয় এটা এক
উপদেশ রয়
আসুক রবের পথে
ইচ্ছা যার হয় ॥

৩০. কোন কিছু আল্লাহ্‌র
ইচ্ছা ছাড়া
পারিবে না করিতে
কভু তোমরা ॥
সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ হন
তিনি নিশ্চয়
রয়েছেন আরো তিনি
বিশাল প্রজ্ঞাময় ॥

৩১. যখন তাঁহার হয়
ইচ্ছা যাকে
রহমতে নিয়ে নেন
তিনি তাহাকে ॥
জালিমের জন্য তাঁর
প্রস্তুত করা
শাস্তি রয়েছে বড়ই
যন্ত্রণা ভরা ॥

---

৭৭. সূরা মুরসালাত
মক্কায় ঃ আয়াত ৫০ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
আরম্ভ করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. শপথ প্রেরিত বায়ু
যাহা উপকারী
২. শপথ ঝোড়ো বাতাস
বেগবান ভারী ॥
৩. শপথ ওই বাতাসের
মেঘ যে চালায়
৪. ওই বায়ু মেঘ-কে
ছড়িয়ে যে যায় ॥
৫. এবং তাদের যারা
নিজের অন্তরে
আল্লাহ্‌কে স্মরণের কথা
উদ্রেক করে ॥
৬. ভয় নিয়ে অথবা
অনুশোচনায়
৭. প্রতিশ্রুতি তোমাদের
দেয়া যা সেথায়
অবধারিত ঠিক-ই
তাহা রয়ে যায় ॥
৮. তারকাসমূহ যখন
হয়ে যাবে ম্লান
৯. বিদীর্ণ হয়ে যাবে
ওই আসমান ॥
১০. উড়ে যাবে পর্বত
ধুলার মতো
১১. সকল রাসুলকে করা
হবে সমবেত ॥
১২. কোন্ সে দিবসের তরে
এইসব বিষয়
জানো কি কেন সেটা
স্থগিত রয় ?
১৩. বিচার দিনের তরে
এমন রাখা হয় ॥
১৪. জানো কি বিচারের
দিন সে কেমন ?
১৫. সর্বনাশ অবিশ্বাসীর
হবে যে তখন ॥
১৬. ধ্বংস করিনি কি
আমি যাহাদের
অতীতে ছিল যারা
সকলি তাদের ?
১৭. পিছনে পাঠাবো তাদের
জন্য যেই দল
পরের সবাই হবে
তাহারা সকল ॥
১৮. অপরাধী সাথে করি
এই আচরণ
১৯. অবিশ্বাসীর হয়ে যাবে
সর্বনাশ তখন ॥
২০. তুচ্ছ এক পানি হতে
সৃষ্টি যাদের
আমি কি সেইভাবে
করিনি তোমাদের ?
২১. সুরক্ষিত অতঃপর
রেখে আঁধারে
২২. নির্ধারিত একটি সময়
ধরিয়া তারে;
২৩. সৃষ্টি করিয়া রাখি
সঠিক আকারে
সক্ষম স্রষ্টা আমি
সমস্ত ব্যাপারে ॥
২৪. অবিশ্বাসীর ক্ষতি হবে
সেইদিন তখন
২৫. পৃথিবীকে করিনি কি
করিতে ধারণ
২৬. জীবিত বা মৃতদেরও

করে সে যেমন?
২৭. সুউচ্চ পর্বতমালা
সৃষ্টি যাহাতে
সুপেয় দিয়েছি পানি
পান করাতে ॥
২৮. অবিশ্বাসীদের বড়ই
দুর্ভোগ সেখানে
২৯. বলা হবে চলো আজ
তাঁহার পানে ॥
মিথ্যা বলিতে সব
তোমরা যাকে
৩০. চলো তিন শাখাঅলা
ছায়া যেথা থাকে ॥
৩১. শীতল ছায়া নয়
সে রকম যাহা
উত্তাপে রক্ষাও
করে না তাহা;
৩২. ফুল্‌কি ছুটায় বড়
দালানের মতো
৩৩. হলুদ বর্ণের যেন
উটেরা যত ॥
৩৪. অবিশ্বাসীর দুর্ভোগ
বড়ই তখন
৩৫. বলিবে না কথা কেহ
দিন যে এমন ॥
৩৬. অনুমতি হবে না দেয়া
তওবা করিতে
৩৭. অবিশ্বাসীর হবে বড়
দুর্ভোগ নিতে ॥
৩৮. বিচারের দিন এটা
শুনিবে তারা
এক হবে তোমরাও
অতীতের যারা ॥
৩৯. সুতরাং তোমরা কোন
কৌশল করে
চালিয়ে দেখ সেটা
আমার উপরে ॥
৪০. সেই দিন অবিশ্বাসী
রবে যাহারা
দারুণ সর্বনাশে
পড়ে যাবে তারা ॥

রুকু-২

৪১. মোত্তাকীরা থাকিবে
সেদিন যেখানে
ছায়া আর ঝরনাবহুল
হবে সেখানে ॥
৪২. ফলমূল থাকিবে তাদের
পছন্দমতো
৪৩. বলা হবে পানাহার কর
ইচ্ছা যতো ॥
তোমাদের কর্ম সবের
এটা বিনিময়
৪৪. ভালোদের প্রতিদান
এইরূপই রয় ॥
৪৫. অবিশ্বাসীর সেইদিন
দুর্ভোগ যখন
৪৬. ভোগ করো, খেয়ে নাও
কিছুদিন এখন
তোমরা তো রয়ে গেছ
অপরাধী জন ॥
৪৭. অবিশ্বাসী বড়ই সেথা
ক্ষতিতে রবে
৪৮. "আল্লাহ্‌তে নত হও" তাদের
সেথা বলা হবে
তবুও নত তারা
হয় না সবে ॥
৪৯. সর্বনাশ আসিবে যাদের
অবিশ্বাসী প্রাণ
৫০. আর কোন্ বাণীতে তারা
আনিবে ঈমাণ
প্রেরিত হবার পরে
যখন কোরআন ?

তিরিশ পারা ঃ আম্মা ইয়াতাছালুন

৭৮. সূরা নাবা
মক্কায় ঃ আয়াত ৪০ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করি আমি
দয়া ও করুণা ভরা
অন্তর্যামী ॥

রুকু-১

১. জানিতে চায় তারা
কিসের বিষয়
২. বিরাট সে ব্যাপারে কি
জিজ্ঞাসা রয় ?
৩. নিজেদের মাঝে যাতে
মতভেদ হয় ॥
৪. শীঘ্রই তারা সব
জানিবে যে তায়
৫. সত্বরই জানিয়া যাবে
বলি পুনরায় ॥
৬. জমিনকে করিনি কি
বিছানার মতো
৭. নয় কি, পেরেকস্বরূপ
পাহাড় যতো ?
৮. জোড়া করে তোমাদের
আমি বানালাম
৯. নিদ্রার ব্যবস্থা করি
দিতে যে আরাম ॥
১০. রাত করেছি আমি
দিতে আবরণ
১১. দিনের বেলায় হলো
জীবিকা অর্জন ॥
১২. নির্মাণ করিয়া দিলাম
সাত আসমান
১৩. একটি সূর্য্য আলো
করিতে প্রদান ॥
১৪. বর্ষণ করি পানি
মেঘমালা হতে
১৫. উদ্ভিদ ও শস্য সকল
উদ্‌গত তাতে
১৬. বাগান পূর্ণ ঘন
গাছপালাতে ॥
১৭. আসিবে বিচারের দিন
যাহা নিশ্চয়
নির্ধারিত হবে তাহা
একটি সময় ॥
১৮. ফুঁক্ দেয়া সেই দিন
হবে শিঙ্গায়
দলে-দলে তোমরা
আসিবে সেথায় ॥
১৯. খুলে দেয়া হবে যত
সেদিন আকাশ
অনেক দরোজা সেথা
হবে যে প্রকাশ ॥
২০. চালিত করা হবে
পর্বত যতো
ফলে তাহা হয়ে যাবে
মরীচিকার মতো ॥
২১. ওঁৎ পেতে রবে সব
দোজখ যেথা
২২. অবাধ্যগণের হবে
ঠিকানা সেথা ॥
২৩. বহুকাল করিবে সেথায়
তারা অবস্থান
২৪. শীতল পানীয় যেথা
করিবে না পান ॥
২৫. ফুটন্ত পানি আর
পুঁজ ব্যতিরেকে
২৬. প্রতিফল পাবে স্বীয়
কর্ম থেকে ॥
২৭. ভয় তারা করিত না
হিসাব-নিকাশের
২৮. স্বীকার করেনি কিছু

মোর আয়াতের ॥

২৯. তোমাদের কর্ম লেখা
আমলনামায়

৩০. কর্মের ফল ভোগ
করিবে সেথায়
আযাব বড়িয়ে দেব
আরো মাত্রায় ॥

রুকু-২

৩১. সফলতা আছে সেথা
খোদাভীরুদের

৩২. আঙ্গুর বাগান আছে
হরেক রকমের ॥

৩৩. পূর্ণ যুবতী সকল
সমবয়সী

৩৪. পানের পাত্র ভরা
রহিবে বসি ॥

৩৫. শুনিবে না সেথা কোন
অহেতুক কথা
বাহুল্য বিষয় আর
মিথ্যে অযথা ॥

৩৬. যথোচিত দান এটা
প্রভুর তোমার
তাঁহার তরফ হতে
বড় পুরস্কার ॥

৩৭. পালক যিনি সব
আসমান-জমিনের
মাঝেরও সকল কিছু
এতদউভয়ের ॥
পরম দয়ালুর কাছে
তারা সেইক্ষণ
করিতে পারিবে না কেহ
কোন আবেদন ॥

৩৮. সারি দিয়ে দাঁড়াবে রুহু
ফেরেশতাগণে
বলিবে না কথা কেহ
আল্লাহ্‌র সনে ॥
সেই দিন আল্লাহ্ দিবেন
যাকে অনুমতি
সেই বলিবে কথা
সঠিক অতি ॥

৩৯. সঠিক এ সত্য দিবস
সুনিশ্চিত রয়
ইচ্ছা যার, লইবে সে
প্রভুর আশ্রয় ॥

৪০. আসন্ন আজাবের ভীতি
হলো প্রদর্শন
দেখিবে করেছে মানুষ
আগে যা প্রেরণ ॥
সেইদিন বলিবে সব
কাফেররা যত
মাটিতে হইতাম হায়
যদি পরিণত ॥

৭৯. সূরা নাযিআত
মক্কায় ঃ আয়াত ৪৬ ঃ রুকু ২

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুণায়
ভরা যার নাম ॥

রুকু-১

১. কসম করি সেই
ফেরেশতাদেরে
কঠোরভাবে রুহু যারা
কবজ করে;

২. মৃদুভাবে খোলে যারা
রূহের বাঁধন

৩. রুহু নিয়ে করে চলে
দ্রুত সন্তরণ ॥

৪. যারা সব দ্রুতবেগে
আরো দৌড়ায়

৫. যাবতীয় কাজ করে

ঠিক চালনায় ॥

৬. প্রথম শিঙ্গার ফুঁয়ে
কম্পিত ধ্বনি

৭. পরের শিংগার ফুঁ-ও
বাজিবে তখনি ॥

৮. ভীত-বিহ্বল হবে
অনেক হৃদয়

৯. অবনত হয়ে যাওয়া
দৃষ্টিতে ভয় ॥

১০. তারা বলে, আমরা কি
হব পুনরায়
ফিরিয়া যাইতে হবে
আগের অবস্থায় ?

১১. এমন কি আমরা যখন
হবো পরিণত
তারপরও গলে যাওয়া
হাড়গোড় যত ?

১২. এমত অবস্থায় তারা
আরো বলে সবে
ফিরে যাওয়া তাহাদের
ক্ষতিকর হবে ॥

১৩. একটি মাত্র সেই
বিকট আওয়াজে

১৪. তারা সব এসে যাবে
ময়দান মাঝে ॥

১৫. এসেছে কি তব কাছে
ঘটনা মুসার

১৬. তুয়াতে ডাকিয়া প্রভু
কহিলেন তার ?

১৭. ফেরাউনের কাছে তুমি
গমন কর
বাড়াবাড়ি করেছে সে
অতিশয় বড়;

১৮. বল তাকে, তুমি কি
পবিত্র হবে ?

১৯. হেদায়েত তোমাকে
করিবো তবে
তোমার প্রভুর প্রতি
ভয় নিয়ে রবে ॥

২০. মুসা আরো নিদর্শন
দেখালো তাকে

২১. মানিল না ফেরাউন
তবু মুসাকে ॥

২২. মুসার বিরূদ্ধে সে
করিতে বিধান

২৩. সমস্ত লোকেদের
করে আহ্বান ॥

২৪. বলে আমি তোমাদের
প্রভু যে সবার

২৫. ফেঁসে গেল অবশেষে
হাতে আল্লাহ্‌র;
আজাব নিলো আখেরাতে
আরো দুনিয়ার

২৬. খোদাভীরুদের তরে
ইহা শিক্ষার ॥

রুকু-২

২৭. কঠিন ছিল কি বেশি
তোমাদের গড়িতে
নাকি ছিল আসমান
নির্মাণ করিতে ?

২৮. সমুন্নত ছাদের মত
রাখিলেন তার
দৃঢ়তায় বিস্তার তাহা
সূনিপুণ আর ॥

২৯. রাতকেও করিলেন
আঁধার করা
করেছেন দিনকে তিনি
আলোয় ভরা ॥

৩০. জমিনকে রাখিয়া দিলেন
করে সমতল

৩১. তাহা হতে বের হলো
উদ্ভিদ ও জল ॥

৩২. জমিনে পাহাড় রেখে
দণ্ডায়মান

৩৩. পশু আর তোমাদের
উপকারে দান ॥
৩৪. তারপর কিয়ামত
যেইদিন হবে
৩৫. নিজের কর্ম স্মরণ
করিবে সবে ॥
৩৬. প্রকাশ করা হবে
দোজখ তখন
৩৭. যারা সব করেছিল
অবাধ্য আচরণ ॥
৩৮. যাদের প্রিয় ছিল
দুনিয়ার জীবন
৩৯. দোজখ তাদের হবে
ঠিকানা এখন ॥
৪০. সেথায় সে পাইতো ভয়
প্রভু হইতে
একদিন সমূখে প্রভুর
হবে দাঁড়াইতে ॥
নিজের অন্তর আরো
করিত দমন
খারাপ কাজ হতে
সর্বক্ষণ
৪১. বেহেশ্ত হবে তার
ঠিকানা এখন ॥
৪২. শুধায়, কিয়ামত কবে
তাহারা সবাই
৪৩. সম্পর্ক তোমার সাথে
তার কিছু নাই;
৪৪. চূড়ান্ত সময় তার
প্রভুই জানে
৪৫. তুমি শুধু ভয় দাও
ভয়ে যারা মানে ॥
৪৬. স্বচক্ষে সবাই তারা
দেখিবে যখন
সেই দিন মনে হবে
তাদের তখন;
পৃথিবীতে কাটালো তারা
একটি সকাল
অথবা কাটিয়ে গেল
হয়তো বিকাল ॥

৮০. সূরা আবাছা
মক্কায় ঃ আয়াত ৪২ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
মহিমার সুর
দয়া ও করুণায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. ভ্রূ কুঞ্চিত করে
মুখ সে ফিরায়
২. কারণ, তার কাছে এক
অন্ধ লোক যায় ॥
৩. হয়তো জানো কি তোমার
কথা শুনিয়া
পরিশুদ্ধ লোকটি তাতে
যেত হইয়া ॥
৪. উপকার হতো তার
উপদেশ নিয়ে
৫. অথচ যে লোক রাখে
মুখ ফিরিয়ে
৬. তার দিকে থাকো তুমি
মনোযোগ দিয়ে ॥
৭. শোন এটা তোমার কোন
দায়িত্ব নয়
নিজ থেকে যদি না সে
পরিশুদ্ধ হয় ॥
৮. যেইলোক তোমার কাছে
এলো ছুটিয়া
৯. সে আরো আল্লাহ্‌কে
ভয় করিয়া ॥
১০. অথচ অবহেলা তুমি
করিলে তাহার

১১. ওইরূপ কখনো যেন
করিও না আর ॥
কোরআনে সবার তরে
উপদেশ রয়
১২. গ্রহণ করুক তাহা
ইচ্ছা যার হয় ॥
১৩. লিপির মাঝে সুরক্ষিত
রহিয়াছে যাহা
১৪. উচ্চ মর্যাদাসহ
পবিত্র তাহা ॥
১৫. এমন লিপিকার হাতে
তাহা লিখিত
১৬. নির্মল চরিত্র যাদের
সম্মানিত ॥
১৭. মানুষের বিনাশ হোক
কৃতঘ্ন যারা
১৮. কীভাবে সৃষ্টি হলো
আল্লাহ্‌র দ্বারা ॥
১৯. শুক্র হতে সৃষ্টি তিনি
তারে করিলেন
অতঃপর তিনি তাকে
পরিমাণ দিলেন ॥
২০. চলিতে দিলেন তাদের
সুবিধা করে
২১. মরার পরে জায়গা
দেন কবরে ॥
২২. আবার পরে হবে
ইচ্ছা যখন
তাদেরে দিবেন তিনি
পূণঃর্জীবন ॥
২৩. পালন করেনি সে
তাঁহার বাণী
২৪. রাখুক সে খাদ্যের প্রতি
নজর আনি ॥
২৫. বিশেষ কৌশলে মোর
বৃষ্টি ঝরানো
২৬. প্রয়োজন-মতো জমি
বিদীর্ণ করানো ॥
২৭. তৈরি করি তাতে আমি
শষ্য যে কতো
২৮. আঙ্গুর সবজি আর
তরকারি যতো ॥
২৯. জয়তুন খেজুর আর
৩০. গাছভরা বাগান
৩১. ফলমূল ঘাস আরো
৩২. পশুদের দান ॥
৩৩. কানফাটা শব্দ তারা
শুনিবে যখন
৩৪. ভাই হতে করিবে ভাই
দূরে পলায়ন;
৩৫. মাতা-পিতা-স্ত্রী আর
৩৬. সন্তান থেকে
৩৭. নিজেতেই ব্যস্ত রবে
সবাইকে রেখে ॥
৩৮. অনেক চেহারা সেদিন
দীপ্তিতে ভরা
৩৯. খুশি আর আনন্দে হবে
হাসি ঝরে পড়া ॥
৪০. অনেকের চেহারা আরো
মলিন হবে
৪১. মুখের উপরে ভরা
কালিমা রবে
৪২. কাফের লোক এরা যত
পাপাচারী সবে ॥

৮১. সূরা তাক্‌বীর
মক্কায় ঃ আয়াত ২৯ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. সেই দিন সূর্য হবে
দীপ্তিহারা
২. খসিয়া পড়িবে যত
আকাশের তারা ॥
৩. পর্বতমালাকে হবে
চালিত করা
৪. উষ্ট্রি হবে উপেক্ষিত
গর্ভভরা ॥
৫. বন্য পশু করা হবে
একত্রিত
৬. সাগর যত হয়ে যাবে
উদ্বেলিত ॥
৭. পুনরায় আত্মা হবে
সংযোজিত
৮. কন্যা শিশুরা হবে
জিজ্ঞাসিত
৯. কোন অপরাধে তারা
জীবন্ত প্রোথিত ?
১০. আমলনামা-সমূহ
খুলে হবে ধরা
১১. আকাশসমূহ হবে
উন্মোচিত করা ॥
১২. দোজখ করা হবে
প্রজ্বলিত
১৩. বেহেশ্‌ত্‌ করা হবে
নিকটে আনীত ॥
১৪. জানিতে পারিবে সব
মানুষ তখন
আনিয়াছে নিজের সাথে
কি সে এমন ॥
১৫. কসম, যে তারকা
পশ্চাতে সরে
১৬. চলে আর নিজেকে সে
আড়াল করে ॥
১৭. কসম চলে যাওয়া
সেই যে রাতের
১৮. আলোকিত করে দেয়া
ওই প্রভাতের ॥
১৯. নিশ্চয়ই এ বাণীগুলি
ফেরেশতা আনীত
২০. আরশ মালিকের যিনি
সম্মানিত
২১. বিশ্বাসী বাহক সে এক
সেথায় মানিত ॥
২২. তোমাদের সাথীর মাথা
নহে বিকৃত
২৩. ফেরেশতা দেখা তার
খোলা স্বীকৃত ॥
২৪. কৃপণতা করে না সে
বলিতে কভু
গায়েবের বিষয় সেটা
হলেও তবু ॥
২৫. শয়তানের উক্তি নহে
এটা রয়ে যায়
২৬. অতএব, তোমরা সবাই
চলেছ কোথায় ?
২৭. বিশ্ববাসীর তরে এতে
উপদেশ রয়
২৮. সঠিক পথে চলিতে চায়
যারা নিশ্চয়;
২৯. তোমাদের ইচ্ছা কোন
কার্যকরী নয়
জগৎ পালকের যদি
ইচ্ছা না হয় ॥

৮২. সূরা ইনফিতর
মক্কায় ঃ আয়াত ১৯ ঃ রুকু ১

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুণা দেখিয়ে ॥

রুকু-১

১. ওই আকাশ যখন
যাবে ফাটিয়া
২. তারাগুলি পড়িবে সব
যখন ছুটিয়া ॥
৩. সাগরসমূহ হবে
উদ্বেলিত
৪. কবর করা হবে সব
উন্মোচিত ॥
৫. জানিতে পারিবে যতো
মানুষ তখন
পিছনে কি রেখে এলো
আগে কি প্রেরণ ॥
৬. হে মানুষ, বিভ্রান্ত কে
তোমায় করিল
মহান সেই প্রভু হতে
ভুলায়ে রাখিল ?
৭. সৃষ্টি করিয়া যিনি
আরো সমন্বিত
শরীরের অংশ সকল
করে পরিমিত;
৮. তোমাকে চাইলেন তিনি
যেই আকারে
গঠন করিয়া দিলেন
সেই প্রকারে ॥
৯. ভ্রান্তিতে থাকা তাই
উচিত নয় আর
করিলে বিচারের দিন
তবু অস্বীকার ॥
১০. নিযুক্ত রয়েছে সকল
তোমাদের উপরে
তত্ত্বাবধান সবই
ফেরেশতারা করে ॥
১১. অভিজাত ওইসব
লেখকগণ যারা
১২. যা কিছু তোমরা কর
জানে তাহারা ॥
১৩. পরম সুখেতে রবে
যত নেক্‌কারী
১৪. দোজখেতে যাবে সব
যারা পাপাচারী ॥
১৫. প্রবেশ করিবে সেথায়
যেদিন বিচার
১৬. বের হতে পারিবে না
তারপরে আর ॥
১৭. বিচারের দিবস সেটা
জানো কি, সে তায় ?
১৮. সেইদিন কি রকম হবে
বলি পুনরায়;
১৯. করিবে না সেদিন কেহ
কারো উপকার
হুকুম সেথায় হবে
শুধু আল্লাহ্‌র ॥

৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন
মক্কায় ঃ আয়াত ৩৬ ঃ রুকু ১

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্‌র
করুনাময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. পরিমাণে কম দেয়
মাপের উপর
পরিণাম রয়েছে তাদের
বড় ভয়ঙ্কর ॥
২. নেবার সময় তারা
পুরা মেপে নেয়
৩. ওজন অন্যকে দিতে
কম করে দেয় ॥
৪. তাদের আসে কিনা
কভু ধারণায়
জীবিত আবার সবাই
হবে পুনরায় ?

৫. সে যে এক ভয়াবহ
দিন যে ভীষণ
৬. জগতসমূহের আছে
যত মানুষগণ
প্রতিপালক সমীপে সব
দাঁড়াবে তখন ॥
৭. কাফেরের আমলনামা
সিজ্জিনে রবে
৮. তোমার কি জানা সেটা
সিজ্জিন কি হবে ?
৯. লিখে রাখা খাতা এক
মোহর আছে মারা
১০. অবিশ্বাসী সেদিন হবে
দূর্ভোগে সারা ॥
১১. বিচারের দিনকে সবাই
মানেনি যারা
১২. স্বীকার করে না ইহা
গোনাহ্গার ছাড়া ॥
১৩. তাদের সামনে আয়াত
পাঠ করা হলে
পুরনো কাহিনী এসব
এইভাবে বলে ॥
১৪. অবশ্যই সঠিক তারা
কখনোই নয়
মরিচা ধরেছে বরং
তাদের হৃদয় ॥
১৫. সেই দিন আড়াল হবে
পর্দার দ্বারা
রবের দর্শন কেহই
পাবে না তারা ॥
১৬. জাহান্নামে সরাসরি
ঢুকিবে সবাই
১৭. বলা হবে তাদের শুধু
দোজখ সে এটাই
তোমরা বলিতে যাহার
অস্তিত্ব কিছু নাই ॥
১৮. আমলনামা ইল্লিনে রবে
নেক্কারীদের
১৯. ইল্লিন জানো কি সেটা
কি আবার ফের ?
২০. একটি খাতা যাহা
মোহর মারা
২১. দেখিয়া থাকে সেটা
ফেরেশতারা ॥
২২. পরম আরামে রবে
নেক্কারীগণ
২৩. সুসজ্জিত পালঙ্কে তারা
বসিয়া তখন;
করিবে আনন্দ নিয়ে
সব দর্শন ॥
২৪. তাদের চেহারায় তুমি
দেখিবে তথা
সুখ ও শান্তি অপার
দারুণ সজীবতা;
২৫. বিশুদ্ধ শরাব পান
করিবে তারা
হবে যাহা চিহ্নিত
মোহর মারা ॥
২৬. সীলমোহর হবে যার
মেশ্ক কস্তুর
প্রতিযোগী হতে হয়
এরূপ বস্তুর ॥
২৭. তাস্নীম হবে তাতে
আরো মিশ্রণ
২৮. যে নহরে, করিবে পান
মুমিনগণ ॥
২৯. মুমিনদিগকে যারা
বিদ্রূপ করিত
৩০. পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে
চক্ষু ঠারিত;
৩১. ফিরে গিয়ে তারা সব
নিজেদের ঘরে
মুমিনদের নিয়ে তারা
তামাশাও করে ॥
৩২. মুমিনদের দেখিয়া তখন
বলিত সবাই

ভ্রষ্ট পথের উপর
রয়েছে এরাই ॥

৩৩. পাঠানো হয়নি তাদের
নিযুক্ত করে
তত্ত্ববধায়ক অথচ
মুমিনের উপরে ॥

৩৪. উপহাস করিবে আজ
কাফেরকে হেসে

৩৫. মুমিনেরা সজ্জিত
পালংকে বসে ॥

৩৬. অতীতে করিত যাহা
কাফেরের দল
পেলো নাকি সমুচিত
তার প্রতিফল ?

৮৪. সূরা ইনশিকাক
মক্কায় ঃ আয়াত ২৫ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম বলি
শুরু করিতে
দয়াময় আছেন যিনি
করুণা দিতে ॥

রুকু-১

১. ফাটিয়া যাবে ওই
আকাশ যখন

২. রবের আদেশ তার
করিবে পালন
যোগ্যতা তাহারই শুধু
রয়েছে এমন ॥

৩. জমিনকে প্রসারিত করা
হবে যে তখন

৪. খালি হয়ে পড়িবে সব
করে উদ্‌গীরণ ॥

৫. রবের আদেশ সকল
পালন করিবার
সেইরূপই যোগ্যতা
রয়েছে তাহার ॥

৬. রবের কাছে পৌঁছিতে
মানুষ তোমায়
কষ্ট করিতে হবে
অধিক চেষ্টায়
অবশেষে সাক্ষাৎ
লাভ হয়ে যায় ॥

৭. আমলনামা দেয়া হবে
যার ডান হাতে

৮. সহজেই হিসাব নিকাশ
হয়ে যাবে তাতে ॥

৯. আনন্দে পরিবার মাঝে
আসিবে সে ফিরে
আপন লোকেরা তাকে
রহিবে ঘিরে ॥

১০. আমলনামা হবে যার
পশ্চাতে প্রদান

১১. মরণকে তো করিবে সে
সেথায় আহ্বান ॥

১২. দোজখের আগুনে তখন
করিবে প্রবেশ

১৩. স্বজনের মাঝে ছিল
আনন্দে অশেষ ॥

১৪. কখনো ভাবিত না
সেই কথাটিরে

১৫. একদিন যেতে হবে
সেখানেই ফিরে
প্রভুর নজর আছে
তাহাকেই ঘিরে ॥

১৬. কসম করি আমি
পশ্চিম আকাশ
লালিমা ভরা অস্তরবির
যেথা নির্যাস ॥

১৭. রাত ও রাতের বেলায়
সমাবেশ যার

১৮. চাঁদ আর পূর্ণতা যখন
চন্দ্রকলার ॥

১৯. বিভিন্ন অবস্থায় সবাই
উপনীত হবে
২০. তবুও, তারা কি সব
এভাবেই রবে
তাহলে ঈমান তারা
আনিবে কবে ?
২১. তাদের সামনে যখন
পড়া হয় কোরআন
করে না তারা কেহ
সিজদা প্রদান
২২. কাফের অস্বীকার করে
আনে না ঈমান ॥
২৩. বিশেষভাবে আল্লাহ্ সবই
হন অবহিত
তাদের সবার যাহা
হয় রক্ষিত ॥
২৪. শাস্তির সংবাদ দাও
তাদের উপরে
২৫. ঈমান তবে আনিয়া যারা
সৎ কাজ করে
অফুরন্ত পুরস্কার আছে
তাহাদের তরে ॥

৮৫. সূরা বুরুজ
মক্কায় ঃ আয়াত ২২ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুণায় ভরা ॥

রুকু-১

১. কসম ওই রাশিভরা
আকাশের রয়
২. প্রতিশ্রুত দিবসেরও যাহা
হবে নিশ্চয়
৩. সেই দিবস, যে আর যাতে
উপস্থিত হয় ॥
৪. ধ্বংস হয়েছে সেই
গোনাহ্‌গারগণ
৫. অগ্নিকুণ্ডের যারা
হবে ইন্ধন ॥
৬. তার পাশে বসেছিল
তাহারা যখন
৭. মুমিনের প্রতি দেখে
যত নির্যাতন ॥
৮. কষ্ট দিয়েছে তাদের
এই কারণে
ঈমান রাখিত মুমিন
আল্লাহ্ স্মরণে ॥
৯. আসমান ও জমিন সবই
তাঁর অনুগত
সব কিছু জানেন তিনি
বস্তু যতো ॥
১০. মুমিন নর-নারী যাদের
কষ্ট দিয়াছে
তওবাও করেনি তারা
বিধাতার কাছে ॥
জাহান্নামের আজাব রহে
তাহাদের তরে
দহনের যন্ত্রণা হবে
বিশেষ করে ॥
১১. সৎ কাজ করে যারা
আনিয়া ঈমান
তাদের জন্য আছে
সেই সব বাগান;
তলদেশ দিয়ে যেথা
ঝরনা ঝরে
এইটাই আনিল তার
সাফল্যভরে ॥
১২. পাকড়াও বড়ই কঠিন
প্রভুর তোমার
১৩. প্রথম সৃষ্টিও সকল
রয়েছে যে তাঁর

জীবিতও করিবেন সব
তিনিই আবার ॥
১৪. পরম ক্ষমাশীল তিনি
প্রেমময় অতি
১৫. উচ্চ মহান আরশের
যিনি অধিপতি ॥
১৬. কিছু তিনি করেন যদি
ইচ্ছা যাহা
করিয়া থাকেন তিনি
সব কিছু তাহা ॥
১৭. তোমার কি জানা আছে
সেই কাহিনী
১৮. ফেরাউন ও সামুদের
সেনাবাহিনী ?
১৯. কাফের বরং যারা
মিথ্যারোপ করে
২০. রয়েছেন আল্লাহ্ তাদের
পিছনে ধরে ॥
২১. বস্তুতঃ কোরআন মহা
সম্মানিত
২২. লওহে মাহ্ফুজে আছে
যাহা রক্ষিত ॥

৮৬. সূরা ত্বারিক
মক্কায় ঃ আয়াত ১৭ ঃ রুকু ১

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. আকাশের কসম আরো
যাহা রয়ে যায়
নিজেকে প্রকাশ করে
রাতের বেলায়;
২. তুমি কি জানো ওই
নিশাচারী কারা ?
৩. ওরা হলো জ্বলন্ত
আকাশের তারা ॥
৪. এমন কোথায়ও কেহ
নাই কোন লোক
যাহার উপরে নাই
তত্ত্বাবধায়ক ॥
৫. সুতরাং ভাবনা করা
উচিত মানুষের
কি বস্তু হতে তার
সৃষ্টি কিসের;
৬. এমনভাবে সৃষ্টি করা
হয়েছে তাকে
নিঃসৃত পানি যাহা
ধাবিত থাকে ॥
৭. মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের
মাঝে যাহা রয়
সেখান হতেই তাহা
বহির্গত হয় ॥
৮. সক্ষম আল্লাহ্ তাকে
পুনরায় সৃজন
৯. পরীক্ষিত যেদিন হবে
বিষয় গোপন ॥
১০. সেদিন রবে না তার
কোন ক্ষমতা
পাইবে না আর কারো
কোন সহায়তা ॥
১১. কসম বৃষ্টি ঝরা
ওই আকাশের
১২. বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া
সেই জমিনের;
১৩. এ কোরআন মীমাংসাকারী
বাণী নিশ্চয়
১৪. নিরর্থক যার মাঝে
কোন কিছু নয় ॥
১৫. কুচক্র করে যারা
ভীষণ প্রকার

১৬. সেইরূপ কৌশলও নানা
রয়েছে আমার ॥
১৭. সুতরাং কিছুদিন আরো
দাও কাফেরের
সামান্যই কিছুকাল
অবকাশ তাদের ॥

৮৭. সূরা আলা
মক্কায় ঃ আয়াত ১৯ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম মোর
শুরুতেই রয়
করুণার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. মহিমা বর্ণনা কর
প্রভুর যতো
২. সৃষ্টি করেছেন তিনি
সু-সংহত ॥
৩. পরিমিত বিকাশ করে
পথ দেখালেন
৪. ঘাসের চারা তিনি
বাহির করেন ॥
৫. অতঃপর তিনি তাকে
মলিন বানান
৬. অবশ্যই তোমাকে আমি
শেখাবো কোরআন
তাহলে তা তোমার মাঝে
রবে অম্লান ॥
৭. সেইরূপই হবে যাহা
ইচ্ছা আল্লাহ্‌র
প্রকাশ্য গোপন সবই
জানা আছে তাঁর ॥
৮. সহজ করিব তোমার
সকল বিষয়
৯. নছিহত করিতে যাতে
ফলপ্রসূ হয় ॥
১০. সেই তো উপদেশ
করিবে গ্রহণ
আল্লাহ্‌কে ভয় যে
করিবে এখন ॥
১১. উপেক্ষা যে করিবে
হতভাগা জন
১২. প্রবেশ করিবে যেথায়
আগুন ভীষণ
১৩. বাঁচিতেও পারিবে না
আসিবে না মরণ ॥
১৪. সফলতা নিজেকে যে
শুদ্ধি করে
১৫. প্রভুকে স্মরণ করে
নামাজ পড়ে ॥
১৬. দুনিয়ার জীবনকে তবু
প্রাধান্য যে দাও
১৭. উত্তম ও চিরস্থায়ী
আখেরাত তাও ॥
১৮. আগের কিতাবেও সব
লিখা আছে তার
১৯. তাদের কিতাব সকল
ইব্রাহিম-মুসার ॥

৮৮. সূরা গাশিয়া
মক্কায় ঃ আয়াত ২৬ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুণায় ॥

রুকু-১

১. কিয়ামতের বিবরণ তুমি
পেয়েছ কি তার ?

২. সেইদিন কালিমা হবে
বহু চেহারার ॥
৩. কষ্ট ক্লান্তি ভরা
দূর্দশা নিয়ে
৪. প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত
আগুন গিয়ে;
৫. পান করিবে তারা
ফুটন্ত পানি
৬. খাওয়ানো হবে আরো
কাঁটালতা আনি ॥
৭. পুষ্টিও রবে না, নয়
ক্ষুধা নিবারণ
৮. আনন্দিত চেহারা কারো
খুশি ভরা মন
৯. সফলতা আসিবে যাদের
কর্মের কারণ ॥
১০. রহিবে মর্যাদাভরা
জান্নাতে তথা
১১. শুনিবে না সেখানে তারা
অহেতুক কথা ॥
১২. সেথায় বয়ে যাবে
কত প্রস্রবণ
১৩. সাজানো থাকিবে উঁচু
পালংকের আসন ॥
১৪. পানের পেয়ালা সদাই
থাকিবে সেথায়
১৫. সারি-সারি বালিশ রবে
সাজানো যেথায়
১৬. চতুর্দিকে বিছানো
গালিচা রয়ে যায় ॥
১৭. তারা কি কখনো এটা
খেয়াল করে নাই
উটকে তৈরি করা
কিভাবে যে তাই ?
১৮. আকাশকে কীভাবে রাখা
উঁচু করিয়া
১৯. কেমনে পর্বতমালা
রহে দাঁড়াইয়া
২০. সমতলে জমিন কেমন
রাখা বিছাইয়া ?
২১. মানুষকে উপদেশ দিতে
থাকিবে এখন
২২. উপদেষ্টা তুমি শুধু
আছ একজন ॥
২৩. আসোনি তাদের উপর
শাসন নিয়ে
কাফের হয়ে থাকে যদি
মুখ ঘুরিয়ে;
২৪. আল্লাহ্ থাকিবেন কঠোর
শাস্তি দিতে
২৫. পরিশেষে আমার কাছেই
হবে ফিরিতে
২৬. তাদের কাছে হবে মোর
হিসাব নিতে ॥

৮৯. সূরা ফাজর
মক্কায় ঃ আয়াত ৩০ ঃ রুকু ১

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়া
করুণার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. কসম ফজর বেলার
২. কসম দশ রাতের
৩. জোড়া-বেজোড়ের কসম
৪. রাত বিদায়ের
৫. যথার্থ কসম ইহা
জ্ঞানবানদের ॥
৬. তুমি কি দেখ নাই
প্রভুকে তোমার
আদ বংশের সাথে
কেমন ব্যবহার ?

৭. ইরাম গোত্র ছিল
থামের মতো
৮. সমকক্ষ ছিল না তাদের
মানুষ যতো ॥
৯. কেমন ব্যবহার পেল
সামুদ যারা
পাহাড় কাটিয়া ঘর
বানাইতো তারা ॥
১০. যেরূপ হয়েছিল করা
ফেরাউন প্রতি
অনেক শিবিরের সে
ছিল অধিপতি ॥
১১. সীমানার লঙ্ঘন আরো
করেছিল তারা
১২. ফ্যাসাদ বাধিয়েছিল
অনেক যারা ॥
১৩. তব প্রভু অতঃপর
আঘাত হানেন
১৪. সমস্ত কিছুর উপর
নজর রাখেন ॥
১৫. মানুষকে তোমার প্রভু
পরীক্ষা করে
সম্মান ও নেয়ামত দান
করেন অকাতরে ॥
এই কথা বলে সে তখন
সব কিছু মোরে
প্রভুই যতো দিয়াছেন
সম্মানে ভরে ॥
১৬. পরীক্ষার কারণে হলে
রিযিক হরণ
প্রভুর কারণেই বলে
হীনতা বরণ ॥
১৭. এতিমকে না যদি তাই
কর সম্মান
১৮. না কর মিসকিনদিগের
খাদ্য প্রদান ॥
১৯. উত্তরাধিকার হতে
প্রাপ্ত যাহা
আত্মসাৎ সব যদি
করে ফেল তাহা;
সম্পদ সবই যদি
গ্রাস করে থাকো
২০. ধন প্রতি যদি বেশি
ভালোবাসা রাখো ॥
২১. এইরূপ কখনো করা
উচিত নয়
জমিন ভেঙে চূর্ণ করা
হবে নিশ্চয় ॥
২২. যখন উপস্থিত হবেন
রব যে তোমার
দলে-দলে আসিবে সকল
ফেরেশতাও আর ॥
২৩. জাহান্নামও আনা হবে
নিকটে যখন
মানুষ তখন সবই
করিবে স্মরণ ॥
উপদেশ নেবার সাধ
জাগিবে সবার
এস্মরণে তাদের কি কোন
হবে উপকার ?
২৪. আফসোস করিবে সে
অনুশোচনায়
নেকী যদি কিছু আগে
পাঠাতাম হায় !
২৫. সেই দিন, হবে না কেহ
তাঁর মতো আর
শাস্তি দিতে পারেন তিনি
বিভিন্ন প্রকার
২৬. বাঁধিতেও পারিবে না
যেমন বাঁধা তাঁর ॥
২৭. প্রশান্ত আত্মা এখন
২৮. আসো ফিরিয়া
এমনি রবের পানে
পথটি নিয়া ॥
তাঁর প্রতি যেমন খুশি
রয়েছে তোমার

তোমার প্রতিও আছে
খুশিও যে তাঁর ॥

২৯. শামিল হও মোর
প্রিয়দের সাথে

৩০. প্রবেশ কর আজ
মোর জান্নাতে ॥

---

৯০. সূরা বালাদ
মক্কায় ঃ আয়াত ২০ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুণাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১. এই নগরীর কসম
আমি দিয়ে যাই

২. এ নগরে তোমার কোন
বাধা দেয়া নাই ॥

৩. শপথ রহে আরো
জনক-জনিতের

৪. কষ্ট দিতে সৃষ্টি আমার
এই মানবের ॥

৫. সে কি এমন কভু
ধারণা করে
ক্ষমতায় নাই কেহ
তার উপরে ?

৬. সে শুধু বলে থাকে
শুধুই এমন
খরচ করেছি অনেক
সম্পদ-ধন

৭. দেখেনি কি মনে করে
আর কোনজন ?

৮. দুইটি চোখ কি তাকে
দান করি নাই

৯. জিহ্বা ও ওষ্ঠ দুটি
নয় কি সবাই ?

১০. দুইটি পথ আমি
দেখিয়েছি তাকে

১১. দূর্গম পথে সে
না গিয়ে থাকে ॥

১২. দূর্গম পথ কি জানো
কি সেটা রয় ?

১৩. সেটা হলো দাস কোন
মুক্ত করা হয় ॥

১৪. খাদ্য আরো দান করা
অভাবের কালে

১৫. এতিম আত্মীয় আরো

১৬. ধুলায়িত কাঙালে ॥

১৭. অতঃপর মুমিন মাঝে
হয় একজন
পরস্পরে উপদেশ
দেয় যে এমন
দয়ামায়া করিতে ও
ধৈর্য্যধারণ ॥

১৮. ইহারাই ডানের সেই
সৌভাগ্যবান

১৯. আর যারা আয়াত করে
প্রত্যাখ্যান;
তারাই সেই লোকজন
বাম দিকে রয়
হতভাগা তাহারাই
আছে নিশ্চয়

২০. আগুন দ্বারা বেষ্টিত
তাহারাই হয় ॥

---

৯১. সূরা শামস্
মক্কায় ঃ আয়াত ১৫ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুণা অথই ॥

রুকু-১

১. কসম ওই সূর্যের ও
তার কিরণের
২. সূর্যের পশ্চাতে আসে
আরো সেই চাঁদের ॥
৩. কসম দিবসের, উদ্ভাসিত
করে সে যখন
৪. রাত ও সেই সূর্যকে যে
করে আচ্ছাদন ॥
৫. কসম ওই আকাশের যাহা
তিনি বিছালেন
৬. এবং বিস্তৃত ওই
জমীন যা করেন ॥
৭. কসম আরো মানুষের
ওই আত্মার
সুঠাম আকৃতি দিয়ে
গড়েছেন যার ॥
৮. অতঃপর তাকে তিনি
করেছেন দান
ভালো আর মন্দের
যত কিছু জ্ঞান ॥
৯. অবশ্যই সফলকামী
হবে সেইজন
পরিশুদ্ধ নিজেকে যে
করেছে এখন ॥
১০. বিফলকামী হয়েছে
সেই লোকই আর
কলুষিত রয়েছে নিজে
করে পাপাচার ॥
১১. সামুদ জাতি নামে
ছিল যাহারা
অবাধ্য থাকিয়া কিছুই
মানেনি তারা ॥
১২. তাদের মাঝের বড়ই
হতভাগা জন
উষ্ট্রিকে করিতে বধ
তৎপর তখন ॥
১৩. আল্লাহ্‌র রাসুল বলে
হতে সাবধান
উষ্ট্রির ব্যাপারে পানি
করাইতে পান ॥
১৪. কিন্তু মানে না তারা
অবিশ্বাস নিয়া
সে কারণে, উষ্ট্রিকে ফেলে
বধ করিয়া ॥
রব সেজন্য তাদের
পাপের কারণ
গজব তাদের উপর
করিলেন প্রেরণ ॥
১৫. ধ্বংসের পারোয়া কোন
নাই আল্লাহ্‌র
পরিণাম কেমন হলো
আশঙ্কা তার ॥

৯২. সূরা লাইল
মক্কায় ঃ আয়াত ২১ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম করে যাই
করুনায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. ছেয়ে যাওয়া রাতের
কসম মোর রয়
২. দিনেরও আলো যখন
উদ্ভাসিত হয় ॥
৩. কসম যাঁর সৃষ্টি
নর-নারীগণ
৪. তোমাদের প্রচেষ্টা
বিভিন্ন ধরন ॥
৫. দান যে করে আর
খোদাভীরু হয়
৬. সত্য আরো মনে করে
উত্তম বিষয় ॥
৭. তাহলে সহজ আমি
করে দেব তাকে
সুখ ও শান্তির পথ
সহজ যেটা থাকে ॥
৮. যেই লোক বেপরোয়া
পক্ষান্তরে
সেই সাথে আরো সে
কৃপণতা করে ॥
৯. উত্তম, যা কিছু আছে
করে অস্বীকার
১০. অবশ্যই সহজ আমি
করে দেব তার
কঠিন পরিণাম যেথা
ধ্বংস হবার ॥
১১. ধ্বংসের মাঝে পতিত
হইবে যখন
কোনো কাজে লাগিবে না
সম্পদ-ধন
১২. আমার দায়িত্ব শুধু
পথ প্রদর্শন ॥
১৩. ইহকাল ও পরকাল
আমারই হাতের
১৪. আগুন হতে সতর্ক
করি তোমাদের ॥
১৫. প্রবেশ করিবে না সেথা
হতভাগা ব্যতীত
১৬. অস্বীকার করিয়া যারা
মুখ ফিরাইত ॥
১৭. নিরাপদে রাখা হবে
খোদাভীরুদের
১৮. দান-ধ্যান করেছিল যে
শোধিতে নিজের;
১৯. তার প্রতি কারো কোন
অনুগ্রহ নাই
প্রতিদান দেয়া হলো
এটা নহে তাই ॥
২০. বরং সে করিত রবের
খুশির তরে
২১. সন্তুষ্ট হবে তাই
সেও অচিরে ॥

---

৯৩. সূরা দোহা
মক্কায় ঃ আয়াত ১১ ঃ রুকু ১

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ যিনি
পরম করুণাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. কসম পূর্বাহ্ন আর
২. নিঝুম রাতের
৩. ছাড়িয়া যাননি প্রভু
তোমার সাথের ॥
করেননি তোমায় ত্যাগ
তোমার প্রভু
বিরূপও তোমার প্রতি
হন্‌নি কভু ॥
৪. আগের চেয়েও ভালো
অবস্থা পরে
অবশ্যই উত্তম আছে

তোমার তরে ॥

৫. অচিরেই তোমার প্রভু
করিবেন দান
তখন তুমি হয়ে যাবে
আনন্দিত প্রাণ ॥

৬. এতিম পাননি কি তোমায়
তিনি নিশ্চয়
অতঃপর দেননি কি তিনি
পরে আশ্রয় ?

৭. তোমায় পথহারা
তিনি পেয়েছেন
তারপরে তোমায় তিনি
পথ দেখালেন ॥

৮. কাঙাল অবস্থা হতে
তোমায় তুলিয়া
রাখিলেন অভাব হতে
মুক্তি দিয়া ॥

৯. কঠোর এতিমের প্রতি
হয়ো না যেন

১০. ধমক ভিখারীকে
দিও না কোনো ॥

১১. নেয়ামত রয়েছে যাহা
রবের তোমার
সেই কথা শুধু তুমি
করে চল প্রচার ॥

---

৯৪. সূরা ইন্‌শিরাহ্
মক্কায় ঃ আয়াত ৮ ঃ রুকু ১

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুণাময়
রহমানুর রহিম ॥

রুকু-১

১. উন্মুক্ত করিনি কি আমি
বক্ষ তোমার

২. দেইনি কি সরিয়ে আরো
ওই সে বোঝার

৩. দুর্বিষহ ছিল যাহা
পিঠ ভাঙিবার ?

৪. তোমাকে করেছি এমন
আমি নিশ্চয়
তোমায় মর্যাদা দিয়ে
আলোচনা হয় ॥

৫. বিপদ-আপদ সবের
আছে নিরাময়

৬. দুঃখ ও কষ্টের সাথে
সুখ-শান্তি রয় ॥

৭. অবসর অতএব তুমি
পাইবে যখন
নফল ইবাদত সব
করিবে তখন

৮. নিজের প্রভুর প্রতি
দিয়া প্রাণমন ॥

---

৯৫. সূরা ত্বীন
মক্কায় ঃ আয়াত ৮ ঃ রুকু ১

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু করুণাভরা
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. ডুমুরের শপথ করি
জয়তুনও আর

২. সিনাই প্রান্তরে আরো
তুরের পাহাড় ॥

৩. এবং এই নিরাপদ

নগরীর রয়

৪. সুন্দর গঠন দিয়ে
মানব অতিশয়
সৃষ্টি করেছি তাদের
আমি নিশ্চয় ॥
সৃষ্টি করিয়া আমি
সুন্দর গঠনে

৫. অতঃপর, দিয়েছি তাকে
অধঃপতনে ॥

৬. ঈমানের সাথে যারা
সৎ কাজ করে
পুরস্কার রয়েছে অশেষ
তাহাদের তরে ॥

৭. অতএব, এরপরও
কিসে তোমারে
অবিশ্বাসী বানাইছে
শেষ বিচারে ?

৮. সবার উপরে সেই
বিচারক যিনি
শ্রেষ্ঠ বিচারক তাই
নন্ কি তিনি ?

---

৯৬. সূরা আলাক
মক্কায় ঃ আয়াত ১৯ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
আরম্ভ করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. পাঠ কর কোরআন
সেই প্রভুর নামে
যার দ্বারা সৃষ্টি তুমি
হলে ধরাধামে ॥

২. জমাট রক্তে মানব
সৃজিলেন তিনি

৩. পাঠ কর প্রভুর নামে
দয়ালু যিনি ॥

৪. শিক্ষা দিলেন যিনি
কলমের দ্বারা

৫. শিখিলো মানব যত
জানিত না তারা ॥

৬. সত্যই সীমানা মানুষ
লঙ্ঘন করে

৭. ভাবে সে নির্ভর নয়
কারো উপরে ॥

৮. সবাই রবের কাছে
ফিরিয়া থাকে

৯. বাধা যে দেয় তুমি
দেখেছ কি তাকে ?

১০. নামাজে যখন রত
মোর বান্দাকে ?

১১. দেখনি কি যেই লোক সৎ
পথের উপরে

১২. অন্য সবারেও সে
সাবধান করে ॥

১৩. দেখেছ কি যেই লোক
অস্বীকার নিয়ে
না মানিয়া মুখখানি
রাখে ফিরিয়ে ?

১৪. জানে না কি আল্লাহ্‌র
গোচরে তা রয়

১৫. এইরূপ কখনোই করা
তার উচিৎ নয় ॥
ওইরূপ করা যদি
বিরত না রাখে
কপালের চুল ধরে
নিয়ে যাব তাকে ॥

১৬. ওই চুল পাপী আর
মিথ্যেবাদীর

১৭. তারপর ডাকুক সে তার
সকল সাথীর ॥

১৮. আমিও ডাকিব আমার

দোজখের দারোয়ান
১৯. তাদের পক্ষে, দিও না তুমি
সাক্ষ্য প্রদান ॥
আমার প্রতি অতএব
সিজদা রাখো
আমারই নিকট পানে
আসিতে থাকো ॥

৯৭. সূরা কদর
মক্কায় ঃ আয়াত ৫ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করি আমি
দয়া ও করুণা ভরা
অন্তর্যামী ॥

রুকু-১

১. কোরআন নাজিল রাতে
শবে কদরের
২. কেমন জানো কি সেই
মহিমা রাতের ?
৩. হাজার মাসের চেয়েও
সেরা এই মাসে
৪. প্রভুর নিয়ামত নিয়ে
দূতেরা আসে ॥
৫. শুধা ভরা শান্তিসহ
এই সারা রাতে
শেষ হয় প্রভাতে যাহা
উদয়ের সাথে ॥

৯৮. সূরা বাই-ইনা
মদিনায় ঃ আয়াত ৮ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু করিলাম
দয়া ও করুণায়
ভরা যার নাম ॥

রুকু-১

১. আহ্‌লে কিতাব যারা
আনেনি ঈমান
যত দিন আসেনি কোন
সুস্পষ্ট প্রমাণ ॥
কুফরি ছাড়েনি যত
মোশরেকগণ
২. আল্লাহ্‌র তরফ হতে
রাসুল একজন
পবিত্র সহিফা পাঠ
করিত তখন ॥
৩. লিখিত ছিল তাতে
সঠিক বিষয়
৪. যখন তাদের উপর
কিতাব দেয়া হয়
বিভিন্ন দলে তারা
ভাগ হয়ে রয় ॥
৫. অথচ পেল তারা
এমনই আদেশ
ইবাদতে করিবে সবাই
চিত্তনিবেশ;
ছালাত কায়েমে রবে
নিবেদিত প্রাণ
সঠিক এই ধর্মসহ
জাকাত প্রদান ॥
৬. আহ্‌লে কিতাবী যারা
কুফরি করে
দোজখে জ্বলিবে তারা
চিরকাল ধরে ॥
তারাই সৃষ্টি মাঝে
সবচেয়ে অধম
৭. নেক্‌কারী মুমিন রহে
সবার উত্তম ॥
৮. প্রতিদান পাবে তারা
প্রভুর কাছে

চিরকাল তাদের তরে
জান্নাত আছে
পাদদেশ দিয়ে যার
ঝরনা বয়ে যায়
সবাই তারা চিরকাল
থাকিবে সেথায় ॥
আল্লাহ্‌কে সবাই তারা
সন্তুষ্ট করে
তারাও খুশি রহে
আল্লাহ্‌র উপরে
কারণ তারা ভালো রয়
প্রভুর ডরে ॥

৯৯. সূরা যিলযাল
মদিনায় ঃ আয়াত ৮ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
মহিমার সুর
দয়া ও করুণায়
যিনি ভরপুর ॥

রুকু-১

১. পৃথিবী ভীষণভাবে
উঠিবে কাঁপিয়া
২. ভিতরের বোঝা দেবে
বের করিয়া ॥
৩. মানুষ বলিবে তখন
কি হলো ইহার ?
৪. ব্যক্ত করিবে খবর
যাবতীয় তার ॥
৫. প্রভুর আদেশ তব
এমনই রবে
৬. মানুষ বিভিন্ন দলে
বিভক্ত হবে
নিজের কর্ম সেথায়
দেখিবে সবে ॥
৭. যেই লোক সৎ কাজ
করিয়া যাবে
পরিমাণ সামান্য হলেও
দেখিতে পাবে ॥
৮. অতি ছোট বদকাজও
করেছিল যারা
দেখিবে, নিজের চোখে
সব কিছু তারা ॥

১০০. সূরা আদিয়াত
মক্কায় ঃ আয়াত ১১ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি করি
দয়াময় আছেন যিনি
করুণায় ভরি ॥

রুকু-১

১. কসম ওই অশ্বের
যারা দৌড়ায়
২. ক্ষুরের আঘাতে যারা
আগুন ছুটায়
৩. অতর্কিতে হামলা করে
প্রভাত বেলায় ॥
৪. উড়াইয়া ধুলার রাশি
তারা সকলে
৫. যোগ দেয় পরে তারা
শত্রুর দলে ॥
৬. নিশ্চই মানুষ নিজের
প্রভুর প্রতি
কৃতজ্ঞতা নাই কোন
কৃতঘ্ন অতি ॥
৭. অবশ্যই এ কথা তাদের
জানা রহিয়াছে
৮. প্রবল মোহ রয় তার
ধনের কাছে ॥

৯. জানে নাকি তারা হবে
পুনরুত্থান
গোর হতে তুলে পুনঃ
দানিবেন প্রাণ ॥
১০. প্রকাশিত হবে যাহা
আছে অন্তরে
১১. সেদিনের অবস্থা সব-ই
রবের গোচরে ॥

---

১০১. সূরা কারিয়া
মক্কায় ঃ আয়াত ১১ ঃ রুকু ১

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়ে
দয়া করে যান যিনি
করুণা দেখিয়ে ॥

রুকু-১

১. সজোরে আঘাতকারী
মহা এক প্রলয়
২. মহা এক প্রলয় সেটা
কেমন তা হয় ?
৩. সে প্রলয়, জানো কি তুমি
কিসের মতো ?
৪. দিশেহারা পতঙ্গ-সম
মানুষেরা যত ॥
৫. পর্বতসমূহ হবে
যেন রঙিন
ধুনিত পশমের মতো
অবস্থা সঙ্গীণ ॥
৬. পুণ্য দ্বারা ভারী হবে
যারা ওজনে
৭. চলে যাবে তারা সব
শান্তির জীবনে ॥
৮. পাল্লার ওজনে যারা
হালকা হবে
৯. হাবিয়াতে তাহাদের
বসবাস রবে ॥
১০. তুমি কি, জানো সে কি
আর তা কেমন ?
১১. সেটা হবে জ্বলন্ত এক
আগুন ভীষণ ॥

---

১০২. সূরা তাকাছুর
মক্কায় ঃ আয়াত ৮ ঃ রুকু ১

শুরু করি নাম নিয়ে
আমি আল্লাহ্‌র
করুনামময় যিনি
দয়ার আধার ॥

রুকু-১

১. প্রাচুর্যের মোহে সদা
আছো ভরপুর
২. ক্রমান্বয়ে কমিছে তোমার
কবরের দূর ॥
৩. এমন করা উচিত নয়
বুঝিবে অচিরেই
৪. আবার বলি, অনুচিত
শীঘ্র জানিবেই ॥
৫. নয় যদি, নিশ্চিতরূপে
জানিতে তাহা
৬. অবশ্যই দেখিবে কেমন
দোজখ যাহা ॥
৭. তাই বলি পুনরায়
স্বচক্ষু দিয়ে
৮. সেই দিন জিজ্ঞাসিত হবে
নিয়ামত নিয়ে ॥

---

১০৩. সূরা আসর
মক্কায় ঃ আয়াত ৩ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম বলি
শুরু করিতে
দয়াময় আছেন যিনি
করুণা দিতে ॥

রুকু-১

১. কসম করে বলি আমি
এই যামানার
২. ভীষণ ক্ষতির মাঝে
মানুষ আছে যার ॥
৩. তবে নয় যাহারা
এনেছে ঈমান
সৎকাজে হলো আরো
নিবেদিত প্রাণ
ধৈর্য্য-ন্যায়-উপদেশ
করে চলে দান ॥

১০৪. সূরা হুমাযা
মক্কায় ঃ আয়াত ৯ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে
শুরু হলো করা
দয়ার আধার যিনি
করুণায় ভরা ॥

রুকু-১

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন
লোকের তরে
সামনে ও পিছনে পরের
নিন্দা যে করে ॥
২. মাল যে সঞ্চয়
করে রাখে আর
গণনা করে চলে
তাহা বারবার ॥
৩. চিরকাল রবে মাল
মনে করে যায়
৪. অবশ্যই নিক্ষেপ সে
হবে হুতামায় ॥
৫. জানো তুমি কি সেটা
হুতামা আবার ?
৬. জ্বলন্ত আগুন এক
তাহা আল্লাহ্‌র ॥
৭. যে আগুন, কলিজাতে
গিয়ে পৌছবে
৮. সে আগুন,তাদের উপর
বেঁধে দেয়া হবে
৯. বড় বড় লম্বা খুঁটির
সাথে বাঁধা রবে ॥

১০৫. সূরা ফিল
মক্কায় ঃ আয়াত ৫ ঃ রুকু ১

শুরু করিলাম নিয়ে
নাম আল্লাহ্‌র
করুণায় ভরা যিনি
দয়া আছে যাঁর ॥

রুকু-১

১. তুমি কি তা, দেখনি
প্রভু যিনি তোমার
করেছেন হাতিওলা সাথে
কেমন ব্যবহার ?
২. কুচক্র ব্যর্থ তাদের
করেছেন না কি ?
৩. তাদের বিরুদ্ধে দিলেন
আবাবিল পাখি ॥

৪. নিক্ষেপ করিল যত
কঙ্কর পাথর
দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে
তাদের উপর ॥

৫. করিয়া দিলেন তাদের
আল্লাহ্ এমন
হয়ে গেল চর্বিত
ভুষির মতন ॥

১০৬. সূরা কুরাইশ
মক্কায় ঃ আয়াত ৪ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম মোর
শুরুতেই রয়
করুণার আধার যিনি
পরম দয়াময় ॥

রুকু-১

১. যেহেতু আসক্তি আছে
কুরাইশদের

২. গ্রীষ্ম ও শীতকালে
দূরে সফরের ॥

৩. তাহারা করুক তবে
তাঁর ইবাদত
কাবার প্রভুর দেয়া
নির্ধারিত পথ ॥

৪. ক্ষুধায় অন্ন যিনি
করিলেন দান
ভয় হতে বাঁচালেন
তাহাদের প্রাণ ॥

১০৭. সূরা মাউন
মক্কায় ঃ আয়াত ৭ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম রয়ে যায়
দয়ার আধার যিনি
ভরা করুণায় ॥

রুকু-১

১. দেখেছ কি কখনো তুমি
সেই তাহাকে
দ্বীনকে, অস্বীকার যে
করিয়া থাকে?

২. এতিমকে গলায় যারা
ধাক্কা দিয়ে
বাহির করিয়া তাদের
দেয় তাড়িয়ে ॥

৩. মিসকিনকে দান তারা
করে না খাবার

৪. ওইসব নামাজিদিগের
মহাক্ষতি যার

৫. নামাজের ব্যাপারে আরো
উদাসীন আর ॥

৬. দেখানোর জন্য যারা
নামাজ পড়ে

৭. দান আর খয়রাত
কভু নাহি করে ॥

১০৮. সূরা কাওছার
মক্কায় ঃ আয়াত ৩ ঃ রুকু ১

শুরু করি আল্লাহ্‌র
নাম আমি নিয়া
করুণার আছেন যিনি
দয়া ভরিয়া ॥

রুকু-১

১. কাওছার, তোমায় আমি
করিয়াছি দান
শুভফল সাথে আরো
বহু কল্যাণ ॥

২.　ছালাত কায়েম কর
প্রভুর তরে
কোরবাণী কর আরো
আনন্দ ভরে ॥
৩.　সবাই যারা তোমাকে
আটকুঁড়ে বলে
নিশ্চই সবাই তারা
ওইসব দলে ॥

১০৯. সূরা কাফেরুন
মক্কায় ঃ আয়াত ৬ ঃ রুকু ১

আল্লাহ্‌র নাম রয়
শুরুতেই মোর
করুণাময় যিনি
দয়ার সাগর ॥

রুকু-১

১.　বলে দাও, তাদের তুমি
হে কাফেরগণ
তোমরা আমার কথা
শোন যে এখন ॥
২.　ইবাদত করি না আমি
তোমাদের প্রভু
৩.　তোমরাও আমার রব
মানো না কভু ॥
৪.　কখনোই, ইবাদত আমি
করি না তাকে
তোমরা ইবাদত সবাই
করো যাহাকে ॥
৫.　তোমরাও ইবাদত
কর না তাঁহার
ইবাদত আমি শুধু
করে থাকি যাঁর ॥
৬.　তোমাদের কর্মের ফল
শুধুই তোমাদের
আমার কর্মের ফল
আমারই নিজের ॥

১১০. সূরা নাস্‌র
মদিনায় ঃ আয়াত ৩ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম আমি লই
দয়ার সাগর যিনি
করুণা অথই ॥

রুকু-১

১.　আল্লাহ্‌র সাহায্যে আরো
বিজয় হলে
২.　আসিতে দেখিবে মানুষ
সদল-বলে
আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ
করিতে সকলে ॥
৩.　রবের পবিত্রতা থাকো
ঘোষণা দিতে
তাঁর সমীপে ক্ষমা
প্রার্থনা করিতে ॥
পরম দয়ালু তিনি
হন অতিশয়
ক্ষমাও করিয়া থাকেন
তিনি নিশ্চয় ॥

১১১. সূরা লাহাব
মক্কায় ঃ আয়াত ৫ ঃ রুকু ১

শুরুতেই আল্লাহ্‌র
নাম করে যাই
করুনায় ভরা যিনি
দয়ালু সদাই ॥

রুকু-১

১. হাত দুটি ভেঙে যাক
আবু লাহাবের
ধ্বংস উপরে তার
আসুক নিজের ॥
২. কোন কাজে আসেনি তার
সম্পদ-ধন
বিফলে গেল সবই
তার উপার্জন ॥
৩. শীঘ্রই ঢুকিবে সে
আগুনের ভিতরে
৪. তাহার স্ত্রীও যে, কাঠ
বহন করে ॥
৫. কঠিন পাকানো রশির
ফাঁসি পরিয়ে
তাহার স্ত্রীর হবে
গলায় দিয়ে ॥

১১২. সূরা এখলাস
মক্কায় ঃ আয়াত ৪ ঃ রুকু ১

শুরু করি তাঁর নামে
আল্লাহ যিনি
পরম করুণাময়
দয়ালু তিনি ॥

রুকু-১

১. বল, এক-আল্লাহ্ তিনি
অদ্বিতীয়
২. কারো পরে নির্ভর নন
তিনি হন স্বীয় ॥
৩. জন্ম দেননি নিজে
কাহাকেও তিনি
নিজেও কারো হতে
জন্মেনি যিনি ॥
৪. সবার উপরে তিনি
একজনই তাই
সমতুল্য তাঁর কেহ
কোথাও আর নাই ॥

১১৩. সূরা ফালাক
মদিনায় ঃ আয়াত ৫ ঃ রুকু ১

শুরুতেই নাম তাঁর
বিরাট অসীম
আল্লাহ্ করুণাময়
রহমানুর রহিম ॥

রুকু-১

১. বল, আমি গ্রহণ করি
আশ্রয় তাঁর
এক সেই প্রভু তিনি
প্রভাত বেলার ॥
২. যত কিছু আরো তাঁর
সৃষ্টি আছে
অপকারে, আসে না যেন
আমার কাছে ॥
৩. রাতের অনিষ্টকারী
আছে সব যতো
গভীর আঁধার যখন
হবে সমাগত;
৪. আছে যত অপকারী
অশুভ নারী
খারাপ করে যারা
গিঁড়া ফুৎকারী ॥
৫. হিংসায়ও আর যারা
জ্বলে-পুড়ে মরে
অপকার, করে না যেন
আমার উপরে ॥

১১৪. সূরা নাছ্
মদিনায় ঃ আয়াত ৬ ঃ রুকু ১

আরম্ভ করিতে নেই
নাম আল্লাহ্‌র
দয়ালু করুণাভরা
পরোয়ারদিগার ॥

রুকু-১

১. বল, আমি আশ্রয়
করেছি গ্রহণ
মানুষের রবের কাছে
আছি সমর্পণ ॥
২. অধিপতি আছেন আরো
যিনি মানুষের
৩. একই মাবুদও তিনি
আছেন তাদের ॥
৪. অনিষ্ট হতে আরো
ক্ষতিকর তারা
কুমন্ত্রণা গোপনে দেয়
অপকারে যারা ॥
৫. মানবের অন্তরে করে
কুমন্ত্রণা প্রদান
৬. হোক্ সে জ্বীন বা
হোক্ ইন্‌সান ॥

<u>সমাপ্ত</u>